ওঁ তৎসৎ

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রণীতম্

# শ্রীমদ্ভাগবতম্

## দশম স্কন্ধে

### দ্বিতীয় খণ্ডম্

( ১৩শঃ—২৮শঃ অধ্যায়ে
শ্রীশ্রীগোষ্ঠ ও পৌগণ্ডলীলা )

পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামিকৃতয়া ভাগবতভাবার্থদীপিকয়া টীকয়া
শ্রীল-জীবগোস্বামিকৃতয়া বৈষ্ণবতোষণী টিপ্পন্যা চ সমেতম্

শ্রীমদদ্বৈতবংশ্য-
প্রভুপাদ শ্রীল-রাধাবিনোদ-গোস্বামি-
কৃতান্বয়ানুবাদৈঃ শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীসমাখ্য তাৎপর্য্যানুবাদৈশ্চ
সমলঙ্কৃতম্

পণ্ডিতপ্রবর
শ্রীমৎকৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থেন সম্পাদিতম্।

—*: (*) :*—

হরিহর লাইব্রেরী
কলিকাতা—৬

# শ্রীমদ্ভাগবত-সূচীপত্রম্

## দশমস্কন্ধস্থ ১৬শঃ—২৮শঃ অধ্যায়ঃ

## সূচীপত্র

# দশমঃ স্কন্ধঃ।

—(:*:)—

## ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

—(:*:)—

শ্রীশুক উবাচ।

বলোক্য দূষিতাং কৃষ্ণাং কৃষ্ণঃ কৃষ্ণাহিনা বিভুঃ। তস্যা বিশুদ্ধিমন্বিচ্ছন্ সর্পং তমুদবাসয়ৎ ॥১॥

শ্রীরাজোবাচ।

কথমন্তর্জলেঽগাধে ন্যগৃহ্ণাদ্ভগবানহিম্। স বৈ বহুযুগাবাসং যথাসীদ্বিপ্র কথ্যতাম্ ॥২॥

অন্বয়ঃ।—বিভুঃ ( সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী ) কৃষ্ণঃ ( জগদ্ধিতার্থমবতীর্ণঃ স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দনঃ ) কৃষ্ণাং (যমুনাং) কৃষ্ণাহিনা ( তীব্রবিষময়কৃষ্ণসর্পেণ কালিয়েন ) দূষিতাং ( বিষদূষিতাং ) বিলোক্য তস্যাঃ ( যমুনায়াঃ ) বিশুদ্ধিং ( বিশোধনং ) অন্বিচ্ছন্ ( ইচ্ছাং কুর্ব্বন্ ) তং সর্পম্ উদবাসয়ৎ ( যমুনাহ্রদতো নিঃসারিতবান্ )॥ ১

মূলানুবাদ।—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—সর্ব্বৈশ্বর্য্যনিকেতন শ্রীকৃষ্ণ, যমুনানদীকে কালিয়সর্পবিষে বিদূষিত দেখিয়া তাহাকে বিশুদ্ধ করিবার জন্য কালিয় সর্পকে সেখান হইতে বিদূরিত করিয়াছিলেন॥ ১

শ্রীধরস্বামীটীকা।—ষোড়শে কালিয়স্তোক্তা নিগ্রহো যমুনাহ্রদে। তৎপত্নীভিঃ স্তুতেনাথ কৃষ্ণেনানুগ্রহঃ কৃতঃ॥ হত্বা রামভদ্রেণৈতান্ ধেনুকং তালফলাশনম্। প্রীতোঽনৃত্যৎ ফণারঙ্গে কালিয়স্য কলানিধিঃ॥ ০॥ উদবাসয়ৎ নিঃসারিতবান্॥ ১

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—কৃষ্ণামিতি বর্ণেতো নামতশ্চ, অতঃ সখ্যাস্তস্যা দুর্বিষদূষিতত্বেনাবশ্যপ্রতিকার্য্যত্বমভিপ্রেতম্। কৃষ্ণেনাহিনেতি মহাদুর্ব্বিষময়ত্বমুক্তম্। ন কেবলং তস্যা এব তদ্ধিতাপাভূৎ অপিতু সর্ব্বেষামপি, যতঃ কৃষ্ণঃ কর্ষতি দুঃখানীতি জলপানাদিসিদ্ধ্যা ব্রজস্য, মহাতীর্থোদ্ধরণাদিনা জগতামপি, দমনাদিনা কালিয়স্যাপি হিতাচরণাৎ। বাল্যলীলারসাবিষ্টস্যাপি তস্য পূর্ব্ববৎ স্বাবসরে ঐশ্বর্য্যমপ্যুদয়ত ইত্যাহ বিভুরিতি॥ ১

অন্বয়ঃ।—বিপ্র ( হে সর্ব্ববিদ্যাপ্রবীণ। ) ভগবান্ ( সর্ব্বেণাপি প্রকারেণ সর্ব্বং কর্ত্তুং সমর্থঃ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ ) কথং ( কেনপ্রকারেণ ) অগাধে ( অতলস্পর্শে ) অন্তর্জ্জলে ( যমুনাহ্রদমধ্যে ) অহিং ( কালিয়সর্পং ) ন্যগৃহ্ণাৎ ( নিগৃহীতবান্ )। স বৈ ( স চ কালিয়ঃ ) বহুযুগাবাসং ( বহূনি যুগানি ব্যাপ্য আবাসো যত্র তাদৃশং যথা স্যাৎ তথা ) যথা ( যেন প্রকারেণ ) আসীৎ ( যমুনাহ্রদে বাসং কৃতবান্ তদপি ) কথ্যতাং ( বর্ণ্যতাম্ )॥ ২

মূলানুবাদ।—রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন,—হে সর্ব্বজ্ঞশিরোমণে। শ্রীভগবান্ যমুনার অগাধ জলমধ্য হইতে কালিয়কে কি প্রকারে বিতাড়িত করিলেন এবং কালিয়ই বা কিরূপে সেখানে যুগযুগান্তর হইতে বাস করিতেছিল তাহা আমার নিকট বর্ণনা করুন॥ ২

ব্রহ্মন্ ভগবতস্তস্য ভূম্নঃ স্বচ্ছন্দবর্তিনঃ। গোপালোদারচরিতং কস্তৃপ্যেতামৃতং জুষন্ ॥৩॥

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—ভগবান্ সর্ব্বেনাপি প্রকারেণ সর্ব্বং কর্তুং সমর্থঃ, তথাপি কথং কেন প্রকারেণেতি। বৈ চ। স চ বহুযুগাবাসমিতি বিশ্রুতত্বাৎ। বহূনি যুগানি আবাসো যত্র তাদৃশং যথাস্থানস্তথা যথাগীস্তথা কথ্যতামিত্যেবান্বয়ঃ। বিপ্র হে পরমবিদ্যাপ্রবীণ। তথাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে। বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং ত্রিভিঃ শ্রোত্রিয়লক্ষণমিতি ॥ ২

**অন্বয়ঃ।**—ব্রহ্মন্ (হে সর্ব্ববেদার্থতত্ত্বজ্ঞ।) ভূম্নঃ (সর্ব্বৈঃ পরিপূর্ণস্বরূপৈশ্বর্য্যমাহাত্ম্যশালিনঃ) স্বচ্ছন্দবর্ত্তিনঃ (স্বতন্ত্রলীলাবিলাসিনঃ) ভগবতঃ তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) অমৃতং (স্বর্গসুধাতোঽপি স্বাদুতরং কিমপ্যনির্ব্বচনীয়মমৃতরূপং) গোপালোদারচরিতং (গোপালেন গোপালনেন যৎ উদারং পরমানন্দদাতৃ চরিতং স্বৈরবিহারঃ তৎ) জুষন্ (শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণাদিনা সেবমানঃ) কঃ (কঃ পুমান্) তৃপ্যেত (তৃপ্ত্যা অলং বুদ্ধিং কুর্ব্বীত) ॥ ৩

**মূলানুবাদ।**—হে ব্রহ্মন্। সেই ভূমা, স্বতন্ত্রলীল স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অমৃতোপম গোপালচরিতকথা শ্রবণ করিয়া কেহ কি কখনও পরিতৃপ্ত হইতে পারে? ॥ ৩

**শ্রীধরস্বামীটীকা।**—বহূনি যুগানি আবাসো যস্য তমহিম্। স বৈ অহিরম্ভলচরোঽপি তস্মিন্নন্তর্জলে যথা যেন প্রকারেণ আসীৎ। অথবা বহূনি যুগান্যাবাসো যথা ভবতি তথা যেন প্রকারেণ স বৈ তত্রাসীদিতি কথ্যতামিতি ॥ ২ ॥ গোপালেন যদুদারং চরিতমাচরিতং তদেবামৃতম্ অতঃ কথ্যতামিতি। ৩

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—যদ্যপি শ্রীমুনীন্দ্রেণ তদ্বিশেষচতুঃখণ্ডতয়া সংক্ষিপ্য কথিতম্, তথাপি তদজ্ঞানেন রাজ্ঞা তল্লীলা সামান্যাভিলাষাদেব তথা দৃষ্টমিতি তদাক্যেনৈব দর্শয়তি ব্রহ্মন্নিতি। ভগবতঃ ঐশ্বর্য্যাদিষট্কযুক্তস্য। ভূম্নঃ সর্ব্বথাপি সর্ব্বাতিশয়িতস্য। তত্রাপি স্বচ্ছন্দবর্ত্তিনঃ স্বৈরলীলাপ্রকাশিনঃ এবমেবং ভূতস্য গোপালজাত্যনুরূপম্ উদারং সর্ব্বতোঽপি মহৎ, পরমানন্দদাতৃ বা যচ্চরিতং তজ্জুষমাণঃ কস্তৃপ্যেৎ অতৃপ্তো হেতুঃ অমৃতমিবেতি। ৩

**শ্রীভাগবতভাবার্থবর্ষিণী।**—ব্রজরাজনন্দন ছয় বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়া, সেই বৎসরের কার্ত্তিক মাসে গোচারণারম্ভ, গ্রীষ্মকালে কালিয়দমন এবং ভাদ্রমাসে ধেনুকাসুরমর্দ্দন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে কালিয়দমনলীলার পূর্ব্বেই ধেনুকাসুর মর্দ্দনলীলা বর্ণিত আছে এবং "বিলোক্য দূষিতাং কৃষ্ণাং" প্রভৃতি ও "হত্বা রাসভদৈতেয়ান্" প্রভৃতি শ্লোক দেখিলে মনে হয় যেন শ্রীকৃষ্ণের ধেনুকাসুর মর্দ্দনলীলা, কালিয়দমন লীলার পূর্ব্ববর্ত্তী। অথচ কালিয়দমনলীলা যে ধেনুকাসুর মর্দ্দনলীলার পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিলে জানা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতেও কালিয়দমনলীলা বর্ণনা প্রসঙ্গে "অথ গাবশ্চ গোপাশ্চ নিদাঘতাপপীড়িতাঃ" প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীশুকদেবও স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, গো এবং গোপগণ গ্রীষ্মকালীন সূর্য্যতাপে পরিতপ্ত এবং পিপাসিত হইয়া যমুনার বিষদূষিত জল পান করিয়াছিলেন। ধেনুকাসুরমর্দ্দনলীলা বর্ণন প্রসঙ্গে তালবনে সুপক্ব তালফলের কথায় জানা যায় যে, ভাদ্র মাসেই শ্রীকৃষ্ণ সেই লীলা করিয়াছিলেন, কেননা ভাদ্র মাসেই তালফল সুপক্ব হইয়া থাকে। "দমিতে সর্পরাজে তু কৃষ্ণেন যমুনা হ্রদে" প্রভৃতি হরিবংশ বচনেও জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ যমুনাহ্রদে সর্পরাজ কালিয়কে দমন করার পরেই ধেনুকাসুর মর্দ্দন করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীশুকদেব, মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট শ্রীকৃষ্ণের গোচারণারম্ভ, গোষ্ঠক্রীড়া প্রভৃতি বর্ণনা করার পরেই ধেনুকাসুরমর্দ্দনলীলা বর্ণনা করিয়াছেন, গ্রীষ্মকালীন কালিয়দমনলীলা বর্ণনা করেন নাই। ইহাতে মনে হয় যে, শ্রীশুকদেব শ্রীকৃষ্ণের গোচারণারম্ভ, গোষ্ঠক্রীড়া প্রভৃতি সুখদলীলা বর্ণনার পর গোপগোপীগণের কৃষ্ণবিরহদুঃখময় কালিয়দমনলীলা বর্ণনা করিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ ও শ্রোতৃবৃন্দের মনে দুঃখ দিতে ইচ্ছা করেন নাই।

ই জন্য গোষ্ঠক্রীড়ায় শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য এবং ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াই ধেনুকাসুরমর্দ্দনলীলায় তনি শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যসিন্ধুতে শ্রোতৃচিত্ত ভাসাইয়া দিয়া নিজেও াহাতে ভাসিয়া বেড়াইয়াছেন। কিন্তু ধেনুকাসুরমর্দ্দনলীলায় শ্রীকৃষ্ণের অসুরমারণ এবং ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ বর্ণনা রিতে করিতে তাহারই আবেশ বশতঃ তিনি ধেনুকাসুর মর্দ্দন লীলার পরে হঠাৎ কালিয়দমনলীলার কিয়দংশ লিয়া ফেলিয়াছেন এবং সেই লীলায় ব্রজের গো গোপ এবং গোপীগণের কৃষ্ণবিরহ দুঃখের কথা মনে হওয়ায় নি তৎক্ষণাৎ অধ্যায় শেষ করিয়া দিয়াছেন। তাহার পর তিনি দুঃখের বেগ সম্বরণ করিয়া ষোড়শ অধ্যায়ে ক শ্লোকে বলিয়াছেন যে, পরম করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ যমুনা নদীকে কালিয়সর্পবিষে দূষিত দেখিয়া তাহাকে বিশুদ্ধ রিলেন এবং তথা হইতে কালিয় সর্পকে বিদূরিত করিলেন। কিন্তু কালিয়নাগ কি ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে দংশন বেষ্টন করিল, তাহা দেখিয়া ব্রজের গোপগোপীগণের কি হইল, কৃষ্ণবিরহে তাঁহারা কি করিলেন এই সমস্ত ান কথাই তিনি প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিৎ সংক্ষিপ্তভাবে কালিয়দমনলীলা শুনিয়া পরিতৃপ্ত ইতে না পারিয়া যখন বিশেষভাবে প্রশ্ন করিলেন, তখন আবার শ্রীশুকদেব বিস্তৃতভাবে কালিয়দমনলীলা র্ণনা করিলেন।

পূর্ব্বাধ্যায়ের শেষভাগে শ্রীশুকদেব সংক্ষিপ্ত ভাবে কালিয়দমনলীলা বর্ণনায় বলিয়াছেন, একদিন বৃন্দাবন-বহারী শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকগণ সহ গোচারণ করিতে করিতে যমুনাতীরে উপস্থিত হইলেন। বলদেব প্রত্যহই শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোচারণে যান, কিন্তু সেদিন তিনি গোচারণে যান নাই। যাহা হউক, কৃষ্ণ ন গোচারণ করিতে যমুনাতীরে উপস্থিত হইলেন, তখন গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্নসূর্য্যতাপে তপ্ত পিপাসিত াগণ এবং গোপবালকগণ দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হইয়া যমুনা নিকটে উপস্থিত হইল এবং সেখানকার বষদূষিত জলস্পর্শ করা মাত্রেই সকলেই প্রাণ হারাইল। কৃষ্ণ তাহাদের এই অবস্থা দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ ...বর্ষিণী দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিলেন এবং তাহারা বিস্মিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল ও পরে বুঝিতে পারিল যে, তাহাদের মৃতদেহে পুনর্জীবন সঞ্চারের হেতু একমাত্র কৃষ্ণেরই কৃপা!

ধেনুকাসুরমর্দ্দনলীলায় শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নবিগ্রহ শ্রীবলদেবই স্বহস্তে ধেনুকাসুরকে বধ করেন এবং পরিশেষে ... ও কৃষ্ণ দুই ভাই মিলিয়া অসংখ্য গর্দ্দভরূপধারী অসুরকে বধ করিয়াছিলেন। সুতরাং এই লীলায় ...কৃষ্ণের অনন্যসাধারণ দৈহিকবল প্রকাশ মাত্রই হইয়াছিল। কিন্তু বিষজলস্পর্শে মৃত গোপবালক এবং ...গণকে পুনর্জীবিত করিতে কৃষ্ণ কোনপ্রকার দৈহিক বলাদি প্রকাশ করেন নাই, কেবলমাত্র অনুগ্রহ-...ত করিয়াই মৃতদেহে নবজীবন সঞ্চার করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের এই অনির্ব্বচনীয় মহাপ্রভাব বর্ণনা করিবার ...এই শ্রীশুকদেব গোপবালক ও গোগণসহ কৃষ্ণের যমুনাতীরে গমন বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু কালীয়দমনলীলা ... দুঃখময় বলিয়া তিনি এই পর্য্যন্ত বলিয়াই অধ্যায় শেষ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের যমুনাতীরে গমন হইতে বিষজলস্পর্শে মৃত গোপবালক ও গোগণের পুনর্জীবন প্রাপ্তি পর্য্যন্ত শুনিলে সকলেরই মনে প্রশ্ন হইতে পারে যে, কৃষ্ণের অনুগ্রহ দৃষ্টিতে গো এবং গোপবালকগণের পুনর্জীবন লাভ হইল, কিন্তু যমুনার কি বিষদোষ দূরীভূত হইল না? সেই জন্য শ্রীশুকদেব বলিলেন, হে মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণ মনে ভাবিলেন, আমারই লীলাভূমি বৃন্দাবনে এরূপ বিষাক্ত জল থাকা কোনপ্রকারেই উচিত নহে। বিশেষতঃ যমুনারও এক নাম "কৃষ্ণা", সুতরাং নামসাম্যে সে আমার সখীতুল্য, অতএব তাহার সর্ব্বতোভাবে বিশুদ্ধ হওয়াই উচিত। এই স্থানে যমুনার হ্রদমধ্যে মহাবিষধর সর্প কালিয় বহুদিন হইতে বাস করিতেছে এবং তাহারই তীব্র বিষে যমুনার জল বিষাক্ত হইয়াছে, অতএব তাহাকে এখান হইতে বিদূরিত করা উচিত। এই কথা মনে করিয়া,

শ্রীশুক উবাচ।

কালিন্দ্যাং কালিয়স্যাসীদ্ধ্রদঃ কশ্চিদ্বিষাগ্নিনা। শ্রপ্যমাণপয়া যস্মিন্ পতন্ত্যুপরিগাঃ খগাঃ ॥৪

অচিন্ত্য অনন্ত মহাশক্তিনিকেতন শ্রীকৃষ্ণ, কালিয় সর্পকে যমুনা হ্রদ হইতে বিতাড়িত করিলেন এবং যমুনাকেও বিষসংস্রব মুক্ত ও বিশুদ্ধ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ স্বভাবতঃই সর্বজীবের সর্বদুঃখমোচনকারী, সুতরাং তাঁহার সকল কার্য্যই সকলের পরম হিতকর। তিনি কালিয় সর্পকে শ্রীবৃন্দাবন হইতে বিতাড়িত করিয়া তাহার মহাগর্ব্ব খর্ব্ব করিলেন এবং তাহার নারকীয় স্বভাব দূর করিয়া দেবগণের হিত করিলেন। যমুনার জল বিষমুক্ত হওয়ায় ব্রজবাসিগণ চিরতরে শঙ্কামুক্ত হইল এবং অবাধে যমুনা হ্রদের জল পানাদি করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ এই মহাতীর্থের উদ্ধার হওয়ায় জগতেরও প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইল।

শ্রীশুকদেবের এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় পরিতৃপ্ত হইতে না পারিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁহাকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে গুরো। যদিও অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিশালী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, যে কোনও প্রকারে যে কোনও কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ, তথাপি আমার জানিতে ইচ্ছা হইতেছে যে—তিনি সেই অগাধ যমুনা জল হইতে কি ভাবে কালিয়কে বিতাড়িত করিলেন এবং কালিয়ই বা কতকাল হইতে যমুনা-হ্রদে কি জন্য বাস করিতেছিল?

মহারাজ পরীক্ষিৎ এই প্রকার প্রশ্ন করিলেও কালিয়দমনলীলা বর্ণনে শ্রীশুকদেবকে উৎসাহবিহীন দেখিয়া আবার বলিলেন—হে শ্রীকৃষ্ণলীলার্ণবতরবিৎ। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বভাবেই পরিপূর্ণ; তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, লীলা, স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য প্রভৃতি সমস্তই পূর্ণতম। তিনি পরম স্বতন্ত্র, তাঁহার ইচ্ছা মাত্রেই তাঁহার সর্ব্ববিধ লীলা সম্পন্ন হইয়া যায়, কাজেই তাঁহার লীলায় কিছুমাত্র অসম্ভাবনা নাই। অগাধ যমুনাজল হইতে কালিয় সর্পকে বিতাড়িত করা তাঁহার পক্ষে অকিঞ্চিৎকর। যাঁহার ইচ্ছামাত্রেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়ী প্রকৃতি বিক্ষুব্ধ হইয়া পরিদৃশ্যমান জগদাকারে পরিণত হয়, তাঁহার পক্ষে কি কিছু অসম্ভব আছে? তথাপি তিনি গোপবালকরূপে যে পরম মধুর লীলা করেন তাহা অমৃত হইতেও সুমধুর। এই লীলায় তিনি তাঁহার বাল্যভাবের সঙ্গে যে অচিন্ত্য শক্তি প্রকাশ করিয়া লীলা করেন, তাহা শ্রবণ করিলে অপ্রাকৃত পরমানন্দ-রসে হৃদয় আপ্লুত হইয়া যায়। এই জন্য আমার বড়ই লালসা যে ব্রজরাজনন্দন বাল্যক্রীড়া করিতে করিতে যমুনার অগাধ জল হইতে কি ভাবে কালিয় সর্পকে বিতাড়িত করিয়াছেন তাহা আপনার নিকট শ্রবণ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই। তাঁহার সমস্ত লীলাই পরম মধুর এবং পরমানন্দরসবর্দ্ধিনী। কোটি কোটি কর্ণ থাকিলেও বোধ হয় তাহা শ্রবণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারা যায় না॥ ১—৩

অন্বয়ঃ।—কালিন্দ্যাং (যমুনায়াং) কালিয়স্য (কালিয়সর্পস্য) বিষাগ্নিনা (তীব্রবিষরূপবহ্নিনা) শ্রপ্যমাণ-পয়াঃ (শ্রপ্যমাণং পচ্যমানং পয়ঃ জলং যস্য স তথাবিধঃ) কশ্চিৎ হ্রদঃ আসীৎ যস্মিন্ (হ্রদে) উপরিগাঃ (উপরি-চরন্তঃ) খগাঃ (পক্ষিণঃ) পতন্তি (বিষজলস্পৃষ্টবায়ুস্পর্শমাত্রেণৈব মূর্চ্ছিতাঃ সন্তঃ তস্মিন্নেব হ্রদে পতন্তি)॥ ৪

মূলানুবাদ।—শ্রীশুকদেব বলিলেন—যমুনার দক্ষিণভাগে কালিয়সর্পের বিষাগ্নিতে পচ্যমান জলপূর্ণ একটি হ্রদ ছিল। তাহার উপরিগত উড্ডীয়মান পক্ষিগণ পর্য্যন্ত মূর্চ্ছিত হইয়া সেখানে পতিত হইত। ৪

শ্রীধরটীকা।—শ্রপ্যমাণং পচ্যমানং পয়ো যস্য সঃ। অত উপরিগচ্ছন্তঃ খগা যস্মিন্ পতন্তি॥ ৪

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—শ্রীশুক উবাচ ইতি, তদেবং নিশম্য সবাসনত্বেন তস্মিন্ জাতস্নেহঃ সুখদুঃখায়কং

বিপ্রুষ্মতা বিষোদোর্ম্মিমারুতেনাভিমর্ষিতাঃ। ম্রিয়ন্তে তীরগা যস্য প্রাণিনঃ স্থিরজঙ্গমাঃ॥ ৫

তং চণ্ডবেগবিষবীর্য্যমবেক্ষ্য তেন দুষ্টাং নদীঞ্চ খলসংযমনাবতারঃ।
কৃষ্ণঃ কদম্বমধিরুহ্য ততোঽতিতুঙ্গমাস্ফোট্য গাঢ়রশনো ন্যপতদ্বিষোদে॥ ৬

সর্ব্বমেব তাদৃশায় নিবেদনীয়মিত্যভিপ্রায়েণ। শ্রীব্রজবাসিদুঃখময়নিজদুঃখাত্মকমপি তন্নিবেদয়ন্ শুকবদযথাশ্রুতমেবো-বাচ নত্বস্তত্রৈব বিস্তার্য্যাপীত্যর্থঃ। কালিন্দ্যাং হ্রদ ইতি তস্যা দক্ষিণভাগে বর্ত্তমানস্য তস্য তদ্গর্ত্তজত্বাৎ তস্যাঃ প্রবাহস্তু স্বতঃ পৃথগেবোহ্যঃ। অন্যথা তদ্ব্বিষজলেন যাদবকুলাবাস শ্রীমধুপুর্য্যাদিব্যাপ্তেঃ। স তু কালিয়স্য বিষাগ্নিনা শ্রপ্যমাণপয়া আসীৎ। উপরিগা উর্দ্ধং গচ্ছন্তঃ খগা ইতি তত্রাপি দূরগত্বমভিপ্রেতম্॥ ৪

অন্বয়ঃ।—যস্য (হ্রদস্য) বিপ্রুষ্মতা (জলকণযুক্তেন) বিষোদোর্ম্মিমারুতেন (বিষময়হ্রদতরঙ্গস্পর্শিপবনেন) অভিমর্ষিতাঃ (স্পৃষ্টাঃ) তীরগাঃ (তীরস্থিতাঃ) স্থিরজঙ্গমাঃ (স্থিরাঃ বৃক্ষাদয়ঃ জঙ্গমাঃ মৃগাদয়শ্চ) প্রাণিনঃ (জন্তবঃ) ম্রিয়ন্তে (প্রাণান্ ত্যজন্তি)॥ ৫

**মূলানুবাদ।**—সেই হ্রদের বিষাক্ত তরঙ্গস্পর্শী ও বিষাম্বুকণিকাবাহী বায়ুর সংস্পর্শে তীরস্থ, স্থাবর কিংবা জঙ্গম কোন প্রাণীই জীবিত থাকিতে পারিত না॥ ৫

**শ্রীধরটীকা**—কিঞ্চ বিপ্রুষ্মতা অম্বুকণযুক্তেন বিষোদতরঙ্গস্পর্শিমারুতেন স্পৃষ্টা যস্য তীরগা ম্রিয়ন্তে স হ্রদ আসীদিতি॥ ৫

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—বিপ্রুষ্মতেতি শ্রপ্যমাণপয়স্তয়া সদা জবেন তৎফণানাম্রুচ্ছলনাৎ। ইতি মারুতস্যাপি দাহকত্বমুক্তম্। অন্যচ্চ বিশেষঃ শ্রীহরিবংশে। দীর্ঘং যোজনবিস্তারং দুস্তরং ত্রিদশৈরপি। গম্ভীরমক্ষোভ্যজলং নিষ্কম্পমিব সাগরম্। দুঃখোপসর্প্যং তীরেষু সসর্পৈর্বিপুলৈর্বিলৈঃ। বিষারণিভবস্যাগ্নের্ধুমেন পরিবেষ্টিতম্। তৃণেষ্বপি পতৎ যস্য জ্বলন্ত ইব তেজসা। সমন্তাদ্‌যোজনং সাগ্রং তীরেষ্বপি দুরাসদমিতি। এবং ভূমিগুহায়াং তৎপুরী জলস্তম্ভবিদ্যয়া জলমধ্য এব বা॥৫

অন্বয়ঃ।—খলসংযমনাবতারঃ (খলানাং দুষ্টপ্রকৃতীনাং সংযমনায় অবতারাঃ মৎস্যকূর্ম্মাদিরূপা আবির্ভাবা যস্য সঃ) কৃষ্ণঃ (সর্ব্বাবতারাবতারী স্বয়ং ভগবান্ ব্রজরাজনন্দনঃ) তং (কালিয়ং) চণ্ডবেগবিষবীর্য্যং (চণ্ডঃ অত্যুগ্রঃ বেগো যস্য তথাবিধং বিষমেববীর্য্যং পরাক্রমো যস্য তং তথাবিধং) অবেক্ষ্য (জ্ঞাত্বা) তেন (কালিয়েন) নদীং (যমুনাঞ্চ) দুষ্টাং (বিষাক্তাম্ অবেক্ষ্য) গাঢ়রশনঃ (গাঢ়া দৃঢ়ং বদ্ধা রশনা কটিবস্ত্রবন্ধং যেন সঃ) আস্ফোট্য (করতলেন বাহুমাহত্য) কদম্বং (হ্রদতীরবর্ত্তিনং কদম্ববৃক্ষং) অধিরুহ্য (আরুহ্য) অতিতুঙ্গাৎ (অত্যুন্নতাৎ) ততঃ (কদম্ববৃক্ষাৎ) বিষোদে (হ্রদস্য বিষাক্তজলে) ন্যপতৎ (নিপপাত)॥৬

**মূলানুবাদ।**—কালিয় সর্পের এই প্রকার বিষবীর্য্য ও তাহাতে যমুনাকে বিষদূষিত দেখিয়া দুষ্টদমনকারী শ্রীকৃষ্ণ দৃঢ়রূপে কটিবস্ত্র বন্ধন ও বাহ্বাস্ফোটন করিয়া তীরস্থিত কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন এবং তাহার উচ্চ শাখা হইতে সেই বিষহ্রদে ঝম্প প্রদান করিলেন॥৬

**শ্রীধরটীকা।**—তং কালিয়ম্। চণ্ডো বেগো যস্য তং বিষমেব বীর্য্যং যস্য তম্। কদম্বমিতি। ভাবিনা শ্রীকৃষ্ণচরণস্পর্শভাগ্যেন স একস্তত্তীরে ন শুষ্কঃ, অমৃতমাহরতা গরুত্মতাক্রান্তত্বাদিতি চ পুরাণান্তরম্। আস্ফোট্য বাহুং করতলেনাহত্য গাঢ়া দৃঢ়ং বদ্ধা রশনা কটিবন্ধনবস্ত্রং যেন সঃ॥৬

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—বেগঃ শীঘ্রপ্রসর্পণম্। চণ্ডেতি অপ্রতিবার্য্যত্বাদিতোঽয়ং নিঃসার্য্য এবেতি ভাবঃ। তেন কালিয়েন হেতুনা। অধিরুহ্য তচ্ছিখরে অধিরুহ্য। তথাচ তত্রৈব আরূঢ়চপলঃ কৃষ্ণঃ কদম্বশিখরং মুদেতি।

হ্রদঃ হ্রদাৎ। গাঢবন্ধন ইত্যনেন কেশাদীনামপি গাঢবন্ধনমুপলক্ষ্যতে। তথাচ ভট্টৈর "বদ্ধা পরিকরং দৃঢ়মিতি।" উৎপতদিত্যত্র হেতুঃ খলানাং সংযমনায় অবতারঃ খলোকাবতরণং কিম্বা মৎস্যাদ্যবতারা অপি যস্য স ইতি কালিয়দমনার্থমিত্যর্থঃ ॥ ৬

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—শ্রীকৃষ্ণের কালিয়দমনলীলা শ্রবণের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবের নিকট পুনঃ পুনঃ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলে, ব্রজবাসী গোপ গোপীগণের কৃষ্ণবিরহার্ত্তিময় হইলেও তিনি তাহা বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু অন্যান্য লীলা যেমন তিনি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, এ লীলা সেরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেন নাই। শুকপক্ষী যেমন নিজের শ্রুতমাত্র বিষয়ই আলাপ করিয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবত-কাননের শুক ও শ্রীব্যাসদেবের নিকট কালিয়দমন-লীলা সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছেন, কেবলমাত্র তাহাই বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

শ্রীশুকদেব বলিলেন, হে মহারাজ। শ্রীবৃন্দাবনতট-বাহিনী যমুনার দক্ষিণ ভাগে এক সুবিস্তৃত ও সুগভীর জলপূর্ণ হ্রদ ছিল। মহাবিষধর সর্পরাজ কালিয় সেই হ্রদে বাস করিত। কালিয় সম্ভবতঃ স্বলত্ত বিষাপ্রভাবে সেখানকার জলরাশি শুষ্ক করিয়া কিংবা জলনিম্নস্থ ভূভাগে মহাগর্ত্ত করিয়া সেইস্থানে তাহার পত্নীগণ এবং সন্তানাদি সহ বাস করিত। কালিয় তাহার বাসের সুবিধার জন্য সেখানকার হ্রদগর্ত্ত গভীরতম ও সুবিস্তৃত করিয়া লইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক, সর্পরাজ কালিয় বহুদিন হইতেই এই যমুনাহ্রদে সপরিবারে বাস করিত। কিন্তু তাহার বিষ এতই তীব্র ছিল যে, সেজন্য সেই হ্রদের জলরাশি সর্ব্বদাই চুল্লীস্থিত পাকপাত্রের অত্যুষ্ণ জলের মত সর্ব্বদা আলোড়িত ও আবর্ত্তিত হইত। কালিয়ের বিষজ্বালা প্রভাবে সেই হ্রদে কোনপ্রকার জলজন্তু থাকিতে পারিত না। এমন কি সেই হ্রদের উপরিস্থ আকাশপথ দিয়া যদি কোনও পক্ষী উড়িয়া যাইত তাহা হইলে সেও সেই বিষজ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিত এবং হ্রদজলে নিপতিত হইত।

( কালিয়হ্রদ যমুনার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত মহাগর্ত্ত বিশেষ। সুতরাং যমুনা প্রবাহ তাহার উত্তরদিক্ দিয়া প্রবাহিত হইত ও তাহাতে কালিয়হ্রদের বিষ মিশ্রিত হইতে পারিত না। যদি যমুনা প্রবাহেও কালিয়বিষ মিশ্রিত হইত, তাহা হইলে মথুরাবাসি যাদবগণ পর্য্যন্ত যমুনাজলস্পর্শে প্রাণ হারাইতেন )

কালিয় এবং তাহার পরিবারভুক্ত অসংখ্য সর্পের মহাবিষে এবং তাহাদের নিরন্তর উদ্ভটভাবে সঞ্চালনে কালিয়হ্রদ সর্ব্বদাই উত্তালতরঙ্গমালাপরিবেষ্টিতই থাকিত। সেই বিষহ্রদসঞ্চারী বায়ুতে যে বিষাক্ত জলকণা মিশ্রিত থাকিত, তাহার স্পর্শে কালিয়হ্রদের তীরবর্ত্তী স্থাবর কিংবা জঙ্গম কোনও প্রাণীই প্রাণরক্ষা করিতে সক্ষম হইত না। সেজন্য কালিয়হ্রদতীর দেখিলে মরুপ্রান্তর বলিয়া ভ্রম হইত। সেখানে একগাছি তৃণ কিংবা একটি ক্ষুদ্র কীটাণুও জীবিত থাকিবার শক্তি ছিল না। শ্রীহরিবংশে এই ভীষণ বিষহ্রদের বর্ণনায় দেখা যায়—

> দীর্ঘং যোজনবিস্তারং দুস্তরং ত্রিদশৈরপি। গম্ভীরমক্ষোভ্যজলং নিষ্কম্পমিব সাগরম্॥
> তোয়দৈঃ শ্বাপদৈস্ত্যক্তং শূন্যং তোয়চরৈঃ খগৈঃ। অগাধেনাম্ভসা পূর্ণং মেঘপূর্ণমিবাম্বরম্॥
> দুঃখোপসর্প্যং তীরেষু সসর্পৈর্বিপুলৈর্বিলৈঃ। বিষারণিভবস্যাগ্নের্ধূমেন পরিবেষ্টিতম্॥
> অপেয়ং পানকার্য্যেষু খগৈরাকাশগোচরৈঃ। তৃণেষ্বপি পতৎস্বপ্সু জ্বলন্তমিব তেজসা॥
> সমন্তাদ্যোজনং সাগ্রং দেবৈরপি দুরাসদম্। বিষানলেন ঘোরেণ জ্বালাপ্রজ্বলিতদ্রুমম্॥ ( শ্রীহরিবংশঃ )

কালিয়হ্রদ এক যোজন পরিমিত ( চারিক্রোশ ) দীর্ঘ ও বিস্তৃত, দেবতাগণের পক্ষেও তাহা অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। তাহার জল সমুদ্রের ন্যায় সুগভীর, অতলস্পর্শ এবং হ্রাসবৃদ্ধি বিহীন। তাহাতে কোনপ্রকার জলজন্তু বাস করিতে পারে না কিংবা কোনও জলচর পক্ষী সেখানে যাইতে পারে না। সেই অগাধ জলরাশি

দেখিলে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ বলিয়া ভ্রম হয়। তাহার তীরে অসংখ্য গর্ত্ত এবং তাহাতে অসংখ্য বিষধর সর্প বাস করে এবং তাহাদের বিষধূমে তীরভূমি সর্ব্বদাই আবৃত থাকে, সেজন্ত কালিয়হ্রদের তীরভূমি পর্য্যন্ত অগম্য। সেখানকার আকাশপথেও আকাশচারী পক্ষিগণের গমনাগমন করিবার সাধ্য নাই। তৃণ কিংবা বৃক্ষ পত্রাদি যদি বায়ুচালিত হইয়া কালিয়হ্রদে পতিত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বিষতেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। হ্রদের চতুর্দ্দিকে এক যোজন পরিমিত স্থান এইরূপ বিষজ্বালায় সর্ব্বদা জ্বলিত-প্রায় হইয়া থাকে এবং দেবতাগণ পর্য্যন্ত তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারেন না।

শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকগণসহ গোচারণ করিতে করিতে একদিন গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ণে শ্রীকৃষ্ণ এই অতি দুর্গম এবং প্রাণান্তকর স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে, তৃষ্ণার্ত্ত গোগণ দূর হইতে জলাশয় দেখিবামাত্র তীব্রবেগে ধাবিত হইয়া কালিয়হ্রদতীরে গিয়া যেমন তাহার বিষজল স্পর্শ করিল, তৎক্ষণাৎ তাহাদের প্রাণান্ত হইল এবং গোপগণও তাহাদের ফিরাইবার জন্ত তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আসিয়া হ্রদতীরে উপস্থিত হইবা-মাত্র প্রাণ হারাইল। তাহার পর কৃষ্ণ অমৃতবর্ষি দৃষ্টি সঞ্চার করিয়া তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিলেন। তখন পুনর্জীবন প্রাপ্ত গোগণ এবং গোপবালকগণ বিস্মিত হইয়া একদৃষ্টে কৃষ্ণের মুখের দিকে চাহিয়া সেই হ্রদ-তীরেই দণ্ডায়মান রহিল এবং কৃষ্ণও তাহার কিছু দূরে দাঁড়াইয়া একবার হ্রদের দিকে এবং একবার হ্রদতীরস্থ গো এবং গোপবালকগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ও মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কালিয় নাগের বিষের কি প্রভাব যে তাহাতে যমুনাজল পর্য্যন্ত এমনই বিষাক্ত হইয়াছে যে, তাহার স্পর্শমাত্রেই আমার বয়স্যগণ এবং গোগণের এখনই প্রাণান্ত হইয়াছিল। ইহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে কালিয়নাগের বিষ-প্রভাবে এস্থানে কাহারও আসিবার সাধ্য নাই; যদি কেহ ভ্রমক্রমেও এস্থানে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহার যে নিশ্চয়ই প্রাণান্ত হইবে তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কালিয়নাগের বিষ এতই তীব্র এবং সদ্যঃপ্রাণ-হারক যে তাহার প্রভাবে এই হ্রদতীরে একটি তৃণ পর্য্যন্ত অঙ্কুরিত হইতে পারে না এবং হ্রদের ঊর্দ্ধপ্রদেশে আকাশপথে পর্য্যন্ত পক্ষিগণ যাতায়াত করিতে পারে না। সুতরাং কালিয়ের মত তীব্র বিষধর সর্প অন্য কুত্রাপি আছে কি না সন্দেহ।

খলদণ্ডবিধানকারী হরি, কালিয়নাগের গর্ব্বহরণ এবং তাহার বিষে বিদূষিত যমুনার দোষ হরণ করিবার জন্ত এই প্রকার নানাকথা চিন্তা করিয়া নিকটবর্ত্তি কদম্ব বৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

এই গীতাবাক্যে জানা যায় যে শ্রীভগবান্ সাধুহৃদয় ভক্তগণকে রক্ষা, স্বজনদ্রোহী খলগণের দণ্ডবিধান এবং ধর্ম্মসংস্থাপন এই তিন কার্য্য করিবার জন্ত যুগে যুগে মৎস্য কূর্ম্মাদি নানারূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এবার সর্ব্বাবতারাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই মরজগতে উপস্থিত হইয়াছেন; সুতরাং এবার যে যথাযোগ্য ভাবে খলনিগ্রহাদি কার্য্য সংঘটিত হইবে তাহা ত বলাই বাহুল্য।

কালিয়নাগ শ্রীভগবানের ভক্তচূড়ামণি গরুড়ের মহাশত্রু এবং সে সর্ব্বদাই গরুড়ের অনিষ্ট চিন্তা করিয়া থাকে। তাহার জন্ত অমৃতজলা বৃন্দাবনতটবাহিনী যমুনা পর্য্যন্ত এমনই বিষাক্ত হইয়াছে যে, তাহার জলস্পর্শে কৃষ্ণের বয়স্য গোপবালকগণ এবং গোগণ এখনই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। সুতরাং তাহার এই হ্রদে অবস্থানের ফলে কত শত শত নির্দ্দোষ জীব যে প্রাণ হারাইতেছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। বিশেষতঃ কৃষ্ণের পরম প্রিয় ব্রজবাসি ভক্তগণ তাহাদের বাসস্থানের নিকট এই বিষহ্রদ আছে বলিয়া কতই যে উদ্বেগের সহিত কালক্ষেপণ করিতেছে, তাহা বর্ণনাতীত। খলদণ্ডবিধানকারী হরি কালিয়নাগের এই সমস্ত দৌরাত্ম্যের কথা

মনে করিয়া, পরিশেষে স্থির করিলেন যে তাহাকে দমন করা এবং যমুনার বিষদোষ হরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীহরিবংশে বর্ণিত আছে যে, শ্রীভগবান্ কালিয়নাগের বিষবীর্য্য এবং তাহাতে যমুনার বিষদোষের কথা মনে করিয়া স্থির করিলেন যে—

এতদর্থং বালোহহং ব্রজেঽস্মিন্ গোপজন্ম চ। অমীষামুৎপথস্থানাং নিগ্রহার্থং দুরাত্মনাম্॥
এনং কদম্বমারুহ্য তদেব শিশুলীলয়া। বিনিপত্য হ্রদে ঘোরে দময়িষ্যামি কালিয়ম্॥ (শ্রীহরিবংশ)

এই সমস্ত জনপীড়ক দুরাত্মাগণের নিগ্রহ করিবার জন্যই আমার গোপজন্ম এবং ব্রজে বাস; সুতরাং আমি বাল্যলীলাচ্ছলে এই সম্মুখবর্ত্তি কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া হ্রদে নিপতিত হইব এবং কালিয়নাগকে দমন করিব।

শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে—

"ততশ্চ গাবহিত্থমিত্থমুবাচ—অহোবয়স্যাঃ! পশ্যত। অম্ভোদকজুত্তনিষ্যাকৃত্তাবকাশপ্রকাশমানহ্রদিনীহ্রদস্থিত স্বসদনে কালিয়াখ্যসর্পমলশূন্যতিষ্ঠতি। যেন চ দুষ্টেনিষ্ঠ্যূতয়া সর্ব্ব এবাবর্ত্তবিষজালয়া জালিতাঃ পর্য্যগপ্রদেশা দৃশ্যন্তে। উপর্য্যুৎপতিতাঃ পতত্রিণশ্চাত্র পতিতা ইত্যাত্মনেত্রাভ্যাং প্রতীয়তাম্। সোঽয়ং পুনর্গরুত্মৎকৃতাদ্যম্বেদ এক এব কালদুষ্টআদাকদম্বদলিতোঽপি কদম্বঃ স্বললিতদলাদিতয়া লালসীতি, তস্মাদস্যোপবিগকোটরপিঠরে স্ফুটং গুদনবপ্তসমৃতমগ্যাপি বিদ্যত ইতি প্রসহ্যাকমায়স্য পশ্যামি। ভবন্তস্তু গাঃ কিঞ্চিদ্ দূরচরতয়া চারয়ন্তস্তু।"

"শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে কালিয়দমনের সঙ্কল্প করিয়া, প্রকাশ্যে গোপবালকগণকে বলিলেন—হে বয়স্যগণ। দেখ, এই যমুনা হ্রদে কালিয় নামক এক মহাদুষ্ট সর্প, অকুতোভয়ে নিশ্চিন্তভাবে নিজের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছে। সেই দুষ্ট সর্পের ফুৎকারে এমনই বিষজালা উপস্থিত হয় যে, তাহাতে এই হ্রদের চতুষ্পার্শ্বে অগ্নিদগ্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এই হ্রদের উপরিস্থ আকাশপথে উড্ডীন পক্ষিগণের পর্য্যন্ত প্রাণান্ত হয় তাহা ত তোমরা স্বচক্ষেই দেখিতেছ। হ্রদের তীরে এই কদম্বৃক্ষ দেখিতেছ, ইহা সর্ব্বদা কালিয়সর্পের বিষজালায় দগ্ধ হইবাও সললিত পত্র পুষ্পাদি সম্বলিত হইয়া রহিয়াছে, তাহার কারণ এই যে গরুড় যখন অমৃতভাণ্ড লইয়া নাগলোকে যাইতেছিল, তখন তাহা হইতে কিঞ্চিৎ অমৃত এই বৃক্ষে পতিত হইয়াছিল। আমার মনে হয় যে এই কদম্ব বৃক্ষের উপরিস্থিত কোটর মধ্যে অদ্যাপি সেই বিষহারক অমৃত বিদ্যমান আছে। সুতরাং আমি এই বৃক্ষে আরোহণ করিয়া তাহার কোটর অনুসন্ধান করিয়া দেখি, সেই অমৃতের কোনও উদ্দেশ পাওয়া যায় কি না। তোমরা এই বিষহ্রদের তীরে না থাকিয়া একটু দূরবর্ত্তিস্থানে গিয়া গোচারণ কর।"

গোপবালকগণের নিকট এই কথা বলিয়া তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। গোপবালকগণকে কিছু না বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ যদি হঠাৎ কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করিতে যাইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় গোপবালকগণের মধ্যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইত এবং তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে নিবারণ করিবার জন্য প্রয়াস পাইত। কৃষ্ণের মিষ্ট বচনে পরিতুষ্ট হইয়া গোপবালকগণ একদৃষ্টে কৃষ্ণের পানে চাহিয়া রহিলেন এবং কৃষ্ণ কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। "কালিয়নাগের বিষপ্রভাবে কালিন্দীহ্রদের তীরে তৃণ পর্য্যন্ত অঙ্কুরিত হইতে পারিত না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যে-কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করিয়া কালিন্দীহ্রদে নিপতিত হইয়াছিলেন, সেই কদম্ব বৃক্ষ কি ভাবে জীবিত ছিল" এই প্রকার সন্দেহ সকলের মনেই উপস্থিত হইতে পারে। সে জন্য শ্রীধরস্বামিপাদ তাঁহার টীকায় সমালোচনা করিয়াছেন যে—

"কদম্বমিতি ভাবি-শ্রীমচ্চরণস্পর্শভাগ্যেন একস্তত্তীরেঽপি ন মৃতঃ। অমৃতমাহরতা গরুত্মতা কোটরস্থাদিতি পুরাণান্তরম্। (শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা)

যদ্যপি কালিয়হ্রদের বিষজলকণিকাযুক্ত বায়ুস্পর্শে তাহার তীরভূমিতে তৃণ পর্য্যন্ত অঙ্কুরিত হইতে পারে না, তথাপি সেখানে যে একটি কদম্ব বৃক্ষ জীবিত ছিল, তাহার কারণ এই যে—"শ্রীকৃষ্ণ এই বৃক্ষে আরোহণ করিয়া কালিয়হ্রদে ঝম্পপ্রদান করিবেন ও কদম্ববৃক্ষ তৎপ্রসঙ্গে তাঁহার চরণস্পর্শ পাইবে" এই সৌভাগ্য বশতঃই কালিয়ের তীব্র বিষস্পর্শেও সেই কদম্ব বৃক্ষটির কোন প্রকার অনিষ্ট হয় নাই। ইহাতে জানা যায় যে যাহারা কৃষ্ণচরণস্পর্শ পাইয়াছে, তাহাদের ত কথাই নাই, যাহাদের সুদূর ভবিষ্যতেও কৃষ্ণচরণ প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে, তাহাদের পর্য্যন্তও কালিয়সর্পবিষের ন্যায় তীব্রবিষেও কোনপ্রকার অনিষ্ট হইতে পারে না। যাঁহার নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি কথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিলে কিংবা মনে মনে যাঁহার চরণে শরণাগত হইলে সংসার-সর্পবিষ হইতেও মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়, সাক্ষাৎ সেই কৃষ্ণের চরণস্পর্শসৌভাগ্য লাভ করা যাহার পক্ষে ভবিষ্যৎকালেও সংঘটিত হইতে পারে, তাহার যে সামান্য কালিয়বিষে ক্ষতি হইবে না, তাহা ত বলাই বাহুল্য। যাহারা সে চরণের স্পর্শ পাইয়াছে তাহাদের সৌভাগ্যের কথা ত বর্ণনারই অতীত। স্থাবর কদম্ব বৃক্ষেরই যদি এমন সৌভাগ্য লাভ হয়, তাহা হইলে জঙ্গমের যে কি হইবে তাহাতে আর কি বক্তব্য! তাহার মধ্যেও যাহারা প্রেমবশতঃ সে চরণ স্পর্শ করে, তাহাদের সৌভাগ্য ধারণারই অতীত। সর্ব্বোপরি কৃষ্ণের নিত্যপার্ষদ গোপবালকগণ এবং গোগণের কথা আর কি বলিব! তাহারা নিরন্তর পরমপ্রেমে কৃষ্ণের সেবা করিতেছে ও তাঁহার চরণাদি স্পর্শের সৌভাগ্য তাহাদের নিত্য সহচর। সুতরাং সামান্য কালিয়বিষের ত কথাই নাই, এমন কি যে সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত বিষ পান করিয়া শঙ্কর নীলকণ্ঠ হইয়াছেন, সেইরূপ কোটি কোটি সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত বিষ একত্র করিয়া পান করিলেও বোধ হয় তাহাদের চরণ-নখাগ্রেরও কোনপ্রকার অনিষ্ট হইতে পারে না।

পুরাণান্তরে বর্ণিত আছে যে—পক্ষিরাজ গরুড়, স্বর্গের দেবগণকে পরাজিত করিয়া অমৃতভাণ্ড গ্রহণ-পূর্ব্বক যখন নাগলোকে গমন করিতেছিলেন, তখন তিনি অমৃতভাণ্ডসহ এই কদম্ববৃক্ষের শাখায় উপবেশন করিয়াছিলেন। সেইজন্য এই কদম্ববৃক্ষটি অমরত্ব লাভ করিয়াছিল, কাজেই কালিয়বিষে তাহার কোনও ক্ষতি হয় নাই।

এই কদম্ববৃক্ষ সম্বন্ধে বরাহ পুরাণে বর্ণিত আছে যে—

কালিদহ্রদপূর্ব্বেণ কদম্বো মহিতদ্রুমঃ। শতশাখংবিশালাক্ষি পুণ্যং সুরভিগন্ধি চ॥
স চ দ্বাদশ মাসানি মনোজ্ঞঃ সুখশীতলঃ। পুষ্পায়তি বিশালাক্ষি প্রভাসন্তো দিশো দশ॥

কালিয়হ্রদের পূর্ব্বভাগে এক সুপ্রসিদ্ধ এবং সর্ব্বপূজ্য কদম্ববৃক্ষ আছে; তাহার শত শত শাখা দশদিকে সুবিস্তৃত এবং তাহার সদ্‌গন্ধে দশদিক্ আমোদিত। সেই কদম্ববৃক্ষে বার মাসই পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় এবং সেই বৃক্ষের পরম মনোহর এবং সুখশীতল শাখা পল্লবাদির শোভায় দশদিক্ উদ্ভাসিত।

শ্রীকৃষ্ণের কালিয়কে দমন করিবার জন্য এই কদম্ববৃক্ষের নিকট গমন করিলেন এবং দৃঢ়রূপে কটিবসন, উত্তরীয়, কেশপাশ প্রভৃতি বন্ধন করিয়া হ্রদতীরস্থ গোপবালকগণের আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিবার জন্য পুনঃপুনঃ বাহ্বাস্ফোটন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সেই বাল্যলীলাচপল ব্রজরাজনন্দন কদম্ববৃক্ষের উচ্চ-শাখাগ্রে আরোহণ করিলেন—

"আরূঢ়শ্চপলঃ কৃষ্ণঃ কদম্বশিখরং মুদা।"

শ্রীহরিবংশেও বর্ণিত আছে যে—বাল্যলীলাবেশে পরম চাপল্য এবং আনন্দ প্রকাশ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ সেই কালিয়হ্রদতীরস্থিত কদম্ববৃক্ষের উচ্চশাখাগ্রে আরোহণ করিলেন।

সর্পহ্রদঃ পুরুষসারনিপাতবেগ-সংক্ষোভিতোরগ-বিষোচ্ছ্বসিতাম্বুরাশিঃ।
পর্য্যক্ প্লুতো বিষকষায়িতভীষণোর্ম্মির্ধাবন্ ধনুঃশতমনন্তবলস্য কিং তৎ ॥ ৭
তস্য হ্রদে বিহরতো ভুজদণ্ডঘূর্ণবার্ঘোষমঙ্গ বরবারণবিক্রমস্য।
আশ্রুত্য তৎ স্বসদনাভিভবং নিরীক্ষ্য চক্ষুঃশ্রবাঃ সমসরৎ তদমৃষ্যমাণঃ ॥৮

শ্রীকৃষ্ণ যখন কদম্বৃক্ষে আরোহণ করিলেন, তখন শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকগণ একদৃষ্টে কৃষ্ণের পানে চাহিয়া থাকিল, কিন্তু তাঁহাকে নিবারণ করিল না কিংবা তাঁহাকে কিছুই বলিল না। তাহারা শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তির প্রভাববশতঃই স্তব্ধপ্রায় হইয়া হ্রদতীরে দণ্ডায়মান রহিল, নচেৎ অগণিত গোপবালক ছুটিয়া আসিয়া যদি কৃষ্ণকে নিবারণ করিত, কিংবা তাহারাও কৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে কদম্বৃক্ষে আরোহণ করিত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মনের মত কার্য্য করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। যাহা হউক, এই ভাবে সেই অনন্ত-স্বতন্ত্রলীল স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার বাল্যলীলার আবরণে অচিন্ত্য মহাশক্তি গুপ্ত রাখিয়া চঞ্চল গোপবালকের ন্যায় কদম্বৃক্ষে আরোহণ করিলেন এবং তাহার শাখাগ্র হইতে সেই সদ্যঃপ্রাণহারক বিষজ্বালাকুল কালিয়হ্রদে ঝম্প প্রদান করিলেন ॥ ৫—৬

অন্বয়ঃ।—পুরুষসারনিপাতবেগসংক্ষোভিতোরগবিষোচ্ছ্বসিতাম্বুরাশিঃ (পুরুষসারস্য পুরুষোত্তমস্য শ্রীভগবতঃ নিপাতবেগেন পতনভারেণ সংক্ষোভিতানাং বিক্ষুব্ধানাং উরগাণাং সর্পাণাং বিষৈঃ উচ্ছ্বসিতঃ অম্বুরাশির্যস্য স তথাবিধঃ) বিষকষায়িতভীষণোর্ম্মিঃ (বিষেণ কষায়ীকৃতাঃ রক্তপীতবর্ণীকৃতাঃ ভয়ঙ্করাঃ ঊর্ম্ময়ঃ তরঙ্গাঃ যস্য স তথাবিধশ্চ) সর্পহ্রদঃ (কালিয়হ্রদঃ) পর্য্যক্ (পরিতঃ) ধনুঃশতং (চতুঃশতহস্তপরিমিতস্থানং ব্যাপ্য) প্লুতঃ (প্রসৃতঃ অভূৎ)। ধীমন্ (হে শ্রীকৃষ্ণৈশ্বর্য্যতত্ত্বজ্ঞ!) অনন্তবলস্য (অচিন্ত্যানন্তশক্তিশালিনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য) তৎ (ধনুঃশতপরিমিতস্থানপর্য্যন্তজলোৎপ্লাবনাদি কর্ম্ম) কিং (কিমুত বিচিত্রং?) ॥ ৭

মূলানুবাদ।—পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের পতনবেগে সংক্ষুব্ধ, সর্পবিষে উচ্ছ্বসিত জলপূর্ণ এবং বিষবীর্য্যে রক্তপীতাদি নানাবর্ণের ভীষণ তরঙ্গবিশিষ্ট সেই কালিয়হ্রদ, চতুর্দ্দিকে চারিশত হস্ত পরিমিত স্থান লইয়া আলোড়িত হইয়া উঠিল। হে ধীমন্! অনন্ত বলশালী শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে ইহা কিছু মাত্র বিস্ময়াবহ নহে ॥ ৭

শ্রীধরটীকা।—তদা সর্পস্য হ্রদঃ পুরুষশ্রেষ্ঠস্য পতনভারেণ সংক্ষোভিতানামুরগাণাং বিষৈরুচ্ছ্বসিতোঽম্বুরাশির্যস্য সঃ। বিষেণ কষায়ীকৃতা ভয়ঙ্করা ঊর্ম্ময়ো যস্য সঃ। পর্য্যক পরিতো ধাবন্, ধনুঃশতং প্লুতঃ প্রসৃতঃ। নৈতচ্চিত্র-মিত্যাহ অনন্তবলস্যেতি ॥ ৭

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—পুরুষসারস্তস্যৈব নিপাতে বেগঃ। অত্যন্তৈঃ। যদ্বা। পুরুষস্য ভগবতঃ সারেণ বিভিন্নপ্রাকট্যেন যো নিপাতস্তৎ বেগেন জবেন সংক্ষোভিতঃ। অত এবোরগবিষোচ্ছ্বসিতশ্চাম্বুরাশির্যস্য সঃ। কষায়িতেতি পাঠঃ শ্রীচিৎসুখশ্রীস্বামিপাদানাঞ্চ সম্মতঃ, কষায়ীকৃতা ইতি ব্যাখ্যানাৎ। কষায়োঽত্র ক্বাথ্যবর্ণো রক্তপীতবর্ণো বা, নির্য্যাসেঽপি কষায়োঽস্ত্রীত্যত্র ক্ষীরস্বামিনা তত্ত্ব্যাখ্যানাৎ। ধীমন্ হে বিবেকিন্নিতি বাজান-ন্যাসয়তি। ধনুঃ শতমিতি। ধনুষঃ প্রমাণমুক্তং—"অষ্টভির্যবমধ্যৈঃ স্যাদঙ্গুলং দ্বাদশাঙ্গুলং। তালং ত্রিতালকো হস্তো হস্তৌ দ্বৌ কিষ্কুরুচ্যতে। কিষ্কুদ্বয়ং ধনুঃ প্রোক্তমিতি।" অতঃ পূর্ব্বং তাবৎ প্রদেশমতিক্রম্যৈব বালা গাবশ্চ রক্ষিতা ইতি জ্ঞেয়ম্। অনন্তং বলং শক্তির্যস্য তৎকর্ম্ম। যদ্বা। অনন্তস্য নাগরাজস্যাপি বিষাদি বলং যস্মাত্তস্য তদিদং কিং অপিতু ন কিঞ্চিদপীত্যর্থঃ ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—বরবারণবিক্রমস্য (বরবারণাৎ ঐরাবতাদপি কোটিকোটিগুণাধিকঃ বিক্রমঃ যস্য) অঙ্গ

তং প্রেক্ষণীয়সুকুমারঘনাবদাতং শ্রীবৎসপীতবসনং স্মিতসুন্দরাস্যম্।
ক্রীড়ন্তমপ্রতিভয়ং কমলোদরাঙ্ঘ্রিং সন্দশ্য মর্ম্মসু রুষা ভুজয়া চছাদ॥ ৯
তং নাগভোগপরিবীতমদৃষ্টচেষ্টমালোক্য তৎপ্রিয়সখাঃ পশুপা ভৃশার্ত্তাঃ।
কৃষ্ণেঽর্পিতাত্মসুহৃদর্থকলত্রকামা দুঃখানুশোকভয়মূঢ়ধিযো নিপেতুঃ॥ ১০

(হে মহারাজ!) হ্রদে (তস্মিন্ সর্পহ্রদে) বিহরতঃ তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) ভুজদণ্ডঘূর্ণবার্ঘোষং (ভুজদণ্ডাভ্যাং ঘূর্ণাঃ ঘনাবর্ত্তাঃ যেষাং তথাবিধানাং বারাং জলানাং ঘোষং ঘোরনিনাদং) আশ্রুত্য (শ্রুত্বা) তৎ (তাদৃশ-শ্রীকৃষ্ণবিহারাৎ) স্বসদনাভিভবং (স্বস্য তাদৃশাশ্রয়পীড়াং চ) নিরীক্ষ্য (সাক্ষাদ্দৃষ্ট্বা) তৎ (তাদৃশ বার্ঘোষং স্বসদনাভিভবঞ্চ) অমৃষ্যমানঃ (অসহমানঃ) চক্ষুঃশ্রবাঃ (কালিয়সর্পঃ) সমসরৎ (কৃষ্ণনিকটমাজগাম)॥ ৮

**মূলানুবাদ**।—হে মহারাজ! সেই হ্রদে বিচিত্র জলবাদ্য ও সন্তরণাদি বিহারপরায়ণ, ঐরাবত অপেক্ষা বিক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণের ভুজতাড়নজনিত জলাবর্ত্তের ভীষণ রব শুনিয়া এবং নিজ বাসস্থানে এই প্রকার অত্যাচার দেখিয়া, কালিয় সর্প অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল এবং দ্রুতবেগে কৃষ্ণের নিকট আগমন করিল॥ ৮

**শ্রীধরটীকা**।—হ্রদে বিহরতো ভুজদণ্ডাহতোদকঘোষং শ্রুত্বা ততঃ স্বসদনাভিভবং নিরীক্ষ্য তদসহমানঃ সর্পঃ সমসরৎ সমাজগাম॥ ৮

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—বিহরতো বিচিত্রজলবাদ্যসন্তরণাদিক্রীড়াং কুর্ব্বতঃ। বরবারণো দিগ্‌হস্তী তদ্বদ্বিক্রমস্য। অঙ্গেত্যব্যয়ং রাজ্ঞঃ শোকনিরাসার্থং সলালনসম্বোধনম্॥ ৮

**অন্বয়ঃ**।—প্রেক্ষণীয়সুকুমারঘনাবদাতং (প্রেক্ষনীয়ঃ দর্শনসুখদশ্চ সুকুমারঃ মনোহারী চ ঘনাবদাতঃ নবমেঘবৎ শ্যামলশ্চ তং) শ্রীবৎসপীতবসনং (শ্রীবৎসো নাম দক্ষিণস্তনোর্দ্ধে স্বর্ণবর্ণদক্ষিণাবর্ত্তসূক্ষ্মরোমরাজিঃ তেন সংযুক্তমুচ্ছলৎ পীতবসনং যস্য তং) স্মিতসুন্দরাস্যং (স্মিতেন মৃদুহাস্যেন সুন্দরং মনোহরম্ আস্যং বদনং যস্য তং) কমলোদরাঙ্ঘ্রিং (কমলস্য উদরবৎ মধ্যকোষবৎ রক্তৌ কোমলৌ চ অঙ্ঘ্রী যস্য তং) অপ্রতিভয়ং (নির্ভয়ং যথাস্যাত্তথা) ক্রীড়ন্তং (হ্রদে বিহরন্তং) তং (শ্রীকৃষ্ণং) রুষা (অতিক্রোধেন) মর্ম্মসু (হৃদয়াদিমর্ম্মস্থানেষু) সন্দশ্য (বারং বারং দংশনং কৃত্বা) ভুজয়া (ভোগেন) চছাদ (অবেষ্টয়ৎ কালিয় ইতি শেষঃ)॥ ৯

**মূলানুবাদ**।—কালিয় সর্প, নয়নসুখদ, সুকুমার, নবঘনশ্যামকলেবর, শ্রীবৎস ও পীতবসন পরিশোভিত, মৃদুহাস্যে মনোহর বদন এবং কমলকোষ হইতেও সুকোমল রাতুলচরণ, ব্রজরাজনন্দনকে নির্ভয়ে হ্রদে সন্তরণাদি করিতে দেখিয়া ক্রোধে তাঁহার হৃদয়াদি মর্ম্মস্থানে পুনঃ পুনঃ দংশন করিতে লাগিল এবং পরিশেষে তাঁহাকে ফণা দ্বারা বেষ্টন করিল॥ ৯

**শ্রীধরটীকা**।—প্রেক্ষণীয়শ্চ সুকুমারশ্চ ঘনবদুজ্জ্বলশ্চ তম্। শ্রীবৎসপীতবসনং হ্রদে বিহরতঃ শ্রীবৎসেন সংযুক্তমুচ্ছলৎ পীতং বস্ত্রং যস্য তম্। ভুজয়া ভোগেন চছাদ অবেষ্টয়ৎ॥ ৯

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—তাদৃশেঽপি দুষ্টোঽসৌ তথাঽচেষ্টতেতি কালিয়স্য মহাপরাধং দর্শয়ন্ তং বিশিনষ্টি ব্রজজনভাবেনানুশোচন্ প্রেক্ষণীয়েত্যাদিনা; ক্রীড়ন্তমিত্যত্র হেতুঃ অপ্রতিভয়মিতি, তচ্চ কালিয়স্য নির্ব্বুদ্ধিত্বং সূচয়তি। চক্ষুঃশ্রবা ইতি প্রস্তুতত্বাদেব জ্ঞেয়ম্। ভুজয়া ভুজাকারত্বাত্তস্য ভোগ এব ভুজা যতো ভুজগ ইত্যপ্যুচ্যতে তস্মাদ্ভোগেনেত্যর্থঃ। ভুজগ ইতি পাঠে ভোগেনেতি শেষঃ॥ ৯

**অন্বয়ঃ**।—তং (শ্রীকৃষ্ণং) নাগভোগপরিবীতং (নাগস্য কালিয়স্য ভোগেন দেহেন পরিবীতং পবিবেষ্টিতং)

গাবো বৃষা বৎসতর্য্যঃ ক্রন্দমানাঃ সুদুঃখিতাঃ। কৃষ্ণে ন্যস্তেক্ষণা ভীতা রুদত্য ইব তস্থিরে ॥ ১১

অদৃষ্টচেষ্টং ( অদৃষ্টা কেনাপ্যলক্ষিতা চেষ্টা যস্য তং নিস্পন্দমিত্যর্থঃ ) আলোক্য ( তীরতো দৃষ্ট্বা ) কৃষ্ণে ( তস্মিন্নেব নিজসুহৃদি ব্রজরাজনন্দনে ) অর্পিতাত্মসুহৃদর্থকলত্রকামাঃ ( অর্পিতাঃ তৎসুখার্থমেব সমর্পিতাঃ আত্মনঃ সুহৃদাদয়ো যেষাং তে ) তৎপ্রিয়সখাঃ ( সঃ শ্রীকৃষ্ণ এব প্রিয়ো যেষাং তে তৎ প্রিয়াঃ তে চ তে সখায়শ্চেতি তথা, তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়সখাঃ ) পশুপাঃ ( শ্রীদামসুবলাদয়ো গোপবালকাঃ ) ভৃশার্ত্তাঃ ( শ্রীকৃষ্ণস্য তাদৃশীমবস্থাং বিলোক্যাতিদুঃখিতা, আর্ত্তস্বরেণ রোরুদ্যমানাশ্চ ) দুঃখানুশোকভয়মূঢ়ধিয়ঃ (দুঃখেন শ্রীকৃষ্ণস্য তাদৃশাবস্থাদর্শনজন্যেন দুঃখেন যঃ অনুশোকঃ বারং বারং শোচনং তং বিনা কথং ভবিষ্যাম ইতি ভয়ঞ্চ তাভ্যাং মূঢ়া বিবেকহীনাঃ ধীর্যেষাং তথাভূতাঃ সন্তঃ ) নিপেতুঃ (তস্মিন্ সর্পহ্রদতীর এব হতচেতনাঃ সন্তো নিপেতুঃ) ॥১০

মূলানুবাদ।—কৃষ্ণকে এই প্রকারে কালিয়নাগ পরিবেষ্টিত এবং নিস্পন্দভাবে অবস্থিত দেখিয়া কলিয়হ্রদতীরস্থ কৃষ্ণার্পিতসর্ব্বস্ব কৃষ্ণ-বয়স্যগণ দুঃখ, শোক ও ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন ॥ ১০

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তস্য প্রিয়সখা ইতি পরমসৌহার্দ্দযুক্তম্। পশুপা ইতি স্বভাবসারল্যেন স্নিগ্ধ-চিত্তত্বম্। কৃষ্ণেঽর্পিতা আত্মনঃ সুহৃদাদয়শ্চ যৈস্তে তৎসাহায্যায় কৃতসর্ব্বার্পণা ইত্যর্থঃ। তত্র সুহৃদঃ পিতৃভ্রাতাদয়ঃ। অর্থা ধনানি। কামা লোকদ্বয়ভোগাঃ। সুহৃচ্ছব্দেন গৃহীতস্যাপি কলত্রস্য পৃথঙ্নির্দ্দেশো বিশেষবিবক্ষয়া। কিন্তু কলত্রপদেন কেচিন্নবযজ্ঞোপবীতা যে জ্যেষ্ঠাস্তে চ সখায়ো লভ্যন্তে ইতি তেষাং সর্ব্বেষামনন্যাপেক্ষত্বম্। অতো ভৃশার্ত্তাঃ অত্যর্থদুঃখিতাঃ সন্তঃ আর্ত্তস্বরেণ ক্রন্দতো বা। অতএব দুঃখেনানুশোকঃ বারং বারং শোচনং ভয়ঞ্চ তং বিনা কথং ভবিষ্যাম ইতি তাভ্যাং মূঢ়া বিবেকহীনা ধীর্যেষাং তথাভূতা নষ্টচেতনা বা সন্তঃ। যদ্বা। নাগভোগপরিবীতমালোক্যাদৌ ভৃশার্ত্তাঃ অদৃষ্টচেষ্টঞ্চালোক্য দুঃখানুশোকভয়ৈর্ মূঢ়ধিয়ঃ সন্তো নিতরাং ছিন্নমূলবৃক্ষ-বদচেষ্টত্বাদিনা নিপেতুঃ। মূঢ়ধীত্বাদেব তং হ্রদং ন প্রাবিশন্নিতি জ্ঞেয়ম্। তজ্জলাপ্লুতদেশপতনেঽপ্যেষাং বিষাক্রান্তত্বাভাবঃ, শ্রীকৃষ্ণস্য স্পর্শপ্রভাবেণ হ্রদস্যাপি নির্বিষীকরণাৎ। অদৃষ্টচেষ্টিতঞ্চ কালিয়স্য নিঃসারণায় তস্মিংস্তৎপত্নীষু চ তদ্দোষাতিশয়প্রদর্শনার্থম্ ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—কৃষ্ণে ( যেষাং কোটিকোটিপ্রাণপ্রতিমে ব্রজরাজনন্দনে ) ন্যস্তেক্ষণাঃ ( দত্তদৃষ্টয়ঃ ) গাবঃ বৃষাঃ বৎসতর্য্যঃ সুদুঃখিতাঃ ভীতাঃ ক্রন্দমানাঃ ( উচ্চৈঃ আর্ত্তনাদং কুর্ব্বত্যঃ ) রুদত্য ইব ( অশ্রুধারাং মুঞ্চন্ত্য এব ) তস্থিরে ( নিশ্চলমবতস্থুঃ ) ॥ ১১

মূলানুবাদ।—কালিয়-হ্রদের তীরবর্ত্তী গো, বৃষ ও গোবৎসগণ দুঃখভরে ঘন ঘন আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল এবং একদৃষ্টে কৃষ্ণের পানে চাহিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল ॥ ১১

শ্রীধরটীকা।—স প্রিয়ো যেষাং তে তৎ প্রিয়াস্তে চ তে সখায়শ্চেতি তথা ॥১০।১১

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—ক্রন্দমানা আর্ত্তনাদমুচ্চৈঃ কুর্ব্বত্যঃ। ইবেতি লোকোক্তৌ। রুদন্ত্যঃ রুদত্যঃ অশ্রূণি মুঞ্চন্ত্যঃ। তস্থিরে ইতি পরমবৎসলানাং গবাদীনামত্যন্তশোকেনাপি স্তব্ধতাপত্তেঃ। কদাচিদ্বজ্রবিশেষ-ঘাতেন মৃতস্যাপি প্রাণিন ঊর্দ্ধাবস্থিতিবৎ। আত্মনেপদমার্যম্। গবাদ্যুপলক্ষিতেন মহিষাদয়ঃ হরিণাদয়শ্চ জ্ঞেয়াঃ। পশূংশ্চেতি বক্ষ্যমাণাৎ। তেষাং কিঞ্চিদ্দূরচরত্বেন পশ্চাদাগমনাদত্রাস্ত্যুক্তিরিয়মিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১১

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীকৃষ্ণ কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া বালকবিগ্রহে এবং বাল্যলীলারসাবিষ্ট হইয়াই সেই অগাধ বিষজলপূর্ণ হ্রদে ঝম্প প্রদান করিলেন। কিন্তু সেই সমুদ্র অপেক্ষাও সুগভীর এবং কালিয়বিষে সর্ব্বদা উচ্ছ্বসিত পীত রক্তাদি নানাবর্ণের মহাতরঙ্গ সমাকুল হ্রদ, যদিও পর্ব্বত পতনেও বিক্ষুব্ধ হইবার নহে, তথাপি সেই ছয় বৎসরের গোপশিশুর পতনবেগ সহ্য করিতে সমর্থ হইল না। তাঁহার পতনমাত্রেই

সুগভীর কালিয় হ্রদের নিম্নতল পর্য্যন্ত বিক্ষুব্ধ ও আলোড়িত হইয়া উঠিল এবং সেই অগাধ জলরাশি পর্ব্বত-প্রমাণ সমুন্নত হইয়া বেগে পতিত হইল। তাহাতে চতুর্দ্দিকে শতধেনু (চারিশত হস্ত) পরিমিত স্থান প্রবল বেগে প্লাবিত হইয়া গেল। (গোপবালকগণ এবং গোগণ শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তিপ্রভাবে পূর্ব্ব হইতেই কালিয় হ্রদতীর হইতে চারিশত হস্ত অপেক্ষাও কিঞ্চিদ্দূরবর্ত্তি স্থানে দাঁড়াইয়া ছিল, কাজেই শ্রীকৃষ্ণের পতনবেগে উচ্ছ্বসিত জলরাশি তাহাদিগকে স্পর্শ করে নাই)।

শ্রীভগবান্, ব্রজবাসি গো-গোপগোপীগণের শুদ্ধপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া গোপশিশুরূপে লীলা করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহারই লোমকূপবিবরে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের আবাস। তাঁহার মৃদ্ভক্ষণ লীলায় মা যশোদা তাহা তাঁহার মুখমধ্যেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি যখন মা যশোদার ক্রোড়ে থাকেন কিংবা শ্রীদাম সুবলাদি গোপ-বালক-গণের স্কন্ধে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার শ্রীবিগ্রহ, কুসুম অপেক্ষাও কোমল এবং তুলারাশি অপেক্ষাও লঘু, কিন্তু যখন তিনি অসুরনিগ্রহাদি লীলা করেন, তখন তাঁহার শ্রীবিগ্রহ কোটি কোটি বজ্রসার অপেক্ষাও কঠিন এবং অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড অপেক্ষাও কোটি কোটি গুণিত গুরুভার সমন্বিতরূপে প্রকাশিত হয়। সুতরাং তিনি গোপবালকগণের আনন্দবর্দ্ধনার্থ নানা ভঙ্গি করিয়া কটিবন্ধন ও কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া চঞ্চল গোপশিশুর ন্যায়ই কালিয়হ্রদে নিপতিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার গোপশিশুবিগ্রহ এবং লীলার অন্তরালেই যে স্বাভাবিক বল ও গুরুত্বশক্তি অন্তর্নিহিত ছিল, কালিয়দমনলীলাবসরে তাহাই এখন প্রকাশিত হইল এবং তাঁহার কালিয়-হ্রদে পতনমাত্রেই হ্রদের জলরাশি প্রবলবেগে গুরুভারে বিক্ষুব্ধ, উচ্ছ্বসিত এবং চতুর্দ্দিকে চারিশত হস্ত পরিমিত-স্থানে পরিপ্লুত হইয়া পড়িল।

পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব, মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের কদম্ববৃক্ষে আরোহণ, এবং কালিয়হ্রদে ঝম্পপ্রদান লীলা বর্ণনা করিয়া, তাঁহাকে উৎসাহান্বিত করিবার জন্য বলিলেন, হে ধীমন্! তুমি ত শ্রীভগবানের অচিন্ত্য অনন্তমহাশক্তির তত্ত্ব জান, সুতরাং তাঁহার পতনে কালিয়হ্রদের জলরাশি এইভাবে বিক্ষুব্ধ এবং চারিশতহস্ত পরিমিতস্থানে প্রবলবেগে প্লাবিত হইল শুনিয়া তোমার বিস্মিত হওয়ার কিংবা কৃষ্ণের জন্য চিন্তান্বিত হওয়ার কোনই কারণ নাই।

কালিয়হ্রদে ঝম্পপ্রদান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, চঞ্চলগোপশিশুর ন্যায় নানাভাবে জলবাদ্য ও বিচিত্র ভঙ্গি করিয়া সন্তরণক্রীড়া করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তিনি সেই যোজনবিস্তৃত হ্রদের সর্ব্বত্র বিচরণ এবং করতাড়ন ও পাদক্ষেপ দ্বারা হ্রদের সর্ব্বাংশ আলোড়িত করিয়া তুলিলেন। হ্রদে মহাবিষধর কালিয় এবং তাহার পরিবারভুক্ত অসংখ্য বিষধর সর্প বাস করে, কিন্তু কৃষ্ণ এমনভাবে সেই হ্রদে বিচরণ করিতেছেন যে তাহা দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে তাঁহার কোন প্রকার ভয়ের লেশমাত্রও নাই। তিনি অবলীলাক্রমে ও নির্ভয়ে কর এবং চরণ দ্বারা সেই বিষজল উৎক্ষিপ্ত করিয়া এবং কখনও বা হ্রদজলে নিমগ্ন হইয়া তাহার তলদেশ পর্য্যন্ত আলোড়িত করিয়া পরমানন্দে জলবিহার করিতে লাগিলেন। তিনি যখন পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তগতিতে হ্রদজলে বিচরণ করেন, তখন জলের উপরিভাগে অসংখ্য ঘূর্ণাবর্ত্ত উৎপন্ন হইয়া তাহা দ্রুতবেগে ঘূর্ণায়মান হইতে হইতে জলের তলদেশ পর্য্যন্ত ঘূর্ণিত করিয়া দেয় এবং তাহাতে সর্পগণের বাসগর্ত্ত পর্য্যন্ত আবর্ত্তগ্রস্ত হইয়া যায় ও অনেক সর্প সেই ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া অর্দ্ধমৃতাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

কৃষ্ণের এই অকুতোভয়ে জলক্রীড়া দেখিয়া হ্রদতীরস্থ গোপবালকগণ পরম আনন্দিত ও উৎসাহিত হইতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কালিয়সর্পের ইহা একটুও প্রীতিকর হইতেছে না। কৃষ্ণ যখন জলবাদ্য ও জলতাড়ন করিতেছেন, তখন তাহার শব্দে যেন কালিয়ের কর্ণ বধিরপ্রায় হইয়া উঠিতেছে এবং তিনি

যখন মত্তরণাদিচ্ছলে জল আলোড়িত করিতেছেন, তখন তাহার বাসস্থান ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া উঠিতেছে। কালিয় এইভাবে অকস্মাৎ তাহার আশ্রমপীড়া উপস্থিত দেখিয়া প্রথমতঃ মনে করিল যে আমার বাসস্থানে আসিয়া এই প্রকার অত্যাচার করিতে পারে ত্রিভুবনে এমন কেহ আছে বলিয়াই ত আমার ধারণা হয় না। সামান্য জীবের কথা দূরে থাক্, দেবগণ পর্য্যন্ত যদি আমার এই হ্রদে আসে, তাহা হইলে তাহাদেরও তৎক্ষণাৎ আমার বিষে বিদূষিত জলস্পর্শে প্রাণ হারাইতে হয়। তবে একমাত্র পক্ষীরাজ গরুড় আমাকে পরাভব করিতে সমর্থ বটে, কিন্তু তাহার সৌভরি ঋষির শাপপ্রভাবে এই হ্রদে আগমন করিবার সাধ্য নাই। তবে কি গরুড় অপেক্ষাও প্রভাবশালী এবং অজ্ঞাত কোনও মহাবলপরাক্রান্ত ব্যক্তির এই হ্রদে আগমন হইয়াছে? কিংবা গরুড়ই সৌভরি ঋষিকে প্রসন্ন করিয়া এই হ্রদে আসার অধিকার লাভ করিয়া আমার সঙ্গে বিরোধ করিতে আসিয়াছে?

হ্রদের অতলস্থিত নিম্ন গর্ত্তবাসে থাকিয়া কালিয় এই প্রকার নানাবিধ চিন্তা করিতে লাগিল, কিন্তু পরিশেষে সে আর নিজস্থানে স্থির থাকিতে পারিল না। কৃষ্ণের নানাভাবে জলতাড়ন ও পদবিক্ষেপণাদি, ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কালিয়কে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল, তখন সে ক্রোধে অধীর হইয়া দ্রুতবেগে নিজ বাসগর্ত্ত হইতে কৃষ্ণ অপেক্ষা দূরবর্ত্তি স্থানে জলের উপর ফণা তুলিয়া তাহার আশ্রমপীড়কের দিকে ঘন ঘন তীব্র দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

কালিয় দূর হইতে দেখিল যে তাহার আশ্রমপীড়ক পক্ষীরাজ গরুড় নহেন, কিংবা ইন্দ্র, বরুণাদি কোনও দেবতা অথবা প্রবল পরাক্রান্ত কোনও অসুরাদি নহে। ইহার নয়নমনোহর অঙ্গ দেখিলে কাহারও কোনও প্রকার বাহ্য কিংবা আন্তরিক পীড়া থাকিলেও তাহা দূরীভূত হইয়া যায়, কিন্তু কালিয়ের ভাগ্যে এই পীড়া-হারকও পীড়াদায়ক হইলেন কেন, তাহা কালিয় কিছুতেই ধারণা করিতে পারিল না।

কালিয় দূর হইতে দেখিল যে তাহার আশ্রমপীড়কের নবঘনবিনিন্দিত শ্যামাবদাত কলেবরকান্তি হ্রদবক্ষঃ আলোকিত এবং উদ্ভাসিত করিয়া হ্রদের তরঙ্গে তরঙ্গে তাহার প্রতিচ্ছবি ছড়াইয়া দিয়াছে, তাহাতে হ্রদবক্ষঃ যেন বিষজ্বালাসন্তপ্ত ভীষণ কঠোরতা পরিত্যাগ করিয়া কি যেন এক অভিনব শান্ত কমনীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সেই কমনীয় শ্যামল কলেবরের কটিতট-নিবদ্ধ পীতবসন এবং নীলমণিকবাটবৎ সুবিস্তৃত এবং দক্ষিণাবর্ত্তস্বর্ণসূক্ষ্মরোমরাজিবিরাজিত বক্ষঃস্থলে উপবীতাকারে লম্বিত ও দৃঢ়বদ্ধ পীতোত্তরীয় দেখিলে কাঞ্চন বেষ্টিত নীলমণিকেও তুচ্ছাতিতুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। তাঁহার দিব্যাতিদিব্য ইন্দীবরবিড়ম্বিত বদনারবিন্দের মধুর হাস্যে যখন কুন্দকুসুম-কলিকাবিনিন্দিত দন্তপঙ্ক্তির ঈষদ্ বিকাশ হয়, তখন যেন হ্রদবক্ষঃ প্রথমসমুদিত রাকা শশধরের কোমল-চন্দ্রিকা সমুদ্ভাসিত আকাশপটের মত অতুলনীয় সুষমান্বিত হইয়া উঠে!

কিন্তু হায়! অসুর হৃদয়ের কী ভীষণ কঠোরতা! কোটী কোটি বজ্রসারের কঠোরতাও বোধ হয় ইহার তুলনায় অতি সুকোমল। কালিয় দূর হইতে তাহারই বাসস্থানে সেই হ্রদবক্ষে অযাচিত ভাবে ব্রজরাজনন্দনের সেই অসীম সৌন্দর্য্য ছড়ান গোপশিশুমূর্ত্তি ও চক্ষুমুগ্ধ জলবিহারলীলা দেখিল, কিন্তু গলিতে পারিল না, সেই সৌন্দর্য্যপারাবারে চিরতরে আত্মসমর্পণ করিতে পারিল না, সেই অসীম সুষমধারায় তাহার স্বজাতিসুলভ মহাক্রূরতা ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে পারিল না। সে ক্রমে ক্রমে জলমধ্য হইতে তাহার শতফণা উত্তোলন করিল এবং ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাসে প্রাণহারক বিষোদ্গীরণ করিতে করিতে তীব্ররোষকম্পিত স্ফীত কলেবরে কৃষ্ণের দিকে অগ্রসর হইল।

কালিয়, ঘোর গর্জ্জন করিতে করিতে দ্রুতবেগে কৃষ্ণের দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া কৃষ্ণ কিছুমাত্র ভীত কিংবা বিচলিত হইলেন না, তিনি পূর্ব্ববৎ পরমানন্দে ও অকুতোভয়ে হ্রদবক্ষঃ আলোড়িত করিয়া সন্তরণ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কালিয় ক্রোধে অধীর হইয়া দ্রুতবেগে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিল, কিন্তু সে তাহার পবনগতি অপেক্ষাও দ্রুততরগতিতে ধাবিত হইয়াও সহসা সন্তরণপরায়ণ ব্রজরাজনন্দনের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিল না।

এইরূপে কিয়ৎকাল সন্তরণক্রীড়ারত শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া পরিশেষে তাঁহারই লীলাশক্তির প্রেরণায় কালিয় তাঁহার সদ্যঃ প্রস্ফুটিত কমলের মধ্যদল অপেক্ষাও সুকোমল চরণনিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। কত শত শত যোগিন্দ্র মুণীন্দ্রগণ তাঁহাদের নির্ব্বিকল্পক সমাধিপূত অন্তঃকরণে যে-চরণকমল ধ্যানগত করিতেও সক্ষম হন না, আসুর স্বভাবাপন্ন কালিয় কোটি কোটি জন্ম দ্রুতবেগে প্রধাবিত হইয়াও কদাপি তাঁহার যে চরণকমলনিকটে আসিতে সমর্থ হইত না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তি কালিয়ের বিষগর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্যই তাঁহাকে তাঁহার সেই চরণকমল নিকটে উপস্থিত করিয়া দিলেন। যাহা হউক, কালিয় তাঁহার চরণকমলনিকটে আসিয়া সেই ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্নে পরিশোভিত চরণদুখানি সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াও তাহা প্রেমভরে হৃদয়ে ধারণ করিবার সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইল; সে ক্রোধভরে সেই অজভবশেষশিবাদিবন্দিত এবং মহালক্ষ্মীগণ পরিসেবিত চরণতলে পুনঃ পুনঃ দংশন করিতে আরম্ভ করিল। অতীব উৎকৃষ্ট বস্তুও যদি কোনও নিকৃষ্ট ব্যক্তির হাতে পড়ে, তাহা হইলে তাহার সমাদরের পরিবর্ত্তে অনাদরেরই ভাগী হইতে হয়।

কালিয় পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণের সুকোমল চরণতলে দংশন করিলেও, তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপমাত্রও না করিয়া পূর্ব্ববৎ সন্তরণ ক্রীড়াতেই মত্ত রহিলেন। মূর্খ কালিয় ইহাতেও তাঁহার চরণের গুণ বুঝিতে পারিল না। যে-চরণ স্মরণ করিলে সংসারসর্প পর্য্যন্ত বিষহীন হইয়া যায়, সাক্ষাৎ সেই চরণের কালিয়বিষে আর কি হইবে? পুনঃ পুনঃ চরণতলে দংশন করিয়াও কালিয় যখন শ্রীকৃষ্ণকে সন্তরণ ক্রীড়া হইতেও নিবৃত্ত করিতে পারিল না, তখন সে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার হৃদয়, ভ্রমধ্য প্রভৃতি মর্ম্মস্থানে দংশন করিতে আরম্ভ করিল। বলা বাহুল্য তাহাতেও কৃষ্ণের নবনীত পিণ্ড অপেক্ষাও সুকোমল অঙ্গের কিছুমাত্র হানি হইল না, কালিয়ের শতসহস্র দংশনেও কৃষ্ণাঙ্গে কোনপ্রকার দংশনক্ষতও দেখা গেল না। কালিয় ইহাতেও কৃষ্ণের মহাপ্রভাব বুঝিতে পারিল না, সে মনে করিল বোধ হয় জলমধ্যস্থ কৃষ্ণদেহে তাহার দন্তস্পর্শ হইতেছে না। তখন সে তাহার সুলম্বিত দেহদ্বারা কৃষ্ণদেহ বেষ্টন করিয়া নিষ্পেষিত এবং বিচূর্ণিত করিবে মনে করিয়া কৃষ্ণের চরণ হইতে গলদেশ পর্য্যন্ত নিজ দেহদ্বারা ঘন নিরন্তরালভাবে বেষ্টন করিল এবং তাঁহার বদনকমলের সম্মুখে ফণা উত্তোলন করিয়া রোষকষায়িতনয়নে তাঁহার প্রতি ক্রুর দৃষ্টিপাত করিয়া স্থির ভাবে অবস্থান করিতে লাগিল।

মা যশোদার বাৎসল্যপ্রেমে বশীকৃত হইয়া যে-কৃষ্ণ একদিন তাঁহার প্রদত্ত দামবন্ধন অঙ্গীকার করিয়া জগতে ভক্তবাৎসল্যের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই কৃষ্ণ আজ ক্রূরপ্রকৃতি কালিয়ের ভোগবন্ধনে বদ্ধ হইয়াও তাঁহার স্বতন্ত্রলীলতারই পরিচয় প্রদান করিলেন। তিনি কিয়ৎকাল পরে কালিয়কে দমন করিবেন বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই তাহার দোষ সর্ব্বসমক্ষে দেখাইয়া রাখিলেন। তিনি কালিয়কে যমুনা হইতে বিদূরিত করিবেন বলিয়া পূর্ব্ব হইতে তাহাকে দিয়াই তাহার হেতু প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। বিশেষতঃ কালিয়ের পত্নীগণ কৃষ্ণের ভক্তচূড়ামণি, সেজন্য তিনি তাহাদেরও দেখাইলেন যে—তাহাদের পতিকে তিনি বিনাদোষে দমন করিতে প্রবৃত্ত হন নাই।

কালিয় যথেচ্ছভাবে নিজদেহ দ্বারা কৃষ্ণদেহ বেষ্টন করিল, কৃষ্ণও তখন নিশ্চেষ্টভাবে তাহার বেষ্টন

মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কালিয় যতই বলপূর্ব্বক বেষ্টন করে, ততই যেন কৃষ্ণদেহ কোমল এবং কৃশ হইয়া যায়, তাহাতে কালিয় কিছুতেই কৃষ্ণদেহ নিষ্পেষিত কিংবা বিচূর্ণিত করিবার সুযোগ পায় না। কিন্তু তাই বলিয়া সে বলপূর্ব্বক কৃষ্ণদেহ বেষ্টন করিতে বিরত হইল না। বলপূর্ব্বক কৃষ্ণদেহ বেষ্টন করিতে গিয়া পরিশেষে তাহার নিজদেহেরই ঘর্ষণে সে নিজেই বেদনা অনুভব করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতেও সে কৃষ্ণদেহ পরিত্যাগ করিল না। এই ভাবে কালিয় তাহার সাধ্যের কিছুমাত্র ত্রুটি না করিয়া তাহার সমস্ত বল-প্রয়োগ করিয়া কৃষ্ণদেহ বেষ্টন করিল, কৃষ্ণও তখন একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন—দেখিলে মনে হয় যেন কৃষ্ণ ইঙ্গিতে কালিয়কে জানাইতেছেন যে—আমার দেহ তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম, তোমার যতখানি বিক্রম আছে, তাহা আগে প্রকাশ করিয়া লও, তাহার পর আমি তোমাকে আমার বিক্রম দেখাইয়া দিব।

এইরূপে কালিয়ের দেহবেষ্টনমধ্যে নিজ দেহ সমর্পণ করিয়া বিচিত্রলীলাময় ব্রজরাজনন্দন যে কি আনন্দে আছেন, তাহা তিনিই জানেন, কিন্তু তাঁহাকে এই ভাবে কালিয়নাগগ্রস্ত এবং নির্ব্বাক্ নিস্পন্দরূপে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহার বয়স্য গোপবালকগণ আর স্থির থাকিতে পারিল না, তাহারা সকলেই "হায়! হায়! কি হইল! আমরা বুঝি আজ জন্মের মত আমাদের প্রাণকৃষ্ণকে হারাইলাম" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় সেই হ্রদতীরে পতিত হইল এবং সকলেই চেতনাশূন্য হইয়া মৃতবৎ সেখানে পড়িয়া রহিল। তাহাদের রোদন-চিৎকারচকিত হইয়া কিঞ্চিদ্দূরবর্ত্তি ধান্যক্ষেত্র হইতে কৃষিকার্য্যপরায়ণ গোপগণও যমুনাতীরে ছুটিয়া আসিল এবং তাহারাও কৃষ্ণকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া, হায় কি হইল! বলিয়া অচেতন হইয়া হ্রদতীরে পতিত হইল।

এই সমস্ত গোপবালকগণ ও গোপগণ যদি অচেতন হইয়া না যাইত তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! করিতে করিতে কৃষ্ণের নিকট যাইবার জন্য হ্রদমধ্যে প্রবেশ করিত। কিন্তু কৃষ্ণের লীলাশক্তির প্রভাবে ইহাদের চেতনা লোপ হওয়ায় ইহারা তৎক্ষণাৎ ভূপতিত এবং নিস্পন্দ হইয়া গেল। ইহারা যেখানে পতিত হইয়াছিল সে স্থান যদিও কালিয়ের বিষদূষিত জলসিক্ত ছিল, তথাপি তাহাদের তাহাতে প্রাণহীন না হওয়ার কারণ এই যে কৃষ্ণ, যখন কালিয়হ্রদে ঝম্পপ্রদান করিয়াছিলেন, তখনই সেখানকার বিষদোষ তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল।

ব্রজবাসী গো গোপ এবং গোপীগণ সকলেই কৃষ্ণগত প্রাণ; তাহাদের কৃষ্ণসুখেই সুখ এবং কৃষ্ণদুঃখেই দুঃখ। তাহাদের নিজের বলিয়া কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই নাই। তাহাদের পিতা ভ্রাতা প্রভৃতি সুহৃদগণ, তাহাদের ধন, তাহাদের ইহকাল পরকাল, তাহাদের পুত্র কলত্রাদি যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই একমাত্র কৃষ্ণসেবার উপকরণরূপে তাহাদের নিকট গৃহীত এবং আদরণীয় হইয়া থাকে। "তং নাগভোগপরিবীত" প্রভৃতি শ্লোকে কলত্র শব্দ দেখিয়া কৃষ্ণবয়স্য গোপবালকগণের কলত্র বলিয়া ধারণা করা কর্ত্তব্য নহে; কেননা কৃষ্ণবয়স্য গোপবালকগণ সকলেই কৃষ্ণের সমবয়স্ক, সুতরাং তাহাদের কাহারও তখন বিবাহ হওয়ার উপযুক্ত বয়স হয় নাই। গোপবালকগণের আর্ত্তনাদ শুনিয়া নিকটবর্ত্তী ধান্যক্ষেত্র হইতে যে সমস্ত গোপগণ ছুটিয়া আসিয়াছিল, তাহারা সকলেই কৃষ্ণ অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ এবং বিবাহিত। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই শ্লোকে কলত্র শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

যাহা হউক, এতাদৃশ গভীর প্রেমবান্ গোপবালকগণ ও গোপগণ তাহাদের কোটি কোটি প্রাণপ্রতিম ব্রজ-রাজনন্দনকে মহাবিষধর সর্পকর্তৃক আক্রান্ত ও নিস্পন্দ দেখিয়া কিছুতেই কি ধৈর্য্যধারণ করিতে পারে? যদিও

অথ ব্রজে মহোৎপাতাস্ত্রিবিধা হ্যতিদারুণাঃ। উৎপেতুর্ভুবি দিব্যাত্মন্যাসন্নভয়শংসিনঃ॥ ১২

প্রকৃতপক্ষে কালিয়গ্রস্ত হইয়াছেন বলিয়া কৃষ্ণের কোনপ্রকার অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি প্রেমমুগ্ধ গোপবালক ও গোপগণের তাহা ধারণা করিবার শক্তি নাই বলিয়াই তাহারা সর্বমঙ্গলনিকেতন কৃষ্ণের অমঙ্গলাশঙ্কায় হতবুদ্ধি হইয়া ভূপতিত হইয়াছে।

কৃষ্ণকে কালিয়গ্রস্ত দেখিয়া কেবলমাত্র গোপবালকগণ ও ধান্যক্ষেত্র হইতে আগত গোপগণই যে হতচেতন হইয়াছে এমন নহে, কৃষ্ণকে এইরূপ নিস্পন্দভাবে অবস্থিত দেখিয়া, গো, বৃষ, মহিষ, বৎসতরী প্রভৃতি যাহারা কৃষ্ণের সঙ্গে যমুনাতীরে আসিয়াছিল, তাহাদেরও নয়নে প্রবলবেগে অশ্রুধারা নিপতিত হইতে লাগিল এবং তাহারা ঘন ঘন হাম্বারবে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তাহারা সকলেই স্তব্ধ হইয়া বজ্রাহতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল এবং সকলেই তাহাদের অশ্রুধারা ব্যাপ্ত অনিমিষ নয়নদ্বয় কৃষ্ণবদনে অর্পণ করিয়া মর্মান্তিক হৃদয়বেদনা জানাইতে লাগিল।

গো-মহিষাদির সকরুণ আর্ত্তনাদে বনের হরিণাদি পশুগণ পর্য্যন্ত দ্রুতবেগে কালিহ্রদ তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহারাও নয়নজলে ভূমি সিক্ত করিতে করিতে অচেতন ভাবে কৃষ্ণের বদনপানে চাহিয়া রহিল। যদিও সমস্ত গো, বৃষ, মহিষ, বৎসতরী, হরিণ প্রভৃতি পশুগণের হৃদয়-বেদনা জানাইবার উপযুক্ত ভাষা নাই, কিংবা তাহাদের কৃষ্ণকে কালিয়নাগের বেষ্টন হইতে উদ্ধার করিবার উপযুক্ত হস্তাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাই বটে, কিন্তু তাহাদের হৃদয় কৃষ্ণপ্রেমে পরিপূর্ণ, তাহারাও কৃষ্ণ বিনা আর কিছুই জানে না, কাজেই কৃষ্ণকে এইভাবে বিপন্ন দেখিয়া তাহারাও করুণস্বরে আর্ত্তনাদ, অশ্রুমোচন এবং কৃষ্ণবদনে সমবেদনামাখা দৃষ্টি সমর্পণ করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে অবস্থান করিতে লাগিল।

এইরূপে কালিয়হ্রদতীরে যেন কৃষ্ণবিরহদুঃখের হাট বসিয়া গেল। অগণিত গোপবালক, গোপ, এবং গবাদি পশুগণ সেই মহাদুঃখের বোঝা মাথায় করিয়া কালিয়হ্রদতীরে কেহ বা ইতস্ততঃ প্রধাবিত, কেহ বা বজ্রাহতের ন্যায় স্থিরীভূত এবং কেহ ব সকরুণ আর্ত্তনাদরত হইয়া রহিল। কালিয়হ্রদে কালিয়নাগ পরিবেষ্টিত হইয়া ব্রজজীবন ব্রজরাজনন্দন কোন্ প্রাণে যে তাঁহার পরমপ্রিয় গোপবালক, গোপ এবং গবাদি পশুগণের এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিয়া এখনও কালিয়নাগের বন্ধন ছিন্ন করিয়া আসিয়া কেন যে তাহাদিগকে সান্ত্বনাপ্রদান করিতেছেন না তাহা তিনিই জানেন॥ ৭—১১

অন্বয়ঃ।—অথ (তদনন্তরমেব) ব্রজে (গোপাবাসে) অতিদারুণাঃ (অতিঘোরাঃ) আসন্নভয়শংসিনঃ (আশু বিপৎসূচকাঃ) ভুবি (পৃথিব্যাং) দিবি (আকাশে) আত্মন্ (আত্মনি, দেহে চেত্যর্থঃ) ত্রিবিধাঃ মহোৎপাতাঃ (ভূকম্পোল্কাপাতবামাঙ্গস্ফুরণাদয়ঃ) উৎপেতুঃ (উৎপন্না বভূবুঃ)॥ ১২

মূলানুবাদ।—কৃষ্ণ কালিয়গ্রস্ত হইবামাত্র ব্রজে ঘন ঘন ভূকম্প, উল্কাপাত ও বামাঙ্গস্পন্দন প্রভৃতি আশু অমঙ্গল সূচক, ভৌম, দৈব ও দৈহিক এই ত্রিবিধ উৎপাতের আবির্ভাব হইল॥ ১২

শ্রীধরটীকা।—ভুবি ভূকম্পাদয়ঃ দিবি উল্কাপাতাদয়ঃ আত্মনি বামনেত্রস্ফুরণাদয়ঃ। আসন্নং ভয়ং শংসিতুং শীলং যেষাং তে॥ ১২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অথানন্তরমেব। দারুণাঃ স্বভাবতো মহাভয়ঙ্করাঃ। মহোৎপাতাশ্চ মহাদুর্নিমিত্ত-স্বভাবতঃ॥ ১২

তানালক্ষ্য ভয়োদ্বিগ্না গোপা নন্দপুরোগমাঃ । বিনা রামেণ গাঃ কৃষ্ণং জ্ঞাত্বা চারয়িতুং গতম্ ॥ ১৩
তৈর্দুর্নিমিত্তৈর্নিধনং মত্বা প্রাপ্তমতদ্বিদঃ । তৎপ্রাণাস্তন্মনস্কাস্তে দুঃখশোকভয়াতুরাঃ ॥ ১৪
আবালবৃদ্ধবনিতাঃ সর্ব্বেঽঙ্গ পশুবৃত্তয়ঃ । নির্জগ্মুর্গোকুলাদ্দীনাঃ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ ॥ ১৫
তাংস্তথা কাতবান্ বীক্ষ্য ভগবান্ মাধবো বলঃ । প্রহস্য কিঞ্চিন্নোবাচ প্রভাবজ্ঞোঽনুজস্য সঃ ॥ ১৬

অন্বয়ঃ ।—নন্দপুরোগমাঃ ( নন্দাদয়ঃ ) গোপাঃ ( ব্রজবাসিনো গোপাঃ ) তান্ ( উৎপাতান্ ) আলক্ষ্য ( দৃষ্ট্বা ) কৃষ্ণং রামেণ বিনা ( বলদেবসাহিত্যং বিনৈব ) গাঃ চারয়িতুং গতং ( গোচারণায় বনং গতং ) জ্ঞাত্বা ভয়োদ্বিগ্না ( ভয়সন্ত্রস্তাঃ বভূবুরিতি শেষঃ ) ॥ ১৩

মূলানুবাদ ।—নন্দাদি গোপগণ ভূকম্প, উল্কাপাত প্রভৃতি অমঙ্গলসূচক উৎপাত দেখিয়া এবং বলরামকে সঙ্গে না লইয়াই কৃষ্ণ গোচারণে গিয়াছেন জানিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন ॥ ১৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ।—তানিতি ত্রিকম্ । বিনা রামেতি পরমসমর্থস্য স্নিগ্ধস্য গর্ভারস্য সদা সাহায্যে বর্ত্তমানস্য তস্য সনকে বহুসুতস্য তাদৃশব্যসনস্তা ন সম্ভবেদিতি ভাবঃ । অস্যৈত্তৈঃ । যথা । আলক্ষ্যৈব ভয়োদ্বিগ্না বভূবুঃ ॥ ১৩

অন্বয়ঃ ।—তৎপ্রাণাঃ ( কৃষ্ণগতপ্রাণাঃ ) তন্মনস্কাঃ ( নিরন্তরকৃষ্ণাবিষ্টহৃদয়াঃ ) অতদ্বিদঃ ( বাৎসল্যাবেশাৎ কৃষ্ণমাহাত্ম্যমনবসন্দধানাঃ ) তে ( নন্দাদয়ো গোপাঃ ) তৈঃ ( পূর্ব্বদৃষ্টৈঃ ) দুর্নিমিত্তৈঃ ( ভূকম্পোল্কাপাতাদ্যশুভসূচকৈরুৎপাতৈঃ ) নিধনং ( শ্রীকৃষ্ণস্য জীবনান্তমেব ) প্রাপ্তং ( সংঘটিতং ) মত্বা ( অনুমায় ) দুঃখশোকভয়াতুরাঃ ( দুঃখাদিভির্বিবশাঃ বভূবুরিতি শেষঃ ) ॥ ১৪

মূলানুবাদ ।—কৃষ্ণগতপ্রাণ এবং কৃষ্ণনিষ্ঠহৃদয় নন্দাদি গোপগণ বাৎসল্যবশতঃ কৃষ্ণের কোনপ্রকার মহাশক্তির সংবাদ রাখেন না, সুতরাং ব্রজে অমঙ্গল চিহ্ন দেখিয়া তাঁহারা কৃষ্ণের প্রাণাপদ্ আশঙ্কা করিয়া দুঃখ, শোক ও ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন ॥ ১৪

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ।—অতএব নিধনমেব প্রাপ্তং মত্বা । নিতরাং ধনং শ্রীযমুনাহ্রদরূপং স্ববিহারসর্ব্বস্বমিতি সরস্বতীসংবাদঃ । অতদ্বিদঃ তন্মাহাত্ম্যমননুসন্দধানা ইত্যর্থঃ । ননু কথং তত্রৈব তেষাং সন্দেহো জাতস্তত্রাহ স এব প্রাণো জীবনং যেষাং অতস্তস্মিন্নেব মনো যেষামিতি ॥ ১৪

অন্বয়ঃ ।—[ হে ] অঙ্গ । পশুবৃত্তয়ঃ ( পশূনামিব মুগ্ধস্নেহস্বভাবাঃ ) দীনাঃ ( কৃষ্ণবিরহকাতরাঃ, ইতস্ততো মুহুঃ স্খলন্তঃ পতন্তশ্চ ) আবালবৃদ্ধবনিতাঃ ( ব্রজবাসিনঃ সর্ব্বএব বালকবৃদ্ধরমণ্যাদয়ঃ ) কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ ( কৃষ্ণদর্শনোৎকণ্ঠাযুক্তাঃ ) সর্ব্বে ( সর্ব্বএব ) গোকুলাৎ ( নিজনিজবাসস্থানাৎ ) নির্জগ্মুঃ ( কৃষ্ণোদ্দেশেন বহির্জগ্মুঃ ) ॥ ১৫

মূলানুবাদ । হে বৎস । অত্যন্ত স্নেহশীল এবং কৃষ্ণবিরহ-কাতর ব্রজবাসি বালক, বৃদ্ধ ও বনিতাগণ কৃষ্ণদর্শনাকাঙ্ক্ষায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং সকলেই নিজ নিজ বাসস্থান ত্যাগ করিয়া বাহির হইলেন ॥ ১৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ।—তে তদেকপ্রিয়ত্বেন প্রসিদ্ধাঃ । পশুবৃত্তিত্বেন তদীয়বাৎসল্যস্বভাবভাবিতা ইত্যর্থঃ । পশুবদ্‌বৃত্তির্বাৎসল্যাংশো যেষাম্ ইতি বা । অতএব দীনা ইতস্ততো মুহুঃ স্খলন্তো নিপতন্তশ্চেত্যর্থঃ । যদ্বা ব্রজজনচিন্তাকর্ষকঃ কথং কুত্রাস্তীতি তদ্দর্শনোৎসুকাঃ সন্তঃ । যদ্বা স্বভাবত এব তাদৃশাঃ ॥ ১৫

অন্বয়ঃ ।—অনুজস্য ( নিজকনিষ্ঠভ্রাতুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ) প্রভাবজ্ঞঃ ( ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশালী ) সঃ ( গোকুলপ্রিয়ঃ ) ভগবান্ ( সর্ব্বশক্তিমান্ ) মাধবঃ ( সর্ব্ববিদ্যাপতিঃ ) বলঃ ( বলদেবঃ ) তান্ ( নন্দাদীন্ ) তথা কাতরান্ ( কৃষ্ণবিরহেন বিবশান্ ) বীক্ষ্য ( দৃষ্ট্বা ) প্রহস্য ( তেষাং দুঃখেন দুঃখিতোঽপি তেষামেব কিঞ্চিদ্ধৈর্য্যার্থং বহিরেব হসিত্বা ) কিঞ্চিৎ ন উবাচ ( তান্ কিঞ্চিদপি নৈবোক্তবান্ ) ॥ ১৬

তেঽন্বেষমাণা দয়িতং কৃষ্ণং সূচিতয়া পদৈঃ। ভগবল্লক্ষণৈর্জগ্মুঃ পদব্যা যমুনাতটম্ ॥ ১৭

তে তত্র তত্রাব্জযবাঙ্কুশাশনিধ্বজোপপন্নানি পদানি বিশ্পতেঃ।

মার্গে গবামন্যপদান্তরান্তরে নিরীক্ষমাণা যযুরঙ্গ সত্বরাঃ ॥ ১৮

মূলানুবাদ।—সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বজ্ঞ বলদেব তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববিধ মহাপ্রভাবই জ্ঞাত আছেন। তিনি ব্রজবাসিগণের তাদৃশ বিকলতা দেখিয়া কেবলমাত্র একটু মৃদুহাস্য করিলেন, কিন্তু তাহাদিগকে কিছু বলিলেন না ॥ ১৬

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তথা তাদৃশকাতর্য্যং প্রাপ্তানপি তান্ বীক্ষ্য স গোকুলৈকপ্রিয়োঽপি বলঃ, ভগবান্ সর্ব্বশক্তিযুক্তোঽপি, মাধবঃ সর্ব্ববিদ্যাপতিরপি অসমর্থ ইব কিঞ্চিন্ন কৃতবান্, অজ্ঞ ইব চ ন কিঞ্চিদুপদিষ্টবান্। কিন্তু তদ্দুঃখেন দুঃখিতোঽপি তেষামেব কিঞ্চিদ্ধৈর্য্যার্থং প্রকটং বহিরেব হসিত্বা তূষ্ণীমাসীৎ। অয়ং নিজানুজস্য তত্ত্বজ্ঞঃ স্নিগ্ধশ্চ হসতীতি নাত্র চিন্তেতি বোধয়িতুমিত্যর্থঃ। এবং তেষাং প্রাণবক্ষাযোগ্যত্বাৎ নাশ এব তদা তস্যাবির্ভূতঃ স্বভাবত এব সর্ব্বসমাধানশক্তিময়ত্বাদ্ভগবল্লীলয়া ইতি ভাবঃ। তর্হি কথমীদৃশেঽপি দুঃখসঙ্কটে স্বসামর্থ্যং ন ব্যঞ্জিতবান্, ন চ তৎ প্রভাবং স্পষ্টমুপদিষ্টবান্ তত্রাহ প্রভাবজ্ঞ ইতি। তজ্জ্ঞত্বেন তদিচ্ছাং বিনা তৎকর্ত্তুং ন শক্তবানিত্যর্থঃ। মাধবপদং চেদং হরিবংশে ব্যুৎপাদিতম্। মা বিদ্যা চ যতঃ প্রোক্তা তস্যা ঈশো যতো ভবেৎ। তস্মান্মাধবনামাসি ধবঃ স্বামীতি কীর্ত্তিত ইতি ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—দয়িতং (প্রাণেভ্যোঽপি প্রেষ্ঠং) কৃষ্ণম্ অন্বেষমাণাঃ (মৃগয়মাণাঃ) তে (নন্দাদয়ঃ গোপাঃ) ভগবল্লক্ষণৈঃ (ভগবন্তঃ শ্রীকৃষ্ণং লক্ষয়ন্তি যানি তৈঃ ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদিচিহ্নচিহ্নিতৈঃ) পদৈঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য পদচিহ্নৈঃ) সূচিতয়া (জ্ঞাপিতয়া) পদব্যা (মার্গেণ) যমুনাতটং জগ্মুঃ ॥ ১৭

মূলানুবাদ।—নন্দাদি গোপগণ, তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম কৃষ্ণের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার পদচিহ্ন সূচিত পথ ধরিয়া যমুনাতটাভিমুখে অগ্রসর হইলেন ॥ ১৭

শ্রীধরটীকা।—তানালক্ষ্য গোকুলান্নির্জ্জগ্মুরিতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। ভয়োদ্বিগ্না ভয়হেতুভ্যো ভীতাঃ ভয়েন কম্পমানা ইতি বা। ন তং বিদন্তীত্যতদ্বিদঃ। পশুবৃত্তয়োঽতিবৎসলাঃ। কাতরান্ ভীতান্। ভগবন্তং লক্ষয়ন্তি যানি পদানি তৈঃ পদৈঃ সূচিতয়া, পদব্যা মার্গেণ ॥ ১৩—১৭

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অন্বেষমাণা অন্বিচ্ছন্তঃ তত্র হেতুর্দয়িতং তত্র তত্র হেতুঃ কৃষ্ণম্ ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—অঙ্গ (হে রাজন্।) তে (নন্দাদয়ঃ) তত্র তত্র গবাং মার্গে (গবাদীনাং বনগমনপথি) অন্য-পদান্তরান্তরে (অন্যেষাং গোপবালকানাং পদানাং পদচিহ্নানাং মধ্যে মধ্যে) বিশ্পতেঃ (বিশাং বৈশ্যানাং গোপানাং পতেঃ অধ্যক্ষস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) অব্জযবাঙ্কুশাশনি-ধ্বজোপপন্নানি (যবাদিচিহ্নোপপন্নানি) পদানি (পদ-চিহ্নানি) নিরীক্ষমাণাঃ (অবলোকয়ন্তঃ) সত্বরাঃ (ত্বরান্বিতাঃ) সন্তঃ) যযুঃ (যমুনাতটং জগ্মুঃ) ॥ ১৮

মূলানুবাদ।—হে রাজন্। নন্দাদি গোপগণ, গবাদি পশুগণের বনগমনপথে গোপবালকগণের পদচিহ্নের মধ্যে মধ্যে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদিচিহ্ন চিহ্নিত কৃষ্ণপদচিহ্ন দেখিতে দেখিতে সত্বরই যমুনাতীরে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৮

শ্রীধরটীকা।—পদৈর্মার্গজ্ঞানপ্রকারমাহ। ত ইতি। বিশ্পতেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য অন্যেষাং পদানামন্তরান্তরে মধ্যে মধ্যে, তত্তদপোহেন গবাং শ্রুতীনাং মার্গে সত্বরা অপ্রমত্তা যোগিনস্তদুপাধ্যপবাদেন যথাপরং তত্ত্বং মৃগয়ন্তে তদ্বদিতি ভাবঃ ॥ ১৮

অন্তর্হ্রদে ভুজগভোগপরীতমারাৎ কৃষ্ণং নিরীহমুপলভ্য জলাশয়ান্তে ।
গোপাংশ্চ মূঢ়ধিষণান্ পরিতঃ পশূংস্তে সংক্রন্দতঃ পরমকশ্মলমাপুরার্ত্তাঃ ॥ ১৯
গোপ্যোঽনুরক্তমনসো ভগবত্যনন্তে তৎসৌহৃদস্মিতবিলোকগিরঃ স্মরন্ত্যঃ ।
গ্রস্তেঽহিনা প্রিয়তমে ভৃশদুঃখতপ্তাঃ শূন্যং প্রিয়ব্যতিহৃতং দদৃশুস্ত্রিলোকম্ ॥ ২০

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ।—তত্র তত্র শ্রীচরণচিহ্নভুবি । ত্রিশো বৈশ্যাঃ গোপরূপাঃ । ততো গোকুল-পদে বিত্যর্থঃ । সর্ব্বান্ত ভাবশ্চানন্দঃ । অন্যপদান্বয়ানুর ইতি চিরং প্রবিষ্টস্য পশুপশুপবর্গপরিবেষ্টিতস্যাপি তস্য পদানি ন কেঽপি চিহ্নাক্রান্তানীতি বোধয়িত্বা ভূয়োঽপ তাবদান্বভূবণস্যেন বর্দ্ধিতং সর্ব্বেষামপি প্রেমাস্পদত্বমচেত-নৈর্দৃষ্ট্বা প্রতিভিরপ্যালোভাবেন মহাপ্রভবত্বমিতি হেতুত্রয়ং সম্ভাবয়তি । এতদেবোক্তং ভগবল্লক্ষণৈরিতি । ততশ্চ সাধারণানাং তাদৃশানাং তাদৃশপ্রেমাস্পদত্বে কালিয়ালয়্যাত্বে চ কো বিস্ময় ইতি ভাবঃ । ১৮

অন্বয়ঃ ।—[ তে তত্র গত্বা ] আরাৎ ( দূরাদেব ) অন্তর্হ্রদে ( কালিয়হ্রদমধ্যে ) ভুজগভোগপরীতং ( কালিয়-নাগস্য ভোগেন পরিবেষ্টিতং , নিরীহং ( নিষ্পন্দং ) কৃষ্ণং, জলাশয়ান্তে ( কালিয়হ্রদতটে ) মূঢ়ধিষণান্ ( মোহপ্রাপ্তান্ ) গোপান্ ( গোপবালকাদীন ) পরিতঃ ( দিগ্‌বিদিক্ষু ) সংক্রন্দতঃ ( আর্ত্তনাদং কুর্ব্বতঃ ) পশূন্ ( গবাদীংশ্চ ) উপলভ্য ( নিরীক্ষ্য ) তে আর্ত্তাঃ ( পরমদুঃখার্ত্তাঃ সন্তঃ ) পরমকশ্মলং ( পরমমোহং ) আপুঃ ( প্রাপ্তবন্তঃ ) ॥ ১৯

মূলানুবাদ ।—তাঁহারা দূর হইতেই কালিয়হ্রদে কালিয়নাগপরিবেষ্টিত ও নিষ্পন্দ কৃষ্ণকে, হ্রদতীরে মোহাচ্ছন্ন গোপবালকগণকে এবং চতুর্দ্দিকে আর্ত্তনাদপরায়ণ গো-মহিষাদি পশুগণকে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখার্ত্ত এবং মোহপ্রাপ্ত হইলেন । ১৯

শ্রীধরটীকা ।—ততশ্চ সর্পশরীরবেষ্টিতং কৃষ্ণং দূরান্নিরীক্ষ্য, গোপাংশ্চ পশূংশ্চ তথা নিরীক্ষ্য, আর্ত্তাঃ, পরমকশ্মলং পরং মোহং প্রাপুঃ । ১৯

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ।—মূঢ়ধিষণান্ মোহগতান্ । পরিতঃ সর্ব্বমেব তীরং ব্যাপ্য । ১৯

অন্বয়ঃ ।—অনুরক্তমনসঃ ( কৃষ্ণানুরাগবিশেষবত্যঃ ) গোপ্যঃ ( শ্রীরাধাদিগোপবধ্বঃ ) ভগবতি ( পরমসুন্দরে ) অনন্তে ( অপরিচ্ছিন্নগুণে ) প্রিয়তমে ( পরমপ্রেষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণে ) অহিনা ( কালিয়সর্পেণ ) গ্রস্তে ( আক্রান্তে সতি ) ভৃশদুঃখতপ্তাঃ ( অত্যর্থদুঃখতপ্তাঃ ) তৎসৌহৃদস্মিতবিলোকগিরঃ ( তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সৌহৃদেন প্রেম্ণা যাঃ স্মিত-বিলোকগিরঃ সহাস্যাবলোকসহিতমধুরবচনানি তাঃ ) স্মরন্ত্যঃ প্রিয়ব্যতিহৃতং ( শ্রীকৃষ্ণবিরহিতং ) ত্রিলোকং শূন্যং দদৃশুঃ । ২০

মূলানুবাদ ।—শ্রীরাধিকাদি নবানুরাগবতী গোপবধূগণ সেই পরম সুন্দর অনন্ত গুণনিধি প্রিয়তম কৃষ্ণকে কালিয়গ্রস্ত দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং কৃষ্ণের সেই ভালবাসা, সহাস্য দৃষ্টি ও মধুর বচন স্মরণ করিয়া কৃষ্ণবিরহে ত্রিজগৎ শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন ॥ ২০

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ।—এবং সর্ব্বেষামেব সামান্যেন দুঃখদশামুক্ত্বা তত্রৈব শ্রীগোপীনাং বিশেষমাহ গোপ্য ইতি । ভগবতি সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্তেঽতো ন বিদ্যতে অন্তো নাশো ভক্তানাং যস্মাত্তথাভূতেঽপরিচ্ছিন্নে ইতি বা, ইত্যচি-ন্ত্যসামর্থ্যমেব উক্তম্ । তথাপ্যহিনা গ্রস্তে তদ্দিষ্টেনৈব ভোগেনাক্রান্তে সতি অত্যর্থদুঃখতপ্তাঃ, যতোঽনুরক্তমনসঃ স্বভাবতো নিরন্তরপ্রেমবত্য ইত্যর্থঃ । তথা তস্মিন্নপি স্বভাবতঃ প্রিয়তমে, আত্মা প্রিয়ঃ পরমাত্মা প্রিয়তরঃ ততোঽপি বিশিষ্টত্বাৎ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রিয়তম এবেতি, ততঃ প্রেমভরাক্রান্ত্যা তত্ত্বানুসন্ধানাদিত্যর্থঃ । যদ্বা ভগবতি

তাঃ কৃষ্ণমাতরমপত্যমনুপ্রবিষ্টাং তুল্যব্যথাঃ সমনুগৃহ্য শুচঃ স্রবন্ত্যঃ ।
তাস্তা ব্রজপ্রিয়কথাঃ কথয়ন্ত্য আসন্ কৃষ্ণাননেঽর্পিতদৃশো মৃতকপ্রতীকাঃ ॥ ২১

পরমসুন্দরেঽনন্তে চ অপরিচ্ছিন্নগুণে তথা প্রিয়তমে, কস্যচিৎ প্রিয়তরে তাসান্তু প্রিয়তমে যতঃ সদানুরক্তমনসঃ। অধুনা চ গ্রস্তে গ্রস্তবৎ সর্ব্বতো ভোগেন পরিবেষ্টিতে সতি, তস্য সৌহৃদেন প্রেম্না যাঃ স্মিতাবলোকগিরঃ তাঃ স্মরন্ত্যো ভৃশদুঃখতপ্তাঃ সত্যঃ। প্রিয়েণৈব কর্ত্রা বিশেষেণাতিশয়েন স্বতং স্বগ্রস্ততাদর্শনায়াহঙ্কবধিবাযমাণতাং বিধায় বিস্মাবিতমিত্যর্থঃ। প্রিয়ব্যতিকৃতমিতি পাঠে চ ব্যতিকরঃ সমাখ্যাতো ব্যসনে ব্যতিসঙ্গমে ইতি বিশ্বপ্রকাশাৎ। ব্যসনং বিপদি ভ্রংশ ইত্যমরকোষাচ্চ প্রিয়েন হেতুনা ভ্রষ্টমিতি তথৈবার্থঃ। টীকায়াং বিবহিতমিত্যস্য চ ত্যাজিতমিত্যর্থ ইতি তথৈব তাৎপর্য্যম্। ততস্তাদৃশং জগচ্ছূন্যং দদৃশুঃ, শূন্যমিতি শোকবেগেনাত্মন ইব জগতামপি মরণমননাৎ নিজপ্রিয়তমাভাবেন সর্ব্বস্যৈকাকারমননাদ্বা ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—তাঃ ( ব্রজবাসিন্যো যশোদাসখ্যো গোপ্যঃ ) তুল্যব্যথাঃ ( যশোদাসমানদুঃখার্ত্তা অপি ) অপত্যং ( শ্রীকৃষ্ণং ) অনুপ্রবিষ্টাং ( অনু লক্ষীকৃত্য হ্রদং প্রবেষ্টুমারব্ধাং ) কৃষ্ণমাতরং ( যশোদাং ) সমনুগৃহ্য ( হ্রদপ্রবেশবারণায় নিরন্তরং ধৃত্বা ) শুচঃ ( শোকাশ্রূণি ) স্রবন্ত্যঃ ( প্রবাহরূপেণ মুঞ্চন্ত্যঃ ) তাঃ তাঃ ( পূতনাদিতো দৈবকৃতরক্ষাময়ীঃ বৎসবকাদিবধরূপাঃ শ্রীকৃষ্ণশৌর্য্যময়ীশ্চ ) ব্রজপ্রিয়কথাঃ ( ব্রজপ্রিয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য কথাঃ ) কথয়ন্ত্যঃ ( যশোদানিকটে বর্ণয়ন্ত্যঃ সত্যঃ ) কৃষ্ণাননে ( হ্রদমধ্যস্থকালিয়বেষ্টিতকৃষ্ণাননে ) অর্পিতদৃশঃ ( সমর্পিতনয়নাশ্চ সত্যঃ ) মৃতকপ্রতীকাঃ ( মৃততুল্যাঃ ) আসন্ ॥ ২১

মূলানুবাদ।—যশোদাসমবয়স্কা বাৎসল্যবতী গোপরমণীগণ, কৃষ্ণজননী যশোদাকে কালিয়হ্রদে প্রবেশ করিতে উদ্যত দেখিয়া সকলে মিলিয়া তাঁহাকে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া শোকাশ্রুমোচন করিতে করিতে কৃষ্ণের পূতনাবধাদি লীলাকথা বলিয়া যশোদাকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন এবং একদৃষ্টে কৃষ্ণের পানে চাহিয়া মৃতবৎ নিষ্পন্দভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২১

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—নন্বু তন্মাতা হন্ত কীদৃশী জাতা ইত্যপেক্ষায়াং শোকভরেণ কিঞ্চিদেব প্রকাশয়ন্ সর্ব্বাসামেব তাসাং দশাবিশেষমাহ তা ইতি। তাঃ পূর্ব্বোক্তাঃ শ্রীযশোদাসখ্যোঽন্যাঃ শ্রীগোপ্যঃ। ন পততি কস্মিন্নপি দুঃখে কুলং যস্মাত্তদপত্যং পরমস্নেহপাত্রপুত্রমিত্যর্থঃ। অতএব তৎ অনুলক্ষীকৃত্য তদর্থং প্রকর্ষেণ সর্ব্বতোঽধিকতয়া তপ্তাম্। প্রবিষ্টামিতি পাঠে হ্রদং প্রবেষ্টুমারব্ধামিত্যর্থঃ। তুল্যব্যথা অপি সমম্যক্ অনু নিরন্তরং গৃহীত্বা ধৃত্বা, শুচঃ শোকাশ্রূণি স্রবন্ত্যঃ প্রবাহরূপেণ মুঞ্চন্ত্যঃ তাস্তাঃ পূতনাদিতো দৈবকৃতরক্ষাময়ীঃ। বৎসবকাদিবধরূপাঃ তচ্ছৌর্য্যময়ীশ্চ ব্রজস্য প্রিয়কথাঃ কথয়ন্ত্যঃ সত্যঃ তাদৃশা মহাদুষ্টা বহবোপি হতা অয়ং সর্পভেদকঃ কো নাম বরাকঃ এনং হত্বা অধুনৈবায়াস্যতীতি তন্মাতৃসান্ত্বনার্থমিত্যর্থঃ। তথা কৃষ্ণার্পিতদৃশশ্চ সত্য আসন্ পশ্চান্মৃতকতুল্যাশ্চাসন্নিত্যর্থঃ। বিশেষতস্তাসাং শোকোক্তিঃ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে। সর্ব্বা যশোদয়া সার্দ্ধং বিশামোঽত্র মহাহ্রদে। নাগরাজস্য নো গন্তুমস্মাকং যুজ্যতে ব্রজে॥ দিবসঃ কো বিনা সূর্য্যং বিনা চন্দ্রেণ কা নিশা। বিনা বৃষেণ কা গাবো বিনা কৃষ্ণেন কো ব্রজঃ॥ বিনা কৃতা নঃ যাস্যামঃ কৃষ্ণেনানেন গোকুলম্। অরণ্যং নাতিসেব্যঞ্চ বারিহীনং যথা সরঃ॥ যত্র নেন্দীবরদলপ্রখ্যকান্তিরয়ং হরিঃ। তেনাপি মাতর্বাসেন রতিরস্তীতি বিস্ময়ঃ॥ উৎফুল্লপঙ্কজদলস্পষ্টকান্তিবিলোচনম্। অপশ্যন্তো হরিং দীনাঃ কথং গোষ্ঠে ভবিষ্যথ॥ অত্যর্থমধুরালাপহৃতাশেষমনোধনাঃ। ন বিনা পুণ্ডরীকাক্ষং যাস্যামো নন্দগোকুলম্॥ ভোগেনাবেষ্টিতস্যাপি সর্পরাজস্য পশ্যতঃ। স্মিতশোভি মুখং গোপ্যঃ কৃষ্ণস্যাস্মদ্বিলোকনে ইতি ॥ ২১

কৃষ্ণপ্রাণান্ নির্ব্বিশতো নন্দাদীন্ বীক্ষ্য তং হ্রদম্।
প্রত্যষেধৎ স ভগবান্ রামঃ কৃষ্ণানুভাববিৎ ॥ ২২

অন্বয়ঃ। কৃষ্ণানুভাববিৎ (শ্রীকৃষ্ণস্য মহাপ্রভাবজ্ঞঃ) সঃ (ব্রজবাসিনাং প্রিয়ঃ) ভগবান্ (সর্ব্বশক্তিযুক্তঃ) রামঃ (বলদেবঃ) কৃষ্ণপ্রাণান্ (শ্রীকৃষ্ণৈকজীবনান্) নন্দাদীন্ (নন্দাদিসর্ব্বব্রজবাসিনঃ) তং হ্রদং (কালিয়হ্রদং) নির্ব্বিশতঃ (প্রবেষ্টুমুদ্যুক্তান্) বীক্ষ্য (আলোক্য) প্রত্যষেধৎ (নিবারিতবান্) ॥ ২৩

মূলানুবাদ।—কৃষ্ণগতপ্রাণ নন্দাদি গোপগণকে কালিয়হ্রদে প্রবেশ করিতে উদ্যত দেখিয়া, কৃষ্ণের মহাপ্রভাবজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ বলদেব সকলকে নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥ ২২

শ্রীধরটীকা।—প্রিয়েণ শ্রীকৃষ্ণেন বিরহিতং ত্যজিতমিত্যর্থঃ ত্রৈলোক্যং শূন্যং দদৃশুঃ ॥ ২০—২২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—কথঞ্চিন্মোহোপশমে কালবিলম্বে চ হ্রদং নিঃশেষেণ প্রবিশতঃ নন্দাদীন্ সর্ব্বানেব ব্রজজনান্। স ব্রজরক্ষার্থং ভগবতা গৃহে ত্যক্তো যো বন্ধুবৎসলত্বেন প্রসিদ্ধো বা। নন্থ তেষাং সর্ব্বেষাং প্রতিষেধনং স কথং কর্ত্তুং শক্তস্তত্রাহ ভগবান্ সর্ব্বশক্তিযুক্তঃ। কাংশ্চিদ্যুক্তযুক্ত্যা, কাংশ্চিদ্বলেন, কাংশ্চিদন্তঃপ্রেরণয়া চ। এবং সর্ব্বরমণাদ্রামঃ। নন্থ সোঽপি নাম কুতঃ স্বস্থ আসীৎ, তত্রাহ কৃষ্ণস্য যঃ পরমব্রহ্মমূর্ত্তের্ভগবতোঽনুভাবং বেত্তীতি তথা সঃ ॥ ২২

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—একে ত দারুণ গ্রীষ্ম, তাহাতে আবার মধ্যাহ্নকাল। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে জগৎ যেন দগ্ধপ্রায়। ব্রজের পথে লোকজন চলাচল প্রায় বন্ধ, সকলেই নিজ নিজ গৃহের দ্বার গবাক্ষাদি রুদ্ধ করিয়া সেখানে শান্তি ও শীতলতার অনুসন্ধান করিতেছে। এইরূপ সময়ে বৃন্দাবনের গোপাবাস হইতে একক্রোশ দূরবর্ত্তি কালিয়হ্রদে ব্রজরাজনন্দন কালিয়নাগের ভোগপরিবেষ্টিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে যে অসংখ্য গোপবালক ছিল, তাহারাও তাহাদের প্রাণের প্রাণ ব্রজরাজনন্দনের এই প্রাণান্তকর অবস্থা দেখিয়া নিজ প্রাণের ভারবহনে অক্ষম হইল এবং প্রাণান্তপ্রায় অবস্থায় উপনীত হইয়া হা কৃষ্ণ। হা ব্রজজীবন। বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে কালিয়হ্রদতীরে নিপতিত হইল। সেই করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী আর্ত্তনাদ শুনিয়া নিকটস্থ ধান্যক্ষেত্রে যে সমস্ত কর্ম্মব্যস্ত গোপ ছিল, তাহারাও আসিয়া তাহাদের প্রাণকৃষ্ণকে কালিয়গ্রস্ত দেখিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া হ্রদের দিকে অগ্রসর হইল এবং দেখিতে দেখিতে সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া, অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িল। গো বৎসাদি পশুগণও তাহাদের প্রাণকৃষ্ণকে ছাড়িয়া কুত্রাপি যাইতে পারিল না, তাহারাও অশ্রুব্যাপ্তনয়নে তাহাদের জীবনের জীবন কৃষ্ণের দিকে চাহিয়া কেবলমাত্র হাম্বারবে আর্ত্তনাদ করিয়া তাহাদের হৃদয়ের বিষাদ জানাইতে লাগিল ও বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু কেহই এই প্রাণান্তকারিণী দুর্ঘটনার কথা ব্রজে রটনা করিতে সমর্থ হইল না। গোপবালকগণ এবং ধান্যক্ষেত্র হইতে সমাগত গোপগণের ত আর কোন সাড়াই নাই, গো বৎসাদির সকরুণ হাম্বারবও একক্রোশ দূরবর্ত্তি স্থানে অবস্থিত গোপাবাসের শ্রবণপাশে উপস্থিত হইয়া এই সর্ব্বনাশের বার্ত্তা জানাইতে পারিল না—তাহা কেবল কালিয়হ্রদের দশদিক প্রতিনাদিত করিয়া অনন্ত আকাশের মধ্যে বিলীন হইয়া গেল এবং আকাশপথস্থিত দেবতাগণের কানে কানে এই মহা দুঃখের বার্ত্তা বলিয়া গেল।

ব্রজবাসি গোপগোপীগণ প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্নে কৃষ্ণকে গোচারণে পাঠাইয়া যেমন ক্ষণে ক্ষণে অপরাহ্ণের আগমনের জন্য উৎকণ্ঠিত থাকেন, আজও তাঁহারা সেই ভাবেই আছেন। তাঁহারা প্রত্যহ যেমন মধ্যাহ্ন হইতেই কৃষ্ণের অপরাহ্ণকালীন ভোজনার্থ ক্ষীর নবনীতাদি প্রস্তুত করিবার জন্য সকলেই ব্যাপৃত থাকেন, আজও তাঁহারা

সেই ভাবেই আছেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রাণকৃষ্ণ আজ গোচারণে গিয়া যে কালিয়নাগের বেষ্টনগত হইয়া নিস্পন্দ অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন এবং তাঁহার বিরহদুঃখাতুর গোপবালকগণ, গোপগণ এবং গোমহিষাদি পশুগণ অচেতন হইয়া তাঁহারই নিকটে অবস্থান করিতেছে, ইহা ব্রজের কেহই জানেন না কিংবা এ সংবাদ তাহাদিগকে জানাইবার শক্তিও কাহারও নাই। এদিকে আকাশপথস্থিত দেবতাগণ এই সংবাদ ব্রজে জানাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং নানাবিধ অমঙ্গল সূচক ইঙ্গিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

দেখিতে দেখিতে দেবতাগণের প্রেরণায় ব্রজের ভূমিতে, আকাশে এবং ব্রজবাসিগণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে নানাপ্রকার অমঙ্গলসূচক লক্ষণ প্রকাশ পাইল। ক্ষণে ক্ষণে ভূকম্প, শিবারব, কাকাদির কর্কশধ্বনি, দিবসে উলুকোৎপতন প্রভৃতি নানাবিধ ভৌম অমঙ্গল চিহ্নে ব্রজভূমি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আকাশে ঘন ঘন উল্কাপাত, গ্রহসংমর্দ্দ, দিবসে নক্ষত্রপ্রতীতি, সূর্য্যের তেজোহীনতা প্রভৃতি দৈব অমঙ্গলচিহ্ন প্রকাশিত হইল এবং ব্রজবাসিগণের দেহে বামাঙ্গস্পন্দন, বামনেত্রস্ফুরণ, অকস্মাৎ হৃৎকম্প প্রভৃতি নানাবিধ দৈহিক অমঙ্গল চিহ্ন দেখা গেল। ইহাতে ব্রজবাসিগণ সকলেই একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল, তাহাদের কি যেন হইয়াছে, কিসের যেন অভাব, কি যেন হারাইয়াছে, কিছুতেই তাহারা শান্তিলাভ করিতে পারিতেছে না, কেবলমাত্র লক্ষ্যবিহীন ভ্রান্তগতিতে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। তদনন্তর ব্রজবাসি নরনারীগণ সকলেই নন্দভবনে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং দেখিল যে যশোদা, রোহিণী, নন্দ, উপনন্দ প্রভৃতি সকলেই এই আকস্মিক অমঙ্গলসূচক ভূকম্পাদি উৎপাত দেখিয়া একেবারে ধৈর্য্যহারা হইয়া পড়িয়াছেন।

ব্রজবাসিগণের ভাল, মন্দ, সুখ, দুঃখ, মঙ্গল, অমঙ্গল, প্রভৃতি যাহা কিছু আছে সবই কৃষ্ণ। কৃষ্ণের সুখ-দুঃখাদি ব্যতীত তাহাদের নিজের আর কোনপ্রকার সুখ-দুঃখাদির অনুভূতি নাই। কাজেই যখন ব্রজে অকস্মাৎ নানাপ্রকার অমঙ্গলচিহ্ন প্রকাশ হইল, তখন সকলেরই মন, তাহাদের একমাত্র জীবনের-জীবন কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। নন্দাদি গোপগণ সকলেই বিবেচনা করিলেন যে আজ আমাদের চঞ্চল কৃষ্ণ, বলরামকে সঙ্গে না লইয়া গোচারণে গিয়াছে, সুতরাং সে আজ নিশ্চয়ই কোনপ্রকার দুঃসাহসিক কার্য্য করিতে গিয়া বিপদাপন্ন হইয়াছে। বলদেব সঙ্গে থাকিলে কৃষ্ণ তাহার অনুমতি বিনা স্বাধীন ভাবে কোনপ্রকার কার্য্যই করিতে পারে না। সেইজন্য প্রত্যহই গোচারণে যাওয়ার সময় কৃষ্ণকে বলদেবের হস্তে সমর্পণ করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু আজ বলদেবের জন্মনক্ষত্র যোগ হওয়ায় তাঁহার মাঙ্গলিক কার্য্য করিবার জন্য তাঁহাকে গোচারণে যাইতে দেওয়া হয় নাই, সেজন্য কৃষ্ণই আজ শ্রীদাম সুবলাদি বালকগণের অধ্যক্ষ হইয়া স্বতন্ত্র ভাবে বনে গমন করিয়াছে। হায়! হায়! আমরা কি অন্যায় কার্য্যই না করিয়াছি, আমরা কেন আজ কৃষ্ণকে গোচারণে যাইতে নিষেধ করি নাই। হায় হায়! না জানি আজ আমাদের কি সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইয়াছে। নন্দাদি গোপগণ এই প্রকার নানাবিধ অনুশোচনা করিয়া পরিশেষে মনে করিলেন যে আজ বোধ হয় আমাদের জীবনের জীবন কৃষ্ণকে আর জীবিতাবস্থায় দেখিতে পাইব না। কেননা কৃষ্ণ, অঘাসুর, বকাসুর প্রভৃতি মহাবলশালী অসুরের সহিত বিরোধ প্রভৃতি অনেক দুঃসাহসিক কার্য্যই অনেক দিন করিয়াছে; কিন্তু কোন দিনই আমরা এরূপ অমঙ্গল চিহ্ন দেখিতে পাই নাই। আজ যখন ব্রজের সর্ব্বত্রই এরূপ আসন্ন অমঙ্গলের চিহ্ন দেখা যাইতেছে এবং ব্রজবাসি সমস্ত নর-নারীরই বামাঙ্গস্পন্দন প্রভৃতি অশুভকর ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, তখন নিশ্চয়ই কৃষ্ণ আজ অন্যান্য দিন অপেক্ষাও মহত্তর কোন দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে ও তাহাতে সে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে। নচেৎ আমাদের সকলেরই এরূপ আকস্মিক হৃৎকম্প ও চিত্তের অস্থিরতা অনুভব হইতেছে কেন?

ভাইএর জন্য ব্যাকুল হয় নাই, তখন সে নিশ্চয়ই তাহার সংবাদ জানে। কিন্তু তাহাদের প্রবল কৃষ্ণবিরহবহ্নিতে এই সামান্য আশা ও ধৈর্য্যের জলবিন্দুসেচন বিশেষ কার্য্যকর হইল না, তাহারা হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! করিতে করিতে ব্রজের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

শ্রীবলদেব শ্রীভগবানেরই দ্বিতীয় ব্যূহ, মূলসঙ্কর্ষণ; সুতরাং তিনি সর্ব্বশক্তিশালী এবং সর্ব্বজ্ঞ। তিনি শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববিধ মনোভাব অবগত আছেন, কাজেই "শ্রীকৃষ্ণের কোনও প্রকার বিপদ হইতে পারে না" তাহা তিনি নিশ্চিত রূপেই জানেন এবং কালিয়দমন লীলার জন্যই যে কৃষ্ণ আজ এই ভঙ্গি করিয়াছেন, ইহাও তাঁহার জানিতে বাকি নাই। কিন্তু তিনি কৃষ্ণের অনুমতি বিনা ইহা প্রকাশ করিতে কিংবা নিজ শক্তিতে ব্রজবাসিগণের দুঃখ নিবারণ করিতে অক্ষম বলিয়া কেবলমাত্র মৃদু হাস্য করিয়াই নিজ মনোভাবের ইঙ্গিত করিলেন ও কৃষ্ণের লীলামাধুর্য্য আস্বাদন করিবার জন্য তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কৃষ্ণের নিকট চলিলেন।

ব্রজের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাহাদের প্রাণকৃষ্ণের অন্বেষণে ব্রজের পথে বাহির হইল, কিন্তু তাহারা কেহই জানে না যে তাহাদের কোটিপ্রাণপ্রতিম কৃষ্ণ, কোথায় কি ভাবে আছে। তাহারা কেবল কৃষ্ণদর্শনের উৎকট আকাঙ্খা ও ব্যাকুলতা সম্বল করিয়া ব্রজের পথে চলিতে আরম্ভ করিল। এই ভাবে কিছুদূর চলিতে চলিতে তাহারা কৃষ্ণের উদ্দেশ পাইল। তাহারা সকলেই দেখিল যে, যমুনা-গমনের পথে সারি সারি কৃষ্ণপদচিহ্ন! তাহাতে তাহারা যখন সকলেই বুঝিতে পারিল যে আজ কৃষ্ণ গোবর্দ্ধনের দিকে না গিয়া এই পথে যমুনাতীরাভিমুখে গিয়াছে, তখন সকলেই কৃষ্ণের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে যমুনাতটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য কিংবা ভগবত্তা সম্বন্ধে ব্রজবাসিগণের তাদৃশ জ্ঞান কিংবা তজ্জনিত কোন প্রকার সঙ্কোচ অথবা সম্ভ্রম না থাকিলেও কৃষ্ণের পদচিহ্ন সম্বন্ধে তাহাদের কোন প্রকার অজ্ঞান নাই; তাহারা নিরন্তর কৃষ্ণকে বাৎসল্য ভাবে লালন পালন প্রসঙ্গে সর্ব্বদাই কৃষ্ণের চরণতল প্রভৃতি দেখিয়া থাকে এবং তাহাতে কি কি চিহ্ন আছে তাহাও তাহারা জানে; আর কাহারও পদতলে কিংবা করতলে এই প্রকার অনন্যসাধারণ চিহ্ন যে দেখা যায় না, তাহাও তাহাদের অজ্ঞাত নহে। সুতরাং কৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিবামাত্র তাহাদের আর "কৃষ্ণ কোন্ পথে গিয়াছেন" তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না, সকলেই কৃষ্ণদর্শনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া সেই পদচিহ্ন সূচিত পথে অগ্রসর হইল এবং অনতিবিলম্বে যমুনাতীরে উপস্থিত হইল।

অসংখ্য গোপবালক এবং অসংখ্য গোমহিষাদি পশুগণ সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণ যে-পথে যমুনাতীরে গিয়াছিলেন, সে পথে কেবলমাত্র কৃষ্ণেরই পদচিহ্ন ছিল না, সে পথে কৃষ্ণের পদচিহ্নের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য গোপবালক এবং অসংখ্য গো-মহিষাদি পশুগণেরও পদচিহ্ন ছিল। কিন্তু ব্রজবাসিগণের দৃষ্টি কেবলমাত্র কৃষ্ণপদচিহ্নেই নিপতিত হইয়াছিল, অন্য পদচিহ্নে তাহাদের কৃষ্ণপদচিহ্ন-জ্ঞানের কোন প্রকার বাধা জন্মাইতে পারে নাই। বিশেষতঃ কৃষ্ণপদচিহ্নের এমনই মহাপ্রভাব যে, অন্য কোনও পদচিহ্নে তাহা আচ্ছাদিত হয় নাই, কিংবা বায়ুচালিত ধূলি-কণিকাতেও তাহা অস্পষ্ট করিতে পারে নাই। সেই ধ্বজবজ্রাঙ্কুশচিহ্নচিহ্নিত চরণচিহ্ন যেন ধরিত্রী দেবী অলঙ্কার-রূপে নিজবক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন এবং বক্ষোবিস্তার করিয়া সগর্ব্বে স্বর্গাদি উর্দ্ধলোককে দেখাইতেছেন যে, এমন ভাগ্য চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে কেহই এ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে নাই।

"মার্গে গবামন্যপদান্তরান্তরে নিরীক্ষমাণা যযুরঙ্গ সত্বরাঃ"—এই শ্লোকার্দ্ধ সমালোচনা করিলে, ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণনিকটে গমন বৃত্তান্তের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বসাধারণেরও কৃষ্ণনিকটে গমনের একটি উপায় জানিতে পারা যায়।

ব্রজবাসি গোপগোপীগণ "গবাং মার্গে"—অর্থাৎ গোগণের গমনপথে—"অন্যপদান্তরান্তরে"—অন্যান্য গোপগণের পদচিহ্নের মাঝে, "নিরীক্ষমাণাঃ"—শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিতে দেখিতে "সত্বরাঃ যযুঃ"—দ্রুত-বেগে কৃষ্ণোদ্দেশে গমন করিয়াছিলেন। এইরূপ জগতেও যাঁহারা "গবাং মার্গে"—শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট পথে (গো শব্দের অর্থ বেদ) "অন্যপদান্তরান্তরে"—শ্রুত্যুক্ত নানাবিধ সকাম কর্ম্ম, অভিচার, অর্থবাদ, ধনুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি পদের (বাক্যের) মধ্যে মধ্যে যে কৃষ্ণপদ আছে, অর্থাৎ শ্রীভগবানের স্বরূপ, মাধুর্য্য এবং তাঁহার উপাসনাদিবোধক বাক্য আছে, তাহাই অনুসন্ধান করিতে করিতে এবং সেই দিকেই তীব্র দৃষ্টি রাখিয়া "সত্বরাঃ" (সাবধানাঃ সন্তঃ) সাবধান হইয়া অগ্রসর হইতে পারেন, তাঁহারাই দ্রুতগতিতে শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতে পারেন। শ্রুতির অন্যপদে দৃষ্টি পড়িলে কিংবা অন্য পদ দেখিয়া কৃষ্ণপদ ভুলিলে কাহারও কৃষ্ণনিকটে যাইবার সাধ্য নাই। বৃন্দাবনে গোপগণই কৃষ্ণপদচিহ্ন ধরিয়া কৃষ্ণনিকটে যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জগতেও যাঁহারা "গোপ" অর্থাৎ বেদবিশ্বাসী, তাঁহারাই বেদোক্ত কৃষ্ণপদ অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণনিকটে যাইতে সমর্থ হন। কৃষ্ণের পথে যেমন অসংখ্য গোপবালকের পদচিহ্ন থাকিলেও তাহার মধ্যে মধ্যে অবিকৃতভাবে কৃষ্ণপদচিহ্ন বিরাজমান ছিল, সেইরূপ শ্রুতিনির্দ্দিষ্টপথেও অসংখ্য সকামকর্ম্মাদিবোধক পদ থাকিলেও তাহার মধ্যে কৃষ্ণস্বরূপাদিবোধক পদও অবিকৃত ভাবেই অবস্থিত আছে। ব্রজের পথে কৃষ্ণপদচিহ্ন যেমন বায়ু চালিত ধূলিকণায় অস্পষ্ট করিতে পারে নাই, সেইরূপ শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট পথস্থিত কৃষ্ণস্বরূপাদিবোধক পদও অদ্যাপি নানাবিধ কামনা, বাসনা, উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতির ঝঞ্ঝাবাত-চালিত অপসিদ্ধান্তাদির ধূলিকণায় অস্পষ্ট করিতে পারে নাই। যাঁহারা ব্রজবাসিগণের মত কৃষ্ণদর্শনের আকাঙ্খা ও ব্যাকুলতা লইয়া সেই পথে অগ্রসর হইবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ব্রজবাসিগণের মত কৃষ্ণপদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া অনতিবিলম্বে কৃষ্ণনিকটে উপস্থিত হইতে পারিবেন। যাহা হউক, বালবৃদ্ধ-বনিতা সমস্ত ব্রজবাসী, কৃষ্ণদর্শন লালসায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া হা কৃষ্ণ। হা কৃষ্ণ। করিতে করিতে এবং ব্রজের পথে কৃষ্ণপদচিহ্ন দেখিতে দেখিতে যমুনাতীরে উপস্থিত হইয়া সকলেই তাঁহাদের প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণকে দেখিতে পাইল বটে, কিন্তু তাহারা যে-ভাবে কৃষ্ণকে দেখিল, তাহা তাহাদের মত প্রেমপ্রবণহৃদয়ে সহ্য করা একেবারেই অসম্ভব হইয়া উঠিল।

তাহারা কৃষ্ণের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া যতই যমুনার দিকে অগ্রসর হইতেছিল, ততই তাহাদের প্রাণ একেবারে কৃষ্ণের অনিষ্টাশঙ্কায় অধীর হইয়া উঠিতেছিল। কেননা, এই স্থানে যমুনাহ্রদে যে মহাবিষধর কালিয়সর্প বাস করে এবং তাহার বিষবীর্য্যে যমুনাহ্রদ ও তাহার তীরবর্ত্তি যোজন পরিমিত স্থান এমনই বিষাক্ত হইয়াছে যে, সে স্থানে গমন মাত্রেই সকলের যে প্রাণান্ত হইয়া যায়, তাহা ব্রজবাসিগণ সকলেই জানে। তাহারা যখন কালিয়হ্রদের দিকেই কৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিল, তখনই তাহারা প্রায় অর্দ্ধমৃত হইয়া উঠিল এবং সকলেই মনে করিল যে আজ সর্ব্বনাশ হইয়াছে। কৃষ্ণ নিশ্চয়ই কালিয়হ্রদতীরে গিয়া কালিয়বিষে জর্জ্জরিত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছেন। এই কথা মনে করিয়া তাহারা কৃষ্ণের অনিষ্টাশঙ্কায় অধিকতর ব্যাকুল হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণতর দ্রুতবেগে কালিয়হ্রদের দিকে অগ্রসর হইল এবং দূর হইতে দেখিতে পাইল যে সত্যসত্যই তাহাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে—তাহাদের কোটিপ্রাণপ্রতিম কৃষ্ণ, কালিয়নাগ পরিবেষ্টিত হইয়া কালিহ্রদের মধ্যস্থলে নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দ ভাবে অবস্থান করিতেছেন।

দূর হইতে এই প্রকার হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিয়া ব্রজবাসিগণের যে কি অবস্থা হইল তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তাহারা সকলে বক্ষঃস্থলে ও মস্তকে করাঘাত করিতে করিতে এবং হা কৃষ্ণ। হা ব্রজজীবন। বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে কালিয়হ্রদের তীরে উপস্থিত হইল এবং দেখিল যে সেখানে

শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকগণ অচেতন হইয়া তীরভূমিতে পড়িয়া আছে এবং তাহাদের দেহে প্রাণ আছে কিনা সন্দেহ। তাহাদের কিঞ্চিদ্ দূরবর্ত্তিস্থানে অসংখ্য গো-মহিষাদি পশুগণ বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে এবং অশ্রুব্যাপ্ত নয়নে কালিয়হ্রদমধ্যস্থ কালিয়সর্পপরিবেষ্টিত কৃষ্ণের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, তাহাদেরও দেহে প্রাণ আছে কিনা তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

ব্রজবাসিগণ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে কালিয়হ্রদতীরে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ শ্রীদাম-সুবলাদি গোপবালকগণকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, হে কৃষ্ণবয়স্য গোপবালকগণ। তোমরা ত কৃষ্ণের সঙ্গেই ছিলে, তোমরা আমাদের বলিয়া দাও যে আমাদের প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণ কি ভাবে কালিয় কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। কৃষ্ণ কি হ্রদের তীরে আসিয়াছিল এবং কালিয় কি সেখান হইতে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক হ্রদমধ্যে টানিয়া লইয়াছে? কিংবা চঞ্চল কৃষ্ণই তীর হইতে জলে ঝম্পপ্রদান করিয়াছে? তাহাই যদি কৃষ্ণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে কি নিজ বুদ্ধিতেই এইপ্রকার দুঃসাহসিক কার্য্য করিয়াছে, অথবা কেহ তাহাকে পরামর্শ দিয়াছে? কি ভাবে কৃষ্ণের এই অবস্থা হইল, তাহা আমাদিগের নিকট বল। ব্রজবাসিগণ এই প্রকারে গোপবালকগণকে লক্ষ্য করিয়া কত কথাই না জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কেহই তাহার কোনপ্রকার উত্তর প্রদান করিল না, কিংবা অঙ্গসঞ্চালনাদি দ্বারা কোনপ্রকার ইঙ্গিতও করিল না। তাহাতে ব্রজবাসিগণ স্পষ্টই বুঝিলেন যে—কৃষ্ণবয়স্য গোপবালকগণও আর ইহজগতে নাই, তাহারাও সকলে মিলিয়া তাহাদের প্রাণকৃষ্ণেরই সঙ্গী হইয়াছে। ব্রজবাসিগণ তখন আরও অধীর হইয়া পড়িল এবং সকলেই মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল যে, হায়! হায়। আমাদের দেহ এখনও কেন প্রাণশূন্য হইতেছে না!

কৃষ্ণদর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া ব্রজের সমস্ত গোপ-গোপীই নিজ নিজ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া ব্রজের পথে আসিয়াছিলেন এবং সকলেই কৃষ্ণপদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া যমুনাতীরাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার মধ্যে গোপগণ দ্রুতগতিতে সর্ব্বাগ্রে যমুনাতীরে উপস্থিত হন এবং গোপীগণ, স্ত্রীস্বভাবসুলভ মৃদুগতিতে গোপগণের পশ্চাতে আসেন। তাহাদের মধ্যে গোপবধূ ও গোপবালিকাগণ অগ্রে এবং পরিণতবয়স্কা যশোদাদি গোপীগণ সকলের পশ্চাতে যমুনাতীরে উপস্থিত হন। গোপগণ সর্ব্বাগ্রে যমুনাতীরে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণকে কালিয়গ্রস্ত এবং গোপবালকগণকে অচেতন অবস্থায় দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় এবং মৃতপ্রায় হইয়া যমুনাতীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং নানাভাবে বিলাপ ও অনুশোচনা করিতে লাগিলেন।

তাহার পর গোপবধূ এবং গোপবালিকাগণ যমুনাতীরে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে কালিয়-গ্রস্ত দেখিয়া, একেবারে ত্রিজগৎ শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। যদিও তাঁহাদের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং অনন্ত, সুতরাং কালিয়নাগ তাঁহাকে কিছুতেই গ্রাস করিতে সমর্থ নহে, কালিয়দমনলীলা করিবেন বলিয়াই তিনি স্বেচ্ছায় কালিয়গ্রস্ত হইয়াছেন, তথাপি কৃষ্ণপ্রেমবতী গোপবধূ এবং গোপবালিকাগণ কৃষ্ণের এই স্বরূপৈশ্বর্য্য ধারণা করিতে না পারিয়া প্রেমভাবিত বুদ্ধিতে এবং প্রেমান্ধদৃষ্টিতে কৃষ্ণকে কালিয়গ্রস্ত এবং মহাবিপন্ন বলিয়া ধারণা করিলেন ও কৃষ্ণবিরহমহাসিন্ধুতে নিমগ্ন হইলেন।

এই সমস্ত গোপবধূ এবং গোপবালিকাগণ নবানুরাগ বশতঃ কৃষ্ণচরণে দেহ মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিয়া মনে মনে কৃষ্ণকেই জীবনের সারসর্ব্বস্বরূপে বরণ করিয়াছেন, কিন্তু লোকলজ্জাবশতঃ তাঁহারা কাহারও নিকট তাহা ব্যক্ত করিতে পারেন না, কেবল দূর হইতে কৃষ্ণের মৃদুমধুর হাস্যমাখা বদন, প্রাণ মাতান অপাঙ্গ দৃষ্টি এবং নির্জ্জনে মধুরালাপাদি আস্বাদন করিয়া সেই রসে মনঃ প্রাণ ডুবাইয়া নিজ গৃহে অবস্থান করেন। আজ তাঁহারা তাঁহাদের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে কালিয়গ্রস্ত দেখিয়া একেবারে কৃষ্ণবিরহে অধীর হইয়া পড়িলেন ও

কৃষ্ণের সেই হাসিমাখা মুখ, সেই নয়ন ভঙ্গি, সেই মধুরকোমলালাপ প্রভৃতি স্মরণ করিয়া মনে মনে মরণাধিক যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রেমস্বভাবসুলভ লজ্জার বশীভূত হইয়া তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে রোদন কিংবা হা কৃষ্ণ! হা প্রাণবল্লভ! বলিয়া আবেগভরে আর্ত্তনাদ করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা কালিয়গ্রস্ত কৃষ্ণের বদনকমলে অশ্রুকণাব্যাপ্ত অনিমিষ নয়নযুগল অর্পণ করিয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় কিঞ্চিদ্দূরবর্ত্তিস্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কৃষ্ণজননী যশোদা, রোহিণী এবং যশোদার সমবয়স্কা বাৎসল্যবতী গোপীগণ সকলের পশ্চাতে যমুনাতীরে উপস্থিত হইলেন এবং দূর হইতে তাঁহাদের হৃদয়নন্দন কৃষ্ণকে কালিয়গ্রস্ত দেখিয়া একেবারে শোকসিন্ধুতে নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন।

অঞ্চলের নিধি, জীবনের জীবন কৃষ্ণকে দূর হইতে কালিয়নাগপরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখিয়া বাৎসল্যপ্রেম-মহোদধি কৃষ্ণজননী যশোদার যে কি হইল, তাহা কেহই ধারণা করিতে পারিল না। তিনি যেখান হইতে কৃষ্ণকে দেখিলেন, সেখানেই নির্ব্বাক্ এবং নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু তিনি তখন জীবিত কি মৃত তাহা কাহারও ধারণা হয় না। তাঁহার নয়নে পলক নাই, হৃদয়ে স্পন্দন নাই, মুখে বাক্য নাই, দেহে সাড়া নাই, কিংবা জীবনের কোন প্রকার লক্ষণ নাই, তিনি নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, কেবলমাত্র তাঁহার নিমিষরহিত নয়ন দুইটি কৃষ্ণের বদনপানে চাহিয়া রহিল এবং তিনি নিরর্গল তপ্তঅশ্রুজলধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

যশোদাকে এই প্রকার শোচনীয় দশায় উপনীত দেখিয়া বলদেবজননী রোহিণী এবং যশোদার সমবয়স্কা কৃষ্ণবাৎসল্যবতী গোপীগণ তাড়াতাড়ি যশোদার নিকট ছুটিয়া আসিলেন এবং মর্ম্মবেদনাপূর্ণ হৃদয়ে যশোদাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া নানাভাবে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। যদিও কৃষ্ণকে কালিয়গ্রস্ত দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয়ও শোকশল্যাঘাতে বিদীর্ণ হইয়াছে, তথাপি তাঁহারা কৃষ্ণের পূতনাবধাদি লীলা স্মরণ করিয়া নিজ নিজ হৃদয়কে এবং সেই সেই লীলাকথা কীর্ত্তন করিয়া যশোদাকে একটু আশ্বস্ত করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন।

বাৎসল্যবতী গোপীগণ যশোদাকে বলিলেন—"হে কৃষ্ণজননী! তুমি তোমার কৃষ্ণের জন্য কেন বৃথা চিন্তা ও অনুতাপ করিতেছ? তোমার কি সেই মহাতপা গর্গ মুনির কথা মনে নাই? তিনি কৃষ্ণের নামকরণের সময় বলিয়াছিলেন যে—'তস্মান্নন্দাত্মজোঽয়ং তে নারায়ণসমো গুণৈঃ। শ্রিয়া কীর্ত্ত্যানুভাবেন গোপায়স্ব সমাহিতঃ' ॥ হে নন্দ! তোমার এই পুত্রটি নারায়ণতুল্য গুণশালী এবং সম্পদ্, কীর্ত্তি ও মহাপ্রভাবাদি সর্ব্বাংশেই নারায়ণতুল্য; অতএব সাবহিতচিত্তে এই নারায়ণসম পুত্রটিকে পালন কর। যশোদে! তুমি এ সমস্ত কথা কি ভুলিয়া গিয়াছ? বিশেষতঃ তোমার এই পুত্র যখন ছয়দিনের শিশু, তখনই সে ঘোরাকৃতি পূতনারাক্ষসীকে নিধন করিয়াছে। তদনন্তর শকটভঞ্জন, যমলার্জ্জুনভঞ্জন প্রভৃতি কত যে অমানুষিক কার্য্য করিয়াছে তাহার ত ইয়ত্তাই নাই। তৃণাবর্ত্ত, বৎসাসুর, বকাসুর, অঘাসুর প্রভৃতি মহাবলপরাক্রান্ত এবং দেবগণেরও দুর্দ্দমনীয় দৈত্যবৃন্দ, বৃন্দাবনৈকজীবন কৃষ্ণের জীবননাশ করিতে আসিয়া নিজ নিজ জীবন বিসর্জ্জন দিয়া গিয়াছে। হে কৃষ্ণবাৎসল্যমুগ্ধে! যদিও কৃষ্ণ, তোমারই স্তনদুগ্ধে লালিত পালিত হইয়াছে, তথাপি তাহার দুষ্টদমন-বৈদগ্ধ্য বড় সামান্য নহে! অঘাসুরের ন্যায় যোজনপরিমিত কলেবরধারী বিষধরকেও যে-কৃষ্ণ, অনায়াসে কৃতান্তবাসে প্রেরণ করিয়াছে, কালিয়গ্রাসে পতিত হইয়া কি তাহার মরণ হওয়া সম্ভবপর? তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, এখনই দেখিবে যে তোমার কৃষ্ণ, দুষ্ট কালিয়কে সংহার করিয়া এখনই তোমার নিকট আসিবে এবং 'মা মা' বলিয়া তোমার কোলে উঠিয়া তোমার তাপিত প্রাণ শীতল করিবে।

বাৎসল্যবতী গোপীগণ, এইরূপ নানাকথায় কৃষ্ণের পূতনাবধাদি লীলা বর্ণনা করিয়া যশোদাকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আশ্বাসবচনে যশোদা আশ্বস্ত হইতে পারিতেছেন কিনা তাহা যশোদাই জানেন, কিন্তু যাঁহারা যশোদাকে আশ্বাসবচন বলিতেছেন, তাঁহারা কৃষ্ণের পূতনাবধাদি পরমৈশ্বর্য্যময়ী লীলাকথা বলিয়া, কিংবা গর্গমুনির "নারায়ণসমো গুণৈঃ" প্রভৃতি কথা মনে করিয়া নিজেরাই আশ্বস্ত হইতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের বাৎসল্যপ্রেমপ্রবণ হৃদয়, কৃষ্ণকে কালিয়গ্রস্ত দেখিয়া বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিতেছে এবং দুনয়নে শ্রাবণের ধারার স্থায় অশ্রু নির্গত হইতেছে। তাঁহারা অশ্রুব্যাপ্ত নয়নে কৃষ্ণের বদনপানে চাহিয়া আছেন এবং যশোদাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য মুখে কৃষ্ণের লীলাকথামৃত বর্ষণ করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা নিজেরা মৃত কি জীবিত তাহা তাঁহারাই ধারণা করিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের মনে হইতেছে যে কৃষ্ণজননী যশোদা কিছুতেই ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিবেন না, আমরা তাঁহাকে যতই কৃষ্ণের পূতনাবধাদির কথা মনে করিয়া দিই না কেন, তিনি কৃষ্ণবিয়োগব্যাথা সহনে অক্ষম হইয়া নিশ্চয়ই কালিয়হ্রদে ঝম্পপ্রদান করিয়া তাঁহার প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণের নিকট যাইতে চেষ্টা করিবেন। আমরা যতক্ষণ পারি যশোদাকে ধরিয়া রাখি, তাহার পর যখন আর আমরা যশোদাকে ধরিয়া রাখিতে পারিব না, তখন যশোদার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও সকলেই কালিয়া হ্রদে ঝম্পপ্রদান করিব।

> সর্ব্বা যশোদয়া সার্দ্ধং বিশামোঽত্র মহাহ্রদে। নাগরাজস্য নো গন্তমস্মাকং যুজ্যতে ব্রজে॥
> দিবসঃ কো বিনা সূর্য্যং বিনা চন্দ্রেণ কা নিশা। বিনা বৃষেণ কা গাবো বিনা কৃষ্ণেন কো ব্রজঃ॥
> বিনা কৃতা ন যাস্যামঃ কৃষ্ণেণানেন গোকুলং। অরণ্যং নাতিসেব্যঞ্চ বারিহীনং যথা সরঃ॥ (শ্রীবিষ্ণুপুরাণম্)

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে যে—বাৎস্যবতী গোপীগণ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমরাও সকলে যশোদার সঙ্গে সঙ্গে কালিয়হ্রদে প্রবেশ করিব, আমাদের ব্রজে ফিরিয়া যাওয়া কিছুতেই উচিৎ নহে। যেমন সূর্য্য বিনা দিবস, চন্দ্র বিনা রজনী এবং বৃষ বিনা গাভী, সেইরূপ কৃষ্ণ বিনা ব্রজও নিরর্থক এবং শোভাহীন। জলহীন সরোবর যেমন শোভাবিহীন এবং সেখানে স্নানপানাদি কার্য্য হয় না, কৃষ্ণ না থাকিলেও গোকুল, সেইরূপ শোভাবিহীন ও অনর্থক।

কালিয়হ্রদতীরস্থ যে কদম্ববৃক্ষ হইতে কৃষ্ণ কালিয়হ্রদে ঝম্পপ্রদান করিয়াছিলেন, সেই কদম্ববৃক্ষতলে কৃষ্ণানুরাগবতী গোপবধূ এবং গোপবালিকাগণও নির্ব্বাক্ এবং নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া অনিমিষনয়নে কৃষ্ণবদন দেখিতেছিলেন এবং তাঁহারাও মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন যে কৃষ্ণশূন্য ব্রজে গমন করিয়া আমাদের কোনই লাভ নাই, আমরাও সকলে কৃষ্ণ! কৃষ্ণ। বলিয়া কৃষ্ণাগর্ভে ঝম্পপ্রদান করিয়া কৃষ্ণবিরহ তাপের উপশম করি।

> যত্র নেন্দীবরদলপ্রখ্যকান্তিরয়ং হরিঃ। তেনাপি মাতর্বাসেন রতিরত্রীতি বিস্ময়ঃ॥
> উৎফুল্লপঙ্কজদলস্পষ্টকান্তিবিলোচনম্। অপশ্যন্ত্যো হরিং দীনাঃ কথং ব্রজে ভবিষ্যথ॥
> অত্যর্থমধুরালাপহৃতাশেষমনোধনাঃ। ন বিনা পুণ্ডরীকাক্ষং যাস্যামো নন্দগোকুলম্॥
> ভোগেন বেষ্টিতস্যাপি সর্পরাজস্য পশ্যত। স্মিতশোভমুখং গোপ্যঃ কৃষ্ণস্যাস্মদবিলোকনে॥ (শ্রীবিষ্ণুপুরাণম্)

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে যে কৃষ্ণানুরাগবতী গোপবধূ এবং গোপবালিকাগণ তাঁহাদের প্রাণবল্লভ কৃষ্ণকে কালিয়গ্রস্ত দেখিয়া ব্যথিতহৃদয়ে চিন্তা করিতেছেন এবং পরস্পর বলাবলি করিতেছেন যে, ইন্দীবরদল শ্যামলসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ যেখানে নাই, সেখানে বাস করিবার বাসনা হওয়াই পরমাশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়। প্রফুল্লকমলদলসদৃশ

আকর্ণ বিস্ফারিত নয়ন, ব্রজরাজনন্দনকে না দেখিয়া আমরা কোন্ প্রাণে ব্রজে বাস করিব? যাঁহার পরমমধুরালাপে আমাদের মনোরত্ন অপহৃত হইয়াছে, সেই কৃষ্ণকে সঙ্গে না লইয়া আমরা কোনপ্রকারেই নন্দগোকুলে প্রবেশ করিব না। হে গোপীগণ, দেখ! দেখ! কৃষ্ণ কালিয়নাগপরিবেষ্টিত হইয়াও হাসিমাখা মুখে আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে, সুতরাং যে আমাদের এত ভালবাসে তাহাকে ছাড়িয়া আমরা কোন্ প্রাণে ব্রজে প্রবেশ করিব? (শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বাৎসল্যবতী গোপী এবং কৃষ্ণানুরাগবতী গোপবধূগণের কথা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত না থাকিলেও যেভাবে গোপীদের কৃষ্ণবিরহে আক্ষেপোক্তি বর্ণিত আছে, তাহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে, কৃষ্ণের জননীস্থানীয় এবং প্রেয়সীস্থানীয় এই দুই শ্রেণীর গোপীর কথা দুইভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও এই দুই শ্রেণীর গোপীর কথা স্পষ্টরূপে উল্লিখিত না থাকিলেও "গোপ্যোঽনুরক্তমনসঃ" প্রভৃতি শ্লোক এবং "তাঃ কৃষ্ণমাতরমপত্যমনুপ্রবিষ্টাং" প্রভৃতি শ্লোক আলোচনা করিলে স্পষ্টই মাধুর্য্য এবং বাৎসল্য এই দুই ভাব বুঝিতে পারা যায়। এই দুই শ্লোকের টীকা দেখিলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী ও শ্রীপাদ জীবগোস্বামী প্রভৃতির এইরূপ অভিমত বলিয়াই মনে হয়। বৈষ্ণবপদাবলী দেখিলেও জানা যায় যে, এই কালিয়দমন দিনেই কালিয়নাগ-পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণ, কালিয়হ্রদতীরস্থ কদম্ববৃক্ষতলে দণ্ডায়মান গোপীগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ের ভাব অনুভব করিয়াছেন এবং তাঁহাদেরও সেই দিন হইতেই পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হইয়াছে।

কালিয়দমন দিন মাহ, কালিন্দীকূলকদম্বক ছাহ।

কত শত ব্রজবনবালা, পেখহু জনুথির বিজুরিক মালা॥ (পদকল্পতরু)

পূর্ব্বোক্ত বিষ্ণুপুরাণীয় শ্লোক ও "ভোগেন বেষ্টিতস্যাপি" প্রভৃতি শ্লোকটি দেখিলে মনে হয়, কৃষ্ণ তখন গোপীগণের দিকে সপ্রেম দৃষ্টিসঞ্চার করিতেছিলেন। বৈষ্ণবপদকর্ত্তাগণ বোধ হয় এই বিষ্ণুপুরাণীয় শ্লোক অবলম্বন করিয়াই কালিয়দমন দিন হইতে কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের সূচনা করিয়াছেন)।

ব্রজবাসি গোপগোপীগণ যমুনাতীরে আসিয়াই তাঁহাদের জীবনকৃষ্ণকে যমুনাজীবনে জীবনান্তদশায় উপনীত দেখিয়া জীবন্মৃতপ্রায় ও অচেতনবৎ হইয়া প্রথমতঃ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় এবং নানাবিধ প্রলাপ বিলাপাদিরত হইয়া থাকিলেন, তাহার পর কিয়ৎকাল অতীত হইলে তাঁহাদের যেন একটু চেতনা এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধি ফিরিয়া আসিল, তখন তাঁহারা সকলেই যমুনাহ্রদে ঝম্পপ্রদান করিয়া তাঁহাদের জীবনের জীবন কৃষ্ণকে কালিয়কবল হইতে মুক্ত করিয়া আনিবেন, কিংবা যমুনাজীবনে নিজ নিজ জীবন বিসর্জ্জন করিবেন, এইপ্রকার কৃতসঙ্কল্প হইয়া যমুনার দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলেন। তাহা দেখিয়া বলদেব, তাঁহাদের জীবন রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং নানাভাবে ব্রজবাসিগণকে নিবারণ করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। বলদেব যেন তখন এক হইয়া শতমূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং কাহাকেও বাহুপ্রসারণ করিয়া নিরোধ করিলেন, কাহাকেও বা অন্যদ্বারা নিরোধ করাইলেন, কাহাকেও বা নানাবিধ বাক্যকৌশলে নিবারণ করিলেন, এইভাবে কোনপ্রকারে ব্রজবাসিগণকে যমুনাজলে ঝম্পপ্রদান করিতে না দিয়া যমুনাতীরেই ধরিয়া রাখিলেন।

বলদেব, কৃষ্ণেরই দ্বিতীয়মূর্ত্তি মূলসঙ্কর্ষণ, সুতরাং কৃষ্ণের মহাপ্রভাবসম্বন্ধে তাঁহার কিছুমাত্র অজ্ঞান নাই। তিনি ব্রজবাসিগণের যমুনাপ্রবেশ নিবারণ করিতে করিতে এক একবার কালিয়গ্রস্ত কৃষ্ণের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যেন ইঙ্গিতে বলিতে লাগিলেন—ভাই কৃষ্ণ! তোমার এ আবার কি খেলা! আমি ত অনন্তনাগরূপে সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া নিজদেহে তোমার আসন পাতিয়া দিয়াছি, তুমি শেষশায়িরূপে সেখানে নিরন্তর অবস্থান করিতেছ, তাহাতেও কি তোমার সর্প লইয়া খেলা করার বাসনা পূরণ হইতেছে না? তাই তুমি ব্রজে আসিয়া এই তুচ্ছাতিতুচ্ছ কালিয সর্পকে লইয়া খেলা করিতে আরম্ভ করিয়াছ? ভাই! তোমার

ইত্থং স্বগোকুলমনন্যগতিং নিরীক্ষ্য সস্ত্রীকুমারমতিদুঃখিতমাত্মহেতোঃ।
আজ্ঞায় মর্ত্যপদবীমনুবর্ত্তমানঃ স্থিত্বা মুহূর্ত্তমুদতিষ্ঠদুরঙ্গবন্ধাৎ ॥ ২৩

যদি সর্পের সহিত ক্রীড়া করিবার এতই বাসনা থাকে, তাহা হইলে শেষশায়িরূপে শেষনাগের সহিত যত পার ক্রীড়া কর। এখানে এই প্রেমান্ধ গোপগোপীর মনে দুঃখ দিয়া এবং তাহাদের জীবনান্ত করিয়া তাহাদেরই সম্মুখে তোমার কি কালিয়সর্পকে লইয়া খেলা করা উচিত? তুমি যদি আর কিছুক্ষণ এইরূপে কালিয়গ্রস্ত হইয়া অবস্থান কর, তাহা হইলে তোমার অনিষ্টাশঙ্কায় একজন ব্রজবাসীও জীবন রাখিতে পারিবে না। অতএব হে ব্রজজীবন! এখন সর্পক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া ব্রজবাসিগণের জীবন রক্ষা কর এবং তাহাদের সহিত যে প্রেমের খেলা খেলিতেছিলে, তাহাতেই মনোনিবেশ কর, নচেৎ আমি একাকী এই অসংখ্য ব্রজবাসির যমুনাপ্রবেশের গতিরোধ করিতে পারিতেছি না। বলদেব এইরূপে কৃষ্ণকে ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন এবং নানাভাবে ব্রজবাসিগণের যমুনাজলে ঝম্পপ্রদানের গতিরোধ করিতে লাগিলেন। বলদেবের দৈহিক ও বাচিক চেষ্টায় এবং অন্তঃপ্রেরণায় কোন ব্রজবাসীই যমুনায় প্রবেশ করিতে পারিল না বটে, কিন্তু সকলেই কৃষ্ণবিরহে অধীর হইয়া হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! বলিয়া আর্ত্তনাদ এবং বক্ষে ও মস্তকে করাঘাত করিতে লাগিল॥ ১২—২২

অন্বয়ঃ।—মর্ত্তপদবীং (যং প্রতি দণ্ডো বিধীয়তে তস্য দোষঃ প্রথমতো লোকে দর্শ্যতে ইতি মনুষ্যরীতিং) অনুবর্ত্তমানঃ (অনুকুর্ব্বন্ শ্রীকৃষ্ণঃ) মুহূর্ত্তং (ঘটিকাদ্বয়ং) স্থিত্বা (কালিয়বেষ্টনে অবস্থায়,) ইত্থং (সর্ব্বেষামপি ব্রজবাসিনাং মোহাদিদর্শনপ্রকারেণ) অনন্যগতিং (আত্মানমনন্যোপায়ং) নিরীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) আত্মহেতোঃ (স্বকারণাৎ) সস্ত্রীকুমারং (স্ত্রীবালকাদিসহিতং) স্বগোকুলং (আত্মন এব বিহারক্ষেত্রং গোকুলং) অতিদুঃখিতম্ আজ্ঞায় (সমালোচ্য) উরঙ্গবন্ধাৎ (কালিয়ভোগবেষ্টনাৎ) উদতিষ্ঠৎ (উত্থিতোঽভূৎ)॥ ২৩

মূলানুবাদ।—"দণ্ডনীয় ব্যক্তির দোষ সর্ব্বসমক্ষে জ্ঞাপন করা উচিত" এই মনুষ্যরীতি অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মুহূর্ত্তকাল কালিয়বেষ্টনে অবস্থান করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার জন্য গোকুলবাসী নরনারী বালক-বৃদ্ধ প্রভৃতি অতীব দুঃখিত ও মোহপ্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের দ্বারা তাঁহার উদ্ধার সাধনের কোনই সম্ভাবনা নাই; কাজেই তিনি তখন স্বয়ংই সর্পবন্ধন হইতে উত্থিত হইলেন॥ ২৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—ইত্থমনেন সর্ব্বেষাং তেষামপি মোহাদিনা প্রকারেণ ন বিদ্যতেঽন্যা গতিঃ রক্ষকো যস্য তথাভূতং আত্মানমিতি শেষঃ। পতিমিতি পাঠে স এবার্থঃ। উদতিষ্ঠৎ শ্রীকৃষ্ণঃ। অন্যৈস্তুঃ। যদ্বা—স চ মুহূর্ত্তং স্থিত্বা উত্তরঙ্গবন্ধাদুদতিষ্ঠৎ। মুহূর্ত্তস্থিতৌ হেতুঃ মর্ত্যপদবীং যং প্রতি দণ্ডো বিধীয়তে তস্য দোষাঃ লোকে দর্শ্যতে, ইতীদৃশীং তন্নীতিমনুবর্ত্তমান ইতি। উত্থানে হেতুঃ, স্বমাত্মীয়ং গোকুলং ইত্থং নিজোত্থানং বিনা ন জীবিষ্যতীতি প্রকারেণ ন বিদ্যতেঽন্যা গতিং রক্ষকো যস্য। কিম্বা ন বিদ্যতেঽন্যা যত্রাহিবেষ্টনে স্বস্যাবস্থিতিস্তস্মাদপরা গতির্গমনং যস্যেতি তত্রৈব প্রবেশনিশ্চয়ো যস্যেত্যর্থঃ। তাদৃশং নিরীক্ষ্য তচ্চেষ্টাদর্শনেন নিশ্চিত্য। অমো লুগ্‌ভাব আর্ষঃ। তত্রাপি সস্ত্রীকুমারং কৃৎস্নমিত্যর্থঃ। সাকল্যেঽব্যয়িভাবঃ। চেষ্টাদর্শনমেবাহ আত্মহেতোরতিদুঃখিতং দুঃখপরাকাষ্ঠামাপন্নং সম্যগ্‌ জ্ঞাত্বা। স্বভাবতো জনমাত্রস্য দুঃখাসহিষ্ণুতা তস্মিন্ বর্ত্তত এব, তত্রাপি স্বীয়স্য, তত্রাপ্যাত্মানব্যাপ্তিহেতুকদুঃখস্য তত্রাপ্যত্যদুঃখদুঃখিতস্যেতি ক্রমজ্ঞাপনেনোত্থানেঽত্বরা বোধিতা। এবং তদুত্থানাদিকা সর্ব্বৈব লীলা ব্রজজনেন দৃষ্টেতি গম্যতে॥ ২৩

তৎপ্রথ্যমানবপুষা ব্যথিতাত্মভোগ-স্ত্যক্ত্বোন্নমষ্য কুপিতঃ স্বফণান্ ভুজঙ্গঃ ।
তস্থৌ শ্বসন্ শ্বসনরন্ধ্রবিষাম্বরীষস্তব্ধেক্ষণোল্মুকমুখো হরিমীক্ষমাণঃ ॥ ২৪
তং জিহ্বয়া দ্বিশিখয়া পরিলেলিহানং দ্বে সৃক্কণী হ্যতিকরালবিষাগ্নিদৃষ্টিম্ ।
ক্রীড়ন্নমুং পরিসসার যথা খগেন্দ্রো বভ্রাম সোঽপ্যবসরং প্রসমীক্ষমাণঃ ॥ ২৫

অন্বয়ঃ।– তৎ প্রথ্যমানবপুষা ( তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য প্রথ্যমানেন স্বেচ্ছয়া বিস্তার্য্যমাণেন বপুষা ) ব্যথিতাত্মভোগঃ (ব্যথিতঃ অত্যর্থং পীড়িতঃ, আত্মভোগঃ স্বশরীরঃ যস্য সঃ ) ভুজঙ্গঃ ( কালিয়ঃ ) ত্যক্ত্বা ( শ্রীকৃষ্ণং পরিত্যজ্য ) কুপিতঃ ( অত্যন্তং ক্রুদ্ধঃ সন্ ) স্বফণান্ উন্নময্য ( উত্থাপ্য ) শ্বসন্ ( দীর্ঘশ্বাসং মুঞ্চন্ ) শ্বসনরন্ধ্রবিষাম্বরীষস্তব্ধেক্ষণোল্মুকমুখ ( শ্বসনরন্ধ্রেষু নাসাবিবরেষু বিষং যস্য, তথা অম্বরীষঃ জলদ্বিষভর্জ্জনপাত্রম্ ইব সন্তপ্তানি স্তব্ধানি ঈক্ষণানি যস্য ; তথা উল্মুকানি অগ্নিকণাঃ মুখেষু যস্য সঃ তথাবিধঃ সন্ ) হরিং ( নিজদুরভিমানহরং শ্রীকৃষ্ণং ) ঈক্ষমাণঃ ( পশ্যন্ ) তস্থৌ ॥ ২৪

মূলানুবাদ।—তখন দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ স্ফীত হইয়া উঠিল ও তাহাতে কালিয় অত্যন্ত ব্যথিত শরীরে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল এবং কুপিত হইয়া ফণা উত্তোলন করিয়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তাহাতে তাহার নাসাবিবর হইতে বিষ উদ্গিরিত হইতে লাগিল, নয়নদ্বয় জলিত বিষভাণ্ডের ন্যায় স্তব্ধ হইল এবং মুখ জলদঙ্গারের আকৃতি ধারণ করিল ও সে একদৃষ্টে কৃষ্ণের পানে চাহিয়া স্থির ভাবে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ২৪

শ্রীধরটীকা।—অনন্যগতিমাত্মানমিথ নিরীক্ষ্য অতএবাত্মহেতোঃ স্বগোকুলমতিদুঃখিতমাজ্ঞায় উরঙ্গবন্ধাৎ উদতিষ্ঠদিত্যয়ঃ। তস্য প্রথ্যমানেন বপুষা ব্যথিতাত্মশরীরো ভুজঙ্গঃ কুণ্ডলীমুমুচ্য তং ত্যক্ত্বা কুপিতং স্বফণাসুন্নময্য শ্বসন্ কেবলমীক্ষমাণস্তস্থৌ। কথম্ভূতঃ? শ্বসনরন্ধ্রেষু নাসাবিবরেষু বিষং যস্য সঃ, তথা অম্বরীষো মণ্ডকপাকভাজনঃ তদ্বৎ সন্তপ্তানি স্তব্ধানীক্ষণানি যস্য সঃ, তথা উল্মুকানি মুখেষু যস্য স চ স চ স চ॥ ২৩।২৪

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—উত্থানপ্রকারমেব দর্শয়ন্ কালিয়স্য গ্লানিমাহ তদিতি। তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য প্রথ্যমানেন স্বয়ং বিস্তার্য্যমাণেন কিঞ্চিদুচ্ছ্বাস্যমানেন বপুষা ব্যথিতঃ ত্রুট্যন্নিব পীড়িতঃ আত্মভোগো যস্য। আত্মশব্দেন তত্রাত্যন্তমধ্যাসং সংব্যজ্য, পীড়াবৈশিষ্ট্যং দ্যোতিতম্। স্বশব্দশ্চাসাধারণতাবিবক্ষয়া। অম্বরীষমত্রজলদ্বিষভর্জনপাত্রং হরিং দুরভিমানদোষহরণাৎ, নিজবাসহরণোদ্যমনাদ্বা। অন্যত্তৈঃ। তত্র কুণ্ডলং বেষ্টনম্ ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—( শ্রীকৃষ্ণঃ ) ক্রীড়ন্ হি ( ক্রীড়ন্নেব ) দ্বিশিখয়া ( দ্বে শিখে অগ্রভাগে যস্যাঃ তয়া ) জিহ্বয়া দ্বে সৃক্কনী ( ওষ্ঠপ্রান্তৌ ) পরিলেলিহানং ( পরিতঃ মুহুর্লিহন্তং ) অতিকরালবিষাগ্নিদৃষ্টিং ( অতিকরালা বিষাগ্নিযুক্তা দৃষ্টির্যস্য তং ) অমুং ( কালিয়ং ) খগেন্দ্রো যথা ( গরুড়বৎ ), পরিসসার ( পরিতো বভ্রাম্ ) সোঽপি ( কালিয়োঽপি ) অবসরং ( দংশনাবসরং ) প্রসমীক্ষমাণঃ ( প্রতিপদং সম্যগীক্ষমাণঃ সন্ ) বভ্রাম ( শ্রীকৃষ্ণস্য পরিতো বভ্রাম )॥ ২৫

মূলানুবাদ।—গরুড় যেমন ক্রীড়াচ্ছলে বিষধর সর্পের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও সেই দ্বিশিখ, জিহ্বাদ্বারা ওষ্ঠপ্রান্ত লেহনপরায়ণ ও অতিভয়ানক বিষবহ্নিবর্ষণকারি দৃষ্টিযুক্ত কালিয়ের চতুর্দ্দিকে ক্রীড়াচ্ছলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কালিয়ও কৃষ্ণকে দংশন করিবার জন্য তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল ॥ ২৫

এবং পরিভ্রমহতৌজসমুন্নতাংস-মানম্য তৎপৃথুশিরঃস্বধিরূঢ় আদ্যঃ।
তন্মূর্দ্ধরত্ননিকরস্পর্শাতিতাম্র-পাদাম্বুজোঽখিলকলাদিগুরুর্ননর্ত্ত ॥ ২৬

তং নর্ত্তুমুদ্যতমবেক্ষ্য তদা তদীয গন্ধর্ব্বসিদ্ধমুনিচারণদেববধ্বঃ।
প্রীত্যা মৃদঙ্গপণবানকবাদ্যগীত-পুষ্পোপহারনুতিভিঃ সহসোপসেদুঃ ॥ ২৭

**শ্রীধরটীকা।**—হরিশ্চ ক্রীডাংস্তমমুং সর্পং পরিসসার পরিতো বভ্রাম। অতিকরালবিবাগ্নিবৃক্তা দৃষ্টির্যস্য তম্। জিহ্বয়া দ্বিশিখয়েতি প্রতিমুখম্ ॥ ২৫

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।** সৃক্কণী সৃক্কণী পরিতো মুহুর্লিহন্তমিতি যুগপদেব দ্বাভ্যাং দ্বয়োঃ পরিলেহনাৎ অস্য জাতিস্বভাবস্থেঽপ্যধুনা। কোপেনাতিশয়োঽভিপ্রেতঃ। তেনাতিঘোরত্বং সূচিতম্। অতএব করালেতি পুনরুক্তিশ্চ। হি ক্রীডন্নেব পরিতঃ সসার ভ্রমণার্থৈতস্য সর্ব্বতো বভ্রামেত্যর্থঃ। যথা খগেন্দ্রঃ শ্রীগরুড়ঃ ইতি প্রবলত্বেন ক্রীড়ায়াং শীঘ্রতায়াং বা দৃষ্টান্তঃ। সঃ কালিয়োঽপি দংশনাবসরং প্রকর্ষেণ প্রতিপদং সম্যগীক্ষমাণঃ অভীক্ষ্ণং বভ্রামেতি সর্পেণ ক্রীড়াকৌশলমুক্তম্ ॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—এবং (অনেন প্রকারেণ) পরিভ্রমহতৌজসং (শ্রীকৃষ্ণস্য পরিতো মুহুর্ভ্রমণেন ক্ষীণবলং) উন্নতাংসং (উচ্চস্কন্ধং কালিয়ং) আনম্য (বামহস্তেন নম্রং কৃত্বা) তৎপৃথুশিরঃসু (কালিয়স্য সুবিস্তৃতমস্তকেষু) অধিরূঢ় (আরূঢ়ঃ সন্) তন্মূর্দ্ধরত্ননিকরস্পর্শাতিতাম্রপাদাম্বুজঃ (কালিয়মস্তকস্থিতরত্ননিকরাণাং স্পর্শেন অত্যরুণ-পদকমলঃ) অখিলকলাদিগুরুঃ (নৃত্যগীতাদীনাং সর্ব্বাসামেব কলানাম্ আদিগুরুঃ) আদ্যঃ (সর্ব্বকারণকারণস্বরূপঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) ননর্ত্ত (নর্ত্তিতুমারব্ধবান্) ॥ ২৬

**মূলানুবাদ।**—এই প্রকারে বহুক্ষণ কৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া কালিয় যখন হীনবল হইয়া পড়িল, কৃষ্ণ তখন বামহস্তে তাহার উন্নত ফণা অবনত করিয়া তাহার সুবিস্তৃত মস্তকোপরি আরোহণ করিলেন এবং সেই সর্ব্ববিধ নৃত্যগীতাদিকলাগুরু শ্রীকৃষ্ণ, কালিয়মস্তকস্থিত রত্ননিকরোদ্ভাসিত অরুণচরণে কালিয়মস্তকে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৬

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**—পরিভ্রমহতৌজসমপি উন্নতাংসম্ অতএব আনম্য তং শ্রীহস্তেন। তথা চ শ্রীহরি-বংশে। শিরঃ স কৃষ্ণো জগ্রাহ স্বহস্তেনাবনম্য চেতি। পৃথ্বিতি তদঙ্গযোগ্যতোক্তা। তন্মূর্দ্ধেতি সৌন্দর্য্যবিশেষঃ, স্পর্শেতি লাঘববিশেষস্তথাপি অতিকোমলতাং তাম্রত্বম্। আদিগুরুত্বে হেতুরাদ্যঃ। অনেন কালিয়স্য চ মহাভাগ্যং সূচিতম্ ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—তদা তং (শ্রীকৃষ্ণং) নর্ত্তুম্ উদ্যতং (প্রবৃত্তং) অবেক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) তদীয়গন্ধর্ব্বসিদ্ধমুনিচারণদেববধ্বঃ (তদীয়ঃ তৎপার্ষদাঃ গরুড়বিষ্বক্সেনাদয়শ্চ গন্ধর্ব্বাশ্চ মুনয়শ্চ চারণশ্চ দেববধ্বশ্চ তে তে সর্ব্বএব) প্রীত্যা (পরমানন্দেন) মৃদঙ্গপণবানকবাদ্যগীতপুষ্পোপহারস্তুতিভিঃ (মৃদঙ্গপণবাদিবাদ্যৈঃ গীতৈঃ পুষ্পবর্ষৈঃ স্তুতিভিশ্চ) সহসা (তৎক্ষণাদেব) উপসেদুঃ (অসেবন্তঃ) ॥ ২৭

**মূলানুবাদ।**—শ্রীকৃষ্ণকে কালিয়মস্তকে নৃত্য করিতে দেখিয়া তাঁহার গরুড়-বিষ্বক্সেনাদি পার্ষদগণ এবং গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ, মুনি ও দেববধূগণ পরমানন্দে মৃদঙ্গপণবাদি বাদ্য, গীত, পুষ্পবর্ষণ এবং স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৭

**শ্রীধরটীকা।**—এবং পরিভ্রমণেন হতমোজো যস্য তম্। উন্নতাবংসৌ যস্য তম্। তস্য মূর্দ্ধসু যে রত্ননিকরাস্তেষাং স্পর্শেনাত্যরুণং পাদাম্বুজং যস্য সঃ। ননু কথং চঞ্চলেষু শিরঃসু ননর্ত্ত, তত্রাহ অখিলকলা-নামাদিগুরুঃ ॥ উপসেদুঃ প্রাপ্তাঃ ॥ ২৬।২৭

যদ্‌যচ্ছিরো ন নমতেঽঙ্গ শতৈকশীর্ষ্ণস্তত্তন্মমর্দ্দ খরদণ্ডধরোঽঙ্ঘ্রিপাতৈঃ।
ক্ষীণায়ুষো ভ্রমত উল্বণমাস্যতোঽসৃঙ্‌নস্তো বমন্ পরমকশ্মলমাপ নাগঃ॥ ২৮
তস্যাক্ষিভির্গরলমুদ্বমতঃ শিরঃসু যদ্‌যৎ সমুন্নমতি নিঃশ্বসতো রুষোচ্চৈঃ।
নৃত্যন্ পদানুনময়ন্ দময়াম্বভূব পুষ্পৈঃ প্রপূজিত ইবেহ পুমান্ পুরাণঃ॥ ২৯

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।- নৃত্যস্থসার্থং তদুপকরণমাহ তমিতি। অবেক্ষ্য অবেত্যেতি বা পাঠঃ সমানার্থঃ, ঈক্ষেরিনশ্চ জ্ঞানার্থত্বাৎ। তদীয়াঃ শ্রীগরুড়াদয়ঃ পার্ষদাঃ। গন্ধর্ব্বাদয়শ্চ স্বর্গ্যাঃ। যদ্বা বৈকুণ্ঠবর্ত্তিনো যে গন্ধর্ব্বাদয়স্তে। তত্র মৃদঙ্গাদীনাং বাদনৈশ্চারণা উপসেদুঃ অসেবন্ত। গীতৈর্গন্ধর্ব্বাঃ পুষ্পৈর্দেবাঃ তদ্বধ্বশ্চেত্যর্থঃ। উপহারা বিবিধগন্ধস্রগন্ধচূর্ণাদয়স্তৈঃ সিদ্ধাঃ। স্তুতিভিশ্চ মুনয়ঃ ইত্যেবং বিবেচনীয়ম্। ক্রমাতিক্রমহর্ষভরেণ বাদয়ায়ণেঽনন্তুসন্ধানাৎ। যদ্বা প্রীত্যা সর্ব্বেষামপি সর্ব্বত্র প্রবৃত্তিরভিপ্রেতা॥ ২৭

**অন্বয়ঃ**।—অঙ্গ (হে রাজন্।) শতৈকশীর্ষ্ণঃ (শতম্ একানি মুখ্যানি শিরাংসি যস্য তস্য) ক্ষীণায়ুষঃ (মৃতপ্রায়স্য) ভ্রমতঃ (পরমার্ত্ত্যা বংভ্রম্যমাণস্য কালিয়স্য) যৎ যৎ শিরঃ (শতশিরসাং মধ্যে যৎ যৎ শিরঃ) ন নমতে (নৈব নতং ভবতি) খলদণ্ডধরঃ (খলানাং দণ্ডবিধানকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণঃ) অঙ্ঘ্রিপাতৈঃ (নৃত্যচ্ছলেন সবলং চরণনিপাতৈঃ) তৎ তৎ (তত্তদেব) শিরঃ মমর্দ্দ (নিপীড়য়ামাস) [তেন চ] নাগঃ (কালিয়ঃ) আস্যতঃ (মুখেভ্যঃ) নস্তঃ (নাসিকাবিবরেভ্যশ্চ) অসৃক্ (রুধিরং) বমন্ (উদ্‌গিরন্) পরমকশ্মলং (নিরতিশয়ং দুঃখং) আপ (প্রাপ্তবান্)॥ ২৮

**মূলানুবাদ**।—মৃতপ্রায় অবস্থায় ভ্রাম্যমাণ, শতফণাধারী কালিয়ের যে যে মস্তক নত না হয়, খলদণ্ডধারী শ্রীকৃষ্ণ নৃত্যচ্ছলে পদাঘাত করিয়া তাহা মর্দ্দন করেন। ইহাতে কালিয়নাগের মুখ ও নাসাবিবর হইতে রক্তবমন হইতে লাগিল এবং সে অত্যন্ত ব্যথিত ও মোহপ্রাপ্ত হইল॥ ২৮

**শ্রীধরটীকা**।—শতৈকশীর্ষ্ণঃ শতমেকানি মুখ্যানি শীর্ষাণি যস্য তস্য, ক্ষীণায়ুষোঽপি পুনর্ভ্রমতো যদ্‌যচ্ছিরো ন নমতে, শুদ্ধতাং ন জহাতি, নৃত্যচ্ছলেনাঙ্ঘ্রিপাতৈস্তত্তন্মমর্দ্দ। তদা চ আস্যতো মুখেভ্যো নস্তো নাসাবিবরেভ্যশ্চ অসৃগ্বমন্॥ ২৮

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—একশব্দেন মুখ্যবাচকেনান্যান্যপি বহূনি সন্তি ইতি বোধ্যতে। অগ্রে ফণাসহস্রোক্তেঃ। ক্ষীণায়ুষঃ মৃতপ্রায়স্যেত্যর্থঃ। উল্বণম্ উদ্ভটং প্রচুরমিত্যর্থঃ॥ ২৮

**অন্বয়ঃ**।—রুষা (ক্রোধেন) উচ্চৈঃ (সুদীর্ঘং) নিঃশ্বসতঃ (শ্বাসং মুঞ্চতঃ) অক্ষিভিঃ (নয়নৈঃ) গরলং (বিষং) উদ্বমতঃ (উদ্‌গিরতঃ) তস্য (কালিয়স্য) শিরঃসু (মস্তকেষু মধ্যে) যৎ যৎ (যদ্ যদেব শিরঃ) সমুন্নমতি (সমুন্নতং ভবতি তৎ তৎ) নৃত্যন্ (নৃত্যং কুর্ব্বন্নেব) পদা (পদাঘাতেন) অনুনময়ন্ (অবনতং কুর্ব্বন্) পুরাণঃ পুমান্ (পুরাণপুরুষঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) ইহ (অস্মিন্নেবাবসরে) পুষ্পৈঃ প্রপূজিত ইব (দেবগন্ধর্ব্বাদিভিরভিবর্ষিতপুষ্পৈঃ প্রপূজিতস্তেন চ প্রসন্ন ইব সন্) দময়াম্বভূব (দেবগন্ধর্ব্বাদীনাং হিতার্থমেব কালিয়ং দময়ামাস)॥ ২৯

**মূলানুবাদ**।—কালিয়, ক্রোধে অধীর হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল এবং তাহার চক্ষু হইতে নিরর্গল গরল উদ্‌গীরণ হইতে লাগিল। দেবগণের পুষ্পবর্ষণাদিতে প্রসন্ন হইয়া, পুরাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁহাদের হিতার্থে কালিয়ের শত মস্তকের মধ্যে যে যে মস্তক নত না হয়, নৃত্যচ্ছলে পদাঘাত করিয়া তাহার সেই সেই মস্তক নত করিয়া তাহাকে দমন করিলেন॥ ২৯

তচ্চিত্রতাণ্ডববিরুগ্নফণাসহস্রো রক্তং মুখৈরুরু বমন্ নৃপ ভগ্নগাত্রঃ।
স্মৃত্বা চরাচরগুরুং পুরুষং পুরাণং নারায়ণং তমরণং মনসা জগাম ॥ ৩০

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—সর্ব্বাঙ্গৈরেবশ্চেঽপি অক্ষিভির্গরলমুদ্বমত ইতি দুষ্টস্বভাবনির্দ্দেশঃ ॥ ২৯ ॥

**অন্বয়ঃ**।—নৃপ (হে রাজন্।) তচ্চিত্রতাণ্ডববিরুগ্নফণাসহস্রঃ (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য তদনির্ব্বচনীয়ং বা চিত্রং বিবিধং যৎ তাণ্ডবং নৃত্যং তেন বিরুগ্নং বিশেষতো ভগ্নং ফণানাং সহস্রং যস্য সঃ) ভগ্নগাত্রঃ (বিচূর্ণিতশরীরঃ) মুখৈঃ উরু (অত্যধিকং) রক্তং বমন্ (উদগিরন্-স কালিয়ঃ) তং (নিজমস্তকবর্ত্তিনং) চরাচরগুরুং (সর্ব্বভূতনিয়ন্তারং) পুরাণং পুরুষং (সর্ব্বেষামাদিভূতং শ্রীকৃষ্ণং) স্মৃত্বা (পূর্ব্বং নিজপত্নীমুখাদেব শ্রুতং তমধুনা স্মৃত্বা) মনসা (সঙ্কল্পেনৈব) অরণং (শরণং) জগাম (গতবান্) ॥ ৩০

**মূলানুবাদ**।—হে রাজন্। শ্রীকৃষ্ণের সেই বিচিত্র তাণ্ডবে, কালিয়ের ছত্রাকৃতি সহস্র ফণা ভগ্ন হইয়া গেল এবং তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিচূর্ণিতপ্রায় হইয়া গেল ও তাহার মুখ হইতে প্রবল বেগে রক্ত বমন হইতে লাগিল। তখন সে নিজ মস্তকস্থিত সর্ব্বনিয়ন্তা, পুরাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে মনে মনে স্মরণ করিয়া তাঁহার চরণে শরণ গ্রহণ করিল ॥ ৩০

**শ্রীধরটীকা**।—পুনরপি রুষা উচ্চৈর্নিঃশ্বসতো যদ্যৎ সমুন্নমতিস্তত্তৎ পদাঘাতেন অনুনময়ন্ ইহ অস্মিন্নবসরে হৃষ্টৈর্গন্ধর্ব্বাদিভিঃ শেষাসনঃ পুরাণঃ পুরুষ ইব যশোদানন্দনঃ পুষ্পৈঃ প্রপূজিতঃ। যদ্বা—তদা গন্ধর্ব্বাদিভিঃ পুষ্পৈঃ প্রপূজিতো গোপৈঃ পুরাণঃ পুমানিব দৃষ্ট ইতি। যদ্বা—পুষ্পৈঃ প্রপূজিত ইব প্রসন্নঃ সন্ দময়াম্বভূব। কৃপয়া হিতং কৃতবানিত্যর্থঃ॥ অরণং শরণম্ ॥ ২৯।৩০

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—তস্য তথা অনির্ব্বচনীয়ং চিত্রং বিবিধং ভ্রান্তিরেচকাদিগতিভেদং যত্তাণ্ডবং তেন বিশেষতো রুগ্নং জাতব্রণং ভগ্নং বা ফণানাং সহস্রং যস্য সঃ। অথ সাক্ষাৎ শ্রীচরণকৃতদণ্ডাৎ সহজান্তর্দোষক্ষয়েণ শ্রীবলিবস্তুৎস্পর্শাৎ বিশুদ্ধভাবোৎপত্ত্যা চ শ্রীভগবত্তং জ্ঞাতবান্। প্রপন্নশ্চেত্যাহ স্মৃত্বেতি। তং শ্রীকৃষ্ণং চরাচরাণাং গুরুং জনকত্বাদেব যতঃ পুরাণং পুরুষং সর্ব্বেষামাদ্যমিত্যর্থঃ, যতো নারায়ণং লোকপদ্মাকারনাভিমিত্যর্থঃ। কিংবা সর্ব্বজীবানামাশ্রয়ঃ, এতে সর্ব্বথা শরণাপত্তৌ হেতবঃ। স্মৃত্বেতি প্রাচীনেন তেন শতশঃ শ্রুতস্যাপি তস্য দৌরাত্ম্যমনরাহিত্যাৎ। মনসেতি পরমার্ত্ত্যা তবাস্মীত্যুক্তাবপ্যশক্তেঃ। যদ্বা—মনসা শরণগমনে হেতুঃ পুরুষমন্ত-র্য্যামিতয়া হৃদয়রূপায়াং পুরি শেতে সদা বর্ত্তত ইতি তথা তৎ। যদ্বা—তং শ্রীকৃষ্ণং নারায়ণং স্মৃত্বা স্বপত্নীভ্যস্তথা-শ্রুতমনুসন্ধায়। শেষং প্রাগ্বৎ ॥ ৩০

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী**।—যমুনাকূলস্থিত গোকুলবাসি গোপগোপীকুল কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হইয়া যমুনাজীবনে জীবন বিসর্জ্জন দেওয়ার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন এবং বলদেব নানা চেষ্টা ও নানা কৌশল করিয়াও তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিতেছেন না, সেইজন্য তিনি ইঙ্গিতে কৃষ্ণকে নানা কথা বলিতেছেন—এই সমস্ত কারণে কৃষ্ণ আর কালিয়গ্রস্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না. তিনি সত্বরই কালিয়হ্রদ হইতে তীরে আসিয়া নন্দ, যশোদা প্রভৃতি গোপগোপীগণকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ব্রজবাসিগণের যমুনাজলে ঝাঁপ দেওয়ার ব্যাকুলতা দেখিয়া তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি যদি আর কিছুক্ষণ কালিয়গ্রস্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ব্রজের বালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই প্রাণান্ত হইবে। কাজেই ব্রজরাজনন্দনের স্বভাব-কোমল করুণার্দ্র হৃদয়, ব্রজবাসিগণের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি স্বভাবতঃই সর্ব্বজীবের দুঃখে দুঃখিত, তাহার মধ্যে কেহ যদি প্রেম বশতঃ তাঁহার নিজজনরূপে পরিগণিত হয়, তাহা হইলে তাহার জন্য যে তাঁহার কত

বৃথা সে কথা আর কি বলিব। তাহার মধ্যেও যদি তাঁহার কোনও নিজ জন একমাত্র তাঁহারই জন্য ব্যস্ত এবং দুঃখিত হয়, তাহা হইলে তিনি যে তাঁহার জন্য কি করেন, তাহা কাহারও ধারণা করিবারও সাধ্য নাই ব্রজবাসিগণ সকলেই কৃষ্ণের নিজজন এবং তাহারা সকলেই কৃষ্ণকে কালিয়গ্রস্ত দেখিয়া তাঁহারই অমঙ্গলাশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন এবং যমুনাজলে প্রাণবিসর্জ্জন দেওয়ার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইযাছেন, ইহা দেখিয়া কি পরমকরুণাময় শ্রীকৃষ্ণ আর স্থির থাকিতে পারেন? বিশেষতঃ তিনি জানেন যে, ব্রজবাসিগণ তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব, তাঁহারই সেবায় সমর্পণ করিয়া এবং তাঁহাকেই জীবনের পরম ধন জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদা তাঁহারই সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য লালায়িত। তিনি ছাড়া ব্রজবাসিগণের আর কোনই গতি নাই, তাহারা সকলে অনন্যগতি হইয়া ব্রজপতি-কুমারের চিরশরণাগতি গ্রহণ করিয়াছে, সুতরাং তাহাদের দুঃখ দেওয়া কি সর্ব্বদুঃখহারী হরির উপযুক্ত বিধান হয়? তাই তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে আর বৃথা সর্পবন্ধনে বদ্ধ হইয়া কালক্ষেপ করা উচিত নহে, এখন যাহারা আমাকে চিরতরে প্রেমবন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখিযাছে, সেই সমস্ত শুদ্ধপ্রেমাধার ব্রজবাসিগণের নিকট গমন এবং তাহাদের আনন্দবর্দ্ধন করাই আমার একান্ত কর্ত্তব্য।

এই সমস্ত নানা কথা চিন্তা করিয়া ব্রজরাজনন্দন কালিয়বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। তিনি কিছুক্ষণ নিশ্চেষ্টভাবে কালিয়ের ফণাবেষ্টনের মধ্যে অবস্থান করিয়া সর্ব্বসমক্ষে তাহার দোষ রটনা করিয়া দিলেন। জগতের লোকরীতি এই যে কাহাকেও দণ্ড দিতে হইলে প্রথমতঃ সর্ব্বসমক্ষে তাহার দোষ প্রদর্শন করিতে হয়। এইজন্য ব্রজজীবন শ্রীকৃষ্ণ কালিয়ফণায় সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টিত অবস্থায় কিছুক্ষণ নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকিলেন এবং সকলকে দেখাইয়া দিলেন যে, কালিয় অত্যন্ত ক্রোধী এবং হিংসুক। তাহার অপরাধের কথা আর কি বলিব। তাহার বিষপ্রভাবে যমুনার জল এমনই দূষিত হইয়াছে যে, তাহার স্পর্শে এখনই অসংখ্য গোপবালক ও গোমহিষাদি পশুগণের প্রাণান্ত হইয়াছিল। কালিয় এমনই ক্রোধনস্বভাব যে সে বিনা কারণে আমাকে শত শত বার দংশন করিয়াছে এবং ফণা দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। অতএব আমি যদি এখন তাহাকে কোন প্রকার দণ্ড প্রদান করি, তাহা হইলে তাহাতে আমার কোনই দোষ নাই। বিশেষতঃ যমুনাহ্রদমধ্যস্থ কালিয়ের বাসস্থলে তাহার অনেকগুলি পত্নী আছে এবং তাহারা ভক্তচূড়ামণি। কালিয় নিতান্ত কৃষ্ণবিমুখ হইলেও তাহার পত্নীগণ নিরন্তর কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন এবং কৃষ্ণের অর্চ্চনবন্দনাদিতে কালক্ষেপ করে। শ্রীকৃষ্ণ কালিয়কে দণ্ড প্রদান করিবার পূর্ব্বে তাহাদিগকেও দেখাইয়া দিলেন যে, তিনি অনেকক্ষণ কালিয়ের অত্যাচার সহ্য করিয়া পরিশেষে অগত্যা তাহাকে দণ্ডপ্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। কেননা, তিনি যদি কালিয়ের ফণা বেষ্টনের মধ্যে আরও কিছুক্ষণ থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার অমঙ্গলাশঙ্কায় ব্রজবাসিগণের প্রাণান্ত হইবে। সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া এখনই তাঁহার কালিয়বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া উচিত। তাহাতে যদি কালিয়ের কোন প্রকার অনিষ্ট হয়, তাহার জন্য তাঁহাকে আর কোনও দোষ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। ব্রজরাজনন্দন এই ভাবে সর্ব্বসমক্ষে কালিয়ের দোষ প্রদর্শন করিয়া কালিয়ের ফণা বেষ্টনের মধ্য হইতে নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন।

যাঁহার লোমকূপবিবরে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ধূলিকণার ন্যায় বিলীন হইযা যায়, সেই কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ বেষ্টন করিবার সাধ্য কাহারও নাই। দামবন্ধন লীলায় "ন চান্তর্ন বহির্যস্য" প্রভৃতি শ্লোকে এই তত্ত্ব বিশেষ ভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড একত্র মিলিত হইলেও তাঁহার চরণ-নখাগ্র বেষ্টন করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ক্ষুদ্র বেষ্টনীমধ্যেও তিনি বেষ্টিত হইতে পারেন। মা যশোদার হার কিঙ্কিণী প্রভৃতি অলঙ্কারের বেষ্টনে তিনি

সর্ব্বদাই বেষ্টিত থাকেন। মা যশোদার বামহস্তের মুষ্টির বন্ধনে তিনি প্রায়ই বদ্ধ হন, কিন্তু দামবন্ধন লীলায় দেখা গিয়াছে যে, মা যশোদা গোকুলের সমস্ত রজ্জু মিলিত করিয়াও তাঁহার উদর বেষ্টন করিতে পারেন নাই, আবার পরক্ষণেই যখন সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা হইল, তখন তিনি মা যশোদার কবরীবন্ধনের একগাছি পট্ট-ডোরিকাতেই বেষ্টিত হইয়া দামোদররূপে ভক্তবাৎসল্যের পরিচয় প্রদান করিলেন।

কালিয়দমন লীলাতেও দেখা যাইতেছে যে, কালিয়নাগ তাহার ফণা দ্বারা কৃষ্ণের চরণ হইতে গলদেশ পর্য্যন্ত শত শত বেষ্টনে বেষ্টিত করিয়া তাঁহার মুখের উপর শতফণা উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে এবং কৃষ্ণ নিশ্চেষ্টভাবে সেই বন্ধনে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। ইহাকেও তাঁহার ইচ্ছা-গৃহীত বন্ধন ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না, কিংবা বলা উচিত নহে। তবে তিনি মা যশোদার বাৎসল্য প্রেম বশতঃ তাঁহার বন্ধন অঙ্গীকার করিয়া নিজ ভক্তবাৎসল্যের পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু এই বহির্ম্মুখশিরোমণি কালিয়ের বন্ধন অঙ্গীকার করিয়া তিনি যে তাঁহার কোন্ গুণের পরিচয় দিলেন তাহা তিনিই জানেন। তবে আপাততঃ মনে হয় যে, তিনি দুষ্ট কালিয়ের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া তাহাকে বিশিষ্ট শিষ্টগণ মধ্যে পরিগণিত করিয়া জগতের অনেক অনিষ্ট নিবারণ করিলেন এবং তাঁহার ভক্তচূড়ামণি কালিয়পত্নীগণের উপর কৃপা করিয়া তাহাদিগের ভক্তপতি সেবা করার সুযোগ করিয়া দিলেন। ইহাও তাঁহার ভক্তবাৎসল্য গুণেরই অন্তঃপাতী।

যাহা হউক, কৃষ্ণ যখন কালিয়বন্ধন হইতে আত্মমোচন করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন আর কালিয় তাঁহাকে নিজের বেষ্টনের মধ্যে বেষ্টিত রাখিতে সমর্থ হইল না। শ্রীকৃষ্ণের সেই ছয় বৎসর বয়স্ক গোপশিশুবিগ্রহ তখন কালিয়কে নিগ্রহ করিবার জন্য আকারে ক্ষুদ্র থাকিয়াই ব্যবহারে মহত্তমতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কালিয়ের দৃঢ় বন্ধন মধ্যস্থ কৃষ্ণবিগ্রহ, তখন গোপশিশুবিগ্রহোচিত ক্ষুদ্রতার আবরণের অন্তরাল হইতে এমনই বৃহত্তা প্রকাশ করিলেন যে, তাহাতে কালিয়ের দেহ যেন ছিন্নপ্রায় হইয়া উঠিল এবং ক্রমে ক্রমে দৃঢ়বন্ধন শিথিল হইতে লাগিল ও দেখিতে দেখিতে এক এক পাক করিয়া কালিয়ের বন্ধন খুলিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। পরিশেষে দেখা গেল যে, কালিয় তাহার সুদীর্ঘ দেহ দ্বারা যে-কৃষ্ণবিগ্রহকে শত শত বার বেষ্টন করিয়াছিল, এখন তাহার সেই সুলম্বিত দেহ দ্বারা সেই কৃষ্ণের চরণাঙ্গুলি বেষ্টন করাও সম্ভবপর নহে— এমন কি তাহার মত কোটি কোটি কালিয়ের দেহ মিলিত হইলেও বোধ হয় কৃষ্ণের চরণাঙ্গুলি বেষ্টনেও সমর্থ হয় না।

তখন কালিয় অগত্যা সেই গোপশিশুবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। কিন্তু বহির্ম্মুখতার এমনই মোহ যে, কালিয় ইহাতেও কৃষ্ণের কোনও ঐশ্বর্য্য অনুভব করিতে সমর্থ হইল না, কিংবা নিজ বলবীর্য্য প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিল না। কালিয় ক্রোধে অধীর হইয়া কৃষ্ণের সম্মুখে শত ফণা উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান হইল এবং ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসে বিষ উদ্গিরণ করিতে লাগিল। কালিয় আর তখন কৃষ্ণকে দংশন কিংবা ফণা দ্বারা বেষ্টন করিতে চেষ্টা করিল না, তাহার মুখ দ্বারা তখন জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় বিষ উদ্গীর্ণ হইতে লাগিল এবং জ্বলন্ত বিষভাণ্ডের ন্যায় শুষ্ক ও সন্তপ্ত নয়নে তাহার সর্ব্ববিধ অভিমানহারি হরির মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

এইরূপে সর্পক্রীড়াপরায়ণ ব্রজরাজনন্দনের চতুর্দ্দিকে দ্রুতবেগে পরিভ্রমণ করিতে করিতে কালিয়সর্পের সর্ব্ববিধ বলদর্পের অবসান হইল। সে এতই হীনবল হইয়া পড়িল যে, তাহার আর কৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে মৃদুগতিতে পরিভ্রমণ করিবারও শক্তি রহিল না; সে তখন নিতান্ত শ্রান্ত ও বিভ্রান্ত হইয়া একপ্রান্তে সরিয়া দাঁড়াইল এবং আসন্ন মৃতব্যক্তির ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিতে লাগিল। কিন্তু বহির্ম্মুখতার কি

অনির্ব্বচনীয় প্রভাব! অভিমানের কি মহীয়সী শক্তি! ইহাতেও কালিয়ের উন্নতশির অবনত হইল না, সে তীব্র দৃষ্টিতে কৃষ্ণের পানে চাহিয়া মুখব্যাদান করিয়া পুনঃ পুনঃ শ্রান্তির দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল, কিন্তু কৃষ্ণচরণাগ্রে মস্তক নত করিতে পারিল না। কৃষ্ণ তখন দ্রুতপদে কালিয়ের নিকট গমন করিয়া তাহার অভিমান-সমুন্নত মস্তকোপরি বামহস্ত অর্পণ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহা অবনত করিলেন এবং তাহার সুবিস্তৃত রঙ্গক্ষেত্রের ন্যায় দীর্ঘায়ত ফণামণ্ডলের উপর আরোহণ করিলেন।

সর্ব্বকারণ-কারণ ব্রজরাজনন্দন যখন কালিয়শিরে আরোহণ করিলেন, তখন তাঁহার স্বভাবতঃই কোকনদতুল্য অরুণচরণদ্বয় কালিয়মস্তকস্থ রত্ননিকরের প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া সমুজ্জ্বলতর অরুণতা লাভ করিল এবং কালিয়-মস্তকও যেন অগণিত মণিবিভূষিত থাকা সত্ত্বেও কি এক অভাবযুক্ত ছিল, তাহা আজ কৃষ্ণের চরণার্পণে পরিপূরণ হইয়া গেল। কালিয় বহির্মুখশিরোমণি হইলেও কি যেন এক অজানা সৌভাগ্যবশতঃ কৃষ্ণচরণ মাথায় পাইয়া সে যে ভাবে কৃতার্থ হইল এবং তাহার মস্তক যে পরম অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিল, তাহা সে নিজে ধারণা করিতে না পারিলেও আকাশমার্গস্থিত দেবতাগণ তাহা দেখিয়া স্পষ্টই ধারণা করিলেন যে, কৃষ্ণচরণ সম্বন্ধ-বিহীন মস্তক যদি শত শত অলঙ্কারেও সমলঙ্কৃত হয়, তাহা হইলে তাহা তুচ্ছ হইতেও অতি তুচ্ছ। যাহার মস্তকের সহিত কৃষ্ণচরণের সম্বন্ধ আছে, তাহারই মস্তক প্রকৃতপক্ষে উত্তমাঙ্গ নামের যোগ্যতা লাভ করে। যাহা হউক, সেই নটবরশেখর শ্রীকৃষ্ণ, কালিয়ের সহস্রফণাব্যাপ্ত বিস্তৃত মস্তকে আরোহণ করিয়া নানা ভঙ্গিতে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। নর্ত্তনকৌশলাভিজ্ঞ প্রাকৃত নটগণও তাহাদের নৃত্যকলা দেখাইবার জন্য কেহ বা মৃত্তিকা শরাবের উপর, কেহ বা মৃত্তিকাস্থালীর উপর, কেহ বা উর্দ্ধলম্বিত রজ্জুর উপর, নৃত্য করিয়া থাকে। সর্ব্ববিধ নৃত্যগীতাদি কলাবিদ্যার আদিগুরু, ব্রজরাজনন্দনও যেন অনুরাগবতী ব্রজবধূগণকে তাঁহার নৃত্যকৌশল দেখাইবার জন্য এবং নন্দ যশোদা প্রভৃতি গোপগোপীগণকে নিজের নিরাময়তা জানাইবার জন্য সেই সুচঞ্চল কালিয়ফণায় নৃত্য করিতে লাগিলেন।

যাঁহার মায়ানাটে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং তাহার ধূলিকণা হইতে সুমেরু পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ জড়বস্তু ও কীটাণু হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সর্ব্বজীব, নিরন্তর নানাভাবে নৃত্য করে, আজ সেই নটরাজের নৃত্য দেখিয়া গরুড়-বিষ্বক্সেনাদি বিষ্ণুপার্ষদগণ তাহার তাল ও লয় অনুসরণ করিয়া পরমানন্দে তাঁহার গুণ-লীলাদি গান করিতে লাগিলেন, চারণগণ পরমানন্দে সেই নৃত্যের তালে তালে মৃদঙ্গপণবাদি বাদন করিতে লাগিলেন, দেবগণ ও দেববধূগণ নন্দনকাননজাত মন্দারপারিজাতাদি কুসুম চয়ন করিয়া পরমানন্দে কৃষ্ণমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার চরণোদ্দেশে অবিরল তাহা বর্ষণ করিয়া যমুনার তীর ও নীর পুষ্পাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। সিদ্ধগণ, হরিচন্দন কুঙ্কুমাদি দিব্যসুগন্ধিচূর্ণ প্রক্ষেপ করিয়া দশদিক্ সদ্গন্ধামোদিত করিতে লাগিলেন ও নারদ সনকাদি মুনিগণ পরমানন্দে কৃষ্ণের দুষ্টদমন লীলামাহাত্ম্য উচ্চারণ করিয়া সুস্বরে স্তুতি করিতে লাগিলেন এইরূপে কৃষ্ণের কালিয়মস্তকে নৃত্য দেখিয়া ভূলোক হইতে দ্যুলোক পর্য্যন্ত কি যেন এক অলোকসামান্য পরমানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

স্বর্গচারণগণের বিবিধ বাদ্যবাদন, গন্ধর্ব্বের গীত, নারদাদির স্তুতি এবং দেবগণের পুষ্পবৃষ্টিতে উৎফুল্ল ও উৎসাহিত হইয়া নটরঙ্গী ব্রজরাজনন্দন নানারঙ্গে অঙ্গভঙ্গি ও মণিনূপুরনিঃস্বনমুখরিত চরণবিন্যাস করিয়া কালিয়ের উত্তুঙ্গ মস্তকোপরি বিবিধ নৃত্যকলাবিলাস-রসাস্বাদন করিতে লাগিলেন। নৃত্যকালে তাঁহার কটিতটলম্বিত পুটপটাঞ্চল, পরিসর হৃদয়বিলম্বিত বিবিধকুসুমাবলীগ্রথিত বনমালা, বদনকমল স্পর্শ সুখমুখর বেণুরন্ধ্র-সংযোজিত অঙ্গুলিনিচয়, অলকতটে বিভ্রষ্ট চিকুরাবলী এবং পুষ্পগুচ্ছবেষ্টিত উচ্চচূড়ায়

বিন্যস্ত ময়ূরপুচ্ছচয় পর্য্যন্ত পরমানন্দে মত্ত হইয়া নৃত্যের তালে তালে সঞ্চালিত হইয়া এক অভিনব শোভার বিকাশ করিল। নটবরশেখর শ্রীকৃষ্ণ যেন নিজ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া যমুনানীর, যমুনাতীর, তীরস্থ গো, গোপ, গোপী, দূরস্থ বৃক্ষলতা এবং আকাশস্থ দেবতাবৃন্দ প্রভৃতি সকলেরই অন্তরে কি যেন এক অভিনব ভাবের তরঙ্গ তুলিয়া দিয়া পরমানন্দে কালিয়মস্তকে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এই পরমানন্দের স্রোতে বহির্মুখ কালিয়ের হৃদয় ভাসিল না—এই ভাবের তরঙ্গে তাহার হৃদয় স্পন্দিত হইল না। সকল নটের গুরু, শরণাগতবাঞ্ছাকল্পতরু স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মাথায় পাইয়াও সে পরমানন্দে নৃত্য করিতে পারিল না! তাহার হৃদয় হইতে এখনও জিঘাংসাবৃত্তির নিবৃত্তি হয় নাই, সে তখন পর্য্যন্ত নিজ মস্তকস্থিত কৃষ্ণচরণে দংশন করিবার জন্য এবং বারে বারে মাথা নাড়িয়া মাথার ঠাকুরকে যমুনাপাথারে ফেলিয়া দিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল।

কালিয়ের ছত্রাকারে সুবিন্যস্ত এক সহস্র ফণা আছে, তাহার মধ্যে একশত ফণা বৃহদাকৃতি উগ্র বিষ যুক্ত এবং প্রবল, বাকি ফণাগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি ও নির্ব্বিষ। কালিয় তাহার মস্তকস্থিত কৃষ্ণের চরণে দংশন করিবার জন্য তাহার বৃহদাকৃতি ও সবিষ শতফণার এক একটি করিয়া উত্তোলন করিতে লাগিল এবং তাহাকে বিপরীতভাবে গ্রীবাপৃষ্ঠে ন্যস্ত করিয়া তাহা দ্বারা কৃষ্ণচরণে দংশন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার এই দুষ্ট চেষ্টা কিছুতেই ফলবতী হইল না, দুষ্টদমনকারী হরি নৃত্য করিতে করিতে এমন ভাবে কালিয়ফণায় পদাঘাত করিয়া তাল দিতে লাগিলেন যে, তাহাতে কালিয়ের সেই অতি প্রবল এবং বৃহদাকৃতি ফণা ভগ্ন হইয়া সম্মুখদিকে লম্বিত হইয়া পড়িতে লাগিল। এইরূপে বিবিধ ভঙ্গি করিয়া কালিয়মস্তকে নৃত্য করিতে করিতে নৃত্যগতিতে পরিভ্রমণ ও তালপ্রদর্শনচ্ছলে দুষ্টদমন ব্রজরাজনন্দন, কালিয়ের শতফণাই ভগ্ন এবং অধোমুখে লম্বিত করিয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পুনঃ পুনঃ পদপ্রহারে কালিয় একেবারে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল, তাহার যেন জগৎকে ঘূর্ণায়মান বলিয়া বোধ হইতে লাগিল এবং সে নিজেও ছট্‌ফট্ করিতে করিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে কালিয়ের ঘুড়িয়া বেড়াইবারও শক্তি রহিল না, তাহার যেন সর্ব্বজগৎ অন্ধকারময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল এবং মুখবিবর হইতে ঝলকে ঝলকে বিষবমন হইতে লাগিল ও নাসারন্ধ্র হইতে অবিরল ধারায় রুধির নির্গম হইতে লাগিল। সে তখন একেবারে নিস্পন্দ হইয়া অবনতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

এইরূপে অশেষ বিশেষ নিগৃহীত হইয়াও কালিয়ের দুষ্টবুদ্ধি ও জিঘাংসা প্রবৃত্তির অবসান হইল না। সে যখন নিতান্ত পরিশ্রান্ত এবং ব্যথিত হয়, তখন স্থির হইয়া মৃতবৎ দাঁড়াইয়া থাকে, কিন্তু একটু সুস্থ বোধ করিলেই আবার কৃষ্ণের পদপ্রহারে ভগ্ন ফণা উত্তোলন করিতে চেষ্টা করে এবং নয়ন বিস্ফারিত করিয়া বিষদৃষ্টিপাত করে। কিন্তু শ্রীভগবান্ তাহার সকলপ্রকার দুষ্ট চেষ্টাই ব্যর্থ করিয়া দিলেন, তিনি নৃত্য করিতে করিতে তাহার ফণার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কোনও ফণা যদি কিঞ্চিৎ মাত্রও সঞ্চালিত হইতে দেখেন, তাহা হইলে তাহার উপর পদাঘাত করিয়া তাহাকে একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া দেন। এইরূপে ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, দুষ্ট কালিয়কে একেবারে সম্পূর্ণরূপে দমন করিয়া তাহার সুবিস্তৃত ফণার উপরে তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণের এই কালিয়দমন লীলায় মনে হয় যেন তিনি দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ প্রভৃতির পূজাদিতে প্রসন্ন হইয়া তাহাদেরই উপর কৃপা প্রকাশ করিয়া কালিয়কে নিগ্রহ করিলেন, কেননা কালিয় অত্যন্ত দেবদ্রোহী এবং গরুড়ের মহা শত্রু ছিল, কিন্তু দেবগণ কালিয়ের বিষবীর্য্যভয়ে তাহাকে কিছু বলিতে পারিতেন না এবং গরুড়েরও যমুনা হ্রদ অগম্য ছিল বলিয়া গরুড়ও কালিয়ের কিছু করিতে পারিতেন না;

কিন্তু আজ কৃষ্ণের কৃপায় তাঁহাদের চিরশত্রু কালিয় চিরতরে নিগৃহীত এবং ফণা ভঙ্গে বিষবীর্য্যবিহীন হইয়া গেল। গরুড়াদি পার্ষদগণ এবং দেব চারণ সিদ্ধ ও মুণিগণ শেষভোগপর্য্যঙ্কশায়ী নারায়ণের স্তুতি পূজাদি করিয়া থাকেন, কিন্তু ব্রজলীলায় তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ভুজঙ্গবিহার দেখেন নাই, আজ কালিয়শিরে সেই নৃত্য দেখিয়া তাঁহাদের সমধিকরূপে মনোবাসনা পূর্ণ হইল এবং তাঁহারা পরমানন্দে পূর্ব্ববৎ স্তুতি পূজাদি করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণের এই বিচিত্র তাণ্ডবে যখন কালিয়ের ছত্রাকৃতি ফণামণ্ডল একেবারে ভগ্ন হইয়া গেল এবং তাহার মুখবিবর হইতে নিরন্তর রক্তবমন হইতে লাগিল, যখন সে কৃষ্ণের পদ প্রহারে ভগ্ন গাত্রের ভার বহনেও নিজেকে অক্ষম বলিয়া মনে করিতে লাগিল, তখন তাহার মনের ভাব এবং নানাবিধ দুষ্ট প্রবৃত্তির আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, সে যেন তখন আর সে কালিয়ই নাই। তখন তাহার হৃদয়ের হিংসা প্রবৃত্তি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল এবং মস্তকস্থ শ্রীকৃষ্ণের বলবীর্য্যাদির কথা মনে হইয়া তাঁহার স্বরূপানুসন্ধানের প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। সে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, যিনি এমন অকুতোভয়ে আমার মস্তকে নৃত্য করিতেছেন এবং যাঁহার নবনীতকোমল চরণের আঘাত পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিচূর্ণ করিতে সমর্থ, যাঁহার চরণপ্রহারে আমার ফণাগুলি একেবারে বিচূর্ণিত হইয়া গেল, তিনি কে? আমি একদিন রমনকদ্বীপে আমার মহাশত্রু গরুড়ের পক্ষাঘাতের মহাপ্রভাব অনুভব করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, আমার যতই বলবীর্য্য থাকুক না কেন, তাহা গরুড়ের বলের নিকট অতি তুচ্ছ এবং সেই ভয়েই আমি বহুকাল হইতে নিজ বাসস্থান রমণকদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া এই যমুনা হ্রদে অবস্থান করিতেছি। আমার তখন ধারণা ছিল যে, জগতে আমা অপেক্ষা বলশালী একমাত্র গরুড়ই আছে, কেননা আমি একবার গরুড় ছাড়া আর কাহারও নিকট পরাভূত হই নাই। কিন্তু আজ যিনি আমার মস্তকে আরোহণ করিয়া পদাঘাতে আমার ফণামণ্ডল চূর্ণ করিলেন, তাঁহার এই নৃত্যগতিতে মৃদুতালরূপে ব্যবহৃত পদাঘাতেই বুঝিলাম যে কোটি কোটি গরুড়ের বলবীর্য্যের সহিতও তাঁহার বলবীর্য্যের তুলনা করা যায় না। ইনি যদি ক্রোধভরে সবেগে পদাঘাত করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় আমার দেহ তিলবৎ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইত। সুতরাং যিনি আমার মস্তকে নৃত্য করিতেছেন, তিনি একজন সাধারণ ব্যক্তি নহেন এবং তাঁহার নিকট বল প্রকাশ করা অপেক্ষা তাঁহার চরণে শরণাগত হওয়াই শ্রেয়স্কর। এতক্ষণ যে আমি নানাভাবে তাঁহার নিকট বল প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা আমার মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। অজ্ঞানবশতঃ আমি এতক্ষণ যাহা করিয়াছি তাহা আমার মস্তকস্থ মহীয়ান মহাপুরুষ নিজগুণে ক্ষমা করুন, এবং চিরতরে আমার সর্ব্ববিধ কুবুদ্ধি দূর করিয়া তিনি আমাকে নিজ চরণাশ্রয় দিয়া কৃতার্থ করুন, এই আমার একান্ত প্রার্থনা। এইরূপে কালিয়, কৃষ্ণের পদপ্রহারে ভগ্নগাত্র এবং বিচূর্ণ-মস্তক হইয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্যের কিছু অনুসন্ধান পাইল এবং তাঁহার চরণে শরণাগতির কর্ত্তব্যতা বুঝিতে পারিল, কিন্তু প্রকৃতভাবে তাঁহার স্বরূপের পরিচয় পাইল না। তাহার পর ক্রমে ক্রমে তাহার নিজ পত্নীগণের কথা মনে পড়িয়া গেল।

কালিয়ের পত্নীগণ কৃষ্ণভক্তচূড়ামণি এবং কৃষ্ণসেবনরতা। তাহারা কালিয়কে বহির্মুখচূড়ামণি দেখিয়া নিতান্ত মনোদুঃখে কাল যাপন করে এবং তাহার বহির্মুখতা দূর হইবার জন্য নিরন্তর কৃষ্ণচরণে প্রার্থনা জানায়। তাহারা কালিয়ের নিকট অনেক সময়ে কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণমাহাত্ম্য, কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি বর্ণনা করে, কিন্তু তাহাতে কিঞ্চিৎ মাত্রও কালিয়ের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না। ঊষর ভূমিতে বীজ বপন করিলে তাহা যেমন কিছুতেই অঙ্কুরিত হয় না, সেইরূপ জন্মান্তরসঞ্চিত মহাপরাধদোষে যাহাদের হৃদয় কলুষিত থাকে, তাহাদের হৃদয়েও কিছুতেই ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হয় না; কিন্তু বিশেষত্ব এই যে—ঊষর ক্ষেত্রে বীজ অঙ্কুরিত না হইয়া

কিছুকাল পরে বিনষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত না হইলেও তাহা বিনষ্ট হয় না, কোনও না কোনও দিন তাহা নিশ্চয়ই অঙ্কুরিত হয়। কৃষ্ণভক্তগণের মুখোচ্চারিত কৃষ্ণকথা তাঁহাদের শুভেচ্ছা সবলিত হইয়া যদি কোনও বহির্মুখেরও কর্ণগোচর হয়, তাহা হইলে তাহা কোনও না কোন দিন সেই বহির্মুখের বহির্মুখতা দূর করিয়া যে ভক্তিবাসনা জাগাইয়া দিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কালিয়ের পত্নীগণ ভক্তচূড়ামণি ছিলেন, সুতরাং হৃদয়ের অনিচ্ছা সহকারেও কালিয়ের কৃষ্ণকথা শ্রবণ এবং মহৎকৃপালাভ হইয়া যাইত, কিন্তু কালিয়ের জন্মান্তরীণ মহাপরাধ বশতঃ তাহাতে তাহার দুষ্টহৃদয়ে কৃষ্ণসেবার বাসনা প্রকাশ হইত না। আজ সাক্ষাৎ কৃষ্ণের চরণস্পর্শ পাইয়া কালিয়ের সর্ব্ববিধ দুর্ব্বাসনার মূল উন্মূলিত হইয়া গেল এবং সে ক্রমে ক্রমে শরণাগতির পথে অগ্রসর হইল।

স্পর্শমণির স্পর্শ পাইলে যেমন লৌহও স্বর্ণে পরিণত হয়, সেইরূপ কৃষ্ণচরণ-স্পর্শমণির স্পর্শ পাইলে মহাবহির্মুখও কৃষ্ণভক্তচূড়ামণি হইয়া যায়। দৈত্যরাজ বলি, অত্যন্ত দেবদ্রোহী ও ভক্তবিদ্বেষী ছিল, কিন্তু ত্রিবিক্রমের চরণস্পর্শ পাইয়া তাহার সর্ব্ববিধ দুর্ব্বাসনার অবসান হইয়া গিয়াছিল এবং সে চির জীবনের মত কৃষ্ণচরণে শরণাগতি লাভ করিয়াছিল। দৈত্যরাজ বলি, যাগানুষ্ঠানরত, ব্রাহ্মণ-সেবক, দানশীল, সত্যবাদী এবং নানাবিধ সদ্‌গুণসম্পন্ন ছিল বলিয়া তাহার ত্রিবিক্রমের চরণস্পর্শ প্রাপ্তি মাত্রেই শরণাগতি লাভ হইয়াছিল। কিন্তু কালিয়, ভক্তচূড়ামণি গরুড়ের নিকট অপরাধী ছিল এবং শ্রীধামবৃন্দাবন, যমুনা, যমুনাজলবাসি জীবগণ এবং ব্রজ-বাসি গো, গোপ, গোপী ও সর্ব্বজীবেরই অনিষ্টকারী ছিল বলিয়া প্রতি পদে পদেই তাহার অপরাধ সঞ্চয় হইত। যমুনা ও যমুনার তীরভূমি বিষদূষিত করায় তাহার যমুনা ও শ্রীধাম বৃন্দাবনের নিকটেও অগণ্য অপরাধ ছিল। যদিও সে শ্রীবৃন্দাবন ধামেই বাস করিত, তথাপি তাহার স্বভাবসিদ্ধ বিষদোষে ধাম দূষিত হওয়ায় তাহার উপরে ধামের কৃপা প্রকাশ হইত না। এই সমস্ত নানা কারণে কৃষ্ণচরণ স্পর্শমাত্রেই কালিয়ের সর্ব্ববিধ দুর্ব্বাসনা দূর হয় নাই। কৃষ্ণচরণ স্পর্শ পাওয়ার পরেও তাহার পরিপূর্ণরূপে জিঘাংসা বৃত্তি দেখা গিয়াছে। কৃষ্ণ যখন পুনঃ পুনঃ পদপ্রহার করিয়া তাহার ফণামণ্ডল চূর্ণ বিচূর্ণ এবং সর্ব্ববিধ গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া দিলেন, তখন তাহার সর্ব্ববিধ দুর্ব্বাসনা দূর হইয়া ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণচরণে শরণাগতি লাভের বাসনা প্রকাশ পাইল। কালিয় যে তাহার পত্নীগণের মুখে শ্রীকৃষ্ণের গুণলীলামাহাত্ম্যাদি শ্রবণ করিয়াছিল, অপরাধক্ষয়ের পর তাহা সমস্তই কালিয়ের স্মৃতিপটে ফুটিয়া উঠিল। সে তখন তাহার মস্তকস্থ অপরিচিত এবং মহাবলপরাক্রান্ত ব্যক্তিকেই তাহার পত্নীগণ কথিত চরাচর গুরু নারায়ণ বলিয়া বুঝিতে পারিল এবং মনে মনে তাঁহার চরণে শরণাগত হইল। পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণের পদপ্রহার ভোগ করিয়া কালিয় এতই হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল যে "হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি তোমার চরণে শরণাগত হইলাম" একথা তাহার উচ্চারণ করিবারও শক্তি ছিল না। কাজেই সে মনে মনেই তাহার মনের কথা সর্ব্বান্তর্য্যামীর চরণে নিবেদন করিল। সে মনে মনে আরও দুঃখ প্রকাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরণে জানাইল—"হে করুণাময়! যতদিন আমার দেহে প্রবল বল ছিল, ততদিন যদি তোমার এই কৃপা পাইতাম, তাহা হইলে প্রাণ ভরিয়া তোমার নামগুণলীলা কীর্ত্তন করিতে করিতে তোমার ভক্তচূড়ামণি শেষ-নাগের মত সহস্র ফণা উত্তোলন করিয়া নৃত্য করিতে পারিতাম; কিন্তু হায়! আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে, যখন আমার অঙ্গ সঞ্চালন এবং বাক্য উচ্চারণেরও শক্তি নাই, তুমি সেই সময়ে এই জীবাধমের হৃদয়ে ভক্তিবাসনা জাগাইয়া দিলে। তুমি পরমস্বতন্ত্র ও সর্ব্বনিয়ন্তা, সুতরাং তোমার ইচ্ছার উপরে কাহারও হস্তক্ষেপ করিবার সাধ্য নাই, কাজেই তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। আমি যে আসন্ন মরণকালেও তোমার চরণ মাথায় পাইয়া তাহার স্মরণ এবং শরণলাভের বাসনা পাইলাম, আমার মত বহির্মুখের পক্ষে সে-ও চূড়ান্ত লাভ, সে-ও তোমার অযাচিত এবং অফুরন্ত কৃপাবৈভব"।

কৃষ্ণস্য গর্ভজগতোঽতিভবাবসন্নং পার্ষ্ণিপ্রহারপরিরুগ্নফণাতপত্রম্।
দৃষ্ট্বাহিমাদ্যমুপসেদুরমুষ্য পত্ন্য আর্ত্তাঃ শ্লথদ্বসনভূষণকেশবন্ধাঃ॥ ৩১

কালিয়ের এইভাবে কৃতার্থ হওয়ার মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, কালিয় প্রথমতঃ ভক্তচূড়ামণি গরুড়ের সহিত বিরোধ করিয়া তাঁহার বামপক্ষাঘাতের পীড়ন সহ্য করিয়াছিল, যাহার ফলে তাহার শ্রীবৃন্দাবনস্থ যমুনাহ্রদে বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল। কালিয়ের বহু বহির্মুখশিরোমণি অন্যান্য দুর্দান্ত সর্পের সহিত মিত্রতা ছিল, কিন্তু তাহার ফলে তাহার শ্রীবৃন্দাবনবাসের সৌভাগ্যপ্রাপ্তি হয় নাই, কিন্তু ভক্তচূড়ামণি গরুড়ের সহিত শত্রুতা করিয়াও তাহার অদৃষ্টে শ্রীবৃন্দাবনবাসের সুযোগ ঘটিয়া গেল। ইহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, বিষয়াসক্ত বহির্মুখ ব্যক্তির সহিত মিত্রতা করা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণসেবারত ভক্তগণের সহিত শত্রুতা করাও ভাল। কৃষ্ণদাসের সহিত শত্রুতাতেও ভবপাশমোচনের সুযোগ হয়, কিন্তু বহির্মুখের সহিত শত্রুতা কিংবা মিত্রতা যাহাই হউক না কেন, তাহাতেই ভববন্ধন সুদৃঢ় হইয়া যায়। কৃষ্ণভক্ত শত্রু হইলেও তাঁহার হৃদয়ে হিতাকাঙ্ক্ষা থাকে, কিন্তু বহির্মুখহৃদয়ে আত্মস্বার্থানুসন্ধান ব্যতীত আর কোনপ্রকার সদ্বৃত্তিরই সন্ধান পাওয়া যায় না।

কালিয়ের কৃতার্থ হওয়ার পক্ষে দ্বিতীয় সুযোগ এই যে, তাহার পত্নীগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণভজনরত এবং শ্রীকৃষ্ণকথালাপপরায়ণা ছিল। যদিও কালিও তাহাদের কৃষ্ণভজনে কিংবা কৃষ্ণকথালাপে কখনও যোগদান করিত না, কিন্তু তাহার সেই ভক্তচূড়ামণি পত্নীগণের সহিত একত্র বাস করায় মহৎসঙ্গলাভ হইত এবং অনিচ্ছাসহকারেও কৃষ্ণসেবা দর্শন ও কৃষ্ণকথা শ্রবণ হইয়া যাইত। বিশেষতঃ কালিয়পত্নীগণের মনে সর্ব্বদাই প্রবল বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা হইত যে তাহাদের পতিও যদি তাহাদের মত কৃষ্ণসেবা করিবার সৌভাগ্যলাভ করিতে পারিত, তাহা হইলে তাহারা পরমানন্দে দাম্পত্য জীবন যাপন করিতে পারিত। কিন্তু হায়। তাহাদের ভাগ্যে তাহা বুঝি আর কোনদিনই সংঘটিত হইবে না, তাহাদের বুঝি চিরজীবনই এই কৃষ্ণভজনবিমুখ পতির সঙ্গেই কালযাপন করিতে হইবে। কালিয়পত্নীগণের এই প্রকার কালিয়ের হিতকামনাও কালিয়ের কৃতার্থতা লাভের পক্ষে অনেক সাহায্য করিয়াছে।

কালিয়ের কৃতার্থ হওয়ার পক্ষে তৃতীয় সুযোগ এই যে তাহার চিরজীবন একান্তভাবে শ্রীবৃন্দাবনস্থ যমুনাহ্রদে বাস। গরুড়ের ভয়ে কালিয় একমুহূর্ত্তের জন্যও যমুনাহ্রদের বাহিরে যায় নাই এবং সে চিরদিনই যমুনাহ্রদে বাস করিবে এই সঙ্কল্প তাহার দৃঢ়তরই ছিল, কেননা যমুনাহ্রদের বাহিরে আসিলে তাহার গরুড়ের হাতে প্রাণ যাইতে পারে। কালিয় চতুর্ব্বিংশ চতুর্যুগেরও পূর্ব্ববর্ত্তিকালে, যখন সূর্য্যবংশবিভূষণ মান্ধাতা পৃথিবীর রাজা ছিলেন, সেই সময়ে যমুনাহ্রদে প্রবেশ করিয়া অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষ পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিল। তাহার এই সুদীর্ঘ ব্রজবাসও তাহার শরণাগতিলাভের অন্যতম কারণ। যদিও "দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে" প্রভৃতি পদ্মপুরাণবচনে জানা যায় যে, একদিন মাত্র ব্রজবাস করিলেই কৃষ্ণচরণে ভক্তিলাভ হয়, তথাপি কালিয়ের কৃষ্ণভক্তিলাভের এত বিলম্ব দেখিয়া মনে হয় যে, অপরাধী ব্যক্তির অপরাধমুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ভক্তিদেবীর কৃপাপ্রকাশে বিলম্বই হইয়া থাকে। সর্ব্বোপরি শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলার সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করা কালিয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য। শ্রীকৃষ্ণের প্রকটবিহার দর্শন করিলে আর কাহারও কোন দুর্ব্বাসনাই থাকে না, প্রকটবিহারী কৃষ্ণ, যে কোনও প্রকারে তাহা দূর করিয়া দেন, তাই তিনি কালিয়েরও হৃদয় শোধন করিয়া তাহাকে নিজ চরণে শরণাগত করিয়া লইলেন। ২৩—৩০

অন্বয়ঃ।—গর্ভজগতঃ ( গর্ভে জগন্তি যস্য তস্যানন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরস্য ) কৃষ্ণস্য ( কালিয়মস্তকস্থিতস্য

তাস্তং সুবিগ্নমনসোহথ পুরস্কৃতার্ভাঃ কায়ং নিধায় ভুবি ভূতপতিং প্রণেমুঃ।
সাধ্ব্যঃ কৃতাঞ্জলিপুটাঃ শমলস্য ভর্ত্তুর্মোক্ষেপ্সবঃ শরণদং শরণং প্রপন্নাঃ ॥ ৩২

স্বয়ংভগবতঃ শ্রীব্রজরাজনন্দনস্য) অতিভরাবসন্নং (গুরুভারপীড়িতং) পার্ষ্ণিপ্রহারপরিরুগ্নফণাতপত্রং (পার্ষ্ণিপ্রহারৈঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পাদপৃষ্ঠাঘাতৈঃ পরিরুগ্না বিশেষতঃ প্রপীড়িতা ফণা এব পত্রাণি যস্য তং) অহিং (কালিয়ং) দৃষ্ট্বা অমুষ্য (কালিয়স্যৈব) পত্ন্যঃ আর্ত্তাঃ (পরমদুঃখিতাঃ) শ্লথদ্বসনভূষণকেশবন্ধাঃ (শ্লথন্তঃ বিস্রংসমানাঃ বসনানি ভূষণানি কেশবন্ধাশ্চ যাসাং তাস্তথাবিধাঃ সত্যঃ) আদ্যং (শ্রীকৃষ্ণং) উপসেদুঃ (তস্য চরণান্তিকমাজগ্মুঃ) ॥ ৩১

**মূলানুবাদ।**—তখন কালিয়ের পত্নীগণ, কালিয়কে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর শ্রীকৃষ্ণের ভারে অত্যন্ত পীড়িত এবং তাঁহার পদপ্রহারে ভগ্নমস্তক দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল এবং স্খলিতবসনভূষণ ও গলিতকবরী হইয়া সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের চরণসমীপে আগমন করিল ॥ ৩১

**শ্রীধরটীকা।**—গর্ভে জগন্তি যস্য তস্যাতিভারেণাবসন্নমাক্রান্তম্। পার্ষ্ণিঃ পাদপৃষ্ঠম্। আদ্যং শ্রীকৃষ্ণম্। শ্লথন্তো বিস্রংসমানা বসনাদয়ো যাসাং তাঃ ॥ ৩১

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—এবং শরণাপত্ত্যা ত্যক্তচরণাঘাতদণ্ডে সম্যক্‌প্রসন্নে যাসাং স্বভক্তানামপি দুষ্টস্বামি সঙ্কোচাদনাগতচরীণাং সম্বন্ধেন স্বয়মেব তস্য তাদৃকত্বং সাধিতং, তদপেক্ষায়াযোতি তদর্থমেব তাভ্যস্তাদৃশপ্রসাদদর্শনার্থমেব চ শিরস্তেব বিলম্বমানে শ্রীভগবতি তাসাং প্রতিপত্তিমাহ কৃষ্ণস্যেতি দ্বাভ্যাম্। গর্ভজগত ইতি বিভুত্বাদ্বক্তং নচান্তর্নবহির্যস্যেতি ন্যায়েন। গর্ভশব্দেন হৃত্রান্তরমুচ্যতে, ততো ব্যাপ্তসর্ব্বস্যেত্যর্থঃ। তথাপি জগৎস্পর্শাভাবস্তু দর্শিতঃ, ময়া ততমিদং সর্ব্বমিত্যাদিনা। তস্মিংশ্চৈবস্তুতে ভারতায়াঃ কৈমুত্যাদ্যৎ কালিয়াদেঃ সর্ব্বস্যাপি চূর্ণত্বং ন জায়তে তৎখলু তস্যেচ্ছাময়নিজশক্তিপ্রাকট্যস্যোপেক্ষাত এব সম্ভবতীতি ভাবঃ। আতপত্ররূপকেণ ফণানাং পরিরুগ্নতয়া তস্য রাজশ্রিয়ো বিভ্রংশঃ সূচিতঃ। উপসেদুঃ পার্শ্বে জগ্মুঃ। আর্ত্তত্বাদেব শ্লথদ্বসনাদিকা ইতি মহাদৈন্যমুক্তম্ ॥ ৩১

**অন্বয়ঃ।**—অথ (অনন্তরং) সুবিগ্নমনসঃ (পতিমরণাশঙ্কয়া তস্যাপরাধাশঙ্কয়া চ ভীতচিত্তাঃ) পুরস্কৃতার্ভাঃ (শ্রীকৃষ্ণচরণাগ্রনিধাপিতবালাঃ) তাঃ (শ্রীকৃষ্ণচরণনিকটাগতাঃ) সাধ্ব্যঃ (পতিপরায়ণাঃ কালিয়পত্ন্যঃ) ভর্ত্তুঃ (কালিয়স্য) শমলস্য (কৃতাপরাধস্য) মোক্ষেপ্সবঃ (ক্ষমাপয়িতুমিচ্ছবঃ) কৃতাঞ্জলিপুটাঃ (বদ্ধাঞ্জলয়শ্চ সত্যঃ) শরণদং (সর্ব্বেষামপ্যাশ্রয়প্রদং) ভূতপতিং (সর্ব্বজীবপালকং শ্রীকৃষ্ণং) শরণং প্রপন্নাঃ (প্রাপ্তাঃ সত্যঃ) ভুবি (কালিয়হ্রদমধ্যস্থ দ্বীপভূমৌ) কায়ং নিধায় (শরীরং দণ্ডবৎ বিনিপত্য) তং (কালিয়মস্তকস্থং শ্রীকৃষ্ণং) প্রণেমুঃ ॥ ৩২

**মূলানুবাদ।**—তদনন্তর পতিপরায়ণা কালিয়পত্নীগণ পতিমরণাশঙ্কায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া এবং নিজ নিজ সন্তানগণকে কৃষ্ণের চরণাগ্রে স্থাপন করিয়া মহাপরাধযুক্ত পতির অপরাধ মুক্তির জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে সেই সর্ব্বশরণ্য এবং সর্ব্বভূতপালক শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণাপন্ন হইল ও দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল ॥ ৩২

**শ্রীধরটীকা।**—তাং শরণং প্রপন্নাঃ সত্যস্তং প্রণেমুঃ। সুবিগ্নমনসোঽতিবিহ্বলচিত্তাঃ। ভুবীতি তস্মিন্ স্থানে জলাধস্তাদ্বা তীরে বা। শমলস্য পাপাত্মনোঽপি ভর্ত্তুর্মোক্ষেপ্সবঃ ভর্ত্তুর্যচ্ছমলং তস্য বা। ভূতপতিং প্রাণিমাত্রস্য পতিম্। শরণদম্ আশ্রয়দম্ ॥ ৩২

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—সুবিগ্নং পতিমরণশঙ্কয়া তদপরাধশঙ্কয়া বা অতিভীতমতিদুঃখিতং বা মনো যাসাং তাঃ। অয়ং প্রণামে প্রতিপত্তৌ বা পরমদৈন্যেন গুণবিশেষ উক্তঃ। ভুবি কায়ং নিধায় দণ্ডবন্নিপত্যেত্যর্থঃ। এবং

নাগপত্ন্য ঊচুঃ ।

নায্যো হি দণ্ডঃ কৃতকিল্বিষেঽস্মিংস্তবাবতারঃ খলনিগ্রহায় ।
রিপোঃ সুতানামপি তুল্যদৃষ্টের্ধৎসে দমং ফলমেবানুশংসন্ ॥ ৩৩

অনুগ্রহোঽয়ং ভবতা কৃতো হি নো দণ্ডোঽসতাং তে খলু কল্মষাপহঃ ।
যদ্দন্দশূকত্বমমুষ্য দেহিনঃ ক্রোধোঽপি তেঽনুগ্রহ এব সম্মতঃ ॥ ৩৪

হ্রদস্য মধ্যে কশ্চিদ্দীপো বোধ্যতে। যত্র ক্রীড়াবিশেষার্থমুত্থিতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ কালিয়েনাবৃতো গোকুলজনৈরদৃষ্টস্তেতি বর্ণিতম্। পুনরুক্তার্তস্বং রূপাঙ্গনার্থম্। নন্থ ভর্তুরপরাধেন কুতো ন বিভাতি স্ম তত্রাহ, ভূতানাং প্রাণিনাং সর্ব্বেষামপি পতিঃ তাসাং তাদৃশতয়া স্ফুরিতম্। তস্মাত্তয়েঽপি কুত্রান্যত্র গন্তব্যমিতি ভাবঃ। অতএব ভর্তুঃ সমলস্য মোক্ষত্যাগমিচ্ছন্ত্যঃ। কুতঃ সাধ্যঃ পতিব্রতাঃ শ্রীকৃষ্ণভক্তিমত্যশ্চ ॥ ৩২

অন্বয়ঃ—কৃতকিল্বিষে ( কৃতানি কিল্বিষাণি গরুড়ে শ্রীযমুনাবৃন্দাবনয়োঃ তত্রত্য জীবনসমূহে ভবতি চ মহাপরাধা যেন তাদৃশে ) অস্মিন্ ( সম্প্রত্যেব ভবতি কৃতাপরাধেঽস্মিন্ তব চরণনিগৃহীতে কালিয়ে ) দণ্ডঃ ( ভবতা বিহিতো নিগ্রহঃ ) ন্যায্যঃ হি ( সমুচিত এব ), রিপোঃ ( শত্রোঃ সম্বন্ধে ) সুতানাং ( নিজপুত্রাণাঞ্চ সম্বন্ধে ) তুল্যদৃষ্টেঃ (সমবুদ্ধে‌ঃ ) তব খলনিগ্রহায় ( দুষ্টানাং দণ্ডবিধানায়ৈব ) অবতারঃ ( জগতি আবির্ভাবঃ ) ভবতি। [ ত্বং ] ফলং ( নানাবিধযাতনাময়নরকাদিদুঃখহেতু খলত্বোপশমনপূর্ব্বকং নিজচরণাশ্রয়দানরূপং ফলং ) এব অনুশংসন্ ( আলোচয়ন্ ) দমং ( খলেষু দণ্ডং ) ধৎসে ( বিদধাসি ) ॥ ৩৩

মূলানুবাদ ।—কালিয়পত্নীগণ বলিল—এই মহাপরাধীর উপর দণ্ডবিধান করা সঙ্গতই হইয়াছে, যেহেতু দুষ্ট দমনের জন্যই আপনার আবির্ভাব হইয়া থাকে। শত্রু এবং পুত্রে আপনার সমদৃষ্টি, আপনি অপরাধীকে কৃতার্থ করিবার জন্যই তাহাদের উপর দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন ॥ ৩৩

শ্রীধরটীকা ।—প্রথমং তাবৎ কুপিতং ভগবন্তং দণ্ডানুমোদনেনোপশময়ন্ত্যঃ স্তুবন্তি ন্যায্যো হীতি। তত্র "দণ্ডানুমোদনং ষড়্ভির্দ্দশভিশ্চ হরের্নতিঃ। প্রার্থনং পঞ্চভিঃ শ্লোকৈস্তত পন্নগযোষিতম্ ॥" নচ নিগ্রহানুগ্রহলক্ষণং বৈষম্যং তবাস্তীত্যাহঃ ধৎসে দমমিতি। অনুশংসন্ আলোচয়ন্ ॥ ৩৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ।—অস্মিন্ দণ্ডো ন্যায্য এব হেতুঃকৃতানি কিল্বিষাণি গরুড়ে শ্রীযমুনাবৃন্দাবনয়োস্তজ্জীবসমূহে শ্রীভগবতি চাপরাধা যেন তাদৃশে। যস্তবাবতারঃ প্রাকট্যমাত্রং খলানাং সাধুদ্রোহিণাং নিগ্রহায় ভবতি। এব সাধূনামনুগ্রহায় চেতি সূচিতম্। অন্যথা তু ন নিগ্রহোঽপি ন চানুগ্রহ ইত্যাহ রিপোরিতি। রিপূণাং সুতানাঞ্চ সম্বন্ধে তুল্যা দৃষ্টির্যস্য তাদৃশস্য। ন খলনিগ্রহেঽপি নৈর্ঘৃণ্যমিত্যাহ ধৎসে ইতি। ফলং নানানরকাদিদুঃখহেতুখলত্বোপশমনপূর্ব্বকনিত্যসুখদানলক্ষণম্ ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ ।—ভবতা নঃ ( অস্মান্ প্রতি ) অয়ং ( কালিয়নিগ্রহরূপঃ ) অনুগ্রহঃ হি ( নিশ্চিতমেব ) কৃতঃ ( বিহিতঃ ), [ যতঃ ] তে ( ত্বয়া বিহিতঃ ) দণ্ডঃ ( নিগ্রহঃ ) কল্মষাপহঃ ( প্রাচীনবিবিধদুরিতবিনাশকঃ ), দেহিনঃ অপি ( বিবিধকর্ম্মভির্ব্বিবিধদেহধারিণঃ ) অমুষ্য ( কালিয়স্য ) যৎ দন্দশূকত্বং ( সর্পত্বং ) তে ( তব ) ক্রোধঃ ( অস্মিন্ রোষঃ ) অনুগ্রহঃ ( অনুগ্রহগর্ভঃ ) এব সম্মতঃ ( তব চরণস্পর্শপ্রাপ্ত্যাদিনাস্মাভির্বিজ্ঞাতঃ ) ॥ ৩৪

মূলানুবাদ ।—আপনার দণ্ড বিধানে সর্ব্বপাপ ক্ষয় হইয়া যায়, অতএব আপনি কালিয়কে নিগ্রহ করিয়া আমাদের উপর অনুগ্রহই করিয়াছেন। এই মহাপরাধী এবং দেহাভিমানী জীবের সর্পত্ব প্রাপ্তি এবং ইহার উপরে আপনার ক্রোধ—এই দুইই আপনার অনুগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই নহে ॥ ৩৪

তপঃ সুতপ্তং কিমনেন পূর্ব্বং নিরস্তমানেন চ মানদেন।
ধর্ম্মোঽথবা সর্ব্বজনানুকম্পয়া যতো ভবাংস্তুষ্যতি সর্ব্বজীবঃ ॥ ৩৫
কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরৎ তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥ ৩৬

শ্রীধরস্বামিটীকা।—নিগ্রহোঽপ্যনুগ্রহরেবেত্যুক্তমিদানীমনুগ্রহ এবায়ং ন নিগ্রহ ইত্যাহুঃ অনুগ্রহ ইতি। নোঽস্মাকম্। যস্মাদমুষ্য সর্পত্বং দৃশ্যতে অতস্তন্মূলপাপনিবর্ত্তকো দণ্ডোঽনুগ্রহ এব ক্রোধত্বেন প্রতীয়মানোঽপীত্যর্থঃ ॥ ৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—হি নিশ্চিতং নোঽস্মান্ প্রতি দণ্ডো দণ্ডত্বেন দৃশ্যমানোঽপ্যয়মনুগ্রহ এব ভবতা কৃতঃ। সোঽয়মসতাং কল্মষাপহ এব স্যাৎ। যদ্যস্মাৎ কল্মষাদমুষ্য দেহিনঃ কর্ম্মভির্নানাদেহং প্রাপ্নুবতঃ সম্প্রতি দন্দশূকত্বং জাতং, কৃতে ত্বনুগ্রহে নিরন্তরভবদাবেশেন জীবন্মুক্তত্বাৎ দন্দশূকত্বাত্তাস এবং স্যাদিত্যর্থঃ। তস্মাৎ ক্রোধোঽপীত্যাদি। যদ্বা—অসতাং কল্মষাপহোঽপি তে ত্বয়া দণ্ডো নো কৃতো নঃ কৃতঃ। যদযস্মাদমুষ্য সর্পত্বং সর্পশরীরত্বং তৎ খলনুগ্রহে নিমিত্তে ত্বয়া সম্মতমেব, তথা ক্রোধো জাতিস্বভাবোঽপি অনুগ্রহে নিমিত্ত এব ত্বয়া সম্মতঃ অঙ্গীকৃতঃ, স্বক্রীড়ায়ৈ যোজিত ইত্যর্থঃ। ভোগপরিবেষ্টনস্বীকারাৎ তথা ফণেষু ক্রোধেনোন্নম্যমানেষু পরমহর্ষেণ নৃত্যাচরণাচ্চ ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—অনেন (কালিয়েন) পূর্ব্বং (পূর্ব্বস্মিন্ কস্মিন্নপি জন্মনি) নিরস্তমানেন (অভিমানশূন্যেন) মানদেন (পরেভ্যো মানং দদতা সতা) কিং (কিমপি) তপঃ সুতপ্তং (সম্যগনুষ্ঠিতং) অথবা (কিংবা অনেন) সর্ব্বজনানুকম্পয়া (সর্ব্বভূতানুগ্রহোপলক্ষিতঃ) ধর্ম (কোঽপি ধর্ম্মবিশেষঃ কৃতঃ) যতঃ (যেন তপসা ধর্ম্মেণ বা) সর্ব্বজীবঃ (সর্ব্বান্তরাত্মা) ভবান্ তুষ্যতি (অস্মিন্নিগ্রহরূপানুগ্রহপরো ভবতি) ॥৩৫

মূলানুবাদ।—না জানি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মান্তরে এই মহাপরাধী কালিয়, অমানী এবং মানদ হইয়া কোন্ তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিল, কিংবা সর্ব্বভূতে দয়াপরায়ণ হইয়া কোন্ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, তাই আপনি সর্ব্বাত্মা হইয়াও ইহার উপরই এত প্রসন্ন হইয়াছেন ॥ ৩৫

শ্রীধরস্বামিটীকা।—মহাশ্চর্য্যমনুগ্রহ ইতি তস্য পূর্ব্বপুণ্যমভিনন্দন্ত তপ ইতি। স্বয়ং মানরহিতেনান্যেভ্যো মানদেন চ। সর্ব্বং জীবয়তীতি সর্ব্বজীবঃ ॥ ৩৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তপঃ কৃচ্ছ্রাদি সুষ্ঠু তপং-কৃতম্। সৌষ্ঠবমেব দর্শয়তি নিরস্তেতি বিশেষণদ্বয়েন। তেন চৈচ্ছিকেন তস্য সন্তোষমসম্ভাব্য পক্ষান্তরমাহ ধর্ম্ম ইতি। স্বধর্ম্মো নিত্যঃ কৃত ইতি শেষঃ। এবং স্বরূপেণ সামর্থ্যমুক্ত্বা বিশেষণেনাপ্যাহঃ সর্ব্বজনানুকম্পয়া ইতি। অনুকম্পা সর্ব্বাত্মনা হিতাচরণং তৎপূর্ব্বক ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বমিতি এতজ্জন্মনি তত্তদসম্ভবাৎ। যতো যাভ্যাং তপোধর্ম্মাভ্যাং ত্বৎসন্তোষার্থং কৃতাভ্যামিতি গম্যম্। সর্ব্বে জীবা যস্মেতি জীবেষু সমানাত্মভাবেন সম্মাননানুকম্পাদিনা চ তব তৎপ্রভোস্তোষসিদ্ধেঃ ॥ ৩৫

অন্বয়ঃ—দেব! (হে বিচিত্রবিবিধলীলাময়!) ললনা (বৈকুণ্ঠবিহারিণস্তবৈব প্রেয়সী) শ্রীঃ (লক্ষ্মীরপি) যদ্বাঞ্ছয়া (যস্য তব চরণরেণুস্পর্শাধিকারবাঞ্ছয়া) কামান্ (স্বাভ্যন্তরিস্থসর্ব্ববিধকামনাঃ) বিহায় (ত্যক্ত্বা) ধৃতব্রতা (কৃতনিয়মা সতী) সুচিরং (বহুকালব্যাপ্য) তপঃ আচরৎ (অনুষ্ঠিতবতী,) তব (লক্ষ্মীবাঞ্ছিতচরণস্যাপি গোকুলেশ্বরস্য তব) অঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ (চরণধূলিকণিকাস্পর্শাধিকারঃ) অস্য (মহাপরাধিনোঽপি কালিয়স্য) কস্য (কতমস্য তপসঃ ধর্ম্মস্য বা) অনুভাবং (ফলং) [তৎ] ন বিদ্মহে (নৈব জানীমঃ) ॥ ৩৬

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্ব্বভৌমং ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্ ।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা বাঞ্ছন্তি যৎপাদরজঃ প্রপন্নাঃ ॥ ৩৭
তদেব নাথাপ দুরাপমন্যৈস্তমোজনিঃ ক্রোধবশোহপ্যহীশঃ ।
সংসারচক্রে ভ্রমতঃ শরীরিণো যদিচ্ছতঃ স্যাদ্বিভবঃ সমক্ষঃ ॥ ৩৮

মূলানুবাদ ।—যে-চরণধূলিকণিকা প্রাপ্তির আশায় আপনার প্রেয়সী লক্ষ্মীও সর্ব্ববিধ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া দুস্তর তপস্যা করিয়াছিলেন, কালিয় কোন্ পুণ্যবলে, হে দেব ! আপনার সেই লক্ষ্মীবাঞ্ছিত চরণধূলিকণিকা স্পর্শের অধিকার পাইল, তাহা আমাদের ধারণাতীত ॥ ৩৬

শ্রীধরটীকা ।— ন তপআদিনিমিত্ত এব ভাগ্যোদয়ঃ কিন্তু অচিন্ত্যং তব কৃপাবৈভবমিত্যাহুঃ শ্লোকত্রয়েণ । কস্যানুভাব ইতি । তপ আদিনা ব্রহ্মাদয়োহপি যস্যাঃ শ্রিয়ঃ প্রসাদমিচ্ছন্তি সা শ্রীর্ললনা উত্তমা স্ত্রী যস্য ত্বদঙ্ঘ্রি-স্পর্শাধিকারস্য বাঞ্ছয়া তপ আচরৎ । অস্য সর্পস্য স কিং কৃত ইতি কো বেত্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৬

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ।—তব শ্রীগোকুলেশ্বররূপস্যাঙ্ঘ্রিরেণূনাং স্পর্শস্তত্রাধিকারঃ অস্যাপরাধিনঃ কালিয়স্য যতমস্য কারণস্যানুভাবঃ ফলং তন্ন বিদ্ম । তত্র হেতুর্যদিতি তাদৃশতপ আদি প্রসাদ্ধা শ্রীরপি ললনা পরম-সুকোমলাপি যদ্বাঞ্ছয়া কামান্ ত্বদ্বিধপরমধবর্মদিমরভস্তভোগান্ বিহায় ধৃতব্রতা বদ্ধনিয়মা সতী তপ আচরদেব নতু তং প্রাপেত্যর্থঃ । প্রাপ্তৌ সত্যাং কস্যানুভাবোহস্য ন দেব বিদ্মহে ইতি নোচ্যেত ইতি ভাবঃ । তচ্চ যুক্তমেব ইতি সম্বোধয়ন্তি দেব । হে অদ্ভুতানন্তমহিম্না দ্যোতমানেতি । এতদুক্তং ভবতি শ্রীরিয়ং বৈকুণ্ঠেশ্বরাদিপ্রেয়সীরূপা নতু গোপরামারূপা রেখাদিরূপা চ । গোপ্যন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীরিতি যদুক্তেস্তস্মিন্নেব পর্য্যবসানাৎ সূক্ষ্মস্বর্ণ-রেখারূপেণ ত্বদ্বামবক্ষোভাগে স্থিতত্বাচ্চ । তপোহত্র শ্রীত্বাৎ স্বাত্ত্যারাধনং অতএব পূর্ব্বত উৎকৃষ্টত্বং, শ্রীকৃষ্ণস্য ত্বেন সহৈকাত্মজ্ঞানাত্তথাপি সৌন্দর্য্যাদি বৈশিষ্ট্যেন লোভবিশেষাত্তদ্বাঞ্ছত্বঞ্চ যুক্তমিতি । শ্রীত্বেন সর্ব্বাসাং তাসা-মৈকাত্ম্যে সত্যপি অন্যতমায়া অভিলাষঃ প্রাদুর্ভাবভেদেনাভিমানভেদাৎ । যথা বৈকুণ্ঠনাথাদিসঙ্গিনীষপি তত্তল্লক্ষ্মীষু সীতাদীনাং শ্রীরামবিরহাঙ্গং শ্রূয়ত ইতি, তস্যাশ্চ তপআদিনা ত্রিকালমপ্রাপ্তিরেব বিবক্ষিতা । অপ্রাপ্তিকারণঞ্চ গোপীবত্তদনঙ্গস্বাভাব এবেতি চ । যদ্যপি তাসাং পরমতত্তক্তানাং সঙ্গ এব শ্রীবৃন্দাবনান্তর্যমুনাবাস এব চ হেতুরস্তি তথাপি স্বাবমানত্বাৎ তদ্বাসস্য চ তদ্রজঃস্পর্শসাধ্যেন ফলান্তঃপাতাৎ তদপ্রস্তাব ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ ।— যৎ ( যস্য তব ) পাদরজঃপ্রপন্নাঃ ( চরণে শরণাগতিং প্রাপ্তা ভক্তাঃ ) ন নাকপৃষ্ঠং ( স্বর্গলোকং ) নচ সার্ব্বভৌমং ( চক্রবর্ত্তিত্বং ) ন পারমেষ্ঠ্যং ( ব্রহ্মপদং ) ন রসাধিপত্যং ( পাতালাধিপত্যং ) যোগসিদ্ধীঃ ( অনিমাদিকমষ্টৈশ্বর্য্যং ) অপুনর্ভবং ( মুক্তিং ) বা বাঞ্ছন্তি (প্রার্থয়ন্তে) ॥ ৩৭

মূলানুবাদ ।—আপনার চরণাশ্রিত ভক্তচূড়ামণিগণ স্বর্গলোক, সসাগরা ধরার আধিপত্য, ব্রহ্মপদ, পাতালের আধিপত্য, অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি কিংবা মুক্তি প্রভৃতি কিছুই প্রার্থনা করেন না ॥ ৩৭

শ্রীধরটীকা ।—যৎ তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ প্রাপ্তাঃ পারমেষ্ঠ্যাদ্যপি তুচ্ছং মন্যন্তে ॥ ৩৭

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ।—অহো অস্ত তাবৎ ত্বৎপাদাব্জয়োর্যোর্বহুতররেণূনাং স্পর্শমাহাত্ম্যং তদেকস্য যথা কথঞ্চিদাশ্রয়ণমাহাত্ম্যমপ্যনির্ব্বাচ্যমিত্যাহুর্নেতি । নাকপৃষ্ঠং ন বাঞ্ছন্তি কিমুত সার্ব্বভৌমং এবং পারমেষ্ঠ্য-মিত্যাদি কর্ম্মফলং কৈমুত্যেনোক্তা যোগাদিফলং সমুচ্চয়েনাহুঃ ন যোগেতি । অত্র টীকায়াং নাকপৃষ্ঠাদীতি লেখ্যে পারমেষ্ঠ্যাদীতি লেখকভ্রমাৎ ॥৩৭

অন্বয়ঃ ।—নাথ ( হে সর্ব্বেশ্বর ! ) । যৎ ( তব পাদরজঃ ) ইচ্ছতঃ ( সেব্যং মে ভবতু ইতি প্রার্থয়তঃ ) শরী-

রিণঃ (দেহাভিমানবতোঽপি জীবস্য) বিভবঃ (সর্ব্বাপি সম্পৎ) সমক্ষঃ, (প্রত্যক্ষঃ, হস্তপ্রাপ্য এব স্যাৎ) অন্যৈঃ (শরণাগতিবিহীনৈঃ) দুরাপং (বহুভিঃ সাধনৈরপি দুষ্প্রাপ্যং) তৎ (তব পাদরজঃ) এষঃ (মহাপরাধযুক্তঃ) তমোজনিঃ (তামসস্বভাবঃ) ক্রোধবশঃ (অত্যন্তক্রোধশীলঃ) অহীশঃ (সর্পরাজঃ কালিয়োঽপি) আপ (প্রাপ্তোঽভূৎ)॥৩৮

মূলানুবাদ।—হে নাথ! সংসারচক্রে পতিত ও দেহাভিমানবদ্ধ জীবগণ যদি আপনার চরণসেবার আকাঙ্ক্ষামাত্রও করে, তাহা হইলে তাহাদের সর্ব্ববিধ সম্পদ্ অনায়াসলভ্য হইয়া যায়। শরণাগতি ব্যতীত আপনার চরণপ্রাপ্তি অতীব দুর্লভ, কিন্তু এই তামসপ্রকৃতি ক্রোধনস্বভাব সর্পরাজ কালিয় আপনার সেই চরণ স্পর্শ করিবার অধিকার লাভ করিয়াছে॥ ৩৮

শ্রীধরস্বামীটীকা।—অহো তদেষঃ অযত্নত এব প্রাপ। অন্যৈঃ শ্রীাদিভিরপি। কথম্ভূতং পাদরজঃ যদিচ্ছতঃ সেব্যং মে ভবত্বিতি প্রার্থয়মানস্যৈব সমক্ষঃ প্রত্যক্ষ এব বিভবঃ অপেক্ষিতা সম্পদ্ভবতি॥৩৮

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অন্যৈর্ব্রহ্মাদিভিঃ পরমোপাসকৈরপি দুঃখেন প্রাপ্যং ন ত্বাপি প্রাপ্তম্। এষ মহাপরাধ্যপি যতস্তমোজনিস্তামসজাতিস্তত্র চ ক্রোধবশঃ তত্রাপি অহিষু শ্রেষ্ঠোঽপি তদেব প্রাপ্তঃ। এতচ্চ সাধনসহস্রাদপি ন ঘটতে কেবলত্বৎকারুণ্যাদেবেতি সম্বোধয়ন্তি নাথয়তি দীনান্ যাচয়তীতি হে নাথেতি। কিঞ্চ যস্মিন্মনঃসম্বন্ধমাত্রেণ সর্ব্বেষাং সদ্য এব সর্ব্বসিদ্ধিঃ স্যাৎ ইত্যাহুঃ সংসারেতি। দেহাভিমানিনোঽপি বিভবঃ ঐহিকী পারলৌকিকী চ বিভূতিঃ প্রেমসম্পদ্বা। এবং প্রাপ্যমুদ্দিষ্টং অতোঽধুনা সাক্ষাৎ ত্বৎপাদাব্জরজোঙ্গীকৃতফণাগণোঽয়ং ব্যক্তবিভববিশেষমেব খলু প্রাপ্তুমর্হতীতি ভাবঃ॥ ৩৮

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—কালিয়দমন হরি কালিয়শিরে নৃত্য করিতে করিতে যখন কালিয়ের শত-মস্তক চূর্ণ করিয়া দিলেন, তখন কালিয়ের বহুজন্মসঞ্চিত অপরাধ মোচন হইয়া গেল এবং তাহার সর্ব্ববিধ গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া গেল ও সে চিরতরে তাঁহার চরণে শরণ গ্রহণ করিল। শরণাগত-প্রতিপালক, দীনবৎসল হরি তাহাতে কালিয়ের উপর প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহার সেই বিচিত্রতাণ্ডবের অবসান করিয়া তিনি স্থিরভাবে তূলপিণ্ড অপেক্ষাও লঘুমূর্ত্তিতে কালিয়শিরে কুসুমকোমল চরণ দুখানি ন্যস্ত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন তাঁহার সুপ্রসন্ন বদনসুধাকরের মৃদুস্মিতালোকে সকলের সকলপ্রকার ভয়ান্ধকার দূরীভূত হইল এবং সকলেরই হৃদয়ে নিজ নিজ বাসনানুরূপ আশার সফলতাসম্পন্ন পরিপূর্ণতার শুভ্রজ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। তিনি কালিয়ের উপর সর্ব্বতোভাবে সুপ্রসন্ন হইয়া ও তাহাকে পাদপ্রহারমুক্ত করিয়াও তাহার ভগ্নফণামণ্ডলের মধ্যস্থলে সুললিত ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়াই রহিলেন, কিন্তু সেখান হইতে অবতরণ করিলেন না। তাহার কারণ এই যে কালিয় অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই কৃষ্ণের চরণস্পর্শ পাইয়াছে, কিন্তু সে বহির্মুখতাদোষে তাহার মাধুর্য্যাস্বাদন করিতে পারে নাই। ধ্যানযোগে যে-চরণকমল হৃদয় কমলে ধারণ করিয়া কমলযোনি ব্রহ্মার পর্য্যন্ত প্রেমাশ্রুজলে নয়নকমল ভাসিয়া যায়, কালিয় সেই চরণ মস্তকে ধারণ করিয়াও আনন্দের লেশমাত্রও পায় নাই, প্রত্যুত পুনঃপুনঃ সেই চরণের তীব্রাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়াছে। তাই পরম করুণাময় ব্রজরাজনন্দন মনে করিলেন যে, কালিয়ের যখন সর্ব্ববিধ অপরাধ দূর হইয়াছে এবং সে একান্তভাবে আমার চরণে শরণাগত হইয়াছে, তখন সে কিছুক্ষণ আমাকে মস্তকে ধারণ করিয়া এবং চরণস্পর্শ লাভ করিয়া আনন্দিত ও কৃতার্থ হউক। যতক্ষণ জীবের কৃষ্ণচরণে শরণাগতিলাভ না হয়, ততক্ষণ পিত্তদূষিত রসনায় যেমন সুমিষ্ট বস্তুও তিক্ত বলিয়া মনে হয়, সেইরূপ সাক্ষাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তিতেও আনন্দের পরিবর্ত্তে দুঃখেরই অনুভূতি হইয়া থাকে। কিন্তু যদি কোনও ভাগ্যে কৃষ্ণচরণে শরণাগতি লাভ হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণচরণ-সম্বন্ধগন্ধলেশমাত্রেই অপ্রাকৃত পরমানন্দসিন্ধুতে হৃদয় ডুবিয়া যায়। পরমকরুণাময় শ্রীকৃষ্ণ, বহুজন্মের বহির্ম্মুখতার অবসানে একান্ত শরণাগত

কালিয়কে তাঁহার চরণ-সম্বন্ধে আনন্দরসাস্বাদন করাইবার জন্য তাঁহার উপরে প্রসন্ন হইয়াই তাঁহার মস্তকোপরি দাঁড়াইয়া রহিলেন। শরণাপত্তির পূর্ব্বে, যে-কালিয় শ্রীকৃষ্ণ-চরণের নির্মম প্রহারে জর্জ্জরিত হইতেছিল, সেই কালিয়ই এখন কৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদে পরিপূর্ণ হইয়া আনন্দস্তিমিতলোচনে প্রেমপরিপূর্ণ হৃদয়ে অজভবশেষনারদসনকাদির আরাধনার ধন ব্রজরাজনন্দনকে মাথায় করিয়া রহিল।

কালিয়মস্তকে দণ্ডায়মান হইয়া কালিয়দমন হরি, মনে মনে ইহাও চিন্তা করিলেন যে আমার পরম ভক্ত কালিয়পত্নীগণ তাহাদের বাসস্থানে আমাকে পাইয়াও তাহাদের বহির্মুখ পতির দুষ্টব্যবহারে লজ্জিত হইয়া আমার নিকট আসিতে সাহস করে নাই; তাহারা নিরন্তর আমার চরণে মনে মনে কতই বেদনা ও প্রার্থনা জানাইয়াছে যে তাহাদের পতির যেন বহির্মুখতা দোষের শান্তি হয় এবং সে-ও যেন আমার ভক্তগণ মধ্যে গণনীয় হয়। আমি তাহাদেরই কাতর প্রার্থনায় তাহাদেরই মনোবাসনা পূরণ করিবার জন্য তাহাদের বহির্মুখ পতির সর্ব্ববিধ অপরাধমোচন, গর্ব্বখণ্ডন ও বিষদোষ মার্জ্জন করিয়া তাহাকে আমার চরণে শরণাগত করাইয়াছি এবং সে সেই শরণাগতির আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া আমাকে মাথায় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমার ভক্তচূড়ামণি কালীয়পত্নীগণকে এই দৃশ্য না দেখাইয়া এবং তাহাদের মনোবাসনানুরূপে গঠিত তাহাদের ভক্ত-পতিকে তাহাদের করে সমর্পণ না করিয়া কালিয় মস্তক হইতে অবতরণ করিব না। ইচ্ছাময়ের এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ হইবামাত্রই কালিয়পত্নীগণ, যমুনাহ্রদমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া কৃষ্ণচরণাগ্রে নিপতিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ যমুনাহ্রদে ঝম্পপ্রদান করিয়া যখন সন্তরণ, জলবাদ্য প্রভৃতি বিবিধ ক্রীড়ারসে মত্ত ছিলেন, তখন কালিয় ক্রোধে অধীর হইয়া দ্রুতবেগে তাঁহার নিকটে আসিয়াছিল এবং কালিয়পত্নীগণও, তাহাদের সাধনার ধন ব্রজরাজনন্দন আজ তাহাদেরই বাসস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন জানিয়া আনন্দে অধীর হইয়া কালিয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আসিয়াছিল; কিন্তু কালিয় কৃষ্ণচরণ নিকটে আসিয়াই কৃষ্ণচরণে দংশন করিল দেখিয়া তাহার পত্নীগণ ভীত, লজ্জিত এবং সঙ্কুচিত হইয়া কৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হইল না। তাহারা কিছু দূরবর্ত্তি স্থানে করজোড়ে সকলের অলক্ষ্যে জলের নিম্নে থাকিয়া কৃষ্ণের লীলা দর্শন করিতেছিল এবং মনে মনে তাহাদের পতির বহির্মুখতা দূর করিবার জন্য সর্ব্বদোষহারী হরির চরণে প্রার্থনা জানাইতেছিল। কৃষ্ণ যখন কালিয়মস্তকে আরোহণ করিয়া নৃত্যচ্ছলে কালিয়ের ফণার উপরে পদাঘাত করিতেছিলেন ও তাহাতে কালিয় অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিতে করিতে ক্রমশঃ মৃতপ্রায় হইয়া পড়িতেছিল, তখন কালিয়পত্নীগণ দূর হইতে এই দুষ্টদমনলীলা দেখিতেছিল ও মনে মনে চিন্তা করিতেছিল যে আমাদের বহির্মুখ পতি যদি কৃষ্ণের পদাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে আমরা বিধবা হইব বটে, কিন্তু আমাদের পতির পরজন্মে নিশ্চয়ই কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে। যে-কৃষ্ণের চরণ স্মরণ করিতে করিতে মরণ হইলেও পরমাগতি লাভ হয়, সেই চরণ মস্তকে ধরিয়া সেই চরণের আঘাতে যদি কাহারও প্রাণান্ত হয়, তাহা হইলে তাহার যে কি প্রকার গতি লাভ হইবে তাহা ধারণাতেও আসে না। সুতরাং আমরা না হয় পতিহারা হইয়া নানাপ্রকার ঐহিক দুঃখদৈন্যময় জীবন যাপন করিব ও নিরন্তর জগৎপতির সেবা প্রসঙ্গে কালযাপন করিব, কিন্তু আমাদের পতির সদ্গতি লাভ হউক।

ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার চরণসেবানুরক্ত কালিয়পত্নীগণের মনোবাসনা পূরণ করিলেন, কিন্তু তাহা-দিগকে বৈধব্য দুঃখভাগী করিলেন না, তিনি তাহাদের পতির সর্ব্ববিধ দুর্ব্বাসনা দূর করিয়া তাহাকে নিজ চরণে শরণাগত করিলেন এবং তাহার মস্তকে সুকোমল চরণকমল সংস্থাপিত করিয়া প্রসন্নবদনে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণের প্রসন্নবদন ও কালিয়ের শরণাগতির লক্ষণ দেখিয়া কালিয়-

পত্নীগণ পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিল এবং কৃষ্ণচরণে শরণাগতি-সম্পন্ন নিজ পতির প্রাণভিক্ষা করিবার জন্য তাড়াতাড়ি কৃষ্ণচরণনিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহারা স্খলিতকটিবসন কিংবা গলিতকেশপাশাদি সম্বরণ করিবারও কালক্ষেপ না করিয়া সেই অবস্থাতেই পতিপ্রাণরক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া জগৎপতির চরণপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা কৃষ্ণচরণনিকটে আসিয়া দেখিল যে তাহাদের চিরবহির্মুখ পতি কালিয়, অনন্তব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গভারে অত্যন্ত অবসন্ন এবং তাঁহার পুনঃ পুনঃ চরণপ্রহারে নিতান্ত রুগ্ন, ফণাভগ্ন এবং আসন্ন মরণদ্বারে উপসন্ন হইয়াছে। তাহাতে কালিয়পত্নীগণের চিত্তে অত্যন্ত ক্ষোভ সঞ্চার হইল ও তাহারা মনে মনে অনুতাপ করিতে লাগিল যে হায়। হায়। কৃষ্ণের অপার কৃপায় যদিও আমাদের পতির হৃদয়ে ভক্তিভাবের প্রকাশ পাইল, তথাপি আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা ভক্তপতির সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারিলাম না। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ব্রজরাজনন্দন, যদিও আমাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিলেন, তথাপি আমরা মনের মত ভাবে তাহা উপভোগ করিতে পারিলাম না। ভক্তপতির সঙ্গিনী হইয়া কৃষ্ণসেবা-রঙ্গে জীবনযাপন, ভক্তপতির সহিত একত্র কৃষ্ণচরণে অভিবাদন, একসঙ্গে কৃষ্ণগুণকীর্ত্তন প্রভৃতি দ্বারা আমরা আমাদের অনুতপ্ত জীবন ধন্য করিতে পারিলাম না। কৃষ্ণের কৃপার কোনও ত্রুটি নাই, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা সে কৃপা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। জলধর অকাতরে জলবর্ষণ করিলেও যেমন ছিদ্রভাণ্ডে তাহা গ্রহণ করিতে পারা যায় না, সেইরূপ কৃষ্ণনবজলধরও অযাচিত এবং অফুরন্ত কৃপাবারিবর্ষণ করিলেও দুর্ভাগ্যছিদ্রসম্পন্ন ব্যক্তির ভাগ্যে তাহা গ্রহণ হয় না। আমাদের ভাগ্যে বুঝি ভক্তিপতির সেবা-প্রাপ্তি নাই, সেইজন্য কৃষ্ণ আমাদের পতির আসন্নকালে তাহাকে একবিন্দু ভক্তিসুধাদান করিয়া তাহাকে নিজচরণে শরণাগত করিয়াছেন। যাহা হউক, কালিয় যদি আর এক মুহূর্ত্তও জীবিত থাকে, তাহা হইলে আমরা একমুহূর্ত্তের জন্যও ভক্তপতির সেবা করিয়া কৃতার্থ হইব। এই কথা মনে করিয়া কালিয়পত্নীগণ কালিয়ের প্রাণরক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িল এবং নিজ নিজ শিশুসন্তানবর্গকে অগ্রে করিয়া করজোড়ে কৃষ্ণের চরণাগ্রে দণ্ডায়মান হইল।

তাহার পর তাহারা কৃষ্ণের চরণাগ্রভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া সেই সর্ব্বভূতপতি শ্রীকৃষ্ণের চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিল। যদিও কালিয়পত্নীগণ তাহাদের পতির মহাপরাধে লজ্জিত ও শঙ্কিত অবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণচরণ নিকটে আসিয়াছে, তথাপি কৃষ্ণই সর্ব্বভূতের নিয়ন্তা, তিনি যাহাকে যেরূপ শক্তি ও প্রবৃত্তি দিয়াছেন, সে সেইরূপ কার্য্যই করিয়া থাকে, তাঁহার প্রেরণা ব্যতীত কাহারও ভালমন্দ কোনরূপ কার্য্যই করিবার সাধ্য নাই, সুতরাং কালিয়ের অপরাধ এবং কালিয়পত্নীগণের তাহার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই তাঁহার ইচ্ছা ও প্রেরণাতেই হইতেছে, তাঁহার লীলাগাম্ভীর্য্য কাহারও অবধারণ করিবার ক্ষমতা নাই। তাঁহার বিশ্বনিয়ম ও বিশ্বের তদনুসারে নানাভাবে নানাকার্য্যে তাঁহারই অনুবর্ত্তন লইয়া সমালোচনা কিংবা কোনপ্রকার হিসাব করিলে কোনও সুসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, কাজেই "সমস্ত ভুলিয়া সেই বিশ্বপতির চরণে প্রণত হইয়া থাকাই একমাত্র কর্ত্তব্য" এইকথা মনে করিয়া কালিয়পত্নীগণ, সর্ব্ববিধ লজ্জা ভয় সঙ্কোচ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণচরণে প্রণাম করিতে লাগিল। (শ্লোকস্থ "ভুবি কায়ং নিধায়" এই অংশে জানা যায় যে কালিয়পত্নীগণ ভূপতিত হইয়া কৃষ্ণচরণে প্রণাম করিয়াছে। সুতরাং ইহাতে বুঝিতে হইবে যে কালিয়হ্রদমধ্যে কোনও দ্বীপ ছিল, কিংবা কৃষ্ণ যখন কালিয়দমন লীলা করিতে মনস্থ করেন, তখনই কৃষ্ণের লীলাশক্তির প্রভাবে সেখানে কোনও দ্বীপের প্রকাশ হয়। কৃষ্ণ যদি জলমধ্যস্থ কালিয়

মস্তকে আরোহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পদাঘাতে ব্যথিত হইয়া কালিয়, জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া পলায়ন করিতে পারিত। সুতরাং কৃষ্ণের কালিয়দমন লীলা এবং কালিয়পত্নীগণ কর্তৃক কৃষ্ণের স্তুতি কালিয়হ্রদমধ্যস্থ দ্বীপেই সংঘটিত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামিকৃত বৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থে দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ, কালিয়পত্নীগণের উত্তরীয় বসনদ্বারা প্রগ্রহ (লাগাম) প্রস্তুত করিয়া তাহা কালিয়ের নাসিকাছিদ্রে প্রবেশ করাইয়া বামহস্তে ধারণ এবং অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করার ন্যায় কালিয়পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অশ্বতাড়ন ও অশ্বচালনা করার ন্যায় কালিয়কে তাড়না ও চালনা করিয়াছিলেন। সুতরাং কালিয়হ্রদমধ্যে যদি কোনও দ্বীপ না থাকে, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের এ লীলাও সম্ভব হয় না।) *

কালীয়পত্নীগণ, যমুনাহ্রদমধ্যস্থ দ্বীপভূমিতে পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়া কৃষ্ণচরণে প্রণাম করিল ও পরিশেষে তাহারা মহাপরাধযুক্ত পতির অপরাধ ক্ষমা করাইবার জন্য শরণাগত-প্রতিপালক ব্রজরাজনন্দনের চরণ-প্রান্তে উপস্থিত হইয়া জোড়করে স্তুতি করিতে আরম্ভ করিল। কালিয়হ্রদমধ্যস্থ দ্বীপভূমিতে, কৃষ্ণচরণপ্রহারে মৃতপ্রায় কালিয়ের ফণামণ্ডলের উপর কৃষ্ণ, প্রসন্নবদনে দণ্ডায়মান এবং তাঁহার চতুর্দিকে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া স্খলিতবসনা, আলুলায়িতকেশা কালিয়পত্নীগণ করজোড়ে দণ্ডায়মান হইল, তাহাদের মধ্যে যে মুখ্যতমা সেই স্তুতি করিতে লাগিল এবং অন্যান্য সকলে করজোড়ে দাঁড়াইয়া থাকিল। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে দেখা যায় যে, কালিয়পত্নীগণের মধ্যে যে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিয়াছিল তাহার নাম সুবলা।

মরণাভিমুখং কান্তং দৃষ্ট্বা চ সুবলা সতী। নাগিনীভিঃ সহ প্রেম্না রুরোদ পুরতো হরেঃ॥

পুটাঞ্জলিযুতা তূর্ণং প্রণম্য শ্রীহরিং ভিয়া। ধৃত্বা পদারবিন্দঞ্চ তমুবাচ ভয়াকুলা॥ (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বর্ণিত আছে যে, কালিয়পত্নী সুবলা, কালিয়কে মৃত্যুমুখে পতিত দেখিয়া অন্যান্য

---

* শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতগ্রন্থে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী, কালিয়দমন প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যে পরমাদ্ভুত ক্রীড়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য উদ্ধৃত হইল—

দমযিত্বাহিরাজং স স্তুবতীনাং সমাচ্ছিনৎ। বস্ত্রাণি নাগপত্নীনামুত্তরীয়াণি সস্মিতম্॥

তৈরেকং প্রগ্রহং দীর্ঘং বিরচয্যাস্য নাসিকাং। বিদ্ধা প্রবেশ্য বামেন পাণিনাধাৎ স কৌতুকী॥

নাগমশ্বমিবারুহ্য চোদয়ামাস তং হঠাৎ। ধৃতাং দক্ষিণহস্তেন মুরলীং বাদয়ন্ মুদা॥

কশয়েব কদাচিত্তং তয়া সঞ্চালয়ন্ বলাৎ। নিজবাহনতাং নিন্যে প্রসাদভরমাবহন্॥ (শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্)

শ্রীকৃষ্ণ, সর্পরাজ কালিয়কে দমন করিয়া, তাঁহার স্তুতি করিতে সমাগত কালিয়পত্নীগণের উত্তরীয় বস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং তাহা দ্বারা সুদীর্ঘ প্রগ্রহ (লাগাম) রচনা করিয়া কালিয়ের নাসিকায় ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে তাহা প্রবেশ করাইলেন এবং কৌতুক বশতঃ তাহা বাম হস্তে ধারণ করিলেন। তাহার পর অশ্বারোহণের মত কালিয়পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দক্ষিণহস্তে মুরলীবাদন করিতে করিতে কালিয়কে চতুর্দ্দিকে চালনা করিতে লাগিলেন। কখনও দক্ষিণ হস্তের মুরলীকে বেত্রের মত ধারণ করিয়া তাহা দ্বারা কালিয়পৃষ্ঠে আঘাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপূর্বক কালিয়কে নিজ বাহনপদ প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিলেন।

বোম্বাই প্রদেশে মুদ্রিত কালিয়দমনলীলার ছবিতে শ্রীকৃষ্ণের এইরূপই কালিয়দমনলীলাবিগ্রহ দেখা যায়। বঙ্গদেশে মুদ্রিত কালিয়দমনলীলার ছবি দেখিলে মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণ জলমধ্যস্থ কালিয়মস্তকে দাঁড়াইয়া মুরলী বাজাইতেছেন এবং কালীয়পত্নীগণ জলমধ্যে দাঁড়াইয়া স্তুতি করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের কালিয়দমন লীলার সহিত এই ছবির সামঞ্জস্য রাখা কঠিন।

কালিয়পত্নীগণের সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণনিকটে আগমনপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কৃষ্ণচরণে প্রণাম করিয়া পতিমরণভয়ব্যাকুলমানসে শ্রীকৃষ্ণের চরণ ধরিয়া স্তুতি করিতে লাগিল।

কালিয়পত্নীগণ তাহাদের পতির অপরাধ ক্ষমাপণ এবং তাহার প্রাণভিক্ষা করিবার জন্য কৃষ্ণচরণে শরণ গ্রহণ করিলেন। একমাত্র কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত কালিয়পত্নীগণের এই অভীষ্ট সিদ্ধির আর কোনই উপায় নাই। জগতের কাহারও দ্বারা যে অভীষ্ট পূরণ হইতে পারে না, কৃষ্ণচরণে শরণাগত হইলে তাহা অনায়াসে পূরণ হইয়া যায়। সেইজন্য কৃষ্ণভক্তগণ নিজ অভীষ্ট পূরণের জন্য একমাত্র কৃষ্ণচরণেই শরণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ বিনা অন্য কোনও গতি নাই—এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া বিশ্বাসপূর্ব্বক কৃষ্ণচরণাশ্রয়ই প্রকৃত শরণাগতি। অন্য কোন প্রকার উপায় থাকা সত্ত্বেও অনায়াসে এবং সুবিধামত অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কৃষ্ণচরণে শরণাগত হইতে গেলে প্রকৃত শরণাগতি হয় না।

অনন্যসাধ্যে স্বাভীষ্টে মহাবিশ্বাসপূর্ব্বকম্। তদেকোপায়তাযাচ্ঞা প্রপত্তিঃ শরণাগতিঃ॥

(শ্রীবীররাঘবাচার্য্যধৃতবচনম্)

অভীষ্ট সিদ্ধির কোন প্রকার উপায় না থাকিলে দৃঢ় বিশ্বাস পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রপন্ন হইয়া প্রার্থনা জানাইলে শরণাগতি হয়। তাই কালিয়পত্নীগণ প্রকৃতভাবে শরণাগত হইয়াই কৃষ্ণচরণে নিজাভীষ্ট জ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা প্রথমতঃ ছয় শ্লোকে কৃষ্ণকৃত কালিয়ের দণ্ডানুমোদন, দশ শ্লোকে কৃষ্ণের স্তুতি এবং পাঁচ শ্লোকে নিজাভীষ্ট জ্ঞাপন করিয়াছে।

"দণ্ডানুমোদনং ষড়ভির্দশভিশ্চ হরেস্তুতিঃ। প্রার্থনং পঞ্চভিঃশ্লোকৈস্ততঃ পন্নগযোষিতাম্॥" (শ্রীধরস্বামি)

কালিয়পত্নীগণ, কালিয়ের মহাপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা ও তাহার প্রাণভিক্ষা করিবার জন্য কৃষ্ণচরণ নিকটে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে কালিয়কে দণ্ডপ্রদান করিয়াছেন তাহা অনুমোদন করিয়া বলিলেন—হে সর্ব্বেশ্বর! হে অনন্তকল্যাণগুণমহোদধে। আপনি কালিয়ের উপর যে দণ্ডবিধান করিয়াছেন, তাহা তাহার পক্ষে উপযুক্তই হইয়াছে, কেননা তাহার মত অপরাধি আর ত্রিজগতে নাই। সে আপনার ভক্তচূড়ামণি গরুড়কে অবজ্ঞা করিয়াছে, আপনার লীলাক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া তীব্র বিষ দ্বারা যমুনার জল দূষিত করিয়াছে, যমুনার নীর ও তীরবাসি বহু স্থাবর জঙ্গম তাহার বিষজ্বালায় দগ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইয়াছে, আপনার গোপবালকগণ ও গোবৎসগণ, বিষজলস্পর্শে দুঃখভোগ করিয়াছে এবং পরিশেষে সে আপনাকেও পুনঃ পুনঃ দংশন এবং ফণা দ্বারা বেষ্টন করিয়াছে, অতএব তাহার অপরাধের সীমা নাই। অপরাধীর দণ্ড বিধান করিবার জন্য আপনি মৎস্য কূর্ম্মাদি নানারূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, এবারও আপনি সেইজন্যই স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আপনার নিজ পুত্র যদি খলপ্রকৃতি এবং সাধুগণের পীড়নকারী হয়, তাহা হইলে আপনি তাহারও যথাযোগ্য দণ্ডবিধান করিতে কুণ্ঠিত হন না এবং আপনার মহাশত্রুর পুত্রও যদি সৎস্বভাবসম্পন্ন এবং সজ্জনানুরাগী হয় তাহা হইলে আপনি তাহাকেও অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। আপনার নিজ পুত্র, পৃথ্বীগর্ভজাত নরকাসুর, সজ্জনপীড়ক বলিয়া আপনার হস্তেই যে তাহার মৃত্যু এবং আপনার মহাশত্রু হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ যে আপনার পরমানুগ্রহের পাত্র তাহা সকলেই জানে। অতএব অপরাধীকে দণ্ডবিধান করিতে এবং সজ্জনকে অনুগ্রহ করিতে আপনার আত্মপর ভেদবিচার নাই। অপরাধী হইলেই আপনি তাহার দণ্ডবিধান করিয়া জগতের কল্যাণ করিয়া থাকেন। সুতরাং এই মহাপরাধী এবং আপনার ভক্তজনবিদ্বেষী কালিয়ের প্রতি আপনি যে দণ্ডবিধান করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে সমুচিত এবং সর্ব্বজন হিতকর হইয়াছে।

কালিয়ের অবস্থা দেখিলে আপাততঃ মনে হয় যে, আপনি তাহাকে বড়ই নিগ্রহ করিয়াছেন, কেন না

আপনার পদপ্রহারে তাহার ফণা ভগ্ন হইয়াছে এবং সে মৃতপ্রায় হইয়া অবস্থান করিতেছে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, আপনি কালিয়ের প্রতি মহান্ অনুগ্রহই করিয়াছেন। কেন না, কালিয় যে মহাপাপবশতঃ সর্পযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, আপনার অনুগ্রহে তাহার সে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং সে এখন আপনার চরণারবিন্দ ধ্যান করিতেছে ও অনন্যচিত্তে আপনার চরণে শরণ গ্রহণ করিয়াছে। তাহার আকৃতি সর্পের ন্যায় থাকিলেও আপনার চরণে শরণাগতিপ্রভাবে তাহার প্রকৃতি এখন পরম বিশুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আপনার পদপ্রহারে কালিয় সর্ব্ববিধ পাপ মুক্ত হইয়া আপনার ভক্তজনমধ্যে পরিগণিত হইয়া গিয়াছে, অতএব কালিয়ের মহাক্রোধ এবং হিংসাকলুষিতহৃদয়ে ভক্তিবাসনা সঞ্চার করিয়া আপনি তাহার প্রতি এবং আমাদের প্রতি পরমানুগ্রহই করিয়াছেন।

কলিয়ের বর্ত্তমান জন্মে এমন কোনও সদনুষ্ঠান দেখা যায় না যে, যাহার ফলে আপনি তাহার উপর প্রসন্ন হইয়া তাহার বহির্ম্মুখতা দূর করিয়া তাহাকে নিজচরণে শরণাগত করিবার জন্য তাহাকে এরূপ দণ্ডপ্রদান করিবেন। কিন্তু তাহার এই দণ্ডরূপ পরমানুগ্রহ লাভের সৌভাগ্য দেখিলে মনে হয় যে, সে তাহার পূর্ব্বতন কত শত শত জন্মে কতই না দুশ্চর তপস্যাদি করিয়াছিল যে তাহার ফলে আপনি তাহার উপর প্রসন্ন হইয়া তাহার বহির্ম্মুখতা দূর করিয়া চিরতরে তাহাকে নিজ চরণে শরণাগত করিয়া লইয়াছেন।

হিরণ্যকশিপু, রাবণ, জরাসন্ধ প্রভৃতি অনেকেরই তীব্রতপস্যা এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানের কথা পুরাণাদিতে জানিতে পারা যায়, কিন্তু তাহারা কেহই আপনার চরণে শরণাগত হইতে পারে নাই। প্রত্যুত তাহারা তপঃশক্তিসম্পন্ন হইয়া নানাভাবে পরপীড়নই করিয়াছে। ইহাতে মনে হয় যে, তপস্যা কিংবা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই আপনি প্রসন্ন হন না, কিংবা আপনার চরণে শরণাগতি লাভ হয় না। "নাহং বেদৈর্ন তপসা" প্রভৃতি গীতাবাক্যেও জানা যায় যে, বেদপাঠ কিংবা তীব্রতপস্যাচরণাদিতে আপনার দর্শনলাভ করাও দুর্ঘট এবং "ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ" প্রভৃতি গীতাবাক্যে ও "ভক্তিরেবৈনং নয়তি" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে জানা যায় যে, আপনি একমাত্র ভক্তিলভ্য, একমাত্র ভক্তি ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার সাধনাতেই আপনাকে প্রসন্ন করিতে পারা যায় না—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথাভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন, হে উদ্ধব। অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্যযোগ, বিবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান, বেদপাঠ, তপস্যা ও দান প্রভৃতি কোন সাধনেই কেহ আমাকে প্রসন্ন করিতে পারে না, একমাত্র উত্তমা ভক্তিই আমার কৃপালাভের উপায়।

অতএব হে ভগবন্। কালিয় যে ভাবে কৃতার্থ হইয়াছে এবং কালিয়ের উপর আপনি প্রসন্ন হইয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, সে নিশ্চয়ই অমানী হইয়া এবং সর্ব্বজীবে অন্তর্য্যামিরূপে আপনার অধিষ্ঠান জানিয়া সর্ব্বজীবকে সম্মান প্রদান করিয়া ও সর্ব্বভূতের হিতে রত থাকিয়া শুদ্ধভক্তিযাজনরূপ তপস্যা এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছে।

শুদ্ধভক্ত্যঙ্গযাজনে আপনি প্রসন্ন হন সন্দেহ নাই, কিন্তু কালিয়ের মত নিজমস্তকে আপনার চরণস্পর্শ পাইবার সৌভাগ্য সকলের ভাগ্যে হয় না। শুদ্ধভক্ত্যঙ্গযাজন করিয়া ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ ব্যাসাদি অনেকেই কৃতার্থ হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই কালিয়ের মত মাথায় করিয়া আপনার চরণধূলিকণিকা বহন করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই। কালিয়ের জন্মান্তরীণ ভক্তিসমন্বিত তপস্যা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে আপনি তাহার উপর প্রসন্ন হইয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু সে যে কোন্ সাধনে আপনার চরণধূলিকণিকা স্পর্শের সৌভাগ্য

লাভ করিল তাহা আমরা কিছুতেই নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। আপনার মৎস্য কূর্ম্মাদি যে কোনও মূর্ত্তিরই চরণধূলিকণিকাস্পর্শের সৌভাগ্য লাভ করা সকলের পক্ষেই দুর্লভ। বিশেষতঃ আপনার এই গোপলীলাবিগ্রহের চরণধূলিকণিকা স্পর্শের সৌভাগ্য লাভ সম্ভবপর নহে। কিন্তু জানি না এই মহাদুষ্ট কালিয়ের কোন্ জন্মে কি সৌভাগ্য ছিল যে, তাহার ফলে আপনি আপনার গোপলীলাবিগ্রহে স্বয়ং তাহার মস্তকে আরোহণ করিয়া নৃত্যচ্ছলে তাহার মস্তকে আপনার চরণধূলি প্রদান করিয়াছেন এবং এখনও তাহার মস্তকেই দাঁড়াইয়া আছেন। সাক্ষাৎ অনন্তদেব, শেষরূপে নিজাঙ্গদ্বারা আপনার শয্যারচনা করিয়াও আপনার চরণধূলিকণিকা স্পর্শাধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। আপনি শেষশায়িরূপে লক্ষ্মীক্রোড়ে নিজ চরণ স্থাপন করিয়া শেষাঙ্গপর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা আপনার নাভিকমল হইতে উৎপন্ন হইয়াও আপনার চরণস্পর্শের অধিকার পান না। অন্যের কথা আর কি বলিব, আপনার প্রেয়সী লক্ষ্মী, নিরন্তর আপনারই নারায়ণমূর্ত্তির চরণ সেবা করেন বটে, কিন্তু তিনিও আপনার এই গোপলীলাবিগ্রহের চরণ-স্পর্শাধিকার লাভ করিতে সমর্থ হন না। লক্ষ্মীর কৃপা লাভ করিবার জন্য অনেকেই অনেক প্রকার সাধনাদির অনুষ্ঠান করে, কিন্তু সেই লক্ষ্মীও আপনার এই গোপলীলাবিগ্রহের চরণস্পর্শ পাইবার আশায় তীব্র তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন।

যদিও আপনার এই গোপলীলাবিগ্রহ ও লক্ষ্মীসেবিত শ্রীনারায়ণবিগ্রহের স্বরূপ ভেদ নাই, যদিও আপনার একই শ্রীবিগ্রহ অনন্তপ্রকাশে প্রকাশিত, তথাপি আপনার এই গোপলীলাবিগ্রহে এমনই কিছু মাধুর্য্য আছে যে, আপনার এই বিগ্রহের চরণস্পর্শাধিকার পাইবার জন্য সকলেই লালায়িত হয়।

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ। রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥ (শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ)

শ্রীকৃষ্ণ ও নারায়ণ স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও ভক্তগণের প্রেমস্বভাববশতঃ প্রেমরসমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়।

সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীভগবান্ যেমন মৎস্য কূর্ম্মাদি অনন্তমূর্ত্তিতে লীলা করেন, সেইরূপ তাঁহার হ্লাদিনী শক্তিও গোপী, লক্ষ্মী ও মহিষী প্রভৃতি নানামূর্ত্তিতে তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। এই সমস্ত অনন্ত মূর্ত্তিতে স্বরূপভেদ না থাকিলেও অভিমানভেদ এবং সেবাধিকার ও মাধুর্য্যাস্বাদন প্রভৃতির ভেদ আছে। সেইজন্য ভগবানের কোনও মূর্ত্তির সহিত কোনও শক্তিমূর্ত্তির মিলন থাকিলেও কোনও মূর্ত্তির সহিত কোনও মূর্ত্তির বিরহ এবং তজ্জন্য সুখ দুঃখাদির অনুভব দেখা যায়। শ্রীভগবান্ বৈকুণ্ঠে নারায়ণরূপে যেমন লক্ষ্মীর সহিত চিরমিলিত থাকিয়াও শ্রীরামচন্দ্ররূপে সীতাবিরহদুঃখ ভোগ করেন এবং ব্রজের গোপীগণ, রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীরূপে দ্বারকায় কৃষ্ণের সহিত মিলিত থাকিয়াও গোপীরূপে শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণবিরহদুঃখ ভোগ করেন। বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মীও বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণস্বরূপের সেবারত থাকিয়াও শ্রীবৃন্দাবনস্থ গোপলীলাবিগ্রহের চরণস্পর্শাধিকার পাইবার জন্য ব্যাকুল হন। শ্রীনারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ একই স্বরূপ, তাহা লক্ষ্মীর অজ্ঞাত নাই, তথাপি শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের মাধুর্য্যবিশেষই লক্ষ্মীকে শ্রীকৃষ্ণচরণস্পর্শের অধিকার প্রাপ্তির লালসায় ব্যাকুল করিয়া দেয়।

শ্রীকৃষ্ণচরণস্পর্শাধিকার পাইবার জন্য লক্ষ্মী যে তীব্র তপস্যা করেন তাহা পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে—

শ্রীঃ প্রেক্ষ্য কৃষ্ণসৌন্দর্য্যং তত্র লুব্ধা ততস্তপঃ। কুর্ব্বতীং প্রাহ তাং কৃষ্ণঃ কিন্তে তপসি কারণম্॥
বিজিহীর্ষে ত্বয়া গোষ্ঠে গোপীরূপেতি সাব্রবীৎ। তদ্দুর্লভমিতি প্রোক্তা লক্ষ্মীস্তং পুনরব্রবীৎ॥
স্বর্ণরেখেব তে নাথ বস্তুমিচ্ছামি বক্ষসি। এবমস্থিতি সা তস্য তদ্রূপা বক্ষসি স্থিতা॥

(শ্রীপাদরূপগোস্বামিধৃতং পদ্মপুরাণবচনম্)

বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মী, গোপলীলাবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া মুগ্ধ হন এবং তাঁহার চরণসেবাধিকার প্রাপ্তির লোভে তীব্র তপস্যা করেন। শ্রীকৃষ্ণ, লক্ষ্মীকে তপস্যা করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, "তোমার এই তীব্র তপস্যাচরণের কারণ কি?" তাহাতে লক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণকে বলেন যে গোপীরূপে তোমার সহিত শ্রীবৃন্দাবনে বিহার করিব। তাহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, তাহা অতীব দুর্লভ। তখন লক্ষ্মী পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রার্থনা করিলেন যে, আমি যেন স্বর্ণরেখারূপে তোমার বক্ষস্থলে বাস করিতে পারি। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ সম্মত হইলেন এবং স্বর্ণরেখারূপে লক্ষ্মীকে বাম বক্ষঃস্থলে আশ্রয় প্রদান করিলেন।

কালিয়পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, হে সর্ব্বাকর্ষক পরমানন্দঘনবিগ্রহ! কমলা আপনার চরণধূলিকণিকা স্পর্শাধিকার পাইবার আশায় বিষ্ণুবক্ষঃস্থল রত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও তিনি আপনার চরণধূলিকণিকা স্পর্শাধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। যদিও তিনি স্বর্ণরেখারূপে আপনার বক্ষঃস্থলে বাস করিবার আদেশ পাইয়াছেন, তথাপি তাঁহার পক্ষে আপনার চরণসেবাধিকার লাভ করা অসম্ভবই হইয়াছে। তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আপনার শক্তিরূপা এবং আপনারই অঙ্গমূর্ত্তির সঙ্গিনী লক্ষ্মীও যখন তীব্র তপস্যাতেও আপনার চরণ স্পর্শাধিকার লাভ করিতে পারেন না, তখন এ অধিকার সাধারণের পক্ষে সর্ব্বতোভাবেই দুর্লভ। কিন্তু আমরা কালিয়ের সৌভাগ্য দেখিয়া একেবারেই বিস্মিত হইতেছি যে, সে কোন্ সাধনে অযাচিতভাবে আপনার লক্ষ্মী-বাঞ্ছিত চরণ মাথায় পাইয়া চির কৃতার্থ হইল। হে ভগবন্! আপনার চরণধূলিকণিকা প্রাপ্তির কথা দূরে থাক্, যে আপনার চরণে শরণাগত হইতে পারে, তাহার নিকট পৃথিবীর আধিপত্য, স্বর্গসুখ, সুতলাদির আধিপত্য, ব্রহ্মপদ, অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, এমন কি মোক্ষপদ পর্য্যন্ত তুচ্ছাতিতুচ্ছ বলিয়া মনে হয়।

এই শ্লোকে পার্থিব সার্ব্বভৌমপদ হইতে আরম্ভ করিয়া মোক্ষপদ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ কয়েকটি শ্রেষ্ঠপদ অর্থাৎ প্রার্থনীয় বস্তুর উল্লেখ আছে। তাহাতে বিবেচ্য এই যে, যত প্রকার পার্থিব সুখ আছে, তাহার মধ্যে সার্ব্বভৌমপদ অর্থাৎ সসাগরা ধরার আধিপত্য শ্রেষ্ঠ, কিন্তু অল্প পরমায়ুবিশিষ্ট পার্থিবদেহে তাহা অধিককাল ভোগ করিতে পারা যায় না বলিয়া তদপেক্ষা স্বর্গসুখ শ্রেষ্ঠ, কেন না স্বর্গবাসিগণ এক মন্বন্তরকাল জীবিত থাকিয়া জরাবার্দ্ধক্যাদিবিহীন দেহে স্বর্গসুখ ভোগ করিতে পারে। কিন্তু স্বর্গবাসীগণের অনেক অসুরাদির উৎপীড়ন ভোগ করিতে হয় বলিয়া সুতলাদি নাগলোকবাসিগণের সুখভোগই তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মন্বন্তরাবসানে সুতলাদি সর্ব্বলোক ধ্বংস হইয়া যায় বলিয়া তদপেক্ষা ব্রহ্মপদ শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মারও সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হয় বলিয়া ব্রহ্মপদেও বাধ্যবাধকতা আছে, এইজন্য যোগসিদ্ধি তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। যোগসিদ্ধ মহাপুরুষেরও পতনাশঙ্কা আছে বলিয়া মোক্ষপদই তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মোক্ষপদ পাইলে আর পুনর্ব্বার সংসারে আসিতে হয় না এবং মোক্ষপদের কদাপি ধ্বংস হয় না, এই জন্য মোক্ষপদের মত উচ্চপদ আর নাই।

কালিয়পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, হে ভগবন্! যাঁহারা আপনার চরণরেণুর শরণাগতি লাভ করিতে পারে, তাহাদের নিকট মোক্ষপদও অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়, কেননা মোক্ষপদ লাভ করিয়া তাহা কেহ উপভোগ করিতে পারে না, মুক্ত জীব শ্রীভগবানের নির্ব্বিশেষ স্বরূপে সাযুজ্য লাভ করিয়া সর্ব্ববিধ সুখদুঃখের অতীত হইয়া যায়। আপনার চরণে শরণাগতি লাভ করিতে পারিলে চিরদিনের জন্য আপনার সেবানন্দ আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হওয়া যায়।

ব্রহ্মানন্দো ভবদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ। নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি॥ (স্কন্দপুরাণম্)

ব্রহ্মানন্দ যদি পরার্দ্ধগুণে গুণিত হয়, তাহা হইলেও ভক্তিসুখসমুদ্রের বিন্দুকণিকার সহিতও তাহার তুলনা হয় না। সেইজন্য আপনার চরণে শরণাগত ব্যক্তির নিকট ব্রহ্মানন্দও তুচ্ছাতিতুচ্ছ বলিয়া মনে হয়।

নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে। ভূতাবাসায় ভূতায় পরায় পরমাত্মনে ॥ ৩৯

জ্ঞানবিজ্ঞাননিধয়ে ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে। অগুণায়াবিকারায় নমস্তে প্রাকৃতায় চ ॥ ৪০

সংসারচক্রে ভ্রাম্যমান জীবগণ পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু প্রভৃতির কবলগ্রস্ত হয় এবং নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে নানাযোনিতে ভ্রমণ এবং নানাবিধ সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে, কিন্তু কেহই কোনদিন পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। যতই ছোট কিংবা যতই বড় হউক না কেন, দেহধারী জীবগণ কদাপি অভাব ও অপূর্ণতার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না। ক্ষুদ্র কীটাণু হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সকলেই কালগ্রস্ত এবং নানাবিধ অভাব অভিযোগাদিতে সর্ব্বদাই অপূর্ণ। কেহই কোনদিন কোনপ্রকারে নিজ জীবনের পূর্ণতা অনুভব করিতে পারে না এবং দুঃখদৌর্ম্মনস্যাদি বিহীন হইতে পারে না। এইভাবে সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করিতে করিতে যদি কাহারও কোনও ভাগ্যে আপনার চরণাশ্রয় প্রাপ্তির বাসনা হয়, তাহা হইলে তাহার তৎক্ষণাৎ সর্ব্ববিধ দুঃখ, দৈন্য, অভাব অভিযোগ প্রভৃতির নিবৃত্তি হইয়া যায় এবং ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্ববিধ সুখসম্পদ্ তাহার করতলগত হইয়া যায়।

সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে। নদীর প্রবাহে যৈছে কাষ্ঠ লাগে তীরে ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

আপনার চরণে শরণাগতি লাভ করা দূরের কথা, শরণাগতি লাভের ইচ্ছামাত্রেই জীবের সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইয়া যায়। তাই বলিতেছি যে, কালিয়ের কি অনির্ব্বচনীয় মহাভাগ্য যে, সে অযাচিতভাবে আপনার চরণে চিরশরণাগতি লাভ করিয়া চিরকৃতার্থ হইয়া গেল। কালিয়ের মত মহাপরাধীর পক্ষে ইহা সর্ব্বতোভাবে অসম্ভব হইলেও আপনার কৃপায় সকলই সম্ভব হইতে পারে, ইহা ব্যতীত ইহাতে আমাদের আর কিছুই ধারণা করিবার সাধ্য নাই ॥ ৩১—৩৮

**অন্বয়ঃ।**—ভগবতে (অতর্ক্যানন্তৈশ্বর্য্যনিধয়ে) পুরুষায় (হৃদয়াদিপুরু অন্তর্য্যামিরূপেণ বর্ত্তমানায়) মহাত্মনে (অপরিচ্ছিন্নায়) ভূতাবাসায় (আকাশাদ্যাশ্রয়ায়) ভূতায় (সৃষ্টেঃ পূর্ব্বমপি সতে) পরায় (কারণায়) পরমাত্মনে (কারণাতীতায়) তুভ্যং নমঃ ॥ ৩৯

**মূলানুবাদ।**—হে ভগবন্। আপনি অচিন্ত্য অনন্ত ঐশ্বর্য্যনিকেতন, সর্ব্বান্তর্য্যামী, অপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বভূতাশ্রয়, সকলের আদি, সর্ব্বকারণকারণ এবং কারণাতীত। আমরা আপনার চরণে প্রণাম করি ॥ ৩৯

**শ্রীধরটীকা।**—নমস্তুভ্যং ভগবতে অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যাদিগুণায়। তদুপপাদনায় দশভিঃ শ্লোকৈর্বিশেষণানি। পুরুষায় পুরু অন্তর্য্যামিরূপেণ বর্ত্তমানায়। মহাত্মনে এবমপি নাতিপরিচ্ছিন্নায়। কুতঃ? ভূতাবাসায় আকাশাদ্যাশ্রয়ায়। এতদপি কুতঃ? ভূতায় পূর্ব্বমপি সতে। কুতঃ পরাপরকারণায়। কিঞ্চ পরমাত্মনে কারণাতীতায় ॥ ৩৯

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—এবং দণ্ডমনুমোদমানা এবেদৃশ্যেপ্যেতাবদনুগ্রহেণাশ্চর্য্যং মত্বা তৎপরিহারায় মিথো-বিরোধিনানাধর্ম্মাশ্রয়ত্বং দর্শয়ন্ত্যোঽতর্ক্যশক্তিতাস্ফূর্ত্ত্যা ক্ষমাপণদৈন্যেন চ প্রণমন্তি নম ইতি দশভিঃ। ভগবতেঽতর্ক্যা-নন্তৈশ্বর্য্যনিধয়েঽতএব সর্ব্বে বিরোধাস্তয়ি বিলীয়ন্ত ইতি স্তুবন্তি নম ইতি দশভিঃ। এতচ্চ প্রায়োহেতুহেতুমদ্বাদি-প্রদর্শনেন তৈরপি ব্যঞ্জিতমেব। যদ্বা। পুরুষায়েত্যাদিবিশেষণানাং মধ্যে প্রায়ো দ্বাভ্যাম্ অতিদুর্ঘটতয়া ক্বচিদে-কৈকো বিরোধঃ ক্বচিত্তু বিশ্ববৈলক্ষণ্যেন বিস্ময়ো দ্রষ্টব্যঃ। তথাহি পুরুষায়াপি মহাত্মনে ব্যাপকায়। ভূতাবাসায় সর্ব্বজীবেষন্তর্য্যামিতয়া নিয়ামকায় অথচ ভূতায় জীবানাং তদংশত্বেনাভেদাৎ জীবরূপায় তদ্রূপত্বেন নিজমায়েত্যর্থঃ। যদ্বা। ভূতাবাসায় জননিবাসায় ভূতায় গৃহীতজন্মনে। তথাচ বক্ষ্যতি স্কন্ধান্তে। জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদ ইত্যদ্ভুতত্বমেব। পরায় সর্ব্বতো ভিন্নত্বেন স্থিতায় অথচ পরমাত্মনে সর্ব্বেষাং হৃদি হৃদি বর্ত্তমানায় ॥ ৩৯

নমোঽনন্তায় সূক্ষ্মায় কূটস্থায় বিপশ্চিতে। নানাবাদানুরোধায় বাচ্যবাচকশক্তয়ে॥ ৪৩

নমঃ প্রমাণমূলায় কবয়ে শাস্ত্রযোনয়ে। প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় নিগমায় নমো নমঃ॥ ৪৪

**শ্রীধরটীকা।**—তদেবাহুঃ ভূতমাত্রেন্দ্রিয়প্রাণমনোবুদ্ধ্যাশয়াত্মনে। আশয়শ্চিত্তম্। ভূতাদিরূপায় অতঃ সর্ব্ব-কারকরূপায়েতি। অহঙ্কারাত্মতয়া নমস্যন্তি ত্রিগুণেনেতি। এবং সৃষ্টে কার্য্যে যস্ত্রিগুণোঽভিমানত্বেন গূঢ়া স্বাংশ-ভূতানামাত্মনাং জীবানামনুভূতির্যেন তস্মৈ॥ ৪২

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—ভূতাদীনামাত্মনে চেতয়িত্রে জ্ঞানপ্রদায়েত্যর্থঃ। অথচ গূঢ়া মায়য়া আচ্ছাদিতা স্বাংশভূতানাং জীবানামনুভূতিরাত্মতত্ত্বজ্ঞানং যেন তস্মৈ নমঃ॥ ৪২

**অন্বয়ঃ।**—অনন্তায় (অহঙ্কারাপরিচ্ছিন্নায়) সূক্ষ্মায় (অজ্ঞেয়ায়) কূটস্থায় (উপাধিকৃতবিকাররহিতায়) বিপশ্চিতে (সর্ব্বজ্ঞায়) নানাবাদানুরোধায় (অস্তি নাস্তি সর্ব্বজ্ঞঃ অল্পজ্ঞঃ বদ্ধঃ মুক্তঃ একঃ অনেকঃ ইত্যাদীন্ নানাবাদান্ অনুরুণদ্ধি মায়য়া অনুবর্ত্ততে যস্তস্মৈ) বাচ্যবাচকশক্তয়ে (অভিধেয়াভিধানশক্তিভেদাদপি নানাত্বেন প্রতীয়মানায়) নমঃ (তুভ্যং নমস্কুর্ম্মঃ)॥ ৪৩

**মূলানুবাদ।**—আপনি অনন্ত, অজ্ঞেয়, নির্বিকার এবং সর্ব্বজ্ঞ। আপনি নানা মতবাদিগণের নিকট অস্তি, নাস্তি, এক, অনেক প্রভৃতি নানাভাবে প্রতিপন্ন হইয়া থাকেন। আপনিই বাচ্য এবং বাচক দ্বিবিধ শক্তির আশ্রয়। আমরা আপনার চরণে প্রণাম করি॥ ৪৩

**শ্রীধরটীকা।**—স্বস্ত অহঙ্কারানাবৃত ইতি স্তুবন্তি। নমোঽনন্তায় অহঙ্কারাপরিচ্ছেদাৎ। অতঃ সূক্ষ্মায় অদৃশ্যত্বাৎ। অতএব কূটস্থায় উপাধিকৃতবিকারাভাবাৎ। অতএব বিপশ্চিতে সর্ব্বজ্ঞায়। এবং বস্তুতঃ স্তুত্বা অচিন্ত্য-মায়ত্বেন স্তুবন্তি। নানাবাদানুরোধায় অস্তি নাস্তি সর্ব্বজ্ঞঃ কিঞ্চিজ্জ্ঞো বদ্ধো মুক্ত একোঽনেক ইত্যাদি নানা-বাদান্ অনুরুণদ্ধি মায়য়া অনুবর্ত্ততে যস্তস্মৈ। কিঞ্চ বাচ্যবাচকশক্তয়ে অভিধানাভিধেয়শক্তিভেদাদপি নানাত্বেন প্রতীয়মানায়েত্যর্থঃ॥ ৪৩

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—অনন্তায় পরমমহতে অথচ সূক্ষ্মায়। কূটস্থায় নির্ব্বিকারায় অথচ বিপশ্চিতে বিচিত্রবৈদগ্ধীগুরবে, নানাবাদানন্বরোধয়তি প্রবর্ত্তয়তি ইতি তস্মৈ। যতঃ বাচ্যবাচকয়োঃ অর্থশব্দয়োঃ শক্তির্যস্মাত্তস্মৈ॥ ৪৩

**অন্বয়ঃ।**—প্রমাণমূলায় (প্রমাণানাং চক্ষুরাদীনাং মূলায় প্রকাশকায়) কবয়ে (স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানায়) শাস্ত্র-যোনয়ে (শাস্ত্রমেব যোনিঃ প্রমাণং যস্য তদ্রূপায়, শাস্ত্রাণাং যোনয়ে উদ্ভবস্থানায়েতি বা), প্রবৃত্তায় (প্রবৃত্তিশাস্ত্র-রূপায়) নিবৃত্তায় (নিবৃত্তিশাস্ত্ররূপায়) নিগমায় (প্রবৃত্তিনিবৃত্তিশাস্ত্রমূলবেদাত্মকায়) নমো নমঃ (তুভ্যং নমো নমঃ)॥ ৪৪

**মূলানুবাদ।**—আপনি সর্ব্ববিধ প্রমাণের মূলস্বরূপ, আপনি স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবান্ এবং সর্ব্বশাস্ত্রের উদ্ভব-স্থান। আপনিই প্রবৃত্তিশাস্ত্র, আপনিই নিবৃত্তিশাস্ত্র এবং আপনিই তাহার মূল স্বরূপ নিগমশাস্ত্র। আমরা আপনার চরণে প্রণাম করি॥ ৪৪

**শ্রীধরটীকা।**—অনাবৃতত্বমেব হেত্বন্তরেণাপি সূচয়ন্ত্যঃ স্তুবন্তি। নমঃ প্রমাণমূলায় চক্ষুরাদীনাং চক্ষুরাদি-রূপায়। অতএব কবয়ে স্বয়ং তন্নিরপেক্ষজ্ঞানায়। কুতঃ শাস্ত্রযোনয়ে বেদাত্মনিশ্বাসায়। কিঞ্চ প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় নিগমায় নমো নমঃ॥ ৪৪

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—অতঃ প্রমাণং শ্রীভাগবতশাস্ত্রসারসংগ্রহাঃ বেদাস্তস্য মূলায় কারণায়াশ্রয়ায় বা।

নমঃ কৃষ্ণায় রামায় বসুদেবসুতায চ। প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ॥ ৪৫

নমো গুণপ্রদীপায গুণাত্মাচ্ছাদনায চ। গুণবৃত্ত্যুপলক্ষ্যায গুণদ্রষ্ট্রে স্বসংবিদে॥ ৪৬

কবযে স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানায, অথচ শাস্ত্রযোনযে শাস্ত্রমেব যোনিঃ প্রমাণং যস্য শাস্ত্রযোনিত্বাদিত্যত্র তথা তথা ব্যাখ্যানাৎ। প্রবৃত্তং নিবৃত্তঞ্চ শাস্ত্রং তদুভযস্মা অপি নিগমরূপায অদ্ভুতত্বেন পুনর্নমো নম ইতি॥ ৪৪

অন্বয়ঃ।—রামায ( সঙ্কর্ষণরূপায ), বসুদেবসুতায ( বাসুদেবরূপায ) প্রদ্যুম্নায ( প্রদ্যুম্নরূপায় ) অনিরুদ্ধায ( অনিরুদ্ধরূপায ) সাত্বতাং পতযে ( ভক্তজনপরিপালকায ) কৃষ্ণযে ( বাসুদেবাদিচতুর্ব্যূহাণাং মূলস্বরূপায স্বয়ং ভগবতে নন্দনন্দনায ) নমঃ ( তুভ্যং নমঃ )॥ ৪৫

মূলানুবাদ।—আপনিই বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহস্বরূপ এবং আপনিই তাহার মূলস্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। আমরা আপনার চরণে প্রণাম করি॥ ৪৫

শ্রীধরটীকা।—কিঞ্চ অনাবৃতৈশ্বর্য্যত্বাদেব চতুর্মূর্ত্তিরূপেণ সর্ব্বোপাস্যত্বেন নমন্তি নমঃ কৃষ্ণায়েতি শ্লোকেন। রামায সঙ্কর্ষণায। বসুদেবসুতায চ। বসুদেবশব্দিতং শুদ্ধং সত্ত্বং তত্র প্রকাশমানায বাসুদেবায়েত্যর্থঃ। সাত্বতামুপাসকানাং পতয়ে সালোক্যাদিনা পালকায। এবং চতুর্মূর্ত্তযে কৃষ্ণায় তুভ্যং নম ইতি॥ ৪৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—কিঞ্চ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণোঽপি ত্বমেকশ্চতুর্ব্বিধশ্চেতি বদন্ত্যস্তত্রৈব নতিং পর্য্যবসাযয়ন্তি নম ইতি সাত্বতামুপাসকানাং পতয ইতি। পতিত্বেনৈক্যমেব সাধিতম্। অন্যথানর্থাপত্তিঃ স্যাৎ। তথাচোক্তং পঞ্চমস্কন্ধে শ্রীলক্ষ্মীদেব্যা। স বৈ পতিঃ স্যাদকুতোভযঃ স্বযং সমন্ততঃ পাতি ভয়াতুরং জনম্। স এক এবেতরথা মিথোভযমিতি। অন্যত্রৈঃ। যদ্বা। কৃষ্ণাযেতি প্রস্তুতত্বাৎ শ্রীনন্দনন্দনরূপায। বক্ষ্যং ব্রজেশসুতযোরনুবেণুজুষ্টম্ ইত্যাদি প্রসিদ্ধ্যা রামায চ তদ্রূপায বসুদেবসুতায় চ, তস্মৈ তস্মৈ তৎসহযোগেন প্রদ্যুম্নায অনিরুদ্ধায চ তদ্ব্যূহান্তঃপাতিনে। এবমত্র কৃষ্ণায়েতি বাসুদেবান্তরস্য ব্যাবৃত্ত্যর্থং রামাযেতি সঙ্কর্ষণান্তরস্য। অতএব বসুদেবসুতাযেতি ক্রমেণ ধর্ম্মপুত্রাদেঃ দশরথপুত্রাদেশ্চ তত্তৎসহযোগেন প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধযোশ্চান্যযোরিতি তেন সাত্বতা যাদবা এব তদেবং নিত্যত্বমপি সূচিতম্। তথাচ শ্রীগোপালতাপন্যাম্। সংপ্রাপ্য মথুরাং রম্যাং সদা ব্রহ্মাদিসেবিতাম্। শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গরক্ষিতাং মুষলাদিভিঃ॥ যত্রাসৌ সংস্থিতঃ কৃষ্ণঃ ত্রিভিঃ শক্ত্যা সমাহিতঃ। রামানিরুদ্ধপ্রদ্যুম্নৈঃ রুক্মিণ্যা সহিতো বিভুরিতি। ত্রিভিঃ রামাদিভিঃ শক্ত্যা চ রুক্মিণ্যেত্যর্থঃ। এবমেবোক্তং মথুরা ভগবান্ যত্রেতি। বসুদেবসুতায চেতি শ্রীকৃষ্ণপক্ষে চকারাৎ শ্রীনন্দগোপকুমারায, প্রাগযং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাত ইতি ন্যায়েন বসুদেবসুতায চেত্যর্থঃ। শ্রীরামপক্ষে তাতং ভবন্তং মঘান ইতি বক্ষ্যং ব্রজেশসুতযোরিতি ব্যবহারেণ শ্রীনন্দগোপকুমারায চেত্যর্থঃ॥ ৪৫

অন্বয়ঃ।—গুণপ্রদীপায় ( ভক্তান্ প্রতি, স্বরূপভূতানাং ভক্তবাৎসল্যাদিগুণানাং প্রকাশকায় ) গুণাত্মাচ্ছাদনায় চ ( অভক্তান্ প্রতি তু প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ স্বস্বরূপাচ্ছাদনায, ) গুণবৃত্ত্যুপলক্ষ্যায ( গুণানাং জড়ানামপি সত্ত্বাদিগুণত্রয়াণাং বৃত্ত্যা প্রবৃত্ত্যা উপলক্ষ্যায তৎপ্রবর্ত্তকত্বেনানুমেয়ায় ) গুণদ্রষ্ট্রে ( ঈক্ষণেনৈব গুণনিযন্ত্রে ) স্বসংবিদে ( স্বপ্রকাশস্বরূপায ) নমঃ ( তুভ্যং নমঃ )॥ ৪৬

মূলানুবাদ।—আপনি আপনার ভক্তগণের নিকট ভক্তবাৎসল্যাদি গুণ প্রকাশ করেন এবং মাযাগুণ দ্বারা অভক্তের নিকট আত্মগোপন করেন। সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই ত্রিগুণের কার্য্যশক্তিতে আপনারই স্বরূপের অনুমান হয, আপনিই জড়স্বরূপ ত্রিগুণের নিয়ন্তা এবং স্বপ্রকাশ, আমরা আপনার চরণে প্রণাম করি॥ ৪৬

শ্রীধরটীকা।—কথং চতুর্মূর্ত্তিতেতি তদাহুঃ নমো গুণপ্রদীপাযেতি। গুণা অন্তঃকরণানি তানি প্রদীপবদ্ভাতি

অব্যাকৃতবিহারায় সর্ব্বব্যাকৃতসিদ্ধয়ে। হৃষীকেশ নমস্তেঽস্তু মুনয়ে মৌনশীলিনে॥ ৪৭

প্রকাশয়তীতি তথা তস্মৈ। চিত্তাদ্যধিষ্ঠাতৃত্বেন চতুর্ম্মূর্ত্তিতেত্যর্থঃ। নন্থ তথাপ্যেকস্তৈব কথং চতুষ্টয়ত্বমত আহুঃ, গুণাত্মাচ্ছাদনায় তৈরেব গুণৈরুপাসকানাং ফলবৈচিত্র্যায় আত্মানমাচ্ছাদ্য নানাত্বেন প্রকাশমানায়েত্যর্থঃ। নন্থ তর্হি কথং প্রতীতিরত উক্তং গুণবৃত্ত্যুপলক্ষ্যায় চিত্তাদীনাং চেতনাধ্যবসায়াদিবৃত্তিভিরুপলক্ষ্যায় উপলক্ষণমেবাহুঃ। গুণদ্রষ্ট্রে তৎসাক্ষিণে। কথঞ্চিদুপলক্ষ্য এব ন জ্ঞেয় ইত্যাহুঃ স্বসংবিদে অগোচরায়েত্যর্থঃ॥ ৪৬

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তদেবং ভক্তান্ প্রতি গুণপ্রদীপায় স্বরূপভূতানামৈশ্বর্য্যাদিগুণানাং প্রকাশকায়। অভক্তান্ প্রতি তু গুণৈঃ প্রাকৃতৈরাত্মাচ্ছাদনায়। যদ্যপ্যেবং তথাপি তেষাং প্রাক্ গুণানাং জড়ানাম্ অপি বৃত্ত্যা প্রবৃত্ত্যোপলক্ষ্যায় তৎপ্রবর্ত্তকত্বেনানুমেয়ায়। তৎপ্রবর্ত্তকত্বমেব কথং তত্রাহ তদ্দ্রষ্ট্রে বীক্ষামাত্রেণেতি ভাবঃ। স্বয়ন্তু স্বসংবিদে স্বপ্রকাশস্বরূপগুণরূপায়। যদ্বা। এবং যাদবসম্বন্ধেঽপি গোকুলসম্বন্ধ এব গরীয়ানিত্যাহুঃ। প্রেমবশ্যতাদীনাং গুণানাং প্রকর্ষেণ প্রকাশকায় তাদৃশগুণপ্রকাশেনাপ্যাত্মাচ্ছাদনায় চ আবৃতনিজৈশ্বর্য্যায়। গুণৈ-র্দামভিরাত্মানমাচ্ছাদয়সি তথা তস্মৈ বা। দামোদরত্বে শ্রীযশোদয়া বহুভির্দামভির্বন্ধনাৎ। তথাপি যমলার্জ্জুন-মোচনাদিলক্ষিতানাং দাম্নামেব বা বহূনামপ্যপর্য্যাপ্তানাং বৃত্ত্যা বর্ত্তনেন জ্ঞেয়ায়। কিন্তু গুণদ্রষ্ট্রে দাম্নাং তেষামেব দ্রষ্ট্রে, ভীত্যা মুহুর্দর্শনপরায়। অথচ স্বেষু বয়স্যবালকেষু তদানীমপি নবনীতচৌর্য্যাত্মর্থং সংবিদঃ সঙ্কেতো যস্তেতি ইদমদ্ভুতমেব॥ ৪৬

অন্বয়ঃ।—অব্যাকৃতবিহারায় (অব্যাকৃতঃ প্রপঞ্চাতীতঃ বিহারো যস্য তস্মৈ, অতর্ক্যমহিম্নে ইতি বা।) সর্ব্বব্যাকৃতসিদ্ধয়ে (সর্ব্বত্র ব্যাকৃতেন প্রাপঞ্চিকলীলত্বেনৈব সিদ্ধিঃ প্রসিদ্ধির্যস্য তস্মৈ। যদ্বা সর্ব্বেষাং ব্যাকৃতানাং মহদাদীনাং সিদ্ধির্যস্মাৎ তস্মৈ,) হৃষীকেশ (হে করণপ্রবর্ত্তক।) মুনয়ে (আত্মারামায়) মৌনশীলিনে (আত্মারাম-স্বভাবায়) তে (তুভ্যং) নমঃ অস্তু॥ ৪৭

মূলানুবাদ।—আপনার লীলা প্রপঞ্চাতীত হইলেও প্রাপঞ্চিক বলিয়াই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। হে হৃষীকেশ। আপনি আত্মারাম এবং আত্মারামস্বভাব। আমরা আপনার চরণে প্রণাম করি॥ ৪৭

শ্রীধরটীকা।—অগোচরত্বমুপলক্ষ্যত্বঞ্চ দর্শয়ন্ত্যো নমন্তি। অব্যাকৃতবিহারায় অতর্ক্যমহিম্ন ইত্যর্থঃ। সর্ব্ব-ব্যাকৃতসিদ্ধয়ে সর্ব্বকার্য্যোৎপত্তিপ্রকাশহেতুত্বেনোপলক্ষণযোগ্যায়েত্যর্থঃ। উপলক্ষণান্তরমাহুঃ। হে হৃষীকেশ করণ-প্রবর্ত্তক। কিং বিষয়লিপ্সয়া ন। মুনয়ে আত্মারামায়। কিং সাধনবশেন বা নহি, মৌনশীলিনে মৌনমাত্মারামতা তৎস্বভাবায়॥ ৪৭

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অব্যাকৃতঃ প্রপঞ্চাতীতো বিহারো যস্য। অথচ সর্ব্বত্র ব্যাকৃতেন তত্তল্লীলত্বেন সিদ্ধিঃ প্রসিদ্ধির্যস্য, সর্ব্বব্যাকৃতস্যৈব সিদ্ধিস্তত্তল্লীলাসাধকতা যস্যেতি বা। তদুক্তং, "প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপীতি।" অব্যাকৃতলীলত্বাদেব "পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমশ্লোকলীলয়া। গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্" ইত্যাদিকং ঘটত ইত্যাহুঃ। হৃষীকেশ, হে স্বস্মিন্নাত্মারামপর্য্যন্তানাং সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রবর্ত্তকেতি। মুনয়ে আত্মারামায়। অথবা অকারপ্রশ্লেষেণ অমৌনশীলিনে তদ্বিপরীতশ্রীগোকুলানন্দনলীলায়। যদ্বা। ন ব্যাকৃতো ন ব্যক্তো বিহারো দধিপয়শ্চৌর্য্যাদিচেষ্টা যস্য, তথাপি সর্ব্বৈরেব ব্যাকৃতা তন্মাত্রাদিভ্যো ব্যাখ্যাতা সিদ্ধিস্তচ্চেষ্টা ফলং দধিপয়ো-ভক্ষণাদিকমপি যস্য তস্মৈ। অহো।। তেন চ সর্ব্বেষাং প্রীতিরেবাসীদিত্যাহুঃ, হৃষীকেশ হে সর্ব্বেন্দ্রিয়বশীকারি-গুণগণেতি। কিঞ্চ তত্রোপালম্ভনাদৌ মুনয়ে মৌনশীলিনে ইতি স্বান্তঃকরণনিহিততাদৃশবচনেঽপি বহির্মৌনেন সুপ্রতীকো যথাস্ত ইত্যেবমুক্তরূপো যস্তস্মা ইত্যর্থঃ। শ্লোকদ্বয়েঽস্মিন্নর্থান্তরাচ্ছন্নতয়োক্তিরিয়ং প্রভুতাস্ফুরণাৎ সঙ্কোচেনেতি জ্ঞেয়ম্॥ ৪৭

পরাবরগতিজ্ঞায় সর্ব্বাধ্যক্ষায় তে নমঃ । অবিশ্বায় চ বিশ্বায় তদ্দ্রষ্ট্রেঽস্য চ হেতবে ॥ ৪৮

অন্বয়ঃ । পরাবরগতিজ্ঞায় (পরাণাং সূক্ষ্মাণাম্ অবরাণাং স্থূলানাঞ্চ জ্ঞাত্রে) সর্ব্বাধ্যক্ষায় (সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রে) অবিশ্বায় (বিশ্বাতীতায়) বিশ্বায় (বিশ্বরূপায়) তদ্দ্রষ্ট্রে (বিশ্বনিয়ন্ত্রে) অস্য হেতবে (বিশ্বকারণায়) তে (তুভ্যং) নমঃ ॥ ৪৮

মূলানুবাদ।—আপনি কারণ ও কার্য্যের তত্ত্বজ্ঞ, আপনি সর্ব্বাধিষ্ঠাতা, আপনি বিশ্বাতীত, বিশ্বরূপ, বিশ্বনিয়ন্তা এবং বিশ্বকারণ। আমরা আপনার চরণে প্রণাম করি ॥ ৪৮

শ্রীধরটীকা।—কুতঃ পরাবরগতিজ্ঞায় স্থূলসূক্ষ্মাণাং গতিজ্ঞত্বেন ন ক্বাপি সজ্জমানায়েত্যর্থঃ অপি চ সর্ব্বা-ধ্যক্ষায় সর্ব্বস্যাধিষ্ঠাত্রে। কুত এতৎ, অবিশ্বায় ন বিশ্বং যস্মিংস্তন্নিষেধাবধয়ে। বিশ্বায় চ তদ্বিবর্ত্তাধিষ্ঠানায়েত্যর্থঃ। কিঞ্চ তদ্দ্রষ্ট্রে অধ্যাসাপবাদসাক্ষিণে, অপি চ অস্য বিশ্বাধ্যাসস্য তদপবাদস্য চ অবিদ্যাবিদ্যাভ্যাং হেতবে। যদ্বা অবিশ্বায় বিশ্বৈতজ্জ্ঞাত্বত্বাসক্তায়। বিশ্বায় চ মায়য়া স্বাংশেন তদবস্থায়, তদ্দ্রষ্ট্রে তাসামবস্থানং ভাবাভাব-সাক্ষিণে। অন্যৎ সমানম্। তস্মাৎ সর্ব্বগতিজ্ঞত্বসর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্বাদিভির্নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যায় তুভ্যং নম ইতি। নিঃশেষণবসঙ্কীর্ণৈঃ পদপঞ্চাশতা স্তুতঃ। অষ্টাভিঃ প্রসন্নো বসানামিব ভবেহরিঃ ॥ ৮

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তাদৃশাতর্ক্যলীলত্বে হেতুঃ পরাবরগতিজ্ঞায় তত্ত্বজ্ঞাত্বেন তত্তত্তোষ নতু হেলায় তথাপি সম্প্রতি সর্ব্বেষামধ্যক্ষায়, অস্যাপি অধিরক্ষ্য বর্ত্ততে ইতি প্রত্যক্ষায়। কিঞ্চ ন বিদ্যতে বিশ্বং যত্র তস্মৈ, তথাপি বিশ্বায়। তদেব প্রতিপাদয়ন্তি "তদ্দ্রষ্ট্রেঽস্য চ হেতবে" দ্রষ্টৃত্বাৎ দৃশ্যাদন্যাত্মিয়ায়। উপাদান-রূপাৎ তদব্যতিরিক্তমিদমিতি বিশ্বরূপায়। শ্রীগোপাললীলাপক্ষেঽপি বিশ্বায় স্বোদরে তদ্দর্শিতবতে ইত্যর্থঃ। তদ্দ্রষ্ট্রে ব্রহ্মমোহাপনোদনেঽপি জনাবৃতজ্ঞানস্বভাবেন সর্ব্বানিকবলরূপেণ তদ্দ্রষ্ট্রে নতু তত্তন্মায়াপাদনয়ে। তথা তত্ত-চ্চতুর্ভুজরূপেণাস্য চ হেতবে স্থিত্যাদিকারণায় ইতি। "অস্যৈব ভবতেঽস্য কিং মম নতে" ইত্যাদি দৃষ্ট্যা তত্তৎ সম্মর্শনীয়ম্। এবং সর্ব্ববিরোধাশ্রয়ত্বেনৈবাচিন্ত্যশক্তিত্বং তেনৈব চৈশ্বর্য্যমিতি পূর্ব্বমপি প্রতিপাদিতম্ অতো বিশেষবিরোধাশ্রয়সাম্প্রাপ্যত্বাপাস্তগ্রস্তে যুক্ত এবেতি ভাবঃ ॥ ৪৮

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—স্বয়ং ভগবান্ স্বতন্ত্রলীল-ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ, মহাদুষ্ট কালিয়ের প্রতি যে দণ্ডবিধান করিয়াছেন, তাহা কালিয়পত্নীগণ সর্ব্বতোভাবে ন্যায্য বলিয়া সমর্থন করিয়া পরিশেষে বলিলেন, "হে ভগবন্। আপনি যে কালিয়ের মস্তকে পুনঃ পুনঃ পদপ্রহার করিয়া তাহার সর্ব্ববিধ গর্ব্ব খর্ব্ব করিলেন, তাহা আপাততঃ দণ্ড বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা আপনার পরমানুগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই নহে। আপনার এত অনুগ্রহ অন্য কেহ পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কেননা আপনার চরণস্পর্শাধিকার লাভ করা ব্রহ্মাদি দেবগণ, এমন কি লক্ষ্মীর পর্য্যন্ত সুদুর্লভ। তাই বলিতেছি যে, কালিয় কোন্ পুণ্যবলে, কোন্ সাধনে, কোন্ ধর্ম্মানুষ্ঠানে, কোন্ তপস্যায় যে এতাদৃশ ভাগ্য লাভ করিল, তাহা আমরা কিছুতেই ধারণা করিতে পারিতেছি না। তাই মনে হয়, আপনার অচিন্ত্য কৃপাবৈভবই ইহার একমাত্র মূল কারণ। কালিয়ের দুষ্টতা এবং তাহার উপর আপনার এইরূপ কৃপা বিতরণ, অত্যন্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হইলেও আপনার বিরুদ্ধধর্ম্মের স্বরূপ সমালোচনা করিলে কিছুমাত্র অসম্ভব কিংবা বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। আপনাতে কিছুই বিরুদ্ধ নহে এবং আপনার নিকটে সকল বিরোধেরই চূড়ান্ত সমাধান হইয়া যায়। আপনার অচিন্ত্য শক্তির হিসাব করিয়া কিংবা তাহাকে যুক্তিসিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া বৃথা কালক্ষেপ করা অপেক্ষা আপনার অচিন্ত্যশক্তিবৈভবে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আপনার চরণে নত হইয়া থাকাই একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে হয়। অতএব আমরা আপনার চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি।

আপনার স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য, মাহাত্ম্য প্রভৃতি কোন বিচারেই আমাদেব প্রয়োজন নাই। আপনাব স্বরূপাদি সমস্তই অচিন্ত্যশক্তিময়, অতএব আপনার চরণে প্রণতি ব্যতীত কাহারও অন্য কোন গতি নাই।" এই কথা বলিয়া কালিয়পত্নীগণ কৃষ্ণেব অচিন্ত্যশক্তিবৈভব কীর্ত্তন ও তাঁহাব চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন।

কালিয়পত্নীগণ বলিলেন "হে ভগবন্! আপনি অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিনিকেতন, আপনার অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে আপনার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে, কিংবা আপনার অনন্তশক্তিগণেব পরস্পব কোনই বিরোধ নাই। আপনি পুরুষরূপে সর্ব্বজগৎকারণ প্রকৃতিতে, অনন্তব্রহ্মাণ্ডে ও অনন্তজীব হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিয়াও অপরিচ্ছিন্ন। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে আপনাব অপরিচ্ছিন্নতা এবং "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" "শ্রীভগবান্ জগৎ সৃষ্টি করিয়া অন্তর্য্যামিরূপে জগতে প্রবেশ করিলেন" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে আপনাব অন্তর্য্যামিতার পরিচয় পাওয়া যায়। যাহা অপরিচ্ছিন্ন তাহা কখনও কুত্রাপি প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু আপনি আপনার অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী হইয়াও ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে এবং ব্রহ্মাণ্ডস্থ অনন্ত জীবহৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট। আপনাব অপরিচ্ছিন্নতাই সত্য এবং অন্তর্য্যামিরূপে জীবহৃদয়ে প্রবেশ মায়িক, ঔপাধিক, কিংবা ভ্রমকল্পিত বলিয়া সামঞ্জস্য করা অপেক্ষা আপনাব অচিন্ত্যশক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহা দ্বারা আপনাব স্বরূপ ও লীলাব সামঞ্জস্য করাই সমীচীন। আপনি সর্ব্বভূতেব ও সর্ব্বজীবেব আশ্রয় হইয়া আপনিই সর্ব্বভূত ও সর্ব্বজীবরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। আকাশাদি সর্ব্বভূত আপনারই মায়াশক্তির বিকার, সুতরাং তাহা আপনা হইতে পৃথক্ নহে, অনন্ত জীবও আপনারই অংশ, সুতরাং তাহারাও আপনা হইতে পৃথক্ নহে। আপনি সর্ব্বভূতেব আশ্রয় হইয়াও সর্ব্বভূতস্বরূপ এবং সর্ব্বজীবেব নিয়ন্তা হইয়াও সর্ব্বজীবস্বরূপ। আপনাব পক্ষে সকলই সম্ভব, আপনি সর্ব্বভাবেই অবস্থিত, আপনিই সর্ব্বাত্মক। আপনি "পর" অর্থাৎ সর্ব্বজগৎকারণ অথচ আপনি "পরমাত্মা" অর্থাৎ কারণাতীত। জগতেব স্বরূপ সমালোচনা করিলে তাহাব কারণরূপে আপনাকেই গ্রহণ করিতে হয়, আবার কারণ-লক্ষণ সঙ্গমন করিতে গেলে আপনাব স্বরূপেব সহিত তাহার সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় না। কিন্তু আপনাব অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে আপনাব কারণত্ব এবং কারণাতীতত্ব উভয়ই সম্ভবপর।

হে ভগবন্! আপনাব অচিন্ত্যশক্তিব কথা আর কত বলিব! আপনি জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞানবান্। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে জানা যায় যে, আপনিই জ্ঞান, এবং "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে জানা যায় যে, আপনি সর্ব্ববস্তু বিষয়ক জ্ঞানশালী। (শ্লোকস্থ "জ্ঞানবিজ্ঞাননিধয়ে" এই অংশেব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—"জ্ঞানং জ্ঞপ্তিঃ, বিজ্ঞানং চিচ্ছক্তিঃ, উভয়োর্নিধয়ে তাভ্যাং পূর্ণায়"। কোনও বস্তুবিষয়ক অনুভূতির নাম জ্ঞান এবং যে স্বপ্রকাশ শক্তিবশতঃ তাদৃশ অনুভূতিব প্রকাশ হইয়া থাকে, সেই স্বপ্রকাশতা শক্তি বা চিচ্ছক্তিব নাম বিজ্ঞান। শ্রীভগবান্ জ্ঞান এবং বিজ্ঞান উভয়েই পরিপূর্ণ। ন্যায় ও বৈশেষিক সিদ্ধান্তে কোনও বস্তুবিষয়ক জ্ঞান, গুণরূপে অভিহিত। তাঁহাদেব মতে শ্রীভগবান্ জ্ঞান স্বরূপ হইয়াও জ্ঞান-গুণবান্। অদ্বৈতবাদ সিদ্ধান্তে কোনও বিষয়-বিষয়ক জ্ঞানকে বৃত্তিজ্ঞান বলা হয় এবং তাহা মায়িক ও অনিত্য। এ মতে মায়োপহিত ব্রহ্মেব বৃত্তিজ্ঞান থাকা সম্ভব হইলেও নিরুপাধিক ব্রহ্মেব বৃত্তিজ্ঞান নাই, তিনি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ। বৈষ্ণবদার্শনিক সিদ্ধান্তে শ্রীভগবান্ জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও তিনি তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে সর্ব্বদা সর্ব্ববস্তুবিষয়ক জ্ঞানশালী। তাঁহার সর্ব্ববস্তুবিষয়ক জ্ঞানও অনিত্য কিংবা মায়িক অর্থাৎ সত্ত্বগুণেব বৃত্তি নহে। তিনি মায়াগুণাতীত হইয়াও স্বরূপভূত জ্ঞানে সর্ব্বজ্ঞ। কালিয়পত্নীগণের স্তুতিতেও শ্রীভগবানেব এতাদৃশ অচিন্ত্য-শক্তি প্রদর্শনই উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়।)

হে ভগবান্। আপনি "ব্রহ্ম" অর্থাৎ সজাতীয় বিজাতীয় এবং স্বগতভেদরহিত সচ্চিদানন্দস্বরূপ হইয়াও অনন্তশক্তিনিকেতন। "একমেবাদ্বিতীয়ং" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে জানা যায় যে, আপনি 'অদ্বিতীয়" অর্থাৎ সজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত ভেদবির্জ্জিত, কিন্তু "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে আপনার অনন্ত শক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। শক্তিমান্ বস্তু কখনই অদ্বয় হইতে পারে না, কেননা শক্তিগণের পরস্পর ভেদবশতঃ শক্তিমান বস্তুরও স্বগতভেদ আসিয়া পড়ে। কিন্তু হে ভগবন্! আপনার অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে আপনি অনন্তশক্তিমান্ হইয়াও অদ্বয়।

সজাতীয়াদি ত্রিবিধ ভেদ সম্বন্ধে পঞ্চদশীগ্রন্থে লিখিত আছে যে—

বৃক্ষস্য স্বগতো ভেদঃ পত্রপুষ্পফলাদিভিঃ। বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ॥ (পঞ্চদশী)

প্রতি বস্তুরই স্বগত, সজাতীয় এবং বিজাতীয় এই ত্রিবিধ ভেদ আছে, যেমন কোনও বৃক্ষের পত্র পুষ্প ও ফলাদির পরস্পর ভেদ স্বগত, অন্য বৃক্ষ হইতে ভেদ সজাতীয় এবং কাষ্ঠ পাষাণাদি বস্তু হইতে ভেদ বিজাতীয়।

সচ্চিদানন্দবস্তুর এই ত্রিবিধ ভেদ নাই, যেহেতু তাঁহাতে বৃক্ষাদির মত পত্রপুষ্পাদি অবয়ব বিভাগ না থাকায় স্বগতভেদ সম্ভবপর নহে, সচ্চিদানন্দবস্তু, বৃক্ষাদির ন্যায় বহুসংখ্যক না হওয়ায় তাহার সজাতীয় ভেদ নাই এবং সচ্চিদানন্দবস্তু ছাড়া অন্য কোন বস্তুরই পৃথক্ সত্তা বা অস্তিত্ব না থাকায় তাহার বিজাতীয় ভেদও নাই। এই স্বগত, সজাতীয় এবং বিজাতীয় ভেদরহিত সচ্চিদানন্দবস্তুর নির্ব্বিশেষ প্রকাশই উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম এবং বিগ্রহাকৃতি ও অনন্তশক্তি সমন্বিত সবিশেষ প্রকাশই ভগবান্। অদ্বৈতবাদসিদ্ধান্তে এই সবিশেষপ্রকাশ মায়িক বলিয়া স্বীকৃত এবং নির্ব্বিশেষ ও নিরাকার প্রকাশই মূলতত্ত্বরূপে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। সে মতে সচ্চিদানন্দবস্তুর আকার ও শক্তির নিত্যতা স্বীকার করিলে স্বগত ভেদ নিবারণ করা কঠিন হইয়া পড়ে, কিন্তু বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি স্বীকার করিয়া সর্ব্ববিধ সামঞ্জস্য রক্ষা করা হইয়াছে।

ঈশ্বরের বিভূতিদেহ সব চিদাকার। চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে নিরাকার॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

শ্রীভগবান্ নিরাকার না হইলেও তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে তিনি নরাকারেই অদ্বয়। তাঁহার মৎস্য কূর্ম্মাদি অনন্তমূর্ত্তি থাকিলেও তিনি সজাতীয় ভেদ রহিত। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ এবং অনন্তশক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি স্বগত ভেদরহিত এবং জগৎ, রজ্জু-সর্পের ন্যায় ভ্রমকল্পিত না হইলেও তাহার সহিত তাঁহার বিজাতীয় ভেদ নাই। শ্রীভগবানের অদ্বয়ত্ব রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার শ্রীবিগ্রহ ও অনন্তশক্তিকে মায়িক এবং জগৎকে ভ্রমকল্পিত না বলিয়া তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি স্বীকার করিলেই সবদিকে সামঞ্জস্য হইয়া যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ ও অনন্তশক্তি নিত্য, এবং জগৎও ভ্রম-কল্পিত নহে, তথাপি তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে তিনি অদ্বয় অর্থাৎ সজাতীয়াদি ত্রিবিধ ভেদবির্জ্জিত।

কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন। অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

সর্ব্ব আদি সর্ব্ব অংশী রসিক শেখর। চিদানন্দদেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

কালিয়পত্নীগণও শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয়তা প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন "ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে"—হে ভগবন্। আপনি সজাতীয় বিজাতীয় এবং স্বগত ত্রিবিধ ভেদবিবর্জ্জিত অদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াও অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে অনন্তশক্তিনিকেতন।

আপনি সত্ত্বঃ, রজঃ এবং তমঃ এই ত্রিবিধ প্রাকৃতগুণরহিত এবং প্রাকৃতবিকারশূন্য, কিন্তু আপনি ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিতে ঈক্ষণ করিয়া অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করিয়া থাকেন। আপনি গুণাতীত হইয়াও গুণময়ী প্রকৃতিতে ঈক্ষণ করেন, আপনি কারণাতীত হইয়াও অনন্তব্রহ্মাণ্ডের কারণ, আপনি

নির্ব্বিকার হইয়াও ভক্তজন-পরিপালক। আপনার স্বরূপ ও কার্য্যের বিচার করিতে গেলে যদিও ইহা বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু আপনার অচিন্ত্যমহাশক্তির কথা মনে করিলে সর্ব্বপ্রকার বিরোধের অবসান হইয়া যায়।

হে ভগবন্। আপনার যে মহাশক্তি প্রভাবে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন, স্থিত এবং আপনাতেই বিলীন হইয়া যায়, সেই দুর্দ্দমনীয় মহাশক্তির নাম "কালশক্তি"। এই কালশক্তির প্রভাব অতিক্রম করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। জগৎ এবং জগতের যে কোনও বস্তু এই কালশক্তিরই অধীন। কালচক্রের ঘূর্ণাবর্ত্তের উপর জগৎ প্রতিষ্ঠিত। কালচক্রের আবর্ত্তনে দিবা, রাত্রি, মাস, বৎসর, যুগ, কল্প এবং কত শত শত উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশাদি যে সংঘটিত হইয়া যাইতেছে, তাহার কিছুমাত্র ইয়ত্তা নাই। কালে কত শত শত জগৎ, জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা এবং জগতের অগণিত স্থাবর জঙ্গমাদি যে ভবিষ্যতের পটাবরণ উন্মোচন করিয়া বর্ত্তমানের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইতেছে এবং ক্ষণিক রঙ্গকৌতুকাদি দেখাইয়া অতীতের পটাবরণ মধ্যে অন্তর্হিত হইতেছে, তাহার আর সীমা সংখ্যা নাই। এই মহাভিনয়ের আপনিই প্রবর্ত্তক, আপনিই সূত্রধার, আপনিই নট এবং আপনিই দর্শক।

"যোঽয়ং কালস্তস্য তেঽব্যক্তবন্ধোশ্চেষ্টামাহুশ্চেষ্টতে যেন বিশ্বং" এই শ্রীমদ্ভাগবতবচনে জানা যায় যে যে-মহাশক্তিপ্রভাবে এই বিশ্ব সর্ব্বদাই চেষ্টমান ও সর্ব্বদাই ভ্রাম্যমাণ, সেই কালশক্তি শ্রীভগবানেরই চেষ্টা অর্থাৎ লীলাবিশেষ।

"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ" এই গীতবাক্যে জানা যায় যে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, "আমি লোকক্ষয়কারী অত্যুৎকট কালস্বরূপ"।

কালিয়পত্নীগণও শ্রীভগবান্‌কে বলিলেন "কালায় কালনাভায় কালাবয়বসাক্ষিণে" হে ভগবন্। আপনি কাল-স্বরূপ কালচক্রের মধ্যবলয়, মধ্যকেন্দ্রস্থ কীলক এবং প্রবর্ত্তক। কালাবয়ব অর্থাৎ কালসৃষ্ট ক্ষণ, দণ্ড, প্রহর, মাস, বৎসর, যুগ কল্পাদির আপনিই স্রষ্টা এবং আপনিই দ্রষ্টা। সুতরাং আপনার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে, আপনি সর্ব্বেশ্বর, আপনি সর্ব্বাধার। আপনার প্রেরণায় সকলে প্রেরিত, কিন্তু আপনি নিশ্চল, নিশ্চেষ্ট, অথচ বিচিত্র লীলাময়।

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব আপনারই মূর্ত্তি, আপনার বিরাড্ বিগ্রহে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সংস্থিত, আপনিই বিশ্বের নির্ম্মাতা এবং আপনিই বিশ্বের উপাদান। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে জানা যায় যে পরিদৃশ্য-মান এই বিশ্ব আপনিই, কিন্তু তাই বলিয়া লোকদৃষ্টিতে বিশ্বের জড়তা অনুভূত হইলেও আপনি জড় নহেন। আপনি স্বেচ্ছায় জগৎরূপে পরিণত হইয়াও অপরিণামী এবং নির্ব্বিকার। জগতে দেখা যায় যে কুম্ভকার, তন্তুবায় প্রভৃতি ঘট ও বস্ত্রাদির নির্ম্মাতা, কিন্তু তাহারা তাহার উপাদান নহে, মৃত্তিকা ও সূত্রাদি উপাদান দ্বারা তাহারা ঘটাদি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে মাত্র, কিন্তু পরিদৃশ্যমান বিশ্বের আপনিই উপাদান এবং আপনিই নির্ম্মাতা।

ন্যায়বৈশেষিকাদি দর্শনের মতে শ্রীভগবান বিশ্বের নির্ম্মাতা বটেন কিন্তু তিনি উপাদান নহেন. সাংখ্যমতে ঈশ্বর বা ভগবান্ সম্বন্ধে অস্বীকারের ইঙ্গিত দেখা গেলেও সে মতের পুরুষও জগতের উপাদন নহেন। "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুরোধাৎ" এই বেদান্তদর্শন প্রথমাধ্যায় চতুর্থপাদস্থ সূত্রে এবং তাহার ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য প্রভৃতি সমস্ত ভাষ্যকারগণই শ্রীভগবান্‌কে জগতের প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান এবং নিমিত্তরূপে সংস্থাপন করিয়াছেন। বেদান্তের অদ্বৈতবাদ সিদ্ধান্তে বিবর্ত্তবাদ আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মের জগৎ কারণতা সংস্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে শ্রীভগবানের অচিন্ত্য মহাশক্তিপ্রভাবেই তাঁহার জগৎ সৃষ্টি প্রভৃতি সমস্ত লীলারই সামঞ্জস্য হইয়া যায়।

কার্য্য মাত্রেই উপাদানকারণের রূপান্তর বা পরিণাম। সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম যদি জগতের উপাদান হন,

তাহা হইলে তিনি জগৎরূপে রূপান্তরিত কিংবা পরিণত হইয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিতে হয় এবং তাহাতে তিনি সবিকার ও অনিত্য বস্তু হইয়া পড়েন। এই জন্য অদ্বৈতবাদ মতে জগৎ, রজ্জুসর্পের ন্যায় মিথ্যা এবং ব্রহ্ম, জগতের বিবর্ত্তাধিষ্ঠান বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়। কিন্তু গৌড়ীয়বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে ব্রহ্মই জগৎরূপে পরিণত হন, ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ, কিন্তু তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে তিনি তাহাতে সবিকার কিংবা অনিত্য হন না।

অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্। স্বেচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম॥

তথাপি অচিন্ত্য শক্ত্যে তিঁহ অবিকারী। প্রকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধরি॥

নানারত্নরাশি হয় চিন্তামণি হইতে। তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে॥

প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্য শক্তি হয়। ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি ইথে কি বিস্ময়॥ (চৈতন্যচরিতামৃতম্)

কালিয়পত্নীগণ শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তি প্রদর্শন প্রসঙ্গেই তাঁহাকে বিশ্বের নির্ম্মাতা ও উপাদানকারণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ যে কেবলমাত্র এই স্থূল বিশ্বেরই কারণ তাহা নহে, তিনি বিশ্বস্থিত ছোট বড় সকল বস্তুরই কারণ। তিনি আকাশাদি পঞ্চভূত, শব্দাদি পঞ্চভূততন্মাত্রা, চক্ষুরাদি দশেন্দ্রিয়, প্রাণ অপান প্রভৃতি দশপ্রাণ, সংকল্প বিকল্পাত্মক মন, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি এবং সর্ব্ববিধ চিত্তবৃত্তিরও মূল কারণ; তাঁহার শক্তিতেই ইহাদের কার্য্যক্ষমতার প্রকাশ হইয়া থাকে। যদিও তিনি এইরূপে সর্ব্বাত্মক ও সর্ব্বময়, তথাপি কেহই তাঁহাকে জানিতে কিংবা বুঝিতে পারে না। "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" প্রভৃতি গীতাবাক্যে জানা যায় যে জীব তাঁহারই অংশ, কিন্তু তাঁহারই ত্রিগুণময়ী মায়াশক্তির আবরণে আবৃত হইয়া জীবগণ, দেহ গেহাদিতে অভিমানবদ্ধ হইয়া যায় এবং সর্ব্বাত্মক ও সর্ব্বময় শ্রীভগবানকে জানিতে পারে না। "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ" প্রভৃতি গীতাবচনেও জানা যায় যে, শ্রীভগবান্ সর্ব্বাত্মক হইলেও তাঁহারই যোগমায়াশক্তির আবরণে আবৃত জীব তাঁহাকে জানিতে পারে না। শ্রীভগবানের এইরূপ সর্ব্বাত্মকরূপে সর্ব্বত্র অবস্থিতি সত্ত্বেও তাঁহাকে জানিতে না পারাও তাঁহারই অচিন্ত্যশক্তির প্রভাব।

কালিয়পত্নীগণ বলিলেন, হে ভগবন্! আপনার অচিন্ত্যশক্তির কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। আপনি অনন্ত অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী হইয়াও অতি সূক্ষ্ম। "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে আপনার একাধারেই অণুত্ব এবং পরমমহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। পরিদৃশ্যমান জগতে আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে যাহা ক্ষুদ্র, তাহা ক্ষুদ্রই এবং যাহা বৃহৎ তাহা বৃহৎই, একাধারে অণুত্ব এবং বৃহত্ত্বের সমাবেশ প্রাকৃতবস্তুতে হয় না, কিন্তু আপনার অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে আপনাতে তাহা অসম্ভব নহে। আপনি মা যশোদার ক্রোড়গত গোপশিশু মূর্ত্তিরই বদনবিবরে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থিতি প্রদর্শন করিয়া আপনার এই অচিন্ত্যমহাশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং আপনাকে ছোট কিংবা বড় যাহাই বলা হউক না কেন তাহাই ভ্রমাত্মক। "অস্থূলমনণু" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যেও আপনার স্থূলত্ব এবং অণুত্ব নিষেধ করিয়া অচিন্ত্যশক্তিরই পরিচয় ঘোষিত হইয়াছে।

আপনি "কূটস্থ" অর্থাৎ সর্ব্ববিধ বিকারবিহীন। যাহারা সুবর্ণালঙ্কার নির্ম্মাণ করে, তাহারা লৌহ-নির্ম্মিত কোনও আধারে সুবর্ণ রাখিয়া তাহাতে নানাবিধ কারুকার্য্য প্রকাশ করে, কিন্তু তাহাতে সেই লৌহনির্ম্মিত আধারের কোনপ্রকার রূপান্তর হয় না। আপনাতে অধিষ্ঠিত জগতেরও উৎপত্তি, স্থিতি, বিনাশ প্রভৃতি নানাবিধ অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখা যায়, কিন্তু তাহাতে আপনার কোনপ্রকার রূপান্তর কিংবা বৈলক্ষণ্য হয় না। আপনি সর্ব্বকারণকারণ হইয়াও সর্ব্বতোভাবে নির্লিপ্ত। কিন্তু তথাপি আপনি

আপনার অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে আপনি জগতের সর্ব্ববিধ বস্তুর সর্ব্ববিধ অবস্থা জানেন, অন্তর্য্যামিরূপে সকলকে প্রেরণা করেন ও ধর্ম্মসংস্থাপনাদি কার্য্যের জন্য যুগে যুগে জগতে অবতীর্ণ হইয়া নানাবিধ লীলা করিয়া থাকেন। কূটস্থরূপে নির্ব্বিকারভাবে অবস্থিতি এবং জগতের প্রতিজীবের প্রতি-বস্তুর ও প্রতি-কার্য্যের প্রেরণা আপনার পক্ষে অসম্ভব নহে। ইহাই আপনার অচিন্ত্য মহাশক্তি।

আপনার অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে আপনাতে সকলই সম্ভব। সে জন্য যে কোনও ভাবে আপনাকে ভাবনা করিলেই তাহার সামঞ্জস্য হইয়া যায়। আপনাকে যে কোন ভাবেই ভাবনা করা হউক না কেন, সেই ভাবেরই অন্ত পাওয়া যায় না এবং সেই ভাবেই একেবারে ডুবিয়া যাইতে হয়। সেইজন্য জগতের এক একজন ভাবুক, এক এক ভাবে আপনাকে ভাবনা করিয়া এক এক ভাবে আপনার স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ভাবুকের ভাবনালব্ধ সিদ্ধান্তগুলি একত্র করিলে বোধ হয় এক জীবনে তাহার নাম গণনা করাও সম্ভবপর হয় না। তবে এ কথা সত্য যে—আপনাকে যে কোনও ভাবে ভাবনা করিলেই আপনি সেই ভাবের দর্পণে আপনার স্বরূপের প্রতিবিম্ব আঁকিয়া দিয়া ভাবের উচ্ছ্বাসে ভাবুকের হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া দেন।

বিশ্ববৈচিত্র্য দেখিয়া কোনও ভাবুক ভাবনা করেন যে, না জানি কোন্ অজানা বিশ্বকর্ম্মা কোন্ অজানা যন্ত্র ধরিয়া এক একটি করিয়া এই বিশ্ব সৃজন করিয়া থরে থরে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। কেহ বা মনে করেন যে, এই অভিনব মহাশিল্পের কোন শিল্পী নাই, ইহা আপনার স্বভাবে আপনিই ফুটিয়া উঠিয়াছে। কেহ বা আকাশের অনন্ততা, সাগরের গাম্ভীর্য্য, বায়ুর গতি, ধরার স্থিতি, চাঁদের কিরণ, সূর্য্যের তাপ, বহ্নির দহন, মেঘের বর্ষণ, বিদ্যুতের ঝলক প্রভৃতি দেখিয়া মনে করেন যে—আপনি অনন্ত রূপে, অনন্ত বস্তুতে আপনার অনন্ততা ছড়াইয়া রাখিয়াছেন। কেহ বা মনে করেন যে,— আপনি এক, কিন্তু আমরা আমাদের অনন্ত রুচির দৃষ্টিতে আপনাকে অনন্ত বলিয়া ধারণা করি। কেহ বা মনে করেন যে,—আপনি জগতের নানা আকার গড়িয়াছেন বটে, কিন্তু আপনি নিজে নিরাকার। কেহ বা মনে করেন, যাঁহার নিজের আকার নাই, তিনি কাহার আকারের অনুকরণে বিশ্বের আকার গড়িয়াছেন? বিশ্বের আকার যদি ভ্রান্তিকল্পিতই হয়, তাহা হইলে সেই ভ্রান্তির মূলে কাহার আকারের আভাস ফুটিয়া উঠে? কাহারও কি আকাশকুসুম কিংবা অশ্বডিম্বাদির ভ্রান্তি হয়? অতএব নিরাকারের কথা মুখে আনিও না, ও কথা বড়ই ধিক্কারজনক। যাঁহার আকারের অনুকরণে বিশ্ব আকারিত হইয়াছে, সেই বিশ্বমূর্ত্তি বিশ্বেশ্বর কখনও কি নিরাকার হইতে পারেন? তিনি ভুবনমোহন শ্যামসুন্দরবিগ্রহ, তোমার সে রূপ দর্শনের আগ্রহ নাই বলিয়া তিনি তোমাকে নিরাকার বুঝাইয়া নিগ্রহ করিয়াছেন। চরণে শরণাগত হও, ভুবনমোহন রূপ দেখিবার জন্য ব্যাকুল হও, পাগল হও, কুগ্রহ কাটিয়া যাইবে, মানসপটে সচ্চিদানন্দবিগ্রহের প্রতিকৃতি ফুটিয়া উঠিবে, চিরতরে কৃতকৃতার্থ হইবে।

এইরূপে কেহ মনে করেন যে আপনি সর্ব্বাত্মক, সুতরাং জীবজগতের সহিত আপনার কোনই ভেদ নাই। কেহ বা মনে করেন যে, জীব ও জগৎ আপনার নিয়ম্য এবং আপনি তাহাদের নিয়ন্তা, অতএব জীব ও জগতের সহিত আপনার মহান্ প্রভেদ। এই ভাবে কেহ বলে যে আপনি আছেন, কেহ বলে নাই, কেহ বলে আপনি এক, কেহ বলে আপনি বহু, কেহ বলে আপনি সাকার, কেহ বলে আপনি নিরাকার, কেহ বলে আপনি জগতের সহিত অভিন্ন, কেহ বলে ভিন্ন, এই প্রকার কত ভাবে যে আপনি ভাবিত হন তাহার ইয়ত্তা নাই। যে কোনও ভাবুক আপনাকে যে ভাবে ভাবনা করে, সেই-ই তাহার ভাব পোষণ করিবার জন্য নানাবিধ যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া আপনার স্বরূপাদির সিদ্ধান্ত স্থাপন করে। এইরূপে নানা ভাবুকের ভাবনানুরূপ সিদ্ধান্ত বশতঃ আপনার স্বরূপাদি লইয়া নানা মতবাদের সৃষ্টি হয়। ইহার মধ্যে যে কোনও

মতবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাকে ভাবনা করিলে সেই ভাবেই আপনার স্বরূপানুভূতি হইয়া থাকে। আপনার অচিন্ত্য ও অখণ্ড স্বরূপ কোন ভাবেরই বিরুদ্ধ নহে। যে কোনও একটি ভাবের অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইলেই তাহার পরিপূর্ণতায় আপনার স্বরূপানুভূতির বিকাশ হইয়া থাকে। যাহারা কোনও একটি ভাবকে সত্য বলিয়া ধারণা করে এবং অপরাপর ভাবের অসারতা নিশ্চয় করে, তাহাদের মত মূর্খ এ জগতে নাই। যাহারা সর্ব্বভাবের সমন্বয় কিংবা সর্ব্বভাবে আপনার স্বরূপানুভূতি লাভের চেষ্টা করে, তাহাদেরও বাতুল চেষ্টা ব্যতীত ইষ্ট লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। নানা পথে নানা নদী প্রবাহিত হইয়া একই সমুদ্রে পতিত হয়। তাহার যে কোনও নদীতে তরী ভাসাইলেই সমুদ্রে উপস্থিত হওয়া যায়। মরুভূমিতে দাঁড়াইয়া সকল নদীকেই এক পথে প্রবাহিত করার সঙ্কল্প, কিংবা সকল নদীপথেই এক একবার করিয়া সমুদ্রে যাওয়ার সঙ্কল্প অথবা "আমি যে পথে সমুদ্রে যাইতেছি, একমাত্র এই পথেই সমুদ্রে যাওয়া যায়, অন্য কোন পথেই সমুদ্রে যাওয়া যায় না" ইত্যাদি প্রকার দুর্ধারণা করা মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আপনি সচ্চিদানন্দসিন্ধু, আপনার অভিমুখে কত ভাবুকের কত শত ভাবের নদী যে ছুটিয়া যাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহার যে কোনও একটিতে সাধন-তরণী ভাসাইলেই আপনার নিকট উপস্থিত হওয়া যায়। কামনা, বাসনা, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদির মরুভূমিতে দাঁড়াইয়া সকল পথের সমন্বয়, এক পথের প্রশংসাপরায়ণ হইয়া অন্যান্য পথের নিন্দা, কিংবা একটু একটু করিয়া সকল পথেই যাওয়ার প্রস্তাব, সঙ্কল্প কিংবা চেষ্টা—বাতুলতার প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

বেদপুরাণাদি অনন্ত শাস্ত্র অনাদি কাল হইতে আপনার অনন্ত অনির্ব্বচনীয় স্বরূপের পরিচয় প্রদান করিতেছে। নানাপ্রকার ভাবের ভাবুক, নানা মতবাদিগণ তাহারই এক এক অংশ অবলম্বন করিয়া এক এক ভাবে আপনার স্বরূপতত্ত্ব নির্দ্ধারণ এবং সমর্থন করিতেছে। যদিও আপনার অনির্ব্বচনীয় স্বরূপের বাচক হইতে পারে এমন কোনই শব্দ নাই, কিংবা আপনিও কোন শব্দেরই বাচ্য নহেন, তথাপি আপনিই শব্দে বাচকতা শক্তি সঞ্চার করিয়া আপনিই তাহার বাচ্য হইয়াছেন। আপনিই শব্দ, আপনিই অর্থ, আপনিই বাচক, আপনিই বাচ্য, আপনিই বেদ, আপনিই বেদ্য, আপনিই সর্ব্ব, আপনিই সর্ব্বাত্মক। আপনার অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে আপনাতে সকলই সম্ভব। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে জানা যায় যে আপনি বাক্য ও মনের অগোচর; "যদ্বাচা নাভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে তদ্ব্রহ্ম" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে জানা যায় যে বাক্য আপনাকে বাচন করিতে পারে না, প্রত্যুত আপনা হইতেই বাক্যের বাচকতা শক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, বাক্য নিজশক্তিতে আপনার স্বরূপ বাচন করিতে পারে না, কিন্তু আপনারই বাচকতা শক্তিতে আপনার স্বতন্ত্র সত্তার বাচ্য করিয়া আপনা হইতে পৃথক্‌রূপে প্রতীত বস্তুর মিথ্যাত্ব ঘোষণা করে এবং আপনিও আপনার অচিন্ত্যশক্তিতে সেই ভাবে তাহার বাচ্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

হে ভগবন্! আপনার স্বরূপাবগতি, স্বরূপনির্দ্ধারণ ও তৎসম্বন্ধীয় যুক্তিতর্কাদির অবতারণা প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যবহারিক জগতের সর্ব্ববিধ কার্য্য পর্য্যন্ত সমস্তই কোনও না কোনও প্রমাণসাধ্য। যাহা দ্বারা যথার্থ জ্ঞান লাভ হয় তাহাই প্রমাণ বলিয়া শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। (প্রমীয়তেঽনেনেতি প্রমাণং) প্রমাণ ব্যতীত যথার্থ জ্ঞান লাভ হয় না এবং তাহা হইলে কাহারও কোনও কার্য্যেই প্রবৃত্তি হয় না। যেমন কেহ সম্মুখবর্ত্তি স্থানে ধন রত্নাদি পতিত দেখিয়া সাগ্রহে তাহা গ্রহণ করিতে অগ্রসর হয়, কেহ বা সর্পাদি হিংস্র জন্তু দেখিয়া সেখান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, যাহার অগ্নির প্রয়োজন আছে, সে ধূম দেখিয়া সেই দিকে অগ্রসর হয়, বনপথের পথিক বনবাসিগণের মুখে "বনে বাঘ আছে" শুনিয়া ভীত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, 'হরিনাম কীর্ত্তনে

সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়, সর্ব্বানর্থ দূর হয়, পরমপ্রেমের প্রকাশ হয়" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য শুনিয়া সাধকগণ নাম সাধনে প্রবৃত্ত হন ইত্যাদি প্রকার সমস্ত ব্যবহারই প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ প্রভৃতি প্রমাণ দ্বারাই নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যে যথার্থ জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ এবং চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় সেই যথার্থ জ্ঞানের জনক বলিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এই প্রকার অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও ঐতিহ্য প্রভৃতি নানাবিধ প্রমাণ নানাবিধ দর্শনাদি শাস্ত্রে দেখা যায় এবং দার্শনিকগণ তাহার যথাযথ লক্ষণ ও বিচারাদি করিয়াছেন। দার্শনিকগণের যুক্তি ও ধারণা অনুসারে কেহ বা একটি, কেহ বা দুইটি, কেহ বা তিনটি, কেহ বা ততোধিক প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন, এই ভাবে দশটি প্রমাণ দার্শনিক সিদ্ধান্তে স্থান পাইয়াছে।

"যদ্যপি প্রত্যক্ষানুমানশব্দার্ষোপমানার্থাপত্ত্যভাবসম্ভবৈতিহ্যচেষ্টাখ্যানি দশ প্রমাণানি বিদিতানি, তথাপি ভ্রমপ্রমাদবিপ্রলিপ্সাকরণাপাটবদোষরহিতবচনাত্মকঃ শব্দ এব মূলং প্রমাণম্॥" (সর্ব্বসম্বাদিনী)

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনাচার্য্য শ্রীপাদ জীব গোস্বামী সর্ব্বসম্বাদিনী গ্রন্থে বলিয়াছেন—যদিও বিভিন্ন দার্শনিক মত সমালোচনায় প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, ঋষিবাক্য অর্থাৎ বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রবাক্য, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব, ঐতিহ্য এবং চেষ্টা এই দশ প্রকার প্রমাণের কথা জানা যায়, তথাপি ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব এই চতুর্ব্বিধ দোষ রহিত বচনাত্মক শব্দ অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রবাক্যই মূল প্রমাণ।

প্রমাণ সম্বন্ধে দর্শনাচার্য্যগণের মধ্যে যে কোনও মতভেদ থাকুক না কেন, শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর কথায় জানা যায় যে দার্শনিক সম্প্রদায়ে মোটের উপর প্রত্যক্ষাদি দশটি প্রমাণ স্বীকৃত ও প্রচলিত আছে। ইহার মধ্যে সকল দার্শনিকের সকল প্রমাণ স্বীকৃত না হইলেও প্রমাণের অস্তিত্ব সকলেরই স্বীকৃত।

কালিয়পত্নীগণ শ্রীভগবান্‌কে বলিলেন, হে ভগবন্! আপনিই সমস্ত প্রমাণের মূল, আপনার শক্তিতেই প্রমাণ হইতে যথার্থ জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। "চক্ষুষশ্চক্ষুঃ উত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যেও জানা যায় যে শ্রীভগবান্ চক্ষুরও চক্ষু এবং কর্ণেরও কর্ণ। তাঁহার শক্তি সঞ্চার ব্যতীত চক্ষু, নিজশক্তিতে দেখিতে পায় না, কিংবা কর্ণ নিজশক্তিতে শুনিতে পায় না। এইরূপ অনুমানাদি প্রমাণ সমূহও আপনার শক্তি ব্যতীত যথার্থ জ্ঞানোৎপাদনে সমর্থ হয় না, আপনিই সকল প্রমাণের মূলস্বরূপ। এই সমস্ত প্রমাণ সমূহ, জীবের যথার্থ জ্ঞান লাভের একমাত্র কারণ, কিন্তু আপনি সমস্ত প্রমাণ ব্যতীতই সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ক যথার্থ জ্ঞানে পরিপূর্ণ। "অপাণিপাদো জবনো গৃহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে জানা যায় যে, আপনি চক্ষুর সাহায্য ব্যতীতই দর্শন করেন এবং কর্ণের সাহায্য ব্যতীতই শ্রবণ করেন। আপনি সর্ব্বপ্রমাণ নিরপেক্ষ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবান্। বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ে প্রত্যক্ষাদি দশবিধ প্রমাণ স্বীকৃত হইলেও প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণেই শ্রীভগবানের স্বরূপানুসন্ধান করা যায় না, কিংবা ভগবৎপ্রাপ্তির সাধনানুষ্ঠান সম্বন্ধে অভ্রান্ত উপদেশ পাওয়া যায় না। একমাত্র শাস্ত্রই এ সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট ও অভ্রান্ত প্রমাণ। বেদ পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্রই শ্রীভগবান্ হইতে প্রকাশ হইয়াছে এবং তাঁহারই অনুগ্রহের দান। "অস্যৈব মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদৃগ্‌বেদঃ সামবেদঃ" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে জানা যায় যে, বেদপুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্রই শ্রীভগবানের নিঃশ্বাসসম্ভূত। মায়ামুগ্ধ জীবগণকে নিজের স্বরূপ জানাইবার জন্যই শ্রীভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক এই অমূল্য বস্তু দান করিয়াছেন।

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান। কৃপায় করিল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ।
শাস্ত্রগুরু আত্মারূপে আপনা জানান। কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

কালিয়পত্নীগণ, শ্রীভগবানকে বলিতে লাগিলেন, হে ভগবন্! আপনি শাস্ত্রযোনি অর্থাৎ আপনা হইতেই বেদ-

পুরাণাদি শাস্ত্র সমূহের উদ্ভব হইয়াছে এবং এই সমস্ত শাস্ত্র হইতেই আপনার তত্ত্ব নির্দ্ধারণ হইয়া থাকে। (বেদান্ত-দর্শনের "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" সূত্র আলোচনা করিলে ইহার বিশেষ বিবরণ জানা যায়।) কর্ম্মকাণ্ড প্রবর্ত্তক প্রবৃত্তি শাস্ত্র, জ্ঞানকাণ্ড প্রবর্ত্তক নিবৃত্তি শাস্ত্র এবং উপনিষদ্ জ্ঞানপ্রদর্শক নিগমশাস্ত্র আপনা হইতেই সমুদ্ভূত এবং বিভিন্ন অধিকারীর জন্য আপনিই কৃপাপূর্ব্বক জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। আপনিই শাস্ত্র, আপনিই শাস্ত্রপ্রচারক এবং আপনিই শাস্ত্রবেত্ত, আপনার অচিন্ত্যশক্তিতে সকলই সম্ভব।

কালিয়পত্নীগণ শ্রীভগবৎস্বরূপের অচিন্ত্য অনন্ত শক্তি সম্বন্ধে এই প্রকার নানা কথা বলিয়া তাঁহার চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিলেন। তদনন্তর তাঁহার শ্রীবিগ্রহের অচিন্ত্য বৈভবের কথা মনে করিয়া বলিলেন, হে ভগবন্। আপনি পরমমোহন ব্রজরাজনন্দন-মূর্ত্তিতে কালিয়শিরে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, আপনার এই শ্রীবিগ্রহই নানাধামে নানামূর্ত্তিতে প্রকাশিত। আপনিই বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ ও প্রদ্যুম্ন এই চতুর্ব্যূহরূপে বৈকুণ্ঠাদি ধামে অবস্থিত। ইহা ছাড়া আপনার কত যে মূর্ত্তি আছে তাহা আর কি বলিব। যদিও আপনার শ্রীবিগ্রহ একই, তথাপি অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে তাহা নানা প্রকারে প্রকাশিত হইয়া লীলামঙ্গরূপে নিত্য বিরাজিত। (মোক্ষধর্ম্মে, পঞ্চরাত্রগ্রন্থে এবং পদ্মপুরাণে এই চতুর্ব্যূহ সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনা দেখা যায়। গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে তাহা এখানে দেখান হইল না। পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে যে, পরমব্যোমের পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহের অবস্থান। মোক্ষধর্ম্মে বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ গোলোকের আবরণদেবতারূপে এবং পঞ্চরাত্রে বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতৃরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। সঙ্কর্ষণ হইতে সর্ব্বজীবের প্রকাশ হয় বলিয়া কোন কোনও শাস্ত্রে সঙ্কর্ষণকে জীব বলা হইয়াছে। বেদান্তদর্শন দ্বিতীয়াধ্যায় দ্বিতীয় পাদের "উৎপত্ত্য সম্ভবাৎ" সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য চতুর্ব্যূহ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছেন। তিনি শ্রীভগবানের চতুর্ব্যূহরূপে অবস্থিতি অস্বীকার করেন নাই বরং "স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি" এই ছান্দোগ্যোপনিষদ্বাক্য উদ্ধৃত করিয়া শ্রীভগবানের একই বিগ্রহের বহুত্ব সমর্থনই করিয়াছেন। কিন্তু বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ অর্থাৎ জীবের উৎপত্তি হইতে পারে না বলিয়া আপত্তি করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণের উৎপত্তি হয়, কিংবা সঙ্কর্ষণই জীব, ইহা রামানুজ, মাধ্ব, নিম্বার্ক, বল্লভাচার্য্য ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত নহে।)

যদিও শ্রীভগবানের মৎস্য কূর্ম্মাদি অনন্ত মূর্ত্তি আছেন, তথাপি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ-রূপে মথুরামণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া কালিয়পত্নীগণ কেবলমাত্র শ্রীভগবানের চতুর্ব্যূহ মূর্ত্তিরই নামোল্লেখ করিয়াছেন।

যত্রাসৌ সংস্থিতঃ কৃষ্ণস্ত্রিভিঃ শক্ত্যা সমাহিতঃ। রামানিরুদ্ধপ্রদ্যুম্নৈরুক্মিণ্যা সহিতো বিভুঃ॥ (গোপালতাপনী)

শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে মথুরামাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে উল্লিখিত আছে যে শ্রীভগবান্ সঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ এবং প্রদ্যুম্ন এই তিন ব্যূহ এবং রুক্মিণ্যাদি শক্তিসহ মথুরাক্ষেত্রে নিত্য বিরাজিত।

শ্রীভগবানের একই শ্রীবিগ্রহ অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে নানা মূর্ত্তিতে প্রকাশিত, তাহার মধ্যে কালিয়পত্নীগণ তাঁহার চতুর্ব্যূহাত্মক প্রকট লীলাবিগ্রহের চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া বলিলেন, হে ভগবন্। আপনি অনন্ত বিগ্রহে অনন্তলীলা করেন এবং ভক্তবাৎসল্যাদি অনন্ত গুণ প্রকাশ করিয়া আপনার চরণাশ্রিত ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন, কিন্তু অভক্তগণ আপনার অনন্তগুণসিন্ধুর একবিন্দুও স্পর্শ করিতে পারে না। তাহারা আপনার অপ্রাকৃত গুণকে প্রাকৃত বলিয়া মনে করে এবং নির্গুণ নির্ব্বিশেষরূপে আপনার তত্ত্বানুসন্ধানে রত হয়। আপনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবিধ প্রাকৃতগুণশূন্য হইয়াও অনন্ত কল্যাণগুণনিকেতন। ত্রিগুণময়ী জড়

প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বাদিক্রমে জগতের প্রকাশ হয় কিন্তু জড় প্রকৃতি, আপনার শক্তি ব্যতীত স্বয়ং জগৎরূপে পরিণত হইতে পারে না। সুতরাং জড় প্রকৃতির জগৎরূপে পরিণতি দেখিয়া তাহার অন্তরালে আপনার স্থিতিরই উপলব্ধি হইয়া থাকে। আপনি "গুণদ্রষ্টা" অর্থাৎ প্রকৃতিতে ঈক্ষণ করেন বলিয়াই প্রকৃতি জড় হইয়াও জগৎরূপে পরিণত হইতে পারে। "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়ং" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে আপনার এই প্রকৃতি-নিয়মন লীলারই উদ্দেশ পাওয়া যায়। এইরূপে আপনা হইতেই সর্ব্ব জগতের প্রকাশ হয়, কিন্তু আপনি স্বপ্রকাশ এবং আপনার অনন্তশক্তি ও অনন্ত গুণও স্বপ্রকাশ।

আপনার এই পরম মধুর ব্রজলীলাতেও আপনি প্রেমবশ্যতাদি গুণ প্রকাশ করেন বলিয়া আপনি গুণ-প্রদীপ। (গুণান্ প্রেমবশ্যতাদীন্ প্রদীপয়তি প্রকাশয়তীতি তথা।) ব্রজলীলায় আপনি ভক্তাধীনতা, প্রেম-বশ্যতা প্রভৃতি গুণদ্বারা নিজের স্বরূপৈশ্বর্য্য আচ্ছাদিত রাখেন। সেই জন্য ব্রজের গোপগোপীগণ আপনাকে সর্ব্বেশ্বর বলিয়া ধারণা করিতে পারে না। তাহারা নন্দনন্দনরূপে আপনার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যরাশিই আস্বাদন করিয়া থাকে। দামবন্ধনলীলায় আপনি গুণ অর্থাৎ মা যশোদাপ্রদত্ত রজ্জুদ্বারা নিজ শ্রীবিগ্রহ আচ্ছাদন করিয়া দামোদররূপে ভক্তবাৎসল্যগুণ প্রকাশ করিয়াছেন। আপনি মা যশোদাপ্রদত্ত রজ্জুতে বদ্ধ হইয়াই যমলার্জ্জুনভঞ্জন-লীলায় নারদশাপভ্রষ্ট কুবের পুত্রদ্বয়ের বন্ধনমোচন করিয়াছেন; সুতরাং আপনি মা যশোদাপ্রদত্ত রজ্জুতে বদ্ধ হইলেও আপনার ঐশ্বর্য্যের হানি হয় নাই। আপনি সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়াও মা যশোদা প্রদত্ত রজ্জুবন্ধন মুক্ত হইতে পারেন নাই, প্রত্যুত বারে বারে সভয়নয়নে সেই রজ্জুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। আপনার লীলার কি পরমাদ্ভুত মাধুর্য্য। আপনি মা যশোদার বন্ধনে বদ্ধ হইয়াও নারদশাপভ্রষ্ট কুবের পুত্রদ্বয়ের বন্ধনমোচন করিলেন, স্বয়ং সর্ব্বভয়হারী হইয়াও মা যশোদার ভয়ে ভীত হইলেন এবং সেই অবস্থাতেই গোপবালকগণকে নবনীত চৌর্য্য প্রভৃতি নিজ মনোভাবের ইঙ্গিত জানাইয়া তাহাদের আনন্দবর্দ্ধন করিলেন।

আপনার লীলা "অব্যাকৃত" অর্থাৎ অপ্রাকৃত হইলেও তাহা প্রাকৃতের অনুকরণেই প্রাকৃত জগতে প্রকাশ হইয়া থাকে। কেননা, আপনি অজ হইয়াও জন্মগ্রহণ করেন, অখিলব্রহ্মাণ্ডপালক হইয়াও বালকের মত ব্যবহার করেন, নিত্যশুদ্ধ হইয়াও নবনীত চৌর্য্যাদি করেন, ক্ষুধাপিপাসার অতীত হইয়াও ব্যাকুল হইয়া মা যশোদার নিকট নবনীত যাচ্ঞা করেন, ইত্যাদি ভাবে আপনার ব্রজলীলায় সর্ব্ববিধ প্রাকৃত ভাবেরই প্রকাশ হইয়া থাকে। আপনার এই পরমাদ্ভুত লীলায় প্রেমবান্ ব্রজবাসিগণ আনন্দসাগরে মগ্ন হন, কিন্তু বহির্ম্মুখ দৃষ্টিতে এই লীলার মাধুর্য্যানুভব হয় না। হে হৃষিকেশ। আপনি আত্মারাম শিরোমণি হইয়াও অপূর্ণের ন্যায়, প্রাকৃত জীবের ন্যায় কতই না মধুর লীলাই প্রকাশ করিয়াছেন।

আপনার অচিন্ত্য মহাশক্তির কথা আর কত বলিব। আপনি স্থূল, সূক্ষ্ম, কার্য্য, কারণ প্রভৃতি সকলেরই সকল তত্ত্বাভিজ্ঞ। আপনি জড় জগৎ হইতে পৃথক্ হইয়াও তাহার উপাদান, তাহার নিয়ন্তা এবং তাহার নির্ম্মাতা। আপনার এই সমস্ত অচিন্ত্য মহাশক্তিপ্রভাবে আপনার কোনও লীলাই অসম্ভব নহে। সেই জন্যই এই মহাপরাধযুক্ত কালিয়, নিগ্রহযোগ্য হইলেও আপনি তাহাকে পরমানুগ্রহ করিয়াছেন। আপনার লীলার তত্ত্ব বুঝিবার সাধ্য কাহারও নাই। যাহারা আপনার এই পরমাদ্ভুত লীলাতত্ত্ব বুঝিবার জন্য যুক্তিতর্কের অবতারণা করিতে চেষ্টা করে, কিংবা প্রাকৃত বস্তুর দৃষ্টান্তে আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা করে, তাহাদের মত মূর্খ এ জগতে আর নাই। আপনার লীলা আপনাতেই সম্ভব। আপনি আপনার অচিন্ত্য মহাশক্তিপ্রভাবে সকলই করিতে পারেন, আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, আমরা আর আপনাকে কি বলিব, আপনার শ্রীচরণে আমাদের কোটি কোটি প্রণাম॥ ৩৯ — ৪৮

ত্বং হ্যস্য জন্মস্থিতিসংযমান্ প্রভো গুণৈরনীহোঽকৃতকালশক্তিধৃক্।
তত্তৎস্বভাবান্ প্রতিবোধয়ন্ সতঃ সমীক্ষয়ামোঘবিহার ঈহসে ॥ ৪৯
তস্যৈব তেঽমূস্তনবস্ত্রিলোক্যাং শান্তা অশান্তা উত মূঢযোনয়ঃ।
শান্তাঃ প্রিয়াস্তে হ্যধুনাবিতুং সতাং স্থাতুশ্চ তে ধর্ম্মপরীপ্সয়েহতঃ ॥ ৫০

অন্বয়ঃ।—বিভো (হে সর্ব্বেশ্বর।) অকৃতকালশক্তিধৃক্ (অকৃতা অনাদির্যা কালশক্তিস্তাং ধারয়তীতি তথাবিধঃ) অমোঘবিহারঃ (অব্যর্থলীলঃ সত্যসঙ্কল্প ইতি যাবৎ) অনীহঃ (সৃষ্ট্যাদৌ তত্তদভিলাষশূন্যঃ) ত্বং হি (সর্ব্বেশ্বরস্ত্বমেব) সতঃ (সংস্কাররূপেণ স্থিতানেব) তত্তৎস্বভাবান্ (শান্তমূঢত্বাদিস্বভাবান্) সমীক্ষয়া (প্রকৃতীক্ষণেন) প্রতিবোধয়ন্ (উদ্বোধয়ন্) গুণৈঃ (সত্ত্বাদিত্রিগুণৈঃ) অস্য (বিশ্বস্য) জন্মস্থিতিসংযমান্ (সৃষ্টিস্থিতিসংহারান্) ঈহসে (বিদধাসি) ॥ ৪৯

মূলানুবাদ।—হে সর্ব্বেশ্বর! আপনি অনাদিকালশক্তিসম্পন্ন ও সত্যসঙ্কল্প। আপনার কোন প্রকার অভিলাষ না থাকিলেও আপনি প্রকৃতিতে ঈক্ষণ করিয়া জীবগণের অনাদি সিদ্ধ স্বভাবের উদ্বোধন করেন এবং সত্ত্বাদি ত্রিগুণ দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করেন ॥ ৪৯

শ্রীধরটীকা।—এবং তাবদপ্তাহমোদনেন নমস্কারৈশ্চ ভগবন্তং প্রসাদ্য ইদানীং ত্বদধীনানাং প্রাণিনাং কোঽপরাধ ইত্যাশয়বতঃ প্রার্থয়ন্তে ত্বং হীতি। অস্য লোকস্য জন্মাদি ত্বমেব অকৃত অকরোঃ। ততশ্চ তাংস্তান্ সংস্কাররূপেণ সতঃ স্বভাবান্ ঘোরত্বাদীন্ প্রতিবোধয়ন্ ঈহসে ক্রীড়সি। যদ্বা। অস্য জন্মাদীংস্ত্বমীহসে ইত্যন্বয়ঃ। কথম্ভূতঃ? অকৃতা অনাদির্যা কালশক্তিস্তাং ধারয়তীতি তথা। অন্যৎ সমানম্ ॥ ৪৯

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—নন্বস্য কো দোষঃ সর্পত্বদাতুর্মমৈবেশ্বরস্য ইত্যাশঙ্ক্যাহুঃ ত্বমিতি পঞ্চভিঃ। হিঃ এব। হে বিভো সর্ব্বেশ্বর। অনীহঃ তত্তদভিলাষশূন্য এব ত্বমীহসে করোষি। নন্বেতদ্বিরুদ্ধং তত্রাহুঃ সত ইতি। তত্র জন্মনি সতঃ প্রকৃতিলীনপ্রাচীনকল্পগতসাধকবৃন্দস্য সমীক্ষয়া তদুদ্বোধনায় তং দ্রষ্টুমেব কৃতেন প্রকৃতীক্ষণেন ইত্যর্থঃ। স্থিতৌ স্বস্মমধ্যেঽবতীর্য্য তমেব সম্যক্ কৃপাপূর্ব্বকং সাক্ষাদবলোকিতুমিত্যর্থঃ। সংযমে তমেবালিঙ্গ্যাপি সমীক্ষিতুমিত্যর্থঃ। মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়া ইতি পাদ্মাৎ। উত আনুষঙ্গিকতয়ান্যেষামপি তৎ স্যাদিতি ভাবঃ। ননু যাদৃশী সমীক্ষা ত এবোদ্বুধ্যন্তাং তত্রাহুরমোঘবিহারঃ, যথাকথঞ্চিদপি তত্তৎসম্বন্ধস্যাবর্থ-ত্বাদিত্যর্থঃ। তেষামপ্যুদ্বোধনে যুক্তিঃ অকৃতকালশক্তিধৃক্ কালস্বরূপায় স্বাভাবিকশক্ত্যেত্যর্থঃ। তথা গুণৈরুপলক্ষি-তান্ স্বভাবান্ প্রাচীনকর্ম্মসংস্কারান্ প্রতিবোধয়ন্নিতি তস্মাত্তথাকৃতকর্ম্মণোঽস্যৈব দোষঃ নতু তব। ঈশ্বরস্তু পর্জ্জন্য-বদ্ দ্রষ্টব্য ইতি ন্যায়াদিতি ভাবঃ ॥ ৪৯

অন্বয়ঃ।—তস্যৈব (বিশ্বহেতুত্বাৎ বিশ্বরূপস্যৈব) তে (তব) ত্রিলোক্যাং (ত্রিলোক্যাং বর্ত্তমানাঃ সর্ব্বা এব) অমূঃ শান্তাঃ (সাত্ত্বিক্যঃ) অশান্তাঃ (রাজস্যঃ) মূঢযোনয়ঃ (তামস্যঃ) উত (অপি) তনবঃ (ক্রীড়োপস্করা দেহাঃ) সতাং ধর্ম্মপরীপ্সয়া (ধর্ম্মপ্রতিপালনেচ্ছয়া) ঈহতঃ (প্রবর্ত্তমানস্য) অবিতুং (তানেব রক্ষিতুং) স্থাতুঃ (স্থিতস্য চ) তে (তব) অধুনা তে (সাত্ত্বিক্যঃ) শান্তাঃ হি (এব) প্রিয়াঃ ॥ ৫০

মূলানুবাদ।—আপনি বিশ্বমূর্ত্তি, সুতরাং ত্রিলোকের সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক সর্ব্ববিধ দেহই আপনারই। সম্প্রতি আপনি ধর্ম্মসংস্থাপন ও সজ্জন পালনের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া সাত্ত্বিকগণই আপনার প্রিয় ॥ ৫০

অপরাধঃ সকৃদ্ভর্ত্রা সোঢ়ব্যঃ স্বপ্রজাকৃতঃ। ক্ষন্তুমর্হসি শান্তাত্মন্ মূঢ়স্য ত্বামজানতঃ ॥ ৫১
অনুগৃহ্লীষ্ব ভগবন্ প্রাণাংস্ত্যজতি পন্নগঃ। স্ত্রীণাং নঃ সাধুশোচ্যানাং পতিঃপ্রাণঃপ্রদীয়তাম্ ॥ ৫২
বিধেহি তে কিঙ্করীণামনুষ্ঠেয়ং তবাজ্ঞয়া। যচ্ছ্রদ্ধয়ানুতিষ্ঠন্ বৈ মুচ্যতে সর্ব্বতো ভয়াৎ ॥ ৫৩

**শ্রীধরটীকা।**—অতস্তস্য তবৈবায়ুস্তনবস্তন্যস্ত ইতি ক্রীড়োপস্করাঃ। তথাপি তব অধুনা শান্তাঃ প্রিয়াঃ। কুতঃ সতাং ধর্মপরিপালনেচ্ছয়া ঈহতঃ প্রবর্ত্তমানস্য অতস্তানবিতুং স্থাতুঃ স্থিতস্য ॥ ৫০

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—যস্মাদেবঃ সাম্যং তস্মাত্তস্যৈব ইত্যাদি। ত্রিলোক্যাং বর্ত্তমানাঃ সর্ব্বা এবেত্যর্থঃ। অশান্তা ঘোরাঃ। উত অপি মূঢ়যোনয়োঽপি। হি নিশ্চয়ে। বিশেষতস্ত্বধুনা শান্তা ইত্যাদি। এবমপীদৃশদুষ্টানুগ্রাহকস্য তব পরমকারুণ্যমেব। তাদৃশে ত্বয্যপি অপরাধিনোঽস্য পরমপামরত্বমেবেতি ভাবঃ। তে ত্বয্যস্য বাক্যভেদান্ন পুনরুক্তিদোষঃ স্যাৎ। মধ্যমস্য তে পদং শান্তা ইত্যস্য বিশেষণম্ ॥ ৫০

**অন্বয়ঃ।**—ভর্ত্রা (স্বামিনা, পালকেনেত্যর্থঃ) স্বপ্রজাকৃতঃ (নিজসৃষ্টজীবকৃতঃ) অপরাধঃ সকৃৎ (একবারং) সোঢ়ব্যঃ (ক্ষন্তব্যঃ) শান্তাত্মন্ (অতএব হে শান্তপ্রকৃতে।) মূঢ়স্য (তামসস্বভাবস্য) ত্বাম্ অজানতঃ (সাক্ষাদ্দৃষ্টাপি ত্বাং জ্ঞাতুমশক্নুবতঃ কালিয়স্য) ক্ষন্তুম্ অর্হসি (অপরাধং ক্ষন্তুমর্হসি) ॥ ৫১

**মূলানুবাদ**—পিতার অন্ততঃ একবারও নিজ সন্তানকৃত অপরাধ ক্ষমা করা উচিত। হে সত্ত্বমূর্ত্তে। এই পরম তামস এবং আপনার স্বরূপানভিজ্ঞ কালিয়ের অপরাধ ক্ষমা করুন ॥ ৫১

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—অতস্ত্বয়া ক্ষন্তুং যুজ্যতে এবেত্যাহুরপেতি। ভর্ত্রা পোষ্টৃত্বাৎ পিতৃতুল্যেন, স্বপ্রজাকৃতোঽপরাধঃ সকৃদপি সোঢব্যঃ সোঢ়ুং যোগ্যঃ, তস্মাৎ ক্ষন্তুমিত্যাদি। ত্বন্তু শান্তাত্মত্বাৎ সর্ব্বথা ক্ষন্তুমর্হসীত্যর্থঃ। কিন্তু মূঢ়স্য তামসজাতিস্বভাবেন জ্ঞানহীনস্য অতএব ত্বামজানতঃ ত্বদদ্ভুতলীলাদিদর্শনেনাপি ত্বাং জ্ঞাতুমশক্নুবতঃ। যদ্বা। সকৃদপি যো ভর্ত্তা তেনাপি, ত্বন্তু সৃষ্টত্বাদিনা নিত্যেশ্বরঃ কিমুত ইতি ॥ ৫২

**অন্বয়ঃ।**—ভগবন্ (হে পরমদয়ালো। হে সর্ব্বজ্ঞশিরোমণে।) পন্নগঃ (অয়ং সর্পঃ কালিয়ঃ) প্রাণান্ ত্যজতি অনুগৃহ্লীষ্ব (অত ইমং ক্ষমস্ব।) সাধুশোচ্যানাং (সর্পজাতিত্বাৎ সাধুভিঃ শোচ্যানাং) স্ত্রীণাং নঃ (অস্মাকং) পতিঃ (পতিরূপঃ) প্রাণঃ প্রদীয়তাম্ ॥ ৫২

**মূলানুবাদ।**—হে পরমদয়ালো। কালিয়ের প্রাণান্তকাল উপস্থিত প্রায়, তাহাকে ক্ষমা করুন। আমরা একে সর্পকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে আবার স্ত্রীজাতি, সুতরাং আমরা সাধুগণের অনুগ্রহপাত্র। আমাদের পতিপ্রাণ ভিক্ষা দান করুন ॥ ৫২

**শ্রীধরটীকা।**—এবং তব প্রিয়াচরণাত্তপরাধস্তর্হি সোঢব্য ইতি ॥ ৫১।৫২

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।** কিং কর্ত্তব্যং ক্ষমা কার্য্যেতি। অনুগ্রহ এব কর্ত্তুং যোগ্য ইত্যাহুঃ অন্বিতি। কুতো ভগবন্ হে পরমদয়ালো। যদ্বা। হে সর্ব্বজ্ঞেতি নিজকারুণ্যমহিমানং স্বমায়াবৈভবং চ অতএব জীবানামস্মাকং দৈন্যঞ্চ ত্বং জানাস্যেবেত্যর্থঃ। এতচ্চাবিলম্বেনেত্যাহুঃ প্রাণানিতি। যদ্বা। "অয়ং হি প্রাণিনাং প্রাণা আর্ত্তানাং শরণং স্বহং" ইত্যাদি নিজপ্রতিজ্ঞাং স্মরস্যেবেত্যর্থঃ। আর্ত্তত্বং দর্শয়ন্তি প্রাণানিতি। অহো বত ন ক্রিয়তাং বাস্মিন্নহগ্রহঃ অস্মাস্বপ্যঙ্গং কর্ত্তুমুপযুজ্যত ইত্যাহুঃ স্ত্রীণামিতি। সাধুভিঃ শোচ্যানাং জাত্যৈব স্বাতন্ত্র্যাভাবাৎ ইতি পরমদৈন্যং দর্শিতম্। যদ্বা। সাধু যথাস্যাৎ পুনরনপরাধত্বাদিসম্পাদনেনেত্যর্থঃ। পতিরেব প্রাণঃ জীবনং প্রকর্ষেণ শরীরারুক্ষতত্বাদিনা চ দীয়তাম্ ॥ ৫২

**অন্বয়ঃ ।**—তে (তব) কিঙ্করীণাং (দাসীনামস্মাকং) অনুষ্ঠেয়ং (যৎকর্ত্তব্যং তৎ) বিধেহি (কিঙ্করীঃ প্রতি সমাদিশ) হৎ (যস্মাৎ) তব আজ্ঞয়া শ্রদ্ধয়া (দৃঢ়বিশ্বাসেন) অনুতিষ্ঠন্ (কর্ম কুর্ব্বন্ জনঃ) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বস্মাদপি) ভয়াৎ প্রমুচ্যতে (বিমুক্তো ভবতি)। ৫৩

**মূলানুবাদ ।**—হে ভগবন্! আপনার এই দাসীগণের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা উপদেশ করুন। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আপনার আদেশ পালন করে, সে সর্ব্ববিধ ভয় হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে॥

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ।**—তবাজ্ঞয়া যদনুষ্ঠেয়ং তৎ কিঙ্করীঃ প্রতি সমাদিশ। যদ্বা। তবাজ্ঞয়ৈব তব কিঙ্করীণাং সতীনাম্ অস্মাকমনুষ্ঠেয়ম্। তবাজ্ঞয়েত্যস্য পরেণান্বয়ঃ। যদ্‌যস্মাত্তবাজ্ঞয়া অনুতিষ্ঠন্ কর্ম কুর্ব্বন্ যদনুষ্ঠেয়মিতি বা। বৈ প্রসিদ্ধৌ সর্ব্বতঃ সর্ব্বস্মাদপি সর্ব্বত্রাপি বা। যদ্বা সর্ব্বতো ভয়ান্মুচ্যতে ইতি ভগবল্লোকপ্রাপ্তিরেবাভিপ্রেতা॥ ৫৩

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।**—সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীব্রজরাজনন্দন, কালিয়ের প্রতি যে দণ্ডবিধান করিয়াছেন, কালিয়পত্নীগণ তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন এবং তাহার ন্যায্যতা স্থাপন করিয়া কৃষ্ণের অচিন্ত্য মহাশক্তিবৈভব কীর্ত্তন ও পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণচরণে প্রণাম করিলেন। কালিয়পত্নীগণ কৃষ্ণের অচিন্ত্যমহাশক্তিবৈভব কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়া "নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে" প্রভৃতি দশটি শ্লোকে কৃষ্ণের পঞ্চান্নটি (৫৫) বিশেষণ পদ প্রকাশ করিয়াছেন ও তাহাতে নানাভাবে কৃষ্ণমাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন।

বিশেষণৈরসংকীর্ণৈঃ পঞ্চপঞ্চাশতা স্তুতঃ। অহিস্ত্রীভিঃ প্রসন্নো বস্তাসামিব ভবেদ্ধরিঃ॥ (শ্রীধরস্বামী)

শ্রীধরস্বামিপাদ কালীয়পত্নীগণের দশটি প্রণাম শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন—কালিয়-পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চপঞ্চাশৎ (পঞ্চান্ন) বিশেষণ শব্দ দ্বারা যে স্তুতি করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের উপর যে প্রকার প্রসন্ন হইয়াছেন, যাঁহারা কালিয়পত্নীগণ কৃত কৃষ্ণস্তুতি পাঠ করিবেন, কৃষ্ণ তাঁহাদের উপরও সেইরূপ প্রসন্ন হউন।

যাহা হউক, কালীয়পত্নীগণ, এইরূপে কৃষ্ণমহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে কৃষ্ণচরণে অসংখ্য প্রণাম করিয়া পরিশেষে কৃষ্ণচরণে কালিয়ের অপরাধ ক্ষমাপণ ও তাহার প্রাণভিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন—হে বিশ্ব-বিধাতঃ! অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ও তাহার অনন্ত জীব এবং অনন্ত বস্তু আপনারই সৃষ্ট। আপনি কোন অভিপ্রায়ে কোন্ জীব ও কোন্ বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। আপনার অনাদি কালশক্তিপ্রভাবে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সংঘটিত হইয়া থাকে, কিন্তু আপনার তাহাতে কোন প্রকার অভিলাষ কিংবা প্রয়োজন বুদ্ধি নাই। আপনি বিশ্ববৈচিত্র্যের নির্ম্মাতা কিন্তু সৃষ্টিবৈচিত্র্যে আপনার কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব নাই। জগতে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ মূর্খ, কেহ বিদ্বান্, কেহ দেবতা, কেহ মনুষ্য ইত্যাদি প্রকার নানা বৈচিত্র্য আছে এবং আপনিই সেই সমস্ত অদ্ভুত বৈচিত্র্য প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু পক্ষপাত বশতঃ কিংবা কোনপ্রকার নিজ প্রয়োজন সাধনের জন্য আপনি এই বিচিত্র সৃষ্টি প্রকাশ করেন নাই। অনাদি কর্ম্মসংস্কার বশতঃ যে জীব যাদৃশ সুখ দুঃখ কিংবা স্বভাবাদি উপভোগ করিবার উপযুক্ত, আপনার সৃষ্ট জগতে অভ্রান্তভাবে ঠিক তদনুরূপ ব্যবস্থাই হইয়া থাকে, ইহাতে আপনার কোনপ্রকার ইচ্ছা-বৈষম্য নাই। আপনি জগতের প্রতি জীব ও প্রতি বস্তুর নিয়ন্তা ও সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেও আপনার নিগ্রহে কিংবা সৃজনে কিছুমাত্র বৈষম্য নাই। জগতে দেখা যায় যে, মেঘের জলবর্ষণে ধান্য, যব, মাষ, মুদ্গাদি নানাবিধ শস্যের অঙ্কুরোৎপত্তি হয় ও তাহাতে বিভিন্ন জাতীয় শস্য উৎপন্ন হয়। মেঘ, অঙ্কুরোৎপত্তির কারণ হইলেও শস্যোৎপত্তির বিভিন্নতার কারণ নহে। বীজগত বৈষম্যই শস্যোৎপত্তির বৈষম্যের মূল কারণ। শ্রীভগবান্‌ও এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ও তাহার অনন্ত জীব ও নানাবিধ জীবভোগ্য বস্তুর উৎপত্তি কারণ বটে, কিন্তু তিনি তাহাদের

স্বভাবগত বৈষম্যের কারণ নহেন। অনাদি কর্ম্মসংস্কারানুরূপ বৈষম্যই জীবের প্রকৃতি বৈষম্যের হেতু। মেঘ যেমন শস্যাদির অঙ্কুরোৎপত্তি প্রভৃতির সঙ্কল্প কিংবা বাসনা লইয়া জলবর্ষণ করে না, শ্রীভগবান্‌ও সেইরূপ কোন প্রকার অভিসন্ধিপূর্ব্বক জগৎ সৃষ্টি করেন না। মহাপ্রলয়ে অনন্ত জীব নিজ নিজ কর্ম্মবাসনাসহ শ্রীভগবানে বিলীন হইয়া যায়, আবার সৃষ্টির সময় পূর্ব্বকর্ম্মবাসনানুরূপ আকৃতি ও প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। শ্রীভগবানের এই বৈষম্যের প্রতি কোন প্রকার দৃষ্টি বা ইচ্ছা নাই।

বেদান্তদর্শন দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম পাদে "বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাত্তথাহি দর্শয়তি" এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদশঙ্করাচার্য্য "ঈশ্বরস্তু পর্জ্জন্যবদ্ দ্রষ্টব্যঃ" প্রভৃতি প্রবন্ধে এই তত্ত্বের বিস্তৃত সমালোচনা ও মীমাংসা করিয়াছেন।

কালিয়পত্নীগণ শ্রীভগবান্‌কে বলিলেন, হে ভগবন্! আপনি প্রকৃতিতে ঈক্ষণ করিলে মহত্তত্ত্বাদিক্রমে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয় এবং জীবগণের পূর্ব্বসৃষ্টির কর্ম্মসংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হইয়া যথাযোগ্য দেহস্বভাবাদি প্রাপ্তি হয় সুতরাং ইহাতে আপনারও কোন পক্ষপাতিত্ব নাই, জীবেরও কোন দোষ নাই।

অথবা "সতঃ সমীক্ষয়া" অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পগত সাধক ভক্তগণকে দেখিবার জন্য আপনি প্রকৃতিতে ঈক্ষণ করিয়াই জগৎ সৃষ্টি করেন এবং পূর্ব্বজন্মের সাধনসংস্কারসহ আপনার ভক্তগণ জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনার চরণারবিন্দ ভজন করে এবং আপনি তাহাদের পালন করেন ও মহাপ্রলয়ে আবার আপনি সকলকে প্রলয়-নিদ্রায় নিদ্রিত করিয়া নিজক্রোড়ে স্থাপন করেন। জগতে দেখা যায় যে স্নেহময়ী জননী তাঁহার নিদ্রিত পুত্রকে জাগাইয়া দুগ্ধ পান করান, নানাভাবে লালনপালনাদি করেন এবং যথাসময়ে আবার পুত্রকে নিদ্রাবিষ্ট করিয়া ক্রোড়ে ধারণ ও শয়ন করান। আপনিও সেইরূপ প্রলয়রাত্রির অবসানে নিজ ভক্তগণকে জাগাইয়া তাহাদের যথাযোগ্য কৃপামৃতাস্বাদন করান ও নানাভাবে তাহাদিগকে পালন ও পোষণাদি করেন, আবার প্রলয়-রাত্রির আগমনে তাহাদিগকে ক্রোড়ে করিয়া অনন্তশয্যায় শয়ন করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশস্কন্ধে বর্ণিত আছে যে, এই নৈমিত্তিক প্রলয়ের কথা বলা হইল। এই সময়ে বিশ্বস্রষ্টা শ্রীভগবান্ বিশ্ব আত্মসাৎ করিয়া অনন্তশয়নে শয়ন করেন।

শ্রীভগবান্ তাঁহার ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধনের জন্যই বিবিধ লীলা করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহার সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের লীলাও যে ভক্তানন্দ বর্দ্ধনের জন্যই হইয়া থাকে, এ কথা স্বীকার করিলে বিশেষ কোনই অনিষ্ট হয় না। শ্রীভগবান্ তাঁহার ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধনের জন্যই বিবিধ লীলা করেন, সেই প্রসঙ্গে তাঁহার অভক্ত এবং দ্বেষি জীবগণেরও সৃষ্টি প্রভৃতি হইয়া যায়। ভক্তাধীন শ্রীভগবানের সকল লীলাই ভক্তের জন্য। সেই লীলার উপকরণরূপে নানাবিধ সৃষ্টির প্রয়োজন হয় ও তাহাতে বিশ্ব পরিপূর্ণ হইয়া যায়।

যাহাই হউক, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং তাহার অনন্তকোটি জীব শ্রীভগবানের সৃষ্ট এবং সৃষ্টি ব্যাপারে তাঁহার কোন প্রকার বৈষম্য বা পক্ষপাত না থাকিলেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কারানুসারে সর্ব্বজীব জন্মগ্রহণ করিয়া নানাবিধ স্বভাবসম্পন্ন হয় ও নানাবিধ কার্য্য করিয়া থাকে, ইহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই।

কালিয়পত্নীগণ বলিলেন, হে ভগবন্! আপনি বিরাট্‌রূপে অনন্তব্রহ্মাণ্ড নিজাঙ্গে ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন, জগতের সর্ব্বজীব এবং সর্ব্ববিধ বস্তুই আপনার বিরাট্ দেহের অন্তর্গত, যদিও প্রাক্তন কর্ম্ম-সংস্কারানুসারে কোনও জীব শান্ত প্রকৃতি কোনও জীব অশান্ত প্রকৃতি এবং কোনও জীব মূঢ় প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তথাপি তাহারা সকলেই আপনার বিরাট্ বিভূতিরই অন্তর্গত। তাহাদের স্বভাবের জন্য তাহারা কেহই দায়ী নহে এবং সেজন্য কেহই আপনার প্রিয় বা অপ্রিয় নহে। কিন্তু আপনি যখন জগতে

আপনার লীলা প্রকাশ করেন, তখন আপনার লীলায় কাহাকেও আপনার প্রিয় এবং কাহাকেও আপনার অপ্রিয় বলিয়া মনে হয়। আপনার লীলায় কেহ বা আপনার প্রচুর অনুগ্রহ এবং কেহ বা প্রচুর নিগ্রহ লাভ করে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, আপনার অনুগ্রহ ও নিগ্রহ বিভিন্নাকার বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও পরিণামে উহা একাকারই হইয়া যায়। যে সমস্ত অসুর-প্রকৃতির জীব আপনার নিগ্রহে আপনার হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হয়, তাহাদেরও পরিশেষে ভবযন্ত্রণার নিবৃত্তি হইতে দেখা যায়; সুতরাং আপনার লীলার তত্ত্ব ও উদ্দেশ্য কাহারও হৃদয়ঙ্গম করার সাধ্য নাই। আপনার লীলায় প্রকাশ্যভাবে যাহা দেখা যায়, তদতিরিক্ত কোনও ধারণা করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে, সুতরাং আপনি যখনই যে লীলা করেন, তাহাই জগতের হিতকারক মনে করিয়া আপনার লীলাকথা শ্রবণ কীর্ত্তন এবং লীলাবিগ্রহের চরণে শরণগ্রহণ করাই জীবের কর্ত্তব্য।

আপনি এবার যে লীলা করিতেছেন, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, আপনি আপনার চরণাশ্রিত সজ্জনগণকে রক্ষা করিতেছেন ও ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতেছেন। আপনার এই লীলায় সাত্ত্বিক প্রকৃতি সজ্জনগণই আপনার প্রিয় এবং রাজস ও তামস প্রকৃতি জীবগণ আপনার অপ্রিয়। সেই জন্য আপনি সজ্জনগণকে রক্ষা করিবার জন্য রাজস ও তামস প্রকৃতি দুর্বৃত্ত জনের যথাযোগ্য দণ্ডবিধান করিতেছেন। যদিও আপনার সমস্ত লীলাতেই এই প্রকার নিয়মের কথাই জানা যায়, তথাপি আপনার বর্ত্তমান লীলায় যাহা মনে হয়, তাহাই আপনার চরণে নিবেদন করিলাম।

আপনার বর্ত্তমান লীলায় কালিয় কোন প্রকারেই অনুগ্রহ পাওয়ার যোগ্য নহে; সুতরাং আপনি তাহাকে যে নিগ্রহ করিয়াছেন, তাহা অন্যায় হয় নাই। আপনার ভক্তচূড়ামণি গরুড় হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রজবাসিগণ পর্য্যন্ত সকলের নিকটেই কালিয় মহাপরাধ করিয়াছে। অতএব তাহার সম্বন্ধে আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই। তথাপি আমাদের বলিতে ইচ্ছা হয় যে—"অপরাধঃ সকৃদ্ভর্ত্রা সোঢব্যঃ স্বপ্রজাকৃতঃ"। কালিয় তাহার বহির্ম্মুখতা দোষে কোন দিনই আপনাকে প্রভু বলিয়া জানিতে না পারিলেও আপনি তাহার প্রভুই। পিতার অত্যাচারী পুত্র কি পুত্র নহে? রাজার অবাধ্য প্রজা কি প্রজা নহে? আপনাকে বহির্ম্মুখ জীবগণ সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বপিতা বলিয়া মানিতে না পারিলেও তাহারা আপনারই নিয়ম্য এবং পুত্র। আপনি সর্ব্বজগতের পিতা; অতএব কোনও জীব যদি বহির্ম্মুখতা দোষে আপনার চরণে অপরাধী হয়, তাহা হইলে তাহার অপরাধ আপনার ক্ষমা করাই উচিত। অন্ততঃ তাহার এক জন্মের অপরাধও ক্ষমা করা নিতান্ত প্রয়োজন। কালিয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মান্তরে যাহা করিয়াছে তাহা আমরা কিছুই জানি না, তাহার বর্ত্তমান জন্মের অপরাধের কথা মনে করিয়া আমরা আপনার চরণে প্রার্থনা করিতেছি যে আপনি তাহার বর্ত্তমান জন্মের অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি দান করুন। জগতে দেখা যায় যে, যদি কেহ অল্পদিনের জন্যও কাহারও উপর প্রভুত্ব করে, তাহা হইলে নিজ দাস বলিয়া সে তাহার অপরাধ ক্ষমা করে। আপনি অনাদিকাল হইতে সর্ব্বজীবের প্রভু এবং জীব অনাদিকাল হইতেই আপনার দাস; সুতরাং অজ্ঞতা বশতঃ তাহার কোনও অপরাধ হইলে আপনি যদি ক্ষমা না করেন, তাহা হইলে তাহাদের আর গতি নাই। বিশেষতঃ এই মহাদুষ্ট কালিয় মূঢ়বুদ্ধি সর্প। সর্পদেহে আপনার স্বরূপজ্ঞান লাভ করা কি সম্ভবপর? জাতিস্বভাবে কালিয় অত্যন্ত ক্রোধী এবং হিংসাপরায়ণ, তাহার হিংসা ব্যতীত কোনপ্রকার সদ্বৃত্তির প্রকাশ হওয়াই সম্ভবপর নহে; সুতরাং সে আপনার চরণে যে অপরাধ করিয়াছে, তাহা তাহার মূঢ়তা হইতেই সংঘটিত হইয়াছে। অতএব ইহার অপরাধ যদি আপনি ক্ষমা না করেন, তাহা হইলে ইহার আর কোনই গতি নাই।

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্থং স নাগপত্নীভির্ভগবান্ সমভিষ্টুতঃ। মূর্চ্ছিতং ভগ্নশিরসং বিসসর্জ্জাঙ্ঘ্রিকুট্টনৈঃ॥ ৫৪

হে ভগবন্! আপনি অপার করুণাবারিধি, সেই ভরসায় আমরা আপনার চরণে প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি কালিয়ের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন এবং তাহার উপরে অনুগ্রহ দৃষ্টিপাত করুন। আপনি যদি কালিয়ের এই দেহ বিনাশ করিয়া জন্মান্তরে দিব্যদেহ দান ও উহাকে ভক্তিবাসনাযুক্ত করিয়া অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলে আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ হইবে না। আমাদের মনে বড়ই সাধ আছে যে, ভক্তপতির অনুগামিনী হইয়া আপনার চরণ সেবা করিব। কালিয়ের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছে যে, সে এখন আপনার চরণে শরণাগত হইয়াছে। আপনি যদি এখন ইহার প্রাণভিক্ষা দান করেন, তাহা হইলে আমরা ভক্ত-পতির সঙ্গিনী হইতে পারিব। বিশেষতঃ আমরা স্ত্রীজাতি; সুতরাং স্বভাবতঃই অবলা এবং পরাধীন। আমাদের যদি পতিবিয়োগ হয়, তাহা হইলে অন্য কোনও মহাসর্প আমাদিগকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পারে। তাহাতে আমরা কোন্ অবস্থায় পতিত হইব তাহার কোনই স্থিরতা নাই, হয় ত বা আপনার চরণ সেবাধিকার হইতেও চিরতরে বঞ্চিত হইব। অতএব আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদের পতির প্রাণভিক্ষা দান করুন। স্ত্রীজাতির পতিই প্রাণস্বরূপ, সুতরাং কালিয়ের প্রাণদান করিলে আমাদেরও প্রাণদান করা হইবে। সাধুগণের মুখে যে শুনিতে পাই "আর্ত্তানাং শরণস্ত্বং" উহা আপনারই শ্রীমুখের বাণী। আমরা আর্ত্ত হইয়া আপনার চরণে শরণাপন্ন হইলাম, আমাদের পতির প্রাণভিক্ষা দান করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন।

কালিয়পত্নীগণ, এইরূপে কৃষ্ণচরণে শরণাগত হইয়া পুনঃ পুনঃ তাহাদের পতির প্রাণভিক্ষা চাহিলেন এবং পরিশেষে বলিলেন, হে ভগবন্! আপনার অন্তঃপ্রেরণায় আমরা আপনার চরণে কি প্রার্থনা জানাইলাম এবং তাহা আমাদের হিতকর কি না তাহা কিছুই জানি না। তাই বলিতেছি যে, আমরা আমাদের ধারণা অনুসারে আপনার চরণে যাহাই প্রার্থনা করি না কেন, আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদের যাহা কর্ত্তব্য তাহাই আদেশ করুন। জীব নিজ নিজ বাসনা বশতঃ আপনার চরণে নানাবিধ প্রার্থনা করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের যাহাতে হিত হয়, তাহাই আপনার ব্যবস্থা করা উচিত। অবোধ বালক তাহার শারীরিক অবস্থা না বুঝিয়া জননীর নিকট নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রার্থনা করিয়া থাকে, কিন্তু জননী তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া যাহাতে তাহার হিত হয়, তাদৃশ খাদ্যই প্রদান করিয়া থাকেন। আমরা আমাদের হিতকর বুঝিয়া আপনার নিকট যাহাই প্রার্থনা করি না কেন, আপনি যাহাতে আমাদের হিত হয়, এইরূপ কর্ত্তব্যের উপদেশ প্রদান করিয়া আমাদিগকে চিরকৃতার্থ করুন। আমরা চিরদিনই আপনার চরণসেবিকা, আমরা যেন জন্মে জন্মে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত না হই, ইহাই আমাদের শেষ নিবেদন। আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করা জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিতকর কার্য্য। যাহারা শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশানুসারে আপনার আজ্ঞা পালন করিতে পারে, তাহারা সর্ব্ববিধ সংসার-ভয় হইতে মুক্তিলাভ করে। সেইজন্য আমরা প্রার্থনা করিতেছি, হে করুণাসিন্ধো! আপনি কৃপাপূর্ব্বক আপনার চিরকিঙ্করীগণের চিরজীবনের অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের আদেশ করিয়া চিরকৃতার্থ করুন॥ ৪৩—৫৩

অন্বয়ঃ:—নাগপত্নীভিঃ (কালিয়নাগস্য পত্নীভিঃ) ইত্থং (পূর্ব্বোক্ত প্রকারেণ) সমভিষ্টুতঃ (সম্যক্ স্তুত্যাদিনা যাচিতঃ) সঃ (স্তুতিমাত্রপ্রীতঃ, শ্রীবৃন্দাবনক্রীড়ারসিকঃ) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অঙ্ঘ্রিকুট্টনৈঃ (পাদ-প্রহারৈঃ) ভগ্নশিরসং (ভগ্নমস্তকং) মূর্চ্ছিতং (চেতনাশূন্যং কালিয়ং) বিসসর্জ্জ (তত্যাজ, তচ্ছীর্ষেভ্যঃ সহসৈবাবপ্লুত্য তদগ্রে তস্থৌ)॥ ৫৪

প্রতিলব্ধেন্দ্রিয়প্রাণঃ কালিয়ঃ শনকৈর্হরিম্। কৃচ্ছ্রাৎসমুচ্ছ্বসন্ দীনঃ কৃষ্ণং প্রাহ কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৫৫
বয়ং খলাঃ সহোৎপত্ত্যা তামসা দীর্ঘমন্যবঃ। স্বভাবো দুস্ত্যজো নাথ লোকানাং যদসদ্‌গ্রহঃ॥ ৫৬
ত্বয়া সৃষ্টমিদং বিশ্বং ধাতর্গুণবিসর্জ্জনম্। নানাস্বভাববীর্য্যোজো-যোনিবীজাশয়াকৃতি॥ ৫৭

**মূলানুবাদ।** -শ্রীশুকদেব বলিলেন—নাগপত্নীগণ এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি এবং তাঁহার নিকট কালিয়ের প্রাণভিক্ষা করিলে, তিনি তাঁহার পদাঘাতে ভগ্নমস্তক এবং হৃতচেতন কালিয়ের মস্তক হইতে অবতরণ করিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন॥ ৫৪

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—স স্তুতিমাত্রপ্রীতঃ শ্রীবৃন্দাবনস্বচ্ছন্দক্রীড়াসুখরসিকো বা। যদ্বা। পরদুঃখকাতরো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অঙ্ঘ্রিভ্যাং কুট্টনৈঃ প্রহারৈর্ভগ্নশিরসম্ অতএব মূর্চ্ছিতং কালিয়ং তত্যাজ॥ ৫৪

**অন্বয়ঃ।**—শনকৈঃ (নিজমস্তকাৎ শ্রীকৃষ্ণস্যাবতরণানন্তরং ক্রমশঃ) প্রতিলব্ধেন্দ্রিয়প্রাণঃ (প্রতিলব্ধানি পুনঃ প্রাপ্তানি ইন্দ্রিয়াণি প্রাণাশ্চ যস্য সঃ লব্ধেন্দ্রিয়প্রাণবৃত্তিরিত্যর্থঃ) কৃচ্ছ্রাৎ (অতিকষ্টেন) সমুচ্ছ্বসন্ (শ্বাসং বিমুঞ্চন্) দীনঃ (গতাভিমানঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পাদপ্রহারৈরার্ত্তো বা) কালিয়ঃ কৃতাঞ্জলিঃ (বদ্ধাঞ্জলিঃ সন্) হরিং (নিজদুর্মদদোষহরং) কৃষ্ণং (নিজসম্মুখবর্ত্তিনং শ্রীভগবন্তং) প্রাহ॥ ৫৫

**মূলানুবাদ।** - তখন কালিয় ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়শক্তি ও জীবনীশক্তি লাভ করিয়া অতি কষ্টে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে কৃতাঞ্জলিপুটে তাহার দুরভিমান হরণকারি কৃষ্ণকে কিছু বলিতে লাগিল॥৫৫

**শ্রীধরটীকা।**—যুষ্মদনুগ্রহে অন্যেষাং মৃত্যুরেবেতি চেৎ তত্রেত্যাহঃ বিধেহীতি। ত্বদাজ্ঞয়া প্রাণিনো নাশ্যামেতি ভাবঃ॥ ৫৩—৫৫

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—নিজদুর্মদাদিদোষং হরতীতি হরিং যতঃ কৃষ্ণং সাক্ষাদ্ভগবন্তম্। দীনো গতাভিমান আর্ত্তো বা। আর্ত্তত্বাদেবাশক্ত্যা পত্নীবন্ন দণ্ডবৎ প্রণামেতি জ্ঞেয়ম্। প্রকৃষ্টং দীনজনানাং বক্তুমুচিতমাহেতি। অতো ভগবতি নিজদোষারোপণমিব যৎ করিষ্যতে তদপি দৈন্যেনৈব স্বস্য তদধীনতায়ামেব তাৎপর্য্যাৎ॥ ৫৫

**অন্বয়ঃ।** নাথ (হে সর্ব্বেশ্বর!) বয়ং উৎপত্ত্যা সহ (জন্মনা সহ, জাতিস্বভাবেনৈবেত্যর্থঃ,) খলাঃ (দুষ্টাঃ পরপীড়কা ইতি যাবৎ) তামসাঃ (তমোগুণপ্রচুরাঃ বিবেকশূন্যা ইত্যর্থঃ) দীর্ঘমন্যবঃ (অত্যন্তক্রোধনস্বভাবাশ্চ) যৎ (যতএব) ভূতানাং (জীবমাত্রাণামেব) অসদ্‌গ্রহঃ (অসতি দেহগেহাদৌ গ্রহঃ অভিনিবেশো যস্য ভবতি সঃ) স্বভাবঃ (ঔৎপত্তিকগুণঃ) দুস্ত্যজঃ (এব ভবতি)॥ ৫৬

**মূলানুবাদ।**—কালিয় বলিল—হে নাথ। আমরা স্বভাবতঃই খল, অজ্ঞানাচ্ছন্ন এবং কোপনস্বভাব। জীবমাত্রেরই পক্ষে স্বভাব অতি দুস্ত্যজ এবং তাহা হইতেই তাহাদের নানাবিধ দুরভিনিবেশ হইয়া থাকে॥ ৫৬

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—তদেবাহ বয়মিতি চতুর্ভিঃ। উৎপত্ত্যা সহ জাতিস্বভাবেনৈবেত্যর্থঃ। নাথ হে ঈশ্বরেতি তদপি ত্বং খণ্ডয়িতুং সমর্থোঽসীতি ভাবঃ॥ ৫৬

**অন্বয়ঃ।**—ধাতঃ (হে বিশ্ববিধাতঃ!) নানাস্বভাববীর্য্যোজোযোনিবীজাশয়াকৃতি (নানা বহুবিধাঃ স্বভাব-শান্তঘোরত্বাদিঃ বীর্য্যং দেহশক্তিঃ ওজঃ ইন্দ্রিয়শক্তিঃ যোনিঃ মাতৃশক্তিঃ বীজঃ পিতৃশক্তি আশয়ঃ বাসনা, আকৃতিঃ রূপঞ্চ যস্য তথাবিধং) গুণবিসর্জ্জনম্ (গুণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ বিসর্জ্জনং বিবিধা সৃষ্টির্যস্য তৎ) ইদং (পরিদৃশ্যমানং) বিশ্বং (স্থাবরজঙ্গমাত্মকং জগৎ ত্বয়া (বিশ্ববিধাত্রা ত্বয়ৈব) সৃষ্টং (বিরচিতম্)॥ ৫৭

**মূলানুবাদ।**—হে বিশ্ববিধাতঃ! নানাবিধ স্বভাব, দেহশক্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি, মাতৃশক্তি, পিতৃশক্তি, বাসনা ও আকৃতি বিশিষ্ট এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব আপনিই সত্ত্বাদি ত্রিগুণ দ্বারা বিবিধ বৈচিত্র্যময় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন॥ ৫৭

বয়ঞ্চ তত্র ভগবন্ সর্পা জাত্যুরুমন্যবঃ। কথং ত্যজামস্ত্বন্মায়াং দুস্ত্যজাং মোহিতাঃ স্বয়ম্ ॥ ৫৮
ভবান্ হি কারণং তত্র সর্বজ্ঞো জগদীশ্বরঃ। অনুগ্রহং নিগ্রহং বা মন্যসে তদ্বিধেহি নঃ ॥ ৫৯

**শ্রীধরটীকা।**—যদসদ্গ্রহ ইতি। যতঃ স্বভাবোঽসদ্গ্রহরূপঃ। যদ্বা। যতঃ স্বভাবাৎ অসতি দেহাদৌ গ্রহঃ দুস্ত্যজ ইতি। গুণৈর্বিবিধতয়া সৃজ্যত ইতি গুণবিসর্জ্জনম্। তত্রাপি নানাস্বভাবাদয়ো যস্য তৎ ॥ ৫৬ ৫৭

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—তদেবাভিব্যঞ্জতি ত্বয়েতি সার্দ্ধেন। নন্বু ব্রহ্মণা সৃজ্যতে নতু ময়েত্যাশঙ্ক্যাহ হে ধাতরিতি। ত্বমেব তদ্রূপেণ সৃজসীতি ভাবঃ। স্বভাবঃ শান্তত্বাদি, বীর্য্যৌজসোর্দেহেন্দ্রিয়শক্তিভেদেন ভেদঃ। যোনিবীজয়োর্মাতাপিতৃভেদেন ভেদঃ। আশয়ো বাসনা। আকৃতিঃ রূপম্ ॥ ৫৭

**অন্বয়ঃ**—ভগবন্ (হে বিশ্ববিধাতঃ) তত্র (ত্বয়ৈব সৃষ্টেঽস্মিন্ জগতি) বয়ং (ত্বয়ৈব সৃষ্টা বয়ং) জাত্যুরুমন্যবঃ (জাতিস্বভাবেনৈব অত্যন্তকোপনস্বভাবাঃ সর্পাঃ, অতঃ) মোহিতাঃ (ত্বন্মায়ামোহিতাঃ বয়ং) দুস্ত্যজাং (বিদুষাপি ত্যক্তুমশক্যাং) ত্বন্মায়াং (তব জগন্মোহিনীং মায়াং) স্বয়ং (ত্বৎকৃপাং বিনা নিজশক্ত্যৈব) কথং ত্যজামঃ (কেনোপায়েন ত্যক্তুং প্রভবামঃ) ॥ ৫৮

**মূলানুবাদ।**—হে ভগবন্! আপনারই সৃষ্ট জগতে আমরা অত্যন্ত কোপন স্বভাব সর্পজাতি এবং আপনারই মায়ার অধীন। আপনার কৃপা ব্যতীত আমরা নিজ শক্তিতে কেমন করিয়া আপনার মায়ার মহাপ্রভাব লঙ্ঘন করিব? ॥ ৫৮

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—ভগবন্ হে সর্ব্বেশ্বরেতি স্বকর্ম্মণৈব সর্পা ইতি পক্ষো নিরস্তঃ, কর্ম্মণামপীশ্বরত্বাৎ তস্মাদস্মাতস্মোনৈবাপরাধোঽস্যং জাত ইতি ভাবঃ। অতঃ কথমপি অজ্ঞৈরপি দুস্ত্যজাম্ ॥ ৫৮

**অন্বয়ঃ**—সর্ব্বজ্ঞঃ (সর্ব্বেষাং সর্ব্ববিধস্বভাবজ্ঞানবান্) জগদীশ্বরঃ (জগতাং তদন্তর্গতজীবস্বভাবানাঞ্চ স্রষ্টা নিয়ন্তাচ) ভবান্ হি (ভবানেব যতঃ) তত্র (মায়য়া বন্ধনে ততোমুক্তিদানে চ) কারণং (মুখ্যহেতুঃ অতঃ) নঃ (স্বদত্তস্বভাবেনৈব কোপনস্বভাবান্ অস্মান্ প্রতি) অনুগ্রহং (কৃপয়া মায়াবন্ধনান্মোচনং) নিগ্রহং (মায়য়া দৃঢ়বন্ধনং বা) যৎ মন্যসে (কর্ত্তুমিচ্ছসি) তৎ (তদেব) বিধেহি (কুরু) ॥ ৫৯

**মূলানুবাদ।**—আপনি সকলের সকল স্বভাবই জানেন এবং আপনিই সকলের নিয়ন্তা। অতএব আপনাকে আর কি বলিব, আমাদের উপর অনুগ্রহ কিংবা নিগ্রহ যাহা আপনার ইচ্ছা হয় তাহাই করুন ॥ ৫৯

**শ্রীধরটীকা।**—জাত্যা জন্মনৈব উরুর্মন্যুর্যেষাং তে বয়ং স্বয়ং কথং ত্যজামঃ। হি যস্মাৎ তত্র তন্মায়াত্যাগে ভবানেব কারণমিত্যনুগ্রহং বিধেহি, ঈশ্বরত্বান্নিগ্রহং বা বিধেহীতি ॥ ৫৮ ৫৯

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—স্বয়ং ত্যাগাশক্তৌ হেতুর্ভবানিতি ত্বয়া হেতুনৈব সা ত্যাজ্যা স্যাদিত্যর্থঃ। মন্যসে যদিচ্ছসি তমেব বিধেহীত্যর্থঃ। তত্র সর্ব্বং নিজমায়াবৈভবাদিকমস্মাকঞ্চ দৈন্যাদিকং জানাসীতি সর্ব্বজ্ঞঃ ইত্যনুগ্রহে হেতুঃ, জগদীশ্বরঃ পরমস্বতন্ত্র ইতি চ নিগ্রহে। তথাচ বিষ্ণুপুরাণে "যথাহং ভবতা সৃষ্ট" ইত্যাদি। অন্যৈস্তৈঃ। যদ্বা। সর্ব্বজ্ঞ ইত্যনুগ্রহনিগ্রহয়োঃ কারণং বেৎসি। জগদীশ্বর ইতি তয়োরেকং বিধেহীতি বাক্যার্থঃ। তত্রচ জগদীশ্বর ইতি সত্যপি নিগ্রহকারণেঽনুগ্রহমপি কর্ত্তুং শক্নোষীতি ভাবঃ। ৫৯

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—কালিয়পত্নীগণ নানাভাবে কৃষ্ণের স্বরূপ এবং অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করিয়া কালিয়মস্তকে নৃত্যপরায়ণ ব্রজরাজনন্দনের স্তুতি করিল এবং তাঁহার চরণে বহু মিনতি করিয়া কালিয়ের প্রাণভিক্ষা করিল। কালিয়দমন হরি স্বভাবতঃই পরম করুণার্দ্র হৃদয়, তিনি কালিয়কে কৃতার্থ করিবার জন্যই তাহার মস্তকে আরোহণ করিয়াছেন এবং নৃত্যচ্ছলে পদাঘাত করিয়া তাহার অভিমানের সমুন্নত শতফণা ভগ্ন

এবং অবনত করিয়াছেন। তাঁহার কালিয়ের প্রতি কোন প্রকার ক্রোধ কি বা উপেক্ষাবুদ্ধি নাই, তাহার আত্মদর্শিত দুরভিমান হরণ করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি তাহাকে দমন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং কালিয়কে তাঁহার চরণের বিক্রম বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে চিরতরে শরণাগত করিয়াছেন। আপাততঃ কৃষ্ণের এই লীলায় মনে হয় যে, তিনি কালিয়ের প্রতি কঠোর দণ্ডবিধান করিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরূপ অনুগ্রহ অনেক ভাগ্যবানেরই লাভ করার সৌভাগ্য ঘটে না। স্নেহময়ী জননী যেমন তাঁহার দুষ্ট শিশুকে দণ্ড দিয়া পরিশেষে তাহার ক্রন্দনে দুঃখিত হইয়া, আর তাহাকে দণ্ড না দিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকেন, শ্রীভগবান্‌ও সেইরূপ দুষ্ট কালিয়কে দণ্ড দিয়া তাহার মরণাপন্ন অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তেই স্থিরভাবে এতক্ষণ তাহার মস্তকে দণ্ডায়মান ছিলেন। জননী যেমন পুত্রকে দণ্ড দিয়া পরিশেষে দুঃখিত চিত্তে ভাবনা করেন যে, অবোধ বালক যদি এমন দুষ্ট না হইত, তাহা হইলে এরূপ দুঃখ দেওয়ার কোনই প্রয়োজন ছিল না, শ্রীভগবান্‌ও কালিয়মস্তকে দণ্ডায়মান হইয়া মনে মনে ভাবনা করিতেছিলেন যে, কালিয় যদি এমন মহাদুষ্ট না হইত, তাহা হইলে তাহাকে এরূপ দুঃখ দেওয়ার কোনই প্রয়োজন হইত না। শ্রীভগবানের এইরূপ শুভেচ্ছা বশতঃই বোধ হয়, কালিয়ের হৃদয় শোধন হইয়া সে তাঁহার চরণে শরণাগত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে; সুতরাং শ্রীভগবান্ কালিয়কে যে দণ্ড প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তাহার পরম কল্যাণই সাধিত হইয়াছে।

শ্রীভগবান্ পরম করুণাময় এবং তিনি সর্বজীবের উপর সর্বদাই প্রসন্ন। তথাপি অপরাধী জীবের হৃদয় শোধন করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহার নির্মম ব্যবহার করিতে হয়। যাহাই হউক, শ্রীভগবান্ কালিয়পত্নীগণের স্তুতিবাক্য শুনিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং তাহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন। কালিয়পত্নীগণের প্রার্থনানুসারে তিনি বিষন্ন এবং ভগ্নমস্তক কালিয়ের মস্তক হইতে অবতরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন এবং প্রসন্নদৃষ্টি সঞ্চারে কালিয় ও তাহার পত্নীগণের সর্ববিধ ভয় হরণ ও তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যখন কালিয় মস্তক হইতে অবতরণ করিলেন, তখন যেন কালিয়ের জীবনীশক্তি এবং ইন্দ্রিয়শক্তি ফিরিয়া আসিল। কৃষ্ণের পুনঃ পুনঃ পদপ্রহারে এবং অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদর শ্রীমূর্তির ভারে কালিয় এতক্ষণ অবসন্ন ও মৃতপ্রায় হইয়া কোনও প্রকারে দাঁড়াইয়া ছিল। মস্তক হইতে কৃষ্ণাবতরণের পর সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অর্দ্ধোন্মীলিত নয়নে কৃষ্ণের চরণের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার কৃষ্ণচরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িবার সামর্থ্য হইল না। তখন সে অতি দীনভাবে কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই দীনবন্ধুর চরণে কোটি কোটি প্রণাম জানাইয়া তাঁহার চরণে কিছু দৈন্য বিজ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইল। কৃষ্ণের চরণপ্রহারে কালিয় এতই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহার কথা বলিতেও যেন প্রাণান্ত হইবার উপক্রম হইতে লাগিল। সে কোন প্রকারে হাঁপাইতে হাঁপাইতে কৃষ্ণের চরণে দুই একটি কথা নিবেদন করিল। (কালিয়দমনলীলা আলোচনা করিলে জানা যায় যে, কালিয়ের আকৃতি বৃহদাকার সর্পের ন্যায়। সে তাহার সুলম্বিত দেহ দ্বারা কৃষ্ণের শরীর বেষ্টন করিয়াছিল, এবং কৃষ্ণ তাহার ফণার উপরে নৃত্য করিয়াছিলেন একথা বহুস্থানে বর্ণিত আছে। কিন্তু "প্রতিলব্ধেন্দ্রিয় প্রাণ." প্রভৃতি শ্লোকে দেখা যাইতেছে যে, কালিয় কৃতাঞ্জলিপুটে কৃষ্ণচরণে প্রণাম করিল। ইহাতে মনে হয় যে, কালিয়, অসুর রাক্ষসগণের মত ইচ্ছানুসারে নানারূপ রূপ ধারণ করিতে পারিত। শ্রীধরস্বামিপাদ প্রভৃতি টীকাকারগণ ইহার কোনই সমালোচনা করেন নাই। শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী, এ প্রসঙ্গে কিছু না বলিলেও অন্যত্র বলিয়াছেন, "কাদ্রবেয়স্তু দেবাভনানাশক্তিবিধারিণ." ইহাতে জানা যায় যে, কদ্রুনন্দন কালিয় দেবতুল্য নানাবিধ শক্তিশালী ছিল, সুতরাং তাহার পক্ষে জোড়করে কৃষ্ণচরণে প্রণাম করা অসম্ভব নহে।)

কালিয়, দৈহিকবল ও বিষবীর্য্যের অভিমানে মত্ত এবং বহির্ম্মুখ শিরোমণি ছিল, কিন্তু কৃষ্ণের অপার কৃপায় যখন তাহার সমস্ত অভিমান খর্ব্ব হইল এবং সে কৃষ্ণচরণে শরণাগত হইল, তখন তাহার সর্ব্ববিধ তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হইল। শ্রীকৃষ্ণই যে সর্বেশ্বর এবং সর্ব্বনিয়ন্তা, তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত কাহারও যে কিছু করিবার সাধ্য নাই এবং তিনি জগতের প্রতি-বস্তু, প্রতি-জীব ও তাহাদের সর্ব্ববিধ আকৃতি প্রকৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা কৃষ্ণচরণে শরণাগতি প্রভাবে কালিযের হৃদয়ঙ্গম হইয়া গেল। তখন কালিয় কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া নিবেদন করিল, হে বিশ্ববিধাতঃ। আমরা স্বভাবতঃ তমোগুণাচ্ছন্ন খলপ্রকৃতি এবং অত্যন্ত ক্রোধী। কিন্তু আমরা বিশ্বস্রষ্টারই সৃষ্ট জীব—আমরা কেহই স্বয়ং সৃষ্ট হয় নাই। আপনিই বিশ্বস্রষ্টা এবং বিশ্বনিয়ন্তা। আপনি যাহাকে যে ভাবে সৃষ্টি করিবেন এবং যে স্বভাবাপন্ন করিবেন, তাহার সেই ভাবে উৎপন্ন হইয়া সেই স্বভাবেরই অনুগত থাকিতে হইবে। আপনার নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারে, এমন জীব কেহই কুত্রাপি নাই। আপনার অলঙ্ঘ্য নিয়মই প্রতি-জীব এবং প্রতি-বস্তুর স্বভাব। জগতের একটি ক্ষুদ্র কীটাণু কিংবা ধূলিকণিকাও আপনার অলঙ্ঘ্য শাসনের ব্যতিক্রম করিতে পারে না। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, আকাশ, বাতাস, জল, অগ্নি প্রভৃতি সমস্তই আপনার নিয়মাধীন এবং আপনার নিয়মাধীনতাই তাহাদের স্বভাব। "অস্যৈব প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" "অস্যৈব প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্রবন্তে" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য সমালোচনায় স্পষ্টই জানা যায় যে চন্দ্র সূর্য্যের অস্খলিত ভাবে আকাশে অবস্থান ও নিয়ত নিজ পথে ভ্রমণ এবং পর্ব্বতগুহানিঃসৃত নদনদীর সমুদ্রাভিমুখে ধাবন, আপনারই অলঙ্ঘ্যশাসনে সংঘটিত হইয়া থাকে। জগতের সর্ব্বজীব এবং সর্ব্ববিধ জড়পদার্থ সর্ব্বদা আপনারই অলঙ্ঘনীয় নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলে, কিন্তু কেহই আপনাকে জানে না। সকলেই সকল কার্য্যে নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমানে মত্ত হইয়া যায় এবং সর্ব্ববিধ জড়বস্তুর স্থিতি গতি দেখিয়া তাহা তাহাদেরই স্বভাব বলিয়া মনে করে। আপনার শাসনাধীনতাই যে স্বভাব, তাহা কাহারও ধারণায় আসে না। বহির্ম্মুখ জীবগণ যে দেহ-গেহাদিতে "আমি" "আমার" ভাব পোষণ করে এবং সেই অভিনিবেশে মত্ত হইয়া কুকার্য্যে রত হইয়া পড়ে, তাহাও আপনারই অপ্রতিহত বিধান; সুতরাং কাহারও নিজ স্বভাব পরিত্যাগ করিবার সাধ্য নাই। অধিক কথা আর কি বলিব, আপনিও কখনও আপনার স্বভাব লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হন না। সেই জন্যই আমি বহির্ম্মুখ স্বভাবে আপনাকে ভুলিয়া দেহগেহাদি লইয়া মত্ত ছিলাম বলিয়া আপনি আপনার সহজ কারুণ্যস্বভাবে আমার সর্ব্ববিধ গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া আমাকে নিজচরণে শরণাগত করিয়া লইয়াছেন।

যদিও সকলেই জানে যে, ব্রহ্মা এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা ও বিশ্ববিধাতা, তথাপি প্রকৃত তত্ত্ব সমালোচনা করিলে জানা যায় যে, আপনিই সকলের মূল, আপনার প্রদত্ত সৃষ্টিশক্তিতেই ব্রহ্মা জগৎস্রষ্টা হইয়াছেন। আপনি ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিতে ঈক্ষণ করিলে তাহা হইতে মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব ও পঞ্চতন্মাত্রার সৃষ্টি হইয়া ক্রমশঃ ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হইলে আপনারই নাভিকমল হইতে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিয়া স্থূল সৃষ্টি করেন, কিন্তু মূল সৃষ্টি আপনারই অধীন। আপনি মূল সৃষ্টি করিয়া দিলে, তাহা দ্বারা অনেকেই অনেক প্রকার স্থূল কার্য্য করিয়া তাহার অভিমানে স্ফীত হইয়া যায়, কিন্তু কেহই একথা মনে করিতে পারে না যে, আপনি মূল সৃষ্টি করিয়া না দিলে কাহারও কোন প্রকার কৃতিত্ব প্রকাশ করিবার সুযোগ ঘটে না। চিকিৎসকগণ নানাপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রোগীর রোগ দূর করেন, কিন্তু তিনি কি তাঁহার প্রদত্ত ঔষধের মূল উপকরণ, বৃক্ষলতাদি সৃষ্টি করিতে পারেন? আপনি যদি বৃক্ষলতাদি সৃষ্টি করিয়া তাহাতে রোগ বিনাশের শক্তি সঞ্চার করিয়া না রাখেন, তাহা হইলে কি কেহ

ঔষধ প্রস্তুত কিংবা তাহা দ্বারা চিকিৎসাদি করিয়া নিজ কৃতিত্ব প্রকাশ করিতে সমর্থ হন? আপনি মৃত্তিকা সৃষ্টি না করিলে কুম্ভকার কি ঘটাদি নির্মাণে সমর্থ হয়? বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান কৌশলে জগৎ মুগ্ধ, কিন্তু তাঁহাদের কি কোনপ্রকার মৌলিক বস্তু সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা আছে? যাহারা আপনার অস্তিত্বে আস্থা স্থাপন করিতে পারে না, যাহারা আপনার প্রভুত্ব স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত, যাহারা আপনার রচিত বিশ্বকে প্রকৃতি কিংবা স্বভাবের খেলা বলিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে চায়, তাহারাই কি আপনার শক্তি ব্যতীত নিজ শক্তিতেই কিছু করিতে পারে? তাহাদের বুদ্ধি বল, চেতনা প্রভৃতি সমস্তই আপনারই প্রদত্ত এবং আপনারই নিয়মাধীন।

আপনি সর্ব্বকারণকারণ এবং সর্ব্বনিয়ন্তা, আপনি ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিতে ঈক্ষণ ও শক্তি সঞ্চার করিলে, প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বাদির প্রকাশ হইয়া বিচিত্র বিশ্বরূপে পরিণত হয় এবং আপনারই ইচ্ছায় ও প্রেরণায় তাহাতে বিবিধ কর্ম্মবাসনাময় জীবগণ বিবিধ স্বভাব, দেহবল, ইন্দ্রিয়বল, প্রবৃত্তি, আকৃতি ও মাতাপিতা হইতে লব্ধশক্তি সমন্বিত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এই সমস্ত জীবগণ অনাদি বহির্মুখতা বশতঃ আপনাকে ভুলিয়া গেলেও আপনিই তাহাদের নিয়ন্তা এবং তাহারা আপনার প্রদত্ত স্বভাবাদিরই অনুসরণ করিয়া বিশ্বে অবস্থান করিয়া থাকে। এক কথায়, আপনার ইচ্ছা ও প্রেরণা ব্যতীত কোন জীবেরই কোনও কর্ম্ম করিবার সাধ্য নাই। জগতের জীবগণ ভাল বা মন্দ যাহাই কিছু করুক না কেন, তাহার মূলে আপনার ইচ্ছা এবং আপনারই প্রেরণা। জীবই হউক কিংবা জড়পদার্থই হউক, তাহাদের সর্ব্ববিধ কার্য্যশক্তি এবং স্বভাব আপনারই প্রদত্ত। অনাদি অজ্ঞান বশতঃ কোন জীবই আপনাকে নিয়ন্তা বলিয়া জানিতে পারে না বলিয়া তাহাদের স্বভাব ও কার্য্যশক্তিকে তাহারা নিজস্ব বলিয়া মনে করে। কিন্তু হে ভগবন্! জীবগণ কাহার প্রেরণায় এবং কাহার প্রদত্ত স্বভাব ও কার্য্যশক্তি লইয়া জগতে বিচরণ করিতেছে তাহা কি আপনি জানেন না? আপনিই সর্পজাতিকে খলতা এবং ক্রোধে পরিপূর্ণ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং তাহাদের সাধ্য কি যে তাহারা আপনার প্রদত্ত স্বভাব লঙ্ঘন করিয়া শান্ত প্রকৃতি হইয়া জগতে থাকিতে পারে। আপনি এই যমুনাহ্রদে আগমন করিলে আমি যে ক্রোধে অধীর হইয়া আপনাকে ফণা দ্বারা বেষ্টন এবং পুনঃ পুনঃ দংশন করিয়াছি, তাহাতে আমার কোনও দোষ কিংবা গুণ আছে কি না তাহা আমি জানি না। আপনি আমাকে যে স্বভাব দিয়া জগতে পাঠাইয়াছেন, আমি সেই স্বভাবেরই উপযুক্ত কার্য্য করিয়াছি। আপনি যদি আমাকে শান্ত স্বভাবাপন্ন করিয়া জগতে পাঠাইতেন, তাহা হইলে আমি সেই ভাবেই আপনার সহিত ব্যবহার করিতে পারিতাম। কিন্তু কি করিব, আপনি ত আমাকে সে স্বভাব দেন নাই।

কোনও ব্যক্তি যদি ঘৃত, গুড়, অম্লদ্রব্য প্রভৃতি দ্বারা ভাণ্ড পরিপূর্ণ করিয়া ভাণ্ডার ঘরে স্থাপন করে, তাহা হইলে সে ভাণ্ডার ঘরে প্রবেশ করিয়া, যে ভাণ্ডে যাহা রাখিয়াছে, সেই ভাণ্ড হইতে তাহা লইতে পারে। সে যদি ঘৃত লাভের আশায় অম্লদ্রব্যের ভাণ্ডে হাত দেয়, তাহা হইলে কি তাহার ঘৃত লাভ হয়? কিংবা সেজন্য কি তাহার ক্রুদ্ধ হইয়া অম্লভাণ্ড ভগ্ন করা কর্ত্তব্য? আপনি এই ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডারে নানাবিধ স্বভাব পরিপূর্ণ করিয়া অগণিত জীবভাণ্ড স্থাপন করিয়াছেন। তাহার মধ্যে সর্পজাতিমাত্রেই বিষভাণ্ড, আপনি যমুনাহ্রদে আসিয়া সেই বিষভাণ্ডই গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং আপনার তাহাতে অমৃত প্রাপ্তির কোনই সম্ভাবনা নাই, কেন না, আপনি সর্পভাণ্ডে অমৃত রাখেন নাই। সেজন্য আপনি যদি ক্রুদ্ধ হইয়া আপনারই রক্ষিত সর্পভাণ্ড চূর্ণ করেন, তাহা হইলে তাহাতে কাহারও কিছুই বক্তব্য নাই, কেননা আপনিই সর্ব্বজগতের ঈশ্বর ও সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা। অনুগ্রহ কিংবা নিগ্রহ আপনারই ইচ্ছাধীন। আপনার যাহা ইচ্ছা আপনি তাহাই করিতে পারেন।

আপনার ভক্তচূড়ামণিগণ আপনার কৃপায় অশেষ সদ্গুণে পরিপূর্ণ; কাজেই আপনি তাহাদের নিকট

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচঃ প্রাহ ভগবান্ কার্য্যমানুষঃ। নাত্র স্থেয়ং ত্বয়া সর্প সমুদ্রং যাহি মা চিরম্।
স্বজ্ঞাত্যপত্যদারাঢ্যো গোনৃভির্ভুজ্যতে নদী॥ ৬০

য এতৎ সংস্মরেন্মর্ত্ত্যস্তুভ্যং মদনুশাসনম্। কীর্ত্তয়ন্নুভয়োঃ সন্ধ্যো ন যুষ্মদ্ভয়মাপ্নুয়াৎ॥ ৬১

গেলে স্তব পূজাদি পাইয়া থাকেন। কিন্তু আপনারই ইচ্ছায় আমরা অশেষ দোষের আকর; সুতরাং আমাদের নিকটে আসিলে আপনি ক্রোধ, হিংসা ও দুষ্টতা ছাড়া আর কি পাইবেন? আপনি যদি আমাদের হৃদয়ে সৎবৃত্তি গুস্ত রাখিতেন, তাহা হইলে আপনি আসিবামাত্র আমরা স্তব প্রণামাদি দ্বারা আপনার সৎকার করিতাম; কিন্তু কি করিব, হে সর্ব্বেশ্বর। আপনি ত আমাদের তাহা দেন নাই; সুতরাং আমাদের যাহা দিয়াছেন, আমরা আপনাকে তাহাই সমর্পণ করিলাম। ইহাতে আপনি তুষ্ট কিংবা রুষ্ট যাহাই হউন না কেন, তাহাতে আমাদের কিছুই বলিবার কিংবা করিবার নাই। আপনি সর্বজ্ঞ; সুতরাং আপনার নিকটে আমার মনোভাব ব্যক্ত করা অজ্ঞতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আপনি সকলেরই সর্ব্ববিধ মনোবৃত্তি অবগত আছেন। অতএব আমার মনোবৃত্তি জানিয়া এবং আমার হৃদয় আপনি কি ভাবে পরিপূর্ণ রাখিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিয়া আপনার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করুন॥ ৫৪—৫৯

অন্বয়ঃ।—কার্য্যমানুষঃ (জগদ্ধিতাদিকার্য্যার্থং প্রকটিতনরলীলঃ) ভগবান্ (স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ) ইতি (কালিয়স্য পূর্ব্বোক্তং) বচঃ (বাক্যং) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) আহ (কালিয়ং প্রাহ,) সর্প (হে কালিয়!) অত্র (মদীয় লীলাভূমৌ) ত্বয়া ন স্থেয়ং (নৈব বাস্তব্যং,) মাচিরং (অচিরাদেব ত্বং) স্বজ্ঞাত্যপত্যদারাঢ্যঃ (জ্ঞাতিকুটুম্বপুত্র-পত্ন্যাদিসহিতঃ) সমুদ্রং (তব পূর্ব্ববাসস্থানং) যাহি (গচ্ছ, যতঃ) নদী (ইয়ং শ্রীবৃন্দাবনতটবর্ত্তিনী যমুনা নদী) গোনৃভিঃ (গবাদিপশুভিঃ ব্রজবাসিমনুষ্যৈশ্চ) ভুজ্যতে (তটপ্রবাহগতঘাসপত্রফলজলাদিকম্ উপভুজ্যতে)॥ ৬০

মূলানুবাদ।—শ্রীশুকদেব বলিলেন—জগতের হিতার্থে নরাকৃতি পরব্রহ্মরূপে অবতীর্ণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, কালিয়ের এই সমস্ত কথা শুনিয়া তাহাকে বলিলেন, হে কালিয়! আমার এই লীলাক্ষেত্রে তোমার বাস করা উচিত নহে। তুমি অচিরাৎ আত্মীয়কুটুম্ব পুত্রদারাদিসহ তোমার পূর্ব্ববাসস্থান সমুদ্রে গমন কর। এই যমুনানদীর জল এবং তাহার তটস্থ তৃণপত্রফলাদি আমার প্রিয়তম ব্রজবাসি মনুষ্যগণ ও পশুগণ অবাধে উপভোগ করিবে॥ ৬০

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—ইত্যাকর্ণ্যেত্যর্দ্ধকম্। ময়া যদাদিশ্যতে তদনেনাবশ্যং কার্য্যমিতি তদুক্ত্যভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বেত্যর্থঃ। কার্য্যং জগদ্ধিতং তদর্থং স্বেন মানুষরূপেণ প্রকটো যো ভগবান্। যদ্বা। কার্য্যং ক্রীড়া। মনুষ্যলীলয়ৈব মানুষঃ, নতু তদ্বদ্ভৌতিকদেহবিশেষত্বেনেত্যর্থঃ। যদ্বা। কার্য্যা নিজপ্রেমভক্তিবিস্তারণাদিনা সম্পাদ্যা মানুষা যেন। মানুষেষ্ববতারেণ তেষামেব প্রাধান্যাৎ। অতস্তস্য লীলাস্থানে শ্রীবৃন্দাবনে সর্পাণাং স্থিতিরনুচিতেতি ভাবঃ। যদ্বা। কস্য ব্রহ্মণোঽপি আর্য্যাঃ পূজ্যতমা মানুষাঃ শ্রীনন্দাদয়ো যস্য সঃ, এবং তেষাং সুখার্থমিতি ভাবঃ। হে সর্পেতি তত্র স্থিত্যযোগ্যতাং যানে শক্তিঞ্চ দর্শয়তি। অতএব স্বস্য জ্ঞাত্যাদিভির্যুক্ত ইতি। স্বশব্দেন তেষাং তাদৃশদুর্বিষয়ত্বং তদধীনত্বঞ্চ সূচিতম্॥ ৬০

অন্বয়ঃ।—যঃ (যঃ কোঽপি) মর্ত্ত্যঃ (মরণধর্ম্মা জীবঃ) উভয়োঃ সন্ধ্যোঃ (সায়ং প্রাতশ্চ) তুভ্যং (ত্বাং প্রতি) এতৎ (ত্বদীয়দমনং "নাত্র স্থেয়" মিত্যাদি মচ্ছাসনবাক্যঞ্চ) কীর্ত্তয়ন্ (উচ্চারয়ন্) সংস্মরেৎ (মদীয়ৈতল্লীলাং স্মরেৎ, অথবা এতল্লীলায়াঃ কীর্ত্তনং স্মরণং বা কুর্য্যাৎ) সঃ যুষ্মদ্ভয়ং (যুষ্মত্তো ভয়ং সর্পভয়মিত্যর্থঃ) ন আপ্নুয়াৎ (নৈব প্রাপ্নুয়াৎ)॥ ৬১

যোঽস্মিন্ স্নাত্বা মদাক্রীড়ে দেবাদীংস্তর্পয়েজ্জলৈঃ।
উপোষ্য মাং স্মরন্নর্চ্চেৎ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৬২

দ্বীপং রমণকং হিত্বা হ্রদমেতমুপাশ্রিতঃ। যদ্ভয়াৎ স সুপর্ণস্ত্বাং নাদ্যান্মৎপাদলাঞ্ছিতম্ ॥ ৬৩

মূলানুবাদ।—যে ব্যক্তি প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তোমার প্রতি আমার এই অনুশাসন বাক্য কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবে, তোমাদের সর্পকুল হইতে তাহার আর কোনই ভয় থাকিবে না। ৬১

শ্রীধরটীকা।—যতো গোভির্ন্নিশ্চ নদী ভুজ্যতে ইতি। ন যুষ্মত্তো ভয়মাপ্নুযাৎ তস্য যুষ্মাভির্ভয়ং নোৎপাদনীয়মিত্যাজ্ঞা ॥ ৬০।৬১

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—যাং প্রতি মদনুশাসনং নাত্র স্থেয়মিত্যাদিলক্ষণমপি অস্য তাবদত্র ক্রীড়াদিকম্। সন্ধ্যোঃ সন্ধ্যয়োঃ। কীর্ত্তয়ন্ যঃ স্মরেৎ। তদেবং নাত্র ইত্যাদিপদ্যদ্বয়ং সর্পোচ্চাটনে মন্ত্র এব জ্ঞেয়ঃ। তথাচ খগেন্দ্রস্য মন্ত্রান্তরং—যমুনাহ্রদে হি সো জাতো যো নারায়ণবাহনঃ। যদি কালিকদূতস্য যদি কাঃ কালিকাদ্ভয়ম্। জন্মভূমিপরিক্রান্তো নির্ব্বিষো যাতি কালিকঃ॥ ইতি ॥ ৬১

অন্বয়ঃ।—যঃ (কোঽপি) অস্মিন্ (পরিদৃশ্যমানে) মদাক্রীড়ে (মদীয়বিহারস্থানে কালিয়হ্রদে ইত্যর্থঃ) স্নাত্বা (বিধিবৎ স্নানং কৃত্বা) জলৈঃ (এতদ্হ্রদস্থজলৈঃ) দেবাদীন্ (দেবান্ পিতৄন্ ঋষীংশ্চ) তর্পয়েৎ (তর্পণং কুর্য্যাৎ) উপোষ্য (তীর্থোপবাসং কৃত্বা) মাং (কালিয়দমনলীলং মাং) স্মরন্ (চিন্তয়ন্) অর্চ্চেৎ (পূজয়েচ্চ) সঃ সর্ব্বপাপৈঃ (ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমানৈঃ কায়িকবাচিকাদিসর্ব্বপাপৈঃ) প্রমুচ্যতে (পাপমূলবাসনোন্মূলনপূর্ব্বকং মুক্তো ভবতি) ॥ ৬২

মূলানুবাদ।—যে ব্যক্তি আমার এই বিহারস্থানে (কালিয়হ্রদে) স্নান করিয়া এখানকার জল দ্বারা দেব, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিবে এবং তীর্থোপবাস করিয়া আমার এই লীলা (কালিয়দমনলীলা) স্মরণপূর্ব্বক আমাকে অর্চ্চনা করিবে, সে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। ৬২

শ্রীধরটীকা।—ইতোঽপি ত্বয়া নির্গন্তব্যমিত্যাহ যোঽস্মিন্নিতি ত্বয়ি স্থিতে তন্ন সম্ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৬২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—জলৈস্তর্পয়েদিতি বিষ-দোষাপগমঃ সূচিতঃ। উপোষ্য তীর্থোপবাসং কৃত্বা। মাং চিন্তয়ন্ অর্চ্চয়েৎ স সর্ব্বৈস্ত্রিবিধৈঃ পাপৈঃ প্রকর্ষেণ বাসনারাহিত্যেন মুচ্যতে ॥ ৬২

অন্বয়ঃ।—যদ্ভয়াৎ (ত্বং যস্য গরুড়স্য ভয়াৎ) রমণকং (তদাখ্যং) দ্বীপং (সমুদ্রমধ্যবর্ত্তিভূভাগং) হিত্বা (ত্যক্ত্বা) এতং (শ্রীবৃন্দাবনবর্ত্তিনমেতং) হ্রদং (যমুনাহ্রদং) উপাশ্রিতঃ (সমাশ্রিতঃ) সঃ (মদীয়বাহনঃ) সুপর্ণঃ (গরুড়ঃ) মৎপাদলাঞ্ছিতং (মদীয়পদচিহ্নেন চিহ্নিতমস্তকং) ত্বাং ন অদ্যাৎ (নৈব ভক্ষয়েৎ) ॥ ৬৩

মূলানুবাদ।—যাহার ভয়ে তুমি রমণকদ্বীপ ছাড়িয়া এই হ্রদে বাস করিতেছিলে, সেই গরুড় তোমাকে আমার পদচিহ্নে চিহ্নিত দেখিলে আর তোমার উপর কোনও অত্যাচার করিতে পারিবে না। ৬৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—রময়তীতি রমণং সংজ্ঞায়াং কন্। ইতি সুগ্রকারিস্থ এতচ্চ তৎপ্রোৎসাহনার্থম্। এতং কিঞ্চিদধিকযোজনমাত্রং তদ্দ্বীপাং প্রমাণেন স্বল্পতরমিত্যর্থঃ। উপাশ্রিত ইতি নিত্যবাসতঃ নিরন্তম্। নাদ্যাৎ নাত্তং শক্নুযাৎ যতো মৎপাদেতি তচ্চ পূর্ব্বমেব নৃত্যগতিবিলাসেন কিং বা অধুনৈব প্রসাদীকৃতম্ ॥ ৬৩

শ্রী ভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীব্রজরাজনন্দনের পাদপ্রহারে ভগ্নমস্তক ও ক্ষীণদেহ কালিয়, কোনপ্রকারে দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিতে করিতে করযোড়ে তাঁহার নিকট যাহা বলিল, তিনি তাহাতেই কালিয়ের উপর প্রসন্ন হইলেন ও বুঝিলেন যে, কালিয়ের ত্তরভিমান দূর হইয়াছে এবং সে তখন তাঁহার আদেশ প্রতিপালন

করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। তখন সেই "কার্য্যমানুষ" স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নচিত্তে মৃদুবচনে কালিয়কে কিছু আদেশ করিলেন।

(শ্লোকস্থ "কার্য্যমানুষ" শব্দে শ্রীভগবানের নানাবিধ লীলা ও কৃপার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শ্রীভগবান্ দুষ্টদমনাদি দ্বারা জগতের হিতাচরণরূপ তাঁহার নিজকার্য্য সাধন করিবার জন্য তাঁহার নিত্যসিদ্ধ নরাকৃতি পরব্রহ্মস্বরূপে জগতে অবতীর্ণ হন বলিয়া তিনি "কার্য্যমানুষ", কিংবা তিনি তাঁহার এই মানুষ মূর্ত্তিতেই ব্রহ্মাদি দেবগণেরও অসাধ্য অসুরমারণাদি লীলা করেন এবং অন্যান্য অবতারের ন্যায় অসুরমারণাদি কার্য্যে চক্রাদি অস্ত্র ধারণ করেন না বলিয়া তিনি "কার্য্যমানুষ"। "কার্য্যেষু ব্রহ্মাদীনামপি দুষ্করেষু অসুরমারণাদিষপি মানুষ এব ন তু চক্রাদিধারী"। কিংবা—যাঁহার কার্য্যে অর্থাৎ লীলায় প্রেমভক্তি লাভ করিয়া মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়, তাঁহার নাম "কার্য্যমানুষ"। কিংবা—যিনি স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও মানুষের মত বাল্যলীলাদি কার্য্য করেন, তাঁহার নাম "কার্য্যমানুষ"। কিংবা, যাঁহার মানুষ অর্থাৎ নরাকৃতি পার্ষদবর্গ (নন্দাদি গোপগণ) ব্রহ্মারও পূজ্য, তাঁহার নাম "কার্য্যমানুষ"—"কস্য ব্রহ্মণোঽপি আর্য্যাঃ পূজনীয়াঃ মানুষাঃ ব্রজবাসিরূপাঃ পার্ষদা যস্য সঃ"। কিংবা, কার্য্য শব্দের অর্থ—শ্রীভগবানের লীলা, শ্রীভগবান্ লীলাময় নরাকৃতি বলিয়া তাঁহার নাম "কার্য্যমানুষ"। কার্য্যমানুষ শ্রীভগবান্ কালিয়মস্তকে নৃত্য করিয়া দুষ্টদমন কার্য্য সাধন করিলেন এবং কালিয়কে যমুনা হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া ব্রজবাসী ভক্তগণের পালনরূপ কার্য্য সাধন করিলেন। শ্রীভগবানের এই সমস্ত লীলার ইঙ্গিত জানাইবার জন্যই শ্লোকে "কার্য্যমানুষ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।)

"কার্য্যমানুষ" স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, কালিয়কে বলিলেন, হে সর্প। আমার লীলাস্থান ব্রজমণ্ডলে তোমার বাস করা উচিত নহে—কেননা তুমি তোমার জাতীয়স্বভাব বশতঃ অত্যন্ত ক্রোধী এবং বিষ-বীর্য্যবান্। যদিও তুমি আমার ভয়ে ক্রোধ সম্বরণ করিয়া শান্তভাবেও অবস্থান কর, তাহা হইলেও তোমার স্বভাবগত বিষবীর্য্যে যমুনার জল দূষিত হইয়া থাকিবে এবং তাহাতে ব্রজবাসি জীবগণের অনিষ্ট হইবে। এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই তোমার বিষদূষিত জলস্পর্শ করিয়া আমার বয়স্য, গোপবালকগণ এবং আমার অত্যন্ত প্রিয় ও পালনীয় গোমহিষাদি পশুগণের প্রাণান্ত হইয়াছিল। যদি বল যে আমার চরণ-স্পর্শে তোমার সর্ববিধ বিষদোষ অন্তর্হিত হইয়াছে, তথাপি তোমার এখানে বাস করা কর্ত্তব্য নহে, কেননা তোমার মূর্ত্তিই এমন ভীষণ যে তাহা দেখিলেই সকলের প্রাণে মহাভীতির সঞ্চার হয়। অতএব হে কালিয়! আমার এই লীলাস্থানে তোমার মত আকৃতিভীষণ এবং কার্য্যভীষণ জীবের বাস করা কোন মতেই সঙ্গত নহে। আমার এই লীলাস্থানে আমারই প্রেমবান্ পার্ষদগণ বাস করে, তাহারা নিরন্তর আমার সেবা করিয়া আমার আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য ব্যস্ত, তোমার জন্য যদি তাহাদের কোনও কার্য্যে বাধা পড়ে, তাহা হইলে আমি কিছুতেই তোমাকে ক্ষমা করিতে পারিব না। আমার ভক্তচূড়ামণিগণ আমার সেবাকার্য্যে মত্ত হইয়া, প্রেমানন্দে আত্মহারা হইয়া ও সর্ব্ববিধ বাহ্যাভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া যে স্থানে বাস করেন, সে স্থানে কোনপ্রকার ক্রূরচিত্ত, ক্রূরকর্ম্মা অথবা ক্রূরাকৃতি ব্যক্তির বাস করিবার অধিকার নাই। এই প্রকার ব্যক্তি যদি আমার ভক্তগণের বাসস্থানে বাস করিয়া কোনপ্রকারে আমার ভক্তগণের কোনও উদ্বেগের কারণ উপস্থিত করে, তাহা হইলে তাহাকে যে কোন না কোনও দিন তোমার মত নিগ্রহ ভোগ করিতে হইবে তাহাতে আর অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। তোমার পত্নীগণ আমার ভক্তচূড়ামণি ছিল বলিয়া আমি তোমাকে অঘাসুরাদির ন্যায় বিনাশ না করিয়া কেবলমাত্র কিছু দণ্ড দিয়া তোমার দৈহিক বল ও বিষবীর্য্যের দুরভিমান দূর করিয়া দিলাম। তুমি এখন

বিশুদ্ধ চিত্তে আমার লীলাস্থল পরিত্যাগ করিয়া তোমার জ্ঞাতি বান্ধবাদিসহ স্বস্থানে চলিয়া যাও। তুমি যমুনাহ্রদে বাস করিতে বলিয়া যমুনাহ্রদের নীর এবং তীর এমনই বিষাক্ত এবং ভীতিপ্রদ ছিল যে মনুষ্য কিংবা পশু পক্ষী প্রভৃতি কোন জীবই যমুনাহ্রদের তীরে আগমন কিংবা নীর স্পর্শ করিতে পারিত না। যদি কেহ ভ্রমবশতঃও আসিয়া পড়িত, তাহা হইলে তাহার আর প্রাণ লইয়া ফিরিয়া যাওয়ার সাধ্য ছিল না। তোমার যমুনাহ্রদে অবস্থানের জন্য এইরূপ কত জীবেরই যে অকালমৃত্যু ঘটিয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। তুমি এবং তোমার জ্ঞাতি বান্ধবাদি সমস্ত সর্পগণ যমুনাহ্রদ হইতে স্থানান্তরিত হইলে যমুনাহ্রদের নীর ও তীর বিষদোষ মুক্ত হইয়া নির্ভয় হইবে এবং ব্রজবাসি নরনারীগণ স্বচ্ছন্দে যমুনাহ্রদের জলে স্নানাদি করিতে পারিবে ও তীরে গবাদি পশুগণ সুখে বিচরণ করিতে পারিবে। হে কালিয়! আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি যে তুমি আর ক্ষণমাত্রও এখানে বিলম্ব না করিয়া অচিরাৎ তোমার পূর্ব্ব বাসস্থানে গমন কর। আমি তোমাকে যমুনাহ্রদ হইতে বিদায় করিয়া তাহার পর ব্রজে প্রবেশ করিব।

অপারকরুণানিধি শ্রীকৃষ্ণ কালিয়মস্তকে নৃত্যচ্ছলে তাহার সর্ব্ববিধ দুরভিমান ও বিষগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া তাহার অন্তরে ভক্তিবাসনা প্রকাশ ও তাহাকে স্বচরণে শরণাগত করিয়া প্রথমতঃ তাহাকে আদেশ পালন করিবার যোগ্য করিলেন এবং তাহার পর তাহাকে যমুনাহ্রদ পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে গমনের আদেশ প্রদান করিলেন। কৃষ্ণের কৃপা ব্যতীত কেহই তাঁহার আদেশ পালনে সমর্থ হইতে পারে না। তিনি জগতের জীবগণকে সংযতপথে চালিত করিবার জন্য নানাশাস্ত্রে কতই না আদেশ দিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু দেহগেহাদিতে অভিমান-বদ্ধ জীবগণ তাহার অধিকাংশই পালন করিতে সমর্থ হয় না। সকলেই নিজ নিজ দেহগেহাদির অভিনিবেশ ও তজ্জন্য বিবিধ ভোগবাসনা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যাহা নিজের সুবিধাজনক বলিয়া মনে করে, তাহাই পালন করিবার জন্য সচেষ্ট হয়, কিন্তু কৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ কখনই নিজের সুবিধা কিংবা অসুবিধার দিকে দৃষ্টিপাত করে না, তাহারা কৃষ্ণের আদেশ জানিতে পারিলে কোনপ্রকার বিচার বা বিতর্ক না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা পালনের জন্য যত্নবান হয়।

কালিয় তখন কৃষ্ণের কৃপায় তাঁহার সর্ব্ববিধ আদেশ পালনের শক্তিলাভ করিয়াছে বলিয়া কৃষ্ণ তাহাকে অবিলম্বে যমুনাহ্রদ পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে যাইতে আদেশ করিলেন ও বলিলেন, হে কালিয়! আমি যে তোমাকে "নাত্র স্থেয়ং ত্বয়া সর্প সমুদ্রং যাহি মা চিরং" প্রভৃতি আদেশ করিলাম এবং তোমাকে নানাভাবে শাসন ও দণ্ড-প্রদান করিলাম, আমার এই লীলা ও তোমার প্রতি আমার এই আদেশবাক্য যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে স্মরণ ও কীর্ত্তন করিবে, তাহার আর তোমা হইতে কিংবা তোমার বংশজাত কোন সর্প হইতে কিছুমাত্র ভয় থাকিবে না। এক কথায় সে একেবারে সর্পভয় হইতে মুক্তি লাভ করিবে। (শ্রীকৃষ্ণের এই আদেশবাক্যে জানা যায় যে, তিনি সমস্ত সর্পের প্রতি এই আদেশ প্রদান করিলেন যে, কালিয়দমনলীলা কীর্ত্তন কিংবা অন্ততঃ "নাত্র স্থেয়ং" প্রভৃতি কালিয়ের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আদেশবাক্যের কীর্ত্তনে ও স্মরণে কোন সর্পই আর সে স্থানে থাকিতে পারিবে না কিংবা কোনপ্রকার অনিষ্টাচরণ করিতে পারিবে না। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বৈষ্ণবতোষণী টীকায় বলিয়াছেন, "নাত্র স্থেয়মিতি পদ্যদ্বয়ং সর্পোচ্চাটনে মন্ত্র এব জ্ঞেয়ঃ"। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রোক্ত "নাত্র স্থেয়ং" প্রভৃতি পদ্য সর্পোচ্চাটনের মন্ত্র। এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলে সে স্থানে আর কোন সর্পেরই বাসের অধিকার থাকিবে না কিংবা কোনপ্রকার অনিষ্টাচরণ করিবার সামর্থ্য থাকিবে না।

ঋগ্বেদসংহিতা সপ্তমমণ্ডলে "কালিকো নাম সর্পো নবনাগসহস্রবলঃ। যমুনাহ্রদে হ সো জাতো যো নারায়ণ-বাহনঃ" প্রভৃতি একটি মন্ত্র দেখা যায়। ঋগ্বেদীয় বৃষোৎসর্গ পদ্ধতিতে দশদিক্‌পাল পূজাতে অনন্তের শুক্লরূপেও এই

মন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়। সায়নাচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ এই মন্ত্রের কোনই ব্যাখ্যা করেন নাই। মন্ত্রটী দেখিলে মনে হয়, সম্ভবতঃ এই মন্ত্রোক্ত 'কালিক' শব্দটি কালিয়েরই নামান্তর এবং সেই কালিক অথবা কালিয় নামক সর্প, নয় সহস্র মহাসর্পের তুল্য বলশালী ছিল এবং সে যমুনাহ্রদে অবস্থান করিত। শ্রীকৃষ্ণ তাহার ফণার উপরে নৃত্য করিয়াছেন এবং অশ্বারোহণের ন্যায় তাহার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া তাহাকে যমুনাহ্রদমধ্যস্থ দ্বীপে পরিচালনা করিয়াছেন বলিয়া তাহাকে নারায়ণবাহন বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না।

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী তাঁহার শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের কালিয়দমনলীলা বর্ণনা করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন—"নিজ বাহনতাং নিন্যে প্রসাদভরমাচরন্"।

শ্রীকৃষ্ণ কালিয়ের উপর কৃপা করিয়া তাহাকে নিজ বাহনের ন্যায় করিলেন।

উপরোক্ত ঋগ্বেদীয় মন্ত্রের শেষার্দ্ধে আছে—

যদি কালিকদূতস্য যদি কাঃ কালিকাত্ত্বয়ং। জন্মভূমিপবিক্রান্তো নির্ব্বিষো যাতি কালিকঃ॥

সায়ণাচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ ইহার কোনও ব্যাখ্যা করেন নাই বলিয়া নিজবুদ্ধিবলে এই মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যা করিতে সাহসী হওয়া উচিত নহে। তবে মনে হয় যে- সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণ যে কালিয়কে বলিলেন—"হে কালিয়! যে ব্যক্তি তোমার প্রতি আমার এই শাসনবাক্য স্মরণ বা কীর্ত্তন করিবে, তাহার আর সর্প ভয় থাকিবে না" "যদি কালিকদূতস্য" প্রভৃতি অংশে তাহারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কালিয় বিষদোষ মুক্ত হইয়া নিজ বাসস্থান রমণকদ্বীপে গমন করিয়াছিল, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে। "জন্মভূমিপরিক্রান্তো নির্ব্বিষো যাতি কালিকঃ" এই মন্ত্রাংশেও তাহারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

শ্রীপাদ জীব গোস্বামী এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই মন্ত্রটি টীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহারা ইহার কোনও ব্যাখ্যা করেন নাই। "কালিকো নাম সর্পঃ" প্রভৃতি অর্দ্ধাংশ শ্রীপাদ জীব গোস্বামী প্রভৃতির টীকায় দেখা যায় না। তাহাতে "যমুনাহ্রদে হি সো জাতো" এই অংশ হইতে "নির্ব্বিষো যাতি কালিকঃ" এই পর্য্যন্ত আছে। মোক্ষমূলর প্রভৃতি বিদেশীয় পণ্ডিতগণের সম্পাদিত ঋগ্‌বেদ সংহিতার খিলাংশে এই মন্ত্রের উল্লেখ আছে। তাহাতে কালিকশব্দের পরিবর্ত্তে 'কারিক' শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। রকার লকারের ঐক্য বশতঃ এই ভেদে বিশেষ আপত্তি নাই। বিদেশীয় অনেক পণ্ডিতই ঋগ্‌বেদ সংহিতা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহাদের এক এক জনের গ্রন্থে যে এক এক রকম পাঠ দেখা যায় তাহার সামঞ্জস্য করা সাধ্যাতীত। বিদেশীয় পণ্ডিত "ব্লুমফিল্ড" কৃত বৈদিক সূচীপত্রেও এই মন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়।

যাহা হউক, এই সমস্ত বেদমন্ত্রে যে শ্রীভগবানের লীলা ও লীলাবিগ্রহের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যাঁহারা শ্রীভগবান্‌কে নিরাকার এবং লীলাবিহীন করিতে পারিলে হাতে হাতে স্বর্গলাভ করেন, তাঁহারা দেখিবেন, পৃথিবীর আদিম গ্রন্থ ঋগ্‌বেদেও স্পষ্টরূপে শ্রীভগবানের লীলার ইঙ্গিত আছে।

পরমকরুণাময় শ্রীকৃষ্ণ, মহাদুষ্ট কালিয়কে এই প্রকারে সর্ব্বদোষমুক্ত এবং যমুনাহ্রদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বস্থানে গমনের জন্য কৃপাদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন, হে কালিয়। এই যমুনাহ্রদে আমি তোমার সহিত নানা-বিধ ক্রীড়াবিহারাদি করিলাম, এই স্থানে তোমার বিষদোষমুক্তি, অনাদিজন্মসঞ্চিত বহির্ম্মুখতার অবসান এবং আমাতে প্রীতিলাভ হইল; সুতরাং এই যমুনাহ্রদ মহাতীর্থ এবং সর্ব্ব জীবের পরম মঙ্গলপ্রদ। এই স্থানে কেবল মাত্র তুমিই যে কৃতার্থ হইলে এমন নহে, এখানে যে কোনও জীব আসিয়া এই হ্রদজলে স্নান এবং দেব, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিবে এবং বিধিপূর্ব্বক তীর্থোপবাস করিয়া আমার এই লীলা স্মরণ পূর্ব্বক আমাকে অর্চ্চনা করিবে, সে কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ পাপ হইতে চিরদিনের জন্য মুক্তিলাভ করিবে।

প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারাও জীবের পাপনাশ হয় বটে, কিন্তু তাহাতে পাপবাসনাযুক্ত হৃদয়ের বিশুদ্ধি হয় না। এই যমুনা হ্রদে যে ব্যক্তি স্নানতর্পণাদি করিবে তাহার পাপবাসনাযুক্ত হৃদয় পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ হইবে এবং সে তোমার মত আমার শরণাগত হইবার শক্তি লাভ করিবে। হে কালিয়। তুমি আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয়া আমার এই লীলাস্থান ও মহাতীর্থ হইতে স্বস্থানে চলিয়া যাও। তুমি যদি তোমার জ্ঞাতি বান্ধব পুত্র পত্নী প্রভৃতি অসংখ্য ভীষণাকৃতি সর্পসহ, যমুনাহ্রদে ও হ্রদতীরে বাস কর, তাহা হইলে তোমাদের ভয়ে কেহই এখানে আসিতে পারিবে না। যদিও তোমার এবং তোমার অনুচরবর্গের এখন আর কোন প্রকার হিংসাপ্রবৃত্তি নাই, তথাপি তোমাদের আকৃতিই সকলের ভীতিজনক, অতএব এই মহাতীর্থে বাস করিয়া তীর্থবাসিগণের এবং অন্যস্থান হইতে আগন্তুকগণের মনে ভীতিসঞ্চার করিয়া তাহাদিগকে পীড়ন করা তোমাদের কোনপ্রকারেই কর্ত্তব্য নহে। যাহারা আমার চরণে শরণাগত হয়, তাহাদের শরণাগতির অধিকার অক্ষুণ্ণ এবং চিরস্থায়ী রাখিবার জন্য, সর্ব্বভূতের হিতাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতে হয় এবং কায়মনোবাক্যে কোন প্রাণীকেই উদ্বেগ দান করিতে নাই। অতএব তোমাদের স্বভাবতঃই সর্ব্বজীবের উদ্বেগপ্রদ আকৃতি লইয়া তোমরা তোমাদের পূর্ব্ববাসস্থানে চলিয়া যাও। সেখানে অগাধ সমুদ্রমধ্যে এবং সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী রমণকদ্বীপে কেবলমাত্র নাগগণেরই বাসস্থান, সেখানে অন্য কোন প্রাণীর গতাগতি নাই; সুতরাং সেই জনশূন্যস্থানে বসবাস করিলে তোমাদের আর কাহাকেও কোন প্রকার উদ্বেগ প্রদান করিতে হইবে না।

শ্রীকৃষ্ণের অপার কৃপায় তাঁহার চরণে একান্ত শরণাগত কালিয়, শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত আদেশ বচন, অবনত মস্তকে শ্রবণ করিল এবং অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল। কিন্তু তাহার মনে হইল যে—চিরজীবন বহির্ম্মুখপ্রবৃত্তির তীব্র প্রেরণায় কেবলমাত্র দেহ দৈহিকাদিতেই আসক্ত হইয়া তজ্জন্য নানাবিধ কুকার্য্যে রত ছিলাম, আজ কৃষ্ণের অপার কৃপায় আমার সর্ব্ববিধ দুরভিমান দূর হইল বটে, কিন্তু আমার ভাগ্যে তাঁহার চরণসেবাধিকার লাভ হইল না। কেননা, আমি এই যমুনাহ্রদ হইতে নির্গত হইলেই আমার পূর্ব্বশত্রু মহাবলপরাক্রান্ত গরুড় নিশ্চয়ই আমার প্রাণবিনাশ করিবে। যদিও কৃষ্ণের কৃপা হইলে আমার পরজন্মেও তাঁহার চরণসেবার প্রবৃত্তি এবং সুযোগ লাভ হওয়া অসম্ভব নহে, তথাপি আমার এই দেহে শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শ লাভ হইয়াছে বলিয়া আমার কিছুতেই এদেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না। প্রতিজন্মেই দেহ লাভ হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণপদলাঞ্ছিত দেহ কি আর কোনও জন্মে পাইব? হায়। হায়। আমার কি দুর্ভাগ্য যে আমি অযাচিতভাবে এই বিষময় এবং সকলের ঘৃণিত ও উপেক্ষিত দেহে শ্রীকৃষ্ণচরণস্পর্শ পাইয়াও সে দেহ রক্ষা করিতে সক্ষম হইলাম না, জলধরের অযাচিত বর্ষণে ছিদ্রভাণ্ড জলপূর্ণ হইলেও তাহার ছিদ্রপথে যেমন সমস্ত জলই নির্গত হইয়া যায়, সেইরূপ আমিও অযাচিত ভাবে শ্রীকৃষ্ণের অপার করুণা লাভ করিয়াও তাহার একবিন্দুও উপভোগ করিতে পারিলাম না, আমার অনাদিজন্মসঞ্চিত পুঞ্জ পুঞ্জ অপরাধের ছিদ্র দ্বারা সমস্তই নির্গত হইয়া গেল।

শ্রীকৃষ্ণের চরণ প্রহারে আমার সর্ব্ববিধ দুরভিমান দূর হওয়ায় আমার মনে তীব্র বাসনা হইয়াছে যে আমি আমার অবশিষ্ট জীবন তাঁহার চরণ সেবন প্রসঙ্গেই অতিবাহিত করিব। বিশেষতঃ আমার পত্নীগণ কৃষ্ণভক্তচূড়ামণি, তাহাদের সঙ্গমহিমায় আমার ভজন প্রবৃত্তি চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং তাহারাই আমার ভজনপথের চিরসঙ্গিনী হইবে। কিন্তু হায়। আমার দুর্ভাগ্যের ঝঞ্ঝাবাতে সর্ব্ববিধ কল্পনার মেঘই তিরোহিত হইয়া গেল। আমি শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবাধিকার প্রাপ্তির অযোগ্য বলিয়াই তিনি আমাকে যমুনা হ্রদ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে আদেশ করিতেছেন। যাহা হউক, আমি কিছুতেই কৃষ্ণের আদেশবাক্যের অমর্য্যাদা করিব না। মঙ্গলময়ের মঙ্গলেচ্ছাই বলবতী হউক, আমি এখনই যমুনাহ্রদ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছি। কিন্তু যমুনাহ্রদ পরিত্যাগ করিলেই যে গরুড় আমার প্রাণান্ত করিবে তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। যমুনাহ্রদ

গরুড়ের অগম্য বলিয়া আমি গরুড়ের ভয়ে ভীত হইয়া যমুনাহ্রদে বাস করিতেছিলাম। এখন আমার পক্ষে যমুনাহ্রদ পরিত্যাগ করা এবং সাক্ষাৎ কালের কবলগ্রস্ত হওয়া একই কথা। যমুনাহ্রদ পরিত্যাগ করিলেই যে আমার গরুড়ের হাতে মরণ হইবে, তাঁহাতে আর কিছুমাত্রই সন্দেহ নাই, কিন্তু মরণের ভয়ে শ্রীকৃষ্ণের আদেশ লঙ্ঘন করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে।

কালিয় অবনতমস্তকে শ্রীকৃষ্ণের চরণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এই সমস্ত কথা চিন্তা করিয়া অবিলম্বে যমুনাহ্রদ পরিত্যাগ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল এবং মনে মনে কৃষ্ণচরণে প্রার্থনা জানাইতে লাগিল যে, হে করুণাময়! আমি তোমারই আদেশে মরণের দ্বারে অতিথি হইবার জন্য চলিলাম, কিন্তু মরণকালেও যেন তোমার চরণ না ভুলি এবং যে-কৃপাবলে আমার মত বহির্মুখকেও নিজচরণে শরণাগত করিয়াছ, সে কৃপার অধিকার হইতে যেন জন্মান্তরেও বঞ্চিত না হই।

শ্রীকৃষ্ণ কালিয়ের এই প্রকার মনোভাব জানিয়া তাহাকে বলিলেন, হে কালিয! সমুদ্রমধ্যস্থ রমণক-দ্বীপই নাগগণের উপযুক্ত বাসস্থান। তুমিও পূর্ব্বে রমণকদ্বীপেই বাস করিতে, কিন্তু গরুড়ের সঙ্গে বিরোধ হওয়ায় গরুড় তোমার প্রাণনাশে উদ্যত হইলে তুমি গরুড়ের ভয়ে পলায়ন করিয়া এই যমুনাহ্রদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ এবং এই স্থান গরুড়ের অগম্য বলিয়া তুমি নিশ্চিন্তভাবে এখানে জ্ঞাতি, বান্ধব, পত্নী ও পুত্রাদিসহ বাস করিতেছ। রমণকদ্বীপ অতি বিস্তৃত স্থান এবং সমুদ্রও অপার অগাধ জলাশয়। যমুনাহ্রদ এক যোজন মাত্র বিস্তৃত এবং হ্রদতীরস্থ ভূভাগও খুব বেশী বিস্তৃত নহে; সুতরাং এখানে বাস করা তোমাদের পক্ষে অসুবিধাজনক, কিন্তু তুমি গরুড়ের ভয়ে অগত্যা সুবিস্তৃত রমণকদ্বীপ ও শত শত যোজন বিস্তৃত সমুদ্র পরিত্যাগ করিয়া তাহার তুলনায় অতি ক্ষুদ্র যমুনাহ্রদ ও তাহার তীরস্থ ভূভাগে অবস্থান করিতেছ। সেই জন্যই আমি তোমাকে বলিতেছি যে, তোমার আর এই ক্ষুদ্র স্থানে বাস করার অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না, তুমি নিশ্চিন্তচিত্তে তোমার পূর্ব্ব বাসস্থানে গমন কর। যমুনাহ্রদে বাস করা তোমার পক্ষেও সুবিধাজনক নহে এবং আমার ব্রজবাসি ভক্তগণেরও বিশেষ অসুবিধাজনক। তুমি রমণকদ্বীপে গমন করিলে তুমিও সেখানে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারিবে এবং আমার ব্রজবাসিভক্তগণও স্বচ্ছন্দে যমুনাহ্রদের শীতল স্বচ্ছ জলে স্নানাদি করিতে পারিবে।

তোমার ভাব দেখিয়া মনে হইতেছে যে, তুমি গরুড়ের ভয়ে যমুনাহ্রদ পরিত্যাগ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছ। সেজন্য আমি তোমাকে বলিতেছি যে, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে রমণকদ্বীপে চলিয়া যাও, গরুড় আর তোমার সহিত কোন প্রকার বিরোধ করিবে না, কিংবা তোমার প্রাণবিনাশ করিবে না। তুমি আমার পদপ্রহারে বিশুদ্ধ-চিত্ত এবং সর্ব্ববিধ কর্ম্মফলমুক্ত হইয়া গিয়াছ। আমি যাহার দণ্ড বিধান করি তাহাকে আর সাক্ষাৎ দণ্ডধরও কোন প্রকার দণ্ডপ্রদান করিতে সাহসী হয় না। আমার দণ্ড পাইলে জীবের সর্ব্ববিধ দণ্ডমোচন হইয়া যায়। বিশেষতঃ আমি যে তোমার মস্তকে ইতঃপূর্ব্বে নৃত্য করিয়াছি, তাহাতে তোমার মস্তকের উপর আমার পদচিহ্ন অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। ইহা দেখিলে গরুড় আর তোমার সঙ্গে কিছুমাত্র শত্রুতা করিবে না, বরং তোমাকে আমার পদচিহ্নে চিহ্নিত ভক্তশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া পরমাদরে ও আগ্রহ সহকারে তোমার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিবে। যাহার অঙ্গে আমার পদচিহ্ন বিদ্যমান থাকে, সাক্ষাৎ কৃতান্ত পর্য্যন্ত তাহার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে ভীত হন। অতএব তোমার আর কোনই ভয় নাই, তুমি আমার পদচিহ্ন মস্তকে ধারণ করিয়া স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাও, গরুড় কিংবা অন্য কেহই তোমার সঙ্গে আর কোন প্রকার শত্রুতাচরণ করিবে না। আমি স্বয়ং তোমাকে অভয় প্রদান করিতেছি, সুতরাং তোমার আর ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কাহাকেও ভয় করিতে হইবে না। তুমি এখন সর্ব্ববিধ ভয় হইতে চিরদিনের জন্য মুক্তি লাভ করিয়াছ॥ ৬০—৬৩

শ্রীশুক উবাচ ।

মুক্তো ভগবতা রাজন্ কৃষ্ণেনাদ্ভুতকর্ম্মণা । তং পূজয়ামাস মুদা নাগঃ পত্ন্যশ্চ সাদরম্ ॥ ৬৪
দিব্যাম্বরস্রঙ্মণিভিঃ পরার্দ্ধৈরপি ভূষণৈঃ । দিব্যগন্ধানুলেপৈশ্চ মহত্যোৎপলমালয়া ॥ ৬৫
পূজয়িত্বা জগন্নাথং প্রসাদ্য গরুড়ধ্বজম্ । ততঃ প্রীতোঽভ্যনুজ্ঞাতঃ পরিক্রম্যাভিবাদ্য তম্ ।
সকলত্রসুহৃৎপুত্রো দ্বীপমব্ধের্জগাম হ ॥ ৬৬

অন্বয়ঃ ।—হে রাজন্ ! অদ্ভুতকর্ম্মণা ( বিবিধবিচিত্রলীলাময়েন ) ভগবতা ( নিজাশেষভগবত্তাপ্রকটনপরেণ ) কৃষ্ণেন ( নরাকৃতিপরব্রহ্মণা ব্রজরাজনন্দনেন ) মুক্তঃ ( সর্ব্ববিধভয়াৎ ত্রাতঃ ) নাগঃ ( কালিয়ঃ ) পত্ন্যশ্চ ( তৎপত্ন্যশ্চ ) তং ( শ্রীকৃষ্ণং ) সাদরং ( সপ্রেম ) পূজয়ামাস ( পূজিতবান্ ) ॥ ৬৪

মূলানুবাদ ।—শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে রাজন্ ! বিচিত্র লীলাময় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় কালিয়-নাগ, সর্ব্ববিধ ভয়মুক্ত হইল এবং পত্নীগণসহ পরমপ্রেমসহকারে শ্রীকৃষ্ণের চরণ পূজা করিল । ৬৪

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ।—মুক্ত ইতি বিসর্জ্জিতমিত্যস্যানুবাদমাত্রম্ । এবমুক্তো ভগবতেতি বা পাঠঃ । অদ্ভুত-কর্ম্মণেতি নিগৃহীতস্য প্রসিদ্ধোঽপ্যসৌ নিজপূর্ব্বসুখবসতিস্থানং প্রাপ । যদ্বাসাৎ তৎ স্থানং তত্যাজ তদ্দ্বাপ্য-পগতম্ । বিশেষতশ্চ শ্রীবৈকুণ্ঠাগ্রস্থ তস্য মধ্যং সম্যক্ষ্ণঃ শ্রীভগবৎপাদাব্জচিহ্নিতো জাতম্ । কিঞ্চ । ব্রহ্মাদিদেবা-লক্ষ্মীপ্রার্থ্যতৎপাদাব্জরেণুভিস্তাদৃশনৃত্যলীলয়া চ পর্য্যাচিতাঃ সর্ব্বে মূর্দ্ধানঃ সফলা বভূবুঃ । শ্রীব্রহ্মাদ্যপেক্ষ্য শ্রীভগ-বদনুশাসনং লব্ধম্ । তেন চ সাক্ষাত্তন্মধুরবচনামৃতং পীতম্ । পশ্চাৎ পরমভক্তবৎ পূজাদিকঞ্চ কৃতমিত্যীদৃশং বহির্দৃষ্ট্যা নিগ্রহস্যাপ্যনুগ্রহবিশেষত্বে ক্রোধস্যাপি পরমপ্রসাদত্ব এব পর্য্যবসানাৎ । অপিচ তাদৃশাপরাধিনোঽপি তত্র দমিত-স্যৈব সতো স্ত্রীশরণাগতিমাত্রেণ তাদৃশানুগ্রহাৎ ( "চলসি যদ্ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্ নলিনসুন্দরং নাথ তে পদং" ইত্যাদি গীয়মানপরমসৌকুমার্য্যশ্রীপদাব্জস্পর্শেন রত্ননিকরাচিতত্ন্মূর্দ্ধবর্গচূর্ণনাৎ । তাদৃশৈশ্বর্য্যপ্রকটনসময়ে মুনিসিদ্ধাদি শ্রীগোপাদিসাক্ষাদেব মহানৃত্যকৌতুকাৎ । তত্রাপি পরিভ্রমৎ বিলোলৎ ফনগণেষু গতিকলাকল্পনাচ্চ ইতি দিক্ । এতচ্চ তস্য ভগবত্তাবিশেষপ্রকটনমিত্যাহ ভগবতেতি । ইদমশেষং সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ শ্রীশুকদেবোঽবদদিতি শ্রীঋষিঃ সর্ব্বদর্শী উবাচেতি সূতোক্তিশ্চ । রাজন্ হে বৃষ্ণ্যাদিনা প্রকাশমানেতি এতদদ্ভুতকর্ম্মত্বং সহেতুকং ত্বয়াবগত এবেতি ভাবঃ । নাগঃ কালিয়ঃ । মুদেতি শ্রীভগবত্তদনুগ্রহানুসন্ধানাৎ । সাদরং সপ্রেম । অতস্তাসাং হস্তৈরেব গন্ধানুলেপনাদিকং জ্ঞেয়ম্ ॥ ৬৪

অন্বয়ঃ ।—দিব্যাম্বরস্রঙ্মণিভিঃ ( দিব্যাণি নরলোকসাধারণানি অম্বরাণি বস্ত্রাণি স্রজঃ মালাঃ মণয়ঃ পদ্মরাগাদয়শ্চ তৈঃ ) পরার্দ্ধৈঃ ( অমূল্যৈঃ ) ভূষণৈঃ ( অলঙ্কারৈঃ ) অপি দিব্যগন্ধানুলেপৈশ্চ ( সুগন্ধিমৃগমদ-কুঙ্কুমাদ্যনুলেপনৈঃ ) মহত্যা ( পরমশোভাশালিন্যা ) উৎপলমালয়া ( কমলমালিকয়া চ ) গরুড়ধ্বজং ( গরুড়বাহনং ) জগন্নাথং ( জগদীশ্বরং শ্রীকৃষ্ণং ) পূজয়িত্বা প্রসাদ্য চ ( তং প্রসন্নং কৃত্বা ) পরিক্রম্য ( প্রদক্ষিণং কৃত্বা ) অভিবাদ্য ( পুনঃ পুনঃ প্রণম্য চ ) ততঃ ( তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে ) প্রীতঃ ( জাতানুরাগঃ ) অভ্যনুজ্ঞাতঃ ( শ্রীকৃষ্ণেনানুমোদিতশ্চ সন্ ) সকলত্রসুহৃৎপুত্রঃ ( স্ত্রীপুত্রঃ বন্ধুভিঃ সহ ) অব্ধেঃ ( সমুদ্রস্য ) দ্বীপং ( রমণকাখ্যং দ্বীপবিশেষং, নিজপূর্ব্ববাসস্থান-মিত্যর্থঃ ) জগাম হ ( গতবান্, কালিয়ঃ ইতি শেষঃ ) ॥ ৬৫।৬৬

মূলানুবাদ ।—কালিয়নাগ, দিব্যবস্ত্র, মাল্য, মণি, অমূল্য অলঙ্কার, সুগন্ধি অনুলেপন, পরম শোভাময় কমলমালিকা প্রভৃতি দ্বারা সেই গরুড়বাহন, জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিল এবং তাঁহাকে

তদৈব সামৃতজলা যমুনা নির্বিষাভবৎ। অনুগ্রহাদ্ভগবতঃ ক্রীড়ামানুষরূপিণঃ ॥ ৬৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে কালিয়নির্যাপণং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—দিব্যেতি সার্দ্ধদ্বয়ম্। দিব্যেত্যাদিবিশেষণৈর্মার্ত্ত্যলৌকিকতো বৈশিষ্ট্যম্। অতএব মাল্যাদীনাং বিষদোষাস্পর্শাদিকঞ্চ জ্ঞেয়ম্। প্রায়স্তেষাং সঙ্কল্পসিদ্ধত্বঞ্চ। জগতাং নাথং পূজয়িত্বেতি তৎপূজয়ৈবেহ লোকে পরত্র চ জগতি সর্ব্বত্রৈব স্বতো মঙ্গলং বৃত্তমিতি। গরুড়ধ্বজং প্রসাদ্যেতি শ্রীগরুড়াদপি ভয়ং নিবৃত্তমিতি ভাবঃ। প্রীতঃ সন্তুষ্টমনাঃ, যদ্বা। তস্মিন্ প্রীতঃ জাতপ্রীতিঃ। যদ্যপি তস্য গমনেন কলত্রাদিসহিতস্যৈব তস্য গমনং স্বত এব সম্ভবতি, তথাপি সকলত্রেতি জ্ঞাত্যপত্যাদ্যাবাঢ্য ইতি শ্রীভগবন্নির্দ্দেশানুবর্ত্তিত্বং জ্ঞাপিতম্। হ স্ফুটমেব ॥ ৬৫।৬৬

**অন্বয়ঃ**।—ক্রীড়ামানুষরূপিণঃ (লীলাময়নরবপুষঃ) ভগবতঃ (সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালিনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য) অনুগ্রহাৎ (কৃপয়া) সা (বিষদূষিততয়ৈব সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধা) যমুনা (যমুনাহ্রদঃ) তদৈব (শ্রীকৃষ্ণস্য পাদস্পর্শমাত্রেণৈব) নির্বিষা (বিষদোষরহিতা) অমৃতজলা (অমৃতবন্মধুরজলা চ) অভবৎ ॥৬৭

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতে
শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে দশমস্কন্ধস্য ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥১৬

**মূলানুবাদ**।—লীলানরপুঃ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সেই বিষদূষিতা যমুনা তৎক্ষণাৎ বিষশূন্য হইল এবং তাহার জল অমৃতের ন্যায় মধুরতা ধারণ করিল ॥৬৭

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-
শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতমূলানুবাদে দশমস্কন্ধস্য ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥১৬

**শ্রীধরটীকা**।—নচ তব গরুড়ভয়ং ভবেদিত্যাহ দ্বীপমিতি ॥৬৩—৬৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥১৬

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—সা সর্ব্বোপঘাতকদুর্বিষময়জলাপি তত্র হ্রদবিশিষ্টে প্রদেশে নির্বিষতাপত্ত্যৈব তস্যা নির্বিষত্বমুক্তম্। ন কেবলং নির্বিষা অমৃতজলা পরমমিষ্টতোয়া চ। শ্রীভগবচ্চরণসংসর্গেণ পরমানন্দপ্রদজলাপি বাভবৎ। তাদৃশঞ্চ সামর্থ্যং তস্য কিঞ্চিদপীত্যাহ ভগবত ইতি। অত্র প্রয়োজনং ক্রীড়েতি। ক্রীড়ার্থমুক্তশ্চাসৌ প্রসিদ্ধমানুষস্যৈব যদ্রূপমাকারস্তদ্বিদ্যতে যস্য স চ তস্য। তথাচ সা স্বমানুষ্যলীলোপযিকী স্যাদিতি ভাবেনেত্যর্থঃ ॥৬৭

॥ * ॥ ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাং দশমটিপ্পন্যাং ষোড়শঃ ॥ * ॥

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী**।—পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব, মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নানুসারে শ্রীকৃষ্ণের কালিয়দমনলীলার আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া পরিশেষে বলিলেন, হে মহারাজ! অপার করুণাবারিধি শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় কালিয়নাগ এইরূপে অনাদিজন্মসঞ্চিত বহির্মুখতা দোষ ত্যাগ করিল এবং বর্ত্তমান জন্মের বিষবীর্য্যাভিমান ও গরুড় এবং ব্রজবাসি, গো-গোপগণের নিকটে কৃত মহাপরাধ হইতে মুক্তিলাভ করিল। শ্রীকৃষ্ণ অদ্ভুতকর্ম্মা, সুতরাং

তাঁহার লীলা দেখিয়া আপাততঃ কিছুই ধারণা করা যায় না, কিন্তু পরিণামে সকলেরই চমৎকৃত হইতে হয়। তিনি কালিয়হ্রদে উপস্থিত হইয়া কালিয়ের সঙ্গে প্রথমতঃ যে ব্যবহার করিলেন, তাহাতে মনে হয় যে, তিনি কালিয়কে যেরূপ নিগ্রহ করিলেন, তাহা তিনি তাঁহার কোনও মহাশত্রুকেও করেন নাই। তিনি অঘাসুর, বকাসুর, বৎসাসুর প্রভৃতিকে বধ করিয়াছেন, তাহাতে তাহাদের বেশিক্ষণ যন্ত্রণানুভব করিতে হয় নাই; কিন্তু তিনি কালিয়ের মস্তকে আরোহণ করিয়া নৃত্যচ্ছলে তাহার শত শত ফণা ভগ্ন করিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাহার প্রাণান্ত হইল না—প্রত্যুত সে মরণাধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। ইহাতে মনে হয় যে, এমন নির্দয় ব্যবহার তিনি কদাপি কাহারও সঙ্গে করেন নাই। কিন্তু পরিশেষে দেখা গেল যে, শ্রীকৃষ্ণের অপার অনুগ্রহই কালিয়ের নিকট নিগ্রহের মূর্ত্তি ধরিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। কালিয় যে অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে, তাহা এ পর্য্যন্ত আর কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ। তিনি কালিয়ের বহির্মুখ ব্যবহার গ্রহণ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে তাহাকে যে-সেবাগতি এবং ভক্তিবাসনা প্রদান করিয়াছেন, তাহার আর কুত্রাপি তুলনা নাই। যদিও পূতনা রাক্ষসীও হিংসাবৃত্তির পরিবর্ত্তে ধাত্রীগতি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল, কিন্তু সে তাহা তাহার বর্ত্তমান দেহে পায় নাই, সে গোলোকে দিব্যদেহ লাভ করিয়া সেই দেহে ধাত্রীরূপে কৃষ্ণের সেবা করিবার অধিকার পাইয়াছিল। কিন্তু কালিয়ের সৌভাগ্যের কথা আর কি বলিব! সে তাহার বর্ত্তমান দেহেই কৃষ্ণের চরণস্পর্শাধিকার এবং সেবাধিকার পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছে। তাই বলিতেছি যে—কৃষ্ণের মত অদ্ভুতকর্ম্মা আর নাই! তাঁহার সমস্ত লীলাই পরমাদ্ভুত এবং অতি চমৎকার।

শ্রীকৃষ্ণের এই পরমাদ্ভুত লীলায়, কালিয় যে কতভাবে কৃতার্থ হইয়াছে এবং কতভাবে সেই মহাবহির্মুখের উপর যে শ্রীকৃষ্ণের কৃপাবর্ষণ হইয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। গরুড়ের নিকট অপরাধ হওয়ায় কালিয় নিজ বাসস্থান ত্যাগ করিয়া যমুনাহ্রদে লুকাইয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং তাহার নিরন্তর গরুড়ের ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে হইত। কৃষ্ণের কৃপায় কালিয়ের আবার নিজ বাসস্থানে বাস করিবার সুযোগ লাভ হইল, চিরদিনের জন্য তাহার গরুড়ের ভয় দূর হইল এবং গরুড়ের সহিত চিরবিরোধের অবসান হইয়া তাহার সহিত মিত্রতা সম্পাদিত হইল। যে-গরুড়ের সহিত বিরোধের ফলে কালিয়ের সুদীর্ঘকাল যমুনাহ্রদে বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল, তাহার সহিত মিত্রতা হওয়ায় কালিয় যে কি মহানন্দ লাভ করিল এবং কত ভাবে কৃতার্থ হইল তাহা বর্ণনাতীত। যে-কালিয় বহির্মুখতাদোষে গরুড় এবং সমস্ত ভক্তগণের ঘৃণারভাজন ছিল, সেই কালিয় কৃষ্ণের কৃপায় নিজ মস্তকে কৃষ্ণের পদচিহ্ন লাভ করায় সকলেরই পূজ্যরূপে পরিণত হইল। কালিয়, যে কোনও কৃষ্ণভক্তের দৃষ্টিগোচর হইলেই তাহার মস্তকে কৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিয়া কৃষ্ণভক্তগণ কৃষ্ণের চরণচিহ্নের উদ্দেশে প্রণাম করিবে এবং সেই পদচিহ্নাদি কালিয়কে মহাভাগ্যবান্ মনে করিয়া যে সম্মান করিবে তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কালিয়ের সৌভাগ্যের কথা আর কত বলিব! ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্য্যন্ত যে-কৃষ্ণের চরণসেবন করিবার জন্য সর্ব্বদা লালায়িত, লক্ষ্মী পর্য্যন্ত যে চরণস্পর্শাধিকার পাইবার জন্য তীব্র তপস্যা করিয়াছেন, কালিয় নিজমস্তকে সেই চরণ ধারণ করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যকালীন চরণ নিক্ষেপে কালিয়ের শত মস্তক সেই চরণের ধূলিকণিকায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্য্যন্ত কদাপি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখোচ্চারিত আদেশবাণী শ্রবণ করিতে পান নাই, তাঁহারা সকলেই শাস্ত্রবাক্যরূপ শ্রীকৃষ্ণের আদেশবাণী পালন করিয়াই নিজেকে ধন্য মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু কালিয়কে "নাত্র স্থেয়ং ত্বয়া সর্প" প্রভৃতি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ শ্রীমুখে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এই বচনামৃত-মাধুর্য্য আস্বাদন করা ব্রহ্মাদিরও ভাগ্যে ঘটে নাই। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের গোবৎসাদি হরণ করিয়া নিজেকে মহাপরাধী জ্ঞানে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণাগ্রভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া কত

স্তবাদি করিয়াছেন, কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহাকে কোন প্রকার আদেশবাক্য প্রয়োগ করেন নাই। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের মৌনসম্মতিতে অনুগ্রহের অনুমান করিয়াই নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন এবং স্বস্থানে গমন করিয়াছেন। ব্রহ্মা, শ্রীকৃষ্ণের নাভিকমল হইতে জন্মগ্রহণ এবং আজীবন জগৎ সৃষ্টি প্রভৃতি তাঁহার অনুমোদিত কার্য্য করিয়াছেন ও নিরন্তর চতুর্ম্মুখে চতুর্ব্বেদোক্ত স্তুতিগান করিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছেন; কিন্তু তিনিও সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখোচ্চারিত আদেশবাণী শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন নাই। কালিয় তাহার জীবনে কোন দিনই শ্রীকৃষ্ণ-চরণারবিন্দ সেবন করে নাই, বরং সে বহির্ম্মুখতা বশতঃ গরুড় প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণভক্তগণের নিকট কতই অপরাধ করিয়াছে; তাহার পর সে যমুনাহ্রদে বাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান দূষিত করিয়াছে এবং তাহার বিষ-বীর্য্যে শ্রীকৃষ্ণপার্ষদ গোপবালক ও গোগণের প্রাণান্ত ঘটাইয়াছে ও পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে দংশন ও ফণা দ্বারা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া কতই দুঃখ প্রদান করিয়াছে। সেই অপরাধে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে দমন করিতে বাধ্য হইলেন ও তাহার মস্তকোপরি আরোহণ করিয়া পুনঃ পুনঃ পদপ্রহার করিয়া তাহার শত ফণা ভগ্ন করিলেন। তাহাতে কালিয় মনে মনে কৃষ্ণের চরণে শরণাগত হইলেই কৃষ্ণ তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং তাহার মস্তকে পদচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়া অবতরণ করিলেন ও স্বয়ং শ্রীমুখে তাহাকে আদেশবাক্য প্রয়োগ করিয়া কৃতার্থ করিলেন। তাই বলিতেছি যে—কালিয়ের এই অনির্ব্বচনীয় মহাসৌভাগ্যের সীমা নাই এবং কৃষ্ণের অদ্ভুত লীলাবৈচিত্রীও অতি দুজ্ঞের্য়।

শ্রীকৃষ্ণের কালিয়দমনলীলা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমে মনে হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ কালিয়কে অত্যন্ত নির্য্যাতন করিয়াছেন এবং তাহার উপরে তিনি নিরতিশয় কুপিত হইয়াছেন। কিন্তু এই লীলার শেষাংশ আলোচনায় দেখা যায় যে শ্রীকৃষ্ণের সেই নিগ্রহ এবং ক্রোধ, বহির্ম্মুখশিরোমণি কালিয়ের উপর শত সহস্র ধারায় অপার করুণা প্রবাহ ঢালিয়া দিয়াছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের লীলার ন্যায় অদ্ভুতলীলা আর তাঁহার কোন অবতারেই দেখা যায় না।

শ্রীমদ্ভাগত দশমস্কন্ধ একত্রিংশ (৩১) অধ্যায়ে গোপীগীত বর্ণন প্রসঙ্গে "চলসি যদ্ ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্" প্রভৃতি শ্লোকে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণের নবনীত অপেক্ষাও সুকোমল চরণতল বনপথ ভ্রমণে ব্যথিত হইতেছে সম্ভাবনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণ মহাদুঃখে হইয়া অধীর পড়েন। কিন্তু কালিয়দমনলীলায় শ্রীকৃষ্ণের কি অদ্ভুত খেলা যে, তিনি সেই চরণ দ্বারা কালিয়ের নানাবিধ মণিরত্নাদিবিশিষ্ট সুকঠোর মস্তক চূর্ণিত করিলেন এবং কালিয়ের সেই চঞ্চল মস্তকোপরি শ্রীকৃষ্ণও অতি চঞ্চলভাবে নৃত্য করিতে করিতে গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর প্রভৃতির গীতবাদ্যের অনুরূপ তাললয়াদি রক্ষা করিয়া তাহাদের আনন্দবর্দ্ধন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার এই লীলায় জগৎকে দেখাইয়া দিলেন যে, তিনি লীলারসমত্ত হইয়া যতই চঞ্চল কিংবা উচ্ছৃঙ্খল হউন না কেন, তাহা কখনও তাল ও লয় বিহীন হয় না। জীবগণ তাহাদের দেহ-দৈহিকাদি অভিনিবেশজনিত চাঞ্চল্য এবং উচ্ছৃঙ্খলতায় একেবারে বেতাল হইয়া পড়ে, কিন্তু শ্রীভগবান্ যেমন করিয়াই লীলা করুন না কেন, তিনি তাহাতে কখনও তাল হারাইয়া ফেলেন না। যাহা হউক, অদ্ভুতকর্ম্মা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, কালিয়দমনলীলায় এই প্রকার নানাভাবে তাঁহার অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এবং লীলাচমৎকারিত্ব প্রকাশ করিয়া তাঁহার লীলারসাস্বাদনতৎপর ভক্তগণকে বিস্ময়রসসিন্ধুতে নিমজ্জিত করিয়াছেন।

পরমাদ্ভুত লীলারসসমুদ্র শ্রীকৃষ্ণ, এইরূপে কালিয়বিষ হইতে যমুনাজলস্থ জীবগণকে ও ব্রজবাসিগণকে মুক্ত করিলেন, গরুড়ভীতি এবং গরুড়কৃত পরাভব হইতে কালিয়কে মুক্ত করিলেন, সর্ব্বোপরি মহাবহির্ম্মুখতা দোষ হইতে কালিয়কে চিরমুক্ত করিয়া তাহার সহিত তাহারই ভক্ষক গরুড়ের মিত্রতা স্থাপন করিয়া দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের অপার কৃপায় কালিয় একেবারে সর্ব্ববিধ দোষ এবং ভয় হইতে চিরদিনের জন্য মুক্তিলাভ করিল। শ্রীকৃষ্ণের এই মহা কৃপালাভে কালিয় চিরকৃতার্থ হইল এবং ইতঃপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ যে নৃত্যচ্ছলে তাহার মস্তক ও সর্ব্বাঙ্গ বিচূর্ণিতপ্রায় করিয়াছিলেন ও তাহাতে সে অঙ্গবেদনায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিল, তখন তাহার সে সমস্ত অঙ্গবেদনাও দূরীভূত হইয়া গেল। কালিয় তখন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল যে, যাঁহার কৃপায় দুঃসহ ভববেদনা পর্য্যন্ত দূর হইয়া যায়, তাঁহার কৃপায় তুচ্ছ অঙ্গবেদনা দূর হওয়া আর আশ্চর্য্য কি। কালিয় তখন আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয়া নিজপত্নীগণসহ শ্রীকৃষ্ণচরণাগ্রভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল এবং পুনঃপুনঃ ভূমিলুণ্ঠিত প্রণাম করিয়া তাহার পর পরম প্রেমসহকারে শ্রীকৃষ্ণের চরণ পূজন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

শ্রীকৃষ্ণের অপার করুণায় কালিয়ের সর্ব্ববিধ বহির্ম্মুখতাদোষ দূরীভূত হইয়া তাহার হৃদয়ে পরম প্রেমের প্রকাশ হইয়াছে, তাই এখন সে কতই আদর ও যত্ন করিয়া কৃষ্ণের সেবা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই যে কালিয় শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে কত শত শত বার দংশন করিয়াছে এবং ফণাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন করিয়াছে, সেই কালিয়ই এখন পরম প্রেমপূতহৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রতি-অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল এবং অনুতপ্তহৃদয়ে মস্তকে করাঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিল, হায়। এতদিন আমি কি পিশাচাধমই ছিলাম যে, এই কমলাসেবিত চরণকমলে কতই দংশন করিয়াছি এবং যশোদা প্রভৃতি বাৎসল্যবতী ব্রজরমণীগণের পরমাদরে লালিত অঙ্গ ফণাদ্বারা দৃঢ় বেষ্টন করিয়াছি। ধিক্। ধিক্। আমি এতদিন কি পাষণ্ডজীবনই না যাপন করিয়াছি। এই প্রকার বহুবিধ অনুতাপ ও অনুশোচনা করিতে করিতে কালিয় তাহার পত্নীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি-অঙ্গপ্রত্যঙ্গে দিব্যাতিদিব্য মৃগমদ, কুঙ্কুম, চন্দন প্রভৃতি লেপন করিতে লাগিল, দেখিয়া মনে হয় যেন কালিয় তাহার দংশনক্ষত ও বিষদাহযুক্ত শ্রীকৃষ্ণাঙ্গে সুগন্ধি সুশীতল চন্দনরস প্রদান করিয়া তাঁহার বেদনা ও দাহ নিবৃত্তি করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে।

কালিয় শ্রীকৃষ্ণকে যমুনাহ্রদমধ্যস্থ দ্বীপে দিব্যসিংহাসনে বসাইয়া এইরূপে বিবিধপ্রকার সেবা করিতে লাগিল এবং অশ্রুব্যাপ্তনয়নে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, হে ভগবন্। আমারও যেমন বহির্ম্মুখতা ও মহাদুষ্টতার অবধি নাই, সেইরূপ আপনারও করুণার অবধি নাই, নচেৎ আমার মত মহা দুষ্ট কখনও আপনার ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন চিহ্নিত চরণচিহ্নে মস্তক সুশোভিত করিয়া আপনার শিববিরিঞ্চিবাঞ্ছিত চরণের এইরূপ সাক্ষাৎ সেবাধিকার পাইতে পারে? হে অযাচিতসমুচ্ছলিতকরুণাপারাবার। আপনি যখন অযাচিতভাবে এই জীবাধমকে আপনার শ্রীচরণসেবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন, তখন কিয়ৎকাল এই দিব্যাসনে সমাসীন হইয়া আমার সর্ব্ববিধ মনোবাসনা পূরণ করিয়া আমাকে কৃতকৃতার্থ করুন। এই কথা বলিয়া কালিয় তখন যমুনানীরজাত প্রফুল্লকমলাবলীগ্রথিত মালা লইয়া শ্রীকৃষ্ণের গলায় পরাইয়া দিল এবং দিব্য পীতবসন, পীতোত্তরীয় এবং বহুবিধ সমুজ্জ্বলরত্নরাজি নির্ম্মিত আভরণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গ পরিশোভিত করিয়া দিল। এইরূপ বিবিধভাবে কালিয় ও তাহার পত্নীগণ মনের সাধে সেই অখিলজগৎপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে লাগিল। সেই ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবার জন্য কালিয় ও তাহার পত্নীগণের যখন যে বস্ত্রালঙ্কারাদির প্রয়োজন বোধ হইল, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ও ইচ্ছায় তখনই তাহাদের কোষাগারে সেই সেই মহার্ঘ্য এবং দেবগণেরও অলভ্য বস্তুর আবির্ভাব হইতে লাগিল। তাহারা শ্রীকৃষ্ণসেবানন্দে মত্ত হইয়া সেই সেই বস্তু কোথা হইতে কি ভাবে তাহাদের কোষাগারে আসিল তাহা কিছুই বুঝিতে পারিল না, কিংবা তাহাদের মনে তাহা বুঝিবার ইচ্ছাও হইল না, তাহারা পরমানন্দে মনের সাধে শ্রীগোবিন্দের চরণারবিন্দ সেবা করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইল।

কালিয়ের পত্নীগণ পূর্ব্ব হইতেই শ্রীকৃষ্ণের ভক্তচূড়ামণি ছিল এবং তাহারা চিরদিনই নিরন্তর যথাসাধ্য

কৃষ্ণসেবা এবং কৃষ্ণের নাম-গুণরূপলীলাদি-কথালাপ প্রসঙ্গে কালযাপন করিত। কিন্তু তাহাদের পতির বহির্মুখতার জন্য তাহাদের চিত্তে শান্তি ছিল না এবং সেইজন্য তাহারা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রার্থনা জানাইত, "হে করুণাময়! আমাদের পতির বহির্মুখতা দূর করিয়া দাও, আমরা তোমার চরণসেবা করিয়া আমাদের অভিশপ্ত জীবন ধন্য করি। পতির বহির্মুখতার মত রমণীজীবনের অশান্তি আর নাই। হে জগৎপতে। আপনি কৃপাদৃষ্টিপাত করিয়া আমাদের পতির বহির্মুখতার দূর করুন।" ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ এতদিনে কালিয়পত্নীগণের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়াছেন এবং স্বয়ং তাহাদের বাসস্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের বহির্মুখ পতির সর্ব্ববিধ বহির্মুখতাদোষের শান্তি করিয়া তাহার হৃদয়ে ভক্তিবাসনা সঞ্চার করিয়াছেন এবং চিরদিনের জন্য তাহাকে নিজচরণে শরণাগত করিয়া লইয়াছেন। তাই আজ কালিয়পত্নীগণ তাহাদের ভক্তপতির সঙ্গিনী হইয়া মনের সাধে ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবন করিয়া চিরাকাঙ্ক্ষিত মনোবাসনা পূরণ করিতেছে। এইরূপে কালিয় এবং তাহার পত্নীগণ, প্রেমপুলকিত কলেবরে ও প্রেমাশ্রুব্যাপ্তনয়নে নানাভাবে কৃষ্ণের সেবা করিতে লাগিল। তাহাদের ভক্তিবাসনাবাসিত হৃদয়ে যখন যে সেবাকাঙ্ক্ষার উদয় হইতে লাগিল, ভক্তবৎসল হরি তখনই তাহাদের সেই বাসনা পূরণ ও সেবাগ্রহণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকাগ্রন্থে দেখা যায় যে, কালিয় এবং তাহার পত্নীগণ যে নানাবিধ দিব্যরত্ন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বিভূষিত করিয়াছিল, সেই সমস্ত দিব্যরত্নের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরমপ্রিয় কণ্ঠভূষণ "কৌস্তুভমণি" পাইয়াছিলেন—

"কৌস্তভাখ্যো মণির্যেন প্রবিশ্য হ্রদমৌরগম্। কালিযপ্রেয়সীবৃন্দহস্তৈরাত্মোপহারিতঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণ সর্পহ্রদে (যমুনাহ্রদে) প্রবেশ করিয়া কালিয়পত্নীগণের নিকট হইতে "কৌস্তভ" নামক মণি উপহার পাইয়াছিলেন।

"কৌস্তভমণি" শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ কণ্ঠাভরণ। ইহা দিব্যাতিদিব্য মহোজ্জ্বল পদ্মরাগমণিবিশেষ। আগমোক্ত শ্রীকৃষ্ণধ্যানে এবং শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণাদি সর্ব্ববিধ বিলাসমূর্ত্তির ধ্যানে এই কৌস্তভমণির উল্লেখ আছে এবং উপাসনা পদ্ধতিতে এই কৌস্তভমণির উপাঙ্গরূপে পূজার ব্যবস্থা আছে।

শ্রীভগবান্ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ, তাঁহার হস্ত পদাদি শ্রীঅঙ্গ এবং বসন ভূষণ আয়ুধ প্রভৃতি উপাঙ্গ সমূহও সচ্চিদানন্দেরই বিকার। জীবগণেরও স্বরূপ সচ্চিদানন্দই বটে, কিন্তু তাহাদের দেহ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং বসন ভূষণাদি সমস্তই জড় পদার্থ। শ্রীভগবান্ সর্ব্ববিধ জড়বস্তুর অতীত এবং জড়সম্বন্ধবিহীন; বিশেষতঃ যখন জড় জগতের সৃষ্টিও হয় নাই, তখনও শ্রীভগবান্ এই সমস্ত অঙ্গোপাঙ্গসমন্বিত রূপেই প্রপঞ্চাতীতধামে বিরাজিত থাকেন। তিনি যখন জগতে অবতীর্ণ হন, তখন এই সমস্ত সচ্চিদানন্দময় অঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে লইয়াই আসেন।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের কংসকারাগারে আবির্ভাব বর্ণনা প্রসঙ্গে দেখা যায় যে, সে সময়ে তিনি পীতবসন, বনমালা, কিরীট, কেয়ূর, কৌস্তভমণি ও শঙ্খচক্রাদিসহ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যখন যশোদানন্দনরূপে নন্দালয়ে অবতীর্ণ হন, তখন নন্দ, যশোদা এবং ব্রজের বাৎসল্যপ্রেমময় গোপ-গোপীগণের প্রেমানুরূপ নরবালকরূপেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পীতবসন, বনমালা প্রভৃতি সমস্তই অদৃশ্য ছিল। তাঁহার পরমপ্রিয় কৌস্তভমণি তখন কালিয়ের যমুনাহ্রদমধ্যস্থ কোষাগারে নানাবিধ রত্নাদির সঙ্গে সংমিশ্রিত হইয়া গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছিল। কালিয়পত্নীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ বিভূষিত করিবার জন্য নিজ কোষাগার হইতে নানাবিধ রত্নাদি লইয়া আসে, তখন কৌস্তভমণিও সেই সঙ্গে আসিয়া কৃষ্ণকণ্ঠে আশ্রয়গ্রহণ

করিয়াছিল। কালিয় কিংবা তাহার পত্নীগণ, কৌস্তুভমণির এইভাবে অবস্থিতি প্রভৃতির কথা কিছুই জানিতে পারে নাই, কিন্তু কৃষ্ণের পরমপ্রিয় কৌস্তুভমণি এইভাবে সকলের অগোচরে আবার নিজস্থান অধিকার করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের পীতবসন এবং বনমালা প্রভৃতিও শ্রীকৃষ্ণের নববালকরূপে আবির্ভূত হওয়ার সময়ে এইরূপে গুপ্তভাবেই ছিল, কিন্তু তাহারা যে কোন্ ছলে আবার শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়াছিল, তাহা যখন জানা যায় না তখন তাহারাও যে এইরূপ কোনও একটী পথ অবলম্বন করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, কালিয় তাহার পত্নীগণসহ পরমানন্দে শ্রীকৃষ্ণের পূজা এবং নানাবিধ দিব্যবস্ত্রাদি দ্বারা শ্রীঅঙ্গ বিভূষিত করিয়া করজোড়ে এবং গললগ্নীকৃতবাসে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বিনয়নম্র বচনে বলিতে লাগিল, "হে গরুড়বাহন। আপনি আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা গরুড়কে যেমন নিজদাসরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং স্থানান্তরে গমনের সময় তাহার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া গমন করেন, সেইরূপ এই জীবাধমকে নিজ দাসবৃন্দের মধ্যে গণনা করিলে এই জীবাধম চিরকৃতার্থ হইবে। আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা গরুড় আপনার ভক্তচূড়ামণি। কিন্তু আমি বহির্মুখতা বশতঃ তাঁহার সহিত কতই বিরোধ করিয়াছি। আজ হইতে, আমি তাঁহার দাস হইলাম। আপনি আমাকে তাঁহারই কনিষ্ঠভ্রাতা ও দাস বলিয়া যদি বাহনরূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমিও আপনাকে স্কন্ধে বহন করিয়া কৃতার্থ হইব। আপনার আদেশ হইলে আমিও নিমেষমধ্যে শতকোটি যোজন অতিক্রম করিতে পারি।" (শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার সারার্থদর্শিনী টীকায় বলিয়াছেন যে, পৌরাণিক প্রবাদ শুনা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ কংসের আদেশে যখন মথুরায় যান, তখন কালিয়ের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া গিয়াছিলেন)।

কালিয় এইরূপে তাহার পত্নীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি, নতি, অর্চ্চনা ও তাঁহার চরণে দৈন্য বিজ্ঞাপন করিয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিল, শ্রীকৃষ্ণও তাহার ব্যবহারে পরম প্রীত হইয়া তাহাকে রমণক দ্বীপে যাইবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। তখন কালিয় তাহার পত্নীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতিগান করিতে করিতে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিল এবং পুনঃ পুনঃ তাঁহার চরণে ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিল। পরিশেষে সে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-স্মৃতি বুকে লইয়া মুখে তাঁহার নাম গুণাদি কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহারই পদচিহ্ন এবং আদেশবাণী মস্তকে ধারণ করিয়া জ্ঞাতি, পুত্র, পত্নী, ও আত্মীয়গণসহ যমুনাহ্রদ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্র মধ্যস্থ রমণক দ্বীপাভিমুখে চলিয়া গেল।

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামিকৃত বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী টীকায় উল্লিখিত আছে যে—"শ্রীকালিন্দীতঃ নদীবর্ত্মনা গঙ্গয়া তৎসমুদ্রগমনস্য সর্ব্বৈরেব সাক্ষাৎ দর্শনাৎ"—কালিয় যখন শ্রীকৃষ্ণের আদেশে যমুনাহ্রদ পরিত্যাগ করিয়া রমণক দ্বীপে গিয়াছিল, তখন যমুনা হইতে জলপথে গঙ্গায় আসিয়া গঙ্গাপ্রবাহ অবলম্বন করিয়া সমুদ্রে গমন করিয়াছিল। কালিয়ের এইরূপে জলপথে গমন, যমুনাতীরস্থ ব্রজবাসিগণ সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ বৃহৎকায় কালিয় অসংখ্য সর্পসহ স্থলপথে গেলে, বহুগ্রাম নগরাদির অনিষ্ট হইতে পারে এবং বহুলোকের ভীতি সঞ্চার হইতে পারে বলিয়া সে শ্রীভগবদিচ্ছা প্রেরিত হইয়াই জলপথে সমুদ্র গমন করিয়াছিল।

পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব, মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নানুসারে শ্রীকৃষ্ণের কালিয়দমন লীলা এবং যমুনাহ্রদ হইতে কালিয়ের নির্ব্বাসন লীলা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, হে মহারাজ। সেই লীলানববপুঃ শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত লীলার কথা আর কি বলিব, তিনি এই প্রকার অনন্তলীলা করিয়া তাঁহার ভক্তের আনন্দবর্দ্ধন এবং জগতের হিতাচরণ করিবার জন্যই এই নরাকৃতি পরব্রহ্ম স্বরূপের প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি এই বিগ্রহে কতই যে মধুর লীলা করেন এবং কত ভাবে যে অনুগ্রহ বিতরণ করেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি কালিয়ের উপর অযাচিত করুণা বর্ষণ করিয়া তাহার বহির্মুখতাদোষ দূরীভূত করিয়া তাহাকে চরণে শরণাগত করিয়া লইলেন ও নানাভাবে তাহার পূজা গ্রহণ করিয়া তাহাকে তাহার পূর্ব্ব বাসস্থানে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার এই লীলায় কেবলমাত্র কালিয়ই

যে বিষদোষ মুক্ত হইল তাহা নহে, তাহার বিষদোষে বহুদিন হইতে বিষদূষিত যমুনাহ্রদও তাঁহার কৃপায় বিষদোষ-মুক্ত হইল এবং সেইদিন হইতে যমুনাহ্রদের জল অমৃত অপেক্ষাও সুস্বাদু হইল। ব্রজবাসি গো-গোপগোপীগণ সেইদিন হইতে স্নান পানাদি কার্য্যে যমুনাহ্রদের জল ব্যবহার করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতে লাগিল। পরম-করুণাময়, নরাকৃতি পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপার অনুগ্রহ সম্বলিত পরম মধুর কালিয়দমন লীলায় এইরূপে কালিয় এবং যমুনাহ্রদ, বিষদোষমুক্ত হইয়া চিরতরে পরমামৃত হইয়া গেল।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার স্তবমালা গ্রন্থে কালিয়দমন লীলা অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন—

"কামং দামোদর মম মনঃ পন্নগঃ পীনভোগো দুষ্টাশীর্ভিঃকুটিলনৈঃ ক্ষোভয়ত্যেষ লোকম্॥
তদ্বিক্রান্তস্বমুদিতপদদ্বন্দ্বপঙ্কেরুহাঙ্কং, কুর্ব্বন্ দর্ব্বীকরদমন হে তাণ্ডবৈর্দণ্ডয়ামুম্॥" ( স্তবমালা )

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদপ্রবর শ্রীপাদ রূপগোস্বামী কৃষ্ণের কালিয়দমনলীলা অবলম্বন করিয়া তাঁহার মহা-মাহাত্ম্য সূচক স্তুতি করিয়া পরিশেষে দৈন্য সহকারে নিবেদন করিয়াছেন—হে কালিয়নিগ্রহকারিন্। আপনার কালিয়দমনলীলায় কালিয়সর্প যথোচিত ভাবে নিগৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতেই আপনার সর্ব্বনিগ্রহলীলা পরিপূর্ণ কিংবা পরিসমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কালিয় অপেক্ষাও কুটিল এবং বিষময় আমার মনোরূপ মহাসর্প আমার হৃদয়-মহাহ্রদে অবস্থান করিতেছে এবং শত শত বাসনারূপ মহাফণা বিস্তার করিয়া সর্ব্বদাই আস্ফালন করিতেছে। কালিয়ের অতিস্থূল, সুবিস্তৃত এবং প্রবল শত ভোগ অপেক্ষাও আমার বিষয়ভোগবাসনারূপ ফণাসমূহ কোন অংশেই ন্যূন নহে। কালিয় যেমন তাহার বিষময় দন্ত এবং স্বভাবসিদ্ধ কুটিল গমনে সর্ব্বদাই পরের অনিষ্ট করিত, সেইরূপ আমার মনোরূপ মহাসর্পও নানাবিধ ভোগেচ্ছারূপ বিষময় দন্তপঙ্‌ক্তি এবং পরের অনিষ্টচিন্তারূপ কুটিল গতিতে সর্ব্বদাই পরের অনিষ্টসাধন কার্য্যে রত হইয়া আছে। অতএব হে পরমবিক্রমশালিন্। আপনি যেমন বিচিত্র তাণ্ডবচ্ছলে কালিয়ের শত ফণা ভগ্ন করিয়া তাহাকে দমন করিয়াছেন এবং তাহার মস্তকে নিজ চরণচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, সেইরূপ আমার মনোরূপ মহাসর্পকেও আপনি দণ্ডিত করুন। আপনার পদ-প্রহারে কালিয়ের যেমন শতফণা ভগ্ন হইয়াছিল, সেইরূপ আমার মনোরূপ মহাসর্পেরও শত শত বাসনার ফণা ভগ্ন হইয়া যাউক এবং কালিয়মস্তক যেমন আপনার পদচিহ্নে চিহ্নিত হইয়া চিরতরে কৃতার্থ হইয়াছে, সেইরূপ আমার মনোরূপ মহাসর্পও আপনার পদচিহ্নে চিহ্নিত হইয়া চিরতরে কৃতার্থ হউক।

নরাকৃতি পরব্রহ্ম ব্রজরাজনন্দনের সর্ব্ববিধ লীলাই অপার করুণাবারিধি। তাঁহার লীলায় কত কত বহির্মুখশিরোমণি যে কৃতার্থ হইয়াছে তাহার আর অন্ত নাই। পূতনামোক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রজরাজ-নন্দন যেন তাঁহার লীলায় একেবারে অযাচিত করুণাভাণ্ডারের কবাটোদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছেন। তাহার মধ্যে কালিয়দমনলীলায় তিনি যে পরমাদ্ভুত কৃপাবিতরণ করিয়াছেন তাহা আর কোন লীলাতেই দেখা যায় না। পূতনা, শকটাসুর, তৃণাবর্ত্ত, অঘাসুর, বকাসুর, বৎসাসুর প্রভৃতি অসংখ্য বহির্মুখগণ কৃষ্ণলীলায় কৃতার্থ হইয়াছে, তাহাদের সকলেরই বহির্মুখদেহ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ জীবস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণে লীন হইতে হইয়াছে। তাহাতে তাহাদের ভববন্ধন মোচন হইয়াছে বটে, কিন্তু কেহই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণসেবাধিকার পায় নাই। একমাত্র পূতনা রাক্ষসী ধাত্রীরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবাধিকার পাইয়াছে, কিন্তু তাহারও রাক্ষসীদেহ পরিত্যাগ করিয়া গোলোকে গমন-পূর্ব্বক ধাত্রীদেহ লাভ করিয়া কৃষ্ণের সেবা করিতে হইয়াছে। কিন্তু কালিয়ের প্রতি কৃষ্ণের কি অনির্ব্বচনীয় এবং অযাচিত কৃপাবিতরণ যে—কালিয় তাহার সেই চিরবহির্মুখ দেহেই শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবাধিকার পাইয়াছে এবং চিরদিনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নে নিজ মস্তক সুশোভিত করিয়া চির কৃতার্থ হইয়াছে। কত কত যোগীন্দ্র

মুনীন্দ্রগণ, কত শত সহস্র বৎসর নির্জ্জন বন ও গিরিগুহাদিতে বাস, গলিত পত্র ভোজন প্রভৃতি তীব্র ক্লেশ স্বীকার করিয়া ও অনবরত জপ, যোগ, ধ্যান, জ্ঞান, তপস্যাদিসাধন করিয়াও কি কালিয়ের মত কৃতার্থ হইতে পারিয়াছেন? সেইজন্যই মনে হয়, কৃষ্ণের কৃপাকণিকা লাভের আশায় তাঁহার চরণে নিরন্তর দৈন্য বিজ্ঞাপনই জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। একমাত্র কৃষ্ণের কৃপাই জীবের সম্বল, তাহাতে অনাস্থা থাকিলে আর জীবের গতি নাই। কালিয়দমন-লীলায় ব্রজরাজনন্দন, তাঁহার কৃপাশক্তির মহা বৈভব প্রকাশ করিয়া সর্ব্বজীবকে তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইবার জন্যই ইঙ্গিত করিয়াছেন। ব্রজরাজনন্দনের কৃপা ব্যতীত আত্মশক্তিতে কেহই কোনদিন কৃতার্থ হইতে পারেন নাই, পারিবেনও না। তাই বলিতেছি, ব্রজরাজনন্দনের কৃপাশক্তির জয় হউক ॥ ৬৪—৬৭

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীসমাখ্যায়াং শ্রীমদ্ভাগবততাৎপর্য্যসমালোচনায়াং দশমস্কন্ধস্য ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬

# দশমঃ স্কন্ধঃ।

—(:*:)—

## সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

—(:*:)—

শ্রীরাজোবাচ।

নাগালয়ং রমণকং কথং তত্যাজ কালিয়ঃ।

কৃতং কিং বা সুপর্ণস্য তেনৈকেনাসমঞ্জসম্ ॥ ১

**অন্বয়ঃ।**—কালিয়ঃ ( কালিয়ো নাম পূর্ব্বকথিত নাগরাজঃ ) নাগালয়ং (নাগানাং সুখবসতিস্থলং) রমণকং ( তন্নাখ্যসমুদ্রমধ্যস্থদ্বীপবিশেষং ) কথং ( কেন হেতুনা ) তত্যাজ ( ত্যক্তবান্ )। একেন ( তত্র বহুষু সর্পেষু স্থিতেষ্বপি তেষাং মধ্যে একেনৈব ) তেন ( কালিয়েন ) সুপর্ণস্য ( গরুড়স্য ) কিংবা অসমঞ্জসম্ ( অপ্রিয়ং ) কৃতং ( অনুষ্ঠিতম্ ) ॥ ১

**মূলানুবাদ।**—মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—নাগরাজ কালিয়, নাগগণের বাসস্থান রমণকদ্বীপ পরিত্যাগ করিল কেন এবং একমাত্র সে-ই বা গরুড়ের কি অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছিল? ॥ ১

**শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।**—নাগং সপ্তদশে নাগালয়ং তং নিরযাপয়ৎ। বধ্নন্ স্বদুঃখতঃ প্রাপ্তান্ সুপ্তাংস্তত্র দবাদপাৎ ॥ অসমঞ্জসম্ অপ্রিয়ম্ ॥ ১

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—স্বভীষ্টলীলাসিদ্ধ্যা শ্রীভগবতস্তদ্ভুদয়দর্শনেন শ্রীব্রজস্য চ সুস্থতামাকর্ণ্য স্বস্থঃ প্রীয়মাণঃ সন্ কথামধ্য এব কথাসৌষ্ঠবায় তৎপূর্ব্ববৃত্তং' পৃচ্ছতি নাগেতি। নাগানামালয়ং স্বভাবতঃ সর্পবর্গস্য বসতিস্থানং নতু গরুড়স্যেত্যর্থঃ। অতো বহবো নাগাস্তত্রাস্থে নিবসন্ত্যেবেতি ভাবঃ। নহু যত্তয়াদিতি তৎসূচিতমেব তত্রাহ কৃতং কিমিতি। বা শব্দঃ কটাক্ষে ॥ ১

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্য-অনন্তশক্তিনিকেতন এবং তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই সর্ব্ববিধ কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে, তথাপি তিনি শ্রীবৃন্দাবনে গোগোপগোপীগণের প্রেমমুগ্ধ হইয়া পরম মধুর বাল্যলীলারসমত্ত থাকিয়াই কিভাবে অগাধ এবং অতলস্পর্শ যমুনাহ্রদের মধ্যে সর্পরাজ কালিয়কে নিগ্রহ করিলেন, তাহা জানিবার জন্য কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবের নিকট প্রশ্ন করিলে তিনি কালিয়দমন লীলার আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন। তাহাতে মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রথমতঃ ব্রজবাসি গোপগোপীগণের কৃষ্ণবিরহ-দু:খের কথা এবং কালিয়নাগ কর্ত্তৃক পুন.পুনঃ কৃষ্ণকে দংশন ও তাঁহাকে ফণা দ্বারা বেষ্টন, তাহাতে কৃষ্ণের নিস্পন্দ ভাবে অবস্থানের কথা শুনিয়া গভীর দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার পর শ্রীশুকদেব যখন কালিয় মস্তকে শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য, তাহাতে তাহার শত ফণা ভগ্ন হইলে কৃষ্ণচরণে শরণাগতি, কালিয়-পত্নীগণ কর্ত্তৃক কৃষ্ণের স্তুতি, কালিয় কর্ত্তৃক কৃষ্ণচরণে আত্মনিবেদন এবং পত্নীগণসহ শ্রীকৃষ্ণচরণ পূজন, পরে যমুনাহ্রদ

পরিত্যাগ করিয়া রমণক দ্বীপে গমন প্রভৃতি বর্ণনা করিলেন, তখন মহারাজ পরীক্ষিৎ একেবারে পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। সেইজন্য তাঁহার কালিয়দমনলীলা শুনিয়া অনেক কথা জিজ্ঞাস্য থাকিলেও তিনি তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন নাই, তাহার পর যমুনাহ্রদ হইতে কালিয়ের রমণক দ্বীপে গমন পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়া তিনি কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং কালিয়, তাহার নিজ বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া কিজন্য যমুনাহ্রদে আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং গরুড়ের সহিত তাহার বিরোধের কারণ কি, তাহা জানিবার জন্য শ্রীশুকদেবের নিকট প্রশ্ন করিলেন।

ইতঃপূর্ব্বে শ্রীশুকদেব বলিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ কালিয়কে নিজ চরণে শরণাগত করিয়া তাহাকে রমণক দ্বীপে যাইতে আদেশ করিলেন এবং বলিলেন, হে কালিয়। তুমি যাহার ভয়ে নিজ বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া যমুনাহ্রদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ, আমার সেই ভক্তচূড়ামণি গরুড়, তোমার মস্তকে আমার পদচিহ্ন দেখিলে আর তোমার কোন অনিষ্ট করিবে না। মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবের এই কথা মনে করিয়াই তাঁহার নিকট কালিয়ের রমণক দ্বীপ পরিত্যাগ এবং গরুড়ের সহিত বিরোধের বিবরণ জানিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু কালিয় আজন্মবহির্ম্মুখ ও দুষ্টশিরোমণি হইয়াও অজভবশেষসনকাদিবাঞ্ছিত শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্ন মস্তকে ধারণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে সমর্থ হইল কেন, তাহা তিনি শ্রীশুকদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করেন নাই। সম্ভবতঃ প্রেমাবেশে আত্মহারা হইয়াই তিনি এই অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের কালিয়দমনলীলা শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রভৃতি নানা শাস্ত্রেই বর্ণিত আছে, কিন্তু কালিয়, তাহার পূর্ব্বজন্মের কোন্ পুণ্যবলে শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্নে মস্তক অলঙ্কৃত করিবার সৌভাগ্যলাভ করিল, তাহার উল্লেখ দেখা যায় না। কিন্তু কালিয়ের এই মহাসৌভাগ্যের কথা মনে করিলে তাহার পূর্ব্বজন্মের কথা জানিবার জন্য স্বভাবতঃই সকলের হৃদয়ে তীব্র কৌতূহলের উদ্রেক হয়, সেজন্য গর্গসংহিতা গ্রন্থে কালিয়ের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্তের যাহা আভাস পাওয়া যায় তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

গর্গসংহিতায় বর্ণিত আছে যে এক সময়ে বিদেহরাজ, দেবর্ষি নারদের নিকট কালিয়দমনলীলা শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং তিনি কালিয় মস্তকে কৃষ্ণের নৃত্য ও কালিয়ের কৃষ্ণচরণে শরণাগতির কথা শুনিয়া কালিয়ের পূর্ব্ব জন্ম বৃত্তান্ত জানিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

বিদেহ উবাচ—যচ্চরণাম্ভোজরজো দুর্লভং লোকে যোগিনাং বহুজন্মভিঃ। তৎ পাদাব্জং হরেঃ সাক্ষাৎ বভৌ কালিয়মূর্দ্ধনি॥
কোঽয়ং পূর্ব্বং কুশলকৃৎ কালিয়ঃ ফণিনাং বরঃ। এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি ব্রূহি দেবর্ষিসত্তম্॥

বিদেহরাজ দেবর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে দেবর্ষিসত্তম। যোগিগণ বহুজন্মের যোগারাধনাতেও যাঁহার চরণধূলিকণিকা লাভ করিতে সক্ষম হন না, মহাদুষ্ট কালিয়সর্প সেই যোগিগণবাঞ্ছিত শ্রীকৃষ্ণচরণকমল মস্তকে ধারণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। সে জন্য আমার জানিতে ইচ্ছা হইতেছে যে, কালিয় তাহার পূর্ব্বজন্মে এমন কি সদনুষ্ঠান করিয়াছিল যে, তাহার ফলে সে নিজমস্তকে শ্রীকৃষ্ণচরণস্পর্শ পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল।

শ্রীনারদ উবাচ—স্বায়ম্ভুবান্তরে পূর্ব্বং নাম্না বেদশিরা মুনিঃ। বিন্ধ্যাচলে তপোঽকার্ষীদ্ ভৃগুবংশসমুদ্ভবঃ।
তদাশ্রমে তপঃ কর্ত্তুং প্রাপ্তো হ্যশ্বশিরা মুনিঃ। তং বীক্ষ্য রক্তনয়নঃ প্রাহ বেদশিরা রুষা॥

শ্রীনারদঋষি বলিলেন—পূর্ব্বকালে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ভৃগুবংশসমুদ্ভব বেদশিরা নামক একজন মুনি বিন্ধ্যাচলে তীব্র তপস্যা করেন। সেই স্থানে অশ্বশিরা নামক একজন মুনিকে তপস্যা করিতে আসিতে দেখিয়া বেদশিরা মুনি ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া বলিতে লাগিলেন।

বেদশিরা উবাচ—মদাশ্রমে তপো বিপ্র মাকুর্য্যাঃ সুখদং ন হি। অন্যত্র তে তপোযোগ্যা ভূমির্নাস্তি তপোধন।

বেদশিরা মুনি অশ্বশিরাকে বলিলেন—হে বিপ্র। তুমি আমার আশ্রমে তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইও না, ইহাতে তোমার ভাল হইবে না, তোমার কি অন্যত্র তপস্যা করিবার উপযুক্ত স্থান নাই?

শ্রীনারদ উবাচ - শ্রুত্বাথ বেদশিরসো বাক্যং হ্যশ্বশিরা মুনিঃ। ক্রোধযুক্তো রক্তনেত্রঃ প্রাহ তং মুনিপুঙ্গবম্॥

শ্রীনারদঋষি বলিলেন—হে বিদেহরাজ। অশ্বশিরা মুনি বেদশিরা মুনির এই কথা শুনিয়া ক্রোধে আরক্ত-নয়ন হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—

অশ্বশিরা উবাচ—মহাবিষ্ণোরিয়ং ভূর্মির্নতে মে মুনিসত্তম। কতভির্মুনিভিশ্চাত্র ন তেপে তপ উত্তমম্॥
শ্বসন্ সর্প ইব ত্বং ভো বৃথা ক্রোধং করোষি হি। অতঃ সর্পো ভব ত্বং হি ভূয়াত্তে গরুড়াদ্ভয়ম্॥

অশ্বশিরা মুনি বেদশিরাকে বলিলেন—এই ভূমি তোমারও নহে, আমারও নহে। একমাত্র মহাবিষ্ণুই এই স্থানের অধিকারী। এখানে কত কত মুনিগণই না তীব্র তপশ্চরণ করিয়াছেন। কিন্তু তুমি আমাকে দেখিয়া সর্পের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে বৃথা ক্রোধ প্রকাশ করিতেছ। অতএব তুমি সর্প হইয়া জন্মগ্রহণ কর এবং তোমার যেন গরুড় হইতে সর্ব্বদা ভীত থাকিতে হয়।

বেদশিরা উবাচ—ত্বং মহাদুরভিপ্রায়ো লঘুদ্রোহে মহোদ্যমঃ। কার্য্যার্থী কাক ইব কৌ ত্বং কাকো ভব দুর্মতে॥

বেদশিরা মুনি বলিলেন—তোমার অভিপ্রায় অতি অসৎ, তুমি লঘুপাপে গুরুদণ্ড প্রদান করিয়াছ এবং সর্ব্বদা কাকের ন্যায় স্বকার্য্য সাধনতৎপর। অতএব তুমি কাক হইয়া ভূতলে জন্মগ্রহণ কর।

শ্রীনারদ উবাচ—আবিরাসীত্ততো বিষ্ণুরিত্থঞ্চ শপতোস্তয়োঃ। স্বস্বশাপাদ্দুঃখিতয়োঃ সান্ত্বয়ামাস তৌ গিরা॥

শ্রীনারদঋষি বলিলেন—হে বিদেহরাজ। মহামুনি বেদশিরা ও অশ্বশিরা এইরূপে পরস্পর পরস্পরকে শাপ প্রদান করিয়া অতি দুঃখিত মনে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিবার জন্য সেই স্থানে শ্রীনারায়ণ আবির্ভূত হইলেন।

শ্রীভগবানুবাচ—যুবাম্ভ মে সমৌ ভক্তৌ ভুজাবিব তনৌ মুনী। স্ববাক্যন্তু মৃষা কর্তুং সমর্থোঽহং মুনীশ্বরৌ॥
ভক্তবাক্যং মৃষাকর্তুং নেচ্ছামি শপথো মম। তে মূর্দ্ধ্নি হে বেদশিরশ্চরণৌ মে ভবিষ্যতঃ॥
তদা তে গরুড়াদ্ভীতি ন ভবিষ্যতি কর্হিচিৎ। শৃণু মেঽশ্বশিরোবাক্যং শোকং মাকুরু মাকুরু॥
কাকরূপোঽপি সুজ্ঞানং তে ভবিষ্যতি নিশ্চিতং। পরং ত্রৈকালিকং জ্ঞানং সংযুতং যোগসিদ্ধিভিঃ॥

শ্রীভগবান্ মহামুনি বেদশিরা ও অশ্বশিরাকে বলিলেন তোমরা দুই জনই আমার দেহের দুই বাহুর ন্যায় প্রিয়তম এবং পরমভক্ত। হে মুনিশ্রেষ্ঠ। আমি নিজবাক্যের অন্যথা করিতে পারি; কিন্তু কখনও ভক্তবাক্যের অন্যথা করি না এই আমার নিয়ম। যাহা হউক, হে বেদশিরঃ। তুমি সর্পরূপে জন্মগ্রহণ করিবে বটে, কিন্তু তোমার মস্তকে আমার চরণদ্বয় বিন্যস্ত থাকিবে এবং তাহাতে তোমার কদাপি গরুড়ভীতি থাকিবে না।

হে অশ্বশিরঃ। তুমি কাকরূপে জন্মগ্রহণ করিবে বলিয়া কোন প্রকার দুঃখ করিও না, তোমার কাকদেহেও যোগসিদ্ধি সমন্বিত ত্রৈকালিক জ্ঞানলাভ হইবে।

শ্রীনারদ উবাচ—ইত্যুক্ত্বাথগতে বিষ্ণৌ মুনিরশ্বশিরা নৃপ। সাক্ষাৎ কাকভুশুণ্ডোঽভূৎ যোগীন্দ্রো নীলপর্ব্বতে॥
রামভক্তো মহাতেজাঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থদীপকঃ। রামায়ণং জগৌ যো বৈ গরুড়ায় মহাত্মনে॥
চাক্ষুষে হ্যন্তরে প্রাপ্তে দক্ষঃ প্রাচেতসো নৃপ। কশ্যপায় দদৌ কন্যা একাদশ মনোহরাঃ॥
তাসাং কদ্রুশ্চ সা শ্রেষ্ঠা সাধ্বৈবং রোহিণী স্মৃতা। সা কদ্রুশ্চ মহাসর্পান্ জনয়ামাস কোটিশঃ॥
মহোদ্ভটান্ বিষবলাদুগ্রান্ পঞ্চশতাননান্। তেষাং বেদশিরা নাম কালিয়োঽভূন্মহাফণী।
মহামণিধরান্ কাংশ্চিদ্দুঃসহাংশ্চ শতাননাম্॥

শ্রীনারদঋষি বলিলেন—হে বিদেহরাজ। শ্রীনারায়ণ, মহামুনি বেদশিরা এবং অশ্বশিরাকে এই কথা বলিয়া বিন্ধ্যাচল হইতে চলিয়া গেলে যথাকালে মহামুনি অশ্বশিরা নীলপর্ব্বতে যোগীশ্রেষ্ঠ ভূশুণ্ড নামক কাক হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন। ভূশুণ্ড সর্ব্বশাস্ত্রার্থজ্ঞানসম্পন্ন, মহাতেজস্বী এবং রামভক্তচূড়ামণি হইলেন। তিনি পক্ষিরাজ গরুড়ের নিকট রামায়ণ কথা বর্ণনা করিয়াছিলেন।

অনন্তর চাক্ষুষ মন্বন্তরে প্রচেতার পুত্র, দক্ষপ্রজাপতি মহামুনি কশ্যপের সহিত তাঁহার একাদশটী কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার একাদশ কন্যার মধ্যে কদ্রু সর্ব্বশ্রেষ্ঠা এবং তিনিই বৈবস্বত মন্বন্তরে বসুদেবপত্নী রোহিণীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, কশ্যপপত্নী কদ্রুর গর্ভে কোটি কোটি মহাসর্পের জন্ম হয়। কদ্রুনন্দন সর্পগণ মহাযোদ্ধা, দুঃসহ তীব্র বিষবীর্য্যসম্পন্ন এবং মহামণিধর ছিল। তাহারা কেহ বা পঞ্চশতফণাধারী এবং কেহ বা শতফণাধারী ছিল। মহামুনি বেদশিরা ঐ সমস্ত কদ্রুনন্দন সর্পগণের মধ্যে সর্পরাজ কালিয়রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

গর্গসংহিতার এই উপাখ্যানে জানা যায় যে, মহামুনি বেদশিরা শাপগ্রস্ত হইয়া সর্পদেহ প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার ভক্তিবলে শ্রীভগবান্ তাঁহাকে বর দিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার সর্পদেহের মস্তকে পদধারণ করিবেন ও তাহাতে তাহার গরুড়ভীতি দূর হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত কালিয়দমনলীলাতেও এই ভাবেই কালিয়ের কৃতার্থ হওয়ার বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

ইহা ছাড়াও কথক সম্প্রদায়ের মধ্যে কালিয়ের একটি পূর্ব্বজন্মকথা অনেকদিন হইতে প্রচলিত আছে। তাহা কোন পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে কিনা জানি না, কিন্তু বিজ্ঞ সমাজে ইহার কোনও প্রতিবাদ কিংবা অনাস্থাজ্ঞাপক কথা ও শুনা যায় না। সাধারণের অবগতির জন্য সে কাহিনী লিখিত হইল—

পূর্ব্বকালে কাঞ্চীপ্রদেশে এক রাজা ছিলেন। তিনি অশেষ সদ্গুণসম্পন্ন হইলেও জন্মান্তরীণ কোনও দুর্দ্দৈববশতঃ উৎকট শূলরোগে আক্রান্ত ছিলেন এবং সেজন্য নিরন্তর অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেন। এই উৎকট রোগের তাড়নায় তাঁহার যথাবিধি রাজকার্য্য পরিচালনা এবং যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিবার সামর্থ্য ছিল না, তজ্জন্য তিনি অত্যন্ত মনোদুঃখে কালযাপন করিতেন।

একদিন দেবর্ষি নারদ যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহার রাজধানীতে আগমন করিলে তিনি তাঁহার নিকট মনোবেদনা জ্ঞাপন করায় দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে বলিলেন, হে মহারাজ! তোমার রাজধানীর প্রান্তে যে গভীর অরণ্য আছে, তাহার মধ্যস্থ একটি প্রকাণ্ড বট বৃক্ষে এক কুলিঙ্গ পক্ষী সপরিবারে বাস করে। তুমি যদি সেই কুলিঙ্গ পক্ষী ও পক্ষিণীকে জীবিতাবস্থায় ধরিয়া আনিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করিতে পার, তাহা হইলে তুমি চিরদিনের জন্য এই দুঃসহ যন্ত্রণাপ্রদ শূলরোগ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিবে।

নারদের আদেশে রাজা তখন সেই গভীর বনে প্রবেশ করিয়া কুলিঙ্গমিথুন ধরিবার জন্য সাধ্য মত চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই সেই কুলিঙ্গমিথুন রাজার হস্তগত হইল না। এইরূপ কিছুদিন অতিবাহিত হইল, রাজা প্রায় প্রত্যহই বনে যান এবং কুলিঙ্গ পক্ষী ধরিবার জন্য নানারূপ কৌশল করেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার কার্য্য সিদ্ধি হয় না। পরিশেষে রাজা একরকম হতাশ হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার দুঃসহ শূলরোগের কোনই প্রতিকার নাই মনে করিয়া বিষণ্ণচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন। রাজাকে এইরূপ বিষণ্ণ এবং নিরুৎসাহ দেখিয়া তাঁহার বৃদ্ধমন্ত্রী একদিন বলিলেন, মহারাজ! আপনি যদি রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া একাকী বৈষ্ণব বেশে বনে গমন করেন, তাহা হইলে বোধ হয় কুলিঙ্গপক্ষী আর আপনাকে অবিশ্বাস করিবে না এবং স্বেচ্ছায় আপনার নিকটস্থ হইবে ও আপনি তখন তাহাদের ধরিয়া আনিয়া আপনার কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারিবেন।

মন্ত্রীর পরামর্শ শুনিয়া রাজা একটু আশ্বস্ত হইলেন এবং পরদিন প্রাত কালে কণ্ঠে তুলসীমালা ধারণ ও সর্ব্বাঙ্গে গোপীচন্দন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ নাম লিখন করিয়া মুখে অনবরত কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে বলিতে একাকী সেই বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন ও বটবৃক্ষ তলে গিয়া উপবেশন করিলেন; কিন্তু বৈষ্ণব বেশের কি অনির্ব্বচনীয় মহাপ্রভাব। সে দিন আর রাজাকে দেখিয়া বনের কোনও পশু পক্ষীই কোন প্রকার অবিশ্বাস করিল না। সকলেই রাজার নিকটবর্ত্তিস্থানে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে লাগিল।

যথাসময়ে সেই বটবৃক্ষের উচ্চ শাখা হইতে সেই কুলিঙ্গমিথুন ভূমিতে অবতরণ করিয়া খাদ্য অন্বেষণচ্ছলে বিচরণ করিতে লাগিল। তাহারা বিশ্বস্তহৃদয়ে রাজার নিকটবর্ত্তি স্থানেও কতবার যাওয়া আসা করিল, রাজা তখন ইচ্ছা করিলে তাহাদের ধরিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি বহুদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াও যে কুলিঙ্গ পক্ষীকে ধরিতে সমর্থ হন নাই, আজ বৈষ্ণব বেশ ধারণ করিবামাত্র সেই কুলিঙ্গ পক্ষীকে অনায়াসে নিজ নিকটে উপস্থিত দেখিয়া তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমার অন্তরে হিংসা প্রবৃত্তি থাকা সত্বেও কেবলমাত্র বাহিরে বৈষ্ণব বেশ ধারণের ফলেই আজ কোন পশু পক্ষী আমাকে অবিশ্বাস করিতেছে না। যে কুলিঙ্গ পক্ষীকে ধরিবার জন্য আমি শত সহস্র চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছি, আজ আমার কপট বৈষ্ণববেশেই সেই কুলিঙ্গ পক্ষী আমার নিকটে আসিয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে বিচরণ করিতেছে। অতএব যে বৈষ্ণব বেশের কপটানুকরণেই এত শক্তি, না জানি অকপট ভাবে সেই বেশ ধারণ করিলে আরও কতশত অসত্য বস্তু লাভ করা যায়। এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে রাজার মনের ভাব পরিবর্ত্তন হইয়া গেল এবং তিনি তখন উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—আজ আমি ধন্য হইলাম। কৃতার্থ হইলাম! আমার কুলিঙ্গ পক্ষীর মাংস ভক্ষণ করিয়া শূলরোগ নিবারণের প্রয়োজন নাই। আমি এই বৈষ্ণব বেশ ধারণ করিয়া ভবরোগ নিবারণের চেষ্টা করিব।

রাজার এই কথা শুনিয়া সেই কুলিঙ্গপক্ষী রাজাকে বলিল, মহারাজ! আপনি শূলরোগের জন্য চিন্তিত হইবেন না, আপনি যে বটবৃক্ষতলে বসিয়া আছেন, ঐ বৃক্ষেরই কোটর মধ্যে একজন মহাপুরুষ বাস করেন, তাঁহার পাদোদক পান করিলেই আপনি শূলরোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন। কুলিঙ্গ পক্ষীর এই কথা শুনিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ নিকটস্থ জলাশয় হইতে জল আনয়ন করিলেন এবং বৃক্ষ কোটরের নিকট গিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—হে বৃক্ষকোটরস্থিত মহাপুরুষ! আপনি পাদোদক দান করিয়া আমাকে শূলরোগ হইতে মুক্তি দান করুন, আমি আপনার পাদোদক গ্রহণের আশায় কোটরদ্বারে দণ্ডায়মান আছি।

রাজা বৃক্ষকোটর দ্বারে দাঁড়াইয়া পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিলে বৃক্ষকোটর হইতে একখানি গলিত কুষ্ঠ সমাযুক্ত চরণ নির্গত হইল এবং তাহার দুর্গন্ধে বটবৃক্ষতল পরিপূর্ণ হইয়া গেল. রাজা দেখিয়াই ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চন করিলেন এবং দুর্গন্ধে নাসারন্ধ্র অবরুদ্ধ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, অহো! এই গলিত কুষ্ঠব্যাধি যুক্ত চরণস্পৃষ্টজল কেমন করিয়া গলাধঃকরণ করিব? তবে বুঝি আমার শূলরোগ মুক্তির কোনও উপায় নাই। এই প্রকার নানা চিন্তা করিয়া রাজা বলিলেন, ঠাকুর! আপনি কৃপা করিয়া আপনার বাম চরণ খানি বাহির করুন; আমি আপনার বাম চরণের পাদোদক পান করিয়া কৃতার্থ হই। রাজা এই কথা বলিলে বৃক্ষ-কোটর হইতে নির্গত চরণ খানি আবার কোটরে প্রবেশ করিল এবং তৎক্ষণাৎ আবার এক খানি চরণ নির্গত হইল। রাজা দেখিলেন যে এ চরণখানিও পূর্ব্বদৃষ্ট চরণ হইতে অধিকতর গলিতকুষ্ঠসম্পন্ন এবং তাহাতে অসংখ্য কীট বিচরণ করিতেছে ও তাহা হইতে অনর্গল রক্ত ও পূঁজ ক্ষরিত হইতেছে, দেখিতে দেখিতে পূতিগন্ধে বনভূমি পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল ও ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি উড়িয়া আসিয়া সেই কুষ্ঠযুক্ত চরণে পড়িতে লাগিল। রাজা একেবারে নির্ব্বাক্। মনে করিলেন, এ আবার কি? ইহা অপেক্ষা পূর্ব্বদৃষ্ট চরণ ত কোটি গুণে ভাল ছিল। হায়! আমি

এখন কি করিব। আবার কি চরণ পরিবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করিব? পরক্ষণেই রাজার মনে হইল যে—আর পরিবর্ত্তনে প্রয়োজন নাই, একবার পদ পরিবর্ত্তন করিতে বলিয়া যে দৃশ্য দেখিতেছি, তাহাতে মনে হয় আবার যদি পদপরিবর্ত্তন করিতে বলি, তাহা হইলে বোধ হয় আরও কিছু বীভৎস দৃশ্য দেখিতে হইবে। যাহা হউক, আমার অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই হইবে, আমি এই চরণ হইতেই পাদোদক গ্রহণ করিব।

এই কথা মনে করিয়া রাজা কোন প্রকারে ঘৃণা ও অশ্রদ্ধাসহকারে শূলরোগ নিবারণের দায়ে পড়িয়া সেই চরণের নিকট হস্ত প্রসারণ করিলেন ও বলিলেন, ঠাকুর। আমার এই হস্তস্থিত জলে অঙ্গুষ্ঠস্পর্শ করুন। দেখিতে দেখিতে সেই গলিতকুষ্ঠযুক্ত এবং রক্ত পূঁজ সমম্বিত চরণাঙ্গুষ্ঠ রাজার হস্তস্থিত জলে একবার স্পর্শ হইয়া অদৃশ্য হইল। রাজা দেখিলেন যে তাঁহার হস্তস্থিত জল রক্ত পূঁয মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে এবং তাহাতে দুই একটি কীটও বেড়াইতেছে। রাজা তখন সেই পরমাদ্ভুত পাদোদক হাতে করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, হায়। আমি এখন কি করিব। আমি যদি এই পাদোদক পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে না জানি আমার কি দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে, কিন্তু ইহা গলাধঃকরণ করাও বোধ হয় কোন সজীব প্রাণীর পক্ষে সম্ভবপর নহে। হায়! হায়! আমি এ কি ভীষণ পরীক্ষায় পড়িলাম।

এই প্রকার নানাবিধ চিন্তা করিয়া পরিশেষে রাজা সেই পাদোদক পান করিতেই কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং কোনপ্রকারে শ্বাস রুদ্ধ করিয়া ও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সেই পাদোদক মুখের কাছে লইয়া গিয়া ওষ্ঠ স্পর্শ হইতে না হইতেই মস্তকে ধারণ করিলেন।

রাজা এই প্রকারে যেমন সেই গলিত কুষ্ঠ সমম্বিত চরণের রক্ত পূঁয মিশ্রিত ও পূতিগন্ধ যুক্ত পাদোদক মস্তকে ধারণ করিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার হস্ত ও মস্তকের পূতিগন্ধ দূর হইয়া গেল এবং এক অপ্রাকৃত সদ্গন্ধ তাঁহার হস্ত ও মস্তক সুবাসিত করিয়া বনভূমি আমোদিত করিয়া দিল। রাজা তখন বিস্ময়বিস্ফারিতনয়নে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন যে এ আবার কি অদ্ভুত ব্যাপার। ক্ষণকাল পূর্ব্বেই আমি, যে পাদোদকের দুর্গন্ধে নাসাপথ রুদ্ধ করিয়াও সুস্থ থাকিতে পারিতেছিলাম না, এখন সেই পাদোদকেরই অপ্রাকৃত সদ্গন্ধে বনভূমি পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, এ কি। ইহা কি কোনও দেবমায়া। রাজা, এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতেছেন, কিন্তু কোনপ্রকার সুসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছেন না, এমন সময়ে কে যেন সেই বৃক্ষকোটর হইতে জলদগম্ভীরস্বরে বলিল—ওরে মূর্খ। তুই আমার চরণ পাইয়াও তাহা ভক্তিভাবে গ্রহণ করিতে পারিলি না। যাহা হউক, তুই আমার পাদোদক লইয়া মুখে অর্পণ করিতে পারিস্ নাই বলিয়া তোর মুখ তীব্রবিষে পরিপূর্ণ হইবে এবং আমার পাদোদক মস্তকে ধারণ করিয়াছিস বলিয়া জন্মান্তরে আমার চরণ মাথায় পাইবি।

এই পরমাদ্ভুত ব্যাপারে বিস্মিত ও আত্মহারা হইয়া রাজা তাঁহার রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন এবং অবশিষ্ট জীবন, শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দ ভজন প্রসঙ্গে অতিবাহিত করিলেন। দেহান্তে এই রাজাই কালিয়নাগরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মুখ উগ্র বিষে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণচরণ মাথায় পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন। যাহা হউক, কালিয়দমন লীলায় কালিয়কে শ্রীকৃষ্ণ যে ভাবে কৃতার্থ করিয়াছেন, তাহা মনে করিলে নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে যে তাহার পূর্ব্বজন্মের কোনও এক অনির্ব্বচনীয় মহাসৌভাগ্য সঞ্চিত ছিল, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই।

পরম করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ, কালিয়কে যখন নিজচরণে শরণাগত এবং তাহার শত মস্তক নিজচরণাঙ্কিত করিয়াছিলেন, তখন কালিয়, তাহার পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মার্জ্জিত মহাপরাধ এবং বর্ত্তমান জন্মের বিষবীর্য্যাভিমান ও নানা

বিধ মহাপরাধ মুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের ভক্তচূড়ামণি হইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাহাকে যমুনাহ্রদ পরিত্যাগ করিয়া নিজ বাসস্থানে যাইবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন—

"দ্বীপং রমণকং হিত্বা হ্রদমেতমুপাশ্রিতঃ। যদ্ভয়াৎ স সুপর্ণস্ত্বাং নাদ্যান্মৎপদলাঞ্ছিতম্‌" ॥

হে কালিয়, তুমি যাহার ভয়ে ভীত হইয়া তোমার পূর্ব্ববাসস্থান রমণক দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া এই যমুনাহ্রদে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলে, আমার সেই ভক্তচূড়ামণি গরুড়, তোমার মস্তকে আমার পদচিহ্ন দেখিলে আর তোমার কোনই অনিষ্ট করিবে না, অতএব তুমি নির্ভয়চিত্তে রমণক দ্বীপে গমন কর।

শ্রীভগবানের এই আদেশবাক্যে জানা যায় যে কালিয়, তাহার আত্মীয় বান্ধবাদি সহ পূর্ব্বে রমণকদ্বীপে বাস করিত, কিন্তু গরুড়ের ভয়ে সে রমণকদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া যমুনাহ্রদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবের নিকট এই বৃত্তান্ত শুনিয়া প্রশ্ন করিলেন—হে পরমহংসশিরোমণি! কালিয় তাহার নিজবাসস্থান রমণকদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া কি জন্য যমুনাহ্রদে আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং রমণকদ্বীপে অসংখ্য সর্পগণের আবাস ভূমি, কিন্তু তাহাদের মধ্যে একমাত্র কালিয়ের সহিতই গরুড়ের বিরোধ হইল কেন?

মহারাজ পরীক্ষিৎ, কালিয়ের রমণকদ্বীপ পরিত্যাগ এবং গরুড়ের সহিত বিরোধের কারণ জানিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া শ্রীশুকদেবের নিকট প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু কালিয়ের আবাসভূমি "রমণকদ্বীপ সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর মধ্যে কোন্ স্থানে অবস্থিত তাহা জানিবার জন্য তিনি কোনই প্রশ্ন করেন নাই। ইহাতে মনে হয় যে শ্রীশুকদেব যখন মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট ভূগোল খগোলাদি বর্ণনা করিয়াছেন, তখন তাহা শুনিয়া মহারাজ পরীক্ষিতের "রমণকদ্বীপ" সম্বন্ধে ধারণা আছে; সেই জন্যই তিনি রমণকদ্বীপ সম্বন্ধে আর কোনও প্রশ্ন করেন নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চমস্কন্ধে জম্বুদ্বীপ, প্লক্ষদ্বীপ প্রভৃতি পৃথিবীর সপ্তদ্বীপ বর্ণনা প্রসঙ্গে যখন শ্রীশুকদেব সুরাসমুদ্র পরিবেষ্টিত শাল্মলী দ্বীপের বর্ণনা করিয়াছেন তখন তিনি বলিয়াছেন যে—

"তদ্দ্বীপাধিপতিঃ প্রিয়ব্রতাত্মজো যজ্ঞবাহুঃ স্বসুতেভ্যঃ সপ্তভ্যস্তন্নামানি সপ্তবর্ষাণি ব্যভজৎ। সুরোচনং, সৌমনস্যং, রমণকং, দেববর্হং, পারিভদ্রং, আপ্যায়নং, অভিজ্ঞাতমিতি" ॥

প্রিয়ব্রতের পুত্র যজ্ঞবাহু, শাল্মলী দ্বীপের অধিপতি। তিনি তাঁহার সাত পুত্রকে শাল্মলীদ্বীপের সাতটী বর্ষ বিভাগ করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার সাত পুত্রের নামানুসারে শাল্মলীদ্বীপের সাতবর্ষের সুরোচন, সৌমনস্য, রমণক, দেববর্হ, পরিভদ্র, আপ্যায়ন এবং অভিজ্ঞাত এই নামকরণ হয়।

ইহাতে জানা যায় যে সুরাসমুদ্র পরিবেষ্টিত শাল্মলী দ্বীপের সপ্তবর্ষের মধ্যে "রমণক" নামক একটি বর্ষ আছে, কিন্তু এই রমণকবর্ষই "রমণকদ্বীপ" বলিয়া মনে হয় না, কিংবা সেখানে সর্পগণের আবাসভূমির কোনই উল্লেখ দেখা যায় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে অতল বিতলাদি সপ্তপাতাল বর্ণন প্রসঙ্গে দেখা যায় যে—

"ততোঽধস্তান্মহাতলে কাদ্রবেয়ানাং সর্পানাং নৈকশিরসাং ক্রোধবশো নাম গণঃ কুহকতক্ষককালিয়সুষেণা-দিপ্রধানাঃ মহাভোগবন্তঃ পতত্রিরাজাধিপতেঃ পুরুষবাহাদনবরতমুদ্বিজমানাঃ স্বকলত্রাপত্যসুহৃৎকুটুম্বসঙ্গেন ক্বচিৎ প্রমত্তা বিহরন্তি।"

তলাতলের নিম্নস্থিত মহাতলে বহুফণাধারী, কদ্রুনন্দন সর্পগণের ক্রোধবশ নামক "গণ" অর্থাৎ দল কিংবা সমাজ বাস করে। কুহক, তক্ষক, কালিয়, সুষেণ প্রভৃতি বৃহৎকায় সর্পগণ তাহাদের মধ্যে প্রধান। তাহারা সকলেই গরুড়ের ভয়ে সর্ব্বদা উদ্বিগ্নচিত্তে বাস করে এবং কদাচিৎ স্ত্রী পুত্র বান্ধবাদি সহ আনন্দ ভোগও করিয়া থাকে।

ইহাতে জানা যায়—কালিয় প্রভৃত বৃহৎকায় এবং বহুফণাধারী সর্পগণ ভূপৃষ্ঠস্থিত জম্বুপ্লক্ষ প্রভৃতি সপ্তদ্বীপের কুত্রাপি বাস করে না—তাহারা ভূনিম্নস্থিত সপ্তপাতালের অন্তর্গত মহাতল নামক পঞ্চম পাতালে বাস করে। এই মহাতলে রমণকদ্বীপ নামক কোনও দ্বীপ আছে কিনা তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত না থাকিলেও শ্রীমহাভারতের আদিপর্ব্ব আলোচনা করিলে মনে হয় যে এই মহাতলেই রমণকদ্বীপ অবস্থিত এবং কালিয় প্রভৃতি সর্পগণ সেখানেই বাস করিত।

শ্রীমহাভারতে আদিপর্ব্বে দেখা যায় যে - গরুড়ের জননী বিনতা তাঁহার সপত্নী কদ্রুকে এবং গরুড় কদ্রুনন্দন সর্পগণকে স্কন্ধে করিয়া সমুদ্রের পরপারস্থিত কোনও সুরম্য দ্বীপে উপস্থিত হইলেন এবং সর্পগণ সেখানে মনের আনন্দে বাস করিতে লাগিল।

আপূর্য্যত মহী চাপি সলিলেন সমন্ততঃ। রসাতলমনুপ্রাপ্তং শীতলং বিমলং জলম্‌ ॥

তদা ভূবভবাহুষ্ম জলোর্ম্মিভিরনেকশ। রামণীয়কমাগচ্ছন্‌ মাত্রা সহ ভুজঙ্গমাঃ ॥ (শ্রীমহাভারতম্‌)

শ্রীমহাভারত আদি পর্ব্বে বর্ণিত আছে যে—গরুড় যখন কদ্রুনন্দন সর্পগণকে স্কন্ধে লইয়া আকাশ পথে গমন করেন, তখন সর্পগণ প্রখর সূর্য্যতাপে পরিতপ্ত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। তাহা দেখিয়া সর্প জননী কদ্রু করজোড়ে ইন্দ্রের স্তুতি করেন এবং তাহাতে ইন্দ্র প্রসন্ন হইয়া সংবর্ত্তক প্রভৃতি মেঘগণকে জল বর্ষণ করিতে আদেশ করেন। ইন্দ্রের আদেশে মেঘগণ জলবর্ষণ করিলে সেই অবিশ্রান্ত প্রবল জলধারায় পৃথিবী প্লাবিত হইয়া গেল এবং সেই শীতল নির্ম্মল জলপ্রবাহ পাতালে পতিত হইল। পৃথিবীর সমস্ত নিম্ন ভূমিই সেই প্রবল জল-তরঙ্গে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সর্পগণ সেই সময় তাহাদের জননী কদ্রুর সহিত রামণীয়ক দ্বীপে উপস্থিত হইল।

শ্রীমহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ সূরি, এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—"রামণীয়কং দ্বীপবিশেষং" অর্থাৎ কদ্রু এবং সর্পগণ যে রামণীয়ক নামক স্থানে উপস্থিত হইল তাহা কোনও দ্বীপবিশেষ।

শ্রীমহাভারতে ইহার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে—

সংপ্রহৃষ্টাস্ততো নাগা জলধারা প্লুতাস্তদা। সুপর্ণে নোহ্যমানাস্তে জগ্মুস্তং দ্বীপমাশু বৈ ॥ (শ্রীমহাভারতং)

ইন্দ্রের আদেশে মেঘগণ জলবর্ষণ করিলে সর্পগণ সেই জলধারায় আপ্লুত হইয়া গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক পরমানন্দে সেই দ্বীপে উপস্থিত হইল।

টীকাকার নীলকণ্ঠ সূরি এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—"তং দ্বীপং রামণীয়কমেব" অর্থাৎ সর্পগণ সেই রামণীয়ক নামক দ্বীপে উপস্থিত হইল।

শ্রীমহাভারতের এই অংশ সমালোচনায় জানা যায় যে—কদ্রুনন্দন সর্পগণ ভূবিবরস্থ রামণীয়ক দ্বীপে উপস্থিত হইয়া সেই পরম রমণীয় দ্বীপেই বাস করিত। শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চমস্কন্ধস্থ পাতাল বর্ণনাতেও দেখা যায় যে—কালিয় প্রভৃতি বৃহৎকায় সর্পগণ মহাতলে বাস করিত। সুতরাং রমণক দ্বীপ রম্যকবর্ষের নামান্তর নহে কিংবা ভূপৃষ্ঠস্থিত জম্বুপ্লক্ষ প্রভৃতি সপ্তদ্বীপের অন্তর্গত কোনও স্থানবিশেষের নাম ও নহে। মহাতলস্থিত দ্বীপ বিশেষের নামই "রমণক" কিংবা "রামণীয়ক" এবং কালিয় প্রভৃতি সর্পগণের সেই স্থানই চিরন্তন আবাসভূমি।

"কালিয়নাগ গরুড়ের ভয়ে ভীত হইয়া ভূবিবরস্থ মহাতল নামক পাতালের অন্তর্গত রমণক দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া ভূপৃষ্ঠস্থ জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত ভারতবর্ষে আসিয়া যমুনাহ্রদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সে গরুড়ের ভয় হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আবার তাহার পূর্ব্ববাসস্থান রমণক দ্বীপে গমন করিয়াছিল।

মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবের নিকট কালিয়ের রমণক দ্বীপ পরিত্যাগের কথা শুনিয়া তাহার কারণ জানিবার জন্য "নাগালয়ং রমণকং কথং তত্যাজ কালিয়." প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীশুকদেবের নিকট প্রশ্ন করিয়াছেন।

শ্রীশুক উবাচ।

উপহার্য্যৈঃ সর্পজনৈর্মাসি মাসীহ যো বলিঃ। বানস্পত্যো মহাবাহো নাগানাং প্রাঙ্ নিরূপিতঃ ॥২

স্বং স্বং ভাগং প্রযচ্ছন্তি নাগাঃ পর্ব্বণি পর্ব্বণি। গোপীথাযাত্মনঃ সর্ব্বে সুপর্ণায মহাত্মনে ॥৩

বিষবীর্য্যমদাবিষ্টঃ কাদ্রবেযস্তু কালিযঃ। কদর্থীকৃত্য গরুড়ং স্বযন্তু বুভুজে বলিম্ ॥ ৪

তচ্ছ্রুত্বা কুপিতো রাজন্ ভগবান্ ভগবৎপ্রিযঃ। বিজিঘাংসুর্মহাবেগঃ কালিযং সমুপাদ্রবৎ ॥ ৫

( বর্ত্তমান যুগেব মনীষিবৃন্দেব মার্জ্জিত ধাবণায স্থিরীকৃত হইয়াছে যে ভূপৃষ্ঠস্থ আমেরিকা প্রদেশই পাতাল। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে যে ভাবে সপ্তপাতাল বর্ণিত আছে এবং সেখানকাব নাগগণ ও দানবগণেব আকৃতি, প্রকৃতি ও স্বাভাবিক মহাশক্তিব কথা বর্ণিত আছে, তাহা আলোচনা করিলে আমরা সে ধাবণাব অনুসবণ করিতে অসমর্থ হইযা পডি। কাজেই আমবা আমাদের চিরন্তন অন্ধবিশ্বাসেব বশবর্ত্তী হইয়া শাস্ত্রীয মতই সমালোচনা কবিলাম ) ॥ ১

**অন্বয়ঃ।**—মহাবাহো ( হে মহাপরাক্রমশালিন্ ) প্রাক্ ( পুরাকালে ) ইহ ( রমণকদ্বীপে ) উপহার্য্যৈঃ ( গরুডস্য ভক্ষ্যৈঃ, বলিপ্রদানযোগ্যৈবিতি বা ) সর্পজনৈঃ ( বমণকদ্বীপবাসিভিঃ সর্পৈঃ তন্নিযুক্তৈর্জনৈবিতি বা ) মাসি মাসি (প্রতিমাসং) বানস্পত্য (অশ্বত্থাদিবৃক্ষমূলে দেযঃ, বনস্পতিগতে চন্দ্রে অমাবস্যাযাং দেয ইতি বা, কিংবা ফলমূলাদিনির্ম্মিতঃ ) যঃ বলিঃ ( গকডস্য ভক্ষ্যরূপ উপহাবঃ ) নাগানাং ( নাগৈঃ গকডাৎ স্ববাধাপবিহাবায ) নিরূপিতঃ ( উপকল্পিতঃ ) ॥২

**মূলানুবাদ।**—শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে মহাবাহো। পুবাকাল হইতে ব্যবস্থা ছিল যে, গকডেব ভক্ষ্য সর্পগণ প্রতি মাসে গকডকে ফল-মূলাদির দ্বাবা একটী করিবা বলি ( পূজোপহার ) প্রদান কবিবে ॥ ২

**অন্বয়ঃ।**—সর্ব্বে নাগাঃ ( বমণকদ্বীপবাসিনঃ সর্ব্ব এব নাগাঃ ) আত্মনঃ ( স্বস্য ) গোপীথায ( বক্ষণায ) পর্ব্বণি পর্ব্বণি ( প্রতিপক্ষদশন্তম্ ) মহাত্মনে ( অপবিচ্ছিন্নশক্তয়ে ) সুপর্ণায ( গকডায ) স্বং স্বং ভাগং প্রবচ্ছন্তি ॥ ৩

**মূলানুবাদ।**—তদনুসাবে নাগগণ সকলেই প্রতি মাসের অমাবস্যায আত্মবক্ষাব জন্য মহাপরাক্রমশালী গরুডকে যথাযোগ্য নিজ নিজ ভাগ প্রদান কবিত ॥৩

**শ্রীধরটীকা।**—উপহার্য্যৈর্ভক্ষ্যৈঃ সর্পজনৈঃ সর্পাযত্তৈর্জনৈঃ। বানস্পত্যো বনস্পতের্মূলে দেযঃ, নাগানাং তদ্বাধাপরিহাবায যো বলির্নিরূপিত উপকল্পিতঃ ॥ ২ ॥ তে চ নাগা স্বং স্বং ভাগং জনৈর্দত্তং সুপর্ণায প্রযচ্ছন্তি ততো ভীতাঃ। গোপীথায় বক্ষণায ॥৩

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—উপেতি ত্রিকম্। মহাবাহো ইতি যথা মহাবাহুস্ত্ব পবাক্রমেণ বৈরিণোঽপি রাজানো বলিমুপহবন্তীতি ভাবঃ। ২ ॥ পর্ব্বণি পর্ব্বণি প্রতিপক্ষদশন্তম্। মহাত্মনেঽপবিচ্ছিন্নশক্তযে ইত্যর্থঃ। অযং ভাগপ্রদানে হেতুঃ ॥ ৩

**অন্বয়ঃ।**—বিষবীর্য্যমদাবিষ্টঃ (বিষবীর্য্যাভ্যাং যো মদঃ অভিমানস্তেনাবিষ্টঃ) কাদ্রবেয়ঃ (কদ্রুসুতঃ) কালিযঃ তু গরুডং কদর্থীকৃত্য ( অবিগণয্য ) স্বযং তং বলিং ( সর্পজনপ্রদত্তবলিং ) বুভুজে ( কালিযস্তু স্বযং ন বলিং প্রযচ্ছতি, প্রত্যুত অন্যৈর্দত্তমপি স্বযমেব বুভুজে ইত্যর্থঃ। ) ॥ ৪

**মূলানুবাদ।**—কদ্রুপুত্র কালিয় তীব্রবিষ এবং দৈহিক বলের গর্ব্বে স্ফীত হইয়া গরুডকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বয়ং সেই সর্পগণপ্রদত্ত বলি ভোজন করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৪

তমাপতন্তং তরসা বিষায়ুধঃ প্রত্যভ্যয়াদুত্থিতনৈকমস্তকঃ।
দদ্ভিঃ সুপর্ণং ব্যদশদ্দদায়ুধঃ করালজিহ্বোচ্ছ্বসিতোগ্রলোচনঃ ॥৬
তং তার্ক্ষ্যপুত্রঃ স নিরস্য মন্যুমান্ প্রচণ্ডবেগো মধুসূদনাসনঃ।
পক্ষেণ সব্যেন হিরণ্যরোচিষা জঘান কদ্রোঃ সুতমুগ্রবিক্রমঃ ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—রাজন্। ভগবৎপ্রিয়ঃ (ভগবতঃ প্রিয়ঃ পার্ষদপ্রবরঃ) ভগবান্ (সর্ব্বশক্তিযুক্তঃ গরুড়ঃ) তৎ (কালিয়স্য কর্ম্ম) শ্রুত্বা (আকর্ণ্য) কুপিতঃ (কালিয়ং প্রতি ক্রুদ্ধঃ) কালিয়ং বিজিঘাংসুঃ (কালিয়ং হন্তুমিচ্ছুঃ) মহাবেগঃ (সন্) সমুপাদ্রবৎ (ঘোরগর্জ্জনং কুর্ব্বন্ কালিয়সমীপমাগমৎ) ॥ ৫

মূলানুবাদ—।—হে রাজন্। মহাতেজঃসম্পন্ন, ভগবৎপার্ষদ গরুড় সেই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কালিয়কে দণ্ডপ্রদান করিবার জন্য দ্রুতবেগে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন ॥ ৫

শ্রীধরটীকা।—বিষবীর্য্যাভ্যাং যো মদস্তেনাবিষ্টঃ কাদ্রবেয়ঃ কদ্রুপুত্রঃ গরুড়ং কদর্থীকৃত্য অবিগণয্য। যদ্বা, উপহার্য্যৈঃ সুপর্ণভক্ষ্যৈঃ সর্পা এব জনাস্তৈর্নাগানাং সম্বন্ধী যস্মিন্ একৈকো নাগো দীযতে তথাভূতো যো বলিঃ সুপর্ণায় নিরূপিতস্তত্র স্বং স্বং ভাগং সর্ব্বে নাগাঃ প্রযচ্ছন্তি কালিয়স্তু ন প্রযচ্ছতি, কিন্তু অন্যৈর্দত্তমপি তং বলিং স্বযমেব বুভুজে ॥ ৪।৪

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—পশ্চাদ্বিষবীর্য্যাভ্যাং মদাবিষ্টঃ সন্। কাদ্রবেয় ইতি ভ্রাতৃত্বঞ্চ মদে হেত্বন্তরং জ্ঞেয়ম্। কদর্থীকৃত্য তদনাদরেণ তচ্ছুত্বেতি বক্ষ্যমাণাত্তদীযেভ্যো বলাদ্‌গ্রহণেনৈব বা কদর্থীকৃত্য। স্বয়ন্ত স্বয়মেব ॥ ৪ ॥ হে রাজন্নিতি বলিপ্রদরাজবিপ্রতিপত্ত্যা ভবদাদিবদিতি ভাবঃ। যতো ভগবান্ সর্ব্বশক্তিযুক্তঃ। ভগবতঃ প্রিয়শ্চ পার্ষদপ্রবর ইত্যর্থঃ। অতো ভগবদ্দুষ্টনিগ্রহপরতয়া মহাবেগঃ সন্ সম্যগ্ভাবেণোদ্ধততয়া সমীপ এবাগচ্ছৎ তস্য তুচ্ছত্বেঽপি ধার্ষ্ট্যাৎ তামসত্বেন ভগবদনাদরস্বভাবত্বাচ্চেতি ভাবঃ ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—উত্থিতনৈকমস্তকঃ (উত্থিতানি উন্নমিতানি নৈকানি অনেকানি মস্তকানি যস্য সঃ উন্নমিতানেকফণ ইত্যর্থঃ) বিষায়ুধঃ (বিষমেব আয়ুধঃ ফুৎকারাদিনা নিক্ষেপাদায়ুধস্বরূপং যস্য সঃ) করালজিহ্বোচ্ছ্বসিতোগ্রলোচনঃ (করালা ভুর্বিষময়ত্বাৎ স্পর্শমাত্রেণ হিংসিকা জিহ্বা যস্য স চ উচ্ছ্বসিতানি প্রসারিতানি উগ্রাণি দৃষ্টিমাত্রেণ ভস্মীকরাণি লোচনানি যস্য স চ সঃ) দদায়ুধঃ (দন্তা এব আয়ুধানি প্রহরণানি যস্য সঃ কালিয়ঃ) আপতন্তং (সমীপমাগচ্ছন্তং) তং সুপর্ণং (গরুড়ং) তরসা (বেগেন) প্রত্যভ্যয়াৎ (যোদ্ধুং প্রতিজগাম) দদ্ভিঃ (বিষময়দন্তৈঃ) ব্যদশৎ (দংশিতবাংশ্চ) ॥ ৬

মূলানুবাদ।—গরুড়কে এই ভাবে সমাগত দেখিয়া, বিষদন্তপ্রহরণধারী, করালজিহ্ব এবং প্রসারিত উগ্রলোচন কালিয়, তাহার শত ফণা উন্নত করিয়া গরুড়ের দিকে ধাবিত হইল এবং তাঁহাকে বিষদন্ত দ্বারা পুনঃপুনঃ দংশন করিতে লাগিল ॥ ৬

শ্রীধরটীকা।—বিষমেবায়ুধং যস্য সঃ প্রত্যভ্যয়াৎ যোদ্ধুং প্রতিজগাম। উত্থিতনৈকমস্তকঃ উন্নমিতানেকফণঃ। দদায়ুধো দন্তায়ুধঃ। করালজিহ্বশ্চাসাবুচ্ছ্বসিতোগ্রলোচনশ্চ উচ্ছ্বসিতানি উজ্জৃম্ভিতানি উগ্রাণি লোচনানি যস্য সঃ ৬

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—বিষায়ুধঃ দূরাদেব ফুৎকারাদিনা তন্মোচকঃ সন্ প্রত্যভ্যয়াৎ নিকটে তু দদায়ুধঃ সন্ ব্যদশৎ। করালদুর্ব্বিষময়তয়া স্পর্শমাত্রেণ হিংসকা জিহ্বা যস্য উচ্ছ্বসিতানি প্রসারিতানি উগ্রাণি দৃষ্টিমাত্রেণ ভস্মীকরাণি লোচনানি যস্য স চ স চ ॥ ৬

সুপর্ণপক্ষাভিহতঃ কালিয়োঽতীববিহ্বলঃ। হ্রদং বিবেশ কালিন্দ্যাস্তদগম্যং দুরাসদম্॥ ৮

**অন্বয়ঃ।**—প্রচণ্ডবেগঃ (প্রচণ্ডঃ পবমন্তুঃসহ বেগো যস্যঃ সঃ) মধুসূদনাসনঃ (মধুসূদনস্য মধুনামাসুবহন্তং শ্রীভগবতঃ আসনং যস্মিন্ সঃ) উগ্রবিক্রমঃ (অবিসহ্যতেজাঃ) সঃ তার্ক্ষ্যপুত্রঃ (কশ্যপনন্দনঃ গরুড়ঃ) মন্যুনা (কালিযাপরাধজাতক্রোধেন) কদ্রোঃ সুতং (কাদ্রবেয়ং) তং (কালিযং) নিরস্য (ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্য) হিরণ্য-রোচিষা (স্বর্ণকান্তিবিশিষ্টেন) সব্যেন (বামেন) পক্ষেণ জঘান (অতাড়যৎ)॥ ৭

**মূলানুবাদ।**—মধুসূদনবাহন কশ্যপনন্দন গরুড়, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইযা প্রচণ্ড বেগে কালিযকে নিবস্ত করিলেন এবং স্বর্ণকান্তিবিশিষ্ট বাম পক্ষ দ্বারা সেই কদ্রুনন্দনকে মহাবিক্রমে তাড়ন করিলেন॥ ৭

**অন্বয়ঃ।**—সুপর্ণপক্ষাভিহতঃ (গরুড়স্যঃ পক্ষাঘাতেন দৃঢ়ং তাড়িতঃ) কালিযঃ অতীববিহ্বলঃ (অত্যন্তবেদনা-তুরঃ সন্) তদগম্যং (গরুড়েন গন্তমশক্যং) দুরাসদং (অগাধজলত্বেন অন্যৈরপি দুষ্প্রবেশং) কালিন্দ্যাঃ (যমুনাযাঃ) হ্রদং বিবেশ (প্রবিষ্টবান্)॥ ৮

**মূলানুবাদ।**—গরুড়ের পক্ষাঘাতে কালিয একেবারে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল এবং তাড়াতাড়ি সেখান হইতে পলায়ন করিযা গরুড়ের অগম্য ও পরম দুর্গম, যমুনাহ্রদে প্রবেশ করিল॥ ৮

**শ্রীধরটীকা।**—তার্ক্ষ্যপুত্রো গরুড়ঃ। মধুসূদনস্যাসনং যস্মিন্ সঃ॥ ৭॥ তস্য গরুড়স্য অগম্যম্ অগাধতযা চ দুরাসদম্॥ ৮

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—তৃক্ষো মরীচিঃ ততঃ শিবাদিত্বাদদন্তত্বপ্যাণ্ ততস্তদনন্তরাপত্যস্য তার্ক্ষ্যস্য শ্রীকশ্যপস্য মহামুনে পুত্রঃ। ইতি জন্মনা তৎপ্রভাবঃ সূচিতঃ। তার্ক্ষীতি বা পাঠঃ। গর্গাদিভ্যো যঙিতি গোত্রাপত্যবিবক্ষযা গরুত্মান্ গরুড়স্তার্ক্ষ্য ইত্যপ্যুচ্যতে। স চ কালিযস্য কিযানিতি স্বাভাবিকবিশেষান্তরমপ্যাহ মন্বিতি। কালিয়ে তু তাদৃশস্বভাবে মাতুরেব গুণসঞ্চার ইত্যাহ কদ্রুসুতমিতি। শ্রীগরুড়স্য তু সৌন্দর্য্যমপ্যাহ হিরেণ্যেতি। সব্যেনেতি অবহেলাং বোধযতি॥ ৭॥ অন্যৈরপি দুরাসদং দুষ্প্রবেশম্॥ ৮

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবের নিকট কালিয সর্পের রমণক দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া যমুনা হ্রদে আশ্রয় গ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ। পূর্ব্বকালে রমণক দ্বীপবাসি সর্পগণের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, প্রতিমাসের অমাবস্যায পক্ষিরাজ গরুড়কে ভূরিভোজন দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে হইবে।

ইহার পূর্ব্ব বৃত্তান্তের অনুসন্ধান করিলে শ্রীমহাভারত আদিপর্ব্বে দেখা যায যে—পুরাকালে দক্ষপ্রজাপতির বিনতা ও কদ্রু নাম্নী দুইটি রূপগুণবতী কন্যা ছিল এবং কশ্যপ ঋষি তাহাদের পাণিগ্রহণ করেন। বিনতা ও কদ্রুর সেবায় পরিতুষ্ট হইযা কশ্যপ তাঁহাদিগকে বরদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলে কদ্রু এক সহস্র মহাবলপরাক্রান্ত সর্পপুত্র প্রার্থনা করেন এবং বিনতা, কদ্রু-পুত্রগণ অপেক্ষা বলবীর্য্যশালী এবং বৃহৎকায দুইটি পুত্র পার্থনা করেন।

বব্রে কদ্রুঃ সুতান্নাগান্ সহস্রং তুল্যবর্চ্চসঃ। দ্বৌ পুত্রৌ বিনতা বব্রে কদ্রুপুত্রাধিকৌ বলে। তেজসা বপুষা চৈব বিক্রমেণাধিকৌ চ তৌ॥ (শ্রীমহাভারতম্)

কদ্রু, কশ্যপ ঋষির নিকট সমবলবীর্য্যশালী সহস্র সর্পপুত্র প্রার্থনা করেন এবং বিনতা, কদ্রুপুত্রগণ অপেক্ষা তেজঃ বিক্রম ও আকৃতিতে শ্রেষ্ঠ দুইটি পুত্র বর প্রার্থনা করেন।

যথাসময়ে কশ্যপের বরে কদ্রু এক সহস্র মহাবলপরাক্রান্ত সর্পপুত্র লাভ করেন এবং বিনতা দুইটি বৃহৎকায় এবং মহাবিক্রমশালী পুত্র লাভ করেন। এই কদ্রুপুত্রগণই কালিয, তক্ষক, সুষেণ প্রভৃতি মহাবলপরাক্রান্ত সর্প এবং বিনতার পুত্র সূর্য্য সারথি অরুণ এবং পক্ষিরাজ গরুড়।

কোনও সময়ে কদ্রু ও বিনতা দুইজনে এক পণ করেন এবং তাহাতে স্থিরীকৃত হয় যে, এই পণে যে পরাজিত হইবে সে চিরদিনের জন্য অন্যের দাসী হইয়া থাকিবে। বিনতা এই পণে পরাজিত হইয়া কদ্রুর দাসী হইয়া জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। এইজন্য বিনতা অনেক সময় কদ্রুকে স্কন্ধে করিয়া নানাস্থানে লইয়া যাইতে বাধ্য হইতেন এবং বিনতানন্দন গরুড়ও কদ্রুনন্দন সর্পগণকে স্কন্ধে বহন করিতে বাধ্য হইতেন।

কদ্রু এবং তাঁহার সর্প পুত্রগণ পুনঃ পুনঃ বিনতা ও গরুড়কে নানাবিধ আদেশ করেন এবং স্কন্ধে করিয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে বলেন। বিনতা ও গরুড় অবনত মস্তকে কদ্রু ও সর্পগণের আদেশ প্রতিপালন করেন। এই-রূপে কিছুদিন অতীত হইলে গরুড় তাঁহার জননীর নিকট তাঁহাদের দাস্য ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বিনতা গরুড়ের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিলেন। গরুড় তখন তাঁহার জননীর দাস্য মুক্তির জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া কদ্রু এবং সর্পগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে সর্পগণ। আমার জননীর দাস্য মুক্তির কি কোনও উপায় আছে? তাহাতে সর্পগণ গরুড়কে বলিল—

শ্রুত্বা তমব্রুবন্ সর্পা আহরামৃতমোজসা। ততো দাস্যাদ্বিপ্রমোক্ষো ভবিতা তব খেচর॥ (মহাভারতম্)

গরুড়ের কথা শুনিয়া সর্পগণ গরুড়কে বলিল—তুমি যদি বলপূর্ব্বক স্বর্গ হইতে অমৃত আনয়ন করিতে পার, তাহা হইলে তুমি এবং তোমার জননী আমাদের দাসত্ব বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।

সর্পগণের এই কথা শুনিয়া গরুড় স্বর্গে গমন করেন এবং ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাজিত করিয়া স্বর্গ হইতে অমৃতভাণ্ড আনয়নপূর্ব্বক সর্পগণকে দান করেন ও তাহাদের দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করেন।

শ্রীমহাভারতে বর্ণিত আছে যে, গরুড় যখন অমৃত আনয়নের জন্য স্বর্গে গিয়া দেবগণের সহিত যুদ্ধ করেন, সেই সময়ে তাঁহার বলবীর্য্য দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র প্রসন্ন হইয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন এবং গরুড়ও তাঁহার নিকট বর প্রার্থনা করেন যে, সমস্ত সর্পগণ যেন তাঁহার ভক্ষ্য হয়।

ঈশোঽহমপি সর্ব্বস্য করিষ্যামি তু তেঽর্থিতাম্। ভবেয়ুর্ভুজগাঃ শক্র মম ভক্ষ্যা মহাবলাঃ॥ (শ্রীমহাভারতম্)

গরুড় ইন্দ্রকে বলিলেন, হে দেবরাজ। আমি স্বয়ং মহাবল পরাক্রান্ত হইয়াও আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, মহাবলশালী সর্পগণ যেন আমার ভক্ষ্য হয়।

এইরূপে গরুড় স্বর্গ হইতে অমৃতানয়ন করিয়া জননীর এবং নিজের দাসত্ব মোচন করেন এবং ইন্দ্রের বরে সর্পভক্ষক হন।

তাহার পর হইতেই সর্পগণ, সর্ব্বদাই গরুড়ের ভয়ে সশঙ্কিত থাকিত এবং গরুড়ও সর্পগণকে দেখিলেই তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতেন। এইরূপে সর্পকুল দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিলে সমস্ত সর্প মিলিত হইয়া গরুড়ের নিকট গমন করে এবং ব্যবস্থা হয় যে, সর্পগণ প্রতিমাসের অমাবস্যার দিন গরুড়কে একটি করিয়া মহাভোজ্য প্রদান করিবে এবং গরুড় আর সর্পগণকে ভক্ষণ করিবে না।

গর্গসংহিতা গ্রন্থে বর্ণিত আছে—

শ্রীনারদ উবাচ—তত্র নাগান্তকো নিত্যং নাগসঙ্ঘং জঘান হ। গতক্রুদ্ধং চৈকদা তে তার্ক্ষ্যং প্রাহুর্ভয়াতুরাঃ॥

নাগা ঊচুঃ—হে গরুত্মন্নমস্তভ্যং ত্বং সাক্ষাদ্বিষ্ণুবাহনঃ। অশ্নাসি যদা সর্পান্ কথং নো জীবনং ভবেৎ॥

তস্মাদ্বলিং গৃহাণাশু মাসে মাসে গৃহাৎ পৃথক্। বনস্পতিসুধান্নানাসুপচারৈর্বিধানতঃ॥

গরুড় উবাচ—একঃ সর্পস্তু মে দেয়ো ভবদ্ভির্বৌ পৃথক্ পৃথক্। কথং পচামি তন্মতে বলিং বীটকবৎপরম্॥

শ্রীনারদ উবাচ—তথাস্তু চোক্তাস্তে সর্ব্বে গরুড়ায় মহাত্মনে। গোপীথাবাসনো রাজন্ নিত্যং দিব্যং বলিং দদুঃ॥

কালিয়ের সহিত গরুড়ের শত্রুতার কারণ জানিবার জন্য বিদেহরাজ দেবর্ষি নারদের নিকট প্রশ্ন করিলে

দেবর্ষি নারদ বিদেহরাজকে বলিলেন—পক্ষিরাজ গরুড় রমণকদ্বীপে প্রত্যহই নাগকুল সংহার করিতে লাগিলেন দেখিয়া নাগগণ ক্ষুব্ধ এবং ভীত হইয়া গরুড়কে বলিল—হে গরুত্মন্! আমরা তোমাকে প্রণাম করি, তুমি সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণের বাহন তুমি যদি প্রত্যহ আমাদিগকে ভক্ষণ কর, তাহা হইলে সর্পকুল কি ভাবে জীবিত থাকিবে? অতএব আমরা প্রতি মাসে আমাদের গৃহ হইতে তোমাকে নানাবিধ সুভক্ষ্য প্রদান করিব, তুমি পর্য্যায়ক্রমে আমাদের প্রতি গৃহ হইতে সেই বলি গ্রহণপূর্ব্বক আমাদের উপর প্রসন্ন হও। তাহা শুনিয়া গরুড় বলিলেন—হে সর্পগণ। তোমরা প্রতিগৃহ হইতে পর্য্যায়ক্রমে আমাকে একটি সর্পও সেই বলির সহিত প্রদান করিবে, নচেৎ তাম্বুল বিনা যেমন ভুক্তান্ন পরিপাক হয় না, সেইরূপ সর্প বিনাও আমার তোমাদের প্রদত্ত বলি ভোজন করিলে তাহা পরিপাক হইবে না।

শ্রীনারদ বলিলেন—গরুড়ের কথায় সর্পগণ স্বীকৃত হইল এবং আত্মরক্ষার জন্য মাসে মাসে যথাবিধি নানাবিধ সুভক্ষ্য বস্তু দ্বারা গরুড়কে বলি প্রদান করিতে লাগিল।

শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিলেন—হে মহারাজ। রমণকদ্বীপবাসি সর্পগণ, আত্মরক্ষা করিবার জন্য প্রতি মাসে এক বটবৃক্ষমূলে নানাবিধ সুস্বাদু ভোজ্যবস্তু দ্বারা মহাবলী গরুড়কে বলিপ্রদান করিতে লাগিল এবং সেখানে বহুদিন এই প্রথা প্রচলিত রহিল। সেখানকার বৃহৎকায, বহু ফণাধারী এবং প্রচণ্ডবিষবীর্য্যসমন্বিত সর্পগণও গরুড়ের ভয়ে ভীত হইয়া পর্য্যায়ক্রমে যাহার যেদিন বলিপ্রদানের দিন উপস্থিত হয়, সেদিন সে গরুড়ের প্রীতিবিধানার্থ যথাবিধি বলিপ্রদান করিয়া থাকে।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে কালিয়, রমণকদ্বীপবাসি সর্পগণের মধ্যে প্রধান পদবী লাভ করিল এবং দৈহিক বল ও বিষবীর্য্যে সমস্ত সর্পের শ্রেষ্ঠ হইল। কালিয়ের এই প্রকার অসাধারণ বল ও বিষবীর্য্য প্রভাবে রমণকদ্বীপবাসী সর্পগণ সকলেই তাহার আনুগত্য স্বীকার করিল এবং সে সমস্ত সর্পগণের উপর প্রভুত্ব করিতে লাগিল। এইরূপে কালিয় ক্রমশঃ প্রভুত্বের গৌরবে এবং বিষবীর্য্যের মহাপ্রভাবে অন্ধপ্রায় হইয়া সর্ব্বজগৎ তুচ্ছ বলিয়া মনে করিতে লাগিল। একদিন অমাবস্যা তিথিতে রমণক দ্বীপবাসি সর্পগণ, বটবৃক্ষমূলে গরুড়কে বলিপ্রদানের জন্য নানাবিধ সুভক্ষ্য বস্তুর আয়োজন করিলে সে তাহা অন্যায় এবং অপমানজনক বলিয়া মনে করিল।

একদিন রমণক দ্বীপবাসি সর্পগণকে গরুড়ের প্রীতি বিধানার্থ নানাপ্রকার সুভক্ষ্য বস্তু সংগ্রহ করিয়া বলি প্রদানের আয়োজন করিতে দেখিয়া মহাবল পরাক্রান্ত এবং তীব্র বিষবীর্য্য সমুদ্ধত কালিয়, গর্জ্জন করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং ক্রোধারক্তনয়নে সর্পগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রুক্ষস্বরে বলিতে লাগিল, হে সর্পগণ। এই রমণক দ্বীপে আমি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কি গরুড় তোমাদের কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে পারিবে? আমি তোমাদের রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত রহিয়াছি, তথাপি তোমরা যদি গরুড়ের ভয়ে ভীত হও এবং আমারই সম্মুখে তাহার পূজা কর, তাহা হইলে তদপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে? তোমরা নির্ভীক চিত্তে অবস্থান কর, আমি থাকিতে গরুড় তোমাদের কোনই অনিষ্ট করিতে পারিবে না। তোমরা গরুড়ের জন্য প্রতি মাসে যে প্রকার বলিপ্রদান কর, এখন হইতে প্রতি মাসে সেই বলি আমাকে প্রদান করিবে। আমাকে অবহেলা করিয়া গরুড়কে বলিপ্রদান করা আমার পক্ষে বড়ই অপমানজনক। কালিয় এই প্রকারে সর্পগণকে নানাকথা বলিয়া এবং নিজের দৈহিক বল ও বিষবীর্য্যের আস্ফালন করিয়া, সেই বটবৃক্ষমূলে গমন করিল এবং গরুড়ের জন্য যে বলির আয়োজন ছিল, তাহা সে গরুড়কে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া স্বয়ংই ভোজন করিতে আরম্ভ করিল।

তত্রৈকদা জলচরং গরুড়ো ভক্ষ্যমীপ্সিতম্। নিবারিতঃ সৌভরিণা প্রসহ্য ক্ষুধিতোঽহরৎ ॥৯

শ্রীভগবদ্ভক্তচূড়ামণি এবং অসীমতেজঃসম্পন্ন পক্ষিরাজ গরুড, কালিয়ের এই দুষ্টব্যবহারের কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। যদিও তাঁহার মত ভক্তচূড়ামণির পক্ষে কোন প্রকার স্বার্থহানি সম্ভাবনায় ক্রুদ্ধ হওয়া সম্ভবপর নহে, তথাপি শ্রীভগবান্ যেমন দুষ্টদমনের জন্য ক্রোধের ভঙ্গী প্রদর্শন করেন, সেইরূপ তাঁহার পার্ষদভক্তগণও দুষ্টদমনের জন্য ক্রোধের ভঙ্গীপ্রদর্শন করিয়া দুষ্টগণকে দণ্ডপ্রদান করিয়া জগতে দুষ্ট ব্যবহারের শাস্তিবিধান করিয়া থাকেন। মহাদুষ্ট সর্পগণকে সংযত এবং শাসনাধীন রাখিবার জন্যই গরুড, তাহাদিগের নিকট হইতে বলি গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং কালিয় তাঁহাকে অবজ্ঞা করায় তিনি তাহার উচ্ছৃঙ্খলতার দণ্ডবিধানের জন্যই তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইলেন।

মহাবলপরাক্রান্ত পক্ষিরাজ গরুড, যখন ক্রোধে অধীর হইয়া পক্ষসঞ্চালনে দশদিক্ প্রকম্পিত ও আলোড়িত করিয়া ঘনঘোর গর্জ্জন করিতে করিতে আবক্তনয়নে কালিয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন কালিয়ও বলদর্প এবং বিষবীর্য্যে স্ফীত হইয়া শত মস্তক উত্তোলন করিল এবং করালজিহ্বা দ্বারা সৃক্কণীলেহন ও উগ্রলোচনে বিষোদগিরণ করিতে করিতে গরুড়ের দিকে ধাবিত হইল ও বিষদন্তাঘাতে তাঁহার প্রাণান্ত করিবার জন্য চেষ্টিত হইল। কিন্তু শ্রীনারায়ণবাহন গরুড়ের নিকট কালিয়ের সর্ব্ববিধ দুশ্চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গেল। যদিও কালিয়ের ফণার আঘাতে পর্ব্বত পর্য্যন্ত চূর্ণ হইয়া যায় এবং দৃষ্টি সঞ্চারিত ও দন্তক্ষরিত বিষে অমরগণের পর্য্যন্ত মরণাপন্ন অবস্থায় পতিত হইতে হয়, তথাপি মহাবলপরাক্রান্ত গরুড়ের নিকট তাহা শূন্যমার্গে লগুড়াঘাত করার ন্যায় নিষ্ফল হইয়া গেল। কালিয়ের শত ফণার প্রবল আঘাতে এবং দুর্জ্জয় বিষ-সম্পাতে গরুড়ের একটি ক্ষুদ্র পক্ষাংশ পর্য্যন্তও বিচলিত হইল না। এইরূপে যখন কালিয়ের বিষবীর্য্য এবং দৈহিক বলের সর্ব্ববিধ অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গেল, তখন পক্ষিরাজ গরুড, তাঁহার বাম পক্ষ দ্বারা অবহেলাক্রমে কালিয়কে একবার আঘাত করিলেন।

পরমোগ্রবিক্রমশালী গরুড়ের পক্ষাঘাতে কালিয়ের মস্তক বিঘূর্ণিত হইল এবং সে সমস্ত জগৎ অন্ধকারময় দেখিতে লাগিল। গরুড়ের পক্ষাঘাতবেগে সে রমণকদ্বীপের প্রান্তভাগে পতিত হইয়া কিছুক্ষণ অচেতনাবস্থায় রহিল, তাহার পর সংজ্ঞালাভ মাত্রেই প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া দ্রুতবেগে রমণকদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া যমুনাহ্রদে আসিয়া তাহার অতল জলে আত্মগোপন করিল। যমুনার এই প্রদেশ গরুড়ের অগম্য এবং অপর কোনও সাধারণ জীব এই প্রবলতরঙ্গসমাকুল ও ঘূর্ণাবর্ত্তময় যমুনাহ্রদে আসিতে পারে না, কাজেই কালিয় এখানে আসিয়া এক-রকম নিশ্চিন্ত ভাবেই অবস্থান করিতে লাগিল॥ ২—৮

অন্বয়ঃ।—একদা (চতুর্ব্বিংশতিচতুর্যুগাদপি পূর্ব্বত্র শ্রীরঘুনাথপূর্ব্বজে মহারাজে মান্ধাতরি পৃথ্বীং শাসতি সতি) তত্র (যমুনাহ্রদে) ক্ষুধিতঃ (ক্ষুধাতুরঃ) গরুড়ঃ সৌভরিণা (তন্নাম্না তপঃশীলেন মুনিনা) নিবারিতঃ ("মৎস্যান্ মা ভুঙ্ক্ষ্ব" ইতি নিষিদ্ধোঽপি) ঈপ্সিতং ভক্ষ্যং (পক্ষিজাত্যুচিতলীলস্য তস্য আহারত্বেন প্রাপ্তং) জলচরং (যমুনাহ্রদচারিণং কঞ্চিৎ মৎস্যং) প্রসহ্য (বলাৎ) অহরৎ (জহার)॥ ৯॥

**মূলানুবাদ**।—(চতুর্ব্বিংশতি চতুর্যুগেরও পূর্ব্বকালে মহারাজ মান্ধাতা যখন পৃথিবী পালন করিতেন, সেই সময়ে) একদা গরুড, ক্ষুধিত হইয়া যমুনাতীরে গমন করেন এবং সেখানে তপস্যানিরত সৌভরি মুনি তাঁহাকে বারণ করিলেও তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া যমুনাজল হইতে তাঁহার ভক্ষ্যরূপে একটি মৎস্য গ্রহণ করেন॥ ৯

মীনান্ সুদুঃখিতান্ দৃষ্ট্বা দীনান্ মীনপতৌ হতে। কৃপয়া সৌভরিঃ প্রাহ তত্রত্যক্ষেমমাচরন্ ॥১০
অত্র প্রবিশ্য গরুড়ো যদি মৎস্যান্ স খাদতি। সদ্যঃ প্রাণৈর্বিযুজ্যেত সত্যমেতদ্ব্রবীম্যহম্ ॥ ১১
তং কালিয়ঃ পরং বেদ নান্যঃ কশ্চন লেলিহঃ। অবাৎসীদ্গরুড়াদ্ভীতঃ কৃষ্ণেন চ বিবাসিতঃ ॥ ১২

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—একদেতি চতুর্ব্বিংশচতুর্যুগাদপি পূর্ব্বত্র শ্রীরঘুনাথপূর্ব্বজমান্ধাতৃমহারাজে পৃথ্বীং শাসতীতি জ্ঞেয়ম্। জলচরমিতি সর্ব্বেষামেব সত্ত্বে সাধারণমিত্যর্থঃ। তত্রচ ভক্ষ্যং পক্ষিজাত্যুচিতলীলস্য তস্যাহারত্বেন প্রাপ্তম্। অতএবেপ্সিতম্। তথাপি মুনিবাক্যমাদবণীযমিতি চেত্তত্রাহ ক্ষুধিত ইতি। শ্রীভগবদ্দেব লীলাযাঙ্গীকৃতক্ষুদপি ক্ষুধার্ত্তানাং ভক্ষণানর্হস্যাপি ভক্ষণে দোষাস্মৃতেঃ। এবং শ্রীগরুড়স্যাপরাধঃ পবিহৃতঃ। কিন্তু তস্যামুনেরেবাপরাধ ইতি ভাবঃ। ক্ষুধিতস্য মহত্তমস্য ভক্ষণবিঘ্নাচরণাৎ ॥ ৯

**অন্বয়ঃ**।—মীনপতৌ (মীনশ্রেষ্ঠে) হৃতে (গরুড়েন বলাদ্ গৃহীতে সতি) সৌভরি (যমুনাতীরস্থঃ স সৌভরি নামা মুনিঃ) মীনান্ (যমুনাজলচরান্ মৎস্যান্) সুদুঃখিতান্ দীনান্ (গরুড়ভয়েন ভীতাংশ্চ) দৃষ্ট্বা কৃপয়া (যমুনা-জলচরাণামনুকম্পয়া) তত্রত্যক্ষেমমাচরন্ (যমুনাজলবাসিনাং মঙ্গলমনুতিষ্ঠন্) প্রাহ (গরুড়মুদ্দিশ্য কথিত-বান্) ॥ ১০ ॥ অত্র (যমুনাহ্রদে) প্রবিশ্য সঃ (মদ্বাক্যাবমন্তা) গরুড়ঃ যদি মৎস্যান্ (মৎস্যাদীন বান্ কাংশ্চিদপি জলচরান্) খাদতি (ভক্ষয়েৎ তদা) সদ্যঃ (তৎক্ষণাদেব) প্রাণৈর্বিযুজ্যেত (ম্রিয়েত) অহম্ এতৎ সত্যং (সত্যমেব) ব্রবীমি ॥ ১১

**মূলানুবাদ**।—গরুড়, সেই মহামীন গ্রহণ করিলে, যমুনাজলস্থ অন্যান্য মীনগণ অত্যন্ত দুঃখিত এবং গরুড় ভয়ে ভীত হইয়া পড়িল দেখিয়া, সৌভরি মুনির দয়ার সঞ্চার হইল, তিনি তখন যমুনাজলবাসি জীবগণের কল্যাণার্থ বলিলেন, গরুড় যদি কখনও এই যমুনাহ্রদে প্রবেশ করিয়া কোনও জলচরকে ভক্ষণ করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণবিয়োগ হইবে—আমি এই শাপ প্রদান করিলাম ॥ ১০।১১

**শ্রীধরটীকা**।—তদগম্যত্বে কারণমাহ তত্রেতি। নিবারিতোঽপি ॥ ৯—১১

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—অন্যমপি মহাপরাধং তস্যাহ মীনানীতি দ্বাভ্যাম্। দীনান্ স্বভাবত এব জলচরত্বেন কিঞ্চিদপি কর্ত্তুমশক্তেঃ। মীনপতৌ সর্ব্বমৎস্যরক্ষকে হৃতে সুষ্ঠু দুঃখিতান্ দৃষ্ট্বা। এতেন তস্যান্যমৎস্যবিলক্ষণং সজ্ঞানত্বং জ্ঞাপযতি। দীন ইতি সপ্তম্যন্তপাঠে সদৈব গরুড়ভযেনার্ত্ত ইত্যর্থঃ প্রথমান্তপাঠো বা। মহাপার্ষদে ধার্ষ্ট্যাদিনা বিবেকরহিতঃ ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ অত্র হ্রদে। মৎস্যানিতি জলচরোপলক্ষণম্। স মদ্বাক্যাবমন্তা শ্রীভগবৎপার্ষদ-প্রবরোঽপীতি বা। অহমিতি তপোবলাভিমানাৎ। এতেনৈব কিল বৈষ্ণবাপরাধেন তস্য তপোভঙ্গাদিপরমানর্থঃ ফলিতঃ। তচ্চ নবমস্কন্ধে বর্ণিতম্। কিঞ্চ তত্রত্যক্ষেমার্থং সঙ্কল্পোঽপি বিপরীত এবাভবৎ, তত্রাস্তু তাবৎ জলচরাণাং বার্ত্তা কালিযনিবাসেন তীরবর্ত্তিনাং বৃক্ষাদীনামপি তথোপরি গচ্ছতাং খগাদীনামপি মরণং প্রাপ্তমিতি কেবলং শ্রীবৃন্দাবনযমুনাশ্রযমাহাত্ম্যেন শ্রীভগবৎকৃপয়া অনতিচিরেণ তদপরাধঃ সদ্যঃ ফলমিব বিবেকিনাং নরকতুল্যমেব বিষয়-ভোগং কৃত্বা তেন পশ্চান্নিস্তীর্ণমিতি ॥ ১১

**অন্বয়ঃ**।—তং (সৌভরিশাপবৃত্তান্তং) কালিয়ঃ পরং (কেবলং) বেদ (জানাতি) অন্যঃ (কালিয়াদন্যঃ) কশ্চনঃ (কোঽপি) লেলিহঃ (রমণকদ্বীপবাসিসর্পঃ) ন (নৈব জানাতি অতঃ) গরুড়াৎ ভীতঃ (গরুড়াগমনশঙ্কাকুলঃ স কালিয়ঃ) অবাৎসীৎ (তত্র যমুনাহ্রদে উবাস,) কৃষ্ণেন চ (বৃন্দাবনবিহারিণা কৃষ্ণেন চ) বিবাসিতঃ (অষ্টাবিংশচতুর্যুগীয়দ্বাপরান্তে হ্রদাৎ নিষ্কাসিতঃ) ॥ ১২

**মূলানুবাদ**।—রমণকদ্বীপবাসি সর্পগণের মধ্যে একমাত্র কালিয়ই সৌভরির এই শাপবৃত্তান্ত জানিত।

সেইজন্য সে গরুড়ভয়ে ভীত হইয়া এই যমুনাহ্রদে বাস করিতেছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে যমুনাহ্রদ হইতে বিতাড়িত করিলেন ॥ ১১

শ্রীধরটীকা।—সোপিঃ সর্পঃ অতস্তত্রাবাৎসীৎ ॥ ১২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তৎপ্রোক্তবৃত্তং কালিয় এব পরং কেবলং বেদেতি শ্রীগরুড়দেবেন তন্নীত্যা সর্বত্র নির্ভয়স্থানান্বেষণাৎ পূর্বজন্মান্তরভাগ্যবিশেষাচ্চ। কৃষ্ণেন সর্বানন্দকরেণেতি ভাবঃ ॥ ১১

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পরমহংস-শিরোমণি শ্রীশুকদেব, মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নানুসারে পক্ষিরাজ গরুড়ের সহিত কালিয়ের বিরোধ হওয়ার কারণ এবং সেই বিরোধের ফলে কালিয়ের গরুড়ের নিকট অশেষপ্রকার লাঞ্ছনা ভোগ ও প্রাণভয়ে যমুনাহ্রদে পলায়ন করিয়া সেখানেই চিরদিনের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করার সর্ববিধ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন। যমুনাহ্রদ গরুড়ের অগম্য বলিয়াই, ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একমাত্র সেইস্থানই কালিয় তাহার পক্ষে নির্ভয় বাসযোগ্য স্থান বলিয়া মনে করিয়াছিল এবং সেই স্থানে বাস করিয়াই সে গরুড়ের কোপ হইতে আত্মরক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, একথা শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট বলিয়াছেন, কিন্তু যমুনাহ্রদ গরুড়ের অগম্য কেন, তাহা তিনি স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন নাই বলিয়া মহারাজ পরীক্ষিতের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আবার তাহা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

চতুর্বিংশ চতুর্যুগের ত্রেতাযুগে যখন সূর্যবংশাবতংস মহারাজ মান্ধাতা পৃথিবী পালন করেন, সেই সময় সৌভরি নামক একজন মহাতপা এবং মহাতেজঃশালী ও অশেষ যোগসিদ্ধিসম্পন্ন মুনি যমুনাহ্রদে তপস্যা করিতেন। (শ্রীমদ্ভাগবত নবমস্কন্ধে এই সৌভরি মুনির কথা বর্ণিত আছে যে—"যমুনান্তর্জলে মগ্নস্তপ্যমানঃ পরন্তপঃ" সৌভরিমুনি যমুনাজলমধ্যে নিমগ্ন থাকিয়া তীব্র তপস্যা করিতেন।)

যে সময় মহামুনি সৌভরি, যমুনায় তপস্যা করেন, সেই সময়ে একদিন পক্ষিরাজ গরুড় ক্ষুধিত হইয়া যমুনাতীরে আগমন করেন এবং বহুমীনপালক এক মহামীনকে ভক্ষণ করিবার জন্য তাহাকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করেন। মহামুনি সৌভরি গরুড়ের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া গরুড়কে বলিলেন—হে পক্ষিরাজ। তুমি আমার সম্মুখে আমারই আশ্রিতপ্রায় মীনগণের কোন অনিষ্ট করিও না, তুমি স্থানান্তরে গমন কর। কিন্তু গরুড় তখন অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়াছিলেন, সেজন্য তিনি মুনিবাক্য পালন না করিয়া তৎক্ষণাৎ যমুনাজল হইতে সেই বৃহৎকায় মীনকে চঞ্চুপুটে ধারণ করিয়া যমুনাতীরস্থিত কোন বৃক্ষশাখায় উপবেশন করিলেন এবং সেই মীন ভক্ষণ করিলেন।

এখানে বিবেচ্য এই যে—গরুড় শ্রীভগবানের ভক্তচূড়ামণি এবং বাহন হইলেও তিনি পক্ষিদেহধারী বলিয়া তাঁহার আহার ব্যবহারাদি সমস্তই পক্ষীর ন্যায় ছিল এবং তাঁহার পক্ষে তাহা দোষাবহ নহে। শ্রীভগবান্ শ্রীবৃন্দাবন লীলায় যে সমস্ত গো মহিষাদি চারণ করিতেন তাহারাও শ্রীভগবানের ভক্তশ্রেষ্ঠ এবং পার্ষদ, কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা তৃণভক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া হবিষ্যান্ন ভোজন করিত না। শ্রীভগবানের পার্ষদগণের মধ্যে যাহারা যে দেহে শ্রীভগবানের সেবা করেন, তাঁহারা সেই দেহের উপযুক্ত আহার ব্যবহারাদিই করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহাদের কোনই ত্রুটি হয় না, কিন্তু তাই বলিয়া সাধক ভক্তগণের সাধনোচিত নিয়ম লঙ্ঘন করা উচিত নহে; কিংবা পার্ষদ ভক্তগণের কোন প্রকার ত্রুটি অনুসন্ধান করাও উচিত নহে। শ্রীভগবানের পার্ষদগণ, শ্রীভগবানের ন্যায় অসীম শক্তিসম্পন্ন এবং সর্ববিধ বিধিনিষেধ এবং দেহদৈহিকাদির বন্ধনমুক্ত। একমাত্র শ্রীভগবানের সেবাই তাঁহাদের চরম লক্ষ্য এবং তাঁহারা সর্বদা সেই ভাবেই ভাবিত থাকেন। তাঁহাদের ক্ষুধা পিপাসা প্রভৃতি না থাকিলেও শ্রীভগবান্ যেমন নরলীলায় সময় সময় নরদেহোচিত ক্ষুধা পিপাসাদি অঙ্গীকার করিয়া থাকেন,

তাঁহার পার্ষদগণও সেইরূপ যে-দেহে শ্রীভগবানের সেবা করেন, সেই দেহের উপযুক্ত ক্ষুধা পিপাসাদি অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং গরুড়, শ্রীভগবানের ভক্তশ্রেষ্ঠ এবং সঙ্কর্ষণাংশ হইয়াও পক্ষিদেহে শ্রীভগবানের সেবা করেন বলিয়া তাঁহার আহার ব্যবহার এবং ক্ষুধা পিপাসা প্রভৃতি সমস্তই পক্ষিদেহের উপযুক্ত। তিনি সেই ভাবেই ক্ষুধিত হইয়া ভক্ষ্য সংগ্রহের জন্য যমুনাতীরে গমন করিয়াছিলেন এবং যমুনাহ্রদ হইতেই একটি বৃহৎকায় মৎস্য ধরিয়া আহার করিয়াছিলেন।

মহামুনি সৌভরির আদেশ লঙ্ঘন করিয়া পক্ষিরাজ গরুড় যখন যমুনাহ্রদ হইতে সেই বৃহৎকায় মৎস্যটিকে চঞ্চুপটে ধরিয়া লইয়া গেলেন, তখন যমুনাহ্রদ-মধ্যস্থ ক্ষুদ্রকায় মৎস্যগুলি ভীত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া সৌভরির হৃদয়ে কৃপা সঞ্চার হইল এবং তিনি যমুনাহ্রদবাসি জীবগণের মঙ্গলবিধান করিবার জন্য গরুড়কে অভিশাপ করিলেন যে, গরুড় যদি কদাপি এই যমুনাহ্রদে আসিয়া কোনও মৎস্যের অনিষ্ট করে, তাহা হইলে তাহার তৎক্ষণাৎ প্রাণবিয়োগ হইবে। যদ্যপি গরুড় শ্রীভগবানের বাহন তথাপি তাঁহার এই বাক্য কদাপি মিথ্যা হইবে না।

মহামুনি সৌভরির অভিপ্রায় এই যে, কেবলমাত্র যমুনাহ্রদস্থ মৎস্য ভক্ষণেই যে গরুড়ের প্রাণান্ত হইবে এমন নহে, যমুনাহ্রদস্থ কোনও জীবের প্রতি অত্যাচার করিলেই গরুড়ের প্রাণান্ত হইবে, তবে বিশেষ এই যে, যমুনাহ্রদস্থ মৎস্য ভক্ষণ করিলে গরুড়ের তৎক্ষণাৎ প্রাণবিয়োগ হইবে এবং অন্যকোনও জীবের উপর অত্যাচার করিলে কিঞ্চিৎ কালবিলম্বে প্রাণান্ত হইবে। শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তাঁহার বৈষ্ণবতোষণী টীকায় বলিয়াছেন "মৎস্যানিতি জলচরোপলক্ষণং" অর্থাৎ সৌভরি অভিশাপ দেওয়ার সময় বলিয়াছিলেন "গরুড় যদি যমুনাহ্রদে আসিয়া মৎস্য ভক্ষণ করে, তাহা হইলে তাঁহার তৎক্ষণাৎ প্রাণবিয়োগ হইবে" এই অভিশাপ বাক্যে তিনি জলচর মাত্রকেই লক্ষ্য করিয়া মৎস্য শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে বুঝা যায় যে যমুনাহ্রদে আসিয়া গরুড় যদি কোনও জলচরের উপর কোনও অত্যাচার করেন, তাহা হইলে সৌভরির শাপে তাঁহার তৎক্ষণাৎ প্রাণান্ত হইবে। সৌভরির অভিশাপ বাক্যস্থিত মৎস্য শব্দের যদি মৎস্যমাত্রই অর্থ হইত কিংবা সৌভরির তাহাই অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে যমুনাহ্রদে আসিয়া গরুড় কালিয় সর্পকে ভক্ষণ করিলে তাঁহার কোনই অনিষ্টাশঙ্কা থাকিত না।

গরুড়ের যমুনাহ্রদে আসিয়া মৎস্য ভক্ষণ এবং সৌভরির গরুড়কে অভিশাপ প্রদান সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে মনে হয় যে, গরুড়ের সৌভরি মুনির আজ্ঞা লঙ্ঘন এবং প্রাণিহিংসা এই দুই অপরাধ হইয়াছে এবং সৌভরি মুনির গরুড়কে আজ্ঞা প্রদান এবং তাঁহার ভোজনে বাধা দেওয়া এই দুই অপরাধ হইয়াছে। কোনও মহৎ ব্যক্তির আজ্ঞা লঙ্ঘন এবং কোনও মহৎ ব্যক্তিকে আজ্ঞা প্রদান করা, দুইই অপরাধজনক, তাহার মধ্যে গরুড় এবং সৌভরির মহত্ত্ব বিচার করিলে দেখা যায় যে, গরুড় সিদ্ধভক্ত এবং সৌভরিমুনি সাধক, সুতরাং সৌভরির আজ্ঞা লঙ্ঘনে গরুড়ের অপরাধ হয় নাই, কিন্তু গরুড়কে আজ্ঞা প্রদানে সৌভরি মুনির অপরাধ হইয়াছে। গরুড় পক্ষীদেহধারী এবং ক্ষুধিত; সুতরাং মৎস্য ভক্ষণে প্রাণিহিংসা হইলেও তাহাতে তাঁহার অপরাধ হয় নাই, কিন্তু ক্ষুধিত গরুড়ের ভোজনে বাধা দেওয়ায় সৌভরি মুনি অপরাধগ্রস্ত হইয়াছেন। এই অপরাধবশতঃ, সৌভরি মুনি মহাতপঃপ্রভাবসম্পন্ন এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াও মীনসঙ্গী হইয়া পড়িলেন এবং তাহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া বৈষ্ণব-চূড়ামণি গরুড়কে অভিশাপ প্রদান করিলেন এবং তাহাতে আরও মহাপরাধজালে জড়িত হইয়া তপোভ্রষ্ট হইয়া গেলেন।

"হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্ নাভিনন্দতি। ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥" (স্কন্দপুরাণম্)

কৃষ্ণং হ্রদাদ্বিনিক্রান্তং দিব্যস্রগ্‌গন্ধবাসসম্। মহামণিগণাকীর্ণং জাম্বুনদপরিষ্কৃতম্॥ ১৩
উপলভ্যোত্থিতাঃ সর্ব্বে লব্ধপ্রাণা ইবাসবঃ। প্রমোদনিভৃতাত্মানো গোপাঃ প্রীত্যাভিরেভিরে॥১৪

স্কন্দপুরাণে বর্ণিত আছে যে, বৈষ্ণবকে হনন, নিন্দন, দ্বেষ করা, যথাযোগ্য সম্মান না করা, বৈষ্ণবের উপর ক্রুদ্ধ হওয়া এবং বৈষ্ণব দর্শনে আনন্দিত না হওয়া এই ছয়টি পতনের হেতু।

সৌভরি মুনি বৈষ্ণবচূড়ামণি গরুড়ের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, দ্বেষ করিয়াছেন এবং তাঁহার যথাযোগ্য সম্মান করেন নাই, এ জন্য তিনি তপোভ্রষ্ট এবং ব্রহ্মজ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইয়া গেলেন। তাহার পর বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম্ম পালনের জন্য উৎসুক হইয়া মহারাজ মান্ধাতার পঞ্চাশটি কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন এবং তাহাদের সঙ্গে কিছুকাল নানাবিধ বিষয় ভোগ করিয়া পরিশেষে আবার বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করিলেন ও যথাসময়ে দেহত্যাগ করিলেন।

যদি বৈষ্ণব স্থানে হয় ক্ষুদ্র অপরাধ। মহা মহা ভজনেতে প'ড়ে যায় বাধ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

সৌভরি মুনি যমুনাহ্রদবাসি মৎস্যাদি জলচরগণের কল্যাণ সাধন করিবার জন্য গরুড়কে অভিশাপ প্রদান করিলেন, কিন্তু তাহার ফলে যমুনাহ্রদবাসি জলচরগণের কল্যাণ হওয়ার পরিবর্ত্তে প্রচুর অকল্যাণ হইল, কেননা তাহার পর কালিয় সর্প আসিয়া যমুনাহ্রদে আশ্রয় গ্রহণ করিল ও তাহার তীব্র বিষজালায় যমুনাহ্রদের সমস্ত জলচরগণের প্রাণান্ত হইল, এমন কি যমুনাহ্রদতীরস্থিত লতা ও তৃণাদি পর্য্যন্ত কালিয়বিষে বিনষ্ট হইয়া গেল। ইহাতে মনে হয়, কোনও মহাপরাধযুক্ত ব্যক্তির কল্যাণ চিন্তাও এইরূপ অকল্যাণ প্রসব করিয়া থাকে, তাহাদের সঙ্গ এবং অনুগ্রহ লাভ প্রভৃতি কখনও কাহারও হিতকর হইতে পারে না। এই জন্য মহাপরাধযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গ দূরতঃ পরিবর্জ্জনীয়। সৌভরি মুনি গরুড়ের নিকট অপরাধী হইয়া যমুনাহ্রদবাসি জলচরগণের হিতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু ফলতঃ তাহাতে যমুনাহ্রদবাসি জলচরগণ বিনষ্টই হইয়া গেল।

সৌভরি মুনি যে এই প্রকারে পক্ষিরাজ গরুড়কে অভিশাপ প্রদান্ করিয়াছিলেন তাহা কালিয় অবগত ছিল, কিন্তু রমণক দ্বীপের অন্য কোনও সর্প এই বৃত্তান্ত জানিত না। কালিয় যখন গরুড়ের সহিত বিরোধ করিয়া জানিতে পারিল যে তাহার মত শত সহস্র কালিয় একত্র মিলিত হইলেও গরুড়ের এক ক্ষুদ্র পক্ষবলেরও সমান হইতে পারে না, তখন সে প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া যমুনাহ্রদে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল।

কালিয় যখন গরুড়ের ভয়ে ভীত হইয়া যমুনাহ্রদে আশ্রয় গ্রহণ করিল, তখন গরুড় আর কালিয়ের পশ্চাদনুসরণ করিলেন না। যদিও শ্রীনারায়ণবাহন গরুড়ের সৌভরি মুনির শাপে কোনপ্রকার অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, তথাপি শ্রীভগবান্ যেমন সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়াও কদাপি ব্রাহ্মণের বাক্য অবহেলা করেন না, সেইরূপ তাঁহার ভক্তচূড়ামণিগণও সর্বশক্তিমান্ হইয়াও কদাপি ব্রাহ্মণের বাক্য অবহেলা করিতে ইচ্ছা করেন না। শ্রীভগবান্ যেমন ব্রহ্মণ্যদেব হইয়াও ব্রাহ্মণের আজ্ঞাবহ, তাঁহার ভক্তগণের স্বভাবও ঠিক তদনুরূপ। সেইজন্য গরুড় আর কখনও যমুনাহ্রদে গমন করিতেন না, কালিয়ও এই বৃত্তান্ত জানিয়া নির্ভয়ে যমুনাহ্রদে বাস করিত॥ ৯—১২

অন্বয়ঃ।—দিব্যস্রগ্‌গন্ধবাসসং (নাগপত্নীভিঃ সমর্পিতৈঃ পরমোত্তমমাল্যচন্দনবস্ত্রাদিভিঃ সমলঙ্কৃতং) মহামণিগণাকীর্ণং (অনর্ঘ্যমণিসমূহৈঃ সুশোভিতসর্ব্বাঙ্গং) জাম্বুনদপরিষ্কৃতং (দিব্যসুবর্ণালঙ্কৃতং) হ্রদাৎ (কালিয়-হ্রদাৎ) বিনিষ্ক্রান্তং (অক্ষতশরীরেণ, প্রফুল্লবদনেন চ নির্গচ্ছন্তং) কৃষ্ণং (ব্রজজীবনং শ্রীকৃষ্ণং) উপলভ্য (সাক্ষাদ্‌দৃষ্ট্বা) লব্ধপ্রাণাঃ (সংপ্রাপ্তপুনর্জীবনাঃ) অসবঃ (ইন্দ্রিয়াণি) ইব প্রমোদনিভৃতাত্মানঃ (প্রমোদেন কৃষ্ণদর্শন-

যশোদা রোহিণী নন্দো গোপ্যো গোপাশ্চ কৌরব।
কৃষ্ণং সমেত্য লব্ধেহা আসন্ শুষ্কা নগা অপি ॥১৫

রামশ্চাচ্যুতমালিঙ্গ্য জহাসাস্যানুভাববিৎ। প্রেম্ণা তমঙ্কমারোপ্য পুনঃ পুনরুদৈক্ষত।
নগা গাবো বৃষা বৎসা লেভিরে পরমাং মুদম্ ॥১৬

জনিতেনানন্দেন নিভৃতাঃ পূর্ণাঃ আত্মানঃ দেহা মনাংসি চ যেষাং তে তথাবিধাঃ) সর্ব্বে গোপাঃ (শ্রীদামসুবলাদয়ঃ কৃষ্ণবয়স্যাঃ) উত্থিতাঃ (হ্রদতীরাৎ সমুত্থায়) প্রীত্যা (পরমপ্রেম্না) অভিবেভিরে (কৃষ্ণমালিঙ্গিতবন্তঃ,) ॥ ১৩।১৪

মূলানুবাদ।—নাগপত্নীগণকর্ত্তৃক সমর্পিত দিব্য মাল্যচন্দন ও বস্ত্রাদি পবিহিত, অমূল্য বত্নালঙ্কৃত এবং দিব্য স্বর্ণালঙ্কার পরিশোভিত কৃষ্ণকে কালিহ্রদ হইতে অক্ষত শরীরে আগমন করিতে দেখিয়া মৃতদেহে প্রাণসঞ্চারে যেমন ইন্দ্রিয়গণ উৎফুল্ল হইয়া উঠে, সেইরূপ পরমানন্দে পরিপূর্ণ এবং উৎফুল্ল হইয়া শ্রীদামসুবলাদি গোপবালকগণ যমুনাতীর হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং সকলেই প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন ॥ ১৩।১৪

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—এবমুপোদ্ঘাতং সমাপ্য প্রস্তুতমাহ কৃষ্ণমিত্যাদিনা। জাম্বুনদং দিব্যস্বর্ণম্। ভক্ত্যা নাগবৃন্দপরিবৃতত্বাৎ। তস্মাদ্ধ্রদাদ্বিশেষেণৈব নিষ্ক্রান্তং সন্তমুপলভ্য দৃষ্ট্বা তাবদপি শঙ্কয়া শুষ্কত্বাৎ। নিষ্ক্রমণমপি গতিলাঘবেনৈব জলোপর্য্যুপরি ক্রান্তৈবেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৩ ॥ সর্ব্বে বক্ষ্যমাণাঃ। অচেতনানামেব শুষ্কানামপি তেষামেকদোত্থানে হেতুমাহ লব্ধপ্রাণা ইতি। তত্র মেলনে ক্রমঃ প্রমোদেতি সার্দ্ধেন। গোপাঃ সখায়ঃ। পূর্ব্বত এব তীরাগ্রমবলম্ব্য স্থিতত্বাৎ অভিবেভিরে পরিরেভিরে ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—কৌরব। (হে কুরুকুলবিভূষণ।) যশোদা (কৃষ্ণজননী) রোহিণী (বলদেবজননী) নন্দঃ (কৃষ্ণজনকঃ) গোপাঃ (ব্রজবাসিনো নন্দসমবয়স্কা উপনন্দাদয়ো গোপাঃ) গোপ্যশ্চ (যশোদাসমবয়স্ক বাৎসল্যপ্রেমবত্যঃ, অন্যাশ্চ গোপবধূগোপকুমার্য্যাদিরূপা কৃষ্ণপ্রেয়স্যঃ সর্ব্বা এব) কৃষ্ণং (সর্ব্বচিত্তাকর্ষকং ব্রজরাজনন্দনং) সমেত্য (সঙ্গত্য) লব্ধেহাঃ (যথাযোগ্যালিঙ্গনাদিপ্রেমব্যবহারোচিতচেষ্টাযুক্তাঃ) আসন্, শুষ্কাঃ (শ্রীকৃষ্ণবিরহেণ ম্রিয়মাণাঃ) নগাঃ (কালিয়হ্রদাৎ কিঞ্চিদ্দূরবর্ত্তিনো বৃক্ষাদয়োঽপি, কালিয়হ্রদাৎ শ্রীকৃষ্ণনির্গমনজনিতানন্দেন পল্লবাঙ্কুরপুষ্পাদ্যুদ্গমবন্তো বভূবুরিতি শেষঃ) ॥ ১৫

মূলানুবাদ।—হে কুরুকুলাবতংস। যশোদা, রোহিণী, নন্দ এবং ব্রজবাসি সমস্ত গোপ-গোপীগণ কৃষ্ণনিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সকলেই যথাযোগ্য প্রীতিব্যবহার করিতে লাগিলেন। তখন কৃষ্ণবিরহে শুষ্কপ্রায় বৃক্ষসমূহও পল্লবিত হইতে লাগিল ॥ ১৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তত্র শ্রীযশোদাদয়ঃ স্নেহক্রমেণাগ্রতোঽগ্রত আগত্য তত্রৈব স্থিতত্বাৎ। তত্র শ্রীযশোদা ব্রজাৎ প্রস্থিতানাং সর্ব্বেষামগ্রগামিনী তস্যা এবাসমোর্দ্ধবাৎসল্যাৎ। ততঃ শ্রীরোহিণী তস্যা সখ্যেন সবাসনত্বেন চ তৎসহযোগাৎ। ততঃ শ্রীনন্দস্তদনুগতবাৎসল্যাৎ গোপ্যো গোপাশ্চ ক্রমেণ দম্পত্যোর্নিকটস্থা জ্ঞেয়াঃ। কেষাঞ্চিৎ সবাসনত্বাৎ কেষাঞ্চিৎ অনুবাস্থিত্বাচ্চ। সমেত্যেতি পূর্ব্ববৎ। তাবৎ শুষ্কীভূয় কেবলং দ্রষ্টার এবাসন্। পশ্চাৎ সম্ভ্রমেণোত্থিতমাত্রং নতু ধাবিতুং শক্তাঃ। সমেত্য তু আলিঙ্গনাদিচেষ্টাবন্তো বভূবুরিত্যর্থঃ। কিং বহুনেত্যাহ শুষ্কা ইতি। নিকটে তাবৎ বৃক্ষোৎপত্তিরেব নাস্তি দূরতস্ত যে বায়ুগত্যা। শুষ্কাস্তদানীম্ এব তাদৃশশ্রীকৃষ্ণলীলয়া বা দুঃশকুনাস্তববৎ শুষ্কাস্তেঽপি অঙ্কুরাদিবিকাশচেষ্টাবন্তো বভূবুরিত্যর্থঃ। লব্ধোমনোরথাঃ ইতি পাঠস্তু স্বামাসম্মতঃ ॥ ১৫

নন্দং বিপ্রাঃ সমাগত্য গুরবঃ সকলত্রকাঃ। ঊচুস্তে কালিয়গ্রস্তো দিষ্ট্যা মুক্তস্তবাত্মজঃ॥ ১৭
দেহি দানং দ্বিজাতীনাং কৃষ্ণনির্ম্মুক্তিহেতবে। নন্দঃ প্রীতমনা রাজন্ গাঃ সুবর্ণং তদাদিশৎ॥১৮

অন্বয়ঃ।—অস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) অনুভাববিৎ (অচিন্ত্যানন্তৈশ্বর্য্যজ্ঞানবান্) রামঃ চ (শ্রীবলদেবশ্চ) অচ্যুতং (শ্রীকৃষ্ণং) আলিঙ্গ্য (পরিরভ্য) জহাস (বিচিত্রা তে লীলেতি মনসি কৃত্বা মন্দং জহাস,) প্রেম্ণা (স্নেহেন) তং (শ্রীকৃষ্ণং) অঙ্কমারোপ্য (ক্রোড়ে নিধায়) পুনঃপুনঃ (বারংবারং) উদৈক্ষত (কালিয়দংশনেন কচিৎ ক্ষতমভূন্নবেতি ন্যভালয়ৎ।) নগাঃ (বৃক্ষপর্ব্বতাদয়ঃ,) গাবঃ বৃষাঃ বৎসাঃ (সর্ব্বেঽপি কৃষ্ণমুপলভ্য) পরমাং (নিরতিশয়াং) মুদং (হর্ষং) লেভিরে॥ ১৬

মূলানুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যাদি-বিজ্ঞ, শ্রীবলদেবও তখন শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বৃক্ষ, পর্ব্বত, গো, বৃষ, বৎস প্রভৃতি সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া পরমানন্দসাগরে ভাসমান হইল॥ ১৬

শ্রীধরস্বামীকৃত।—জাম্বুনদং সুবর্ণং তেনালঙ্কৃতম্॥ ১৩॥ অসব ইন্দ্রিয়াণি। প্রমোদনিভৃতাত্মান আনন্দপূর্ণমনসঃ॥ ১৪॥ লব্ধেহা লব্ধচেষ্টাঃ॥ ১৫॥ নগা বৃক্ষা অপি পূর্ব্বং শুষ্কাঃ সন্তঃ সদ্য এব বিরূঢ়া ইত্যর্থঃ॥ ১৬

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অথ তাদৃশদুঃখিব্রজজনানন্দমায় দস্তাবসরেণ শ্রীরামেন সঙ্গমং বর্ণয়তি রামশ্চেতি সার্দ্ধকম্। চকারাৎ পূর্ব্বং ব্রজবাসিশোকেন রামশ্চান্তঃশুষ্কঃ পশ্চাৎ লব্ধেহস্তমালিঙ্গ্য জহাসেত্যর্থঃ। অচ্যুতং ন কথঞ্চিদপি মাহাত্ম্যাচ্চ্যুতম্। কতো জহাস তদাহ অস্যাচ্যুতস্যানুভাবম্ ইচ্ছামাত্রেণ সর্ব্বসামর্থ্যং বেত্তীতি তথা সঃ। অতো নিজব্রজদুঃখময়মিদং ভদ্রং কৃতম্ ইত্যুপালম্ভনপূর্ব্বমেবেত্যর্থঃ। নগা অন্যেঽপি সর্ব্বে। গাবো বৃষা বৎসতরা ইতি পাঠঃ কচিৎ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—তে (পরমবৈষ্ণবত্বাদিনা ব্রজে প্রসিদ্ধাঃ) সকলত্রকাঃ (সস্ত্রীকাঃ) গুরবঃ (ভাগুর্য্যাদিপুরোহিতাঃ) বিপ্রাঃ (অন্যেঽপি ব্রজমণ্ডলবাসিনো ব্রাহ্মণাঃ) নন্দং সমাগত্য (তন্নিকটমাগত্য) ঊচুঃ তব আত্মজঃ (পুত্রঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) দিষ্ট্যা (তব, অস্মাকঞ্চ ভাগ্যেন) মুক্তঃ (অক্ষতশরীরেণ কালিয়াৎ বিমুক্তোঽভবৎ)॥ ১৭

মূলানুবাদ।—ভাগুরি প্রভৃতি গোপকুলের পুরোহিতগণ এবং অন্যান্য ব্রজবাসি ব্রাহ্মণগণ সপরিবারে নন্দের নিকট আগমন করিলেন এবং বলিলেন যে, আমাদের পরম সৌভাগ্য যে তোমার পুত্র আজ অক্ষত শরীরে কালিয় সর্পের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—রাজন্ (হে গোপরাজ!) দ্বিজাতীনাং (ব্রাহ্মণানাং কৃপাশীর্ব্বাদলাভার্থং) দানং দেহি (তেভ্যো গোসুবর্ণাদিকং প্রযচ্ছ) তদা (তেষামেতদ্বাক্যশ্রবণানন্তরং) নন্দঃ (গোপরাজঃ) প্রীতমনাঃ (তুষ্টচিত্তঃ সন্) কৃষ্ণনির্ম্মুক্তিহেতবে (এতাদৃশসর্ব্ববিপদ্ভ্যোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পরিত্রাণকামায়া) গাঃ সুবর্ণঃ চ আদিশৎ (ব্রাহ্মণেভ্যো দত্তবান্)॥ ১৮

মূলানুবাদ।—"হে মহারাজ! তুমি ব্রাহ্মণগণকে গো সুবর্ণাদি দান কর"—মহারাজ নন্দ, ব্রাহ্মণগণের এই আদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণের কল্যাণার্থ হৃষ্টচিত্তে ব্রাহ্মণগণকে গো-সুবর্ণাদি দান করিলেন॥ ১৮

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী—তত্রৈব বিশেষতো ব্রাহ্মণানাং হর্ষভরেণ বাক্যমাহ নন্দমিতি। গুরবঃ পুরোহিতাঃ অন্যে চ বিপ্রাঃ সমাগত্যেতি প্রাগেব তেন সহ ব্রজান্নির্গতাঃ অধুনা তন্নিকটমাগত্যেত্যর্থঃ। তে পরমবৈষ্ণবত্বাদিনা প্রসিদ্ধাঃ। দিষ্ট্যা ভদ্রম্। অহো তবাস্মাকং চ ভাগ্যমিত্যর্থঃ। অতোঽতিহৃষ্টো ভূত্বা সুমহোৎসবং বিধেহীতি ভাবঃ॥ ১৭।১৮

যশোদাপি মহাভাগা নষ্টলব্ধপ্রজা সতী। পরিষ্বজ্যাঙ্কমারোপ্য মুমোচাশ্রুকলাং মুহুঃ ॥ ১৯

অন্বয়।—নষ্টলব্ধপ্রজা ( নষ্টপ্রায়া প্রজা লব্ধা যয়া, তাদৃশী ) মহাভাগা ( মহাভাগ্যবতী ) সতী ( স্বভাবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্নেহাদিনা সর্ব্বোৎকৃষ্টা, পতিব্রতাশিরোমণির্বা ) যশোদা চ পরিষ্বজ্য ( শ্রীকৃষ্ণমালিঙ্গ্য ) অঙ্কমারোপ্য ( শ্রীকৃষ্ণং ক্রোড়ে ধৃত্বা ) মুহুঃ ( নিরর্গলং ) অশ্রুকলাং ( আনন্দাশ্রুধারাং ) মুমোচ ॥ ১৯

মূলানুবাদ।—মহাভাগ্যবতী, কৃষ্ণবৎসলা যশোদা ও তাঁহার বিনষ্টপ্রায় পুত্রকে পুনরায় হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং ক্রোড়ে ধারণ করিয়া আনন্দাশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন ॥ ১৯

শ্রীধরটীকা।—নষ্টলব্ধপ্রজা নষ্টপ্রায়া পুনর্লব্ধা প্রজা যয়া সা তে বিপ্রাঃ উচুঃ ॥ ১৭।১৮।১৯

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—মহাপ্রেম্না পুনঃ শ্রীযশোদয়া মিলিতমিত্যাহ যশোদেতি। অর্থে চকারঃ শ্রীনন্দাতোঽপি বিশেষাৎ। মহাভাগত্বমাহ নষ্টেতি। যতঃ সতীতি তস্যাঃ কথমন্যথা স্যাদিতি ভাববিশেষেণাভিপ্রেতম্। যদ্বা। স্বভাবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্নেহাদিনা সর্ব্বোৎকৃষ্টা। যদ্বা তাদৃশী ভবন্তী কলাং ধারাং মুহুরিতি কদাচিৎ পূর্ব্ববৃত্তস্মৃত্যা দুঃখাদয়েন কদাচিচ্চ প্রাপ্ত্যানন্দেনাশ্রুধারামোচনস্য বিরামেঽপি উষ্ণশীততাভেদেন পৌনঃপুন্যাৎ ॥ ১৯

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নানুসারে ব্রজরাজনন্দনের পরম মধুর কালিয় দমন লীলা বর্ণনা করিয়া পরিশেষে গরুড়ের সহিত কালিয়ের বিরোধের হেতু এবং যমুনাহ্রদ কি জন্য গরুড়ের অগম্য ছিল, তাহা বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিয়া কালিয়দমনের পর গোপগোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন বার্ত্তা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন যে শ্রীকৃষ্ণের অপার করুণায় বহির্ম্মুখশিরোমণি কালিয় তাঁহার চরণে শরণাগতি লাভ করিয়া নিজ পত্নীগণসহ মনের সাধে শ্রীকৃষ্ণচরণ পূজনাদি করিয়া কৃতার্থ হইল এবং যমুনাহ্রদ মধ্যস্থ দ্বীপভূমিতে দিব্য সিংহাসনে শ্রীকৃষ্ণকে বসাইল, নানাবিধ বসন-ভূষণাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পরিশোভিত করিল, পুনঃপুনঃ তাঁহার চরণে প্রণাম ও দৈন্য বিজ্ঞাপন করিল, ও তাঁহার আদেশে যমুনাহ্রদ পরিত্যাগ করিয়া রমনক দ্বীপে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। শ্রীকৃষ্ণও তখন তাঁহার বিয়োগ দুঃখে জীবনান্তদশায় উপনীত-প্রায় ব্রজবাসিগণের নিকটে গিয়া তাঁহাদের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন।

যমুনার তীরভূমিতে গিয়া ব্রজবাসিগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া কালিয়, তৎক্ষণাৎ তাহার অধীনস্থ কোনও নাতিদীর্ঘ-কলেবর সর্পকে আদেশ করিলে সে শ্রীকৃষ্ণের চরণ নিকটে আসিল এবং শ্রীকৃষ্ণ তাহার ফণার উপরে দণ্ডায়মান হইলে সে জলের নিম্ন দিয়া সকলের অলক্ষ্যে যমুনাতীরে উপস্থিত হইল—দেখিয়া মনে হইল যেন তিনি জলের উপর দিয়া পদব্রজে যমুনার তীরভূমিতে আসিলেন, কিংবা কোনও অভিনব সন্তরণ কৌশল প্রকাশ করিয়া তিনি জলের উপরে দণ্ডায়মান হইয়াই ক্রমশঃ তীরভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ যদি সাধারণ ভাবে সন্তরণ দ্বারা তীরভূমিতে আসিতেন তাহা হইলে কালিয় প্রদত্ত বস্ত্রালঙ্কার ও অনুলেপনাদি জলে ভিজিয়া বিকৃত হইয়া যাইত, এইজন্যই কালিয় শ্রীকৃষ্ণকে এই ভাবে তাহার অনুচর দ্বারা তীরভূমিতে পাঠাইয়া দিল। তাহার আন্তরিক ইচ্ছা যে তাহার প্রদত্ত বস্ত্রালঙ্কারাদি পরিশোভিত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজবাসিগণের নিকট গমন করেন, সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণও তাহার মনোবাসনা পূরণ করিবার জন্য সেই ভাবেই যমুনার তীরভূমিতে উপস্থিত হইলেন।

পূর্ব্বাধ্যায়ের শেষভাগে বর্ণিত আছে যে—কালিয় শ্রীকৃষ্ণের চরণপূজন ও তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া যমুনাহ্রদ হইতে রমনক দ্বীপে চলিয়া গেল—সকলত্রসুহৃৎপুত্রো দ্বীপমব্ধের্জগাম হ। ইহাতে আপাততঃ মনে হয় যেন শ্রীকৃষ্ণকে যমুনাহ্রদ মধ্যস্থিত দ্বীপভূমিতে দিব্য সিংহাসনে উপবিষ্ট রাখিয়াই, কালিয় রমণকদ্বীপে চলিয়া গিয়াছিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে নির্জ্জন দ্বীপভূমিতে একাকী রাখিয়া এবং কৃষ্ণবিরহসন্তপ্ত ব্রজবাসিগণকে

যমুনাতীরে রাখিয়া কালিয়ের সেস্থান হইতে চলিয়া যাওয়া ভক্তোচিত কিংবা ভদ্রোচিত ব্যবহার হয় না। কাজেই ব্রজের জীবন কৃষ্ণকে ব্রজবাসিগণের সহিত মিলিত করিয়া দিয়া কালিয়ের রমণকদ্বীপে যাওয়া উচিত এবং সে সেই ভাবেই গিয়াছিল। পূর্ব্বাধ্যায়ে শ্রীশুকদেব শ্রীকৃষ্ণের কালিয়নিগ্রহ ও যমুনাহ্রদ হইতে কালিয়ের নির্ব্বাসন বর্ণনা করিবার জন্য সংক্ষিপ্তভাবে বলিয়াছেন যে—"কালিয় শ্রীকৃষ্ণের আদেশ লইয়া রমণকদ্বীপে চলিয়া গেল"।

যাহা হউক, কালিয় এবং তাঁহার পত্নীগণ-প্রদত্ত দিব্যবস্ত্রাভরণ ও মাল্যানুলেপনাদি পরিশোভিত শ্রীকৃষ্ণ যখন যমুনাহ্রদ হইতে তীরভূমিতে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার প্রথমেই শ্রীদামসুবলাদি গোপবালকগণের সহিত মিলন হইল। শ্রীকৃষ্ণ যখন যমুনাহ্রদতীরস্থ কদম্ব বৃক্ষ হইতে জলে ঝম্পপ্রদান করেন, তখন শ্রীদামসুবলাদি গোপ-বালকগণ এবং গো মহিষাদি পশুগণ হ্রদের তীরেই ছিল এবং শ্রীকৃষ্ণকে কালিয়গ্রস্ত দেখিয়া তাহারা নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় সেই স্থানেই দাঁড়াইয়াছিল। তাহার পর যখন নন্দ যশোদা প্রভৃতি গোপগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অমঙ্গলাশঙ্কা করিয়া গোকুল হইতে যমুনা তীরে আসেন, তখন তাঁহারা কিছুদূর হইতে শ্রীকৃষ্ণকে কালিয়গ্রস্ত দেখিয়া সেইস্থানেই অচেতন প্রায় হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ যেমন যমুনাহ্রদের তীরভূমিতে উপস্থিত হইলেন, তৎক্ষণাৎ শ্রীদামসুবলাদি গোপবালকগণের মৃতপ্রায়দেহে যেন প্রাণ সঞ্চার হইল। তাহারা সকলেই 'ভাই কানাই' 'ভাই কানাই' করিতে করিতে কৃষ্ণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল এবং গাঢ় প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া তাহাদের কৃষ্ণবিরহতাপতপ্ত মনঃপ্রাণ সুশীতল করিল।

ব্রজজীবন শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে শ্রীদামসুবলাদি গোপবালকগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া বাৎসল্যপ্রেমপয়োনিধি মা যশোদার নিকট উপস্থিত হইলেন। গোকুল হইতে সমাগত গোপগোপীগণের মধ্যে যশোদাই সকলের অগ্রগামী ছিলেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যমুনা তীর হইতে একটু অগ্রসর হইলে প্রথমেই যশোদার সহিত মিলন হইল। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীদামসুবলাদি গোপবালকগণের নিকট হইতে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া যখন দুই হস্তে মা যশোদার কণ্ঠ গ্রহণ করিয়া করুণ স্বরে 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিলেন, তখন তাঁহার সংস্পর্শে মা যশোদার চেতনা সঞ্চার হইল এবং তিনি 'আয় বাপ্' বলিয়া তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ করিয়া শত শত মুখচুম্বন এবং মস্তকাঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে যশোদাসঙ্গিনী বলদেবজননী রোহিণীও কৃষ্ণের নিকট আগমন করিলেন ও দুইবাহু প্রসারিত করিয়া কৃষ্ণকে কোলে লইলেন। দেখিতে দেখিতে নন্দ এবং অন্যান্য গোপগোপীগণও কৃষ্ণের আগমনে চেতনা লাভ করিয়া পরমানন্দে বিভোর হইলেন, কৃষ্ণের নিকটে আগমন করিলেন ও সকলেই কৃষ্ণকে ক্রোড়ে ধারণ ও তাঁহার মুখচুম্বনাদি করিয়া পরমানন্দে আত্মহারা হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ, যমুনাতীরস্থ গোপগোপীগণের নিকটে আগমন করিলেই তাঁহারা সকলে চেতনা লাভ করিয়া অনিমিষ নয়নে তাঁহার বদনপানে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু দীর্ঘ বিরহের পর শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিজনিত পরমানন্দে বিভোর হইয়া কেহই কৃষ্ণের নিকট যাইতে পারিলেন না। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহাদের নিকটে আসিলেন, তখন তাঁহারা সকলে দুই এক পদ করিয়া কৃষ্ণনিকটে অগ্রসর হইলেন এবং ক্রমশঃ সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ করিয়া সকল দুঃখের অবসান করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের যমুনাতীরে আগমনে সেখানে যে কি এক অভিনব পরমানন্দের স্রোত বহিয়া গেল, তাহা আর কি বলিব। যমুনাহ্রদতীর হইতে কিঞ্চিদ্দূরবর্ত্তিস্থানে অবস্থিত যে সকল বৃক্ষশ্রেণী যমুনাহ্রদের বিষাক্তজলকণাবাহি সমীরণ স্পর্শে শুষ্কপ্রায় ছিল, তাহারা পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের যমুনাতীরভূমিতে আগমনে পল্লবিত ও ফলপুষ্পাদি সুশোভিত হইয়া উঠিল—দেখিলে মনে হয় যেন, তাহাদের আজ যেন কি এক মহাদুর্দ্দৈবের অবসান হইয়া গেল, তাই তাহারা নব জীবন লাভ করিয়া যমুনাতীরভূমির শোভাবর্দ্ধন করিতে লাগিল।

বলদেব এতক্ষণ কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়াইয়া ব্রজবাসি গোপগোপীগণের কৃষ্ণমিলনানন্দের মধুরতম দৃশ্য দেখিতে ছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ যখন 'দাদা' বলিয়া মধুর স্বরে সম্বোধন করিয়া তাঁহার দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। যদিও সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি বলদেব শ্রীকৃষ্ণের সকল লীলারই সকল ভাব অবগত আছেন, তথাপি এই পরমমধুর লীলার স্রোতে তিনি ভাসিয়া গেলেন এবং তাড়াতাড়ি কৃষ্ণনিকটে আসিয়া কৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন ও মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া ইঙ্গিতে কৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন, 'ভাই। তুমি ত ভ্রূভঙ্গি মাত্রেই অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের ভাঙ্গাগড়া করিতে পার, তবে এই তুচ্ছ সর্পটাকে তাড়াইবার জন্য এত ভঙ্গি করিলে কেন? তাহার মস্তকে চরণ দিয়া তাহাকে কৃতার্থ করাই যদি তোমার অভিমত ছিল, তাহা হইলে তাহা ত তুমি সমস্ত ব্রজবাসিগণের অলক্ষ্যেও করিতে পারিতে, তবে কেন এমন করিয়া এই প্রেমান্ধ ব্রজবাসিগণকে মহা দুঃখসাগরে ভাসাইয়া রঙ্গ দেখিলে? তুমি কি জান না যে তোমার ক্ষণকাল-মাত্র বিয়োগেই ব্রজবাসিগণ একেবারে মৃতপ্রায় হইয়া যায়?' বলদেব এইপ্রকার সপ্রেম ভর্ৎসনাবাক্য বলিলে কৃষ্ণও বলদেবের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন এবং বলদেবও কৃষ্ণকে কোলে করিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে হস্ত মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন ও কোমলাঙ্গের কোনও স্থানে কালিয়ের দংশনক্ষত আছে কি না তাহাই পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যখন যমুনাতীরে আসিয়া ব্রজবাসি গোপগোপীগণের ক্রোড়ে আরোহণ, তাহাদের সহিত আলিঙ্গন ও মধুরালাপাদি রসে মত্ত ছিলেন, তখন তাঁহার কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তি স্থানে অসংখ্য ধেনুপাল এবং বৃষ মহিষাদি পশুগণ চিত্র লিখিতের ন্যায় নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে পরমানন্দে হম্বার রব করিতেছিল, তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ, নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে তাহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দুই হস্তে তাহাদের গলদেশ বেষ্টন করিয়া তাহাদের পৃষ্ঠের উপর নিজাঙ্গ ন্যস্ত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক গো, বৃষ, বৎসতর ও মহিষের নিকট গিয়া এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে আদর করিতে লাগিলেন এবং তাহারাও পরমানন্দে নয়ননীরে এবং স্তনক্ষীরে যমুনাতীরভূমি প্লাবিত করিতে লাগিল।

শ্রীকৃষ্ণ যমুনাহ্রদে কালিয়দমন করিয়া যমুনাতীরে উপস্থিত হইলে যমুনাতীরস্থিত গো গোপগণ এইরূপে পরমানন্দসাগরে ভাসমান হইল এবং শ্রীকৃষ্ণের বিরহদুঃখের অবসানে এক অভিনব উৎফুল্লতা ধারণ করিল। মেঘাচ্ছন্ন অমানিশার অবসানে নির্ম্মল গগনে প্রাতঃসূর্য্যের উদয় হইলে তাহার কোমল কিরণচ্ছটায় যেমন বাত্যাপীড়িত ও বৃষ্টিধারাসিক্ত বনানী নবজীবন ও নবশোভা ধারণ করে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণবিরহান্ধকার ও তীব্র ক্ষোভযুক্ত ব্রজবাসিগণও কৃষ্ণমিলনে এক অভিনব পরমানন্দ-সমন্বিত শোভা ধারণ করিল। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে যে যমুনাতীরভূমি শ্রীকৃষ্ণবিরহব্যথিত ব্রজবাসিজনের করুণ ক্রন্দনরোলে প্রতিধ্বনিত হইয়া মূর্ত্তিমান দুঃখভূমিরূপে পরিণত হইয়াছিল, সেই যমুনাতীরভূমিই এখন শ্রীকৃষ্ণের আগমনে আনন্দ-কোলাহলমুখরিত হইয়া অপ্রাকৃত পরমানন্দের মূর্ত্তি ধারণ করিল।

ব্রজবাসি গোপগোপীগণ ব্রজে নানাপ্রকার কুলক্ষণ দেখিয়া যখন শ্রীকৃষ্ণের অমঙ্গলাশঙ্কায় অধীর হইয়া গোকুল হইতে যমুনাতীরাভিমুখে ধাবিত হন, তখন ভাগুরি প্রভৃতি গোপকুলের পুরোহিতগণ এবং অন্যান্য ব্রজবাসি ব্রাহ্মণ-গণও তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যমুনাতীরে আসিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন কালিয়দমন করিয়া যমুনাহ্রদ হইতে যমুনাতীরে আসিয়া গোপগোপীগণের সহিত মিলিত হইলেন এবং তাঁহাকে পাইয়া নন্দ, যশোদা ও অন্যান্য গোপগোপীগণ পরমানন্দসাগরে ভাসমান হইলেন, তখন ব্রাহ্মণগণও আনন্দে অধীর হইয়া গোপরাজ নন্দের নিকটে আসিলেন। সকলেই যজ্ঞোপবীতযুক্ত দক্ষিণকর উত্তোলন করিয়া যশোদাক্রোড়গত শ্রীকৃষ্ণকে আশীর্ব্বাদ

তাং রাত্রিং তত্র রাজেন্দ্র ক্ষুত্তৃড়্ভ্যাং শ্রমকর্ষিতাঃ। ঊষুর্ব্রজৌকসো গাবঃ কালিন্দ্যা উপকূলতঃ॥
তদা শুচিবনোদ্ভূতো দাবাগ্নিঃ সর্ব্বতো ব্রজম্। সুপ্তং নিশীথ আবৃত্য প্রদগ্ধুমুপচক্রমে॥ ২১
তত উত্থায় সংভ্রান্তা দহ্যমানা ব্রজৌকসঃ। কৃষ্ণং যযুস্তে শরণং মায়ামনুজমীশ্বরম্॥ ২২

করিলেন ও নন্দকে বলিলেন, হে গোপরাজ। আমাদের সকলেরই পরম সৌভাগ্য যে ব্রজজীবন কৃষ্ণ কালিয়নাগ কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়া আবার অক্ষত শরীরে পুনর্জীবন লাভ করিয়া আমাদের আনন্দ বর্দ্ধনার্থ আমাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ভক্তবৎসল নারায়ণ, তোমার পুত্রকে অক্ষত শরীরে আনিয়া দিয়া আজ ব্রজের জীবন রক্ষা করিলেন, অতএব মহাসমারোহে তাঁহার পূজাদির অনুষ্ঠান করিয়া সকলে মিলিয়া মহামহোৎসব কর। বাৎসল্যপ্রেমপয়োনিধি কৃষ্ণজননী যশোদা ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ বাক্যে পরমপ্রীতি লাভ করিলেন এবং আনন্দাশ্রুধারাবর্ষণে কৃষ্ণাঙ্গ সিক্ত করিতে লাগিলেন। কালিয়কবল হইতে মুক্ত কৃষ্ণকে কোলে পাইয়া তাঁহার প্রতিক্ষণেই মনে হইতেছে যেন আজ তিনি হৃতরত্ন ফিরিয়া পাইয়াছেন এবং আর কখনও তিনি এ রত্নকে নয়নের অন্তরাল করিবেন না।

এইরূপে ব্রজবাসি গো, গোপ ও গোপীগণ সকলেই কালিয়মুক্ত কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া পরমানন্দে যমুনাতীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণও তাঁহাদের প্রেমরসাস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন॥ ১৩—১৯

অন্বয়ঃ।—রাজেন্দ্র (হে রাজর্ষে!) ক্ষুত্তৃড়্ভ্যাং শ্রমকর্ষিতাঃ (ক্ষুধাতৃষ্ণাভ্যাং গৃহাৎ যমুনাতীরপর্য্যন্ত-ধাবনরোদনাদিশ্রমেণ চ দৌর্ব্বল্যং প্রাপিতাঃ) ব্রজৌকসঃ (সর্ব্বএব ব্রজবাসিনঃ) গাবঃ (গবাদয়ঃ পশবশ্চ) তাং (কালিয়দমনদিনসম্বন্ধিনীং) রাত্রিং তত্র কালিন্দ্যাঃ (যমুনায়াঃ) উপকূলতঃ (তটপ্রদেশাৎ কিঞ্চিদ্দূরবর্ত্তি স্থানে) ঊষুঃ (উষিতবন্তঃ)॥ ২০

মূলানুবাদ।—হে রাজেন্দ্র। ক্ষুধা তৃষ্ণা এবং পরিশ্রমাতুর ব্রজবাসিগণ এবং গো মহিষাদি পশুগণ, কালিয়দমন দিনের রাত্রিতে যমুনার উপকূলেই বাস করিয়াছিল॥ ২০

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—কথাক্রমেণান্যামপ্যদ্ভুতলীলামাহ তামিত্যাদিনা। রাত্রিমিতি শ্রীকৃষ্ণ কালিয়-দমনাদিনা তেন সহ স্বজনানাং প্রত্যেকমেলনেন চ দিনাবসানতঃ। তাং তদ্দিনসম্বন্ধিনীং তাদৃশপরমানন্দময়ীং বা যত্র কৃষ্ণেন সহ সঙ্গমস্তস্মিন্ প্রদেশে এবোষুঃ। তত্রৈব হেতুঃ ক্ষুত্তৃড়্ভ্যাং রোদনাদিশ্রমেণ চ কৃশীকৃতা দৌর্বল্যং প্রাপিতা ইত্যর্থঃ। তত্র ধেম্বাদিষু তত্রৈব বিদ্যমানাস্বপি ক্ষুধাদিকর্ষিতত্বং তাসাং বিষসম্পর্কশঙ্কয়া শ্রীকৃষ্ণায়ানুপযোজনাৎ ততঃ স্বযমপ্যনুপযোগাৎ। কালিন্দ্যা উপকূলতঃ বিগর্জলাদিভয়েন তদ্ব্রজস্য জলান্তিকং পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ। অন্যথা দাবাগ্নিনা সর্ব্বত আবরণাসিদ্ধেঃ॥ ২০

অন্বয়ঃ। তদা (তস্যামেব রাত্র্যাং) নিশীথে (অর্দ্ধরাত্রে) শুচিবনোদ্ভূতঃ (শুচিঃ গ্রীষ্মকালঃ তৎসম্বন্ধিবনং শুষ্কারণ্যং তত্র উদ্ভূতঃ) দাবাগ্নি (দাবাগ্নিরূপঃ কালিয়সখঃ কংসানুচরঃ কশ্চিদসুরবিশেষঃ) সুপ্তং (নিদ্রিতং) ব্রজং (সর্ব্বমেব ব্রজজনং) সর্ব্বতঃ (ব্রজস্য পরিতঃ) আবৃত্য (বেষ্টয়িত্বা) প্রদগ্ধুম্ উপচক্রমে (উপক্রান্তবান্)॥২১

মূলানুবাদ।—হে রাজন্। সেইদিন নিশীথকালে গ্রীষ্মকালীন শুষ্কবনে দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া নিদ্রিত ব্রজবাসিগণকে বেষ্টন করিয়া তাহাদিগকে দগ্ধ করিবার উপক্রম করিয়াছিল॥ ২১

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তদা তর্দ্রাত্র্যামেব। শুচিগ্রীষ্মসময়ঃ তৎ সম্বন্ধি বনং শুষ্কারণ্যমিত্যর্থঃ। তত্রো-দ্ভূতঃ অগস্ত্য দাবাগ্নিরূপঃ কালিয়সখঃ কংসানুচরঃ কশ্চিদসুর ইতি কেচিদাহুঃ॥ ২১

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তদনন্তরং) দহ্যমানাঃ (দগ্ধুমুপক্রম্যমাণাঃ) তে (যমুনাতীরে সুপ্তাঃ ব্রজৌকসঃ

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ হে রামামিতবিক্রম। এষ ঘোরতমো বহ্নিস্তাবকান্ গ্রসতে হি নঃ॥ ২৩
সুদুস্তরান্নঃ স্বান্ পাহি কালাগ্নেঃ সুহৃদঃ প্রভো। ন শক্নুমস্ত্বচ্চরণং সন্ত্যক্তুমকুতোভয়ম্॥ ২৪
ইত্থং স্বজনবৈক্লব্যং নিরীক্ষ্য জগদীশ্বরঃ। তমগ্নিমপিবৎ তীব্রমনন্তোঽনন্তশক্তিধৃক্॥ ২৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে দাবাগ্নিমোক্ষণং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥১৭॥

(ব্রজবাসিনঃ) উত্থায় (সুপ্তোত্থিতাঃ সন্তঃ) সম্ভ্রান্তাঃ (নিঃসরণার্থমিতস্ততঃ কৃতপরিভ্রমণাঃ সন্তঃ) মায়ামনুজং (কৃপয়ৈব প্রকটিতনরাকৃতিং) ঈশ্বরং (সর্ব্বশক্তিমন্তং) কৃষ্ণং শরণং যযুঃ॥ ২২

**মূলানুবাদ।**—তখন দাবাগ্নি-দহ্যমান ব্রজবাসিগণ, নিদ্রা হইতে উঠিয়া সম্ভ্রান্তচিত্তে সেই নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইল॥ ২২

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—সম্ভ্রান্তাঃ সদ্যস্তৎপ্রতিকারাদ্যজ্ঞানাৎ। যদ্বা—নিঃসারণার্থমিতস্ততঃ কৃতপরিভ্রমণা ইত্যর্থঃ। যতো দহ্যমানা দগ্ধুমুপক্রম্যমাণাঃ। মায়য়া কাপট্যেনৈব মনুজত্বেন প্রাকৃতমনুষ্যত্বেন স্ফুরন্তম্। বস্তুতস্তু নরাকৃতিপরব্রহ্মত্বেন তদ্রূপেণৈবেশ্বরত্বং, কিংবা মায়া কৃপা তদ্যুক্তং মনুজং দ্বিভুজত্বাদিসাম্যেন। যদ্বা—মায়য়া লক্ষ্ম্যা ঈশ্বরং স্বামিনমপি মনুজং মনুষ্যলীলম্ ইতি কারুণ্যাদ্যতিশয়ঃ সূচিতঃ। তত্রাপি কৃষ্ণং তত্র ব্রজজনপ্রাণনাথম্ অতঃ শরণং যযুঃ॥ ২২

**অন্বয়ঃ।**—মহাভাগ (মহান্ ভাগো ভাগ্যং অস্মাদৃশানাং যস্মাৎ হে তাদৃশস্বরূপ।) কৃষ্ণ! কৃষ্ণ। (সর্ব্বদুঃখকর্ষণকারিন্) অমিতবিক্রম (হে অনন্তপরাক্রমশালিন্।) রাম! (ব্রজরমণ!) এষঃ (পরিদৃশ্যমানঃ) ঘোরতরঃ (দর্শনাদপি মহাভয়প্রদঃ) বহ্নিঃ (দাবাগ্নিঃ) তাবকান্ (ত্বদীয়ান্) নঃ (অস্মান্) হি (নিশ্চিতমেব) গ্রসতে (দগ্ধুমুপক্রমতে)॥ ২৩

**মূলানুবাদ।**—হে মহাভাগ কৃষ্ণ। হে অমিতবলশালিন্ বলদেব! এই ঘোরতর দাবাগ্নি তোমাদেরই আত্মীয় ব্রজবাসিগণকে দগ্ধ করিবার উপক্রম করিয়াছে॥ ২৩

**শ্রীধরটীকা।**—শ্রমেণ চ কর্ষিতাঃ। উপকূলতঃ কূলপ্রান্তে॥ ২০—২৩

**শ্রীবৈষ্ণবতোষিণী।**—তৎপ্রকারমেবাহ কৃষ্ণেতি। বীপ্সা সম্ভ্রমেণ স্নেহভরস্বভাবেন বা। মহান্ ভাগো ভাগ্যমস্মাদৃশানাং যস্মাদিতি তৎ সাক্ষাৎ অস্মাকং দুঃখং নোপযুক্তমিতি ভাবঃ। অমিতোঽনন্তো বিক্রমঃ শৌর্য্যং যস্য ইতি বলদেবং প্রতি সম্বোধনম্; তব বীর্য্যেণ দাবাগ্নিরপি নির্ব্বাতীতি ভাবঃ। এবং তদাপি তেষাং মহাপ্রভাবত্ব-জ্ঞানমেব জাতং নত্বৈশ্বর্য্যজ্ঞানমিতি ভাবঃ। এষ ইতি প্রত্যক্ষত্বং শীঘ্রত্বং বা বোধয়তি ঘোরতমঃ অপ্রতিকার্য্যত্বাৎ যুষ্মদন্তিকপ্রাপ্তত্বাদ্বা। গ্রসতে নিঃশেষেণ সংহরতীত্যর্থঃ। তাবকানিতি কৃপাজননার্থং গ্রসনাযোগ্যত্ববোধনার্থং বা। তবকমমকাবেকবচন ইতি তদ্ধিতনিমিত্তকাদাদেশসূত্রাদ্ যত্রৈকস্যৈব সম্বন্ধঃ প্রতিপদ্যতে। হি নিশ্চিতম্। তৎ খলু দ্বয়োরভেদপ্রতিপাদনার্থমিতি জ্ঞেয়ম্॥ ২৩

**অন্বয়ঃ।**—প্রভো (হে সর্ব্বসামর্থ্যশালিন্।) স্বান্ (আত্মীয়ান্) সুহৃদঃ (বান্ধবান্) নঃ (অস্মান্) সুদুস্তরাৎ কালাগ্নেঃ (মৃত্যুরূপাদগ্নেঃ) পাহি (রক্ষ) অকুতোভয়ং (সর্ব্বথা ভয়রহিতং) ত্বচ্চরণং (তব সান্নিধ্যং) সন্ত্যক্তুং (ক্ষণমপি পরিত্যক্তুং) ন শক্নুমঃ (বয়ং নৈব পারয়ামঃ)॥ ২৪

**মূলানুবাদ।**—হে সর্ব্বশক্তিশালিন্। এই সুদুস্তর কালাগ্নি হইতে তোমার আত্মীয় ও বান্ধবগণকে রক্ষা কর। আমরা তোমার অভয় চরণ ছাড়িয়া কোথায় যাইব?॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—অনন্তঃ (স্বরূপৈশ্বর্য্যাদিবিষপরিচ্ছিন্নঃ) অনন্তশক্তিধৃক্ (অনন্তশক্তিশালী) জগদীশ্বরঃ (অগ্ন্যাদীনাং সর্ব্বেষামেব তত্তচ্ছক্তিপ্রবর্ত্তননিবর্ত্তনসমর্থঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) ইত্থং (অনেন কাকুত্যাদিপ্রকারেণ) স্বজনবৈক্লব্যং (স্বজনানাং ব্যাকুলতাং) নিরীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) তং (ব্রজবাসিনং) তীব্রং (সর্ব্বগ্রাসিনং) অগ্নিং (দাবাগ্নিং) অপিবৎ (পানাভিনয়েনৈব সংহৃতবান্)॥ ২৫

ইতি শ্রীধামশান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে দশমস্কন্ধস্য সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭

**মূলানুবাদ।**—শ্রীশুকদেব বলিলেন—অনন্ত শক্তিশালী, অনন্ত স্বরূপৈশ্বর্য্যনিকেতন, সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার স্বজনগণের এতাদৃশ ব্যাকুলতা দেখিয়া সেই তীব্র দাবানল পান করিলেন॥ ২৫

ইতি-শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-
শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতমূলানুবাদে দশমস্কন্ধস্য সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭

**শ্রীধরটীকা।**—কালাগ্নের্মৃত্যুরূপাদগ্নেঃ। ন মৃত্যোর্বিভীমঃ কিন্তু ত্বচ্চরণবিয়োগাদিত্যাহুঃ ন শক্নুম ইতি॥ ২৪।২৫

বিমোহানহিদণ্ডেন ততঃ স্বং শরণং গতান্। গোপানপাদনন্তোঽসাবনন্তবনবহ্নিতঃ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—স্বান্ জ্ঞাতীন্ আত্মীয়ান্ বা। সুশোভনং হৃদয়েষাং তান্ সদ্ভাবেন তদেকনিষ্ঠা-নিত্যর্থঃ। প্রভো হে সর্ব্বং কর্ত্তুং সমর্থঃ। ন কুতোঽপি ভয়ং যস্মাত্তৎ। অতো নিজচরণপরিত্যাগভয়মস্মাকম্ আশু বিনাশয়েতি ভাবঃ। অতঃ সম্যক্ ক্ষণমপি বিযুক্তত্বা ত্যক্তুং ন শক্নুম ইতি। ইত্থং স্বপ্রেমৈকমূলকানেককাকুক্ত্যাদি-প্রকারকং নিরীক্ষ্য অনুভূয় তং তাদৃশং, অতস্তীব্রং দুঃসহং তথাভূতমপি অপিবৎ। কারুণ্যময়প্রেমাবেশেনৈবেতি ভাবঃ। নন্বু ভবতু তদাবেশস্তেন কথং তৎপানং স্যাদিত্যাশঙ্ক্য গূঢ়মপি তদৈশ্বর্য্যং স্বয়মেব ব্যক্তীভবতীতি অভিপ্রেত্য সিদ্ধান্তয়তি জগতামপীশ্বরঃ সর্ব্বেষু তত্তচ্ছক্তিপ্রদ ইত্যর্থঃ। তস্মাদেবাগ্নিরপি শক্তেঃ কো নাম বিস্ময় ইতি ভাবঃ। নন্বু গোপবালকরূপঃ সমন্তাত্তমগ্নিং কথম্ অপিবৎ তত্রাহ অনন্তস্তাদৃশস্যৈব বিগ্রহস্য বিভুত্বেন স্বয়মপি সমন্তাৎ প্রকাশমান ইত্যর্থঃ। নচ তন্মাত্রশক্তিত্বমপ্যাশ্চর্য্যমিত্যাহ অনন্তশক্তিধৃগিতি। অতএব শ্রীগোপা অপি নিবারয়িতুং নাবসরং লব্ধবন্ত ইত্যর্থঃ॥ ২৪।২৫

॥ * ॥ ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাং দশমটিপ্পন্যাং সপ্তদশঃ॥ * ॥ ১৭

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—অচিন্ত্যলীলাময় শ্রীকৃষ্ণ, কালিয়দমন লীলার পর ব্রজবাসি গোপগোপীগণের নিকটে আসিয়া তাহাদের প্রত্যেকেরই বিরহদুঃখ দূর করিলেন এবং তাঁহাকে পাইয়া সকলেই অপ্রাকৃত পরমা-নন্দরসসিন্ধুতে অবগাহন করিল। তাহার পর সেইদিন রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণের আর একটি পরমাদ্ভুত লীলা সংঘটিত হইবে বলিয়া তাঁহার লীলাশক্তির প্রেরণায় ব্রজবাসি গোপগোপীগণ সকলেই সেদিন যমুনাতীরেই রাত্রিযাপন করিলেন এবং যথাসময়ে লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ তাহার লীলা সম্পাদন করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে গোপগোপীগণসহ গোকুলে প্রবেশ করিলেন। পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট শ্রীকৃষ্ণের এই পরমাদ্ভুত লীলা বর্ণনা করিবার জন্য বলিলেন, হে মহারাজ। কালিয়দমন দিনের দিবাভাগ, কৃষ্ণবিরহের মহাদুঃখে এবং কৃষ্ণমিলনের পরমানন্দে ব্রজবাসিগণকে কাঁদাইয়া ও হাসাইয়া ক্রমে ক্রমে অবসান পথে উপনীত হইল।

সেদিন যে ব্রজবাসিগণের কি ভাবে দিন কাটিয়াছিল, তাহা তাহারা ব্যতীত আর কাহারও ধারণা করিবার

কোন সন্দেহ নাই, তথাপি আমরা এখন তোমার চরণ ছাড়িয়া অকালে মরণকে বরণ করিতে ইচ্ছা করি না। আমরা যত দিন জীবিত থাকিতে পারিব, ততদিনই তোমার চাঁদ মুখ দেখিতে পাইব এবং তোমার সেবা করিতে পারিব, কিন্তু প্রাণান্ত হইলে আর তোমাকে পাইব না, তাই বলিতেছি যে, আমাদিগকে এই মহাবিপদ হইতে রক্ষা কর। আমরা কেবলমাত্র মরণের ভয়ে ভীত হইতেছি না, কিন্তু তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে, এই ভয়ে একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি।

ব্রজবাসি গোপগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট এই প্রকারে সপ্রেম দৈন্য বিজ্ঞাপন করিলে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তখন অচিরাৎ তাঁহার পরমপ্রিয় ব্রজবাসিগণকে দাবানলমুক্ত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যদিও তিনি ব্রজবাসি গো-গোপগোপীগণের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া গোপবালকবিগ্রহে গোপবালকের ন্যায় লীলারসেই মত্ত আছেন, তথাপি তিনি জগদীশ্বর। জগতের সর্ব্বজীব এবং সর্ব্ববস্তুর তিনিই একমাত্র নিয়ন্তা। চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ, অগ্নি প্রভৃতি তাঁহারই অঙ্গচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া জ্যোতিষ্মান রূপে জগতের অন্ধকার দূর করিয়া থাকে, সুতরাং যমুনার উপকূলভূমিতে প্রজ্জলিত দাবানল অতি প্রচণ্ড হইলেও তাঁহার নিকটে তাহার কোনই কৃতিত্ব প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই, অগ্নির দাহিকা শক্তি, বায়ুর শোষণ শক্তি প্রভৃতি তাঁহারই প্রদত্ত এবং তিনিই তাহাদের নিয়ন্তা। তাঁহার অচিন্ত্য মহাশক্তির তুলনা নাই, তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র গোপবালকবিগ্রহেই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী। মৃত্তিকাভক্ষণ লীলায় মা যশোদা এই গোপশিশু-বিগ্রহেরই মুখবিবরে অনন্ত বিশ্বের সমাবেশ দেখিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার লীলায় অসাধ্য কিংবা অসম্ভব কিছুই নাই। গোপ-গোপীগণ সেই সর্ব্বগ্রাসি দাবানল দেখিয়া যখন সকলেই ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পড়িল এবং কৃষ্ণের নিকটে গিয়া সপ্রেম ব্যাকুলতা জানাইতে লাগিল, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ সেই সুবিস্তৃত অনলরাশির নিকটে গমন করিলেন এবং নিমিষের মধ্যে সেই অগ্নি পান করিয়া ব্রজবাসিগণের ত্রাস দূর করিলেন।

শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তাঁহার শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থে এই লীলা বর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"হরেঃ ফুৎকারমাত্রেণ নির্ব্বৌদবদীপকঃ। উৎপ্রেক্ষন্তে স্ম মুনয়স্তস্য তৎপানকর্তৃতাম্॥"

(শ্রীগোপালচম্পূঃ)

যমুনার উপকূলে যখন দাবাগ্নি প্রসর্পিত হইল, তখন ব্রজবাসি গোপগোপীগণ 'রক্ষ' 'রক্ষ' বলিয়া কৃষ্ণের শরণাগত হইলেন। শরণাগতপ্রতিপালক শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের রক্ষা করিবার জন্য সেই সুবিস্তীর্ণ দাবানলের নিকটে গিয়া, বালক যেমন ফুৎকারে দীপ নির্ব্বাপণ করে, সেইরূপ তিনিও গোপবালকরূপে ফুৎকার প্রদান করিয়াই সেই দাবানল নির্ব্বাপিত করিলেন। শ্রীশুকদেব প্রভৃতি মুনিগণ শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের ফুৎকারে দাবানল নির্ব্বাপণই দাবানল পানরূপে উৎপ্রেক্ষা করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন॥ ২০—২৫

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী সমাখ্যায়াং বঙ্গব্যাখ্যায়াং দশমস্কন্ধস্য সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭॥

# দশমঃ স্কন্ধঃ

——:(*):——

## অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

——:(*):——

শ্রীশুক উবাচ।

অথ কৃষ্ণঃ পরিবৃতো জ্ঞাতিভির্মুদিতাত্মভিঃ। অনুগীয়মানো ন্যবিশদ্ ব্রজং গোকুলমণ্ডিতম্ ॥ ১
ব্রজে বিক্রীড়তোরেবং গোপালচ্ছদ্মমায়য়া। গ্রীষ্মো নামর্ত্তুরভবন্নাতিপ্রেয়ান্ শরীরিণাম্ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—অথ (তদ্রাত্রিযাপনানন্তরং। মুদিতাত্মভিঃ (হৃষ্টচিত্তৈঃ) জ্ঞাতিভিঃ (সদাবাপত্যৈর্গোপৈঃ) পরিবৃতঃ (পরিবেষ্টিতঃ) অনুগীয়মানঃ (তৈরেব কীর্ত্তিতকালিয়দমনাদিলীলঃ) কৃষ্ণঃ (ব্রজরাজনন্দনঃ) গোকুলমণ্ডিতং (গোগোপগোপীভিঃ গোপাবাসৈশ্চ পরিশোভিতং) ব্রজং ন্যবিশৎ (প্রাবিশৎ) ॥ ১

মূলানুবাদ।—শ্রীশুকদেব বলিলেন—কালিয়দমনদিনের রাত্রি প্রভাত হইলে, হৃষ্টচিত্ত গোপ-গোপীগণ-পরিবেষ্টিত এবং গোপগোপীগণ কর্ত্তৃক কালিয়দমন, দাবাগ্নিমোক্ষণ প্রভৃতি লীলাকথায় প্রশংসিত শ্রীকৃষ্ণ, গো ও গোপাবাস পরিশোভিত ব্রজে প্রবেশ করিলেন ॥ ১

শ্রীধরটীকা।—অষ্টাদশে ততো গ্রীষ্মে বসন্তগুণলক্ষিতে। অঘাতয়দ্বলেনালং প্রলম্বং লীলয়া হরিঃ। কৃত্বা নৃত্যং ফণাগ্রেষু কালিয়স্য সকৌতুকম্। বলং প্রলম্বতুঙ্গাংসমারোহয়দবাতিহা ॥ ১

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অথ প্রাতর্জ্ঞাতিভিরিতি তদাপি তদ্ভাবমাধুর্য্যাপরিত্যাগো দর্শিতঃ। পরিতোবৃতঃ স্নেহাতিরেকেণ সর্ব্বত আবরণতয়া বেষ্টিতোঽনুগীয়মানশ্চ গোকুলমণ্ডিতমিতি প্রাক্ গবাংপ্রবেশাৎ,—ক্রিয়াবিশেষণং বা। প্রাতরেব গোপ্রবেশনং তদুপদ্রবস্ফোরকত্বেন দবদগ্ধত্বেন চ তৎপ্রদেশং ত্যক্ত্বা ক্রোশমাত্রস্থিতস্য ব্রজস্য পরতশ্চারণেচ্ছা ইতি জ্ঞেয়ম্। তাদৃশকুসময়গততদ্বার্ত্তাপরিবর্ত্তনেচ্ছয়েতি বা। বিশেষতস্তু কারণং মনুষ্যা ইব পশবোঽপি তং ব্রজং প্রবিশন্তং ত্যক্তুং নাশক্নুবন্নিতি ॥ ১

অন্বয়ঃ।—এবং (পূর্ব্বোক্তনানাপ্রকারেণ) গোপালচ্ছদ্মমায়য়া (গোপালচ্ছদ্মনা গোপালনব্যাজেন যা মায়া ব্রজজনেষু কৃপা তয়া) বিক্রীড়তোঃ (বিবিধবিহারং কুর্ব্বতোঃ) রামকৃষ্ণয়োঃ শরীরিণাং (প্রাণিমাত্রাণামেব) নাতিপ্রেয়ান্ (নাতিসুখদঃ) গ্রীষ্মো নাম ঋতুঃ অভবৎ (প্রববৃতে) ॥ ২

মূলানুবাদ।—এই প্রকারে গোপালনচ্ছলে নানাবিধ কৃপা প্রকাশ করিয়া রামকৃষ্ণ দুই ভাই ব্রজে কালিয়দমন, দাবাগ্নিমোক্ষণ প্রভৃতি বিবিধ লীলা করিতে লাগিলেন। এই সময় প্রাণিমাত্রেরই নাতিসুখদ প্রবল গ্রীষ্ম ঋতুর সমাগম হইল ॥ ২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—গোপালনং ছদ্মেতি যা মায়া তস্য ছদ্মতাবাদিনাং বঞ্চনং তয়া ক্রীড়তোস্তান্ বঞ্চয়িতা বিহরতোরিত্যর্থঃ। যদ্বা—গোপালনমপি ছদ্মক্রীড়াস্তরাভিপ্রায়শালি যত্র তাদৃশী যা মায়া জনবঞ্চনং

সাধ্য নাই। তাহারা প্রতিদিনের ন্যায় সেদিনও পূর্ব্বাহ্নে তাহাদের প্রাণকৃষ্ণকে গোষ্ঠে বিদায় দিয়া তাঁহার অদর্শনজনিত দুঃখভার লইয়া নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করিতেছিল এবং অপরাহ্নে আবার কৃষ্ণ গোষ্ঠ হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে কি খাওয়ান হইবে, কেমন করিয়া তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করা হইবে, এই সমস্ত আয়োজন ও জল্পনা কল্পনা করিতেছিল। এমন সময়ে অকস্মাৎ নানাবিধ অমঙ্গলচিহ্ন দেখিয়া তাহারা কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িল এবং সকলেই নিজ নিজ গৃহ ও গৃহকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া হা কৃষ্ণ। হা কৃষ্ণ। বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে কৃষ্ণান্বেষণে বহির্গত হইল। তাহার পর যমুনাতীরে আসিয়া কৃষ্ণকে কালিয়গ্রস্ত দেখিয়া তাহাদের হৃদয় যে কি নিদারুণ দুঃখের পেষণে নিষ্পেষিত হইয়াছিল তাহা আর কি বলিব। তাহার পর কৃষ্ণ, কালিয়-দমন করিয়া যখন যমুনাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন গ্রীষ্মতাপবিশুষ্ক তরুলতাদি যেমন নবমেঘ সমাগমে নব জীবন লাভ করিয়া নূতন ভাবে উৎফুল্ল হইয়া কি এক অভিনব আনন্দরসে মত্ত হইয়া যায়, ব্রজবাসিগণেরও ঠিক সেইরূপ হইল। সুতরাং সেদিন প্রথমতঃ কৃষ্ণবিরহের তীব্র তাপে ও পরিশেষে কৃষ্ণমিলনের মহানন্দে ব্রজবাসি-গণের দিন কাটিয়া গেল। এই মহাদুঃখ ও মহাসুখের প্রবল আলোড়নে সেদিন আর ব্রজবাসিগণের অন্নজলাদি গ্রহণের অবসর হয় নাই এবং কৃষ্ণেরও পূর্ব্বাহ্নের পর হইতে এ পর্য্যন্ত আর ভোজনাদির অবসর হয় নাই। অন্য দিন গোষ্ঠে আসিয়া শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকগণ দণ্ডে দণ্ডে তাহাদের ভাই কানাইকে নানাবিধ বনজাত ফল এবং গৃহ হইতে আনিত খণ্ড লড্ডু কাদি খাওয়াইয়া থাকে। আজ কালিয়দমন এবং ব্রজবাসিগণের প্রত্যেকের সহিত মিলনের জন্য কাহারও কোন কথাই মনে নাই। কাজেই সেদিন ব্রজবাসিগণের কেবলমাত্র কৃষ্ণবিরহ এবং কৃষ্ণমিলনের দুঃখ ও সুখভোগ করিতে করিতেই দিবাবসান হইয়া গেল।

দিবাবসান দেখিয়া ব্রজবাসি গোপগোপীগণ মন্ত্রণা করিলেন যে আজ আর আমাদের গৃহগমনে প্রয়োজন নাই, কেননা যদিও দুষ্ট কালিয় আপাততঃ যমুনাহ্রদ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তথাপি তাহাকে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। সে তাহার আত্মীয়গণের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রতিহিংসা সাধনের জন্য আবার ফিরিয়া আসিতে পারে। যাহারা স্বভাবতঃই ক্রূর প্রকৃতি, তাহারা কোনও কারণ বশতঃ অগত্যা সরল ব্যবহার দেখাইলেও তাহাদের হিংসাবৃত্তি দূরীভূত হয় না, কাজেই তাহারা আসন্ন বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিলেই আবার নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বসে। অতএব দুষ্টপ্রকৃতিসম্পন্ন জীবের কোনও সরল ব্যবহার দেখিয়া তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং নিশ্চিন্ত থাকা কদাপি যুক্তিযুক্ত নহে। সেজন্য আজ আমরা নিজ নিজ গৃহে না গিয়া এখানেই সকলে মিলিয়া আমাদের প্রাণকৃষ্ণকে মাঝে রাখিয়া রজনীযাপন করিব। কালিয় কিংবা তাহার প্রেরিত কোনও দুষ্ট যদি আসে, তাহা হইলে আমরা সকলে মিলিয়া তাহার দণ্ডবিধান করিব।

এই প্রকার মন্ত্রণা করিয়া ব্রজবাসী গোপগোপীগণ সেদিন যমুনার উপকূল ভূমিতেই রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করিলেন। যমুনাহ্রদের তীরবর্ত্তিস্থান কালিয়বিষে দূষিত মনে করিয়া তাঁহারা সেখান হইতে কিছুদূরে বন-সন্নিহিত স্থানে উপস্থিত হইয়া মার্জ্জনাদি দ্বারা সেই স্থান সংস্কার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম এবং অন্যান্য গোপালক-গণকে মধ্যে রাখিয়া তাহার নিকটবর্ত্তি স্থানে স্ত্রী, বালক এবং বৃদ্ধগণকে স্থাপন করিলেন ও চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে বলিষ্ঠ গোপগণ অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তাহার কিছু দূরবর্ত্তি তৃণপূর্ণ স্থানে গোমহিষাদি পশুগণকে রাখিয়া দেওয়া হইল। এইভাবে ব্রজবাসি গোপগোপীগণ সেদিন যমুনার উপকূলে রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু সেদিন তাঁহাদের কিংবা কৃষ্ণ, বলদেব ও গোপবালকগণের কোন প্রকার ভোজন ব্যবস্থা হইল না। যদিও অসংখ্য দুগ্ধবতী গাভী সেখানে উপস্থিত ছিল, তথাপি তাহারা কালিয়বিষদূষিত যমুনাহ্রদ তীরে বহুক্ষণ দণ্ডায়মান ছিল বলিয়া তাহাদের দুগ্ধে

বিষদোষের আশঙ্কা করিয়া ব্রজবাসিগণ তাহা শ্রীকৃষ্ণকে খাইতে দেন নাই এবং শ্রীকৃষ্ণকে উপবাসী রাখিয়া নিজেরাও কোন প্রকার খাদ্য গ্রহণ করেন নাই।

ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং শ্রীকৃষ্ণের অমঙ্গলাশঙ্কায় রোদন প্রভৃতিতে ব্রজবাসি গোপ গোপীগণ নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, কাজেই তাঁহারা যমুনার উপকূলে বিশ্রাম করিতে গিয়া তৎক্ষণাৎ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের জীবনের জীবন কৃষ্ণ তাঁহাদেরই ঘনমণ্ডলীর মধ্যে সুস্থভাবে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া তাঁহাদের চিত্তে আর কিছুমাত্র উদ্বেগ নাই, সেজন্য তাঁহারা নিশ্চিন্তচিত্তে যমুনার উপকূলে গভীর নিদ্রাবেশে রজনী যাপন করিতে লাগিলেন।

এইভাবে রজনীর দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গেল, অকস্মাৎ যমুনার উপকূল সমীপবর্ত্তি বনভূমিতে প্রচণ্ড দাবানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল এবং তাহাতে গ্রীষ্মতাপে বিশুষ্ক বৃক্ষরাজি দগ্ধ হইতে লাগিল ও ক্রমে ক্রমে সেই ভয়ানক হুতাশনশিখা ব্রজবাসি গোপ গোপীগণের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল।

শ্রীপাদ জীব গোস্বামী, তাঁহার বৈষ্ণবতোষণীটীকায় বলিয়াছেন—"অয়ঞ্চ দাবাগ্নিরূপঃ কালিয়সখঃ কংসানুচর কশ্চিদসুর ইতি কেচিদাহুঃ"। শ্রীকৃষ্ণ যেদিন কালিয়দমন করিয়াছিলেন, সেদিন গভীর রাত্রিতে যমুনার উপকূলে যে প্রচণ্ড দাবানল প্রজ্জলিত হইয়াছিল, তাহা দাবানলরূপধারী কালিয়নাগের সখা এবং কংসের অনুচর কোনও অসুরবিশেষ—ইহাই কোন কোনও বিজ্ঞব্যক্তির ধারণা।

যাহা হউক, ব্রজবাসি গোপগোপীগণকে বেষ্টন করিয়া যখন সেই প্রচণ্ড অরণ্যবহ্নি যমুনার তীরসঞ্চালিত খর পবনবেগে বিবর্দ্ধমান হইয়া শত শত শিখা বিস্তার পূর্ব্বক যমুনার উপকূলভূমি গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হইল, তখন সেই প্রচণ্ড অগ্নিতাপে ব্রজবাসিগণের নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং সকলেই নিকটাগত মহাবহ্নির প্রলয় রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িলেন এবং আর্ত্তনাদ করিতে করিতে তাঁহাদের মণ্ডলীমধ্যগত শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইলেন ও সেই নরাকৃতি পরমেশ্বরের শরণাগত হইলেন। (যদিও ব্রজবাসিগণ তাঁহাদের শুদ্ধপ্রেমভাবিত ধারণায় শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার অনুসন্ধান করিতে পারেন না, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ সময়ে গর্গাচার্য্য যে বলিয়া গিয়াছেন "অনেন সর্ব্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথ" "এই বালককে আশ্রয় করিলে তোমরা অনায়াসে সর্ব্ববিধ বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে" তাহাই মনে করিয়া ব্রজবাসিগণ কোন প্রকার বিপদে পড়িলে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হন এবং তাঁহারা মনে করেন যে শ্রীকৃষ্ণে নারায়ণের শক্তি বিদ্যমান আছে ও আমরা তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বিপদ্মুক্ত হইব।)

ব্রজবাসি গোপগোপীগণ, শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি মহাভাগ অর্থাৎ সর্ব্ব-শক্তিমান্ শ্রীনারায়ণের শক্তিধারী, আমরা সেইজন্য মহাবিপদে পড়িয়া তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি। হে বলদেব! তুমিও অপরিসীম বিক্রমশালী, আমরা সেই জন্য তোমাকেও অনুরোধ করিতেছি, তোমরা দুই ভাই মিলিত হইয়া আমাদিগকে এই আসন্ন মহাবিপদ্ হইতে মুক্ত কর। ঐ দেখ, ঘোরতর দাবানল প্রজ্জলিত হইয়া তোমাদেরই আত্মীয়স্বজন ব্রজবাসিগণকে গ্রাস করিবার জন্য উদ্যত হইতেছে এবং শত শত শিখা বিস্তার করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিতেছে। এই মহাবিপদ্ হইতে তোমরা যদি উদ্ধার না কর, তাহা হইলে আমাদের আর গতি নাই।

হে কৃষ্ণ! তুমি অঘাসুর বকাসুর প্রভৃতিকে বিনাশ করিয়া ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিয়াছ, অতএব তুমি ইচ্ছা করিলে তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। তুমি এই কালানল সদৃশ ঘোরতর দাবানলের করালগ্রাস হইতে তোমারই আত্মীয়গণকে রক্ষা কর। যদিও কোনও না কোন দিন সকলেরই নশ্বর দেহের অবসান হইবে, তাহাতে

স চ বৃন্দাবনগুণৈর্বসন্ত ইব লক্ষিতঃ। যত্রাস্তে ভগবান্ সাক্ষাৎ রামেণ সহ কেশবঃ ॥৩
যত্র নির্ঝরনির্হ্রাদ-নিবৃত্তস্বনঝিল্লিকম্। শশ্বত্তচ্ছীকরর্জীষদ্রুমমণ্ডলমণ্ডিতম্ ॥৪
সরিৎসরঃ প্রস্রবণোর্ম্মিবায়ুনা কহ্লারকঞ্জোৎপলরেণুহারিণা।
ন বিদ্যতে যত্র ব্রজৌকসাং দবো নিদাঘবহ্ন্যর্কভবোঽতিশাদ্বলে ॥ ৫

তয়া ক্রীড়তোঃ বিচিত্রক্রীড়াবিশেষানপি কুর্ব্বতোঃ। নাম প্রাকাশ্যে গ্রীষ্মইতি গ্রীষ্মান্তরমভবদিত্যর্থঃ। নাতিপ্রেয়ানিত্যতিশব্দো জলকেল্যাদীনাং কিঞ্চিৎ প্রিয়তাপেক্ষয়া ॥২

অন্বয়ঃ।—যত্র (শ্রীবৃন্দাবনে) সাক্ষাৎ ভগবান্ (স্বয়ং ভগবান্) কেশবঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) রামেণ সহ (বলদেবেন সহ) আস্তে (প্রকটং বিহরতি) [তত্র শ্রীবৃন্দাবনে] স চ (গ্রীষ্মো নাম ঋতুঃ) বৃন্দাবনগুণৈঃ (শ্রীবৃন্দাবনধাম্নোঽপ্রাকৃতৈর্গুণবিশেষৈঃ) বসন্ত ইব (ঋতুরাজ ইব) লক্ষিতঃ (সর্ব্বেষামনুভূতোঽভূৎ) ॥ ৩

মূলানুবাদ।—বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণের নিবাসভূমি শ্রীবৃন্দাবনের গুণে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম ঋতুও বসন্ত কালের ন্যায় পরিলক্ষিত হইল ॥ ৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—স চ সোঽপি তদ্গুণানাং নিত্যবসন্তসান্নিধ্যকরত্বং কিম্বা মাহাত্ম্যমিত্যভিপ্রেত্যাহ যত্রেতি। তস্মাত্ত্বৈব দুষ্টাত্মা হতঃ কেশী জনার্দ্দনঃ। তস্মাৎ কেশবনামা ত্বং লোকে গেয়ো ভবিষ্যতীতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণোক্তরীত্যা কেশবোঽত্র শ্রীকৃষ্ণ এব। অতএব ভগবান্ পরিপূর্ণসর্ব্বভগঃ আস্তে নিত্যমেব বিহরতি। বর্ত্তমানপ্রয়োগস্তু শ্রীশুকস্য স্ফূর্ত্ত্যনুসারেণ ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—যত্র (শ্রীবৃন্দাবনে গ্রীষ্মকালেঽপি) নির্ঝরনির্হ্রাদনিবৃত্তস্বনঝিল্লিকং (নির্ঝরাণাং ঝরণা ইতি খ্যাতানাং জলপ্রবাহাণাং নিহ্রাদেন ঘোষেণ নিবৃত্তস্বনাঃ আচ্ছন্নধ্বনয়ঃ ঝিল্লিকাঃ কঠোরভাষিসূক্ষ্মকীটবিশেষাঃ যস্মিন্ তথাভূতং স্থলং ভবতীতি শেষঃ) শশ্বত্তচ্ছীকরর্জীষদ্রুমমণ্ডলমণ্ডিতং (শশ্বৎ সমন্ততঃ তৎ তেষাং নির্ঝরাণাং শীকরৈঃ অম্বুকণৈঃ ঋজীষাঃ স্নিগ্ধাঃ যে দ্রুমাঃ বৃক্ষা, তেষাং মণ্ডলৈঃ সমূহৈঃ মণ্ডিতং সুশোভিতঞ্চ স্থলং ভবতি) ॥ ৪

মূলানুবাদ।—শ্রীবৃন্দাবনে গ্রীষ্মকালেও ঝরণার জলের পতনশব্দে কর্ণকঠোর ঝিল্লীরব আচ্ছাদিত হইয়া যা'য এবং জলকণিকা স্পর্শে স্নিগ্ধতা সম্পন্ন বৃক্ষরাজিতে চারিদিক্ সুশোভিত থাকে ॥ ৪

শ্রীধরটীকা।—গোপালচ্ছদ্মমায়য়া গোপালমেব ছদ্ম রূপং তয়া মায়য়া ॥ ২।৩ ॥ বসন্তসাম্যমাহ চতুর্ভিঃ। যত্র গ্রীষ্মেঽপি নির্ঝরাণাং নিহ্রাদেন ঘোষেণ নিবৃত্তস্বনাশ্ছন্নধ্বনয়ো ঝিল্লিকাঃ কঠোরধ্বনিসূক্ষ্মকীটা যস্মিংস্তথাভূতং বৃন্দাবনং ভবতি। কিঞ্চ শশ্বৎ তেষাং নির্ঝরাণাং শীকরৈরম্বুকণৈরৃজীষাঃ স্নিগ্ধা যে দ্রুমাস্তেষাং মণ্ডলৈর্ম্মণ্ডিতম্ ॥ ৪

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—যত্রেতি পঞ্চকং তদ্বনমবিশদিতি পঞ্চমেনান্বয়াৎ। তথাপি পৃথগন্বয়বিশ্যতে বৈশদ্যায়। যত্র বৃন্দাবনে সামান্যেন সর্ব্বমেব স্থানং নির্ঝরেত্যাদি লক্ষণং শশ্বদিত্যাদি লক্ষণঞ্চ। যদ্বা—নির্ঝরনির্হ্রাদেন বর্ষাভ্রমজনকেন নিবৃত্তস্বনা যে ঝিল্লয়ঃ তৈঃ কং সুখং দুঃখাভাব ইতি যাবৎ। তাদৃশদ্রুমমণ্ডলৈর্ম্মণ্ডনঞ্চ যত্র ভবতি ভাবে নিষ্ঠা। অত্র টীকায়াং তেষামিতি ষষ্ঠীনির্দ্দেশাৎ মণ্ডলৈরিত্যেব বুধ্যতে। মণ্ডলৈরিতি পাঠে তু কথঞ্চিদেব সা যোজ্যা ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—অতিশাদ্বলে (হরিততৃণাকীর্ণে) যত্র (শ্রীবৃন্দাবনে) ব্রজৌকসাং (ব্রজবাসিনাং) কহ্লারকঞ্জোৎপলরেণুহারিণা (কহলারঃ কুমুদঃ, কঞ্জং পদ্মং উৎপলং নীলোৎপলঞ্চ তেষাং রেণুহারিণা কিঞ্জল্কবাহিনা) সরিৎসরপ্রস্রবণোর্ম্মিবায়ুনা (সরিতাং যমুনামানসগঙ্গাদি নদীনাং সরসাং কুসুমসরোবরাদীনাং প্রস্রবণানাং

অগাধতোযহ্রদিনীতটোর্ম্মিভির্দ্রবৎপুরীষ্যাঃ পুলিনৈঃ সমন্ততঃ ।
ন যত্র চণ্ডাংশুকরা বিষোল্বণা ভুবো রসং শাদ্বলিতঞ্চ গৃহ্লতে ॥ ৬
বনং কুসুমিতং শ্রীমন্নদচ্চিত্রমৃগদ্বিজম্ । গাযন্ময়ূরভ্রমরং কূজৎকোকিলসারসম্ ॥ ৭
ক্রীড়িষ্যমাণস্তৎ কৃষ্ণো ভগবান্ বলসংযুতঃ । বেণুং বিরণযন্ গোপৈর্গোধনৈঃ সংবৃতোঽবিশৎ ॥৮

নির্ঝরাণাঞ্চ যে উর্ম্মযঃ তরঙ্গাঃ তৎসম্বন্ধিবাযুনা ) নিদাঘবহ্ন্যর্কভবঃ ( গ্রীষ্মকালীনবহ্নিসূর্য্যপ্রভবঃ ) দবঃ ( তাপঃ ) ন বিদ্যতে ( নৈবানুভবগোচরো ভবতি ) ॥ ৫

**মূলানুবাদ ।**—হরিত-তৃণাবলী মণ্ডিত শ্রীবৃন্দাবনভূমিতে কুমুদ-কমলাদির রেণুবাহী, নদী-সরোবরাদির তরঙ্গস্পর্শী পবনের নিরন্তর সঞ্চারণে গ্রীষ্মকালীন অগ্নি ও সূর্য্যের তাপ অনুভব করিতে হয় না ॥ ৫

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ।**—যত্র চ বৃন্দাবনে সরিদিত্যাদিনা বাযোঃ স্বশৈত্যাদিকমুক্তম্ । অযমেকো দবাভাবে হেতুঃ । অতি শাদ্বল ইত্যন্তঃ । তথাচ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—ততস্তত্রাতিরম্যেঽপি বর্ষকালে দ্বিজোত্তম । প্রাবৃট্‌কালে ইবোদ্ভূতং নবশষ্পং সমন্তত ইতি । দকারমধ্য এব পাঠঃ । নড়শাদাড্ডলচ্ ইতি স্মৃতেঃ ॥ ৫

**অন্বযঃ ।**—যত্র ( শ্রীবৃন্দাবনে গ্রীষ্মকালেঽপি ) বিষোল্বণাঃ ( বিষবৎতীব্রাঃ ) চণ্ডাংশুকরাঃ ( সূর্য্যরশ্মযঃ ) অগাধতোযহ্রদিনীতটোর্ম্মিভিঃ ( অগাধতোযানাং গভীরজলানাং হ্রদিনীনাং তটোর্ম্মিভিঃ তটস্পর্শিভিস্তরঙ্গৈঃ ) দ্রবৎপুরীষ্যাঃ ( গলিতপঙ্কময্যাঃ ) সমন্ততঃ ( পরিতো বর্ত্তমানৈঃ ) পুলিনৈঃ ( জলোত্থিতভূমিভিঃ সহ বর্ত্তমানাঃ ) ভুবঃ ( ব্রজভুবঃ ) আর্দ্রতাং শাদ্বলিতঞ্চ ( হরিততৃণব্যাপ্ততাঞ্চ ) ন গৃহ্লতে ( নৈব হর্ত্তুং শক্নোতি ॥ ৬

**মূলানুবাদ ।**—গ্রীষ্মকালের বিষবৎ তীব্র সূর্য্যকিরণও অগাধজলা নদীর তটলগ্ন তরঙ্গে কর্দ্দমাক্ত, চতুর্দ্দিকে পুলিনভূমি পরিব্যাপ্ত এবং হরিত তৃণাকীর্ণ শ্রীবৃন্দাবনভূমির রস শোষণ করিতে সমর্থ হয না ॥ ৬

**শ্রীধরটীকা ।**—যত্র গ্রীষ্মে বনে বা । নিদাঘো গ্রীষ্মস্তেন তৎকালীনবহ্ন্যর্কাভ্যাঞ্চ ভবতি যো দবস্তাপঃ । অতিশাদ্বলে অতিহরিততৃণাকীর্ণে । যদ্বা । অতিক্রান্তশাদ্বলেঽপি স্থানে ॥ ৫ ॥ নচ শাদ্বলমেব কুতস্তং তত্রাহ অগাধেতি । অগাধানি তোযানি যাসাং তাসাং হ্রদিনীনাং তটস্পর্শিভিরূর্ম্মিভিঃ পুলিনৈঃ সহ দ্রবৎ পুরীষং পঙ্কো যস্যাস্তস্যা ভুবঃ রসং শাদ্বলিতং শাদ্বলরূপতাঞ্চ বিষবত্তীব্রা অপি সূর্য্যরশ্মযো ন গৃহ্লতে ন হরন্তি ॥ ৬

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ।**—কুতস্তদাহ অগাধেতি । অগাধতোযত্বেন সদৈবোর্ম্মীণামুদ্ভবঃ স্থৌল্যঞ্চ সূচিতম্ । উর্ম্মিভিরিতি নিমিত্তং পুলিনৈরিত্যুপাদানং তত্তন্মযত্বাৎ দ্রবৎ সদার্দ্রং পুরীষং মৃদ্‌যস্যাস্তস্যা ইত্যর্থঃ । ভীরর্থঃ গৌরাদৌ পঠনীযং । শাদ্বলিতমিতি আচারার্থক্বিবন্তাভাবে নিষ্ঠা । অন্যৈঃ । যদ্বা—অগাধেত্যাদিকং পুলিনবিশেষণম্ । সমন্তত ইত্যস্য পরেণান্বযঃ । যত্র চ শ্রীবৃন্দাবনে সর্ব্বত্রাপীত্যর্থঃ । হ্রদিনীনাং বাহুল্যাৎ ॥৬

**অন্বযঃ ।**—গোপৈঃ ( শ্রীদামসুবলাদিভির্গোপবালকৈঃ ) গোধনৈঃ ( গবাদিপশুভিশ্চ ) সংবৃতঃ ( পরিবেষ্টিতঃ ) বলদেবসংযুতঃ ( বলদেবেন সহিতঃ ) ভগবান্ ( বিচিত্রলীলামযঃ কৃষ্ণঃ ) ক্রীড়িষ্যমাণঃ ( ক্রীড়িষ্যন্ ) কুসুমিতং ( প্রফুল্লকুসুমাবলীপরিশোভিতং ) শ্রীমৎ ( অসীমসুষমামযং ) নদচ্চিত্রমৃগদ্বিজং ( নদন্তঃ শব্দাযমানাঃ চিত্রাঃ বিবিধাঃ মৃগাঃ দ্বিজাঃ পক্ষিণশ্চ যত্র তাদৃশং, বিবিধশব্দাযমানমৃগদ্বিজাকুলং ) গাযন্ময়ূরভ্রমরং ( গাযন্তো ময়ূরাঃ ভ্রমরাশ্চ যস্মিন্ তাদৃশং ) কূজৎকোকিলসারসং ( কূজন্তঃ কোকিলা সারসাশ্চ যস্মিন্ তথাবিধং ) তৎ ( লোকবেদপ্রসিদ্ধং ) বনং ( বৃন্দাবনং ) অবিশৎ ( প্রবিবেশ ) ॥ ৭।৮

**মূলানুবাদ ।**—বিচিত্রলীলামায শ্রীব্রজরাজনন্দন বনবিহার করিবার জন্য বলদেবকে সঙ্গে লইয়া

এবং গোপবালক ও গোগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বেণু বাজাইতে বাজাইতে সেই বিবিধ কুসুমাবলী পরিশোভিত, অতুলনীয় শোভাময়, পশুপক্ষিগণের মধুর রবসমাকুল, ময়ূর ও ভ্রমরের গীতিমুখরিত এবং কোকিল-সারসাদির কূজন-শব্দ-ব্যাপ্ত বনে প্রবেশ করিলেন ॥৭৮

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—পঞ্চকান্তরের বনমিতি যুগ্মকম্। শ্রীমত্বং স্বতো বিশেষতশ্চাহ কুসুমিতমিত্যাদিনা। কুসুমিতং প্রফুল্লাশেষপুষ্পব্যাপ্তমিত্যর্থঃ। গ্রীষ্মেঽপি বসন্তগুণৈঃ। এবং দ্বিজশব্দেন গৃহীতানামপি ময়ূরাদীনাং পৃথগুক্তিবন্ধর্ত্তৃ শ্রীণামপি সম্বলনং বোধয়তি। ক্রীড়িষ্যমাণঃ ক্রীড়াবিশেষাপেক্ষয়া। যতঃ কৃষ্ণঃ জগচ্চিত্তাকর্ষকলীলঃ অতএব ভগবান্। বলদেবেন সম্যগ্ বৃত ইতি বিশেষোক্তিরগ্রে তেন প্রযোজনবিশেষার্থম্। বিবর্ণয়ন্ চিক্রীড়িষানন্দেন তদুৎসাহনেচ্ছয়া চ বিশেষতো বাদয়ন্। অতএব গোপৈঃ, গাব এব ধনানি তৈশ্চ সম্যগ্ বৃতঃ। গোধনানামপি গোপক্রীড়াযাযুক্তত্বাৎ॥ ৭।৮

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—ব্রজবাসিগণকে বিবিধ দুঃখ ও সুখভোগ করাইয়া কালিয়দমন দিবসের দিবা ও রাত্রি অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গেল। যমুনার উপকূলে সুপ্ত ব্রজবাসিগণ প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়াই তাঁহাদের প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণের মুখখানি দেখিয়া পূর্ব্বদিনের সকল দুঃখ ভুলিয়া পরমানন্দসিন্ধুতে ভাসমান হইলেন। তখন সকলেই যমুনাতীর হইতে কৃষ্ণকে লইয়া গৃহে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, কেননা তাঁহাদের জীবনের জীবন কৃষ্ণ প্রায় একদিন অনাহারে আছেন, কিন্তু যমুনাতীরে এমন কিছুই নাই যে, তাঁহারা কৃষ্ণকে তাহাই খাওয়াইতে পারেন। যদিও তাঁহাদের নিকটেই অসংখ্য দুগ্ধবতী গাভী আছে, তথাপি দোহনপাত্রের অভাবে যমুনাতীরে গোদোহন করা এবং কৃষ্ণকে দুধ খাওয়ান সম্ভবপর নহে। কাজেই ব্রজবাসিগণ সকলেই কৃষ্ণকে লইয়া গৃহে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং কৃষ্ণকে মাঝে লইয়া কৃষ্ণের নানাবিধ বাল্যলীলা গান করিতে করিতে ব্রজাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কৃষ্ণগতপ্রাণ গোপগোপীগণ অসংখ্য গোপবাসমণ্ডিত ও অসংখ্য গো, বৃষ এবং বৎসকুল-সমন্বিত ব্রজে উপস্থিত হইয়া ব্রজজীবন কৃষ্ণকে লইয়া যথাযোগ্যভাবে তাঁহার সেবার আবেশে পরমানন্দে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে রাম ও কৃষ্ণ দুই ভাই গোপালনচ্ছলে নানাবিধ লীলায় নানাভাবে ব্রজবাসিগণের উপর তাঁহাদের অযাচিত করুণাবর্ষণ ও ব্রজবাসিগণের আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা গোচারণচ্ছলে প্রত্যহ বনে গমন করিয়া নানাবিধ গোষ্ঠক্রীড়ায় গোপবালকগণের আনন্দবর্দ্ধন করেন এবং অঘবকাদি অসুর বিনাশ করিয়া ব্রজবাসিগণকে নিরাপদ এবং ভীতিমুক্ত করেন। তাঁহাদের সর্ব্ববিধ লীলাই ভক্তবাৎসল্য, প্রেমাধীনতা, ভক্তপালন ও ভক্তানন্দবর্দ্ধন প্রভৃতি অযাচিত কৃপাসুধারসে পরিভাবিত, সুতরাং এতাদৃশ কৃপাবর্ষণই তাঁহাদের লীলার মুখ্য উদ্দেশ্য।

গ্রীষ্ম ঋতুর প্রারম্ভেই শ্রীকৃষ্ণ কালিয়দমন ও দাবাগ্নিমোক্ষণ লীলা করিয়াছিলেন। তাহার পর ক্রমশঃ গ্রীষ্ম ঋতু প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ব্রজে আত্মপ্রকাশ করিল। তখন সূর্য্যদেব যেন তাঁহার সহস্র কিরণ প্রকাশ করিয়া ভূপৃষ্ঠ দগ্ধ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সূর্য্যকিরণসন্তপ্ত বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া যেন সর্ব্বত্র গ্রীষ্ম ঋতুর আগমন ঘোষণা করিতে লাগিল, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সর্ব্বজীবই গ্রীষ্মতাপে অস্থির হইয়া উঠিল, বৃক্ষলতাদি শুষ্কপ্রায়, নদী, হ্রদ, তড়াগাদি জলশূন্য, দশদিক্ দগ্ধপ্রায়, গ্রীষ্মঋতু যেন বিশ্বপ্রকৃতিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া কি এক অভিনব ভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য চেষ্টিত হইয়া উঠিল।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সুখবিহারভূমি শ্রীবৃন্দাবনের স্বভাবসিদ্ধ স্নিগ্ধতাগুণে প্রচণ্ড গ্রীষ্মঋতুর তীব্র তাপও ব্রজবাসিগণের কোন প্রকার ক্লেশহেতু হইল না। তাঁহারা গ্রীষ্মসমাগমেও বসন্তের সুখশান্তি অনুভব করিতে

লাগিলেন। যাঁহার চরণাশ্রয় করিলে তাঁহার ত্রিতাপজ্বালা পর্য্যন্তও সুখশীতল হইয়া যায়, সেই সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সুখবিহারভূমিতে তাঁহারই সেবানিষ্ঠ ব্রজবাসিগণের নিকট কি তুচ্ছ গ্রীষ্মতাপের প্রবলতা থাকিতে পারে? যাহাদের সহিত কৃষ্ণসেবার কোনই সম্বন্ধ নাই, তাহারাই নানাবিধ তাপে তপ্ত হইয়া থাকে। শীত গ্রীষ্মাদির অনুভূতি দেহাভিনিবেশেরই পরিণতি মাত্র, যাহারা কৃষ্ণসেবাভিনিবেশে দেহ দৈহিকাদির অভিনিবেশ মুক্ত হইয়া যায়, তাহাদের নিকট কোন প্রকার প্রাকৃত সুখ দুঃখেরই প্রভাব বিস্তার করিবার শক্তি থাকে না। ব্রজের সমস্ত নরনারী, এমন কি পশু পক্ষী পর্য্যন্ত সর্ব্বজীবই সর্ব্বদা যথাযোগ্য কৃষ্ণসেবানন্দরসে মত্ত থাকে, কাজেই শীত গ্রীষ্মাদির প্রবল তাপও তাহাদিগকে কদাপি আক্রমণ করিতে পারে না, বিশেষতঃ সর্ব্বসুখ-ময় সচ্চিদানন্দধাম শ্রীবৃন্দাবনে কোন প্রকার দুঃখেরই প্রবেশাধিকার নাই, সেখানে যদি কখনও কোন প্রকার দুঃখের সমাগম হয়, তাহা হইলে তাহা কেবলমাত্র ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণপ্রেম এবং কৃষ্ণসেবানন্দ বর্দ্ধনের নিমিত্তই হইয়া থাকে। কাজেই সেখানে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম ঋতুও বসন্তের শোভা ও সুখসম্ভার লইয়া বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার পার্ষদগণের আনন্দবর্দ্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

সুখময় শ্রীবৃন্দাবনে গ্রীষ্মকালেও অসংখ্য নির্ঝর (ঝরণা) হইতে শত শত ধারে বিমল জলধারা পতিত হইয়া শত শত দিকে প্রবাহিত হয়। তাহাদের পতন শব্দে বর্ষা সমাগম মনে করিয়া ঝিল্লী প্রভৃতি কর্ণকঠোর রবকারী ক্ষুদ্র কীটগণ, তাহাদের গ্রীষ্মকালীন মুখরতা ভুলিয়া বর্ষার স্তব্ধতা অবলম্বন করিয়া নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে। সেখানে বৃক্ষরাজি নিরন্তর নির্ঝরজলকণিকা স্পর্শে সুস্নিগ্ধ এবং ঘন ঘন নব পল্লবসমন্বিত ও দল পুষ্পাদি সুশোভিত হইয়া গ্রীষ্মকালেও বসন্তের শোভা বিস্তার করিয়া থাকে।

যমুনা, মানসগঙ্গা প্রভৃতি ব্রজমণ্ডলবাহিনী নদী এবং কুসুমসরোবর, পাবনসরোবর প্রভৃতি অসংখ্য সরোবর ও অগণিত নির্ঝর সমূহের তরঙ্গ স্পর্শে সুখশীতল ও কুমুদকহ্লারাদি জলজ কুসুম গন্ধে সুবাসিত মৃদুল পবন সঞ্চা-লনে শ্রীবৃন্দাবনধাম নিরন্তর সুস্নিগ্ধ ও সুশীতল, সেজন্য ব্রজবাসিগণ নিদাঘসূর্য্যের প্রচণ্ড করসম্পাতে এবং গ্রীষ্মকালীন বনজ বহ্নির তীব্র তাপেও কোন প্রকার ক্লেশ অনুভব করেন না।

শ্রীবৃন্দাবনের নদী, হ্রদ, তড়াগ, সরোবরাদি সর্ব্বদাই অগাধ জলে পূর্ণ থাকে এবং তাহার তটলগ্ন ঊর্ম্মি-মালার নিরন্তর সংস্পর্শে তটভূমি সর্ব্বদাই কর্দ্দমাক্ত থাকে। স্থানে স্থানে অগণিত পুলিন ভূমি এবং অগণিত নব তৃণ সমন্বিত ক্ষেত্ররাজি দেখিলে মনে হয় যে গ্রীষ্মকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড সহস্রকরসম্পাতন করিয়াও সেখানকার ভূমির আর্দ্রতা এবং ক্ষেত্রের শ্যামলতা দূর করিতে অসমর্থ হইয়া পরাজিত ভাবে সুদূর গগনে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে যে—

ততস্তত্রাতিরুক্ষেঽপি ঘর্ম্মকালে দ্বিজোত্তম। প্রাবৃট্কালে ইবোদ্ভূতং নবশস্পং সমন্ততঃ ॥

গ্রীষ্মকাল স্বভাবতঃই রুক্ষ, সে সময়ে প্রখর সূর্য্যতাপে ভূমি রসশূন্য হইয়া যায় বলিয়া বৃক্ষলতাদিও নীরস এবং শুষ্ক হয়। কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনভূমির বিশেষত্ব এই যে, সেখানে এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মকালেও বর্ষাকালের ন্যায় নব তৃণোদ্গম হয় এবং তাহাতে সেখানকার ক্ষেত্রগুলি সর্ব্বদাই নবতৃণের শ্যামল রাগে সুরঞ্জিত থাকে। সেখানে গ্রীষ্মকালীন সূর্য্যের প্রখর তাপ, গ্রীষ্মোচিত বনবহ্নির প্রকাশ প্রভৃতি সমস্তই আছে, কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনভূমির সহজসিদ্ধ স্নিগ্ধতাগুণে তাহাতে ব্রজবাসিগণের কোন প্রকার ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না।

সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সুখবিহারভূমি শ্রীবৃন্দাবনধাম প্রপঞ্চাতীত ও সচ্চিদানন্দময়। সেখানে কালের কোন অধিকার নাই। যদিও শীত গ্রীষ্মাদি সর্ব্ব ঋতুরই সেখানে সমাগম হয়, কিন্তু কোন ঋতুই কাহারও ক্লেশকর হয় না। ব্রজেন্দ্রনন্দনের জলকেলি প্রভৃতি বিহার সম্পাদনের জন্য সেখানে গ্রীষ্ম ঋতুর

প্রবালবর্হস্তবকস্রগ্ধাতুকৃতভূষণাঃ। কৃষ্ণরামাদয়ো গোপা ননৃতুর্যুযুধুর্জগুঃ ॥ ৯
কৃষ্ণস্য নৃত্যতঃ কেচিজ্জগুঃ কেচিদবাদয়ন্। বেণুপাণিতলৈঃ শৃঙ্গৈঃ প্রশশংসুরথাপরে ॥১০

আবির্ভাব হয়, কিন্তু গ্রীষ্মতাপে কাহারও ক্লেশ হয় না। এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের বর্ষাবিহার, শরদ্বিহার প্রভৃতি সম্পাদনের জন্য শ্রীবৃন্দাবনে বর্ষা, শরৎ প্রভৃতি ঋতুর আবির্ভাব হইলেও সেজন্য কাহারও কোনপ্রকার ক্লেশ বা অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। সুখময় বৃন্দাবন সর্ব্বদাই সর্ব্ববিধ সুখসম্ভারে পরিপূর্ণ থাকে। সকল ঋতুতেই সেখানে ঋতুরাজ বসন্তের সৌন্দর্য্য ছড়ানো থাকে।

সেখানে বনে বনে অগণিত লতালিঙ্গিত বনবৃক্ষশ্রেণী নবপল্লব ও পুষ্পফলাদি পরিশোভিত হইয়া চিরকালই বৃন্দাবনবিহারীর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকে। সেখানকার পশুপক্ষীগণ সর্ব্বদাই প্রফুল্ল ও অভিনব সৌন্দর্য্যশালী। ময়ূরের কেকারব, ভ্রমরের গুঞ্জন, কোকিলের কূজন, সারস হংসাদি জলচর পক্ষিগণের অব্যক্তমধুর নাদ প্রভৃতি সেখানকার চির সম্পদ্। গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি যে ঋতুরই আগমন হউক না কেন, কিছুতেই শ্রীবৃন্দাবনের এই চিরন্তনী বসন্তসুষমার অপগম হয় না। প্রাকৃত জীব, চর্ম্মচক্ষে শ্রীবৃন্দাবনের এই অসীম সুষমা দর্শন করিতে না পারিলেও কৃষ্ণপার্ষদ গোপগোপীগণ সর্ব্বদাই তাহা আস্বাদন করেন এবং কৃষ্ণসঙ্গে নানাবিধ বিলাস বিহারাদি রঙ্গে এই সর্ব্বসুখময় এবং চিরসৌন্দর্য্যনিকেতন শ্রীবৃন্দাবনে বিচরণ করিয়া থাকেন।

ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, গ্রীষ্মসমাগমে গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়াবিহারাদির জন্য সমুৎসুক হইয়া শ্রীবলদেব এবং শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকগণসহ মিলিত হইয়া গোচারণচ্ছলে বিবিধ কুসুমাবলী পরিশোভিত কাননভূমিতে গমন করিলেন এবং মধুর বংশীনাদে দশদিক্ আনন্দমুখরিত করিয়া বনে বনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন॥ ১—৮

**অন্বয়ঃ।**—প্রবালবর্হস্তবকস্রগ্ধাতুকৃতভূষণাঃ (প্রবালানি নবপল্লবানি বর্হাঃ ময়ূরপিচ্ছানি স্তবকানি পুষ্পগুচ্ছানি, স্রজঃ পুষ্পমালাঃ, ধাতবঃ গৈরিকাদয়শ্চ—তৈঃ কৃতানি ভূষণানি যেষাং তে) কৃষ্ণরামাদয়ঃ (শ্রীকৃষ্ণ-বলদেব শ্রীদামসুবলাদয়ঃ) গোপাঃ (গোপবালকাঃ) ননৃতুঃ (নৃত্যং চক্রুঃ) জগুঃ (সুস্বরেণ গানং চক্রুঃ) যুযুধুঃ (পরস্পরং বাহুযুদ্ধং চ চক্রুঃ)॥৯

**মূলানুবাদ।**—শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলদেব এবং শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকগণ, নবপল্লব, ময়ূরপুচ্ছ, পুষ্পমালা ও গৈরিকাদি ধাতুনির্ম্মিত ভূষণে শোভিত হইয়া বনভূমিতে কখনও নৃত্য, কখনও বাহুযুদ্ধ এবং কখনও সুস্বরে গান করিতে লাগিলেন॥ ৯

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—গোপা ইতি গোপক্রীড়ায়াং নিজাভীষ্টত্বং স্পষ্টয়ন্ তত্র চ রামকৃষ্ণাদয় ইতি পরম বিদ্বাংসোঽপি স্বস্য তদানীমত্যনির্ব্বিশেষতয়া শ্রীরামকৃষ্ণয়োর্গোপত্বস্ফূর্ত্ত্যা তয়োরপি তদাবেশাভিমানো সংমন্যমান-স্তাদৃশক্রীড়ায়াঃ পরমাতিপরমানন্দময়ত্বং ব্যঞ্জিতবান্। তত্র তল্লীলাবেশাদিকমেব ব্যঞ্জয়তি ননৃতুরিত্যাদিনা॥ ৯

**অন্বয়ঃ।**—কৃষ্ণস্য নৃত্যতঃ (নৃত্যং কুর্ব্বতঃ সতঃ) কেচিৎ (গোপবালকাঃ) জগুঃ কেচিৎ (গোপবালকাঃ) বেণুপাণিতলৈঃ (বেণুভিঃ করতলৈশ্চ) শৃঙ্গৈঃ অবাদয়ন্ (বাদিতবন্তঃ) অপরে (কেচন গোপবালকাঃ) অথ (কার্ৎস্ন্যেন, সাধুসাধ্বিতি) প্রশশংসুঃ (প্রশংসয়ামাসুঃ)॥ ১০

**মূলানুবাদ।**—শ্রীকৃষ্ণ যখন নৃত্য করেন, তখন গোপবালকগণের মধ্যে কেহ কেহ গান করে, কেহ কেহ বেণু এবং করতাল বাদ্য করে, কেহ কেহ শৃঙ্গ বাদ্য করে, কেহ কেহ বা সাধু সাধু বলিয়া কৃষ্ণের নৃত্যের প্রশংসা করে॥ ১০

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—তত্র বৈদেশিকয়োরিব নটবেশেন শ্রীদামসভায়াং সমাগতয়োঃ শ্রীকৃষ্ণরামযোর্ম্মুখ্যত্বেন প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য নৃত্যং বর্ণয়তি শ্রীকৃষ্ণেতি দ্বাভ্যাম্। অপরে শ্রীদামাদয়ঃ সভাপতয়ঃ। অথ কার্ৎস্ন্যেন সাধুসাধ্বিতি প্রশশংসুঃ। এবমন্যতোঽপি বিশিষ্টং নৃত্যকৌশলমুক্তম্॥ ১০

গোপজাতিপ্রতিচ্ছন্না দেবা গোপালরূপিণঃ। ঈড়িরে কৃষ্ণরামৌ চ নটা ইব নটং নৃপ ॥১১
ভ্রামণৈর্লঙ্ঘনৈঃ ক্ষেপৈরাস্ফোটনবিকর্ষণৈঃ। চিক্রীড়তুর্নিযুদ্ধেন কাকপক্ষধরৌ ক্বচিৎ ॥ ১২
ক্বচিন্নৃত্যৎসু চান্যেষু গায়কৌ বাদকৌ স্বয়ম্। শশংসতুর্মহারাজ সাধুসাধ্বিতিবাদিনৌ ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—নৃপ (হে রাজন্।) নটং নটা ইব (নটা যথা নটশ্রেষ্ঠং স্তুবন্তি তদ্বৎ) গোপজাতি-প্রতিচ্ছন্নাঃ (গোপরূপধরাঃ) দেবাঃ গোপালরূপিণং (গোপবালকরূপধারিণং) কৃষ্ণরামৌ (শ্রীকৃষ্ণং শ্রীবলদেবঞ্চ) ঈড়িরে (তুষ্টুবুঃ) ॥ ১১

**মূলানুবাদ।**—হে রাজন্। নটগণ যেমন নটশ্রেষ্ঠকে স্তুতি করিয়া থাকে, সেইরূপ দেবগণও গোপরূপ ধারণ করিয়া বৃন্দাবনে আসিয়া গোপালরূপী কৃষ্ণ ও বলরামের স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥১১

**শ্রীধরটীকা।**—তদ্বনম্। নদন্তশ্চিত্রা মৃগা দ্বিজাশ্চ যস্মিন্। গায়ন্তো ময়ূরা ভ্রমরাশ্চ যস্মিন্। কূজন্তঃ কোকিলাঃ সারসাশ্চ যস্মিংস্তৎ অবিশৎ ॥ ৭—১১

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—অথ শ্রীদামাদীনাং সভাপতিতয়া নিবিষ্টানামগ্রতঃ সমুত্থায় স্থিতানন্যনটবেশান্, প্রশংসকানপি গোপান্ প্রশংসনীয়শ্রীকৃষ্ণাদিবৈশিষ্ট্যায় প্রশংসতি গোপেতি। দেবাঃ শ্রীকৃষ্ণোপাসনপটলাদৌ তত্তদুপাস্যত্বেন প্রসিদ্ধা ইতি সমানমহিমত্বং ব্যঞ্জিতম্। তর্হি কথং তাদৃশমহিমত্বেন ন কৈশ্চিৎ প্রতীয়ন্তে তত্রাহ দেবা অপি, গোপজাত্যৈব প্রতিচ্ছন্না গুণাদিভিস্তু স্পষ্টা অবিবেকিনাং যৎকিঞ্চিৎ সাধারণ্যেন ভ্রান্তির্ভবতি, ন তু বিবেকিনাং, প্রত্যুত তাদৃশলীলোপযিকত্বেন পরমগুণাবিষ্কারেণ চ চমৎকারাতিশয় এব স্যাদিতি ভাবঃ। ননু। তেষাং গোপজাতিত্বমেব কুতস্তত্রাহ গোপালরূপিণমিতি। নিত্যযোগে মত্বর্থীয়ঃ। ততস্তদত্যন্তাভীষ্টত্বং তস্য রূপস্য দর্শয়িত্বা তেষাং তদনুরূপাত্বমেবানুরূপমিতি ধ্বনিতম্। এবং সমানরূপবেষত্বঞ্চ ব্যক্তং, সমানগুণত্বঞ্চ ব্যনক্তি নটা ইবেতি। এবমন্যেষ্বপি গুণেষু জ্ঞেয়ম্। অতঃ সর্ব্বদা তদযোগ্যত্বাৎ দেবয়ন্তি ক্রীড়য়ন্তি দেবা ইতি চ শ্লেষোক্তিঃ। হে নৃপেতি নরোত্তমত্বেন ভবতৈবেদং জ্ঞায়ত এবেতি ভাবঃ ॥ ১১

**অন্বয়ঃ।**—কাকপক্ষধরৌ (কাকপক্ষঃ—চূড়াকরণাৎ প্রাক্তনঃ কেশাঃ তান্ ধারয়তন্তৌ, কিংবা কেশ-গুম্ফিতবেণীত্রয়ধারিণৌ, রামকৃষ্ণৌ) ক্বচিৎ ভ্রমণৈঃ (অন্যোন্যহস্তগ্রহণাদিনা ভ্রামণৈঃ) লঙ্ঘনৈঃ (অধোনিপত্যা-রোহণৈঃ) ক্ষেপৈঃ (লোষ্ট্রপাষাণবিল্বফলাদীনাং ক্ষেপণৈঃ) আস্ফোটনবিকর্ষণৈঃ (আস্ফোটনং করতলেন ভুজঃ-মূলাঘাতঃ তৈঃ বিকর্ষণম্ অন্যোন্যমাকর্ষণঞ্চ তৈঃ) নিযুদ্ধেন (বাহুযুদ্ধেন চ) চিক্রীড়তুঃ (বনে ক্রীড়াং চক্রতুঃ) ॥১২

**মূলানুবাদ।**—কেশগুম্ফিত বেণীত্রয় (কাকপক্ষ) ধারী রাম ও কৃষ্ণ দুই ভাই কখনও পরস্পর পরস্পরের হস্তধারণ করিয়া মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করেন, কখনও বা উল্লম্ফন করেন, কখনও বা লোষ্ট্র, পাষাণ ও বিল্বফলাদি নিক্ষেপ করেন, কখনও বা করতল দ্বারা ভুজমূলে আঘাত (আস্ফোটন) করেন, কখনও বা পরস্পর পরস্পরকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করেন এবং কখনও বা পরস্পর বাহুযুদ্ধ করেন—এইভাবে শ্রীবৃন্দাবনে বিবিধ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ১২

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—অথ নৃত্যকৌতুকানন্তরং কৃতং যুদ্ধকৌতুকং বর্ণয়তি ভ্রামণৈরিতি অন্যোন্যহস্তগ্রহণাদিনা ভ্রামণৈঃ, লঙ্ঘনৈঃ অধোনিপাত্যারোহণৈঃ, ক্ষেপৈঃ প্রতিলোমবিনোদনৈঃ আস্ফোটনৈঃ করতলেন ভুজমূলাঘাতৈঃ, বিকর্ষণৈঃ নিযুদ্ধেন বাহুযুদ্ধেন। কাকপক্ষঃ কেশগুম্ফিতবেণীত্রয়মিতি কেচিৎ ॥১২

অন্বয়ঃ।—মহারাজ (হে রাজর্ষে।) ক্বচিৎ (কদাচিদ্বা) অন্যেষু (শ্রীদামাদিষু) (গোপবালকেষু) নৃত্যৎসু (নৃত্যং কুর্ব্বৎসু সৎসু) স্বয়ং (রামকৃষ্ণৌ) গায়কৌ বাদকৌ (কদাচিৎ গায়কৌ কদাচিদ্বা বাদকৌ ভূত্বা) সাধু সাধু ইতি বাদিনৌ শশংসতু (নৃত্যপরান্ গোপবালকান্ শংসয়ামাসতুঃ) ॥ ১৩

ক্বচিদ্বিল্বৈঃ ক্বচিৎ কুম্ভৈঃ ক্বচামলকমুষ্টিভিঃ। অস্পৃশ্যনেত্রবন্ধাদ্যৈঃ ক্বচিন্মৃগখগেহয়া ॥১৪
ক্বচিচ্চ দর্দ্দুরপ্লাবৈর্বিবিধৈরুপহাসকৈঃ। কদাচিৎ স্যান্দোলিকয়া কর্হিচিন্নৃপচেষ্টয়া ॥ ১৫
এবং তৌ লোকসিদ্ধাভিঃ ক্রীড়াভিশ্চেরতুর্ব্বনে। নদ্যদ্রিদ্রোণিকুঞ্জেষু কাননেষু সরঃসু চ ॥ ১৬

**মূলানুবাদ।**—হে মহারাজ। কখনও বা শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলে রামকৃষ্ণ দুই ভাই তাহার তালে তালে গান ও বাদ্য করেন এবং সাধু সাধু বলিয়া তাহাদিগকে প্রশংসা করেন ॥১৩

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—অথ নিযুদ্ধশ্রমানন্তরং কৌতুকেন স্বয়ং নাট্যগুরুষমানাভ্যাং গানাদিকমপি কুর্ব্বদ্ভ্যাং শ্রীরামকৃষ্ণাভ্যাং প্রশস্যমানানাম্ অন্যেষামপি নৃত্যমাহ ক্বচিদিতি। চকারঃ পূর্ব্বোক্তশ্রীকৃষ্ণনৃত্যাপেক্ষয়া। সাধু সাধ্বিতিবাদিনৌ সন্তৌ শশংসতু তত্তদ্গতিবিশেষেণ বিশিষ্য শ্লাঘাং চক্রতুঃ। এবং নির্ব্বন্ধক্রীড়াবসো দর্শিতঃ। মহারাজ হে রাজবর্গমধ্যে শ্রীকৃষ্ণভক্তিবিশেষেণ পরমশ্রেষ্ঠেতি ভবানেবেদং শ্রোতুমর্হতীতি ভাবঃ। এবং নৃত্য-মিশ্রগানানুসারেণ ক্রমপ্রাপ্তং তদমিশ্রগানমপ্যূহ্যমিতি প্রকরণাভিপ্রায়ঃ ॥১৩

**অন্বয়ঃ।**—ক্বচিৎ বিল্বৈঃ (বিক্ষিপ্তবিল্বফলযোঃ পরস্পরাঘাতৈঃ) ক্বচিৎ কুম্ভৈঃ (নিক্ষিপ্তৈঃ কুম্ভবৃক্ষফলৈঃ) ক্ব চ (কদাচিদ্বা) আমলকমুষ্টিভিঃ মুষ্টিকৃতৈঃ আমলকৈঃ) ক্বচিৎ অস্পৃশ্যনেত্রবন্ধাদ্যৈঃ (অস্পৃশ্যক্রীড়া নাম স্পর্শস্য অদিৎসাচিকীর্ষাভ্যাং ক্রীড়া, তত্র স্পর্শকর্ত্তুরেব জয়ঃ। নেত্রবন্ধক্রীড়া নাম অলক্ষিতমেব পৃষ্ঠদেশ-মাসাদ্য পাণিতলাভ্যাং নেত্রবন্ধকং পরিচিনোতি চেৎ নেত্রবন্ধকস্য পরাজয়ঃ। ইত্যেবং রূপাভিঃ বহুবিধাভিঃ ক্রীড়াভিঃ) ক্বচিৎ খগমৃগেহয়া (পক্ষিণাং পশূনাঞ্চ কূজনগমনরবাণামনুকরণেন) ক্বচিচ্চ দর্দ্দুরাপ্লবৈঃ (ভেক-প্লুতিভিঃ) বিবিধৈঃ (নানাপ্রকারৈঃ) উপহাসকৈঃ (হাস্যজনকৈঃ মূকবধিরখঞ্জাদীনামনুকরণাদিভিঃ) কদাচিৎ স্যান্দোলিকয়া (দোলান্দোলনেন) কর্হিচিৎ (কদাচিদ্বা) নৃপচেষ্টয়া (নৃপরূপেণ করাদিগ্রহণপ্রসারেণ) এবং (ইত্যাদিভিঃ বহুভিঃ প্রকারৈঃ) লোকসিদ্ধাভিঃ (তদ্দেশপ্রসিদ্ধাভিঃ) ক্রীড়াভিঃ তৌ (কৃষ্ণবলদেবৌ) বনে (শ্রীবৃন্দাবনে) নদ্যদ্রিদ্রোণীকুঞ্জেষু (নদ্যঃ যমুনাদয়ঃ, অদ্রয়ঃ গোবর্দ্ধনাদয়ঃ, দ্রোণ্যঃ অদ্রিসন্ধয়ঃ, কুঞ্জানি লতাদিপিহিতবৃক্ষতলানি চ তেষু) কাননেষু (কাম্যকবনাদিষু) সরঃসু (মানসসরোবরাদিষু চ) চেরতুঃ (বিজহ্রতুঃ) ॥ ১৪—১৬

**মূলানুবাদ।**—শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব দুই ভাই, শ্রীদামসুবলাদি গোপবালকগণের সহিত মিলিত হইয়া কখনও বিল্বফল, কখনও কুম্ভবৃক্ষের ফল এবং কখনও আমলকমুষ্টি ক্ষেপন করিয়া ক্রীড়া করেন, কখনও বা অস্পৃশ্য এবং নেত্রবন্ধাদি ক্রীড়া করেন, কখনও বা পক্ষী ও পশুগণের রব ও গতি অনুকরণ করিয়া ক্রীড়া করেন, কখনও বা ভেকের মত প্লুতগতিতে, কখনও বা নানাপ্রকার হাস্যজনক ভঙ্গিতে, কখনও বা দোলান্দোলনে, কখনও বা রাজার মত করগ্রহণাদি ভঙ্গিতে এবং কখনও বা দেশপ্রচলিত নানাবিধ ক্রীড়া ভঙ্গিতে শ্রীবৃন্দাবনের নদীতীর, পর্ব্বততট, পর্ব্বতসন্ধি, কুঞ্জ, উপবন ও সরোবরতীরাদি স্থানে বিবিধ ক্রীড়া বিহারাদি করিতে লাগিলেন ॥ ১৪—১৬

**শ্রীধরটীকা।**—কাকপক্ষাশ্চূড়াকরণাৎ প্রাক্তনকেশাঃ। ভ্রামণাদিপ্রকারৈর্নিযুদ্ধেন বাহুযুদ্ধেন চিক্রীড়তুঃ। ১২।১৩॥ কুম্ভৈঃ কুম্ভবৃক্ষফলৈঃ। অস্পৃশ্যত্বং নেত্রবন্ধশ্চ তদাদ্যৈঃ। মৃগাণাং খগানাঞ্চ চেষ্টয়া। দর্দ্দুরাপ্লাবৈর্মণ্ডুক-প্লুতিভিঃ স্যান্দোলিকয়া দোলারোহনেন। নৃপাণামিব লীলয়া ॥ ১৪।১৫ ॥ নদ্যোঽদ্রিদ্রোণয়ঃ কুঞ্জানি চ এতেষু ॥ ১৬

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—অন্যা অপি যুদ্ধাদিবিচিত্রলীলাঃ সংগৃহ্লাতি ক্বচিদিতি ত্রিকেণ। বিল্বাদিভিঃ কৃত্বা যাঃ ক্রীড়াস্তাভিশ্চেরতুঃ। এবং লোকসিদ্ধাভিরন্যাভিশ্চ ক্রীড়াভিশ্চেরতুরিত্যন্বয়ঃ ॥ ১৪ ॥ উপহাসকৈর্হাস্য-জনকৈর্বিচিত্রানুকরণাদিভিঃ। ক্বচিদিতি বিরাবর্ত্তনীয়ম্। নৃপচেষ্টয়া গিরিশিলাসিংহাসনকৌসুমচ্ছত্রচামরাদিপরি-

চ্ছন্দস্বপাত্রপ্রবঃসবত্বাদিদ্যা ॥ ১৫ ॥ নন্দোঽদ্রয়ঃ দ্রোণ্যশ্চাদ্রিসন্ধয়ঃ "কাষ্ঠাগারেষ্ বাহিন্যাং শৈলসন্ধৌ চ যোষিতি। দ্রোণী ন স্ত্রী মানভেদে দ্রোণঃ কাকে স্বপীপতৌ" ইতি ত্রিকাণ্ডশেষাৎ। বনে শ্রীবৃন্দাবনে কাননেষু তদন্তর্গতেষু কাম্যকবনাদিষু। তত্র তয়োর্বিহারকেশবিশেষশ্চোক্তঃ শ্রীহরিবংশে। চারয়ন্তৌ বিবৃদ্ধানি গোধনানি শুভাননৌ। স্ফীতশস্প্রপ্রকাচানি বীক্ষ্যমাণৌ বনানি চ॥ খেলয়ন্তৌ প্রগায়ন্তৌ বিচিন্বন্তৌ চ পাদপান্। নামভির্ব্যাহরন্তৌ চ সবৎসা গাঃ পরন্তপৌ॥ নির্যোগপাশৈরাসক্তৈঃ স্কন্ধাভ্যাং শুভলক্ষণৌ। বনমালাকুলোরস্কৌ বালশৃঙ্গাবিবর্ষভৌ॥ সুবর্ণাঞ্জনবর্ণাভ্যামন্যোন্যসদৃশাম্বরৌ। মহেন্দ্রায়ুধসংসক্তৌ কৃষ্ণশুক্লাবিবাম্বুদৌ॥ কুলাগ্রকুসুমানাঞ্চ কর্ণপূরমনোহরম্। বনমার্গেষু কুর্বাণৌ বন্যবেশধরাবুভাবিতি ॥ ১৬

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী**।—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেব, শ্রীবৃন্দাবনের গ্রীষ্মকালীন শোভা দেখিয়া পরমানন্দে শ্রীদামসুবলাদি গোপবালকগণসহ গোষ্ঠক্রীড়া ও বনবিহারাদি করিবার জন্য গোচারণচ্ছলে বনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা বনে প্রবেশ করিয়া নব নব সুকোমল বৃক্ষপল্লব, ময়ূরপুচ্ছ, নানা বর্ণের পুষ্পরচিত গুচ্ছ, সুগন্ধি কুসুমমালা এবং গৈরিকাদি ধাতুদ্বারা সুশোভিত হইলেন এবং কখনও ময়ূরনৃত্য দর্শনে পরমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, কখনও বা বৃষগণের যুদ্ধ দেখিয়া পরস্পর মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং কখনও শুকপিকাদি কলকণ্ঠ বিহঙ্গমগণের মধুর কোমলালাপ শুনিয়া হর্ষভরে সুস্বরে গান করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র অঙ্গভঙ্গিযুক্ত নৃত্য দেখিয়া শ্রীদামসুবলাদি গোপবালকগণ কখনও পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া নিজ নিজ নৃত্য স্থগিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চারিদিকে মণ্ডলাকারে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া—কেহ বা কৃষ্ণের নৃত্যের তালে তালে বেণুবাদন করেন, (কেহ বা শৃঙ্গ। শিঙ্গা) বাদন করেন, কেহ বা করতালি দেন এবং কেহ বা "সাধু" "সাধু" বলিয়া কৃষ্ণের নৃত্যের প্রশংসা করেন।

শ্রীকৃষ্ণ বনভূমিতে উপস্থিত হইয়া যখন গোপবালকমণ্ডলীর মধ্যে পরমমধুর নৃত্য করেন, তখন তাঁহার নৃত্যকলামাধুর্য্যে সমস্ত গোপবালকগণ মুগ্ধ এবং আত্মহারা হইয়া যান। যদিও গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য আরম্ভ করেন, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যমাধুর্য্যে যখন তাঁহারা একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়েন, তখন আর তাঁহাদের নৃত্য করিবার শক্তি থাকে না, তখন সকলেই মণ্ডলাকারে শ্রীকৃষ্ণকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহারই নৃত্যদর্শন এবং প্রশংসা করিয়া থাকেন। নটবেশধারী গোপবালকগণ নটরাজ শ্রীকৃষ্ণকে মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিয়া যখন তাঁহার নৃত্যের তালে তালে করতাল বাদন এবং "সাধু" "সাধু" রবে প্রশংসা করেন, তখনকার শোভা এবং আনন্দাস্বাদন অতুলনীয়। দেবগণ পর্য্যন্ত এই আনন্দাস্বাদনের লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া গোপবেশে আত্মস্বরূপাচ্ছাদন করিয়া গোপবালকমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করেন এবং তাঁহারাও নটরাজ শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যের তালে তালে করতাল বাদ্য এবং নৃত্যের প্রশংসাচ্ছলে নানাবিধ স্তবন করিয়া কৃতার্থ হন।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীদামসুবলাদি গোপবালকগণের সখ্যপ্রেমরসে মত্ত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের বনভূমিতে কতই যে মধুর ক্রীড়া করেন, তাহা বর্ণনাতীত। কাকপক্ষ পরিশোভিত (স্কন্ধদেশে লম্বিত বেণীত্রয়ের নাম কাক-পক্ষ) এবং মল্লবেশ পরিহিত শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম যখন বনমধ্যস্থ রঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দুই ভাই পরস্পর মণ্ডলাকারে ভ্রমণ, কখনও বা কন্দুক ক্রীড়াচ্ছলে পরস্পর পরস্পরকে বঞ্চনা করিয়া কন্দুক গ্রহণ চেষ্টা, কখনও বা কন্দুক ক্ষেপণ, কখনও বা বাহ্বাস্ফোটন, কখনও বা পরস্পর বাহুযুদ্ধ করেন, তখন তাঁহাদের অঙ্গভঙ্গি এবং অঙ্গশোভা দেখিয়া গোপবালকগণ পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া যান।

কোনও সময়ে যদি শ্রীদামসুবলাদি গোপবালকগণ, রাম ও কৃষ্ণের নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধভাবে সেই নৃত্যের তালে তালে নৃত্য করিতে আরম্ভ করেন, তখন রাম কৃষ্ণ দুই ভাই নৃত্য স্থগিত করিয়া গোপবালকগণের নৃত্যের

পশূংশ্চারয়তো গোপৈস্তদ্বনে রামকৃষ্ণযোঃ। গোপরূপী প্রলম্বোঽগাদসুরস্তজ্জিহীর্ষয়া ॥ ১৭
তং বিদ্বানপি দাশার্হো ভগবান্ সর্ব্বদর্শনঃ। অন্বমোদত তৎসখ্যং বধং তস্য বিচিন্তয়ন্ ॥ ১৮
তত্রোপাহূয় গোপালান্ কৃষ্ণঃ প্রাহ বিহারবিৎ। হে গোপা বিহরিষ্যামো দ্বন্দীভূয় যথাযথম্ ॥ ১৯

তালে তালে মধুর সঙ্গীতালাপ ও বাদ্য বাদন করেন এবং কখনও বা তাঁহারা "সাধু" "সাধু" বলিয়া তাহাদের নৃত্যের প্রশংসা করেন।

এইরূপে রাম কৃষ্ণ দুই ভাই কখনও বা বনমধ্যে নৃত্য করেন, কখনও বা গোপবালকগণের নৃত্য দেখিয়া তাহার প্রশংসা করেন, আবার কখনও বা সকলে মিলিয়া নানাবিধ বাল্যরঙ্গরসে সকলের আনন্দবর্দ্ধন করেন। তাঁহাদের মধুর বাল্যক্রীড়ার কথা আর কি বলিব। তাঁহারা অসংখ্য গোপবালকগণের সহিত মিলিত হইয়া কখনও বা বিল্বফল ক্ষেপণ করেন, কখনও বা কুম্ভফল ক্ষেপন করেন, কখনও বা আমলক ফল দ্বারা মুষ্টি পূর্ণ করিয়া পরস্পর পরস্পরের অঙ্গে নিক্ষেপ করেন। তাঁহারা কখনও বা কোনও গোপবালকের নেত্র বন্ধন করিয়া বনমধ্যে ছাড়িয়া দেন এবং সেই গোপবালক যদি অপর কোনও গোপবালককে স্পর্শ করিতে পারে, তাহা হইলে সেই ক্রীড়ায় সে জয়ী হয়। এইরূপে তাঁহারা কখনও পশু পক্ষী প্রভৃতির গতি ও রবের অনুকরণ করিয়া ক্রীড়া করেন, কখনও বা ভেকের মত দ্রুতগতিতে গমন করিয়া ক্রীড়া করেন, কখনও বা নানাবিধ হাস্যোদ্দীপক অঙ্গমুখাদি ভঙ্গি করিয়া ক্রীড়া করেন, কখনও বা বৃক্ষশাখায় রজ্জু দ্বারা দোলা রচনা করিয়া ক্রীড়া করেন। এইভাবে রাম কৃষ্ণ দুই ভাই অসংখ্য গোপবালকগণসহ শ্রীবৃন্দাবনের বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া নানাপ্রকার লোকপ্রসিদ্ধ লীলা দ্বারা গোপবালকগণের আনন্দবর্দ্ধন এবং সখ্যরসাস্বাদন করিয়া থাকেন ॥ ৯—১৬

**অন্বয়ঃ**।—তদ্বনে (তস্মিন্ বনে) গোপৈঃ (শ্রীদামসুবলাদিভির্গোপবালকৈঃ সহ) পশূন্ (গোমহিষাদীন্) চারয়তোঃ (চারণং কুর্ব্বতোঃ সতোঃ) রামকৃষ্ণয়োঃ (বলদেব শ্রীকৃষ্ণযোঃ) [সমীপে] তজ্জীহীর্ষয়া (তয়োর্হর্ত্তু-মিচ্ছয়া) গোপরূপী (গোপবালকবেশধারী) প্রলম্বঃ (প্রলম্বনামকঃ) অসুরঃ (কংসপ্রেরিতঃ কশ্চিদসুরবিশেষঃ) অগাৎ (অগমৎ) ॥ ১৭

**মূলানুবাদ**।—এইরূপে শ্রীবৃন্দাবনে গোচারণরত রাম ও কৃষ্ণকে হরণ করিবার অভিপ্রায়ে গোপবালক-রূপধারী প্রলম্ব নামক অসুর, তাঁহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ১৭

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—এবমৈশ্বর্য্যবিশেষাভ্যাং মধুরমধুরাং লৌকিকীং লীলামুক্ত্বাধুনা শ্রীবলদেবদ্বারা বিহিতাং প্রকটৈশ্বর্য্যাম্ অলৌকিকীমাহ পশূনিত্যদিনা। যঃ কোঽপি গোপস্তদ্বিনে গৃহে তিষ্ঠন্ তদ্রূপীত্যর্থঃ ॥ ১৭

**অন্বয়ঃ**।—সর্ব্বদর্শনঃ (সর্ব্বজ্ঞশিরোমণিঃ) ভগবান্ (সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী) দাশার্হঃ (যদুবংশবিভূষণঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) তং (গোপরূপিণং প্রলম্বাসুরং) বিদ্বানপি (জানন্নপি) তস্য (প্রলম্বস্য) বধং বিচিন্তয়ন্ (বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ বিচারয়ন্) তৎসখ্যম্ (তস্য প্রলম্বস্য বন্ধুবদ্ব্যবহারানুকরণম্) অন্বমোদত ॥ ১৮

**মূলানুবাদ**।—সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তাহাকে চিনিতে পারিয়াও "তাহাকে বধ করিতে হইবে" মনে করিয়া তাহার সখ্যভাবে আগমন অনুমোদন করিলেন ॥ ১৮

**শ্রীধরটীকা**।—চারয়তোঃ সতোঃ। তদ্বনে তস্মিন্ বনে। তয়োর্জিহীর্ষয়া ॥ ১৭।১৮

**অন্বয়ঃ**।—বিহারবিৎ (ক্রীড়াকৌশলাভিজ্ঞঃ দৈত্যমারণোপায়াভিজ্ঞশ্চ) কৃষ্ণঃ অত্র (প্রলম্ববধনিমিত্তে) গোপালান্ (নিজবয়স্যান্ গোপবালকান্) উপাহূয় (তত্তন্নামভিরাহূয়) প্রাহ হে গোপাঃ, যথাযথং (বয়োবলাদ্যনু-রূপং) দ্বন্দীভূয় (দৌ দৌ মিলিত্বা) বিহরিষ্যামঃ (বয়মত্র ক্রীড়িষ্যাম) ॥ ১৯

তত্র চক্রুঃ পরিবৃঢৌ গোপা রামজনার্দ্দনৌ। কৃষ্ণসঙ্ঘট্টিনঃ কেচিদাসন্ রামস্য চাপরে ॥ ২০
আচেরুর্বিবিধাঃ ক্রীড়া বাহ্যবাহকলক্ষণাঃ। যত্রারোহন্তি জেতারো বহন্তি চ পরাজিতাঃ ॥ ২১
বহন্তো বাহ্যমানাশ্চ চারয়ন্তশ্চ গোধনম্। ভাণ্ডীরকং নাম বটং জগ্মুঃ কৃষ্ণপুরোগমাঃ ॥ ২২

**মূলানুবাদ।**—ক্রীড়াকৌশলাভিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ, তখন গোপবালকগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে গোপবালকগণ! এস, আমরা সকলে দুই দুই জনে মিলিত হইয়া খেলা করি। ১৯

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—দাশার্হ ইতি প্রলম্ববকচানূরেত্যাদিনা বক্ষ্যমাণবধে নৃপ্যজনাদৌ নির্দ্দিষ্টস্য প্রলম্বস্য বধেন সকলতত্তদ্বিশেষাপেক্ষয়া। তদেবমেতেষু সর্বদর্শনঃ সর্বজ্ঞঃ সতো ভগবান্। বিচিন্তয়ন্ নানা-নানপ্রকারেণ বিচারয়ন্। তস্য সখ্যং সখ্যুঃ কর্ম চেষ্টামিতি যাবৎ। ১৮॥ তত্র তদ্বধে নিমিত্তে প্রকর্ষেণাহ প্রলম্বস্যাপি মনোরথম্যাৎ বিচারবিৎ যতঃ স এব তত্র সর্বতোঽভিজ্ঞ ইত্যর্থঃ ॥ ১৯

**অন্বয়ঃ।**—তত্র (শ্রীকৃষ্ণেনৈবমুক্তে সতি তত্র ক্রীড়ায়াং) গোপাঃ (শ্রীদামসুবলাদয়ঃ) রামজনার্দ্দনৌ (রামকৃষ্ণৌ) পরিবৃঢৌ (নায়কৌ) চক্রুঃ, কেচিৎ (তত্র কেচন গোপবালকাঃ) সঙ্ঘট্টিনঃ (কৃষ্ণপক্ষীয়াঃ) আসন্ (অভবন্) অপরে (কেচন গোপবালকাঃ) রামস্য (বলদেবস্য) [পক্ষগতাঃ আসন্নিতি শেষঃ] ॥ ২০

**মূলানুবাদ।**—তখন সমস্ত গোপবালকগণ দুই দল হইলেন এবং রাম ও কৃষ্ণকে দুই দলের নেতা করিয়া কেহ বা রামের পক্ষ এবং কেহ বা কৃষ্ণের পক্ষ অবলম্বন করিলেন ॥ ২০

**অন্বয়ঃ।**—বাহ্যবাহকলক্ষণাঃ (হরিণাক্রীড়নাখ্যাদয়ঃ) বিবিধাঃ ক্রীড়াঃ আচেরুঃ (রামকৃষ্ণৌ গোপবালকাশ্চ তত্র চক্রুঃ) যত্র (বাহ্যবাহকলক্ষণক্রীড়ায়াং) জেতারঃ (ক্রীড়ায়াং জয়শালিনঃ) আরোহন্তি (পরাজিতানাং স্কন্ধমারোহন্তি) পরাজিতাঃ (তত্র ক্রীড়ায়াং পরাজিতাশ্চ) বহন্তি (জয়িনঃ স্কন্ধে বহন্তি) ॥ ২১

**মূলানুবাদ।**—এই ভাবে দুই দলে বিভক্ত হইয়া গোপবালকগণ বাহ্যবাহক ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। এই ক্রীড়ায় যে জয়লাভ করে, সে স্কন্ধে আরোহণ করে এবং যে পরাজিত হয়, সে তাহাকে স্কন্ধে বহন করে ॥ ২১

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।** গোপা ইতি সত্যপি সখ্যসামান্যে বর্গভেদেন তয়োঃ পৃথক্ পৃথক্ তদ্বিশেষতঃ তেষামসঙ্কোচাতিশয়বৎ ক্রীড়ারসায় বৈপরীত্যেন পরিবৃঢৌ চক্রুঃ। এবমেব চ তয়োর্মিথঃ প্রণয়োঽপি বিবৃতঃ স্যাৎ। যথা হরিবংশোক্তফলক্রীড়ায়াং স্বস্য তাঃ শ্রীবলরামপক্ষে তৎসুতাশ্চান্যপক্ষে তেন স্যুতাঃ ততঃ শ্রীদামাদয়ো রামসঙ্ঘট্টিনো জাতাঃ। রামেতি রমণাভিপ্রায়েণ। জনার্দ্দনেতি তত্তৎক্রীড়াভিঃ স্বমনোরথপূরকতয়া সর্বৈর্যাচনাভি-প্রায়েণ। ২০॥ বিবিধাঃ হরিণাঃ ক্রীড়নাখ্যাদয়ঃ। তথাচ বিষ্ণুপুরাণে—হরিণা ক্রীড়নং নাম বালক্রীড়নকং ততঃ। প্রক্রীড়িতাস্তে সর্বে দ্বৌ দ্বৌ যুগপতৎপতন্ ইতি ॥ ২১

**অন্বয়ঃ।**—বহন্তঃ (ক্রীড়ায়াং জয়িনাঃ স্কন্ধে বহন্তঃ) বাহ্যমানাঃ (পরাজিতানাং স্কন্ধমারোহন্তশ্চ) কৃষ্ণ-পুরোগমাঃ (কৃষ্ণরামশ্রীদামসুবলাদয়ো গোপবালকাঃ) গোধনং চারয়ন্তশ্চ ভাণ্ডীরকং নাম (তন্নামপ্রসিদ্ধং) বটং (অবরোহণস্থানরূপেণ কল্পিতং বটবৃক্ষমূলং) জগ্মুঃ ॥ ২২

**মূলানুবাদ।**—এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব এবং গোপবালকগণ, কেহ বা কাহাকেও স্কন্ধে করিয়া এবং কেহ বা কাহারও স্কন্ধে চড়িয়া গোচারণ করিতে করিতে ভাণ্ডীরকনামক বটবৃক্ষতলে উপস্থিত হইলেন ॥ ২২

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—বাহ্যমানা উহ্যমানাঃ স্কন্ধারূঢাঃ। ভাণ্ডীরকমিতি সংজ্ঞায়াং কন্। নাম প্রসিদ্ধৌ। স চ বর্ণিত শ্রীহরিবংশে—দদর্শ বিপুলোদগ্রশাখিনং শাখিনাং বরম্। স্থিতং ধরণ্যাং মেঘাভং নিবিড়ং দলসঞ্চয়ৈঃ।

রামসঙ্ঘট্টিনো যর্হি শ্রীদামবৃষভাদয়ঃ। ক্রীড়ায়াং জয়িনস্তাংস্তানূহুঃ কৃষ্ণাদয়ো নৃপ ॥ ২৩

উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ। বৃষভং ভদ্রসেনস্তু প্রলম্বো রোহিণীসুতম্ ॥ ২৪

গগনোর্দ্ধোত্থিতাকারং পবনাভোগকারিণম্। নীলচিত্রাঙ্গবর্ণৈশ্চ সেবিতং বহুভিঃ খগৈঃ ॥ ফলৈঃ প্রাবালৈশ্চ ঘনৈঃ সেন্দ্রচাপঘনোপমম্। ভবনাকারবিটপং লতাপুষ্পসুমণ্ডিতম্ ॥ বিশালমূলাবনতপবনাম্ভোদধারিণম্। আধিপত্যমিবান্যেষাং তস্য দেশস্য শাখিনাম্ ॥ কুর্ব্বাণং শুভকর্ম্মাণং তিরোবর্ষমনাতপম্। ন্যগ্রোধং পর্ব্বতাগ্রাভং ভাণ্ডীরং নাম নামত ইতি। তত্র গমনং নিদাঘক্রীড়ৌচিত্যাৎ ॥ ২২

**অন্বয়ঃ।**—নৃপ (হে রাজন্।) যর্হি (যদা) ক্রীড়ায়াং রামসঙ্ঘট্টিনঃ (বলদেবপক্ষীয়াঃ) জয়িনঃ (জেতারোঽভবন্ তদা) কৃষ্ণাদয়ঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ তৎপক্ষীয়াশ্চ) তান তান্ জয়িনঃ (তান্ তান্ বলদেবপক্ষীয়ান্) উহুঃ (স্কন্ধে বহনং চক্রুঃ)॥ ২৩

**মূলানুবাদ।**—বলদেবের পক্ষবর্ত্তী শ্রীদাম, বৃষভ প্রভৃতি গোপবালকগণ যখন ক্রীড়ায় জয়লাভ করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার পক্ষবর্ত্তী গোপবালকগণ তাঁহাদের স্কন্ধে করিয়া বহন করেন॥ ২৩

**অন্বয়ঃ।**—ভগবান্ (সর্ব্বৈশ্বর্য্যনিকেতনোঽপি) কৃষ্ণঃ পরাজিতঃ (প্রেমাধীনতাস্বভাবেন ক্রীড়ায়াং পরাজিতঃ সন্) শ্রীদামং (তন্নামকগোপবালকং) ভদ্রসেনং তু বৃষভং, প্রলম্বঃ (গোপরূপী অসুরঃ) রোহিণীসুতং (বলদেবং) উবাহ॥ ২৪

**মূলানুবাদ।**—সর্ব্বৈশ্বর্য্যনিকেতন ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া শ্রীদাম নামক গোপবালককে স্কন্ধে করিয়া বহন করিতে লাগিলেন এবং ভদ্রসেন নামক গোপবালক বৃষভ নামে গোপবালককে ও গোপবালকরূপী প্রলম্বাসুর বলদেবকে বহন করিতে লাগিল॥ ২৪

**শ্রীধরটীকা।**—যথাবয়ং বয়োবলাদ্যনুরূপং দ্বন্দ্বীভূয় ॥ ১৯॥ পরিবৃঢৌ নায়কৌ। তত্র কেচন কৃষ্ণসঙ্ঘট্টিনঃ কৃষ্ণপক্ষীয়াঃ ॥২০।২১॥ বাহ্যমানাঃ পৃষ্ঠেনোহ্যমানাঃ ॥ ২২—২৪

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—যর্হি যে যে শ্রীদামবৃষভাদয়ঃ ক্রীড়ায়াং জয়িনো বভূবুস্তর্হি তাংস্তান্ কৃষ্ণাদয় উহুরিত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৩ ॥ভগবানিতি যুষ্মাকং যো ভগবান্ সোঽস্মাকং ব্রজবাসিভিঃ পরাজিত ইতি নর্ম্ম চ ব্যঞ্জিতম্। রোহিণ্যাঃ সুতমিতি তেন তৎপ্রভাবাজ্ঞানস্যাপেক্ষয়া॥ ২৪

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—পরমহংসচূড়ামণি শ্রীশুকদেব, মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট গ্রীষ্মঋতু সমাগমে শ্রীবৃন্দাবনের শোভা বর্ণনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের গ্রীষ্মকালীন বনবিহার বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং নানাবিধ গোপবালকোচিত ক্রীড়া বর্ণনা করিলেন।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লোকাতীত হইয়াও যে সমস্ত লৌকিক ক্রীড়াবিহারাদি করেন তাহা বড়ই মধুর। সেইজন্য শ্রীশুকদেব আজন্ম লোকবাহ্য হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের লৌকিক লীলা বর্ণনার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ অখিলব্রহ্মাণ্ডপালক হইয়াও গোপবালকগণের সহিত নানাভাবে হাস্য, লাস্য, নৃত্য, কুর্দ্দন, কন্দুকক্রীড়া, বাহুযুদ্ধ প্রভৃতি যে সমস্ত বাল্যচাপল্য প্রকাশ করেন, তাহা তাঁহার ভক্তাধীনতারই পরিচায়ক। কাজেই তাঁহার এই সমস্ত লীলা কথা শ্রবণ কীর্ত্তনে ভক্তিহীন ব্যক্তিগণ কোনপ্রকার আনন্দানুভব করিতে না পারিলেও ভক্তগণের হৃদয় পরমানন্দরসে আপ্লুত হইয়া যায়। শ্রীশুকদেব নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণের এই প্রেমবশ্যতাময়ী লৌকিক লীলা বর্ণনা করিয়া তাহার মধ্যেই তাঁহার এক পরমাশ্চর্য্য অলৌকিক লীলার স্ফূর্ত্তি হওয়ায় তিনি পরমানন্দে বিভোর হইয়া মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিলেন, হে মহারাজ! স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব এবং শ্রীদামসুবলাদি গোপ-

বালকগণসহ গোচারণচ্ছলে বনে আসিয়া এই প্রকার নানাবিধ ক্রীড়া বিলাসাদি রসে মত্ত আছেন, এই সময়ে একদিন প্রলম্ব নামক একজন মহাবল পরাক্রমশালী অসুর তাঁহাদের নিকট আগমন করিল।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ দ্বিতীয়াধ্যায়ে 'প্রলম্ববকচাণূরতৃণাবর্তমহাশনৈঃ' প্রভৃতি কয়েকটী শ্লোকে যে ভোজরাজ কংসের মন্ত্রী ও পার্ষদবর্গের বর্ণনা আছে, তাহাতে দেখা যায় যে প্রলম্বাসুর কংসেরই অনুচর, সুতরাং সে যে কংসপ্রেরিত হইয়াই শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছে, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর হইতেই কংস নিরন্তর তাঁহার প্রাণনাশ করিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা এবং উপায় উদ্ভাবন করিতেছে। পুতনা, শকটা-সুর, তৃণাবর্ত, বকাসুর, বৎসাসুর, অঘাসুর প্রভৃতি যে সমস্ত অসুর নন্দালয়ে ও বনভূমিতে আসিয়া কৃষ্ণহস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা সকলেই কংসপ্রেরিত এবং কৃষ্ণের প্রাণনাশ করিবার জন্যই তাহাদের কংসের অনুমতি অনুসারে মথুরা হইতে ব্রজে আগমন। বহির্মুখতার মহাভ্রান্তি বশতঃ তাহারা কেহই কৃষ্ণের স্বরূপৈশ্বর্য্যাদি জানে না বলিয়া তাঁহাকে সামান্য বালক জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রাণ নাশের সঙ্কল্প লইয়া ব্রজে আসিয়া জ্বলন্ত অনলে পতঙ্গের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রলম্বাসুরও এই প্রকার কংসের অনুমতি লইয়া কৃষ্ণের প্রাণনাশ করিবার জন্যই বৃন্দাবনে আসিয়াছিল।

শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে—"অঘাসুরাদি মহাবলপরাক্রান্ত অসুরগণ কৃষ্ণহস্তে বিনিষ্ট হওয়ার পর কিছুদিন গত হইলে একদিন প্রাতঃকালে ভোজরাজ কংস, সাশ্রুভাবে আসিয়া পূর্ব্বপূর্ব্ব অসুরগণের বিনাশচিন্তায় ম্রিয়মাণ হইয়া অবস্থান করিতেছে এমন সময়ে প্রলম্ব নামক একজন অসুর কংস সমীপে উপস্থিত হইয়া কংসকে জিজ্ঞাসা করিল—মহারাজ! আপনার এইরূপ প্রবল পরিবেদনা হইবার কারণ কি?

কংস বলিল—তাহা কি তুমি জান না? অঘ, বক, প্রভৃতি মহাবলশালী অসুরগণ আমার সর্ব্বদা আনুকূল্য করিত, তাহারা সকলেই বিনষ্ট হইয়াছে।

প্রলম্ব বলিল—মহারাজ! যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, আপনি এক্ষণে এই অভাবের জন্য আমাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করুন। এই কথা শুনিয়া কংস কিছুক্ষণ বিরস বদনে মৌন হইয়া রহিল। তাহা দেখিয়া প্রলম্ব বলিল—আপনি এরূপ বিরস বদন হইতেছেন কেন? কংস তখন বিরস বদনেই একটু হাস্য করিয়া মনে মনে ভাবিল যে—প্রলম্বাসুরও দেখিতেছি সেই জ্বলন্ত অনলে পতঙ্গ হইবার জন্য উৎসুক হইয়াছে। তাহার পর সে প্রলম্বাসুরকে বলিল—প্রলম্ব! তুমিও কি সেই জ্বলন্ত অনলে পতঙ্গের মত আত্মাহুতি প্রদান করিবে?

এই কথা শুনিয়া প্রলম্বাসুর সক্রোধে বলিল—সর্ব্বাশঙ্কী কালের জ্বালায় সকলেই দগ্ধ হইয়া থাকে, কালের মহিমায় হিমালয় পর্ব্বত দগ্ধ হইতে পারে এবং হিমালয় শিখরবর্ত্তি সরসী তড়াগাদিও বিশুষ্ক হইতে পারে। অতএব মহারাজ! যে কালের প্রেরণায় অঘ, বক প্রভৃতি মহাবলপরাক্রান্ত অসুরগণ অকালে কালগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাতে কি সামান্য এক গোপবালক বিনষ্ট হইতে পারে না? প্রলম্বাসুরের এইসক্রোধ এবং সগর্ব্ব বচন শুনিয়া কংস বলিল, আচ্ছা, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই কর।

এইরূপে কংসের নিকট হইতে সগর্ব্বে বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রলম্বাসুর আকাশপথে শ্রীবৃন্দাবনে আসিল এবং আকাশপথ হইতে বনভূমিতে অসংখ্য গোপবালকসহ বিচিত্র ক্রীড়াপরায়ণ ব্রজরাজনন্দনকে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল—ঐ যে সুকুমার শ্যামলকান্তি বালকটি নানাবিধ ক্রীড়াকৌশল ও অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি দ্বারা সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে এবং সকলে তাহার অনুগত ভাবে তাহারই আনন্দ বর্দ্ধনার্থ নানাপ্রকার চেষ্টা করিতেছে, ঐ বালকই ভোজরাজের মহাশত্রু বলিয়া মনে হয়, উহার নিকটে যে কুন্দধবল কান্তি বিশিষ্ট আর একটি বালক, সকলের নায়ক হইয়া সম্মানে বিবিধ কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছে, ঐ বালকই বোধ হয় সকলের

অগ্রজ। ইহারা দুই জনে মিলিয়া কংসপ্রেরিত অনেক অসুরের প্রাণনাশ করিয়াছে কিন্তু আজ আমার হাতে আর ইহাদের নিস্তার নাই। তবে এই দুইটি সুকোমলাঙ্গ বালককে বধ করিয়া আমার পর্ব্বত চূর্ণ করিতে সমর্থ হস্তদ্বয়কে কলুষিত না করিয়া ইহাদিগকে জীবিতাবস্থাতেই কংসের নিকট লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করাই ভাল। কিন্তু আমি যদি আমার নিজ মূর্ত্তিতে ইহাদের নিকটে উপস্থিত হই, তাহা হইলে ইহারা সকলেই আমার ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিবে। আর আমি যদি গোপবালকের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ইহাদের সঙ্গে মিলিত হই, তাহা হইলে ইহারা কেহই আমাকে চিনিতে পারিবে না এবং আমি যদি কৌশলক্রমে ক্রীড়াচ্ছলে ইহাদের দুই ভাইকে দুই স্কন্ধে ধারণ করিয়া মথুরাভিমুখে প্রস্থান করি, তাহা হইলে অনায়াসে আমার কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

বহির্ম্মুখশিরোমণি প্রলম্বাসুর তাহার বহির্ম্মুখতা প্রসূত অজ্ঞতার বশবর্ত্তী হইয়া মনে মনে এইপ্রকার মন্ত্রণা করিয়া তৎক্ষণাৎ গোপবালক রূপধারণ করিল এবং কৃষ্ণের সহিত বিবিধ ক্রীড়ারসমত্ত গোপবালকগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেও নানাবিধ ক্রীড়াকৌশল দেখাইতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণবলরামের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। (যদিও শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ এবং কৃষ্ণপার্ষদ গোপবালকগণের বেশ ধারণ করা অসুরের সাধ্যযত্ত নহে, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তিই প্রলম্বাসুরকে গোপবালকের বেশে সাজাইয়া কৃষ্ণনিকটে উপস্থিত করিলেন এবং তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের লীলাসৌষ্ঠব সম্পাদন হইল।) গোপবালকরূপী প্রলম্বাসুর, গোপবালকগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া তাহাদেরই মত নানাভাবে এমন বিচিত্র ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল যে, তাহাকে দেখিয়া কেহ কোনরূপ সন্দেহ করিতে পারিল না এবং সকলেই বিশ্বস্তভাবে তাহাকে লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণের সখ্যপ্রেমরসে মুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া নিজের স্বরূপৈশ্বর্য্যাদি ভুলিয়া গোপবালকগণের সঙ্গে তাহাদের মত ক্রীড়ারসে মত্ত ছিলেন। তাঁহার এই ক্রীড়ারসমত্ততা দেখিলে কেহই তাঁহাকে সর্ব্বেশ্বর বলিয়া ধারণা করিতে পারে না এবং তাঁহারও তাহা মনে আছে কিনা বলা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া প্রলম্বাসুর তাঁহার দৃষ্টিকে বঞ্চনা করিতে পারিল না। যদিও প্রলম্বাসুরের আকৃতি, প্রকৃতি এবং বেশ-বিন্যাস দেখিলে কাহারও তাহাকে অসুর বলিয়া সন্দেহ হয় না, তথাপি অসুরনাশন কৃষ্ণের দৃষ্টিতে সে ধরা পড়িয়া গেল। শ্রীভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও গোপবালকগণের সখ্যপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া অজ্ঞের মত তাহাদের সঙ্গে ক্রীড়া করেন বটে, কিন্তু অসুরমারণাদি লীলার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে তাঁহার গোপবালকোচিত অজ্ঞতার অন্তরাল হইতে সর্ব্বজ্ঞতা শক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। প্রলম্বাসুরের আগমনেও শ্রীভগবানের সেইভাবে সর্ব্বজ্ঞতাশক্তির বিকাশে তিনি মুগ্ধ গোপশিশুলীলা করিতে করিতেই প্রলম্বাসুরের সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন এবং তাহার প্রতীকার করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

যদিও শ্রীভগবানের ইচ্ছামাত্রেই প্রলম্বাসুর বিনষ্ট কিংবা দূরীভূত হইতে পারিত, তথাপি নিত্য নব নব লীলাবিলাসপরায়ণ শ্রীভগবান্ লীলাভঙ্গিতে তাহাকে বিনাশ করিবেন এবং তাহাতে তাঁহার গোপবালকগণসহ লীলারসাস্বাদনের কোন প্রকার ব্যাঘাত হইবে না, এইভাবে সমস্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রলম্বাসুরকে চিনিতে পারিয়াও তিনি কিছু বলিলেন না, বরঞ্চ তাহাকে গোপবালকের দলভুক্ত করিয়া লইয়া তাহার সঙ্গে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুক্ষণ ক্রীড়া করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন যে, এইবার এই অসুরাধমের দুষ্টতার প্রতিফল প্রদান করা কর্ত্তব্য। তখন তিনি গোপবালকগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে মিত্রগণ! এস, আমরা এক নূতন খেলা

অবিষহ্যং মন্যমানঃ কৃষ্ণং দানবপুঙ্গবঃ। বহন্ দ্রুততরং প্রাগাদবরোহণতঃ পরম্ ॥ ২৫

খেলি। কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া সমস্ত গোপবালকগণ তাহাদের আবদ্ধ ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের নিকট ছুটিয়া আসিল, তখন কৃষ্ণ তাহাদের বলিলেন যে, আমরা সকলে দুই দুই জন করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ক্রীড়া করিব। এই ক্রীড়ায় যে পরাজিত হইবে সে বিজেতাকে স্কন্ধে বহন করিবে। কৃষ্ণের এই কথায় সমস্ত গোপবালক-গণ পরমানন্দে 'আবা' 'আবা' রব করিয়া উঠিল এবং সকলেই দুই দুইজন মিলিয়া কৃষ্ণ-কথিত সেই অভিনব খেলা খেলিবার জন্য উৎসুক হইয়া পড়িল।

তখন সমস্ত গোপবালকগণের সম্মতিক্রমে বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ দুই দলের অধিনায়ক হইলেন এবং গোপবালকগণ কেহ বা বলদেবের পক্ষ এবং কেহ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ অবলম্বন করিল। এই ভাবে দুই দলে বিভক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব এবং গোপবালকগণ দুই দুই জনে খেলা আরম্ভ করিলেন। প্রলম্বাসুরও গোপবালকের সঙ্গে মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দলভুক্ত হইল এবং যথাযোগ্যভাবে ক্রীড়া করিতে লাগিল।

হরিণাক্রীডনং নাম বালক্রীডনকং ততঃ। ক্রীড়ন্তো হি তে সর্ব্বে দ্বৌ দ্বৌ যুগপদুৎপতন্ ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে যে—শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব ও গোপবালকগণ মিলিত হইয়া দুই দুই জনে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে "হরিণাক্রীডন" নামক ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন এবং সকলেই সেই ক্রীড়ার নিয়মানুসারে হরিণের মত দ্রুতগমন প্রভৃতি করিতে লাগিলেন ও তাহাতে যিনি পরাজিত হইলেন, তিনি বিজেতাকে স্কন্ধে বহন করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব তাঁহাদের পক্ষাবলম্বী গোপবালকগণসহ পরমানন্দে এই প্রকার "কাঁধে চড়াচড়ি" খেলায় মত্ত হইলেন। এই খেলায় তাঁহাদের নিয়ম হইল যে, যাহারা খেলায় হারিবে, তাহারা বিজেতাকে স্কন্ধে করিয়া ভাণ্ডীর নামক বটবৃক্ষতল পর্য্যন্ত গমন করিবে এবং সেখান হইতে পূর্ব্বক্রীড়াস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। ভাণ্ডীরবটই তাঁহাদের অবরোহণ স্থানরূপে নির্ণীত হইল।

এইরূপে কিছুক্ষণ ক্রীড়া করিতে করিতে বলদেব ও তাঁহার পক্ষাবলম্বী শ্রীদাম ও বৃষভ প্রভৃতি গোপবালকগণ জয়লাভ করিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার পক্ষাবলম্বী গোপবালকগণ পরাজিত হইয়া তাঁহাদের স্কন্ধে করিয়া ভাণ্ডীর বট পর্য্যন্ত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই খেলায় পরাজিত হইয়া সর্ব্বেশ্বর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদাম নামক গোপবালককে স্কন্ধে করিলেন, ভদ্রসেন নামক গোপবালক বৃষভ নামক গোপবালককে এবং গোপবালকরূপী 'প্রলম্বাসুর' বলদেবকে স্কন্ধে করিল। এইরূপে অন্যান্য পরাজিত গোপবালকগণও বিজেতা গোপবালকগণকে স্কন্ধে করিলে, এইভাবে সকলেই সেই ক্রীড়াস্থান হইতে ধীরে ধীরে ভাণ্ডীরবটের দিকে অগ্রসর হইল ॥ ১৭—২৪

অন্বয়ঃ।—দানবপুঙ্গবঃ ( বলাদিনা দৈত্যানাং শ্রেষ্ঠঃ প্রলম্বঃ ) শ্রীকৃষ্ণং ( তৃণাবর্ত্তাদিমারকং শ্রীব্রজরাজ-নন্দনং ) অবিষহ্যং ( দৈত্যকুলৈরপরাজেয়ং ) মন্যমানঃ বহন্ ( শ্রীবলদেবং স্কন্ধে বহন্ ) দ্রুততরং ( শীঘ্রগত্যা ) অবরোহণতঃ ( অবরুহ্যতে অস্মিন্নিতি অবরোহণং মর্য্যাদাস্থলং ) [ ততঃ পরং দূরং ] প্রাগাৎ ( শ্রীকৃষ্ণদৃষ্টিবঞ্চনায় তত্র গতবান্ ) ॥ ২৫

মূলানুবাদ।—দানবশ্রেষ্ঠ প্রলম্ব, শ্রীকৃষ্ণকে অপরাজেয় মনে করিয়া, বলদেবকে স্কন্ধে ধারণ করিয়াই দ্রুতবেগে অবরোহণস্থান হইতে দূরে চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিল ॥ ২৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—ননু তথাপি কংসস্য মুখ্যারিং শ্রীকৃষ্ণং হর্ত্তুং কথময়ং নাচেষ্টত ইত্যাহ অবিষহ্যমিতি। শ্রীরামদ্বারা মারয়িতুং শ্রীকৃষ্ণেন তত্তেজ আবৃত্য স্বতেজসা আবিষ্কৃতেঃ। অতএব কৃষ্ণপক্ষীয়ো ভূত্বা বলদেবং বহন্ সন্

তমুদ্বহন্ ধরণিধরেন্দ্রগৌরবং মহাসুরো বিগতরযো নিজং বপুঃ।
স আস্থিতঃ পুরটপরিচ্ছদো বভৌ তড়িদ্দ্যুমানুড়ুপতিবাড়িবাম্বুদঃ॥ ২৬
নিরীক্ষ্য তদ্বপুরলমম্বরে চরৎ প্রদীপ্তদৃগ্ ভ্রুকুটিতটোগ্রদংষ্ট্রকম্।
জ্বলচ্ছিখং কটককিরীটকুণ্ডলত্বিষাদ্ভুতং হলধর ঈষদত্রসৎ॥ ২৭

বতো দানবেষু পুঙ্গবঃ বলাদিনাতিশ্রেষ্ঠঃ। অবরোহণতঃ ভাণ্ডীরস্কন্ধাৎ। তথাচ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে। তে বাহযন্তস্তোঽন্যং ভাণ্ডীরস্কন্ধমেত্য বৈ। পুনর্নিবর্ত্তিতাঃ সর্ব্বে যে যে পূর্ব্বং পরাজিতাঃ॥ সঙ্কর্ষণন্তু স্কন্ধেন শীঘ্রমুৎক্ষিপ্য দানবঃ। ন তস্থৌ প্রজগামৈব ইব বারিদ ইতি॥ ২৫

**অন্বয়ঃ।**—ধরণিধরেন্দ্রগৌরবং (ধরণিধরেন্দ্রঃ পর্ব্বতানাং শ্রেষ্ঠঃ সুমেরুপর্ব্বতঃ ততোঽপি গৌরবং ভারো যস্য তং সুমেরুতোঽপিগুরুভারশালিনং) তং (শ্রীবলদেবং) উদ্বহন্ (স্কন্ধে) বিগতরয়ঃ (গুরুভারবহনেনৈব স্থগিত-বেগঃ সন্) নিজং বপুঃ (আসুরশরীরং) আস্থিতঃ (প্রকাশযন্) পুরটপরিচ্ছদঃ (স্বর্ণালঙ্কার পরিশোভিতকলেবরঃ) সঃ মহাসুরঃ (প্রলম্বঃ) তড়িদ্দ্যুমান্ (বিদ্যুদ্দ্যুতিমান্) উড়ুপতিবাট্ (উড়ুপতিশ্চন্দ্রস্তং বহতীতি তথা) অম্বুদ ইব (মেঘবৎ) বভৌ (শুশুভে)॥ ২৬

**মূলানুবাদ।**—সুমেরু পর্ব্বত অপেক্ষাও গুরুভারসমন্বিত বলদেবকে বহন করিতে গিয়া প্রলম্বাসুরের গতি স্থগিত হইয়া গেল এবং সে তখন নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল। তাহার স্বর্ণালঙ্কার পরিশোভিত মূর্ত্তি দেখিলে বিদ্যুৎপ্রভামণ্ডিত এবং পূর্ণ শশধর শোভিত মেঘ বলিয়া ভ্রম হয়॥ ২৬

**শ্রীধরটীকা।**—কৃষ্ণদৃষ্টিবঞ্চনায অবরুহ্যতেঽস্মিন্ ইত্যেবরোহণং মর্য্যাদা ততঃ পরং দূরমগাৎ॥ ২৫॥ ধরণি-ধরেন্দ্রবদ্গৌরবং যস্য তং। নিজমাসুরং বপুরাস্থিতঃ। পুরটপরিচ্ছদঃ সুবর্ণালঙ্কারঃ। তড়িদ্দ্যুমান্ বিদ্যুদ্দীপ্তিমানিত্য-লঙ্কারোপমা। উড়ুপতিবাড়িতি বামোপমা। উড়ুপতিং বহতীত্যুড়ুপতিবাট্। যদি যথোচিতস্থানেষু স্থিতা বিদ্যুতে ভবন্তি উপরি চোড়ুপতিস্তদা সোঽম্বুদো যথা ভাতি তদ্বদ্বভাবিত্যর্থঃ॥ ২৬

**অন্বয়ঃ।**—হলধর (শ্রীবলদেবঃ) অলং (অতিবেগেন) অম্বরেচরৎ (আকাশমার্গেণ গচ্ছৎ) প্রদীপ্তদৃক্ (জ্বলিতপাবকতুল্যনয়নং) ভ্রুকুটিতটোগ্রদংষ্ট্রকং (ভ্রুকুটিতসংলগ্না উগ্রা দংষ্ট্রা যস্মিন্ তৎ) জ্বলচ্ছিখং (জ্বলন্ত্যঃ শিখাঃ কেশাঃ যস্মিন তৎ) কটককিরীটকুণ্ডলত্বিবা (বলযকিরীটকুণ্ডলাদীনাং কান্ত্যা) অদ্ভুতং (পরমাশ্চর্য্যং) তৎ বপুঃ (প্রলম্বশরীরং) নিরীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) ঈষৎ অত্রসৎ (ভীতো বভূব)॥ ২৭

**মূলানুবাদ।**—সেই প্রলয়বেগে আকাশগমনশীল, প্রদীপ্তনয়ন, ভ্রুকুটিতটলগ্নদশনসমন্বিত, অগ্নিবর্ণকেশ বিশিষ্ট কটককিরীট কুণ্ডলাদিচ্ছটায় সমুদ্ভাসিত, প্রলম্বাসুরের বিরাট্ দেহ দেখিয়া বলদেব, প্রথমতঃ কিছু ভীত হইয়া পড়িলেন॥ ২৭

**শ্রীধরটীকা**—। অলমতিবেগেন প্রদীপ্তে দৃশৌ যস্মিন্ বপুষি তৎ। ভ্রুকুটিতটসংলগ্না উগ্রদংষ্ট্রা যস্মিংস্তৎ প্রদীপ্তদৃক্ ভ্রুকুটিতটং যস্মিন্, উগ্রা দংষ্ট্রা যস্মিংস্তচ্চ তচ্চেতি বা। জ্বলন্ত্য শিখাঃ কেশা যস্মিংস্তৎ॥ ২৭

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—ধরণিধরেন্দ্রঃ সুমেরুস্তস্মাদপি গৌরবং ভারো যস্য। সীমাতিক্রমে জাতে বিহস্য বিস্মিত্য বিশঙ্ক্য চ ক্রমেণ ভারাতিরেকপ্রকটনাৎ উৎ উচ্চৈঃ স্কন্ধে বহন্নিত্যর্থঃ। স মহাসুরোঽপি অতএব নিজমাসুরং বপুরাস্থিতঃ। তথাচ তত্রৈব। অসহন্ রৌহিণেযস্য স ভারং দানবোত্তমঃ। ববৃধে স্বমহাকায়াঃ প্রবৃষীব বলাহক ইতি॥ ২৬॥ ঈষদত্রসৎ বাল্যক্রীড়াবেশেনেতি পূর্ব্বপূর্ব্ববৎ॥ ২৭

অথাগতস্মৃতিরভয়ো রিপুং বলো বিহায়সার্থমিব হরন্তমাত্মনঃ ।
রুষাহনচ্ছিরসি দৃঢ়েন মুষ্টিনা সুরাধিপো গিরিমিব বজ্ররংহসা ॥ ২৮

স আহতঃ সপদি বিশীর্ণমস্তকো মুখাদ্বমন্ রুধিরমপস্মৃতোঽসুরঃ ।
মহারবং ব্যসুরপতৎ সমীরয়ন্ গিরির্যথা মঘবত আয়ুধাহতঃ ॥ ২৯

দৃষ্ট্বা প্রলম্বং নিহতং বলেন বলশালিনা । গোপাঃ সুবিস্মিতা আসন্ সাধু সাধ্বিতিবাদিনঃ ॥ ৩০
আশিষোঽভিগৃণন্তস্তং প্রশশংসুস্তদর্হণম্ । প্রেত্যাগতমিবালিঙ্গ্য প্রেমবিহ্বলচেতসঃ ॥ ৩১

**অন্বয়ঃ ।**—অথ ( অনন্তরমেব ) আগতস্মৃতিঃ ( আগতা স্মৃতিঃ দৈত্যবধার্থং নিজাবতারপ্রয়োজনস্মরণং যস্য সঃ ) বলঃ (শ্রীবলদেবঃ, অভয়ঃ (নির্ভয়ঃ সন্) বিহায়সা ( আকাশমার্গেণ ) আত্মনঃ অর্থমিব ( প্রাপ্তমর্থমিব) হরন্তং ( আত্মানং হরন্তং ) রিপুং ( শত্রুং প্রলম্বাসুরং ) রুষা ( ক্রোধেন ) সুরাধিপঃ ( দেবরাজঃ ) গিরিং ( পর্ব্বতম্ ইব ) বজ্ররংহসা ( বজ্রবেগেন ) দৃঢ়েন মুষ্টিনা ( মুষ্ট্যাঘাতেন ) শিরসি ( প্রলম্বস্য মস্তকে ) অহনৎ ( তাড়য়ামাস ) ॥ ২৮

**মূলানুবাদ ।**—তাহার পর বলদেব, নিজের স্বরূপস্মৃতিতে নির্ভয় হইলেন এবং বহুলব্ধ অর্থের ন্যায় তাঁহাকে লইয়া আকাশপথে প্রস্থানে উদ্যত অসুরের মস্তকে, ইন্দ্র যেমন পর্ব্বতের উপরে বজ্রপাত করিয়াছিলেন, সেইরূপ বজ্রবেগে ও সবলে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন ॥ ২৮

**অন্বয়ঃ ।**—সঃ ( প্রলম্বাসুরঃ ) আহতঃ ( বলদেবস্য মুষ্টিতাড়িতঃ সন্ ) সপদি ( তৎক্ষণাদেব ) বিশীর্ণমস্তকঃ ( ভগ্নশিরাঃ ) মুখাৎ রুধিরং বমন্ মহারবং ( ঘোরনিনাদং ) সমীরয়ন্ ( কুর্ব্বন্ ) অপস্মৃতঃ ( হতচেতনঃ ) ব্যসুঃ ( বিগতপ্রাণশ্চ সন্ মঘবতঃ ( দেবরাজস্য ) আয়ুধাহতঃ ( বজ্রাহতঃ ) গিরিঃ যথা ( পর্ব্বত ইব ) অপতৎ (ভূমৌ নিপপাত ) ॥ ২৯

**মূলানুবাদ ।**—বলদেবের মুষ্টিপ্রহারে প্রলম্বাসুরের মস্তক বিদীর্ণ হইয়া গেল। তখন সে আর্ত্তনাদ ও রুধির বমন করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল এবং ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে চূর্ণিত গিরিশৃঙ্গের ন্যায় ভূমিতে নিপতিত হইল ॥ ২৯

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ।**—অথানন্তরমিতি—কিমপং মানুষো ভাবো ব্যক্তমেবাবলম্ব্যতে । সর্ব্বাত্মন্ সর্ব্বগুহ্যানাং গুহ্যগুহ্যাত্মনা স্থয়েত্যাদিকাৎ শ্রীবিষ্ণুপুরাণাদ্যুক্তাত্তং প্রতি শ্রীকৃষ্ণস্য বচনাৎ সদ্য এবাগতাস্মৃতির্দৈত্যবধার্থনিজাবতার প্রয়োজনস্মরণং যস্য সঃ । বলো মুষ্টিনা রিপুমহনৎ অহন্ । কঃ কেন কমিব সুরাধিপো বজ্ররংহসা গিরিমিব ॥ ২৮ ॥ অপস্মৃত ইতি অপারবর্য্যাধিনেবাতিব্যাকুলঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ২৯

**অন্বয়ঃ ।**—বলশালিনা ( মহাবলেন ) বলেন ( বলদেবেন ) নিহতং ( মারিতং ) প্রলম্বং ( প্রলম্বনামকং মহাসুরং ) দৃষ্ট্বা ( দূরতোঽবলোক্য , গোপাঃ ( শ্রীদামসুবলাদয়ো গোপবালকাঃ ) সুবিস্মিতাঃ ( পরমবিস্ময়াপন্নাঃ ) সাধু সাধু ইতি বাদিনঃ আসন্ ॥ ৩০

**মূলানুবাদ ।**—মহাবলশালী বলদেব এই প্রকারে প্রলম্বাসুরকে নিধন করিলেন দেখিয়া; গোপবালকগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইল এবং সকলেই তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল ॥ ৩০

**অন্বয়ঃ ।**—প্রেত্য পরলোকং গত্বা আগতমিব ( পুনরাগতমিব ) তং ( বলদেবং ) আলিঙ্গ্য প্রেমবিহ্বলচেতসঃ ( প্রেমভাবাক্রান্তহৃদয়াঃ গোপবালকাঃ ) আশিষঃ ( ইত্থং চিরং সানুজঃ সুখং বিহরন্ অস্মান্ পাহীত্যাদি-প্রকারমাশীর্ব্বচনং ) অভিগৃণন্তঃ ( প্রযুঞ্জানাঃ ) তদর্হণং ( প্রশংসার্হং বলদেবং ) প্রশশংসুঃ ॥ ৩১

পাপে প্রলম্বে নিহতে দেবাঃ পরমনির্বৃতাঃ। অভ্যবর্ষন্ বলং মাল্যৈঃ শশংসুঃ সাধুসাধ্বিতি ॥৩২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে দাবাগ্নিমোচনং প্রলম্ববধোনামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

**মূলানুবাদ।**—গোপবালকগণ বলদেবকে মৃত্যুমুখ হইতে প্রত্যাগত মনে করিয়া পরমানন্দে অধীর হইল এবং সকলেই তাঁহাকে আলিঙ্গন, আশীর্ব্বাদ ও প্রসংশা করিতে লাগিল ॥ ১৩

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—বলশালিনেতি তৎপ্রভৃতিবলবিশেষাভিব্যক্তেঃ। তথাচ শ্রীহরিবংশে। বলস্তু বলদেবস্য তদা ভুবি জনা বিদুঃ। প্রলম্বে নিহতে দৈত্যে দেবৈরপি দুরাসদ ইতি। সুবিস্মিতাঃ সন্তঃ তৎকপট-গোপবেশাদিনা ॥ ॥ ৩০ ॥ আশিষ ইত্থং চিরং সানুজঃ সুখং বিহরন্নস্মান্ পাহিত্যাদিপ্রকারাঃ। অভি অভিতঃ তত্র সর্ব্বত্রৈব হেতুঃ প্রেমেতি ॥ ৩১

**অন্বয়ঃ।**—পাপে (পরমদুষ্টে জগদুপদ্রাবকে প্রবলম্বে নিহতে (বলদেবেন মারিতে সতি) পরমনির্বৃতাঃ (পরমহৃষ্টাঃ) দেবা মাল্যৈঃ অভ্যবর্ষন্ সাধু সাধু ইতি শশংসুঃ (প্রশংসা চক্রুঃ) ॥ ৩২

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতে
শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে দশমস্কন্ধস্য অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

**মূলানুবাদ।**—মহাদুষ্ট প্রলম্বাসুর নিহত হইলে দেবগণ পরমানন্দ লাভ করিলেন এবং সকলে বলদেবের উদ্দেশ্যে পুষ্প বর্ষণ ও সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ৩২

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব
শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতমূলানুবাদে দশমস্কন্ধে অষ্টাদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৮

**শ্রীধরটীকা।**—আগতস্মৃতিরভয় ইবাত্মনঃ সার্থং গোপসমূহং বিহায় হরন্তং রিপুমহনৎ। যদ্বা বিহায়সা আকাশমার্গেণ আত্মনঃ প্রাপ্তমর্থমিব হরন্তমিতি। বজ্ররংহসা বজ্রবেগেন মুষ্টিনা ॥ ২৮ ॥ অপস্মৃতো গতস্মৃতিঃ। মহারবং সমীরয়ন্ ॥ ২৯।৩০ ॥ তদর্হণং প্রশংসার্হম্ ॥ ৩১।৩২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—ন কেবলং ত এব সন্তুষ্টা বভূবুঃ, দেবা অপি পরমানন্দং প্রাপ্তা ইত্যাহ পাপ ইতি। পরমদুষ্টে জগদুপদ্রাবক ইত্যর্থঃ। নিতরাং হতে অপুনরাবৃত্তিমুক্তিপ্রাপ্তেঃ। তথাচ দ্বিতীয়স্কন্ধে। যে চ প্রলম্ব-খর-দর্দুরকেশ্যরিষ্ট-মল্লেভ-কংসযবনাঃ কুজপৌণ্ড্রকাদ্যাঃ। অন্যে চ শাল্ব-কপিবল্বলদন্তবক্রসপ্তোক্ষ-সম্বর-বিদূরথরুক্মিমুখ্যাঃ। যে বা মৃধে সমিতিশালিন আত্তচাপাঃ কাম্বোজমৎস্যকুরুসৃঞ্জয়-কেকয়াদ্যাঃ॥ যাস্যন্ত্যদর্শনমলং বলপার্থভীমব্যাজাহ্বয়েন হরিণা নিলয়ং তদীয়মিতি। অত্র কেচিদমলদর্শনা ব্রহ্মসাযুজ্যাদি কেচিত্তন্নিলয়মিতি বিবেচনীয়ম্ ॥ ৩২

॥*॥ ইতিশ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাং দশমটিপ্পন্যাম্ অষ্টাদশ ॥*॥

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব দুই জনে অধিনায়ক হইয়া যখন সমস্ত গোপবালকগণকে দুই দলে বিভক্ত করিলেন এবং যে ক্রীড়ায় পরাজিত হইবে সে বিজাতাকে স্কন্ধে করিয়া ভাণ্ডীর বটতল পর্য্যন্ত গিয়া আবার ক্রীড়াস্থলে ফিরিয়া আসিবে, এই নিয়ম করিয়া "বাহ্য বাহক" ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন, তখন গোপবালকরূপধারী প্রলম্বাসুর অত্যন্ত ভীত হইয়া কৃষ্ণেরই দলভুক্ত হইয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বে প্রলম্বাসুর যখন গোপ-বালক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গোপবালকগণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল, তখন নবজলধরবিনিন্দিত শ্যামল অঙ্গকান্তি, প্রদীপ্ত হুতাশনতুল্য নয়নদ্বয় এবং অলোকসামান্য অঙ্গভঙ্গি ও ক্রীড়া

কৌশলাদি দেখিয়া মনে মনে ধারণা করিয়াছিল যে এ বালক সামান্য নহে। যদিও এই বালকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি দেখিলে আপাততঃ নবনীত অপেক্ষাও সুকোমল বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই জানা যায় যে, এই সুকোমলভাব মধ্যে বজ্রাপেক্ষাও যে কঠিনতা আছে, তাহা আমার মত ব্যক্তির পক্ষে অতি দুঃসহ। বিশেষতঃ এই বালকই অঘাসুর, বকাসুর প্রভৃতি মহাবলশালী অসুরগণের প্রাণান্ত করিয়াছে। আমি যদি বলদেবের দলভুক্ত হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে খেলায় পরাজিত হইয়া এই বালককে স্কন্ধে লইয়া মথুরাভিমুখে যাইতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে বোধ হয় আমারও তৃণাবর্ত্তের মত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইবে। অতএব প্রথমতঃ এই বালকের পক্ষভুক্ত হইয়া বলদেবকে স্থানান্তরিত করি, তাহার পর যদি সুযোগ হয়, তাহা হইলে এই বালককেও স্থানান্তরিত করা যাইবে।

এই প্রকার নানাবিধ চিন্তা করিয়া প্রলম্বাসুর অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই জন্য সে শ্রীকৃষ্ণের দলভুক্ত হইয়া খেলা আরম্ভ করিল এবং বলদেবকে স্কন্ধে লইয়া স্থানান্তরিত হইবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাহার পর যখন শ্রীকৃষ্ণ ও তাহার দলভুক্ত গোপবালকগণ বলদেব ও তাঁহার দলভুক্ত গোপবালকগণের সহিত খেলায় পরাজিত হইয়া তাঁহাদিগকে স্কন্ধে করিয়া ভাণ্ডীর বটতলে যাইতে প্রস্তুত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের দলভুক্ত গোপী বালকরূপী প্রলম্বাসুর অগ্রসর হইয়া বলদেবকে স্কন্ধে করিল এবং সকলে মিলিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ধীরে ধীরে ভাণ্ডীর বটের দিকে অগ্রসর হইল।

এইরূপ ক্রমে ক্রমে শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব ও সমস্ত গোপবালকগণ ভাণ্ডীরবট নিম্নস্থ অবরোহণ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রীড়ায় পরাজিত গোপবালকগণের বিজেতাকে স্কন্ধে করিয়া ভাণ্ডারীবট নিম্নস্থ কোনও নির্দিষ্ট স্থান পর্য্যন্ত যাওয়ার নিয়ম ছিল এবং সেই স্থানেই তাঁহাদের অবরোহণ স্থান। অবরোহণ স্থানে উপস্থিত হইয়া সকলেই আবার প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পূর্ব্ব ক্রীড়াস্থানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু প্রলম্বাসুর বলদেবকে স্কন্ধে করিয়া অবরোহণ স্থান হইতে প্রত্যাবৃত্ত না হইয়া ক্রমশঃ দ্রুতগতিতে আরও অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল।

তে বাহয়ন্তশ্চান্যোন্যং ভাণ্ডীরস্কন্ধমেত্য বৈ। পুনর্নিবর্ত্তিতাঃ সর্ব্বে যে যে পূর্ব্বং পরাজিতাঃ ॥

সঙ্কর্ষণং তু স্কন্ধেন শীঘ্রমুৎক্ষিপ্য দানবঃ। ন তস্থৌ প্রজগামৈব সচন্দ্র ইব বারিদঃ ॥ (শ্রীবিষ্ণুপুরাণং)

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে যে—শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব ও গোপবালকগণ কেহবা কাহারও স্কন্ধে চড়িয়া কেহ বা কাহাকেও স্কন্ধে করিয়া ভাণ্ডীর বট নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ক্রীড়ায় পরাজিত গোপবালকগণ বিজেতাকে স্কন্ধে করিয়া আবার সেইখান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কিন্তু প্রলম্বাসুর বলদেবকে স্কন্ধে করিয়া অবরোহণস্থানে গিয়া ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া বর্ষাকালীন সচন্দ্র মেঘের ন্যায় দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল।

বলদেব, লম্বাসুরকে গোপবালক মনে করিয়া নিশ্চিন্তভাবে তাহার স্কন্ধের উপর বসিয়া আছেন, প্রলম্বাসুরও তাহার বক্ষদেশোপরি লম্বিত বলদেবের পদযুগল দুই হস্তে বেষ্টন করিয়া এমন ভাবে ধরিয়া আছে যে বলদেব ইচ্ছা করিলেই তাহার স্কন্ধ হইতে অবতরণ করিতে না পারেন। প্রলম্বাসুর এইভাবে ববদেবকে নিজের আয়ত্তাধীন রাখিয়া ক্রমে ক্রমে মথুরার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

এই জন্য সে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে ভাণ্ডীর বট পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে গমন করিয়াছিল। তাহার পর ভাণ্ডীরবট নিম্নস্থ অবরোহণ স্থানে উপস্থিত হইয়া যখন শ্রীকৃষ্ণ ও পরাজিত গোপবালকগণ বিজেতাকে স্কন্ধে করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল, তখন প্রলম্বাসুর বলদেবকে স্কন্ধে করিয়া সকলের পশ্চাদ্ভাগে রহিল এবং প্রত্যাগত না হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য গোপবালকগণ ভাণ্ডীরবটনিম্নস্থ অবরোহন স্থানে আসিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন ও পূর্ব্ব-ক্রীড়াস্থানাভিমুখে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু গোপবালকরূপী প্রলম্বাসুর, বলদেবকে স্কন্ধে লইয়া অবরোহণ সীমা অতিক্রমপূর্ব্বক মথুরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল দেখিয়া বলদেব প্রথমতঃ মনে করিলেন, একি! এই গোপবালক কি জানে না যে আমাদেব ভাণ্ডীরবট পর্য্যন্তই সীমা নির্দেশ করা হইয়াছে। তাহার পর দেখিতে দেখিতে প্রলম্বাসুব দ্রুত হইতে দ্রুততর গতিতে অগ্রসব হইতে লাগিল দেখিয়া বলদেব তাহাকে ফিরাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে সেদিকে ভ্রূক্ষেপও না কবিয়া আপন মনে অগ্রসব হইতে লাগিল।

এইরূপে, কৃষ্ণ ও বলদেব দুইজনে পবস্পর বিপবীত দিকে যাওয়ায় ক্রমশ তাঁহারা পরস্পর বহুদূরবর্ত্তী হইয়া পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও গোপবালকগণ কেহই নিকটে নাই, অথচ তিনি একজন গোপবালকেব স্কন্ধে চড়িয়া কোথায় যেন যাইতেছেন, তাঁহার বহু বারণ সত্ত্বেও সেই গোপবালক প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে না, বরং আবও দ্রুত-বেগে অগ্রসর হইতেছে, এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া বলদেব তখন বিশেষ ভাবে সন্দিহান ও বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং সেই গোপবালকের স্কন্ধ হইতে অবতারণ করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। কিন্তু সেই গোপ-বালকেব বক্ষঃস্থলেব দুই পার্শ্ব দিয়া লম্বিত বলদেবের চরণদ্বয় সে এমনই দৃঢ়ভাবে ধবিয়াছে যে বলদেব তাঁহাব চরণদ্বয়কে তাহাব হস্তবন্ধন হইতে কিছুতেই মুক্ত কবিতে পারিলেন না। বলদেব তখন কি করিবেন তাহা যেন স্থির কবিতে পাবিতেছেন না। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে বলদেবের স্বাভাবিক শক্তি ও কৃষ্ণেব ইচ্ছাপ্রভাবে বলদেবের দেহ সুমেরুপর্ব্বত তুল্য গুরুভার সমন্বিত হইয়া পড়িল এবং গোপবালকরূপী প্রলম্বাসুব তখন তাঁহাকে স্কন্ধে বহন কবিতে অক্ষম হইয়া পড়িল।

বলদেবের দেহভাব দুর্ব্বহ হইয়া পড়িলেও প্রলম্বাসুর তাহাব হিংসাবৃত্তি পরিত্যাগ করিল না, কিংবা বলদেবকে স্কন্ধে লইয়া মথুরায় যাওয়াব সংকল্প হইতে বিচলিত হইল না। সে মনে মনে স্থিব কবিল, যখন কৃষ্ণের নিকট হইতে দূববর্ত্তিস্থানে আসিতে পারিয়াছি, তখন আব কোনই চিন্তা নাই। কিন্তু এই ক্ষুদ্র গোপ-শিশু মূর্ত্তিতে বলদেবকে স্কন্ধে লইয়া মথুবা পর্য্যন্ত যাওয়া সম্ভবপর হইবে না, অতএব এখন নিজমূর্ত্তি প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য—এই কথা মনে করিয়া প্রলম্বাসুর তখন গোপবালকমূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া তাহার স্বভাবভীষণ ও সুবৃহৎ অসুরমূর্ত্তি প্রকাশ করিল।

নানাবিধ সুবর্ণালঙ্কার পরিশোভিত এবং অঞ্জনপর্ব্বত সদৃশ ঘনকৃষ্ণবর্ণ ও প্রকাণ্ড মূর্ত্তিতে বলদেবকে স্কন্ধে ধাবণ কবিয়া যখন প্রলম্বাসুর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতব দ্রুতবেগে মথুরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন তাহাকে দেখিয়া মনে হইল যেন বর্ষাকালীন বায়ুচালিত নিবিড় মেঘরাশি নিম্নভাগে ঘন ঘন বিদ্যুদ্বিকাশ ও উপরিভাগে পূর্ণ শশধর লইয়া দ্রুতবেগে আকাশ পথে চলিয়া যাইতেছে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে—

অসহন্ রোহিণেয়স্তু স ভারং দানবোত্তমঃ।
ববৃধে সুমহাকায়ঃ প্রাবৃষীব বলাহকঃ॥

সেই মহাবলপরাক্রান্ত অসুরপুঙ্গব প্রলম্ব, তাহাব ইচ্ছাধৃত গোপবালকমূর্ত্তিতে সাক্ষাৎ অনন্ত দেবেরও মূল স্থানীয় বলদেবের ভাব বহনে অক্ষম হইয়া, বর্ষাকালীন মেঘ যেমন দেখিতে দেখিতে আকাশব্যাপ্ত হইয়া যায়, সেইরূপ সে-ও দেখিতে দেখিতে প্রকাণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিল।

প্রলম্বাসুর, তাহার নিজমূর্ত্তি ধাবণ করিয়াই ব্রজেব পথ পরিত্যাগ করিয়া আকাশপথে উঠিল এবং শ্যেন-গতিতে মথুরাভিমুখে অগ্রসর হইল। বলদেব অকস্মাৎ প্রলম্বাসুরের সেই ভীষণ প্রকাণ্ড আকৃতি, প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় উগ্রতেজঃসমন্বিত নয়ন, ভ্রূকুটিতটবিলগ্ন উগ্র দন্তপংক্তি, অগ্নিবর্ণ এবং উর্দ্ধপ্রসারিত কেশ-

কলাপ, কটককিরীটাদি সুবর্ণাভরণে সমুজ্জল ঘনকৃষ্ণ বর্ণ প্রভৃতি দেখিয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া পড়িলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণ এবং গোপবালকগণ আপন মনে ভাণ্ডীরবট নিম্নস্থান হইতে তাঁহাদের ক্রীড়াস্থানে যাইতেছিলেন, এমন সময় বলদেবের আর্ত্তকণ্ঠনাদ শ্রবণে সকলেই চকিত ভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং ভীষণাকৃতি প্রলম্বাসুরের স্কন্ধ দেশে বলদেবকে দেখিয়া সকলেই চমকিত হইয়া পড়িলেন।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপবালকগণের সখ্যপ্রেম-ব্যবহারে মুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে নানাবিধ বাল্যক্রীড়াবশবশে মত্ত ছিলেন, প্রলম্বাসুর সেই সময়ে গোপবালকমূর্ত্তিতে, সকলের দৃষ্টি বঞ্চনা করিয়া গোপবালকগণের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল বলিয়া কেহই তাহাকে চিনিতে পারে নাই, কিন্তু তাই বলিয়া সে কৃষ্ণের দৃষ্টি বঞ্চনা করিতে পারে নাই। কৃষ্ণ তাঁহার প্রেমবান্ ভক্তগণের প্রেমবশমত্ত হইয়া যতই মুগ্ধ এবং আত্মহারা হউন না কেন, ভক্তগণের পরমানিষ্টকর অসুরগণের দিকে সর্ব্বদাই তাঁহার তীব্র দৃষ্টি থাকে। কাজেই তিনি, প্রলম্বাসুরের আগমন সময় হইতেই তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলেন এবং বলদেব দ্বারা তাহার বিনাশ সাধন করিবার জন্যই দুইদলে বিভক্ত হইয়া দুই দুই জনে "কাঁধে চড়া চড়ি" খেলা আরম্ভ করিয়াছিলেন। গোপবালকরূপী প্রলম্বাসুর যখন বলদেবকে স্কন্ধে লইয়া ভাণ্ডীরবট-নিম্নস্থ অবরোহণস্থান লঙ্ঘন করিয়া মথুরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, তখন তাহার এই বিপরীত গতি ও অসদভিসন্ধি কাহারও ধারণা না হইলেও কৃষ্ণ তাহা জানিতেন। তাঁহারই অভিন্নবিগ্রহ বলদেবকে শত শত প্রলম্বাসুর মিলিত হইয়াও কোন প্রকারে বিপন্ন করিতে পারিবে না জানিয়াই তিনি গোপবালকগণ সহ পরমানন্দে ক্রীড়াভঙ্গি করিতে করিতে তাঁহাদের ক্রীড়াস্থানাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু বলদেব যখন প্রলম্বাসুরের সেই ভীষণ বিকটমূর্ত্তি দেখিয়া 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, তখন আর কৃষ্ণ, গোপবালকগণের সহিত ক্রীড়ারসে মত্ত থাকিতে পারিলেন না, তখন তিনি বলদেবের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং গগনচারী প্রলম্বাসুরের স্কন্ধস্থিত বলদেবের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ইঙ্গিতে বলিলেন—

কিময়ং মানুষো ভাবো ব্যক্তমেবাবলম্ব্যতে। সর্ব্বাত্মন্ সর্ব্বগুহ্যানাং গুহ্যগুহ্যাত্মনা ত্বয়া॥ (শ্রীবিষ্ণুপুরাণং)

শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে ইঙ্গিতে বলিলেন—তুমি আমারই অভিন্নবিগ্রহ, অতএব সকলের সর্ব্ববিধ তত্ত্ব এবং ভাব তোমার সুবিদিত। তবে কেন এরূপ মানুষ ভাব অবলম্বন করিয়া অজ্ঞ এবং অসমর্থের মত তুচ্ছ প্রলম্বাসুরকে দেখিয়া ভীত হইতেছ?

শ্রীকৃষ্ণের এই ইঙ্গিতে বলদেবের আত্মস্বরূপের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল, তখন তিনি আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয়া সেই দুর্দ্দান্ত প্রলম্বাসুরের মস্তকে সক্রোধে এবং সবেগে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। তাহাতে, দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে যেমন পর্ব্বতশৃঙ্গ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ প্রলম্বাসুরের মস্তকও চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল।

শ্রীবলদেব, শ্রীকৃষ্ণেরই অভিন্নবিগ্রহ মূলসঙ্কর্ষণ। তিনি নানারূপে ও নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের এই পরম মধুর নরলীলায় মূলসঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেব নিজে সকল ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া মুগ্ধ বালকের ন্যায় নানাবিধ ক্রীড়াবিলাস দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন এবং সেইভাবে, সেই রসে আত্মহারা হইয়া আছেন। কাজেই তিনি প্রলম্বাসুরের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারেন নাই এবং তাহার ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া প্রথমতঃ কিছু ভীত হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে যখন তাঁহার বাল্যাভিনিবেশ অপগত হইয়া স্বরূপস্মৃতি প্রকাশ

হইল, তখন আর তাঁহার নিকট প্রলম্বাসুর কোন্ ছার। তখন তিনি ইচ্ছা করিলে মুষ্ট্যাঘাতে ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারেন। যাঁহার অংশাংশ শেষনাগ অবলীলাক্রমে ভূমণ্ডল মস্তকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, সেই মূল সঙ্কর্ষণ-স্বরূপ বলদেবের নিকট কি তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রলম্বাসুর কোনও প্রকার বলবীর্য্যাদি প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়? যাহা হউক, বলদেব যখন প্রলম্বাসুরের মস্তকে সবেগে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন, তখন তাহার মুখ হইতে প্রবল বেগে রুধির ধারা বমন হইতে লাগিল এবং সে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ইন্দ্রবজ্রাহত গিরিশৃঙ্গের ন্যায় আকাশপথ হইতে ভূতলে পতিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল।

গর্গসংহিতা গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে—বলদেবের মুষ্ট্যাঘাতে প্রলম্বাসুরের যখন প্রাণান্ত হইল, তখন তাহার দেহ হইতে দিব্য জ্যোতিঃ নির্গত হইয়া বলদেবের অঙ্গে বিলীন হইয়া গেল—

বিশীর্ণমস্তকো দৈত্যো যথা বজ্রাহতো গিরিঃ। পপাত সহসা ভূমৌ চালয়ন্ বসুধাতলম্॥
তজ্জ্যোতির্নির্গতং দীর্ঘং বলে লীনং বভূব হ।

বলদেবের দৃঢ় মুষ্ট্যাঘাতে প্রলম্বাসুরের মস্তক বিচূর্ণ হইয়া গেল এবং সে বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল ও তাহার প্রকাণ্ড দেহপতনে ভূতল পরিকম্পিত হইয়া উঠিল। তাহার পর তাহার দেহ হইতে সুদীর্ঘ জ্যোতিঃ নির্গত হইয়া বলদেবের অঙ্গে বিলীন হইয়া গেল।

আজন্ম নানাবিধ কুকর্ম্মে রত এবং হিংসাপরায়ণ প্রলম্বাসুর এই প্রকার উত্তমাগতি লাভ করিল বলিয়া তাহার পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্তের অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা হয়। গর্গসংহিতাগ্রন্থেই তাহার পূর্ব্বজন্মের কথাও বর্ণিত আছে—

শিবস্য পূজনার্থং হি যক্ষরাট্ স্ববনে শুভে। কারয়ামাস পুষ্পাণাং রক্ষাং যক্ষৈবিতস্ততঃ॥
তদপ্যস্মাতি জগৃহুঃ পুষ্পাণি প্রস্ফুরন্তি চ। ততঃ ক্রুদ্ধো দদৌ শাপং যক্ষরাট্ ধনদোবলী॥
যে গৃহ্ণন্ত্যস্য পুষ্পাণি যে চান্যে সুরমানবাঃ। ভবিতারোঽসুরাঃ সর্ব্বে মচ্ছাপাৎ সহসা ভুবি॥

যক্ষরাজ কুবের, শিব পূজার জন্য নিজ পুষ্পবাটিকায় নানাবিধ পুষ্পবৃক্ষ রোপন করেন এবং তাহার রক্ষার্থে বহু যক্ষগণকে নিযুক্ত রাখেন। কিন্তু তথাপি প্রত্যহ কাহারা যেন সেই পুষ্পবাটিকা হইতে প্রস্ফুটিত পুষ্প সমূহ অপহরণ করিত। তাহাতে যক্ষরাজ কুবের অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ প্রদান করিলেন যে, দেবতা মনুষ্য কিংবা যে কেহই হউক, আমার এই পুষ্পবাটিকা হইতে যে পুষ্পগ্রহণ করিবে সে অসুর হইয়া ভূতলে জন্মগ্রহণ করিবে।

হূহূসুতো হি বিজয়ো বিচরংস্তীর্থভূমিষু। বনং চৈত্ররথং প্রাপ্তো গায়ন্ বিষ্ণুগুণান্ পথি॥
বীণাপাণিরজানন্ বৈ গন্ধর্ব্ব সুমনাংসি চ। গৃহীত্বা সোঽসুরো জাতো গন্ধর্ব্বত্বং বিহায় তৎ॥
তদৈব শরণং প্রাপ্তঃ কুবেরস্য মহাত্মনঃ। নত্বা তৎ প্রার্থনাং চক্রে কৃতাঞ্জলিপুটঃ শনৈঃ॥
তস্মৈ প্রসন্নো রাজেন্দ্র কুবেরোঽপি বরং দদৌ। ত্বং বিষ্ণুভক্তঃ শান্তাত্মা শোকং মাকুরু মানদ॥
দ্বাপরান্তে চ তে মুক্তির্বলদেবস্য হস্ততঃ। ভবিষ্যতি ন সন্দেহো ভাণ্ডীরে যমুনাতটে॥
হূহূসুতঃ স গন্ধর্ব্ব প্রলম্বোঽভূম্মহাসুরঃ। কুবেরস্য বরাদ্রাজন্ পরং মোক্ষং জগাম হ॥

তাহার পর একদিন হূহূনামক গন্ধর্ব্বের পুত্র বিজয়, তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে কুবেরের সেই চৈত্ররথ নামক পুষ্পোদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কুবেরের শাপবৃত্তান্ত কিছুই জানিতেন না, কাজেই অসঙ্কোচে সেই পুষ্পকানন হইতে বিষ্ণুপূজার জন্য নানাবিধ পুষ্পচয়ন করিলেন। তাহার পর দেখিতে দেখিতে তিনি অসুরদেহ ধারণ করিলেন এবং তাড়াতাড়ি কুবেরের নিকট গিয়া স্বকৃত অপরাধের জন্য বিনীতভাবে ক্ষমা

প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কুবের তাঁহার উপর প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, তুমি বিষ্ণুভক্তচূড়ামণি, সুতরাং তোমার কোন প্রকার সুখদুঃখাদিতে অভিভূত হওয়া উচিত নহে, তুমি অসুরদেহ প্রাপ্তির জন্য কিছুমাত্র দুঃখ করিও না। দ্বাপর যুগের শেষভাগে যমুনাতীরস্থ ভাণ্ডীরবটতলে বলদেবহস্তে তোমার মুক্তিলাভ হইবে। হূহূনামক গন্ধর্ব্বের পুত্র বিজয়, প্রলম্বাসুররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

বলদেব যখন প্রলম্বাসুরের ভীষণমূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া আর্ত্তনাদ করেন, তখন কৃষ্ণ এবং শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকগণ পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রলম্বাসুরের স্কন্ধে বলদেবকে দেখিয়া ভীত ও বিস্মিত হইয়া বলদেবকে তাহার হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য অগ্রসর হন। তাহার পরে ক্ষণকাল মধ্যে বলদেব, মুষ্ট্যাঘাতে প্রলম্বাসুরের মস্তক চূর্ণ করিলে সে তৎক্ষণাৎ বলদেবকে স্কন্ধে করিয়াই আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হইল এবং বলদেব তাহার স্কন্ধ হইতে অবতরণ করিয়া কৃষ্ণের নিকট আগমন করিলেন। গোপবালকগণ বলদেবের এই অদ্ভুত কীর্ত্তি দেখিয়া পরমবিস্মিত হইলেন এবং সকলেই সাধু সাধু রবে বলদেবের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

বলদেবের এই অসুরনিধন কার্য্য দেখিয়া গোপবালকগণ অত্যন্ত আনন্দিত ও উৎসাহিত হইলেন এবং সকলেই বলদেবকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন, যে আমাদের "দাদা বলাই" দীর্ঘজীবন ও অখণ্ড বলবীর্য্যলাভ করিয়া এইরূপে নিরন্তর গোকুল রক্ষা করুন। তাহার পর গোপবালকগণ সকলেই বলদেবকে প্রেমালিঙ্গন করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন যে আজ আমাদের পরমসৌভাগ্য যে আমাদের বলাই দাদা সাক্ষাৎ কালান্তক-যমের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া আমাদের নিকট আগমন করিয়াছেন।

প্রলম্বাসুর সাক্ষাৎ মহাপাপের মূর্ত্তি এবং দেব ব্রাহ্মণাদি হিংসাপরায়ণ ছিল। তাহার ভয়ে স্বর্গবাসী দেবতাগণ পর্য্যন্ত সর্ব্বদা শঙ্কিতাবস্থায় কালযাপন করিতেন। বলদেব যখন সেই মহাপাপী প্রলম্বাসুরকে বিনাশ করিলেন, তখন দেবতাগণ পর্য্যন্ত পরমানন্দ লাভ করিলেন এবং নিশ্চিন্ত ও আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহারা সকলেই পরমানন্দে নন্দনকাননজাত পারিজাতকুসুমগ্রথিত মাল্য ও বিবিধ পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং নানাভাবে বলদেবকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন॥ ২৫—৩২

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীনামাখ্যায়াং বঙ্গব্যাখ্যায়াং দশমস্কন্ধস্য অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮

# দশমঃ স্কন্ধঃ

—:*:—

## একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ

—):*:(—

শ্রীশুক উবাচ।

ক্রীড়াসক্তেষু গোপেষু তদ্গাবো দূরচারিণীঃ। স্বৈরং চরন্ত্যো বিবিশুস্তৃণলোভেন গহ্বরম্॥ ১
অজা গাবো মহিষ্যশ্চ নির্ব্বিশন্ত্যো বনাদ্বনম্। ঈষিকাটবীং নির্ব্বিবিশুঃ ক্রন্দন্ত্যো দাবতর্ষিতাঃ॥ ২

**অন্বয়ঃ**।—গোপেষু (শ্রীকৃষ্ণবলদেব-শ্রীদামসুবলাদি গোপবালকেষু) ক্রীড়াসক্তেষু (বিবিধবাল্যক্রীড়ারজ্যমানেষু সৎসু) তদ্গাবঃ (তেষাং চারণীয়া অসংখ্যা গোপ্রভৃতয়ঃ) দূরচারিণীঃ (দূরচারিণ্যঃ, তেষাং সমীপতো দূরং গতাং সত্য ইত্যর্থঃ) স্বৈরং (যথেচ্ছং) চরন্ত্যঃ তৃণলোভেন গহ্বরং (দুর্গমবনং) বিবিশুঃ (প্রবিষ্টবত্যঃ)॥ ১

**মূলানুবাদ**।—শ্রীশুকদেব বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব এবং শ্রীদামসুবলাদি গোপবালকগণ বাল্যক্রীড়ারসে মত্ত হইলে তাঁহাদের গো-মহিষাদি পশুগণ, তাঁহাদের নিকট হইতে দূরবর্ত্তিস্থানে গিয়া স্বচ্ছন্দ ভাবে তৃণ ভক্ষণ করিতে করিতে তৃণলোভে দুর্গম বনে প্রবেশ করিল॥ ১

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—প্রসঙ্গাল্লৌকিকত্বেঽপ্যলৌকিকীমেবাহ্যাং লীলাং ক্রমপ্রাপ্তামেবাহ ক্রীড়েত্যাদিনা। তেষাং বা তা অসংখ্যা গাবঃ। সমাসাভাবস্তু আর্ষঃ। গহ্বরং দুর্গমবনং তৃণলোভেনেতি শ্রীগোকুলানন্দকর্তৃকচারণানন্দচারণাবেশস্তত্তল্লোভত্তেনেতি জ্ঞেয়ম্। বহ্নীবিতস্ত নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দ ইত্যাদৌ তথা প্রসিদ্ধেঃ, শ্রীবৃন্দাবনে যত্র কুত্রাপি মুহূর্ত্তমাত্রেণোদরপূরণস্য শক্যত্বাচ্চ॥ ১

**অন্বয়ঃ**।—অজাঃ গাবঃ মহিষ্যশ্চ বনাৎ বনং নির্ব্বিশন্ত্যঃ (তৃণলোভেন প্রবিশন্ত্যঃ) দাবতর্ষিতাঃ (দাবাগ্নিনা, তৎসদৃশগ্রীষ্মকালীনতাপেন বা তর্ষিতাঃ সত্যঃ) ক্রন্দন্ত্যঃ (আক্রোশন্ত্যঃ) ঈষিকাটবীং (অত্যুচ্ছ্রিত ঘনতৃণবিশেষারণ্যং) নিবিবিশুঃ (প্রবিষ্টবত্যঃ)॥ ২

**মূলানুবাদ**।—গো, মহিষ ও ছাগলাদি পশুগণ বন হইতে বনান্তরে প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ শরবনে গিয়া উপস্থিত হইল এবং গ্রীষ্মতাপে তপ্ত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল॥ ২

**শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা**—উনবিংশে নিবিষ্টস্য গোপগোকুলসঙ্কুলতঃ। মুঞ্জারণ্যদবন্যায়ে রবহ্নে তন্নিপানতঃ॥ দূরচারিণীর্দূরচারিণ্যঃ॥ ॥ বনাদ্বনান্তরং নির্ব্বিশন্ত্যো দাবেন তর্ষিতাস্তৃষিতাঃ ক্রন্দন্ত্যঃ ঈষিকাটবীং অত্যুচ্ছ্রিতঘনতৃণবিশেষারণ্যং নির্ব্বিবিশুঃ॥২

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—ন কেবলং গাব এবান্যেঽপি সর্ব্বে পশব ইত্যুক্তপোবস্থায়েনোক্ত অজা ইতি। অজাদীনাং গমনে যথাপূর্ব্বং শৈঘ্র্যাপেক্ষয়া তৎক্রমেণ নির্দ্দেশঃ। ঈষিকাটবীং প্রায়ো যমুনাতীরপরিত্যক্তত্বদূরবর্ত্তি রুক্ষসৈকতজাম্। অতএব দাবেন অগ্নিসদৃশেন গ্রীষ্মকালীনতাপেন তর্ষিতাঃ তৃষাং প্রাপিতাঃ অতএব ক্রন্দন্ত্যো বভূবুঃ॥২

তেঽপশ্যন্তঃ পশূন্ গোপাঃ কৃষ্ণরামাদয়স্তদা। জাতানুতাপা ন বিদুর্বিচিন্বন্তো গবাং গতিম্॥ ৩

তৃণৈস্তৎখুরদচ্ছিন্নৈর্গোষ্পদৈরঙ্কিতৈর্গবাম্। মার্গমন্বগমন্ সর্ব্বে নষ্টাজীব্যা বিচেতসঃ॥ ৪

মুঞ্জাটব্যাং ভ্রষ্টমার্গং ক্রন্দমানং স্বগোধনম্। সম্প্রাপ্য তৃষিতাঃ শ্রান্তাস্ততস্তে সংন্যবর্ত্তয়ন্॥ ৫

তা আহূতা ভগবতা মেঘগম্ভীরয়া গিরা। স্বনাম্নাং নিনদং শ্রুত্বা প্রতিনেদুঃ প্রহর্ষিতাঃ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—(তদা) কৃষ্ণরামাদয়ঃ (কৃষ্ণরামৌ আদি যেষাং তে কৃষ্ণরামমুখ্যা ইত্যর্থঃ) তে গোপাঃ (গোপবালকাঃ) পশূন্ (গোমহিষাদীন্) অপশ্যন্তঃ (দৃষ্টিগোচরত্বাভাবেনাদৃষ্ট্বা) জাতানুতাপাঃ (অহো বয়ং ক্রীড়াসক্তাঃ সন্তো কিমকুর্ম্ম ইতি সংজাতশোকাঃ) গবাং গতিং (গবাদি পশূনাং খুরবিন্যাসচিহ্নাদিকং) বিচিন্বন্তঃ (অন্বেষণং কুর্ব্বন্তঃ অপি) ন বিদুঃ (নৈব জ্ঞাতুং সমর্থা অভবন্)॥ ৩

মূলানুবাদ।—তখন শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব এবং গোপবালকগণ, তাঁহাদের গো-মহিষাদি পশুবর্গকে না দেখিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন এবং চারিদিকে অন্বেষণ করিয়া তাহাদের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। ৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—কৃষ্ণেতি তৈর্জ্ঞাপ্যতয়েব। তথাপি তয়োঃ সাক্ষাদর্শনাদয়েঽপি গোপানাং পদবর্ণনাদিকং তয়োঃ কৌতুকপরতয়েতি জ্ঞেয়ম্। যদ্বা। কৃষ্ণরামৌ আদৌ বর্ত্তেতে যেষামিতি উভাবপি বনে স্থিতৌ বিচিন্বাব সমন্তত ইতিবদ্ গবাদিস্নেহবশলীলাবেশতঃ তদগ্রাসঙ্কিতানঃ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—নষ্টাজীব্যাঃ (নষ্টজীবিকাঃ) বিচেতসঃ (অতএব বিগতবিচারবুদ্ধয়ঃ) সর্ব্বে (সর্ব্বএব গোপবালকাঃ) তৎখুরদচ্ছিন্নৈঃ (তেষাং গবাদি পশূনাং খুরৈঃ দন্তৈশ্চ ছিন্নৈঃ তৃণৈঃ) গোষ্পদৈঃ (গবাং পদৈঃ) অঙ্কিতৈঃ (চিহ্নিতৈশ্চ ভূপ্রদেশৈঃ) গবাং (গবাদিপশূনাং) মার্গং (গমনমার্গং) অন্বগমন্ (অনুসৃত্য জগ্মুঃ)॥ ৪

মূলানুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব এবং গোপবালকগণ, তাঁহাদের জীবিকা সাধন পশুগণকে না দেখিয়া একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন এবং পশুগণের খুর ও দন্তছিন্ন তৃণনিচয় ও পদাঙ্কিত ভূমি লক্ষ্য করিয়া তাহাদের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। ৪

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তদনন্তরং) তৃষিতাঃ (পিপাসাতুরাঃ) শ্রান্তাঃ (বনপরিভ্রমণাৎ পরিশ্রান্তাশ্চ) তে (শ্রীবলদেবাদি গোপবালকাঃ) মুঞ্জাটব্যাং (তন্নাম ঈষিকারণ্যে) ভ্রষ্টমার্গং (মার্গং ত্যক্ত্বা ইতস্ততো গতং) ক্রন্দমানং (আর্ত্তস্বরং কুর্ব্বন্তং) স্বগোধনং সংপ্রাপ্য (সর্ব্বমঙ্গলস্থাদিনৈকটোব প্রাপ্য) সংন্যবর্ত্তয়ন্ (স্বয়া গোধনাত্তেষাং কৃষ্ণং প্রতি পরাবর্ত্তযামাসুঃ)॥ ৫

মূলানুবাদ।—তদনন্তর শরবন মধ্যে পথভ্রষ্ট এবং আর্ত্তনাদরত গোমহিষাদি পশুগণকে পাইয়া তাহাদের অন্বেষণ পরিশ্রমে শ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত গোপবালকগণ, তাহাদের লইয়া কৃষ্ণের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন॥ ৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—গোষ্পদৈর্গোভিঃ সেবিতৈর্মার্গৈঃ। যতোঽঙ্কিতৈঃ তৎখুরাদিভির্লিখিতৈঃ। গোষ্পদং সেবিতাসেবিতপ্রমাণেষ্বিতি শব্দতত্ত্বেঽত্র স্বভাবাৎ॥ ৪॥ সম্যক্ সর্ব্বমঙ্গলহ্রাদিনৈকটোব প্রাপ্য। সমাদৃত্য এবং কৃষ্ণসন্নিধানে ছবর্ত্তয়ন্, ততস্তৃষিতা শ্রান্তাশ্চ বনপরিভ্রমণাদভবন্॥ ৫

অন্বয়ঃ।—ভগবতা (শ্রীকৃষ্ণেন) মেঘগম্ভীরয়া (মেঘগর্জ্জনবৎ গম্ভীরয়া) গিরা আহূতাঃ তাঃ (গবাদয়ঃ) স্বনাম্নাং (নিজনিজনাম্নাং) নিনদং (ধ্বনিং) শ্রুত্বা প্রহর্ষিতাঃ (আনন্দিতাঃ সত্যঃ) প্রতিনেদুঃ (প্রত্যুত্তরতয়া হাম্বারবং চক্রুঃ)॥ ৬

মূলানুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণ, মেঘগম্ভীর নাদে তাহাদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন এবং তাহারাও নিজ নিজ নামের শব্দ শুনিয়া পরমানন্দে হাম্বারবে তাঁহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে লাগিল॥ ৬

ততঃ সমন্তাদ্বনধূমকেতুর্যদৃচ্ছয়াভূৎ ক্ষয়কৃদ্বনৌকসাম্।
সমীরিতঃ সারথিনোল্বণোল্মুকৈর্বিলেলিহানঃ স্থিরজঙ্গমান্ মহান্ ॥ ৭
তমাপতন্তং পরিতো দবাগ্নিং গোপাঃ গাবশ্চ প্রসমীক্ষ্য ভীতাঃ।
ঊচুশ্চ কৃষ্ণং সবলং প্রপন্না যথা হরিং মৃত্যুভয়ার্দ্দিতা জনাঃ ॥ ৮

**শ্রীধরটীকা।**—কৃষ্ণরামৌ আদৌ যেষাং তে নতু তৌ॥ ৩॥ তাসাং গবাং খুরৈর্দদ্ভিশ্চ ছিন্নস্তৃণৈর্গোপাদৈরঙ্কিতৈশ্চ ভূপ্রদেশৈস্তৃণৈর্বা গবাং মার্গম্ অন্বগমন্। নষ্টাজীব্যা গতজীবিকাসাধনাঃ॥ ৪॥ মুঞ্জাটব্যপি সৈব ঐষিকাটবী॥ ৫॥ ৬

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—সম্প্রাপ্যেত্যুক্তং, তৎপ্রকারং বদন্ শ্রীগোপালচূড়ামণিনা গোগোপসন্তোষণমাহ তা ইতি। মেঘগম্ভীরয়েত্যত্র মেঘশব্দেন মেঘগর্জ্জিতং লভ্যতে সর্ব্বত্র তু গম্ভীরশব্দঃ খলু দূরদৃশ্যতলস্য গর্ত্তস্য বিশেষণং ভবতি লক্ষণয়া তু তত্রস্থজলমপি বিশিনষ্টি, তস্মাদুত্থিতো নাদশ্চ প্রায়ো গুরুর্ভবন্ গম্ভীরতয়া উপচর্য্যতে, মেঘস্য নাদস্তু তদ্বৎ গুরুঃ স্যাৎ তদ্ভগবতো গীশ্চ স্বরতস্তাদৃশী স্যাদিত্যভিপ্রেত্যাহ মেঘগম্ভীরয়া গিরেতি। ততশ্চ মেঘগম্ভীরয়া গিরা যৎ স্বস্ব নাম তদুচ্চারণং তেনাহূতাঃ সত্যস্তৎসম্বন্ধিনং নিনদং মধুরতারস্বরবিশেষং শ্রুত্বা প্রহর্ষিতাঃ প্রহৃষ্টাঃ সত্যঃ প্রতিনেদুঃ প্রত্যুত্তরতয়া শব্দং চক্রুঃ॥ ৬

**অন্বয়ঃ।**—ততঃ (তস্মিন্নেব সময়ে) যদৃচ্ছয়া (অকস্মাৎ) সারথিনা (বায়ুনা) সমন্তাৎ সমীরিতঃ (উদ্দীপিতঃ) উল্বণোল্মুকৈঃ (উল্কাসদৃশস্ফুলিঙ্গৈ) স্থিরজঙ্গমান্ (স্থাবরজঙ্গমান্) বিলেলিহানঃ (দন্দহ্যমানঃ) বনৌকসাং (বনবাসিনাং) ক্ষয়কৃৎ (নাশকৃৎ) মহান্ (সুবিস্তীর্ণঃ) বনধূমকেতুঃ (দাবানলঃ) অভূৎ (প্রজ্জলিতো বভূব)॥ ৭

**মূলানুবাদ।**—সেই সময়ে অকস্মাৎ বনমধ্যে প্রচণ্ড দাবানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল ও তাহা বায়ু চালিত হইয়া উল্কা. সদৃশ স্ফুলিঙ্গ দ্বারা স্থাবরজঙ্গমাদি নিখিল প্রাণিগণকে দগ্ধ করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল॥ ৭

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—ততস্তস্মিন্নেব সময়েঽভূৎ উদ্ভূতঃ। যদৃচ্ছয়া অকস্মাৎ। অয়মপি প্রলম্বসখঃ কশ্চিদ্দৈত্য ইতি কেচিদাহুঃ। বৃন্দাবনে দবনিষেধাৎ। উল্বণোল্মুকৈঃ উল্কাসদৃশস্ফুলিঙ্গৈঃ বিলেলিহানঃ বিশেষেণ লেলিহন্ দংদহ্যমান ইত্যর্থঃ। যতো মহান্ ব্যাপকঃ॥৭

**অন্বয়ঃ।**—গোপাঃ গাবশ্চ পরিতঃ (সর্ব্বতঃ) আপতন্তং (বেগেন আগচ্ছন্তং) তং দবাগ্নিং প্রসমীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) ভীতাঃ (ভয়াতুরা সন্তঃ) মৃত্যুভয়ার্দ্দিতাঃ (জনমরণাদিসংসারানলসন্তপ্তা জনাঃ) হরিং যথা (যথা হরিং প্রপন্না ভবন্তি তথৈব) সবলং (বলদেবসহিতং) কৃষ্ণং প্রপন্নাঃ (শরণাগতা ভূত্বা) ঊচুঃ (নিবেদয়ামাসুঃ)॥ ৮

**মূলানুবাদ।**—গো এবং গোপগণ, চতুর্দ্দিক হইতে দ্রুতবেগে নিকটাগত দাবানল দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল এবং মৃত্যুভয়াকুল জীবগণ যেমন হরিচরণে শরণাপন্ন হয়, সেইরূপ তাহারাও শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিল॥ ৮

**শ্রীবৈষ্ণবতোষিণী।**—আপতন্তং বেগেনাগচ্ছন্তং প্রসমীক্ষ্য অত্যদ্ভুতং সুদুস্তরঞ্চ বিচার্য্যেত্যর্থঃ। অত্র গোপা গোপালনায় নিযুক্তাঃ সাধারণা এব শ্রীদামাদীনান্তু তদঙ্গসঙ্গিত্বান্নিবেদনাপেক্ষা নাস্তীতি। অতঃ প্রপন্না দবসমীপাদাগম্য শরণমাগতাঃ। ভীতত্বে হেতুঃ সগাবঃ গোভিঃ সহিতা ইতি গোস্ত্রিয়োরুপসর্জ্জনস্যেতি হ্রস্বত্বাভাব আর্ষঃ। গোপা গাবশ্চ ইতি পাঠে গাবশ্চোচুরিত্যায়াতি, তত্র ব্যগ্রতয়ারবত্বাৎ তা অপ্যূচুরিত্যর্থঃ। গোপাঃ স্ব

গাব ইতি পাঠে স্ব প্রসিদ্ধৌ। হরিমিতি তস্তৈবৈশ্বর্য্যাংশে। মৃত্যোর্মরণপরম্পরালক্ষণসংসারাৎ ভয়েনার্দ্দিতা জনা ইতি নভয়ার্ত্ত্যুক্তৌ দৃষ্টান্তঃ, নতু মরণমাত্রত্রাণাংশে। অতশ্চ কেবলং শ্রীভগবদ্বিয়োগত এব ভীতা ইতি পূর্ব্ববদ্বোধ্যং তচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি॥ ৮

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—প্রলম্বাসুর বিনাশের পর শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব এবং শ্রীদামসুবলাদি গোপ-বালকগণ আবার পরমানন্দে পূর্ব্ববৎ নানাবিধ বাল্যলীলারঙ্গরসে মত্ত হইলেন। যদিও প্রলম্বাসুর বধ দেবতাগণেরও অসাধ্য ব্যাপার, তথাপি কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপার্ষদগণ তাঁহাদের মধুর বাল্যলীলাবেশে তাহা উল্লেখযোগ্য বলিয়াই মনে করেন নাই, কিংবা সে জন্য তাঁহাদের বাল্যলীলার কোনই ব্যাঘাত ঘটে নাই। বালকগণ বাল্যখেলা করিতে করিতে ক্ষুদ্র পিপীলিকাদির প্রাণনাশ করিলে তাহা যেমন তাহাদের গ্রাহ্যও হয় না, মহাবলপরাক্রান্ত প্রলম্বাসুরবধও শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার পার্ষদগণের নিকট সেইরূপ নগণ্য ব্যাপার বলিয়াই মনে হইল। কাজেই তাঁহারা সেদিকে দৃক্‌পাতও না করিয়া আবার পূর্ব্ববৎ সকলে মিলিয়া পরমানন্দে বিবিধ বাল্যক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

বলদেব ও গোপবালকগণসহ শ্রীকৃষ্ণ যখন বাল্যক্রীড়ারসে একেবারে বিভোর হইয়া গিয়াছেন, যখন শ্রীকৃষ্ণ কিংবা গোপবালকগণের কোন প্রকার বাহ্যাভিনিবেশ নাই, সকলেই বাল্যক্রীড়ারসে আত্মহারা, সেই সময়ে তাঁহাদের গো, বৃষ, বৎসতর, ছাগ, মহিষ প্রভৃতি পালনীয় পশুগণ নিকটবর্ত্তি কোমল তৃণপূর্ণ ভূভাগে তৃণভক্ষণ করিতে করিতে ক্রমশঃ তৃণলোভে বন হইতে বনান্তরে অগ্রসর হইতে হইতে দূরতর গভীর বনে প্রবেশ করিল এবং গ্রীষ্মকালীন বনবহ্নির তাপে দগ্ধপ্রায় হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

যদিও শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপবালকগণ যে সমস্ত গোমহিষাদি পশুচারণ করেন, তাহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদ এবং সকলেই মহাশক্তিসম্পন্ন ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবান্, সুতরাং তাহাদের সামান্য তৃণের লোভে মুগ্ধ হওয়া কিংবা কৃষ্ণ ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করা কিছুতেই সম্ভবপর নহে বিশেষতঃ শ্রীবৃন্দাবনের যে কোনও তৃণক্ষেত্রেই এমন অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে তৃণোদ্গম হয়, যে তাহা শেষ করিয়া গবাদি পশুগণের অন্যত্র গমন করার কোনই প্রয়োজন হয় না, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের আরও একটি অলৌকিক লীলা সংঘটিত হইবে বলিয়া, তাঁহার লীলাশক্তিই গোমহিষাদি পশুগণকে তৃণলোভে মুগ্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে দূরবর্ত্তি স্থানে লইয়া গিয়াছে বলিয়াই তাহাদের এইপ্রকার মতিবৈবশ্য ঘটিয়াছে। নচেৎ যে সমস্ত গোমহিষাদি পশুগণ নিরন্তর কৃষ্ণের সঙ্গে বিচরণ করিতেছে, কৃষ্ণকে দর্শন করিতেছে, কৃষ্ণ স্বয়ং যাহাদের অঙ্গে হস্ত মার্জ্জনা করেন, যাহাদের পৃষ্ঠদেশে নিজাঙ্গ আলুলায়িত করিয়া দিয়া অবস্থান করেন, যাহারা কৃষ্ণপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া নিজ নিজ বৎসগণের উপর পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত না করিয়া কৃষ্ণাঙ্গ লেহন করে, তাহাদের কি তুচ্ছ তৃণলোভে মুগ্ধ হওয়া সম্ভবপর? যে-কৃষ্ণের চরণারবিন্দ ধ্যান প্রভাবে সর্ব্ববিধ বাসনামুক্ত হওয়া যায়, সেই কৃষ্ণের সঙ্গে নিরন্তর বিচরণ করিয়া কৃষ্ণপার্ষদ গোমহিষাদি পশুগণের কি কখনও কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কোনও বস্তুতে অভিনিবেশ থাকা সম্ভব হয়? সুতরাং এই লীলায় যে গোমহিষাদি পশুগণ তৃণলোভে মুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণ ছাড়িয়া দূরবনে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা কৃষ্ণেরই লীলাশক্তির প্রেরণা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

যাহা হউক, দূরবনগত গোমহিষাদি পশুগণের অস্ফুট আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া যখন ক্রীড়ারসমত্ত শ্রীকৃষ্ণ ও গোপবালকগণ নিকটবর্ত্তি তৃণক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন তাঁহারা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে তৃণক্ষেত্রে একটিও গোমহিষাদি নাই এবং তাহারা যে কোন্ দিক্ দিয়া কোথায় চলিয়া গেল তাহারও কোন চিহ্ন নাই। এই ব্যাপার দেখিয়া গোপবালকগণ বিষণ্ণ ও ম্রিয়মাণ

হইয়া পড়িলেন, কেননা গোমহিষাদি পশুগণই গোপজাতির একমাত্র সম্বল ও জীবকানির্ব্বাহের উপায়। এক-কালীন যদি সমস্ত গোমহিষাদি পশু বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে গোপগণের আর কোনই গতি নাই। কাজেই কৃষ্ণ, বলরাম এবং শ্রীদামসুবলাদি গোপবালকগণ সকলেই গোমহিষাদি পশুগণের অদর্শনে অধীর হইয়া পড়িলেন এবং সকলে নানাবিধ অনুতাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, হায়! আমরা গোচারণ করিতে আসিয়া কেন এরূপ ক্রীড়ারসে মত্ত হইয়াছিলাম, আমাদের এই অনবধানতা এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠাশূন্যতার ফলেই আজ ব্রজভূমি গোধন-শূন্য হইয়া গেল। হায়! হায়! আমরা গৃহে গিয়া পিতামাতার নিকট কি বলিব! আমরা বালক বলিয়া তাঁহারা আমাদের শত সহস্রবার গোচারণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন কিন্তু আমরা তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক সগর্ব্বে গোচারণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু আজ আমরা তাহার উপযুক্ত প্রতিফল পাইলাম, অসাবধানতা ও বাল্য-চাপল্য বশতঃ সমস্ত গোধন হারাইয়া ব্রজভূমিকে একেবারে নিঃস্ব করিয়া ফেলিলাম। আমাদের ক্রীড়ারসে মত্ত দেখিয়া নিশ্চয়ই প্রলম্বাসুরের কোনও অনুচর আসিয়া সমস্ত গোধন হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। আহা! নিরীহ পশুগণ অসুরের হস্তগত হইবার সময় নিশ্চয়ই আমাদের দিকে চাহিয়া কতবার আর্ত্তনাদ করিয়াছে, কিন্তু আমরা ক্রীড়ারসমত্ত থাকায় তাহা শুনিতে পাই নাই। এই ক্ষণকাল পূর্ব্বেও তাহাদের অস্ফুট আর্ত্তনাদ আমাদের কর্ণগোচর হইতেছিল, এখন আর তাহাও শুনিতে পাইতেছি না, বোধ হয় এতক্ষণ তাহারা অসুরের আয়ত্তাধীন হইয়া কোন্ দূর দূরান্তরে চলিয়া গিয়াছে।

এই প্রকার বিবিধ অনুতাপ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব এবং শ্রীদামসুবলাদি গোপবালকগণ গোধনের জন্য অধীর হইয়া বনে বনে তাহাদের অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন! কিন্তু তাঁহারা কোন স্থানেই গোমহিষাদির কোন প্রকার চিহ্নও দেখিতে পাইলেন না। এইরূপে গোধনান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া বন হইতে বনান্তরে পরিভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহারা গভীর বনে প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে গোমহিষাদি পশুগণের চরণদলিত এবং দন্তচ্ছিন্ন তৃণরাশিপরিপূর্ণ ক্ষেত্র দেখিয়া অনুমান করিলেন যে তাঁহাদের গোমহিষাদি পশুগণ নিশ্চয়ই এই পথে অগ্রসর হইয়াছে। তাহার পর তাঁহারা আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে বালুকাময় যমুনাতীরভূমিতে আসিয়া গোগণের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন এবং তাহার কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তি মুঞ্জাটবী (শরবন)-মধ্যে গোমহিষাদি পশুগণের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন। কৃষ্ণ তখন সাগ্রহে ও সস্নেহে সমস্ত গাভীগণের নাম ধরিয়া মেঘমন্দ্রনাদে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাহারা কৃষ্ণকণ্ঠধ্বনি শুনিয়া পরমানন্দে বিভোর হইল এবং সকলেই কৃতজ্ঞতাপরিপূর্ণ হাম্বারব করিয়া কৃষ্ণের ডাকের প্রত্যুত্তর প্রদান করিল।

কৃষ্ণে তটাগ্রমধিরুহ্য সুবর্ণবর্ণ-বলগৃত্তরীয়মনুঘূর্ণ্যবিতীর্ণহূতৌ।
গাবঃ প্রতিস্বমভিনেদুরুদীর্ণতাপা গর্জ্জত্তড়িদ্ঘনঘনাঘনতৃষ্ণয়েব ॥ (শ্রীগোপালচম্পূঃ)

শ্রীগোপালচম্পূগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে—শ্রীকৃষ্ণ যখন যমুনার উচ্চ তটভূমিতে আরোহণ করিয়া তাঁহার সুবর্ণ বর্ণ পীতউত্তরীয় সঞ্চালন করিয়া গোমহিষাদিগণের প্রত্যেকের নাম ধরিয়া উচ্চৈস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, তখন তাহাদের সর্ব্ববিধ দুঃখের অবসান হইয়া গেল এবং সকলেই হাম্বারব করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ডাকের উত্তর দিতে লাগিল। সম্মুখস্থিত আকাশপটে যদি গর্জ্জনশীল নব মেঘের উদয় হয়, তাহা হইলে চাতকাবলী যেমন সতৃষ্ণনয়নে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং সেইদিকে উড়িয়া যাইবার জন্য সচেষ্ট হয়, যমুনার উচ্চ তটভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া গো-মহিষাদি পশুগণকে আহ্বানকারী কৃষ্ণকে দেখিয়াও গোমহিষাদি পশুগণ সেইরূপ সতৃষ্ণনয়নে কৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল এবং সত্বর কৃষ্ণনিকটে উপস্থিত হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবীর্য্য হে রামামিতবিক্রম । দাবাগ্নিনা দহ্যমানান্ প্রপন্নাংস্ত্রাতুমর্হথঃ ॥ ৯

গোমহিষাদি পশুগণ দূর হইতে কৃষ্ণকে দেখিয়া এবং তাঁহার সুমধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া ঘন ঘন হাম্বারব করিতে লাগিল ও তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইবার জন্য ঊর্দ্ধ গ্রীবায় ধাবিত হইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ঘনসন্নিবিষ্ট ও সুদীর্ঘ শরবৃন্দ সমন্বিত গভীর বনমধ্যে তাহারা এমন ভাবে আবদ্ধ ও পথহারা হইয়া পড়িয়াছে যে তাহারা কৃষ্ণের সেই সস্নেহ আহ্বান শুনিয়া তাঁহার নিকট যাইবার জন্য ছুটাছুটি করিয়াও কিছুতেই সফলমনোরথ হইতে পারিল না। সংসারকানন প্রবিষ্ট জীবগণ যদি কোনও ভাগ্যবশে ও অকপট সাধনানুষ্ঠানের ফলে প্রতি পদে পদে বিশ্বনিয়ন্তার অনুগ্রহের ডাক শুনিতে পায়, তথাপি যেমন সে স্ত্রী-পুত্র-পরিজনাদির মায়াসম্বন্ধবন্ধন ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারে না, অথচ অন্তরের ব্যাকুলতায় সর্ব্বদা ছুটাছুটি করে ও "হে কৃষ্ণ ! কৃপা কর" বলিয়া নিরন্তর দৈন্য বিজ্ঞাপন করে, গোমহিষাদি পশুগণের অবস্থাও ঠিক সেইরূপই হইয়া পড়িল। তাহাদের এইভাবে বিপন্ন দেখিয়া গোপবালকগণ দ্রুতগতিতে সেই শরবনে প্রবেশ করিল এবং অক্লান্ত পরিশ্রম ও নানাবিধ কৌশল করিয়া শরবনমধ্যে ইতস্ততঃ বিভ্রষ্ট গোমহিষাদি পশুগণকে একত্র মিলিত করিয়া লইয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে কৃষ্ণ-নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ যমুনার তটভূমিতে দণ্ডায়মান আছেন, শ্রীবলদেব ও তাঁহার প্রিয় নর্ম্ম সখাগণ তাহার নিম্নভূমিতে দাঁড়াইয়া অনিমেষনয়নে কৃষ্ণের প্রত্যঙ্গমাধুর্য্য আস্বাদন করিতেছেন এবং তাহারই নিকটস্থ ঘনসন্নিহিত স্থানে অসংখ্য গোমহিষাদি পশুগণকে মিলিত ও সুসংযত করিয়া গোপবালকগণ দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "ভাই কৃষ্ণ ! আজ আমরা না জানি কোন্ অশুভ মুহূর্ত্তে বনযাত্রা করিয়াছিলাম, তাই আজ আমাদের প্রতি পদে পদেই নানাবিধ বিপদ উপস্থিত হইতেছে, অতএব আজ আর আমাদের গোষ্ঠক্রীড়া কিংবা গোচারণে প্রয়োজন নাই, চল, আবার আমরা কোনও প্রকার নূতন বিপদ উপস্থিত না হইতেই তোমাকে লইয়া গৃহে ফিরিয়া যাই।" গোপবালকগণ মুঞ্জাটবী ( শরবন ) হইতে নির্গত হইয়া কৃষ্ণের সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিতেছেন এবং কৃষ্ণকে লইয়া গৃহে ফিরিয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ বনস্থলীতে প্রচণ্ড বনবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে শত শত শিখা বিস্তার করিয়া গোপবালক ও গোমহিষাদি পশুগণের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। একে ত প্রখর গ্রীষ্ম ঋতুর প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে বনস্থলীর বৃক্ষলতা এবং বৃক্ষতলস্থ শুষ্কপত্র সমূহ প্রজ্বলিত হইয়াই ছিল, তাহার পর তাহাতে বহ্নিসংযোগ হইবামাত্রই দহ্ দহ্ করিয়া প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল এবং গ্রীষ্মমারুত সংযোগে প্রচণ্ডতর হইয়া বনভূমি ভস্মসাৎ করিবার উপক্রম করিল। গোপবালকগণ এবং গোমহিষাদি পশুগণ অকস্মাৎ এই বিশ্বগ্রাসি বনবহ্নির আক্রমণে অত্যন্ত ভীত এবং ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিল। মৃত্যুভয়পীড়িত ব্যক্তিগণ যেমন সর্ব্বভয়হারী হরির চরণে শরণাগত হয়, সেইরূপ সকলেই 'রক্ষ' 'রক্ষ' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের শরণাগত হইল ॥ ১—৮

অন্বয় ।—মহাবীর্য্য ( হে মহাপ্রভাবশালিন্ ! ) কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! হে অমিতবিক্রম ( হে অব্যর্থ পরাক্রমশালিন্ ! ) রাম ( বলদেব ! ) দাবাগ্নিনা ( দাবানলেন ) দহ্যমানান্ ( দগ্ধপ্রায়ান্ ) প্রপন্নান্ ( শরণাগতান্ অস্মান্ ) ত্রাতুং ( রক্ষিতুং ) অর্হথঃ ( যুবামেব যোগ্যৌ ভবথঃ ) ॥ ৯

মূলানুবাদ ।—হে মহাবীর্য্য কৃষ্ণ ! হে অপরিমেয় পরাক্রমসম্পন্ন রাম ! দাবানলে দহ্যমান শরণাগত জনগণকে রক্ষা কর ॥ ৯

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ।—মহদ্বীর্য্যং প্রভাবো যস্য ইতি অবিরহং মন্যমানঃ কৃষ্ণং দানবপুঙ্গব ইতি দৃষ্টিবীত্যা

নূনং ত্বদ্বান্ধবাঃ কৃষ্ণ ন চার্হন্ত্যবসাদিতুম্। বয়ং হি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ত্বন্নাথাস্ত্বৎপরায়ণাঃ ॥ ১০

শ্রীশুক উবাচ।

বচো নিশম্য কৃপণং বন্ধূনাং ভগবান্ হরিঃ। নিমীলযত মা ভৈষ্ট লোচনানীত্যভাষত ॥ ১১

শ্রীকৃষ্ণং প্রতি সম্বোধনম্। অমোঘবিক্রমেতি শ্রীবলদেবং প্রতি মহাদৈত্যস্য মুষ্টিনৈকেনৈব বধাৎ। অমিতেতি পাঠোঽপি তথাভিপ্রায়াৎ। এবং ত্রাণসামর্থ্যমুক্তম্। প্রপন্নান্ শরণাগতানিতি মহাভয়স্বভাবেন ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—কৃষ্ণ (হে ব্রজবাসিনাং চিত্তাকর্ষক!) ত্বদ্বান্ধবাঃ (ত্বমেব বান্ধবো যেষাং তে ত্বদেকসহায়া ইত্যর্থঃ) অবসাদিতুং (সাধারণজনবৎ দুঃখমুপভোক্তুং) ন অর্হন্তি। সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ (হে ধার্ম্মিকশিরোমণে!) হি (বিশেষতঃ) বয়ং (ব্রজবাসিনো জনাঃ) ত্বন্নাথাঃ (ত্বদেকাশ্রয়াঃ) ত্বৎপরায়ণাঃ (ত্বদেকনিষ্ঠশ্চ ভবামঃ) [অতোঽস্মাকং রক্ষণমেব ত্বয়া কার্য্যমিতি ভাবঃ] ॥ ১০

মূলানুবাদ।—হে কৃষ্ণ! তুমি যাহাদের বান্ধব তাহাদের কোন প্রকারেই দুঃখভাগী হওয়া উচিত নহে। বিশেষতঃ, হে ধার্ম্মিকশিরোমণে! আমরা সর্ব্বভাবে তোমারই শরণাগত এবং তুমি বিনা আমরা আর কিছুই জানি না ॥ ১০

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী। এবং তৎকালৌচিত্যাৎ প্রথমং দ্বাবেব প্রার্থ্য স্নেহবিশেষেণ প্রভাববিশেষানুভবেন চ শ্রীকৃষ্ণমেব বিজ্ঞাপয়ন্তি। নূনমিতি নিশ্চয়ে। ত্বদ্বান্ধবাস্ত্বৎসম্বন্ধমাত্রবন্তোঽপি। চকারোঽপ্যর্থে। অবসাদিতুং অবসমন্তাৎ সাদা যেষাং তে অবসাদাস্তদ্বদাচরন্তি ইতি ক্বিপ্, ততস্তুমুন্, দুঃখিতজনবদাচরিতুমপি নার্হন্তি, কুতস্তু দাবাগ্নিদাহমিত্যর্থঃ। হি বিশেষে। বয়ন্তু ত্বন্নাথা ত্বদেকাশ্রয়া ইত্যর্থঃ। হি পাদপূরণে হেতৌ বিশেষেঽপ্যবধারণে ইতি বিশ্বঃ। কিঞ্চ। ত্বমেব পরম্ অয়নম্ আশ্রয়ো যেষাং তে ত্বদেকনিষ্ঠা ইত্যর্থঃ; অতস্তৎপাদাব্জং ত্যক্তুং ন শক্নুম ইতি ভাবঃ। দাবাগ্নিভয়েন গোভিঃ সমমেবাত্র বয়মাগতাঃ, আসাং জীবনমেব চাস্মাকং জীবনমিত্যেব স্মরক্ষার্থং প্রার্থয়ামহে ইতি স্বানুভবেন স্বয়ং জানাসি। অতো যথাযথং বিধাস্যসীত্যভিপ্রেত্যাহ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞেতি। হে স্বস্য চাস্মাকঞ্চ ধর্ম্মস্যাভিজ্ঞেত্যর্থঃ ॥ ১০

অন্বয়।—হরিঃ (স্বভাবতএব সর্ব্বেষাং সর্ব্বদুঃখহারী) ভগবান্ (ভক্তবাৎসল্যাদ্যশেষগুণগণপ্রকটনপরঃ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ) বন্ধূনাং (আত্মমিত্রাণাং গোপবালকানাং) কৃপণং (তথাবিধকাতর্য্যযুক্তং) বচঃ (বাক্যং) নিশম্য (শ্রুত্বা) মাভৈষ্ট (যূয়ং ভয়ং মা কুরুত) লোচনানি (নয়নানি) নিমীলয়তঃ (মুদ্রয়ধ্বং) ইতি অভাষত (গোপবালকান্ কথয়ামাস) ॥ ১১

মূলানুবাদ। শ্রীশুকদেব বলিলেন, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার মিত্রগণের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের কোনও ভয় নাই, তোমরা সকলে নয়ন মুদ্রিত কর ॥ ১১

শ্রীধরটীকা। গোগোপানাং নাশহেতুর্বনবহ্নিঃ সর্ব্বতঃ প্রাদুর্বভূব। সারথিনা বায়ুনা ॥ ৭—১১

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী। স্বভাবত এব হরিঃ সর্ব্বদুঃখহর্ত্তা তত্র চ ভগবান্ ভক্তবাৎসল্যাদিনিজবিশেষগুণ-প্রকটনপরঃ। তত্রাপি বন্ধূনাং "যন্মিত্রং পরমানন্দমিতি" ন্যায়েনাত্মৈকমিত্রাণাং কৃপণং কাতর্য্যযুক্তং বচঃ। লোচনানি নিমীলয়তেতি ক্রীড়াকৌতুকস্বভাবেন। বস্তুতস্ত্বয়ং ভাবঃ। এতে মদেকস্নেহাক্রান্তচিত্তাঃ নিজক্ষেমানপেক্ষয়াপি মৎক্ষেমমেব নিজজীবনতোঽপ্যপেক্ষন্তে। অতো মমাগ্নিপানং নিরীক্ষ্য মদনিষ্টশঙ্কয়া সহসা দাবাগ্নিমপ্যেতং কিল প্রবিশেযুঃ। অতোঽমূমেষামলক্ষিতমেব পাস্যামীতি। কিঞ্চ। অলক্ষিতং ক্রীড়ার্থং ভাণ্ডীরং তান্ শীঘ্রং নেতুং তথোক্তম্। নয়হো পরমকৌতুকিন্। লোচননিমীলনেন কথমগ্নিপরিহারস্তত্রাহ মাভৈষ্ট। রক্ষিতাস্মীতি ভাবঃ ॥ ১১

তথেতি মীলিতাক্ষেষু ভগবানগ্নিমুল্বণম্ । পীত্বা মুখেন তান্ কৃচ্ছ্রাদ্‌যোগাধীশো ব্যমোচয়ৎ ॥ ১২
ততশ্চ তেঽক্ষীণ্যুন্মীল্য পুনর্ভাণ্ডীরমাপিতাঃ । নিশাম্য বিস্মিতা আসন্নাত্মানং গাশ্চ মোচিতাঃ ॥১৩
কৃষ্ণস্য যোগবীর্য্যং তদ্‌যোগমায়ানুভাবিতম্ । দাবাগ্নেবাত্মনঃ ক্ষেমং বীক্ষ্য তে মেনিরেঽমরম্ ॥১৪

অন্বয়ঃ ।—তথা ( এবমস্তু ) ইতি ( ইত্যুক্তা ) মীলিতাক্ষেষু ( গোপবালকেষু মুদ্রিতনয়নেষু সৎসু ) যোগাধীশঃ ( যোগেশ্বরেশ্বরঃ ) ভগবান্ ( শ্রীকৃষ্ণঃ ) মুখেন উল্বনং ( অতিতীব্রং ) অগ্নিং ( তং দাবানলং , পীত্বা তান্ ( সগোধনান্ গোপবালকান্ ) কৃচ্ছ্রাৎ ( দাবদহনজনিতক্লেশবাশেঃ ) ব্যমোচয়ৎ ( মোচয়ামাস ) ॥ ১২

মূলানুবাদ । শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া গোপবালকগণ নয়ন মুদ্রিত করিলে যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মুখব্যাদান করিয়া সেই প্রচণ্ড দাবানল পান করিলেন এবং সকলকে দাবানল জ্বালা হইতে মুক্তি প্রদান করিলেন ॥ ১২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ।– তথা এবমস্ত্বিত্যর্থঃ ইত্যেতদুক্তা ইত্যর্থঃ । নন্থ তাদৃশাগ্নিঃ শ্রীমুখেনাহোবত কথং পীতস্তত্রাহ যোগাধীশঃ তূর্ব্বিতকৈশ্বর্য্যবিশেষৈকস্বামী । তচ্ছক্ত্যা পানকগণ্ডুষতামিব গতমিতি ভাবঃ । বিশেষেণামোচয়ৎ ভাণ্ডীরপ্রাপণাৎ । মুখেন পানাভিপ্রায়ঃ প্রাগেবোদ্দিষ্টঃ ॥ ১২

অন্বয়ঃ ।—ততশ্চ ( শ্রীকৃষ্ণস্য দাবানলপানানন্তরং ) পুনঃ ভাণ্ডীরম্ আপিতাঃ ( শ্রীকৃষ্ণেনৈব ভাণ্ডীরবটতটং প্রাপিতাঃ ) তে ( গোপবালকাঃ ) অক্ষীণি ( চক্ষুংসি ) উন্মীল্য উদ্‌ঘাট্য ) আত্মানং ( সর্ব্ব এব স্বং স্বং মোচিতং দৃষ্ট্বা ) গাশ্চ ( গোমহিষ্যাদয়শ্চ ) মোচিতাঃ ( শ্রীকৃষ্ণেনৈব দাবানলাৎ মোচিতাঃ ) নিশাম্য ( দৃষ্ট্বা ) বিস্মিতাঃ ( বিস্ময়ান্বিতাঃ ) আসন্ ( অভবন্ ) ॥ ১৩

মূলানুবাদ । - তদনন্তর গোপবালকগণ নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিল যে—তাহারা সকলেই ভাণ্ডীর বটতলে আসিয়াছে এবং তাহারা ও গোমহিষাদি পশুগণ সকলেই দাবানল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে । তখন গোপবালকগণ এই ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল ॥ ১৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী । - ততঃ পানানন্তরঞ্চ নূনং শ্রীভগবদুক্ত্যা এবাক্ষীণ্যুন্মীল্যাত্মানং মোচিতং গাশ্চ মোচিতা নিশম্য নিশাম্য দৃষ্ট্বা বিস্মিতা আসন্ । ন কেবলং মোচিতাঃ পুনর্ভাণ্ডীরমাপিতাশ্চ । নিশাম্যেত্যেব পাঠঃ কচিৎ । মোচিতা ইত্যর্থবশাদ্বিভক্তিবিপরিণামেণোভয়োরন্বয়ঃ । তত্র শ্রীযমুনাদক্ষিণকূলে শ্রীবৃন্দাবনমধ্যে স্যারো ইতি প্রসিদ্ধশিবালয়গ্রামতো বায়ব্যদিশি ভাণ্ডীর ইতি যঃ প্রসিদ্ধোঽস্মাভির্দ্দৃষ্টচরো যদংশো যৎসম্বন্ধেনাদ্যাপি তন্নাম্না খ্যাতস্তৎপ্রদেশো যমুনাঘট্টশ্চ বিস্পষ্টঃ স এব ভাণ্ডীরবটো জ্ঞেয়ঃ, তদ্দক্ষিণতঃ ক্রোশপঞ্চকং যাবন্মুঞ্জাটবী চ তন্নিকটতঃ অগ্নিবারেতি প্রসিদ্ধগ্রামান্তে গ্রাহ্যা । তথা মধ্যে চাস্য মহাশাখো ন্যগ্রোধ ইত্যাদিনা শ্রীহর্ষিবংশে শ্রীবৃন্দাবন এব ভাণ্ডীরস্য বর্ণনম্ । ভবিষ্যোত্তরে চ মল্লদ্বাদশীপ্রসঙ্গে । ভাণ্ডীরে যো মল্লরূপী শ্রীকৃষ্ণো নিরূপিতস্তস্য তত্রৈব মহামল্ল ইতি প্রসিদ্ধিঃ । অতো বাসুদেবেতি প্রসিদ্ধা তদ্দেবতা চ সৈব জ্ঞেয়া । এবমেব বহন্তো বাহ্যমানাশ্চ চারয়ন্তশ্চ গোধনমিত্যুক্তং শ্রীবৃন্দাবনত আরব্ধায়াঃ ক্রীড়ায়া অবিচ্ছেদে সঙ্গচ্ছেত । অনন্তগবাদীনামুত্তারণাদিনা তদসিদ্ধেঃ । এবং "কিং বিশ্রাম্যসি কৃষ্ণভোগিভবনে ভাণ্ডীরভূমীরুহীত্যাদি" প্রাচীনবৈষ্ণবকবীনামপি মতমব্যাকুলং স্যাৎ, ততশ্চ শ্রীবরাহোক্তং লোকে ভাণ্ডহরেতি খ্যাতং ভাণ্ডহ্রদাখ্যতীর্থমেব যমুনায়া উত্তরকূলে জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৩

অন্বয়ঃ । দাবাগ্নেঃ ( প্রচণ্ডদাবানলাৎ ) আত্মনঃ ( স্বস্য ) ক্ষেমং ( মুক্তিকারণং ) যোগমায়ানুভাবিতং ( অচিন্ত্যমহাশক্তিব্যঞ্জকং ) কৃষ্ণস্য তৎ ( সাক্ষাদেবানুভূতং ) যোগবীর্য্যং ( মহাপ্রভাবং ) বীক্ষ্য ( দৃষ্ট্বা ) তে ( গোপবালকং ) তং ( শ্রীকৃষ্ণং ) অমরং ( সাক্ষান্নারায়ণং তস্য শক্ত্যাবিষ্টং বা ) মেনিরে ( সম্ভাবিতবন্তঃ ) ॥ ১৪

গা সন্নিবর্ত্ত্য সায়াহ্নে সহরামো জনার্দ্দনঃ। বেনুং বিরণয়ন্ গোষ্ঠমগাদ্গোপৈরভিষ্টুতঃ॥ ১৫
গোপীনাং পরমানন্দ আসীদ্ গোবিন্দদর্শনে। ক্ষণং যুগশতমিব যাসাং যেন বিনাঽভবৎ॥ ১৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতাযাং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে দাবাগ্নিপানং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯

মূলানুবাদ। -শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যমহাপ্রভাবে এইরূপে দাবানল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া গোপবালকগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া সম্ভাবনা করিতে লাগিলেন॥ ১৪

অন্বয়ঃ। -গোপৈঃ (শ্রীদামসুবলাদিভিঃ গোপবালকৈঃ) অভিষ্টুতঃ (প্রলম্বাসুরঘাতনদাবানলপানাদি-লীলাগানেন প্রশংসিতঃ) সহরামঃ (বলদেবসহিতঃ) জনার্দ্দনঃ (সর্ব্বজনপ্রিয়ঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) সায়াহ্নে (দিবাবসানে) গাঃ (গোমহিষাদীন্) সন্নিবর্ত্ত্য (একত্রীকৃত্য) বেণুং (মোহনমুরলীং) বিরণয়ন্ (বাদয়ন্) গোষ্ঠং (গোপাবাসং) অগাৎ (গতবান্)॥ ১৫

মূলানুবাদ। তদনন্তর দিবাবসানে গোমহিষাদি পশুগণকে একত্র মিলিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, বলদেবসহ গোপবালকগণ কর্ত্তৃক নানাভাবে প্রশংসিত হইয়া বেণু বাজাইতে বাজাইতে গোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন॥ ১৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অথাপি তেষামিত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যেত্যাদিষু সর্ব্বোর্দ্ধশ্লাঘিতশুদ্ধমৈত্রীমতাং তদাচ্ছাদকমৈশ্বর্য্যজ্ঞানং ন বভুব, কিন্তু কথঞ্চিৎ প্রভাবজ্ঞানমেবাজায়তেত্যাহ। কৃষ্ণস্য যোগমায়য়া- স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা অনুভাবিতং ব্যক্তিতম্। যোগোঽপূর্ব্বার্থসংপ্রাপ্তাবিতিবিশ্বপ্রকাশাদপূর্ব্বার্থসম্প্রাপ্তিসম্পাদকং যদ্বীর্য্যং প্রভাবস্তদ্বীক্ষ্য মত্বা তম্ অমরং দেববিশেষং মেনিরে। কীদৃশং বীর্য্যং? দাবাগ্নেঃ সকাশাদাত্মনঃ ক্ষেমং মঙ্গলহেতুমিতি। যদ্বা। ন বিদ্যতে মরো মরণং যস্মাত্তম্ এতদাশ্রয়েণ মরণাদপি ন-বিরহং প্রাপ্স্যাম ইতি ভাবঃ। জনার্দ্দন ইতি ব্রজজনৈঃ সদা দ্রষ্টুং যাচ্যত ইত্যভিপ্রায়েণ॥ ১৪।১৫

অন্বয়ঃ। যাসাং (প্রেমবতীনাং গোপীনাং) যেন (শ্রীকৃষ্ণেণ) বিনা ক্ষণং (অত্যল্পোঽপি সময়ঃ) যুগশতমিব (শতশতযুগসদৃশং) অভবৎ (অনুভূযতে) [তাসাং] গোপীনাং (শ্রীরাধাচন্দ্রাবল্যাদীনাং ব্রজপ্রেয়সীনাং) গোবিন্দদর্শনে (গোচারণাৎ প্রত্যাবৃত্তকৃষ্ণমুখদর্শনে) পরমানন্দঃ (ব্রহ্মানন্দতোঽপি কোটিকোটিগুণাধিকঃ কশ্চিদ-নির্ব্বচনীয় আনন্দবিশেষঃ) আসীৎ (বভুব)॥ ১৬

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-কৃতে
শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে দশমস্কন্ধস্য একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯

মূলানুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে যে ব্রজবাসিনী গোপীগণের ক্ষণমাত্র কালও শত শত যুগ বলিয়া মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে প্রবেশ করিলে তাঁহার মুখারবিন্দ দর্শন করিয়া সেই গোপীগণ পরমানন্দ লাভ করিলেন। ১৯

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথবংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামিকৃতে
শ্রীমদ্ভাগবতমূলানুবাদে দশমস্কন্ধস্য একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৯

শ্রীধরটীকা।—কৃচ্ছ্রাৎ গহ্বরপ্রবেশকুত্তৃট্শ্রমাদিজনিতাৎ॥ ১২॥ ক্ষণেনৈব ভাণ্ডীরং প্রাপিতাঃ। ততঃ অক্ষীণি উন্মীল্য বিস্মিতাঃ॥ ১৩—১৬

শ্রীদামাদি স্বগোপানাং স্বাঙ্গমারুহ্য হৃষ্টতাম্। স্বৈশ্বর্য্যমাবিরকরোদ্বনবহ্নিনিপানতঃ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ।—শ্রীগোপানাং দাবাগ্নিতো মোচনপূর্ব্বকং স্বপ্রাপ্তিপরমানন্দং যথা দদৌ তথা শ্রীগোপীনামপি বিরহাগ্নিতস্তৎপূর্ব্বকং তং দদাবিতি নিত্যমপি প্রস্তাবসাদৃশ্যেন তদ্দিনলীলান্ত এবাহ গোপীনামিতি। পরমঃ পরাং কাষ্ঠামাপন্ন আনন্দ আসীৎ। কাসাং গোপীনাং তত্রাহ ক্ষণমিতি। কুটিলকুন্তলঃ শ্রীমুখঞ্চ তে ইতি। ক্রটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতামিতি চ তাসামেব তাদৃশবচনশ্রবণাৎ। যদ্দর্শনে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তীতি তা এবোদ্দিশ্য শ্রীমন্মুনীন্দ্রেণাপি সর্ব্বাতিশয়প্রেমদর্শনায় বর্ণিতত্বাৎ। তৎপ্রেয়সীরূপাণামিত্যর্থঃ। কীদৃশং? তত্রানন্দস্য পরমত্বং তত্রাপ্যাহ ক্ষণমিতি। অস্মদ্বাঙ্মনসাগোচরত্বাৎ স্বরূপেণ নির্দ্দেষ্টুং ন শক্যতে, কিন্তু কথঞ্চিৎ প্রতিযোগিমুখেনৈবেতি ভাবঃ। গোবিন্দদর্শন ইতি সপ্তমীনির্দ্দেশস্তদাপি তাসাং নিমেষাদিব্যবধানে পূর্ব্ববৎ বিরহাবস্থৈব দর্শিতা। ক্ষণমিতি নপুংসকত্বমার্ষম্। এবময়মাসাং ভাবপ্রেমপ্রণয়মানরাগানুরাগমহাভাবাখ্যতয়া সপ্তমকক্ষামারূঢ়ায়া রতেঃ পরিপাকঃ শ্রীমন্মদনুজবরৈবিরচিতোজ্জলনীলমণৌ অবলোকনীয়ঃ ॥ ১৬

॥ * ॥ ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাং দশমটিপ্পণ্যামূনবিংশঃ ॥ ০ ॥ ১৯

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী। নিবিড় শরবনের মধ্যে অবরুদ্ধ ও পথহারা গোমহিষাদি পশুগণকে একত্র সম্মিলিত করিয়া গোপবালকগণ যখন শরবন হইতে বহির্গত হইয়া কৃষ্ণকে লইয়া গৃহে যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, সেই সময়ে অকস্মাৎ বনবহ্নি প্রজ্বলিত হওয়ায় গোপবালকগণ একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা এই যোজনব্যাপী বহ্নিকে সাধারণ দাবানল বলিয়াই ধারণা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দাবানলও প্রলম্বাসুরের অনুচরগণ কর্ত্তৃকই অকস্মাৎ প্রজ্বলিত হইয়াছিল। বৈষ্ণবতোষণীটীকায় উল্লিখিত আছে যে—"অয়মপি প্রলম্বগণঃ কশ্চিদসুর ইতি কেচিদাহুঃ।" কোন কোন বিজ্ঞগণের ধারণা এই যে—শরবন মধ্যে অকস্মাৎ প্রদলিত এই দাবানলও প্রলম্বাসুরের সখা কোনও অসুর বিশেষ। শ্রীগোপালচম্পূগ্রন্থে বর্ণিত আছে—

"তদেবং যদালম্ভি চাগুম্ভি চ নৈচিকীনিচয়স্তদানীমেব চ দুষ্টনির্ব্বিলম্ব-প্রলম্বপ্রলয়চরাঃ কংসচরা লব্ধাবসরা মুঞ্জাটবীমুদ্ভটচেষ্টতয়া চেষ্টয়িত্বা নির্নিবারণকৃপীটকারণবৃষ্টিং ঝটিতি তাদৃশাদুষ্টবষট্কারাস্পদতদ্বিলক্ষণ তেজঃ তস্মিন্ প্রতিপক্ষতা কল্পনয়া নিসৃষ্টবন্তঃ।"

যে সময়ে গোপবালকগণ তাঁহাদের গোমহিষাদি পশুগণকে শরবনমধ্যে পাইয়া তাহাদিগকে একত্র মিলিত করিলেন, সেই সময়ে যে সমস্ত প্রলম্বসহচর কংসানুচর অসুরগণ অত্যল্পকালের মধ্যেই বলদেব হস্তে প্রলম্বাসুরের মৃত্যুদশাপ্রাপ্তি দেখিয়াছিল, তাহারা সুযোগ বুঝিয়া কৃষ্ণের সহিত শত্রুতা সাধন করিবার জন্য তাড়াতাড়ি শরবন বেষ্টন করিল ও তাহাতে এমনভাবে অগ্নি প্রজ্বলিত করিল যে, তাহার অসাধারণ তেজঃপ্রভাব নিবারণ করা অসম্ভব।

যাহা হউক, গোপবালকগণ অকস্মাৎ শরবনে মহাবহ্নি প্রজ্বলিত দেখিয়া তাহাদের প্রাণের প্রাণ শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহারা কৃষ্ণকে রক্ষা করার ব্যাকুলতা অন্তরে গোপন করিয়া আত্মরক্ষার জন্য কৃষ্ণ ও বলরামের শরণাগত হইল। তাহাদের মনের ভাব এই যে—তাহাদিগকে আত্মরক্ষায় ব্যাকুল দেখিলে কৃষ্ণ, যথাশক্তি চেষ্টা করিয়া দাবানল নির্ব্বাপণ করিবেন ও সেই প্রসঙ্গে তাঁহারও অনিষ্টাশঙ্কা দূর হইবে।

দাবাগ্নি দৃষ্ট্বা তে যদপি হরিরক্ষাপরতয়া সমীযু র্বৈয়গ্র্যাং তদপি নিজরক্ষাগ্রবৃন্মুত।

প্রসক্তিস্তস্যেত্থং কিল ভবতি সা চেদ্যদয়তে, তদা শক্তিশ্চাস্য প্রভবতি যথেচ্ছং মুহুরিতি ॥ (শ্রীগোপালচম্পূঃ)

শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে—প্রচণ্ড দাবাগ্নি দেখিয়া গোপবালকগণ যদ্যপি কৃষ্ণকে রক্ষা করিবার জন্যই ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা কৃষ্ণের নিকট যে আত্মরক্ষার প্রার্থনাই জানাইয়াছিলেন,

তাহার কারণ এই যে, গোপবালকগণকে রক্ষা করিবার জন্য আসক্তি হইলেই শ্রীকৃষ্ণের অধিকতররূপে আত্মশক্তির প্রকাশ হইবে।

গোপবালকগণ সেই তীব্র দাবানলে দগ্ধপ্রায় হইয়া তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বনীয় শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবকে বলিতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি মহাবীর্য্যশালী, তোমাব প্রভাবেব কথা আমাদেব কাহাবও অজ্ঞাত নহে। কালিয়দমন দিনে যমুনাব উপকুল ভূমিতে যে দাবানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহা তুমিই নিবারণ করিয়াছিলে, আমবা আজও সেইরূপ দাবানলে দগ্ধ হইয়া তোমার শরণাগত হইলাম, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। হে বলদেব! তোমাব অদ্ভুত পবাক্রমের কথা আব কি বলিব। এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই তুমি এক মুষ্ট্যাঘাতে সেই মহাবল-পবাক্রান্ত অসুবকে বিনাশ করিয়াছ, অতএব আমাদিগকে দাবানল হইতে রক্ষা কবা তোমাব পক্ষে কিছুমাত্র কষ্টসাধ্য কিংবা অসম্ভব নহে।

দাবানলে দগ্ধপ্রায় গোপবালকগণ, এইরূপে কৃষ্ণ ও বলদেবের শবণাপন্ন হইয়া পুনঃ পুনঃ আত্মরক্ষার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া পবিশেষে বলিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি যাহাদের বান্ধব, কিংবা যাহারা তোমাব বান্ধব, তাহাদের কোনরূপ ক্লেশভোগ করা উচিত নহে। গর্গাচার্য্য বলিয়াছেন—"যত্র তস্মিন্ মহাভাগে প্রীতিং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ। নারয়োঽভিভবন্ত্যেতান্ বিষ্ণুপক্ষানিবাসুরাঃ"॥ নন্দনন্দনকে যাহারা ভালবাসিবে, তাহাদিগকে কোন শত্রুই কদাপি পরাভূত কবিতে পারিবে না। বিষ্ণুপক্ষাশ্রিত ব্যক্তিগণেব নিকটে যেমন আসুরপবাক্রম ব্যর্থ হয়, সেইরূপ নন্দপুত্রের আশ্রিত ব্যক্তিগণও সর্ব্ববিধ বিপজ্জাল হইতে অনায়াসে মুক্তি লাভ করিবে। অতএব হে কৃষ্ণ! আমরা তোমার আশ্রিত হইয়াও কি দাবানলে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিব? তুমি বিনা আমাদেব অন্য কোন প্রকার গতি নাই এবং আমরাও তোমাকে ভিন্ন আর কিছুই জানি না। হে ধার্ম্মিকশিরোমণে! তোমার এই শরণাগতগণকে রক্ষা করা উচিত নহে কি?

গোপবালকগণের এই প্রকার ব্যাকুলতা দেখিয়া কৃষ্ণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তখন দাবানল নির্বাপণের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন—

এই সমস্ত গোপবালকগণ আমাব আত্মা হইতেও পবম প্রিয়। হায়! ইহারা দাবানল দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়াছে, অতএব আমি এখনই এই দুষ্ট দাবানলকে উদরস্থ করিব। সাক্ষাৎ কালান্তক যমই হউন কিংবা প্রলয়কর্ত্তা রুদ্রই হউন, আমার বান্ধবগণের কেহই কোনও অনিষ্ট কবিতে পারিবে না।

কিন্তু আমি যদি গোপবালকগণের সম্মুখেই এই দাবানল পান করি তাহা হইলে ইহারা তাহা দেখিয়া আমার অনিষ্টাশঙ্কায় অধীর হইয়া পড়িবে,—এই কথা মনে কবিয়া শ্রীকৃষ্ণ, তাহাদের বলিলেন—হে বন্ধুগণ। তোমবা কোন প্রকার ভীত হইও না। আমি এখনই তোমাদিগকে এই প্রচণ্ড দাবানল হইতে মুক্ত করিতেছি। তোমবা সকলেই কিছুক্ষণের জন্য নয়ন মুদ্রিত কব।

শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া গোপবালকগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে, পরমকৌতুকপ্রিয় কৃষ্ণ আমাদিগকে নয়ন মুদ্রিত কবিতে বলিতেছে কেন? ইহা কি তাঁহার কোন প্রকাব কৌতুক? এই কথা শুনিয়া একজন গোপবালক বলিল যে—আমাদের পরমবান্ধব কৃষ্ণ, আমাদের এই আসন্ন বিপৎ কালেও কি আমাদের সহিত কৌতুক করিবে? কৃষ্ণ আমাদেব নয়ন মুদ্রিত করিতে বলিতেছে, ইহাতে মনে হয় যে বিষ এবং অগ্নি প্রভৃতির উপশম করিতে হইলে যে সমস্ত মন্ত্রাদির প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা লোকসমক্ষে কবিলে সফল হয় না, সেই জন্যই কৃষ্ণ আমাদেব নয়ন মুদ্রিত করিতে বলিতেছে। আমাদেব কৃষ্ণ কালিয়বিষজর্জ্জরিত যমুনাহ্রদকে বিষদোষশূন্য করিয়াছে, কালিয়দমন দিনের গভীব বজনীতে প্রচণ্ড দাবানল শান্তি করিয়াছে, সুতরাং সে যে

বিষ ও অগ্নি প্রভৃতি উপশমের মন্ত্রতন্ত্রাদিতে অভিজ্ঞ, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। অতএব আমাদের কাল-বিলম্ব না করিয়া এখনই নয়ন মুদ্রিত করা কর্তব্য। এই প্রকার মন্ত্রণা ও বিবেচনা করিয়া গোপবালকগণ তৎক্ষণাৎ নয়ন মুদ্রিত করিলেন।

নিমীলদ্বিলোচনেষু চ তেষু তদাবশবেশতয়া যোগমায়য়া তৎকালকল্পিতমহাজলধরকল্পাপবশরীরস্তত্রত্যোনা-নাপ্লুনাননে তমদুঃখত এব সর্ব্বং বিভ্রক্ষন্তং ভক্ষিতবান্। তথা তদিচ্ছয়া সুধাচুলুকায়মানমিত্যেকে।

(শ্রীগোপালচম্পূঃ)

শ্রীকৃষ্ণের আদেশে গোপবালকগণ নয়ন মুদ্রিত করিলে, শ্রীকৃষ্ণের সেই সর্বগ্রাসি দাবানলকে নিজ জঠরানলে বিলীন করিতে ইচ্ছা হইল এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার অচিন্ত্যমহাশক্তিপ্রভাবে মহাজলধরতুল্য এক প্রকাণ্ড বিগ্রহের আর্বিভাব হইল, কৃষ্ণ তখন সেই বিরাট্ দেহের বিরাট্ বদন ব্যাদান করিয়া অনায়াসে সেই সর্ব্বভক্ষক হুতাশনকে ভক্ষণ করিলেন। কোন কোনও শ্রীকৃষ্ণলীলারসাভিজ্ঞ বিজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীকৃষ্ণের যখন সেই দাবানল পান করিতে ইচ্ছা হইল, তখন তাঁহার অলঙ্ঘনীয় ইচ্ছশক্তিপ্রভাবে দাবানল, অমৃতমধুর পানীয় রূপে পরিণত হইল এবং তিনি অনায়াসে তাহা পান করিলেন।

তাহার পর কৃষ্ণ, গোপবালকগণকে বলিলেন –"বন্ধুগণ! আর তোমাদের কোন প্রকার আশঙ্কা নাই, এখন তোমরা নয়ন উন্মীলন কর।" গোপবালকগণ কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ নয়ন উন্মীলন করিলেন এবং সকলেই সবিস্ময়ে দেখিলেন যে দাবানলের কোন প্রকার চিহ্ন মাত্রও নাই, তাঁহারা সকলেই গোধনাদি সহ ভাণ্ডীর বটতলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের এই অচিন্ত্য মহাশক্তির মহাপ্রভাব দেখিয়া গোপবালকগণ পরম বিস্মিত হইলেন এবং সকলেই মনে করিলেন যে আমাদের সখা সামান্য গোপবালক নহে, নিশ্চয়ই তাঁহাতে শ্রীনারায়ণের কোনও মহাশক্তির আবেশ আছে, অথবা সাক্ষাৎ নারায়ণই আমাদের সখা হইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন।

গোপবালকগণের এই বিস্ময় অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না, কৃষ্ণ যখন গোপবালকগণকে বলিলেন "ভাই, আর ত বেশী বেলা নাই, এতক্ষণে বোধ হয় আমাদের মা আমাদের জন্য চিন্তিত হইয়াছেন এবং ক্ষীরনবনীতাদি হস্তে লইয়া দণ্ডে শতবার আমাদের পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, অতএব আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয়া আমরা সকলে মিলিয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হই," তখন গোপবালকগণ কৃষ্ণের মধুরবচন শুনিয়া সকলেরই কৃষ্ণের অচিন্ত্যমহাশক্তির কথা বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিয়া গেল এবং সখ্যপ্রেমসিন্ধু উচ্ছলিত হইয়া সকলেরই হৃদয় প্লাবিত করিয়া দিল। তখন সকলে মিলিয়া হৈ হৈ রবে ধেনুপাল একত্রে মিলিত করিলেন এবং তাহাদের অগ্রে করিয়া সকলেই মণ্ডলাকারে তাঁহাদের প্রাণকৃষ্ণকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং কৃষ্ণের নানাবিধ লীলকথা গান করিতে করিতে কৃষ্ণবদনে পলকবিহীন দৃষ্টি সংলগ্ন করিয়া ব্রজের পথে অগ্রসর হইলেন। কৃষ্ণও গোপবালক মণ্ডলমধ্যস্থ হইয়া বলদেবের অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া মধুর মুরলীনাদ করিতে করিতে মত্তগজেন্দ্রগতিতে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ, বনভূমিতে গোপবালকগণকে প্রচণ্ড দাবানল তাপ হইতে মুক্তিদান করিয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু ব্রজের প্রতি গৃহে গৃহে কোটি কোটি দাবানল অপেক্ষাও কোটি কোটি গুণে অধিক বিরহতাপ বুকে লইয়া কোটি কোটি কৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজাঙ্গনাগণ প্রতি পলকে পলকে কোটি কোটি যুগের অদর্শন জনিত মহাদুঃখ ভোগ করিতেছিলেন। যখন দূর হইতে কৃষ্ণের মধুর মুরলীনাদামৃত তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল, তখন হইতেই তাঁহারা তাঁহাদের প্রাণবল্লভের মুখচন্দ্র-পীযূষকণিকা পান করিবার জন্য সতৃষ্ণ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে

শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন তাঁহাদের সর্ব্ববিধ তাপ দূর হইয়া গেল এবং সকলেই শ্রীগোবিন্দ-মুখারবিন্দ-দর্শনানন্দ-মহাহ্রদে অবগাহন করিয়া ভাবের আবেশে পুলকিত তনু, মনে নিরবচ্ছিন্ন কৃষ্ণপ্রেমানন্দ, তাই সকলে নিমিষ বিহীন নয়নে কৃষ্ণবদন দর্শন করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত মহাভাববতী ব্রজরমণীগণের প্রেমের কথা আর কি বলিব। শ্রীকৃষ্ণের ক্ষণকাল অদর্শনও তাঁহাদের নিকট শত শত যুগ বলিয়া মনে হয় এবং শত শত যুগের নিরবচ্ছিন্ন দর্শনও ইহাদের নিকট নিমিষার্দ্ধ বলিয়া মনে হয়।

গোপবালকগণের দাবতাপ বিমোচনকারী এবং ব্রজরমণীগণের বিরহতাপহারী-নন্দের নন্দন হরি এই ভাবে সমস্ত ব্রজজনকে পরমানন্দসিন্ধুতে ডুবাইয়া দিবাবসানে গোপবালক ও গোগণসহ নিজ ভবনে প্রবেশ করিলেন। মা যশোদা, পিতা নন্দ এবং সমস্ত গোপগোপীগণের নয়নানন্দবর্দ্ধন করিয়া তাঁহাদের লালন পালনে পরমহৃষ্ট হইয়া শ্রীযশোদানন্দন অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৯-১৬

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃত-বর্ষিণীসমাখ্যায়াং তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং দশমস্কন্ধস্য একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯

## দশমঃ স্কন্ধঃ

—:※:—

# বিংশোঽধ্যায়ঃ

—:+:—

শ্রীশুক উবাচ।

তযোস্তদদ্ভুতং কর্ম্ম দাবাগ্নের্মোক্ষমাত্মনঃ। গোপাঃ স্ত্রীভ্যঃ সমাচখ্যুঃ প্রলম্ববধমেব চ ॥ ১
গোপবৃদ্ধাশ্চ গোপ্যশ্চ তদুপাকর্ণ্য বিস্মিতাঃ। মেনিরে দেবপ্রবরৌ কৃষ্ণরামৌ ব্রজং গতৌ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—গোপাঃ (শ্রীদামসুবলাদযো গোপবালকাঃ) দাবাগ্নেঃ (দাবানলাৎ) আত্মনঃ (আত্মনাং) মোক্ষং (নিবৃতিং) প্রলম্ববধং (প্রলম্বাসুরবিনাশনং) এব চ তযোঃ (শ্রীকৃষ্ণবলদেবযোঃ) তৎ অদ্ভুতং (অলৌকিকং) কর্ম্ম স্ত্রীভ্যঃ (স্ব স্ব মাত্রাদিভ্যঃ) সমাচখ্যুঃ (বিস্তরেণ কথযামাসুঃ) ॥ ১

মূলানুবাদ।—শ্রীশুকদেব বলিলেন, শ্রীদামসুবলাদি গোপবালকগণ ব্রজে আসিযা নিজ নিজ মাতৃগণের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের দাবানল মোক্ষণ ও বলদেবের প্রলম্বাসুর বিনাশন রূপ অদ্ভুত লীলার কথা ঘোষণা করিলেন ॥১

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তযোঃ শ্রীরামকৃষ্ণযোর্দাবাগ্নিমোক্ষণরূপং প্রলম্ববধরূপঞ্চ যথা স্বং তৎ কর্ম্ম। সাম-যিকব্যুৎক্রমনির্দ্দেশঃ প্রাধান্যাপেক্ষযা। স্ত্রীভ্যঃ স্বমাত্রাদিভ্যঃ অসঙ্কোচাৎ তা এব শ্রাবযিতুমিত্যর্থঃ। সম্যক্ তত্তৎ বিশেষত আচখ্যুঃ ॥১

অন্বয়ঃ।—গোপবৃদ্ধাঃ (নন্দাদযঃ) চ গোপ্যঃ (যশোদাপ্রমুখা গোপ্যঃ) চ তৎ (গোপবালকৈরুক্তং প্রলম্ব-বধাদি বৃত্তান্তং) উপাকর্ণ্য (শ্রুত্বা) বিস্মিতাঃ (আশ্চর্য্যান্বিতা অভবন্) ব্রজং গতৌ (নন্দগোকুলে অবতীর্ণৌ) কৃষ্ণরামৌ (শ্রীকৃষ্ণবলদেবৌ) দেবপ্রবরৌ (দেবশ্রেষ্ঠৌ) মেনিরে (সম্ভাবযন্তি স্ম) ॥ ২

মূলানুবাদ।—নন্দাদি গোপবৃন্দ এবং যশোদাদি গোপীগণ, গোপবালকগণের নিকট এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং সকলেই মনে করিলেন, রাম ও কৃষ্ণ দুই ভাই নিশ্চয়ই কোন দেবশ্রেষ্ঠ এবং কোনও লীলার জন্য তাঁহারা ব্রজে অবতীর্ণ হইযাছেন ॥ ২

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।—বিংশে প্রাবৃট্ শরচ্ছোভা বর্ণনেন বনোচিতাঃ। প্রাবৃট্ ক্রীড়া নিরূপ্যন্তে গোপ-বালযুক্তো হরেঃ ॥ হেযাদেযোপমানেন প্রাবৃট শরদৃতুশ্রিযোঃ। বর্ণনন্তদ্ভুতৈশ্বর্য্যাকৃষ্ণলীলাবিবক্ষযা ॥১।২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তত এব সর্ব্বেষামপি শ্রুতবতাং ভাবমাহ গোপেতি। সৎস্বপি যুবং গোপবৃদ্ধা ইতি তেষামপি চমৎকারাতিশযেন রসাধিক্যাপেক্ষযা। অতো গোপ্যোঽপি তাদৃশ্যো জ্ঞেযাঃ। দেবেষু প্রবরৌ কাবপি বন্ধুনোচিতপ্রেমাক্রান্তচিত্ততযা নিশ্চযাভাবাৎ ॥ ২

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব ও শ্রীদামসুবলাদি গোপবালকগণ সঙ্গে নিত্য নিত্য গোচারণচ্ছলে শ্রীবৃন্দাবনের বনভূমিতে গমন ও সেখানে নানাবিধ বাল্যলীলারঙ্গে সকলের আনন্দ-বর্দ্ধন এবং গোপবালকগণের সখ্যপ্রেমরসাস্বাদন করেন। তিনি গোপবালকগণের সহিত বাল্যলীলা করিতে করিতেই যে সমস্ত অসুরবধাদি অলৌকিক কার্য্য করেন, তাহা শত সহস্র চেষ্টা করিয়া সমস্ত দেবগণ একত্র মিলিত হইয়াও করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু শ্রীদামসুবলাদি গোপবালকগণ, তাঁহাদের বিশুদ্ধ সখ্য-প্রেমরস-পরিভাবিত দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত অলৌকিক লীলাবলী সাক্ষাদ্দর্শন করিয়াও কোন প্রকার অলৌকিক বুদ্ধি পোষণ করেন না, কিংবা তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়াও ধারণা হয় না। শ্রীকৃষ্ণের নানা-প্রকার অলৌলিক লীলা দর্শনে তাঁহাদের মনে বড়ই আনন্দ হয় এবং আমাদের সখা "মহাশক্তিশালী" বলিয়া তাঁহারা সগর্ব্বে ও নির্ভয়ে বনে বিচরণ করেন।

শ্রীদামসুবলাদি গোপবালকগণ যখন দাবানল পরিবেষ্টিত হইয়া "ত্রাহি ত্রাহি" রব করিতেছিলেন, তখনও তাঁহাদের মনে হইতেছিল যে, আমাদের ভাই কানাই আসিলেই আমরা এই প্রচণ্ড দাবানল হইতে মুক্তি-লাভ করিতে পারিব। সেইজন্য তখন তাঁহারা কাতরভাবে কৃষ্ণকেই তাঁহাদের দুঃখ জানাইয়াছিলেন এবং কৃষ্ণ আসিয়া যখন তাঁহাদের সকলকে নয়ন মুদ্রিত করিতে বলিলেন, তখন তাঁহারা সকলেই বিশ্বস্তভাবে নয়ন মুদ্রিত করিলেন এবং ক্ষণকাল পরেই নয়ন-উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন যে তাঁহারা সকলেই নিরাপদে ভাণ্ডীর বটতলে অবস্থান করিতেছেন।

এইরূপে প্রপঞ্চের অনুকরণে প্রপঞ্চাতীত লীলারস বিস্তার করিয়া প্রপঞ্চাতীতবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ, নানাভাবে তাঁহার চরণে প্রপন্ন জনাবলীর আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার প্রেমবান্ পার্ষদবৃন্দও তাঁহার অসমোর্দ্ধ স্বরূপৈশ্বর্য্য ভুলিয়া নিরন্তর নিরবচ্ছিন্ন মাধুর্য্যরসসিন্ধুতে অবগাহন করিতে লাগিলেন।

প্রলম্বাসুর বধ ও দাবানল মোক্ষণ লীলার পর শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব দুই ভাই, যখন শ্রীদামসুবলাদি গোপ-বালকগণে পরিবেষ্টিত হইয়া এবং অসংখ্য ধেনুপাল অগ্রে লইয়া ব্রজে প্রবেশ করেন, তখন শ্রীদামসুবলাদি গোপবালকগণ, রামকৃষ্ণের সেই পরমাদ্ভুত লীলার কথা শতমুখে গান করিতে করিতে আসিতেছিলেন। যদিও এই পরমাদ্ভুত লীলা দেখিয়া তাঁহাদের কিছুমাত্র প্রেমসঙ্কোচ হয় নাই, তথাপি তাঁহারা তাঁহাদের সখার এই অলৌলিক কার্য্য দেখিয়া পরমানন্দে মত্ত হইয়া তাহা ঘোষণা করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহারা ব্রজে প্রবেশ করিয়াই নিজ নিজ জনক জননীর নিকট শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের সেই অলৌকিক লীলার কথা শতমুখে বর্ণনা করিয়াছেন, আর বলিয়াছেন, আমাদের দাদা বলাই ও ভাই কানাই থাকিতে আমাদের আর কোনই ভয় নাই। আজ বনে একটা ভীষণাকৃতি অসুর আসিয়াছিল এবং সে আমাদের মূর্ত্তি ধরিয়া আমাদের সঙ্গে কত খেলা করিল, তাহার পর সে দাদা বলাইকে কাঁধে করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু দাদা বলাই, তাহাকে একই মুষ্ট্যাঘাতে শমনভবনে প্রেরণ করিয়াছেন। তাহার পর আজ বনে এমন দাবা-নল প্রজ্বলিত হইয়াছিল যে, তাহা যদি আর কিছুক্ষণ থাকিত, তাহা হইলে সমস্ত ব্রজভূমি দগ্ধ করিয়া ফেলিত। কিন্তু আমাদের ভাই কানাই আমাদের নয়ন মুদ্রিত করিতে বলিয়া কি যেন করিল জানি না, আমারা ক্ষণকাল পরেই চাহিয়া দেখিলাম যে দাবানলের চিহ্নমাত্রও নাই এবং আমরা সকলে নিরাপদে ভাণ্ডীর বটতলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। হে পিতঃ। হে মাতঃ। আমাদের আর ভয় কি, আমরা এখন স্বচ্ছন্দে গোধনচারণ রঙ্গে নির্ভয়ে বনে বনে বেড়াইব। আমাদের দাদাবলাই ও ভাই কানাই দীর্ঘজীবী হউক, আমাদের আর কোন প্রকার বিপদের আশঙ্কা নাই।

ততঃ প্রাবর্ত্তত প্রাবৃট্ সর্ব্বসত্ত্বসমুদ্ভবা। বিদ্যোতমানপরিধির্বিস্ফূর্জ্জিতনভস্তলা॥ ৩

সান্দ্রনীলাম্বুদৈর্ব্যোম সবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুভিঃ। অস্পষ্টজ্যোতিরাচ্ছন্নং ব্রহ্মেব সগুণং বভৌ॥ ৪

শ্রীদামসুবলাদি গোপবালকগণের মুখে শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের এই অলৌকিক লীলা-কথা শুনিয়া ব্রজের সমস্ত বাৎসল্যপ্রেমাধার গোপগোপীগণ একেবারে পরমানন্দসিন্ধুতে অবগাহন করিলেন এবং শত শত বিস্ময় তরঙ্গে চালিত হইলেন। তাঁহারা সকলেই বলিতে লাগিলেন যে, আমাদের কৃষ্ণ ও বলদেব সামান্য গোপবালক নহেন, সাক্ষাৎ নারায়ণই আমাদের উপর প্রসন্ন হইয়া রাম ও কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া ব্রজে লীলা যে করিতেছেন তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। নচেৎ এই ছয় বৎসরের শিশু কি কখনও এই সমস্ত অসুরবধাদি কার্য্য করিতে পারে? গোপগণের এই সমস্ত কথা শুনিয়া গোপরাজ নন্দ প্রেমানন্দে পুলকিত হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন,—তোমরা কোনপ্রকার অসম্ভব ধারণা কিংবা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিও না। গর্গাচার্য্য যখন কৃষ্ণের নামকরণ করিতে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন,—"তস্মান্নন্দাত্মজোঽয়ং তে নারায়ণসমো গুণৈঃ। শ্রিয়া কীর্ত্ত্যানুভাবেন গোপায়স্ব সমাহিতঃ॥" হে নন্দ! তোমার এই পুত্রটি নারায়ণতুল্য গুণশালী এবং ইহার অঙ্গশোভা, কীর্ত্তি ও অলৌকিক মহাপ্রভাব প্রভৃতি সমস্ত গুণই নারায়ণ তুল্য, অতএব তোমরা সাবধান হইয়া এই পুত্রটীকে পালন কর", "অনেন সর্ব্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথ" "তোমরা এই বালকের সাহায্যে সর্ব্ববিধ মহাবিপজ্জাল হইতে মুক্তিলাভ করিবে।" অতএব হে গোপগণ! নারায়ণ কৃপা করিয়া আমার এই পুত্রে তাঁহারই সর্ব্বশক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। আমার পুত্র যাহা করে তাহা সমস্ত নারায়ণেরই কার্য্য এবং নারায়ণশক্তিতেই তাহা সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। নচেৎ এই দুগ্ধপোষ্য শিশু কি কখনও অসুর সংহার করিতে পারে? তোমরা সকলে আশীর্ব্বাদ কর, আমার কৃষ্ণ যেন দীর্ঘজীবী হইয়া এইরূপে ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করে ও ব্রজভূমির অধিপতি হইয়া ব্রজবাসিগণকে পালন করে।

নন্দের কথা শুনিয়া গোপগোপীগণের বাৎসল্য প্রেমসিন্ধু উচ্ছলিত হইল ও সকলেই নন্দনন্দনকে "চিরং জীব" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে নানা লীলায় ব্রজবাসিগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া আনন্দঘনবিগ্রহ ব্রজরাজনন্দন নানাভাবে ব্রজে বিহার করিতে লাগিলেন॥ ১—২

অন্বয়ঃ।—ততঃ (গ্রীষ্মানন্তরং) সর্ব্বসত্ত্বসমুদ্ভবা (সর্ব্বেষাং সত্ত্বানাং স্থাবরজঙ্গমপ্রাণিনাং সমুদ্ভবঃ উৎপত্তিতো জীবনতশ্চ বৃদ্ধির্যস্যাং সা) বিদ্যোতমানপরিধিঃ (বিদ্যোতমানা বিদ্যুৎপ্রকাশৈঃ দ্যোতমানা পরিধয়ো দিশো যস্যাং সা) বিস্ফূর্জ্জিতনভস্তলা (ঘনগর্জ্জনসমন্বিতনভস্তলা) প্রাবৃট্ (বর্ষানাম ঋতুঃ) প্রাবর্ত্তত (উপস্থিতা অভূৎ)॥ ৩

মূলানুবাদ।—গ্রীষ্ম ঋতুর অবসানে স্থাবর জঙ্গমাদি সর্ব্বপ্রাণির তুষ্টিপ্রদ বর্ষা ঋতুর সমাগম হইল; তাহাতে দশদিক্ বিদ্যুদ্বিকাশযুক্ত এবং নভস্তল ঘনগর্জ্জন সমন্বিত হইল॥ ৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—ক্রমপ্রাপ্তাং শ্রীভগবতঃ প্রাবৃট্শরৎক্রীড়াং বর্ণয়িতুং শ্রীবৃন্দাবনসম্বন্ধেনাত্যন্তমুল্লসন্তীং তদুদ্দীপনরূপাং গ্রীষ্মবত্তৎ-তদৃতুশ্রিয়মেবাদৌ বর্ণয়তি। বর্ণনালঙ্কারায়াত্রবদিকত্বেন সতাং হেয়োপাদেয়তাঞ্চ দর্শয়তি তত ইত্যাদিনা যাবৎ সমাপ্তি। তত্র তয়োবাবস্থাদিক্রমেণৈব বর্ণনং জ্ঞেয়ম্। অন্যত্তৈঃ। তত্র দিশ ইতি পক্ষে বর্ষারম্ভে ঈষদ্বৃষ্ট্যা মরীচিকাহিমধুল্যাছাচ্ছাদনেন দূরতো দৃষ্টিপ্রসরাৎ। বিস্ফূর্জ্জিতং গর্জিতম্॥ ৩

অন্বয়ঃ।—সবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুভিঃ (বিদ্যুতং স্তনয়িত্নুনা গর্জ্জনেন সহিতৈঃ) সান্দ্রনীলাম্বুদৈঃ (নিবিড়কৃষ্ণ-মেঘৈঃ) আচ্ছন্নং (সর্ব্বতো ব্যাপ্তং) অস্পষ্টজ্যোতিঃ (অস্পষ্টানি জ্যোতিংষি চন্দ্রসূর্য্যাদীনি যত্র তত্র তৎ) ব্যোম (আকাশং) সগুণ (সত্ত্বাদিগুণৈরাবৃতং) ব্রহ্মেব (জীবরূপব্রহ্মাংশ ইব) বভৌ (দিদীপে)॥ ৪

অষ্টৌ মাসান্ নিপীতং যদ্ভূম্যাশ্চোদময়ং বসু। স্বগোভির্মোক্তুমারেভে পর্জন্যঃ কাল আগতে ॥ ৫
তড়িত্বন্তো মহামেঘাশ্চণ্ডশ্বসনবেপিতাঃ। প্রীণনং জীবনং হ্যস্য মুমুচুঃ করুণা ইব ॥ ৬
তপঃকৃশা দেবমীঢ়া আসীদ্বর্ষীয়সী মহী। যথৈব কাম্যতপসস্তনুঃ সম্প্রাপ্য তৎফলম্ ॥ ৭

**মূলানুবাদ।**—সত্ত্বাদি ত্রিগুণ-বিকারাচ্ছন্ন জীবচৈতন্যের যেমন অস্পষ্টরূপে প্রতীতি হইয়া থাকে, সেইরূপ বর্ষাগমে বিদ্যুৎ গর্জ্জন সমন্বিত নিবিড় কৃষ্ণ মেঘাচ্ছন্ন আকাশস্থিত চন্দ্র সূর্য্যাদিও অস্পষ্টরূপেই প্রতীত হইতে লাগিল ॥ ৪

**অন্বয়ঃ।**—পর্জ্জন্যঃ ( সূর্য্যঃ ) স্বগোভিঃ ( স্বস্য কিরণৈঃ ) অষ্টৌ মাসান্ ( কার্ত্তিকাদারভ্য জ্যৈষ্ঠমাসপর্য্যন্তান্ অষ্টৌ মাসান্ ব্যাপ্য ) ভূম্যাঃ ( পৃথিব্যাঃ ) [ তত্রত্য জলাশয়ানাঞ্চ ] যৎ উদময়ং ( জলরূপং ) বসু ( ধনং নিপীতং ( নিতরাং গৃহীতং ) কালে ( বর্ষাকালে ) আগতে ( সমুপস্থিতে সতি ) তৎ ( জলং ) মোক্তুং ( বর্ষিতুং ) আরেভে ( আরব্ধবান্ ) ॥ ৫

**মূলানুবাদ।**—সূর্য্যদেব কার্ত্তিক হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত আট মাস নিজ কর দ্বারা ভূমির যে রসগ্রহণ করিয়াছিলেন, বর্ষাগমে তিনি বৃষ্টিরূপে তাহাই আবার বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৫

**শ্রীধরটীকা।**—তত্র প্রাবৃড়্ বর্ণনং তত ইত্যাদি দ্বাবিংশত্যা। সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং সমুদ্ভব উৎপত্তিতো জীবনতশ্চ যস্যাং সা প্রাবৃট্। বিদ্যোতমানাঃ পরিধয়ঃ পরিবেষাদিশোভা যস্যাং সা। বিস্ফূর্জ্জিতং স্তনিতং নভস্তলং যস্যাং সা ॥ ৩ ॥ সান্দ্রৈর্নিবিড়ৈর্নীলাম্বুদৈর্বিদ্যুদ্‌গর্জ্জিতসহিতৈরাচ্ছন্নম্। সগুণং গুণৈরাচ্ছন্নং জীবাখ্যাম্। বিদ্যুদ্‌গর্জ্জিতাম্বুদানাং সত্ত্বরজস্তমোভিরুপমা ॥ ৪ ॥ পর্জ্জন্যঃ সূর্য্যঃ স্বগোভির্নিজরশ্মিভিঃ। কালে যথোচিতসময়ে অত্র রাজোপমা, করাদানতঃ সময়ে পুনর্দানতশ্চ সূচিতা ॥ ৫

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**—অস্পষ্টং জ্যোতিঃ চন্দ্রসূর্য্যাদিকং যত্র তাদৃশং সৎ ব্যোম রভৌ। তদ্দ্বারা স্বপ্রকাশত্বং ব্যঞ্জয়ামাস। অস্পষ্টজ্যোতিষ্টে হেতুঃ সান্দ্রনীলাম্বুদৈরাচ্ছন্নমিতি। কীদৃশৈস্তৈঃ? বিদ্যুদ্ভিঃ স্তনয়িত্নুভিশ্চ সহিতৈঃ স্তনয়িত্নবোঽত্র কথঞ্চিচ্ছব্দপরত্বাদ্‌গর্জিতমেবোচ্যতে। কিমিব রভৌ? তত্রাহ ব্রহ্মেব। জীবাখ্যব্রহ্মাংশ ইব, তচ্চ কীদৃশং? সগুণং সত্ত্বরজস্তমোভিস্তৎকার্য্যৈশ্চাবৃতস্বরূপজ্যোতিরিত্যর্থঃ। সত্ত্বাদিস্থানীয়াংশাস্তত্র যথাযথং বিবেচনীয়াঃ ॥ ৪॥ সত্ত্বাদিরসরূপমুদকস্য করত্বং ব্যঞ্জয়তি। তচ্চ পর্জ্জন্যস্য রাজত্বম্ অতএব নিপীতমাহৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৫

**অন্বয়ঃ।**—চণ্ডশ্বসনবেপিতাঃ (প্রচণ্ডবায়ুচালিতাঃ) তড়িত্বন্তঃ (বিদ্যুদ্বিকাশযুক্তাঃ) মহামেঘাঃ(দিগন্তব্যাপিনো জলদাঃ করুণা ইব (দয়ালব ইব) অস্য (বিশ্বস্য) প্রীণনং (আপ্যায়নকরং) জীবনং (জলং) মুমুচুঃ (বর্ষিতবন্তঃ। ॥ ৬

**মূলানুবাদ।**—প্রচণ্ড বায়ুচালিত এবং সৌদামিনীজড়িত মহামেঘচয়, দয়াশীল ব্যক্তিগণের ন্যায় বিশ্বকে আপ্যায়িত করিবার জন্য অকাতরে জল বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৬

**অন্বয়ঃ।**—কাম্যতপসঃ ( সকামকর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণস্য ) তনুঃ ( শরীরং ) তৎফলং ( তস্য কাম্যতপসঃ ফলং ভোগৈশ্বর্য্যাদিকং ) সংপ্রাপ্য যথা এব ( তথা পুষ্ট হৃষ্টঞ্চ ভবতি ) তপঃকৃশা ( তপসা গ্রীষ্মতাপেন কৃশা শুষ্কা ) মহী ( ভূমিঃ ) দেবমীঢ়া ( দেবেন পর্জ্জন্যেন মীঢ়া সিক্তা সতী ) বর্ষীয়সী ( পুষ্টা ) আসীৎ ( বভূব ) ॥ ৭

**মূলানুবাদ।**—সকাম তপস্বিগণ তাহাদের কাম্যফল পাইলে যেমন হৃষ্ট হয়, সেইরূপ গ্রীষ্মতাপবিশুষ্ক ধরণীও মেঘমুক্ত বারিসিক্ত হইয়া উৎফুল্লতা ধারণ করিল ॥ ৭

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—তড়িত্বন্ত ইতি। । তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্র কৃপালব ইতি করুণা ইত্যস্য ব্যাখ্যানেন স্বভাবকথনম্। অনুকম্পমানা ইত্যনুকম্পয়া তৎকালমুদিতয়া বেপিতাঃ সন্ত ইত্যর্থঃ। স্বজীবনমপীতি তস্মিংস্ত্যক্তে

নিশামুখেষু খদ্যোতাস্তমসা ভান্তি ন গ্রহাঃ। যথা পাপেন পাষণ্ডা ন হি বেদাঃ কলৌ যুগে ॥ ৮
শ্রুত্বা পর্জ্জন্যনিনদং মণ্ডুকা ব্যসৃজন্ গিরঃ। তুষ্ণীং শয়ানাঃ প্রাগ্ যদ্বৎ ব্রাহ্মণা নিয়মাত্যয়ে ॥ ৯
আসন্নুৎপথবাহিন্যঃ ক্ষুদ্রনদ্যোঽনুশুষ্যতীঃ। পুংসো যথাস্বতন্ত্রস্য দেহদ্রবিণসম্পদঃ ॥ ১০
হরিতা হরিভিঃ শষ্পৈরিন্দ্রগোপৈশ্চ লোহিতা। উচ্ছিলীন্ধ্রকৃতচ্ছায়া নৃণাং শ্রীরিব ভূরভূৎ ॥১১

যদি তপ্তানামাপ্যায়নং স্যাত্তদা তদপি ত্যজন্তীত্যর্থঃ। বায়ুভিরিতি বহুত্বঞ্চ চণ্ডশব্দেন লভ্যতে, হি নিশ্চয়ে। যদ্বা। তড়িদ্বন্ত ইতি স্বরূপাতিশয়দ্যোতনার্থং করুণা ইবেত্যুৎপ্রেক্ষা, তস্যা ঘটনা তু শ্লেষেণ চণ্ডশ্বাসকম্পযুক্তাঃ সন্তো বস্তিদেবাদিবজ্জীবনহেতুজলমপি মুমুচুরিতি ॥ ৬ ॥ তপ ইতি সান্তত্বমার্ষম্ ৭

অন্বয়ঃ।—কলৌ যুগে (কলিযুগে) যথা পাপেন (পাপময়েন কর্ম্মণা) পাষণ্ডাঃ (বেদাদিশাস্ত্রনিন্দকা জনাঃ সর্ব্বত্র পূজ্যন্তে প্রকাশন্তে চ) নহি বেদাঃ (বেদাদিশাস্ত্রানি, তন্মর্য্যাদাবক্ষকা জনাশ্চ ন হি তথাদ্রিয়ন্তে পূজ্যন্তে বা তথা।) নিশামুখেষু (সায়ং কালেষু) তমসা (বর্ষাকালীনমেঘসঞ্চারজনিতেনান্ধকারেণ হেতুনা) খদ্যোতাঃ (তদাখ্যক্ষুদ্রতেজোবিশিষ্টাঃ কীটবিশেষাঃ) ভান্তি (প্রকাশন্তে) ন গ্রহাঃ (চন্দ্রশুক্রাদিজ্যোতিষ্কা ন প্রকাশন্ত ইতি ভাবঃ ॥ ৮

মূলানুবাদ।—কলিযুগে যেমন বেদধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া বেদবাহ্য পাষণ্ড ধর্ম্মেরই প্রভাব বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ বর্ষাগমেও চন্দ্র শুক্রাদি গ্রহমণ্ডলীর প্রকাশ থাকে না, কিন্তু খদ্যোত সগর্ব্বে তাহার জ্যোতিঃ বিকাশ করিয়া থাকে ॥৮

শ্রীধরটীকা।—তস্য বিশ্বস্য প্রীণনমাপ্যায়নকরং জীবনমুদকং মুমুচুঃ। কৃপালবো যথা তপ্তং জনং নিরীক্ষ্যাঙ্গ-কম্পমানাস্তদাপ্যায়নায় স্বজীবনমপি ত্যজন্তি, তদ্বৎ মহান্তো মেঘাস্তড়িদ্ভির্বিশ্বং তপ্তং নিরীক্ষ্য বায়ুভির্বেপিতা জীবনং মুমুচুরিতি ॥ ৬ ॥ তপসা গ্রীষ্মেণ কৃশা দেবমীঢ়া পর্জ্জন্যসিক্তা বর্ষীয়সী উচ্ছুনা পুষ্টা। কাম্যং তপো যস্য তস্য তত্তঃ কামান্ সম্প্রাপ্য যথেতি ॥ ৭।৮

অন্বয়ঃ।—প্রাক্ আচার্য্যস্য নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানস্য পূর্ব্বং) তুষ্ণীংশয়ানাঃ (তুষ্ণীংভূতাঃ সন্তঃ অবস্থিতা) ব্রাহ্মণাঃ (শিষ্যরূপা ব্রাহ্মণাঃ) নিয়মাত্যয়ে (আচার্য্যস্য নিত্যকর্ম্মাবসানে তস্যাহ্বানংশ্রুত্বা) যদ্বৎ (যথৈব শাস্ত্রাণ্য-ধীয়ন্তে তথৈব) মণ্ডুকাঃ (ভেকাঃ) পর্জ্জন্যনিনদং (মেঘগর্জ্জিতং শ্রুত্বা) গিরঃ (নিনদান্) ব্যসৃজন্ ॥ ৯

মূলানুবাদ।—আচার্য্য যখন নিত্যকার্য্যানুষ্ঠানে রত থাকেন, তখন যেমন তাঁহার শিষ্যগণ মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন এবং নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানের অবসানে আচার্য্য যখন তাঁহাদের আহ্বান করেন, তখন তাঁহারা মৌনভঙ্গ করেন এবং শাস্ত্র পাঠে রত হন, সেইরূপ বর্ষাকালে মেঘের ডাক শুনিয়া ভেকগণও মৌনভঙ্গ করিয়া 'মক মক' ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল ॥৯

শ্রীধরটীকা।—নিত্যকর্ম্মাবসানে আচার্য্যনিনদং শ্রুত্বা তচ্ছিষ্যা যথা অধীয়তে তদ্বদিতি ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—অস্বতন্ত্রস্য (দেহেন্দ্রিয়াদ্যধীনস্য) পুংসঃ (জনস্য) দেহদ্রবিণসম্পদঃ (যৌবনধনাদয়ঃ যথা উৎপথগামিন্যএব ভবন্তি তথৈব) অনুশুষ্যতী (পূর্ব্বং গ্রীষ্মকালীনপ্রখরবৌদ্রতাপেন শুষ্কপ্রায়ঃ পশ্চাৎ বর্ষাসু জলদাগমে জলপূর্ণাঃ) ক্ষুদ্রনদ্যঃ উৎপথগামিন্যঃ (মর্য্যাদামুল্লঙ্ঘ্য ইতস্ততো ধাবমানাঃ) আসন্ ॥ ১০

মূলানুবাদ।—ধনযৌবনাদি পাইয়া যেমন অজ্ঞ জীব উৎপথগামী হয়, সেইরূপ গ্রীষ্মকালে শুষ্কপ্রায় ক্ষুদ্র নদীও বর্ষার জল পাইয়া উৎপথগামিনী হইয়া উঠিল ॥ ১০

শ্রীধরটীকা—অনুশুষ্যতীরনুশুষ্যন্ত্যঃ। অস্বতন্ত্রস্য ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রস্য। স্বতন্ত্রস্য নিরঙ্কুশস্যেতি বা ॥ ১০

ক্ষেত্রাণি শস্যসম্পদ্ভিঃ কর্ষকানাং মুদং দদুঃ। মানিনামনুতাপঞ্চ দৈবাধীনমজানতাম্ ॥ ১২
জলস্থলৌকসঃ সর্ব্বে নববারিনিষেবয়া। অবিভ্রনরুচিরং রূপং যথা হরিনিষেবয়া ॥ ১৩
সরিদ্ভিঃ সঙ্গতঃ সিন্ধুশ্চুক্ষুভে শ্বসনোর্ম্মিমান্। অপক্কযোগিনশ্চিত্তং কামাক্তং গুণযুগ্ যথা ॥ ১৪

**অন্বয়ঃ।**—নৃণাং (রাজ্ঞাং) শ্রীরিব (সেনাসম্পদিব, সা যথা নীলপীতাদিবর্ণবিশিষ্টপটগৃহযুক্তা ভবতি তথৈব ভূঃ (ভূমিঃ) [ বর্ষাগমে ] হরিভিঃ (হরিদ্বর্ণৈঃ) শষ্পৈঃ (বালতৃণৈঃ) হরিতা (হরিদ্বর্ণা) ইন্দ্রগোপৈঃ (লোহিতবর্ণকীট-বিশেষৈঃ) লোহিতা (লোহিতক্ষুদ্রবর্ণা) উচ্ছিলীন্ধ্রৈঃ কৃতচ্ছায়া (উচ্ছিলীন্ধ্রৈঃ ছত্রাকারৈঃ উদ্ভিদ্বিশেষৈঃ কৃতচ্ছায়া কৃতশ্বেতকান্তিশ্চ) অভূৎ ॥ ১১

**মূলানুবাদ।**—বর্ষাকালে নবতৃণোদ্গমে হরিদ্বর্ণ ইন্দ্রগোপ (লোহিতবর্ণ ক্ষুদ্র কীটবিশেষ) সমূহে লোহিতবর্ণ এবং উচ্ছিলীন্ধ্র (শ্বেতবর্ণ- ক্ষুদ্র ছত্রাকৃতি উদ্ভিদ বিশেষ, চলিত ভাষায় যাহাকে 'পাতালকোঁড়' বলে) সমূহে শ্বেতবর্ণ ধরণী, নৃপতিগণের নানাবর্ণ বিশিষ্ট পটগৃহের (সৈন্যাবাসের) আকৃতি ধারণ করিল ॥ ১১

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—গ্রহাস্ত ন ভান্তি পাষণ্ডাস্তুচ্ছাস্ত্রাণি ॥ ৮ ॥ ব্যসৃজন্ বিবিধং বিস্তারযামাসুঃ। প্রাক্ তূষ্ণীং শয়ানাঃ নিদ্রাণবন্নিশ্চেষ্টত্বেন বৃত্তাঃ। মণ্ডূকাঃ ব্রাহ্মণাশ্চঃ নিত্যধ্যানজপাস্থর্থকৃতমৌনত্বেনেতি ॥৯॥ কদাচিদুৎ-পথবাহিন্য এবাসন্ কদাচিদনুশুষ্যন্ত এব চাসন্। নতু সৎপথগামিনো নতু বৈকল্যরহিতাঃ। যথা স্বতন্ত্রস্য শাস্ত্রমননুসরতঃ পুংসো দেহসম্পদো দ্রবিণসম্পদশ্চেতি ॥ ১০ ॥ ইন্দ্রগোপৈঃ শ্রীবৃন্দাবনে ইন্দ্রচূড়েতিখ্যাতকীটবিশেষৈঃ হরিত্বাদিকত্বং চেদং পটগৃহাদীনাম্ ॥ ১১

**অন্বয়ঃ।**—দৈবাধীনং (সুখদুঃখাদিকং সর্ব্বমেবাদৃষ্টাধীনমিতি) অজানতাং মানিনাং (দেহগেহাদ্যভিমান-বতামিব) ক্ষেত্রানি (শস্যক্ষেত্রানি শস্যসম্পদ্ভিঃ শস্যসম্পদাং লাভাৎ হানিতশ্চ) কর্ষকাণাং মুদং (হর্ষং) অনুতাপং বৈ (বিষাদঞ্চ) দদুঃ ॥ ১২

**মূলানুবাদ।**—শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহ কখনও শস্যবৃদ্ধি এবং কখনও বা শস্যহীনতা দ্বারা ফলাফলের দৈবা-ধীনতা-জ্ঞানবিহীন কৃষকগণকে কখনও আনন্দ এবং কখনও বা সন্তাপ ভোগ করাইতে লাগিল ॥ ১২

**অন্বয়ঃ।**—হরিনিষেবয়া (সর্ব্বদুঃহরশ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দসেবনেন) যথা (যথৈব ভবন্তি তথৈব) নববারি-নিষেবয়া (বর্ষাগমে নবমেঘমুক্তবারিবিন্দূনাং নিষেবনেন) সর্ব্বে জলস্থলৌকসঃ (জলচরাঃ ভূচরাশ্চ প্রাণিনো মৎস্যপশ্বাদয়ঃ) রুচিরং (মনোহরং) রূপং (অঙ্গশোভাং) অবিভ্রন্ (অবিভরুঃ) ॥ ১৩

**মূলানুবাদ।**—সংসার-তাপ-দগ্ধ জীবগণ যেমন শ্রীগোবিন্দচরণ সেবনে প্রফুল্লতা লাভ করে, সেইরূপ বর্ষাকালেও জলস্থলবাসী সর্ব্বজীবই নববারি সেবনে প্রফুল্ল মূর্ত্তি ধারণ করিল ॥ ১৩

**শ্রীধরটীকা।**—হরিভির্নীলৈঃ শষ্পৈর্ব্বালতৃণৈর্নীলবর্ণা ক্বচিদিন্দ্রগোপৈঃ কীটবিশেষৈর্লোহিতা তত্র তত্রোচ্ছি-লীন্ধ্রৈশ্ছত্রাকারৈরুদ্ভিদৈঃ কৃতচ্ছায়া নৃণাং রাজ্ঞাং শ্রীঃ সেনাসম্পদিব ॥ ১১ ॥ ক্ষেত্রাণীতি। তদা হি বৃষ্টেরবিচ্ছেদে লসন্তঃ প্রিয়ঙ্গ্বাদয়ো মুদং দদতি বিচ্ছেদে শুষ্যন্তোঽনুতাপঞ্চেতি ॥ ১২ ॥ অবিভ্রৎ অবিভরুঃ। যথা হরিনিষেবয়েতি। হরিসেবায়াং প্রবৃত্তা হি সদ্য এব সর্ব্বে রুচিরা ভবন্তি তস্যা পরমধর্ম্মত্বাৎ পরমসুখত্বাচ্চ তদ্বদিতি ॥ ১৩

**অন্বয়ঃ।**—অপকযোগিনঃ (চিত্তশুদ্ধিমপ্রাপ্তবতো যোগিনঃ) কামাক্তং (বিবিধবাসনাবীজযুক্তং) চিত্তং গুণযুক্ (বিষয়সম্বন্ধযুক্তং সৎ) যথা (যথৈব ভবতি তথা) সরিদ্ভিঃ (নদীভিঃ) সঙ্গতঃ (মিলিতঃ) সিন্ধুঃ (সমুদ্রঃ) শ্বসনোর্ম্মিমান্ (বর্ষামারুতেন তরঙ্গান্বিতঃ সন্) চুক্ষুভে (বিক্ষুব্ধোঽভবৎ) ॥ ১৪

**মূলানুবাদ।**—অপক্ক যোগীগণের চিত্ত যেমন কামনা বাসনার প্রেরণায় নানাবিধ বিষয়বিকারে বিক্ষুব্ধ

গিরয়ো বর্ষধারাভির্হন্যমানা ন বিব্যথুঃ। অভিভূয়মানা ব্যসনৈর্যথাধোক্ষজচেতসঃ ॥ ১৫

মার্গা বভূবুঃ সন্দিগ্ধাস্তৃণৈশ্ছন্না হ্যসংস্কৃতাঃ। নাভ্যস্যমানাঃ শ্রুতয়ো দ্বিজৈঃ কালহতা ইব ॥ ১৬

লোকবন্ধুষু মেঘেষু বিদ্যুতশ্চলসৌহৃদাঃ। স্থৈর্য্যং ন চক্রুঃ কামিন্যঃ পুরুষেষু গুণিষ্বিব ॥ ১৭

ধনুর্বিয়তি মাহেন্দ্রং নির্গুণঞ্চ গুণিন্যভাৎ। ব্যক্তে গুণব্যতিকরেহগুণবান্ পুরুষো যথা ॥ ১৮

হইয়া যায়, সেইরূপ বর্ষাকালে নানা নদীর সহিত মিলিত হইয়া প্রচণ্ড পবন এবং তরঙ্গহিল্লোলে সমুদ্রও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল ॥ ১৪

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—সমুচ্চয়ে 'বৈ শব্দঃ'। শস্যসম্পত্তিঃ তদ্ভাবাভাবৈরিত্যর্থঃ। মুদয়তাপয়োর্হেতুঃ মানিনাং তদভিমানবতাং দৈবাধীনং সর্ব্বমিত্যজানতাং যথান্যেষামপি ক্ষেত্রানি দেহাঃ অস্তাভিঃ সম্পত্তিরিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১২ ॥ জলেতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্র সাধনাবস্থায়াং পরমধর্ম্মত্বং প্রসিদ্ধমেব সুখরূপত্বঞ্চ। কর্ম্মণ্যস্মিন্নানাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্। আপায়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু ॥ ইত্যনুসারেণ সাধ্যাবস্থায়াস্তু পরমসুখরূপঞ্চ প্রসিদ্ধমেবেতি বিবেচনীয়ম্ ॥ ১৩ ॥ শ্রীবৃন্দাবনেহত্রাবর্ত্তমানস্যাপি সিন্ধোর্ব্বর্ণনং প্রাবৃট্স্বভাববর্ণনাৎ। কিংবা সিন্ধুরিব সিন্ধুঃ শ্রীমথুরামণ্ডলপশ্চিমসীমায়াং বর্ত্তমান মানসগঙ্গাপ্রভবকোটরাখ্যমহাসরো জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৪

**অন্বয়ঃ।**—অধোক্ষজচেতসঃ (শ্রীগোবিন্দচরণে সমর্পিতচিত্তা জনাঃ যথা ব্যসনৈঃ (বিবিধদুঃখৈঃ) অভিভূয়মানাঃ (পুনঃপুনঃ পীড্যমানা অপি নৈব ব্যথন্তে তথা) গিরয়ঃ (পর্ব্বতাঃ) বর্ষধারাভিঃ (বর্ষাকালীনমেঘমুক্তবারিধারাভিঃ হন্যমানাঃ (পুনঃ পুনঃ তাড্যমানা অপি) ন বিব্যথুঃ (নৈব ব্যথামনুভূতবন্তঃ) ॥ ১৫

**মূলানুবাদ।**—যাঁহাদের চিত্ত গোবিন্দচরণে সমর্পিত, তাঁহারা যেমন নানাবিধ দুঃখদৈন্যাদির পীড়নে ব্যথিত হন না, সেইরূপ বর্ষাকালে পর্ব্বত সমূহও নিরন্তর জলধারায় আহত হইয়াও ব্যথিত হইল না ॥ ১৫

**অন্বয়ঃ।**—দ্বিজৈঃ (ব্রাহ্মণাদিভিঃ) নাভ্যস্যমানাঃ অনভ্যস্যমানাঃ কালহতাঃ (মহতা কালেন বিস্মৃতাঃ, কালেন কলিযুগাদিনা হতা বা) শ্রুতয়ঃ (বেদাঃ ইব তৃণৈঃ (বর্ষাসু নবোদ্গতৈস্তৃণৈঃ) ছন্নাঃ অসংস্কৃতাঃ (মার্জ্জনাদিসংস্কাররহিতাঃ) মার্গাঃ পন্থানঃ) সন্দিগ্ধাঃ (অত্র মার্গোহস্তি নবেতি সন্দেহজনকাঃ) বভূবুঃ ॥ ১৬

**মূলানুবাদ।**—অভ্যাস ও অনুষ্ঠানবিহীন বেদমার্গ যেমন কালক্রমে ব্রাহ্মণগণের পক্ষে সন্দিগ্ধ হইয়া উঠে, সেইরূপ বর্ষাকালেও তৃণাদির দ্বারা আচ্ছন্ন ও গমনাগমনবিহীন পথসমূহও পথিকের পক্ষে সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল ॥ ১৬

**অন্বয়ঃ।**—চলসৌহৃদাঃ (ক্ষণস্থায়িপ্রণয়বত্যঃ) কামিন্যঃ পুংশ্চল্যঃ) গুণিষু (বৈদগ্ধ্যাদিগুণবৎস্বপি) পুরুষেষু ইব বিদ্যুতঃ লোকবন্ধুষু (লোকহিতকারিষ্বপি) মেঘেষু স্থৈর্য্যং (স্থিরতাং) ন চক্রুঃ (নৈব বিদধুঃ) ॥ ১৭

**মূলানুবাদ।**—ভ্রষ্টা রমণীগণ যেমন গুণবান্ পুরুষকে একান্তভাবে ভালবাসিতে পারে না, সেইরূপ সর্ব্বহিতকর মেঘেও বিদ্যুৎ স্থিরভাবে অবস্থান করিতে পারে না ॥ ১৭

**শ্রীধরটীকা।**—কামাক্তং কামবাসনাযুক্তমিতি শ্বসনোর্ম্মিসাম্যম্। গুণৈর্বিষয়ৈর্যুজ্যত ইতি সরিৎসঙ্গতিসাম্যম্ ॥ ১৪ ॥ অধোক্ষজ এব চেতো যেষাং তে ॥ ১৫ ॥ অসংস্কৃতা অক্ষুণ্ণাঃ নাভ্যস্যমানা ইত্যসংস্কৃতসাম্যম্। কালেন চাহত ইতি তৃণাচ্ছাদনসাম্যম্ ॥ ১৭ ॥ যথা কামিন্যঃ পুংশ্চল্যঃ ॥ ১৭

**অন্বয়ঃ।**—গুণব্যতিকরে (সত্ত্বাদিত্রিগুণপরিণামরূপে) ব্যক্তে (প্রপঞ্চে) অগুণবান্ (মায়াগুণাতীতঃ) পুরুষো যথা (শ্রীভগবান্ যথা প্রকটো ভবতি তথা) গুণিনি (মেঘগর্জ্জনশব্দবতি) বিয়তি (আকাশে) নির্গুণং (জ্যারহিতং) মাহেন্দ্রং ইন্দ্রধনুঃ) অভাৎ বভৌ ॥ ১৮

ন ররাজোড়ুপশ্ছন্নঃ স্বজ্যোৎস্নারাজিতৈর্ঘনৈঃ। অহংমত্যা ভাসিতয়া স্বভাসা পুরুষো যথা ॥ ১৯
মেঘাগমোৎসবা হৃষ্টাঃ প্রত্যনন্দন্ শিখণ্ডিনঃ। গৃহেষু তপ্তা নির্ব্বিণ্ণা যথাচ্যুতজনাগমে ॥ ২০
পীত্বাপঃ পাদপাঃ পদ্ভিরাসন্ নানাত্মমূর্ত্তয়ঃ। প্রাক্ ক্ষামাস্তপসা শ্রান্তা যথা কামানুসেবয়া ॥ ২১

**মূলানুবাদ।**—মায়াগুণাতীত শ্রীভগবান্ যেমন মায়াগুণময় প্রপঞ্চে আবির্ভূত হন, সেইরূপ গুণহীন (জ্যারহিত) ইন্দ্রধনুও মেঘগর্জ্জনশব্দযুক্ত আকাশে আবির্ভূত হইল ॥ ১৮

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—বর্ষধারাভিরিতি গিরিষু বৃষ্টেরাধিক্যাৎ। অভিভূয়মানাঃ অভিভবচেষ্টাবিষয়ী ক্রিয়মাণা অপি ন বিব্যথুঃ ন বিব্যথিরে দুঃখং ন প্রাপুঃ, কিন্তু বজ্রাত্যপগমাদশোভন্তেবেত্যর্থঃ। ব্যসনৈরোগাদি বিঘ্নৈঃ প্রাবল্যস্যাবশ্যভোগ্যত্বাৎ। ত্বাং সেবতাং সুরকৃতা বহবোঽন্তরায়া ইতি ন্যায়াচ্চাভিভূয়মানা অপি ন ব্যথন্তে, প্রত্যুতাশোভয়ন্তৈব দুষ্কর্ম্মাপগমাদিনা ভগবৎস্মরণবিশেষপ্রসিদ্ধেঃ। টীকায়ামেবকারস্তদব্যথায়াং হেতুঃ ॥১৫॥ নাভ্যস্যমানাঃ অনভ্যস্যমানাঃ কালহতাঃ কালেন কলিযুগাদিনা হতাঃ শ্রুতয় ইব এব এব পাঠো বহুত্র, তেষাং ব্যাখ্যা দৃষ্টা। কেচিৎ কালেন চাহতা ইতি পাঠং কুর্ব্বন্তি, তন্মতে চ ইবার্থঃ ॥১৬॥ গুণিষু বৈদগ্ধ্যাদিবিবিধগুণযুক্তেষু অপি ॥ ১৭ ॥ অগুণবান্ মায়াগুণাতীতোঽপি পুরুষঃ ॥ ১৮

**অন্বয়ঃ।**—স্বভাসা (স্বসংবিদা) ভাসিতয়া (প্রকাশিতয়া) অহংমত্যা (ব্রাহ্মণোঽহং স্থূলোঽহং পণ্ডিতোঽহমিত্যাদিরূপেণ দেহাদ্যহঙ্কারেণ বৃতঃ) পুরুষো যথা (জীবো যথা নৈব প্রকাশতে তথা) স্বজ্যোৎস্নারাজিতৈঃ (নিজ কিরণৈরেব প্রকাশিতৈঃ) ঘনৈঃ (মেঘৈঃ) ছন্নঃ (আচ্ছন্নঃ) উডুপঃ (চন্দ্রঃ) ন ররাজ (নৈব শোভতে স্ম) ॥ ১৯

**মূলানুবাদ।**—জীবচৈতন্য যেমন স্ব স্বরূপভূত জ্ঞানে প্রকাশিত দেহগেহাভিমানে আচ্ছন্ন হইয়া অস্পষ্টরূপে অবস্থান করে, সেইরূপ জ্যোৎস্নাপ্রতিভাসিত মেঘমালায় আচ্ছন্ন হইয়া শশধর অস্পষ্টরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৯

**শ্রীধরটীকা।**—নির্গুণং জ্যারহিতমপি গুণিনি গর্জ্জিতশব্দবতি অভাৎ অশোভত। গুণব্যতিকরাত্মকে ব্যক্তে প্রপঞ্চে অগুণবান্ নির্গুণঃ পুরুষো যথেতি ॥ ১৮ ॥ স্বভাসা ভাসিতয়া অহংমত্যেতি স্বচৈতন্যেনৈব প্রকাশিতেনাহঙ্কারেণ ছন্ন জীবো যথা। যদ্বা অহং বিদ্বান্ দাতা বেত্তা শূর ইতি স্বপ্রতীত্যৈবারোপিতয়া ইতি ॥ ১৯

**অন্বয়ঃ।**—গৃহেষু (পুত্রদারগৃহবিত্তাদিষু) তপ্তা নির্ব্বিণ্ণাঃ (বিরক্তচিত্তা অথচ তৎত্যক্তুমক্ষমা জনাঃ) অচ্যুতজনাগমে (শ্রীকৃষ্ণভক্তসমাগমে) যথা (যথৈব হৃষ্টা ভবন্তি তথা) মেঘাগমোৎসবাঃ (মেঘাগম এব উৎসবো যেষাং তে শিখণ্ডিনঃ (ময়ূরাঃ) হৃষ্টাঃ (বর্ষাসু মেঘসমাগমে লব্ধপরমানন্দাঃ) [সন্তঃ] প্রত্যনন্দন্ (কেকারবনৃত্যাদিকমকুর্ব্বন্) ॥ ২০

**মূলানুবাদ।**—সংসারাসক্তিবিহীন অথচ সংসার ত্যাগে অক্ষম ব্যক্তিগণ যেমন শ্রীভগবদ্ভক্ত সমাগমে পরমানন্দ লাভ করেন, সেইরূপ বর্ষাকালীন মেঘ সমাগমে ময়ূরগণ পরমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল ॥ ২০

**অন্বয়ঃ।**—প্রাক্ তপসা (সকামতপসা তত্তন্নিয়মাদিপালনেন চ) ক্ষামাঃ (কৃশাঃ) শ্রান্তাঃ (দুর্ব্বলাশ্চ জনাঃ তপোনিয়মাবসানে) কামানুসেবয়া (যথেচ্ছপানভোজনাদিনা) যথা (যথা ভবতি তথৈব) পাদপাঃ (বৃক্ষাঃ) পদ্ভিঃ (মূলৈঃ) অপঃ (ভূমিরসান্) পীত্বা নানাত্মমূর্ত্তয়ঃ (পত্রপুষ্পপল্লবাদিভির্বিবিধমূর্ত্তিধারিণঃ) আসন্ ॥ ২১

**মূলানুবাদ।**—সাধনশ্রমে ক্ষীণ ও শ্রান্ত সকাম সাধনানুষ্ঠানপরায়ণ ব্যক্তিগণ যেমন তাঁহাদের সাধনবল লাভ করিয়া প্রফুল্ল হন, সেইরূপ বর্ষাকালে পাদপগণও ভূমিরস পান করিয়া নানাবিধ পল্লবপুষ্পাদি সমন্বিত হইয়া প্রফুল্ল মূর্ত্তি ধারণ করিল ॥ ২১

**শ্রীবৈষ্ণবতোষিণী।**—স্বীয়য়া তুষারময্যা জ্যোৎস্নয়া রাজিতৈঃ প্রকাশিতৈঃ সমৃদ্ধৈশ্চ ॥১৯॥ মেঘাগম

সরঃস্বশান্তরোধঃসু ন্যূষুরঙ্গাপি সারসাঃ । গৃহেষশান্তকৃত্যেষু গ্রাম্যা ইব দুরাশয়াঃ ॥ ২২
জলৌঘৈর্নিরভিদ্যন্ত সেতবো বর্ষতীশ্বরে । পাষণ্ডিনামসদ্বাদৈর্বেদমার্গাঃ কলৌ যথা ॥ ২৩
ব্যমুঞ্চন্ বায়ুভির্নুন্না ভূতেভ্যশ্চামৃতং ঘনাঃ । যথাশিষো বিশ্পতয়ঃ কালে কালে দ্বিজেরিতাঃ॥২৪

এব উৎসবো যেষাং তে অতএব হৃষ্টাঃ প্রত্যনন্দন্ মেঘগর্জিতাহ্বনজন্যনৃত্যৈর্নানাবিধনদৃর্দ্দুরন্ । যথা বৈষ্ণবগৃহস্থাঃ সমাগতে বৈষ্ণবে গীতানন্তরং নৃত্যগীতাদিকং কুর্ব্বন্তি তদ্বৎ । এবং চাতকা অপি জ্ঞেয়া ইতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥ তপসা ব্রতাদিনা ক্ষামাঃ কৃশাঙ্গাঃ শ্রান্তাশ্চ নির্ম্মলাঃ । এবং গ্রীষ্মেণ পাদপানামপুষ্টন্ ॥ ২১

অন্বয়ঃ ।—অঙ্গ (হে রাজন্!) দুরাশয়াঃ (বিবিধভোগবাসনাবন্তঃ) গ্রাম্যাঃ (অবিবেকিনো জনাঃ) অশান্তকৃত্যেষু (নিরবসানকর্ম্মবৎসু) গৃহেষু (স্ত্রীপুত্রপরিজনবিষয়বৈভবাদিময়সংসারেষু) ইব অশান্তরোধঃসু (পঙ্ককণ্টকজঙ্গলাদিদোষগততটেষু) অপি সরঃসু (জলাশয়েষু) সারসাঃ (তন্নামক পক্ষিবিশেষাঃ) ন্যূষুঃ (নিতরামেবাবসন্) ॥ ২২

মূলানুবাদ।—সংসার-সুখান্বেষী বিবেকবিহীন ব্যক্তিগণ নানাবিধ দুঃখ ভোগ করিয়াও যেমন সংসারেই বাস করিয়া থাকে, সেইরূপ বর্ষাকালে সারসগণও পঙ্ককণ্টকাদি সমন্বিত ও নানাবিধ দুঃখসমাকুল জলাশয়তীরেই বাস করিয়া থাকে ॥ ২২

শ্রীধরটীকা।—মেঘাগমেনোৎসবো যেষাম্ অতো হৃষ্টাঃ ॥ ২০ ॥ নানারূপৈর্ভূষ্য অনেকরূপদেহাঃ ॥২১॥ অশান্তানি পঙ্ককণ্টকাদিযুক্তানি রোধাংসি তটানি যেষাং তেষপি ন্যূষুঃ নিতরামবসন্ । সারসাশ্চক্রবাকাঃ । অশান্তানি ঘোরাণি অনুপরতানি বা কৃত্যানি যেষু তেষপি গৃহেষু ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—কলৌ (কলিযুগে) পাষণ্ডিনাং (বেদবাহ্যানাং) অসদ্বাদৈঃ (কুযুক্তিভিঃ) বেদমার্গাঃ (বেদপ্রতিপাদিতবর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মাঃ) যথা (যথৈব নিরভিদ্যন্তে তথৈব) ঈশ্বরে (ইন্দ্রে) বর্ষতি (যথাবৎ নিরন্তরং জলধারাং বর্ষতি সতি জলৌঘৈঃ (জলপ্রবাহৈঃ) সেতবঃ নিরভিদ্যন্ত (নির্ভিন্না অভবন্) ॥ ২৩

মূলানুবাদ।—কলিকালে যেমন নাস্তিক পাষণ্ডগণের কুযুক্তি প্রভাবে বেদমার্গ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, সেইরূপ বর্ষাকালেও প্রবল জলপ্রবাহে সেতুবন্ধন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় ॥ ২৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অশান্তানি তরঙ্গাভিঘাতেন মুহুঃ পতন্তি রোধাংসি যেষু । সারসাঃ সমাজৈব খ্যাতাঃ পুষ্করাহ্বয়াঃ । গ্রাম্যাঃ অবিবেকিজনাঃ । অত্রাপি দুরাশয়াঃ গৃহমেব সর্ব্বার্থপ্রদমিতি দুষ্টাভিপ্রায়া অতএব যথা নিতরাং বসন্তীতি নিষ্কার্থঃ । অতএবাশ্চর্য্যেণ খেদেন বা অঙ্গ হে রাজন্নিতি ॥ ২২ ॥ ঈশ্বর ইত্যত্রিকৃষ্টা দৈবতাভিপ্রায়েণ । তদংশেনৈব তস্য পাষণ্ডস্থানীয়তা ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—দ্বিজেরিতাঃ (দ্বিজৈঃ মন্ত্রিপুরোহিতাদিভিঃ ঈরিতাঃ উপদিষ্টাঃ প্রেরিতা বা) বিশ্পতয়ঃ (রাজানঃ কালে কালে (যথাকালং) আশিষঃ (কামান্) যথা (যথৈব অর্থিভ্যো বিমুঞ্চন্তি তথৈব) বায়ুভিঃ (বর্ষাকালসমারুতৈঃ) নুন্নাঃ (ইতস্ততশ্চালিতাঃ) ঘনাঃ (মেঘা) ভূতেভ্যঃ (স্থাবরজঙ্গমপ্রাণিভ্যঃ) অমৃতং (সর্ব্বেষাং জীবনীভূতং জলং) ব্যমুঞ্চন্ (ববৃষুঃ) ॥ ২৪

মূলানুবাদ।—মন্ত্রি ও পুরোহিতবর্গের পরামর্শানুসারে নৃপতিগণ যেমন যথাসময়ে দরিদ্রগণকে ধনদান করেন, সেইরূপ বায়ুচালিত মেঘও সর্ব্বজীবকে জলদান করিতে লাগিল ॥ ২৪

শ্রীধরটীকা।—ঈশ্বরে ইন্দ্রে ॥ ২৩ ॥ নুন্নাঃ প্রেরিতাঃ । আশিষঃ কামান্ বিশ্পতয়ো রাজানঃ বণিজাং পতয়ো বা । দ্বিজেরিতাঃ পুরোহিতৈরুক্তাঃ ॥ ২৪

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—চ পুনঃ অনবচ্ছিন্নবর্ষানন্তরম্। অথেতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। ভূতেভ্যঃ কালে কালে যোগ্যং যোগ্যং কালং প্রাপ্যামৃতং জলং দদুরিতি বর্ষান্তে জলস্তোপাদেয়ত্বাদমৃতশব্দন্যাসঃ। এবং বিশন্তো বিশিষ্টার্থো জ্ঞেয়ঃ। দ্বিজৈঃ প্রেরিতা বিট্‌পতয় ইত্যন্বয়ঃ॥ ২৪

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জলবিহার, বনবিহার প্রভৃতি নানাবিধ গ্রীষ্মকালীন লীলার সেবা করিয়া লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবন হইতে গ্রীষ্মঋতু বিদায় গ্রহণ করিল। সুখময় শ্রীবৃন্দাবনভূমিতে যদিও নিত্যই বসন্ত ঋতুর প্রকাশ থাকে, তথাপি লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের যখন যে লীলারসাস্বাদন করিতে ইচ্ছা হয়, তখন তাহাই সম্পাদন করিবার জন্য গ্রীষ্মবর্ষাদি ঋতুরও শ্রীবৃন্দাবনভূমিতে আবির্ভাব হইয়া থাকে। তাই কিছুদিনের জন্য গ্রীষ্মঋতু আসিয়া তাঁহাকে গ্রীষ্মবিহার-রসাস্বাদন করাইয়া এবং তৎপ্রসঙ্গে দাবানল মোক্ষণাদি লীলায় তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিয়া শ্রীবৃন্দাবন হইতে গ্রীষ্মঋতু অপসৃত হইল। তাহার পর লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের বর্ষাবিহারের ইঙ্গিত বুঝিয়া শ্রীবৃন্দাবনে বর্ষাঋতুর আবির্ভাব হইল। গ্রীষ্মকালীন সূর্য্যের প্রখর তাপে শ্রীবৃন্দাবনের তরুলতাদি শুষ্কপ্রায় হইয়াছিল এবং বনের পশুপক্ষী প্রভৃতি নিরন্তর গ্রীষ্মতাপ ভোগ করিয়া ম্রিয়মান হইয়াছিল, বর্ষার আগমনে তাহাদের সকল তাপ তিরোহিত হইল এবং জলদমুক্ত বারি সেবনে নবজীবন লাভ করিল। কোনও রাজা তাঁহার পার্ষদগণ সহ কোনও ক্রীড়ারসাস্বাদন করিয়া পরিশ্রান্ত হইলে যেমন তাঁহার দাসবৃন্দ আসিয়া তাঁহার অঙ্গে চামরব্যজন ও পাদপ্রক্ষালনাদির ব্যবস্থা করিয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীবৃন্দাবন-নায়ক শ্রীকৃষ্ণও গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়াবিহারাদিতে পরিশ্রান্ত হইয়াছেন মনে করিয়া যেন বর্ষাঋতু সজল-মেঘ ও বর্ষাকালীন শীতল মারুত সহ ভৃত্যরূপে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণের সেবায় প্রবৃত্ত হইল। বর্ষাঋতুর আগমনে দিগ্‌বধূগণ যেন সৌদামিনীবলয়-বিভূষিত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের সর্ব্বদিক্ আলোকিত করিয়া বৃন্দাবন-কলানিধি ব্রজরাজনন্দনের আনন্দবর্দ্ধন করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিল। মেঘমালাসমাচ্ছাদিত গগনতল যেন ঘনগর্জ্জন করিয়া গ্রীষ্মকালীন প্রখর সূর্য্যকে স্পর্দ্ধা সহ তিরস্কার করিতে লাগিল এবং বৃন্দাবনের গগনে উদিত হইয়া ব্রজবাসীগণের তাপপ্রদ প্রখর কিরণ বর্ষণ হইতে বিরত হইবার জন্য উপদেশ প্রদান করিতে লাগিল। এইভাবে বর্ষাঋতুর সমাগমে শ্রীবৃন্দাবনের যেন এক নবীন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। শ্রীবৃন্দাবনের নরনারী পশুপাখী বৃক্ষলতা প্রভৃতি সকলেই যেন সাগ্রহে ও সানন্দে নবাগত বর্ষাঋতুর আগমনাভিনন্দন করিবার জন্য নবভাবে ভাবিত ও নবসাজে সজ্জিত হইয়া উঠিল। প্রবল গ্রীষ্মতাপের অবসানে বর্ষার শৈত্যসুখ আসিয়া যেন সকলকেই এক অভিনব ভাবে উৎফুল্ল করিয়া তুলিল। তাই শ্রীবৃন্দাবনে এখন আর আনন্দের সীমা নাই, সকলেই আনন্দঘনবিগ্রহ ব্রজরাজনন্দনকে লইয়া বর্ষাঋতুর প্রীতি উপহার গ্রহণ করিবার জন্য মত্ত হইয়া গেল।

(স্বয়ং ভগবান্ ব্রজরাজনন্দনের বর্ষাবিহার বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব, বর্ষাগমে শ্রীবৃন্দাবনের ভূমি, আকাশ, জল, পশু, পক্ষী, প্রভৃতি সর্ব্ববিধ জঙ্গমের বর্ষাকালীন শোভা এবং অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। নানাবিধ দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিয়া সেগুলি বিশেষ ভাবে সকলের হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছেন। বর্ষাবর্ণনের প্রতিশ্লোকের প্রতিদৃষ্টান্তই অমূল্য এবং সদুপদেশপূর্ণ, দেখিলে মনে হয়—শ্রীশুকদেব বর্ষাবর্ণনচ্ছলে কতকগুলি তত্ত্ব ধারণা লাভেরই সুযোগ করিয়া দিয়াছেন।)

শ্রীশুকদেব বলিলেন, বর্ষাঋতুর সমাগমে শ্রীবৃন্দাবনের গগনতল ঘটঘটাচ্ছন্ন এবং ঘন ঘন বিদ্যুদ্বিকাশ ও ঘন গর্জ্জনে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। চন্দ্র সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী যেন একেবারে গগন হইতে তিরোহিত হইয়া গেল, দেখিলে মনে হয় যেন—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" প্রভৃতি শাস্ত্রপ্রতিপাদিত স্বপ্রকাশ

পরমানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মের অংশভূত জীব যেমন অবিদ্যাচ্ছন্ন এবং "আমি" "আমার" গর্জ্জনসমাকুল হইয়া অস্পষ্ট এবং অদৃশ্য রূপে অবস্থান করে, শ্রীবৃন্দাবন-গগনস্থিত স্বপ্রকাশ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীও সেইরূপ মেঘাচ্ছন্ন ও মেঘগর্জ্জন-সমাকুল গগনপটে অস্পষ্ট ও অদৃশ্য ভাবে অবস্থান করিতেছে এবং জগতের জীবগণকে তাহাদের স্বরূপের ইঙ্গিত করিতেছে।

ঘনচ্ছন্নদৃষ্টির্ঘনচ্ছন্নমর্কং যথা নিষ্প্রভং মন্যতে চাতিমূঢ়ঃ।
তথাবদ্ধবদ্ভাতি যো মূঢ়দৃষ্টেঃ স নিত্যপ্রকাশস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ (হস্তামলকম্)

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বিরচিত হস্তামলকগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে—গগনে মেঘ উদিত হইয়া দৃষ্টিপথ সমাচ্ছন্ন করিলে মূঢ়গণ মনে করে যে, মেঘে সূর্য্য ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মেঘের সূর্য্য ঢাকিয়া রাখিবার শক্তি নাই, মেঘ গগনপ্রান্তে উদিত হইয়া কেবল মাত্র দর্শকের দৃষ্টি পথই অবরুদ্ধ করিয়া থাকে। সেইরূপ নিত্য স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের অংশরূপ জীবাত্মা প্রাকৃত সুখদুঃখাদিতে নির্লিপ্ত থাকিলেও অজ্ঞানমূঢ় জীবগণ দেহে অহংবুদ্ধি এবং স্ত্রীপুত্রাদিতে মমতা বুদ্ধি যুক্ত হইয়া মনে করে 'আমি সুখী' আমি দুঃখী' 'আমি ধনী' 'আমি দরিদ্র' 'আমি বিদ্বান্' 'আমি মূর্খ' 'আমি রোগী' 'আমি সুস্থ' ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'আমি' জ্ঞানের প্রকৃতলক্ষ্য শুদ্ধজীব-স্বরূপের সহিত সুখদুঃখাদির কোনই সম্বন্ধ নাই। সুখদুঃখাদি প্রতীতির অজ্ঞানই একমাত্র মূল। গগনে সমুদিত স্বপ্রকাশ সূর্য্যের সহিতও মেঘাদির কোনই সম্বন্ধ নাই, কেবলমাত্র মূঢ়তা বশতঃ মনে হয় যে, সূর্য্যকে মেঘে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। মেঘের অপগম হইলে যেমন গগন পটে সূর্য্য আপনিই প্রকাশিত হয়, সেইরূপ শ্রীগোবিন্দচরণে শরণাগতি প্রভৃতি সাধনানুষ্ঠানে অনাদি অজ্ঞান তিরোহিত হইলেই স্বপ্রকাশ পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের অংশভূত জীবের স্বরূপ আপনিই ফুটিয়া উঠে।

বর্ষাকালে নিরন্তর জলধারা বর্ষণ হয়, দেখিয়া মনে হয় যে—যেমন নৃপতিবৃন্দ তাঁহাদের প্রজাগণের নিকট কর গ্রহণ করিয়া রাজকোষ পরিপূর্ণ করেন এবং কোনও সময়ে প্রজাগণকে দুর্ভিক্ষ্যাদি প্রপীড়িত দেখিলে তাহা অকাতরে দান করেন, সূর্য্যও সেইরূপ কার্ত্তিক হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত আটমাস তাঁহার প্রখর কর দ্বারা ভূমির রস শোষণ করিয়া তাহা মেঘরূপে গগনে সঞ্চয় করিয়া রাখেন এবং গ্রীষ্মকালে ভূমিকে রসশূন্য দেখিয়া ও গ্রীষ্মতাপ-পীড়িত দেখিয়া তিনি তাহা বর্ষাকালে অকাতরে বর্ষণ করেন। তাহাতে ভূমি সরস ও তাপমুক্ত হইয়া উৎফুল্ল ও সম্বর্দ্ধিত হয়।

যদিও আপাততঃ মনে হয় যে, মেঘই ভূমিতে জলবর্ষণ করিয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সূর্য্যই জলদানের মুখ্যকর্ত্তা। জগতেও দেখা যায় যে রাজা তাঁহার প্রজাগণকে যখন দান করেন, তখন রাজা স্বহস্তে তাহা দান করেন না, তাঁহার নিযুক্ত কোনও রাজপুরুষই তাহা প্রজাগণকে দান করিয়া থাকে। সেইরূপ সূর্য্যও যখন জগৎকে জল দান করেন, তখন তিনি স্বয়ং দান করেন না, মেঘ হইতেই তাহা জগতে বর্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে সূর্য্যই ভূমির রসগ্রহীতা এবং সূর্য্যই আবার মেঘ দ্বারা ভূমিতে জলবর্ষণকর্ত্তা।

অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যক্ আদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ ॥ (মনুসংহিতা)

মনুসংহিতায় বর্ণিত আছে যে—যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে তাহা সূর্য্যমণ্ডলে উপস্থিত হয়। সূর্য্য পৃথিবীতে জল বর্ষণ করেন এবং তাহা হইতে শস্যাদি উৎপন্ন হয় ও জীবগণ তাহাতে জীবিত থাকে।

বর্ষাকালে গগনে মহামেঘ উদিত হইয়া পুনঃপুনঃ বিদ্যুৎ প্রকাশ করে এবং বায়ুচালিত হইয়া জলধারা বর্ষণ করিয়া জগতের জীবন দান করে ও জগৎকে আপ্যায়িত করে। মহামেঘের এই ব্যবহারে জগতের মহান্ ব্যক্তি-গণের সম্বন্ধে কিছু ধারণা পাওয়া যায়। যেমন ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জল পাওয়ার আশা নাই,

সেইরূপ কামনা বাসনাবদ্ধ ক্ষুদ্র জীব হইতেও কোন প্রকার উপকার পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। তাহারা কেবল নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্যই সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকে। যাঁহারা শ্রীগোবিন্দ-চরণারবিন্দ সেবনে কামনা বাসনা বিদূরিত করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে মহান্। এই সমস্ত মহান্ ব্যক্তিগণ জীবের দুঃখ দেখিলে কৃপাচালিত হইয়া নিজের সর্ব্বস্ব দান করিয়া, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত দান করিয়া জীবের কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। মহামেঘও সেইরূপ বিদ্যুদ্বিকাশচ্ছলে নয়ন মেলিয়া জগতের জীবের গ্রীষ্মতাপজনিত ক্লেশ দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়ে এবং বায়ুচালিত হইয়া নিজ সঞ্চিত সমস্ত জল বর্ষণ করিয়া জীবগণকে সুখী করিয়া থাকে। "পরোপকারায় সতাং হি জীবনং' যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে "সৎ", তাঁহাদের জীবন কেবলমাত্র পরের উপকারের জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মেঘ কখনও নিজ সঞ্চিত জল নিজে ভোগ করে না—তাহা কেবল গ্রীষ্মতাপতপ্ত জীবের জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জীব-গণকে অকাতরে দান করিবার জন্যই মেঘ জল সঞ্চয় করিয়া থাকে। মহান্ ব্যক্তিগণও কেবলমাত্র পরোপকারের জন্যই ধন ধর্ম্মাদি সঞ্চয় করিয়া থাকেন এবং পরের দুঃখ দেখিলে অকাতরে তাহা দান করিয়া পরদুঃখ মোচন করিয়া থাকেন।

বর্ষাগমের পূর্ব্বে পৃথিবী সূর্য্যকিরণ সন্তপ্ত হইয়া অতি ক্ষীণ ও জীর্ণ শীর্ণ কলেবরে কালযাপন করিতেছিল। বর্ষা কালের মেঘের জলধারা পাইয়া গ্রীষ্মতাপশুষ্ক পৃথিবী তাহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পান করিয়া সরস ও উৎফুল্ল হইল—দেখিলে মনে হয় যেন সকাম তপস্বিগণ তপস্যানুষ্ঠান করিবার সময় কত অনাহার অনিদ্রা প্রভৃতি ক্লেশ স্বীকার করিয়া জীর্ণ শীর্ণ কলেবর হইয়া যায় এবং তাহাদের তপস্যা নিয়মের অবসানে কাম্যফল পাইয়া তাহা মনের মত ভোগ করিয়া প্রফুল্ল ও পরিপুষ্ট হয়। পৃথিবীও সেইরূপ গ্রীষ্মকালে একবিন্দু জলপান না করিয়া ও তীব্র রৌদ্র-তাপ ভোগ করিয়া জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া কালযাপন করিতেছিল এবং বর্ষাকালে আবার মনের মত ভাবে নিরন্তর জলপান করিয়া প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সকাম তপস্বীগণের সাধন-ক্লেশ স্বীকার এবং নিয়মনিষ্ঠা প্রভৃতি সমস্তই কাম্যফল পাইয়া আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধনের জন্যই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তাহাতে আন্তরিকতা কিংবা ত্যাগনিষ্ঠার লেশমাত্রও নাই। স্বার্থসিদ্ধি হইয়া গেলেই তাহাদের সমস্ত নিয়মনিষ্ঠা প্রভৃতির অবসান হইয়া যাইবে। পৃথিবীও গ্রীষ্মকালে জলবিন্দু পর্য্যন্ত গ্রহণ না করিয়া নিরন্তর রৌদ্রতাপে তপ্ত হইয়া সকাম তপস্বীগণের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া জগৎকে দেখাইতেছে যে,-স্বার্থসিদ্ধি হইয়া গেলে ইহারা বর্ষাকালীন পৃথিবীর মত সমস্ত নিয়মনিষ্ঠা পরিত্যাগ করিবে।

বর্ষাকালে গগনতল সর্ব্বদাই নিবিড় ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন থাকে বলিয়া তখন আর চন্দ্র সূর্য্য কিংবা কোনও গ্রহ নক্ষত্রাদির প্রকাশ থাকে না। আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মেঘ ব্যতীত কোনও জ্যোতিষ্ক কাহারও নয়ন পথে পতিত হয় না, মনে হয় যেন চন্দ্রসূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর কোনও অস্তিত্বই নাই, তাহা যেন কেবল কবির কল্পনা মাত্র। যাহারা চন্দ্রসূর্য্যাদির কথা বলে, তাহাদিগকে ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয় এবং মেঘাচ্ছন্ন গগন দেখাইয়া তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতে ইচ্ছা হয়। তাহার পর দিবাবসানে যখন সান্ধ্য-তিমিরাবলীতে ঘনতিমির আরও ঘনীভূত হইয়া যায়, তখন অসংখ্য খদ্যোত আসিয়া তাহাদের পুচ্ছদেশস্থিত আলোকবিন্দু দ্বারা বৃক্ষপত্রের কিয়দংশ আলোকিত করিয়া সগর্ব্বে পত্র হইতে পত্রান্তরে বিচরণ করে এবং জগৎকে জানাইতে চায় যে, জ্যোতিষ্ক বলিয়া জগতে যদি কিছু থাকে তাহা হইলে তাহা আমরাই। কোনও গ্রন্থাদিতে যদি কেহ চন্দ্র সূর্য্যাদির বর্ণনা দেখিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা আমাদেরই রূপকবর্ণনা ব্যতীত আর কিছুই নহে, কিংবা তাহা কোনও প্রতারকের প্রক্ষিপ্ত বচন মাত্র। "গগনে সূর্য্য উদিত হন" প্রভৃতি যে সমস্ত শাস্ত্রীয় কিম্বদন্তী আছে, তাহার প্রকৃত অর্থ কিংবা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিলে জানা যায় যে "সরতীতি সূর্য্যঃ" অর্থাৎ যে

বিচরণ করে তাহাকেই দর্দ্য বলে খদ্যোতগণ বৃক্ষের পত্র হইতে পত্রান্তরে বিচরণ করিয়া থাকে, সুতরাং দর্দ্য শব্দের প্রকৃত অর্থ খদ্যোত এবং গগন শব্দের অর্থ "বৃক্ষের" উচ্চস্থানে শূন্যমার্গে অবস্থিত পত্রাবলী ব্যতীত আর কিছুই সুসঙ্গত ও যুক্তিসিদ্ধ হয় না। অতএব বৃক্ষাগ্রে খদ্যোতের বিকাশই শাস্ত্রীয় বিবক্ষাতে অর্থোদ্দেশে অভিহিত, কিন্তু তাহা। মূঢ় জীবগণ খদ্যোতের জ্যোতির অনুসন্ধান না করিয়া চন্দ্রসূর্য্য গ্রহ তারকা প্রভৃতি রূপক শব্দ লইয়াই তর্ক বিতর্ক এবং শাস্ত্রব্যাখ্যাদি করিয়া থাকে।

বর্ষাকালীন মেঘজালে চন্দ্রসূর্য্যাদির আবরণ এবং খদ্যোতের বিকাশ দেখিলে কলিকালের কথাই মনে হয়। কলিকালেও পাষণ্ডগণেরই কুযুক্তি জালে বেদপুরাণাদি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সমাচ্ছন্ন হইয়া যায় এবং অপসিদ্ধান্তেরই সমধিক রূপে বিকাশ হয়। (পদ্মপুরাণে অনেকগুলি শ্লোকে পাষণ্ডলক্ষণ বর্ণিত আছে, বাহুল্য বোধে তাহা উদ্ধৃত হইল না।)

কলিযুগে পাষণ্ডগণেরই প্রভাব বিস্তার হইয়া থাকে, তাহারা নানাবিধ কূটযুক্তি এবং কুতর্কের অবতারণ করিয়া বেদপুরাণাদি শাস্ত্রের কদর্থ করে এবং বেদবেদ্য শ্রীভগবানের তত্ত্ব জানিতে দেয় না। তাহাদের মোহে পড়িয়া অনেকেরই ধর্ম্মচ্যুত হইয়া অপধর্ম্ম, উপধর্ম্ম প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। পাষণ্ডগণের কুযুক্তি-জালের ঘোরান্ধকারে শাস্ত্রের প্রকৃতমর্ম্ম আচ্ছাদিত হইয়া যায় এবং তাহাদের প্রদর্শিত মতই খদ্যোতবিকাশের ন্যায় জগৎ আবৃত করিয়া দেয়। চন্দ্রসূর্য্যাদির ন্যায় স্বপ্রকাশ শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার উপাসনা পদ্ধতি পাষণ্ডগণের কুযুক্তিতে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। পাষণ্ডগণের কুযুক্তি এবং শাস্ত্রের কদর্থপ্রভাবে অসংখ্য ভগবদ্ভক্তিমান্ সরলবিশ্বাসী ব্যক্তি শ্রীভগবানের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া পাষণ্ডগণেরই উপাসনায় প্রবৃত্ত হয় এবং তাহাদেরই ভোগাকাঙ্ক্ষার বহ্নিতে ইন্ধন যোগাইয়া জীবন ব্যর্থ করে। বর্ষাকালে যেমন চন্দ্রসূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কগুলীর কোন চিহ্নই দেখা যায় না, কেবলমাত্র খদ্যোতের জ্যোতিই সকলের দৃষ্টিগোচর হয়, সেইরূপ কলিকালেও নানাবিধ কুযুক্তির অন্ধকারে প্রকৃত ধর্ম্মপথ কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না, কেবলমাত্র পাষণ্ডগণপ্রদর্শিত কুপথ-খদ্যোত-জ্যোতিই সকলে দেখিতে পায়। বর্ষাকালের মেঘাচ্ছন্ন গগনে সূর্য্যাদি পরিদৃষ্ট না হইলেও যেমন বিজ্ঞব্যক্তিগণ খদ্যোতকেই চন্দ্রসূর্য্য মনে না করিয়া নিরন্তর বর্ষাকালের অন্ধকার দূরীভূত হইবার অপেক্ষায় থাকেন, সেইরূপ ঘোর কলিকালেও বিজ্ঞব্যক্তিগণ পাষণ্ড মতের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া নিরন্তর শ্রীভগবানের চরণে কলিদোষ মুক্ত হইবার জন্য প্রার্থনা জানান। বর্ষাকালের মেঘাচ্ছন্ন গগনে সূর্য্যদর্শন না হইলেও বিপ্রগণ কখনই খদ্যোতকে লক্ষ্য করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করেন না—তাঁহারা অদৃষ্ট সূর্য্যের উদ্দেশেই প্রত্যহ ভক্তি অর্ঘ্য প্রদান করিয়া থাকেন। ঘোর কলিকালেও যাঁহারা প্রকৃত বিজ্ঞ আছেন, তাঁহারাও কখনই অদৃষ্ট ভগবান্‌কে পরিত্যাগ করিয়া তুচ্ছ খদ্যোতের উপাসনায় রত হন না। শ্রীশুকদেব বর্ষাকালীন মেঘাচ্ছন্ন গগন বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া এইভাবে কলিকালের দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিয়া কলিহত জীবগণকে অসৎপথ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। সুধীগণ এই দৃষ্টান্তে অধ্যাত্মবিচারপরায়ণ হইয়া শ্রীভগবদ্ভজনের জন্য পথের আবিষ্কার করিবেন।

বর্ষাকালে মেঘের মন্দ্রনাদ শ্রবণ করিয়া ভেকগণ পরমানন্দে 'মক' 'মক' ধ্বনি করিতে আরম্ভ করে—দেখিলে মনে হয়, গুরুগৃহবাসি ব্রাহ্মণবালকগণ যেমন প্রাতঃকালে যখন তাঁহাদের অধ্যাপক নিত্য-কর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকেন, তখন তাঁহারাও মৌনভাবে কেহ বা ইষ্টচিন্তা এবং কেহ বা শাস্ত্রচিন্তায় রত থাকেন, তাহার পর যখন নিত্যকর্ম্মাবসানে অধ্যাপক তাঁহার ছাত্রগণকে অধ্যয়নের জন্য আহ্বান করেন, তখন সকলেই মৌন ভঙ্গ করিয়া নিজ নিজ পাঠোচ্চারণ করিতে আরম্ভ করেন। ভেকগণও সেইরূপ যেন এতদিন তাহাদের কোন নিত্য-

কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য মৌনভাবে ছিল এবং ভেকগণও সেইজন্য অগত্যা মৌনভাবেই অবস্থান করিতেছিল—বর্ষাগমে যেমন মেঘের আহ্বান শুনিল, অমনি ভেকগণ নিজ নিজ গর্ত্ত হইতে বাহিরে আসিয়া পরমানন্দে মৌনভঙ্গ করিল এবং নানাবিধ স্বরে 'মক মক' রব করিতে আরম্ভ করিল।

গ্রীষ্মকালে শুষ্কপ্রায় ক্ষুদ্র নদীসমূহ কোনক্রমে মৃদুগতিতে প্রবাহিত হইয়া নিয়মিত পথে সংযত ভাবে সাগরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, কিন্তু বর্ষার অবিরল জলধারায় অত্যধিক জল বৃদ্ধি হওয়ায় তাহাদের সমস্ত নিয়ম এবং সংযম শিথিল হইয়া গেল এবং তাহারা পথ ছাড়িয়া অপথে বিপথে উচ্ছৃঙ্খল গতিতে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। জগতেও যে সমস্ত দেহাভিমানবদ্ধ এবং অসংযতেন্দ্রিয় জীব আছে, তাহাদের অবস্থাও ঠিক এইরূপ। তাহাদের যদি দৈহিক বলবীর্য্য ও ধনসম্পদাদির অভাব থাকে, তাহা হইলে তাহারা বেশ সংযত ভাবে ও সুনিয়মে জীবন যাপন করিতে পারে, কিন্তু যদি কোনক্রমে দৈহিক বল ও ধনসম্পদাদি লাভ হয়, তাহা হইলে তাহারা জগৎকে তৃণতুল্য মনে করে এবং অসংযত ভাবে অপথ বিপথ বিচার না করিয়া উচ্ছৃঙ্খল গতিতে জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করে। জগতে যাহারা দুর্ব্বল ও নির্ধন তাহারাই অগত্যা সংযত ভাবে শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া এবং দেব দ্বিজে ভক্তি বিশ্বাস রাখিয়া সত্য ও ধর্ম্ম পথে চলিয়া থাকে. কিন্তু যদি ধনযৌবনাদির স্বচ্ছলতা লাভ হয়, তাহা হইলে কিসের বা শাস্ত্র, কিসের বা ধর্ম্ম কিসের বা দেবদ্বিজে ভক্তিশ্রদ্ধা, কিসের বা সত্যনিষ্ঠা, সমস্তই জলাঞ্জলি দিয়া ধনযৌবনাদির গর্ব্বে স্ফীত হইয়া যথেচ্ছাচরণে রত হইয়া পড়ে। বর্ষাকালীন জলধারায় স্ফীত ক্ষুদ্র নদীসমূহ উৎপথগামিনী হইয়া কলকল নাদে জগতে এই তত্ত্বই ঘোষণা করিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালের শুষ্কপ্রায় নদী কখনও তটসীমা উল্লঙ্ঘন করে না, কিংবা কাহারও কোনও অনিষ্ট সাধন করে না। কিন্তু বর্ষাকালের জলভরা নদী কখনও তটসীমায় আবদ্ধ থাকে না, তখন তাহার উদারগতিতে কত শস্যক্ষেত্র এবং কতই লোকালয় যে বিধ্বস্ত হয় তাহার আর সীমা সংখ্যা নাই। কিন্তু তাহার এই জলসমৃদ্ধি চিরদিন থাকে না, বর্ষার অন্তে আবার তাহার এই সীমার মধ্যেই আসিতে হয় এবং মৃদুগতিতে সংযত ভাবেই চলিতে হয়। ইহাতে জগতের ধনযৌবনাদি গর্ব্বমত্ত ব্যক্তিগণের শিক্ষা হওয়া উচিত যে, তাহাদের এই উদারতা উচ্ছৃঙ্খলতা এবং যথেচ্ছগতি চিরকাল থাকিবে না, সুতরাং সময় থাকিতে সংযত হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

বর্ষাকালের অবিরল জলধারাসিক্ত ভূমিতে হরিদ্বর্ণ নবতৃণের উদ্গম হইয়া ভূমিকে হরিদ্বর্ণে শোভিত করে। কোনও স্থানে বা অগণিত ইন্দ্রগোপ ( বর্ষাকালে সমুৎপন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোহিত বর্ণ কীট বিশেষ ) একত্র মিলিত হইয়া ভূমিকে লোহিত বর্ণে রঞ্জিত করে এবং কোনস্থানে বা অসংখ্য উচ্ছিলীন্ধ্র ( শ্বেতবর্ণ ছত্রাকৃতি ক্ষুদ্রক্ষুদ্র উদ্ভিদ বিশেষ ) উৎপন্ন হইয়া ভূমিকে শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট করে। এইপ্রকার লোহিত, হরিত এবং শ্বেতবর্ণে সুরঞ্জিত ভূমি দেখিয়া নৃপতিগণের সৈন্য সমাবেশের কথা মনে হয়। নৃপতিগণ শ্বেতলোহিতাদি নানাবর্ণের পটগৃহ রচনা করিয়া তাহার মধ্যে তাঁহাদের সৈন্যাদি সংস্থাপন করিয়া থাকেন।

বর্ষাকালীন শস্যক্ষেত্রে নানাবিধ শস্য উৎপন্ন হইয়া কৃষকগণের মনে যৎপরোনাস্তি আনন্দ সঞ্চার করিয়া থাকে এবং কখনও বা অতিবৃষ্টিতে শস্যক্ষেত্র জলমগ্ন হইয়া শস্য হানি হয়, কখনও বা প্রয়োজন মত বৃষ্টির অভাবে শস্য নির্জ্জীব হয় বলিয়া কৃষকগণের অনুতাপেরও সীমা থাকে না। হানি ও লাভ উভয়ই দৈবাধীন, জীবের ইচ্ছা বা সুবিধা মত কখনও হানি কিংবা লাভ হয় না। যাহারা সম্পদ ও বিপদের দৈবাধীনতা না জানিয়া কিংবা স্পর্দ্ধাবশতঃ তাহা নিজেরই আয়ত্তাধীন মনে করিয়া নিরন্তর নিজের সুবিধা মত সম্পদ লাভ এবং বিপদ নিবৃত্তির আশায় কালযাপন করে, তাহাদের অবস্থাও ঠিক এইরূপ হইয়া থাকে। তাহারা সম্পদে

আনন্দে আত্মহারা হইয়া এবং বিপদে বিষণ্ণ হইয়া সুখ দুঃখের ঘূর্ণায়মান চক্রে আরোহণ করিয়া পরিবর্ত্তনশীল জগতে বাস করে এবং কখনও হাস্য কখনও ক্রন্দন করিয়া জীবন যাপন করে। কিন্তু যাহারা জানে যে "সুখ ও দুঃখ উভয়ই দৈবাধীন এবং তাহা সুবিধামত পাওয়া যায় না" তাহারা দৈবচক্রের নিয়ন্তা শ্রীভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তভাবে জীবন যাপন করিয়া থাকে।

বর্ষাকালীন নব বারি সেবন করিয়া জলজ এবং স্থলজ উভয়বিধ বৃক্ষাদিই নবশোভা ধারণ করিল। ইতঃপূর্ব্বে তাহারা প্রবল গ্রীষ্মতাপে শুষ্কপ্রায় হইয়া প্রায় মরণ পথের পথিক হইয়া উঠিয়াছিল। বর্ষাবারি তাহাদের নব জীবন দান করিয়া অভিনব ভাবে গড়িয়া দিল। জগতেও যাহারা নিরন্তর সংসারতাপ ভোগ করিয়া নানাভাবে ক্লিষ্ট হইয়াছে, তাহারা যদি গোবিন্দচরণারবিন্দ সেবনরত হয়, তাহা হইলে তাহারাও এইরূপ নবজীবন এবং নূতন উৎফুল্লতা লাভ করিতে পারে। নববারি সেবন ব্যতীত যেমন কিছুতেই বৃক্ষাদির তাপ নিবৃত্তি কিংবা উৎফুল্লতা লাভ হয় না, সেইরূপ গোবিন্দচরণসেবন ব্যতীতও জীব কখনও ত্রিতাপমুক্ত কিংবা প্রেমানন্দের উৎফুল্লতা লাভ করিতে পারে না।

সমুদ্র, স্থির এবং অগাধজলসমৃদ্ধ হইয়াও বর্ষাকালীন নদনদীর উদ্ভট প্রবাহ যুক্ত এবং বর্ষাসংক্ষুব্ধ হইয়া বিক্ষুব্ধ ও তরঙ্গসমাকুল হইয়া পড়ে। শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতুতে নদনদীর জল অল্প থাকে এবং তাহা ক্ষীণ ধারায় প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে মিলিত হয়, সেজন্য তখন সমুদ্রের কোন প্রকার অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য থাকে না। বর্ষাকালের অবিরল জলধারায় যখন নদনদী স্ফীত হইয়া প্রবলবেগে সমুদ্রে গিয়া পতিত হয়, তখন আর সমুদ্র স্থির থাকিতে পারে না। সমুদ্র তখন তাহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ভুলিয়া গিয়া শত শত আবর্ত্ত ও ভীষণ তরঙ্গসমাকুল হইয়া অস্বাভাবিক চাঞ্চল্যের মূর্ত্তি ধারণ করে। সমুদ্রের এই অবস্থা সমালোচনা করিলে অপক্ক যোগিগণের কথা মনে হয়। যাহারা জ্ঞান, যোগ কিংবা ভক্তিপথের সাধনানুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিংবা তাহাতে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেন অথচ তখনও একেবারে ভোগবাসনাদি নির্ম্মূল হয় নাই, তাঁহাদিগকে "অপক্ক যোগী" বলা হয়। গীতায় এই অপক্ক যোগীকেই যোগারুরুক্ষু বলা হইয়াছে। ভক্তিশাস্ত্রে ইঁহারা অজাতরতি সাধক নামে অভিহিত। এই সমস্ত অপক্ক যোগী, যোগারুরুক্ষু কিংবা অজাতরতি সাধকগণ একেবারে কামনা, বাসনা মুক্ত হইতে পারেন না। তাঁহারা যদি বিষয় সম্বন্ধ ছাড়িয়া নির্জ্জনে আপন মনে অবস্থান করিয়া যথাযোগ্য সাধনানুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে কামনা বাসনা মুক্ত হইয়া যোগারূঢ় হইতে পারেন, কিন্তু যদি তাহার পূর্ব্বে কোনক্রমে তাঁহাদের বিষয় সম্বন্ধ ঘটিয়া যায়, তাহা হইলে অন্তরের সুপ্ত ও গুপ্ত কামনা জাগিয়া উঠে এবং নানাবিধ ভোগের আবর্ত্তে পড়িয়া একেবারে ভোগচাঞ্চল্যের প্রকট মূর্ত্তি ধারণ করে। জগতে এমন অনেক অজাতরতি সাধক কিংবা অপক্ক যোগীর নাম শুনা যায় এবং মধ্যে মধ্যে দেখা যায় যে তাঁহাদের প্রথমাবস্থা বেশ ত্যাগীর মত, তাঁহারা কেহ বা হিমালয়ে কেহ বা কাশী বৃন্দাবনাদিধামে বাস করিয়া নিষ্কিঞ্চন নিষ্কাম ও বৈরাগ্যবানের মতই সাধনারম্ভ করেন কিন্তু কিছুদিন পরে যেমন তাঁহাদের বিষয়ীর সঙ্গলাভ হয় এবং তাহাদের কৃতার্থ করিবার জন্য যেমন তাঁহারা নিষ্কাম ভাবে তাহাদের ভবনে বাস কিংবা নির্জ্জন স্থানের লোভে তাহাদের উদ্যানে বাস এবং ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য নানাবিধ চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় ভোজন গ্রহণ এবং সুগন্ধি কুসুমমালায় পরিশোভিত হইয়া যানযোগে গমনাগমন আরম্ভ করেন, অমনি তাঁহাদের বর্ষাকালের সমুদ্রের মত অবস্থা হইয়া যায়। সমুদ্র যেমন বর্ষাকালের জলধারায় স্ফীত ও প্রবলবেগ সমন্বিত নদ-নদীর সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বে বেশ স্থির ভাবেই অবস্থান করে, কিন্তু নদনদী-সঙ্গম হইলে আর সে তাহার স্থিরতা রক্ষা করিতে পারে না, সেইরূপ অপক্ক যোগীগণও ধনযৌবনাদি গর্ব্বে

স্ফীত ও নানাবিধ ভাবাবেগ সম্পন্ন নরনারীর সহিত যতদিন মিলিত না হন ততদিন বেশ স্থিরভাবেই নিজেদের সাধনানুষ্ঠানে রত হইয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু বিবিধ বিষয়বাসনা সম্পন্ন ও নিরন্তর বিষয়ভোগ-নিরত নর-নারীগণের সহিত যেমন তাঁহাদের সম্বন্ধ হয়, অমনি তাঁহারা সাধন ভজন ছাড়িয়া সিদ্ধপুরুষ হইয়া যান এবং বিষয়িগণ অপেক্ষাও বহুগুণে অধিক বিষয় ভোগে রত হইয়া এক কিম্ভূত-কিমাকার সাজিয়া বসেন। যদিও তাঁহারা নিষ্কাম ও অনাসক্তভাবেই বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন, তথাপি নিরন্তর মনে রাখা উচিত যে—

তথাপি বিষয় স্বভাব হয় মহা অন্ধ। সে কর্ম্ম করায় যাহে হয় ভববন্ধ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

বর্ষাকালে নিরন্তর অবিরলধারে জলবর্ষণ হয় এবং পর্ব্বতসমূহ তাহাতে সিক্ত ও তাড়িত হয়, কিন্তু তাহাতে তাহারা কিছুমাত্র ব্যথিত হয় না, কিংবা তাহাতে তাহাদের কিছুমাত্রও বিকার পরিলক্ষিত হয় না। নানাবিধ দুঃখদৈন্যাদিময় জগতে যাঁহারা নিরন্তর শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দ ভজনে ও ধ্যানে নিরত হইয়া কালযাপন করিতে পারেন, তাঁহারাও ঠিক পর্ব্বতের মত সহিষ্ণুতা লাভ করিতে পারেন। সংসার-সুলভ নানাবিধ দুঃখদৈন্যাদিতে তাঁহারা কোন প্রকারেই ব্যথিত হন না, কিংবা নিরন্তর দুঃখভোগ করিয়াও তাঁহারা কিছুমাত্র বিষাদগ্রস্ত হন না ও শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দ ভজন হইতে বিচ্যুত হন না। বর্ষাকালে যেমন নিরন্তর বারিপাত হয়, জগতেও সেইরূপ নিরন্তর জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, শোক, মোহ, ক্ষুধা, পিপাসা, দুঃখ, দৈন্য, দারিদ্র্য, অভাব, অভিযোগ প্রভৃতি শত শত দুঃখধারা বর্ষণ হইতেছে, জগতের জীবমাত্রেরই এই সমস্ত দুঃখ অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। বর্ষায় বারিপাত যেমন অনিবার্য্য, জগতে সেইরূপ দুঃখভোগও অনিবার্য্য। এই সমস্ত অনিবার্য্য দুঃখের তাড়নায় জগতের সর্ব্বজীবই বিষণ্ণ ও ব্যথিত ভাবে কালযাপন করিয়া থাকে, কিন্তু যাঁহারা নিরন্তর শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দ সেবন ও ধ্যান প্রসঙ্গে জীবন-যাপন করিতে পারেন, তাঁহারাএই সমস্ত দুঃখের তাড়নায় অণুমাত্রও ব্যথিতকিংবা বিচলিত হন না। যুধিষ্ঠিরাদি ভক্তচূড়ামণিগণ চিরজীবন কতই না দুঃখভোগ করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণভজনপ্রভাবে তাঁহারা কখনও অসহিষ্ণু হন নাই। জগতে যাঁহারা মনে করেন যে আমাদের কোন দিনই দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না, তাঁহারা নিতান্ত অজ্ঞ, কিন্তু যাঁহারা দুঃখ সহ্য করিবার শক্তিলাভের জন্য শ্রীগোবিন্দচরণাশ্রয় করেন, তাঁহারাই প্রকৃত বিজ্ঞ। পর্ব্বত সমূহ বর্ষাকালের অবিশ্রান্ত জলবিন্দুপ্রহারে তাড়িত হইয়া জগৎকে এই সহিষ্ণুতা শিক্ষারই উপদেশ প্রদান করিয়া থাকে।

বর্ষাকালে নিরন্তর বারিবর্ষণ হয় বলিয়া পথে (বিশেষতঃ গ্রাম্যপথে ও বনপথে) লোক চলাচল বন্ধ হইয়া যায় এবং তৃণ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ জন্মিয়া পথের চিহ্ন লোপ করিয়া দেয়। কাহারও যদি সেই পথে কুত্রাপি যাইবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে সে প্রকৃত পথের উদ্দেশ পায় না, কিংবা কোন্ দিক দিয়া অগ্রসর হইলে গন্তব্য স্থানে যাওয়া যাইবে, তাহাও নিশ্চয় করিতে পারে না। কলিকালে বেদপুরাণাদি প্রদর্শিত ধর্ম্মপথের অবস্থাও ঠিক এইরূপই হইয়া পড়ে। কলিকালে নানাবিধ কামনা বাসনা, দেহ গেহাদিতে আসক্তি এবং জরা ব্যাধি প্রভৃতির প্রবল পীড়নে সকলেই অভিভূত হইয়া পড়ে, কাজেই কেহ ধর্ম্মপথে চলিতে চাহে না, তাহাতে কালে কালে নানাবিধ অপসিদ্ধান্ত, অবিশ্বাস প্রভৃতির উদ্ভব হইয়া ধর্ম্মপথ আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। হঠাৎ যদি কোনও ভাগ্যবশে কাহারও ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে বাসনা হয়, তাহা হইলে নানাবিধ কুতর্ক ও অপসিদ্ধান্তাদি সমাচ্ছাদিত পথ দেখিয়া তাহার সন্দিহান হইয়া পড়িতে হয় এবং কোনও প্রকার কুপথ অবলম্বন করিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হয়। দুঃখমুক্তি এবং পরমানন্দ প্রাপ্তির উপায়রূপে বেদপুরাণাদি শাস্ত্রে নানাবিধ সাধন পথের উল্লেখ আছে, কিন্তু কলিহত জীবগণ দেহ-গেহাবেশের প্রবল মোহে পড়িয়া সে সমস্ত সাধনের অনুষ্ঠান

করে না। কাজেই কালে কালে সে সমস্ত সাধনপথ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। বর্ষাহত ব্যক্তিগণ যেমন পথে বাহির না হইয়াই ঘরে বসিয়া ব্রহ্মাণ্ডের খবর রাখিতে চায়, সেইরূপ কলহিত জীবগণও সাধনপথ স্পর্শ না করিয়া দেহ-গেহ-ভিনিবেশের অট্টালিকায় বসিয়া থাকিয়াই ব্রহ্মজ্ঞান, নির্বিকল্প সমাধি, কৃষ্ণপ্রেম প্রভৃতির খবর রাখে এবং তাহাতে সিদ্ধপুরুষ সাজিয়া বসে। কিন্তু কাহারও নিকট কোন প্রকার সাধন পথের খবর লইতে হইলে সকলেই বলিবে "ও সমস্ত অতি নিম্নাধিকার" কিংবা "ও সমস্ত কিছু নহে, কেবল সাম্প্রদায়িকতা" অথবা "সাধন ভজনে কিছু হয় না, চাই কেবল চিত্তশুদ্ধি" প্রভৃতি। বর্ষাকালীন তৃণাচ্ছাদিত ও অসংস্কৃত পথ জগতের জীবকে অনুষ্ঠান বিহীন সাধনপথের মূর্তি দেখাইয়া ইঙ্গিতে উপদেশ প্রদান করিতেছে যে—চলাচল বিহীন পথের এই পরিণতি এবং সে পথের পথিক নিশ্চয়ই ভ্রান্ত হইয়া গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারে না।

বর্ষাকালীন মেঘের জলবর্ষণে জগতের গ্রীষ্মতাপ শান্তি হয়, শস্যাদি উৎপন্ন হয়, সরোবরাদি জলপূর্ণ হয় ইত্যাদি বহুভাবে জগৎ বর্ষাকালীন মেঘ কর্তৃক উপকৃত হয়, সুতরাং বর্ষাকালীন মেঘের পরোপকারিতা গুণের তুলনা নাই। কিন্তু সৌদামিনী এই লোকবন্ধু মেঘের সহিতও বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে পারে না, সে মাঝে মাঝে মেঘবক্ষে সঞ্চারিত হইয়া দেখিতে দেখিতে দূর দূরান্তরে বিলীন হইয়া যায়। জগতের ভ্রষ্টা রমণীগণের স্বভাবও ঠিক সৌদামিনীর মত, পুরুষের যতই গুণ থাকুক না কেন, সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া কেবলমাত্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য কিছুক্ষণের জন্য তাহারা তাহাদের নিকটস্থ হয়, আবার স্বার্থসিদ্ধি হইলেই তাহারা নিজের সুবিধামত স্থানে চলিয়া যায়। তাহাদের ভালবাসা সৌদামিনীর ভালবাসার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। মেঘবক্ষে অস্থিরা সৌদামিনী পুনঃপুনঃ যাওয়া আসা করিয়া জগতের রমণীচরিত্র আঁকিয়া দেয় এবং জগৎকে সাবধান হইতে উপদেশ প্রদান করে।

বর্ষাকালে ঘনগর্জ্জনসমন্বিত আকাশপ্রান্তে ইন্দ্রধনু প্রকাশ হইয়া শ্রীভগবানের জগতে আবির্ভাব হওয়ার তত্ত্ব প্রদর্শন করে। শ্রীভগবান্ ত্রিগুণাতীত হইয়াও ত্রিগুণাত্মক জগতে আবির্ভূত হন এবং জগতের সর্ব্ববিধ গুণ-দোষাদির সহিত সম্বন্ধশূন্য ভাবে কিছুদিন জগতে অবস্থান করিয়া জগতের জীবের আনন্দ বর্দ্ধন করেন এবং সময় মত অন্তর্হিত হন। ইন্দ্রধনুও নির্গুণ (জ্যারহিত) হইয়াও শব্দগুণযুক্ত আকাশে আবির্ভূত হইয়া, (শব্দ আকাশের গুণ, বর্ষাকালে আকাশে নিরন্তর মেঘগর্জ্জনশব্দ থাকে বলিয়া বর্ষাকালীন আকাশকে সগুণ বলা হয়) নির্লিপ্ত ভাবে কিছুক্ষণ আকাশপ্রান্তে অবস্থান করিয়া জগতের জীবের নয়নানন্দ বর্দ্ধন করে এবং যথাসময়ে অন্তর্হিত হইয়া যায়!

বর্ষাকালে মেঘাচ্ছন্ন আকাশে কেহ চন্দ্র দেখিতে পায় না, কিন্তু চন্দ্র মেঘের অন্তরালে থাকিয়া মেঘমালাকে প্রতিভাসিত করে বলিয়া মেঘমালা সকলের দৃষ্টিগোচর হয়, সুতরাং মেঘমালা চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু তাহার আবরণে চন্দ্র আবৃত হইয়া থাকে। ইহাতে জীবচৈতন্যের অবস্থান সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জীবচৈতন্য প্রতি-জীব-দেহের অন্তরালে থাকিয়া জীবের দেহে অহংবুদ্ধি এবং স্ত্রী পুত্রাদিতে মমতাবুদ্ধি প্রকাশ করেন, কিন্তু তিনি "অহংমম" ভাবের অন্তরালে এমনই গুপ্ত হইয়া যান যে, কেহই শত চেষ্টা করিয়াও তাঁহার কোন উদ্দেশ পায় না।

বর্ষাকালে মেঘগর্জ্জন শুনিয়া ময়ূরগণ আনন্দে অধীর হইয়া নিজ বাসস্থান হইতে বাহিরে আসে এবং গগনে দৃষ্টিপাত করিয়া যেমন নিবিড়কৃষ্ণ মেঘমালা দর্শন করে, অমনি সে পুচ্ছ বিস্তার করিয়া পরমানন্দে নৃত্য করিতে আরম্ভ করে। গ্রীষ্মকালে ময়ূরগণ অসহ্য রৌদ্রতাপ এবং দাবানলাদির তাপ ভোগ করিয়াও বনেই

বাস করিয়া থাকে, তাহাদের বনের মমতা ছাড়িয়া অন্যত্র যাওয়ার সাধ্য নাই। বর্ষার মেঘসঞ্চার দেখিয়া তাহাদের মনে বড়ই আনন্দ হয় এবং মেঘমুক্তবারিসংস্পর্শে তাপশান্তি হইবে মনে করিয়া পরমানন্দে নৃত্য করিতে থাকে। জগতেও দেখা যায় যে, সংসারপীড়নে কাতর হইয়া অনেকেরই সংসার ছাড়িয়া শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দ ভজনের লালসা হয়, কিন্তু তাঁহারা স্ত্রী-পুত্র পরিজন বিষয় বৈভবাদিতে এতই জড়িত যে কিছুতেই তাহা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারেন না এবং অগত্যা নানাবিধ সংসারতাপ ভোগ করেন। এইরূপ ব্যক্তির গৃহে যদি কখনও কোনও ভক্তচূড়ামণির আগমন হয়, তাহা হইলে তাঁহার মুখে শ্রীকৃষ্ণকথামৃত পান করিয়া সংসারতাপের কিঞ্চিৎ উপশম হইবে মনে করিয়া পরমানন্দে উৎফুল্ল হন। মেঘাগমে যেমন কিছুক্ষণের জন্য সূর্য্যকিরণ আচ্ছাদিত হয়, সেইরূপ ভক্তসমাগমেও কিছুক্ষণের জন্য বিষয়ির বিষয়বাসনা আচ্ছাদিত হয়। রৌদ্রতাপ শান্তি হয় বলিযাই ময়ূরের মেঘদর্শনে এবং সংসারতাপতপ্ত জীবের কৃষ্ণভক্ত দর্শনে আনন্দ লাভ হইয়া থাকে।

গ্রীষ্মকালে বৃক্ষসমূহ শুষ্ক ও পত্রপুষ্পাদি বিহীন ভাবে অবস্থান করে। বর্ষাগমে যখন বারিবর্ষণ হয়, তখন তাহারা ইচ্ছামত ভূমিরস পান করিয়া প্রফুল্ল হয় এবং নব নব পল্লবপুষ্পাদির উদ্গমে বিচিত্ররূপে সুশোভিত হয়। জগতেও দেখা যায় যে, কোনপ্রকার সিদ্ধি প্রভৃতি লাভ করিবার জন্য যাহারা সাধনানুষ্ঠানে রত হয়, তখন তাহারা সাধননিয়মানুসারে অনাহার অনিদ্রাতে শুষ্কপ্রায় হইয়া যায়, কিন্তু যেমন তাহাদের সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয়, অমনি তাহারা নানাবিধ কাম্যবস্তু ভোগ করিয়া বিচিত্র কান্তিবিশিষ্ট কলেবর-শোভা ধারণ করিয়া থাকে। অনেক সিদ্ধপুরুষের নিকট গল্প শুনা যায় যে তাঁহারা হিমালয়ের কোনও নিভৃত প্রদেশে ফলমূলাদি ভোজন করিয়া কিংবা ব্রজের কোন ক্ষুদ্র গ্রামে মাধুকরী গ্রাস করিয়া তীব্র সাধনা করিয়াছেন এবং সে সময়ে তাঁহারা জীর্ণ শীর্ণ কলেবরে ছিন্ন কৌপিনকন্থাদি দ্বারা লজ্জা নিবারণ করিতেন। কিন্তু তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াই কোনও জনবহুল কিংবা জনসমাগম বহুল স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং মঠ, আশ্রমাদি স্থাপন করিয়া নানাবিধ ভোগরসে পরিপুষ্ট হন এবং তখন তাঁহাদের অঙ্গে সিদ্ধির জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠে ও নানাবিধ ভোগবিলাস সামগ্রীর দ্বারা আশ্রমগৃহ সাজাইয়া নির্লিপ্তভাবে ভক্তগণের বাঞ্ছা পূরণের জন্য তাহা ভোগ করেন, রাজদুর্লভ সাজসজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া অগণিত ভক্ত ও শিষ্যাদি সমভিব্যাহারে মধ্যে মধ্যে জীবোদ্ধার করিবার জন্য নানাস্থানে গতাগতি করেন। তখন তাঁহাদের যানবাহনাদির ব্যবস্থা এবং অনাসক্ত ভাবে ভোগ করিবার জন্য ভোগ্যবস্তুর ব্যবস্থা দেখিলে বিষয়িগণকেও সন্ন্যাসী বলিয়া মনে হয়। বর্ষাকালের বৃক্ষরাজি জগৎকে এই সমস্ত সিদ্ধপুরুষগণের তত্ত্ব বুঝাইয়া দেয়। গ্রীষ্মকালে ভূমিতে রস থাকে না বলিয়া তাহারা অগত্যা রসশোষণকার্য্যে বিরত হইয়া শুষ্ককলেবর হইয়া অবস্থান করে, কিন্তু বর্ষার জল পাইলে আর তাহাদের পূর্ব্বের কথা মনে থাকে না, তাহারা তখন শত শত মূলদ্বারা অবিশ্রান্ত ভূমিরস পান করিয়া নব নব পল্লব পুষ্পাদিতে সুশোভিত হয়। সকাম সাধনপরায়ণ ব্যক্তিগণও সাধনকালে কোনও ভোগ্যবস্তু পায় না বলিয়া অগত্যা ভোগবিরত হইয়া জলাশয়তীরস্থ বকের মত নয়ন মুদ্রিত করিয়া বসিয়া থাকে, কিন্তু যেমন তাহাদের একটু খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা কিংবা কোনপ্রকার ইন্দ্রজালের মত সিদ্ধিলাভ হয়, অমনি তাহারা সব ছাড়িয়া পূর্ব্বের কথা ভুলিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার মুক্ত করিয়া অনাসক্তভাবে ভোগ করিতে আরম্ভ করে এবং নানাবিধ সম্পদ ও বিলাসসামগ্রী সম্পন্ন হইয়া এক অভিনব মূর্ত্তি ধারণ করে।

সারস জলচর পক্ষিবিশেষ; তাহারা সর্ব্বদাই জলাশয তীরে অবস্থান ও বিচরণাদি করিয়া থাকে। তাহারা জলাশয়তীর এতই ভালবাসে যে বর্ষাকালে জলাশয়তীর কর্দ্দমাক্ত, ভঙ্গপ্রবণ এবং নানাবিধ কণ্টকাদিযুক্ত হইয়া গেলেও তাহারা কিছুতেই জলাশয়তীর পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যায় না। জগতের যে সমস্ত

এবং বনং তদ্বর্ষিষ্ঠং পক্কখর্জ্জুরজম্বুমৎ।
গোগোপালৈর্বৃতো রন্তুং সবলঃ প্রাবিশদ্ধরিঃ॥ ২৫

ব্যক্তি অত্যন্ত বিষয়াসক্ত, তাহাদের অবস্থাও ঠিক এইরূপ। তাহারা সংসারের নানাবিধ জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও কদাপি সংসারাসক্তি হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না এবং সর্ব্বদা পুত্র বিত্ত গৃহাদির কার্য্য লইয়া ব্যস্ত থাকে। তাহাদের যেন বিষয়কার্য্যের শেষই নাই। নানাবিধ দৈহিক পীড়াদি, স্ত্রী, পুত্র পরিজনাদি সহ কলহাদি, নানাবিধ বৈষয়িক বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি শত শত অত্যাচার ভোগ করিয়াও তাহারা সংসারাসক্তিকেই মুক্তিফল অপেক্ষাও আদরণীয় মনে করিয়া থাকে এবং কদাপি তাহা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দ সেবন করিবার অবসর পায় না।

বর্ষাকালের প্রবল জলস্রোতে সেতু, বাঁধ প্রভৃতি ভগ্ন হইয়া সমস্ত ভূমিই জলময় হইয়া যায়। কলিকালের পাষণ্ডগণের কুযুক্তিরও ঠিক এইরূপই প্রভাব বিস্তার হইয়া থাকে। পাষণ্ডগণের কুযুক্তি ও কুটতর্কের প্রবলস্রোতে কলিকালে কেহই ধর্ম্মমর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। শাস্ত্রমর্য্যাদালঙ্ঘন ভয়ে যদি কেহ কলিকালে আহারাদির সংযমে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে পাষণ্ডগণ তাহাকে বলে যে "আহারের সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই, অতএব যথেচ্ছ ভোজন কর এবং মনে মনে ভগবানকে ডাক"। কেহ যদি কোন দেবালয়ে প্রণামাদি করে, তাহা হইলে পাষণ্ডগণ তাহাকে উপদেশ প্রদান করে যে,—"ভগবান সর্ব্বত্রই আছেন, অতএব দেবালয়ে প্রণাম করিলে তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন করা হয়।" কেহ যদি তিলক মালা শিখাদি ধারণ করে, তাহা হইলে পাষাণ্ডগণ তাহাকে উপদেশ দেয়, যে ও সমস্ত বাহ্য লোকদেখান কার্য্য করা ভাল নয়, মনে মনে ভগবান্‌কে ডাকিতে হয়, ইত্যাদি। কলিকালে পাষাণ্ডগণের এই সমস্ত কুযুক্তির স্রোত এতই প্রবল যে, তাহাতে শাস্ত্রীয় আচারের বাঁধ ভাঙ্গিয়া জগতের সর্ব্বত্র অনাচারের তাণ্ডবলীলা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

বর্ষাকালীন মেঘগণ বায়ুচালিত হইয়া সর্ব্বজীবকে আপ্যায়িত করিবার জন্য সর্ব্বত্র অকাতরে জলবর্ষণ করিয়া থাকে। ইহাতে প্রাতঃস্মরণীয় ধনিবর্গের কথা মনে হয়; তাঁহারাও মন্ত্রী পুরোহিত প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের উপদেশানুসারে দুর্ভিক্ষাদি পীড়িত জনগণকে পালন ও রক্ষা করিবার জন্য অকাতরে ধন দান করিয়া থাকেন। মেঘ যেমন বায়ুচালিত না হইলে বর্ষণ করে না, সেইরূপ ধনিগণও যদি সদুপদেশ না পান, তাহা হইলে কোন-প্রকার দানাদি সৎকার্য্য করিতে পারেন না। সদুপদেশের অভাবে অনেক ধনিকে অনেক প্রকার কুকার্য্যে রত হইতে দেখা যায়। তাঁহাদের তাদৃশ কুকার্য্য করিতে বহু অর্থব্যয় হয়, কিন্তু তাহাতে দরিদ্রগণের কোনই উপকার হয় না। বর্ষাকালীন মেঘ অকাতরে জলবর্ষণ করিয়া জগতের সংস্থানশীল জনবর্গকে এই ইঙ্গিত করিয়া থাকে যে—সঞ্চিত অর্থের যদি সদ্ব্যয় করিতে হয়, তাহা কোনও সৎলোকের পরামর্শে চালিত হওয়াই উচিত।

পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব বর্ষাবর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার দৃষ্টান্ত প্রয়োগচ্ছলে এইরূপ নানাপ্রকার সদুপদেশ প্রদান করিয়া অজ্ঞানান্ধ জীবগণেরপরমোপকার সাধনকরিয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত দৃষ্টান্তের প্রত্যেকটি অমূল্য। কেহ যদি শুদ্ধান্তঃকরণে নিরপেক্ষভাবে এই দৃষ্টান্তসমূহ সমালোচনা করেন, তাহা হইলে তাঁহার অনেক আঁধার কাটিয়া যাইবে, অনেক সন্দেহ দূর হইবে এবং অনায়াসে পরমার্থ পথের উদ্দেশ পাইবেন॥ ২—২৪

অন্বয়ঃ।—গোগোপালৈঃ (গোভিঃ গোপবালকৈশ্চ) বৃতঃ সবলঃ (বলদেবসহিতঃ) হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) রন্তুং (ক্রীড়িতুং) এবং (পূর্ব্ববর্ণিতং) বর্ষিষ্ঠং (সমৃদ্ধং) পক্কখর্জ্জুরজম্বুমৎ (সুপক্কখর্জ্জুরজম্বাদিফলসমন্বিতং) তৎ (প্রসিদ্ধং) বনং (শ্রীবৃন্দাবনং) প্রাবিশৎ (বিবেশ)॥ ২৫

ধেনবো মন্দগামিন্য উধোভারেণ ভূয়সা। যযুর্ভগবতাহূতা দ্রুতং প্রীত্যা স্নুতস্তনীঃ॥ ২৬
বনৌকসঃ প্রমুদিতা বনরাজীর্মধুচ্যুতঃ। জলধারা গিরের্নাদাদাসন্না দদৃশে গুহাঃ॥ ২৭
ক্বচিদ্বনস্পতিক্রোড়ে গুহায়াঞ্চাভিবর্ষতি। নির্বিশন্ ভগবান্ রেমে কন্দমূলফলাশনঃ॥ ২৮
দধ্যোদনং উপানীতং শিলায়াং সলিলান্তিকে। সম্ভোজনীয়ৈর্বুভুজে গোপৈঃ সঙ্কর্ষণান্বিতঃ॥ ২৯

**মূলানুবাদ।**—শ্রীকৃষ্ণ, বলদেবসহ ধেনুপাল ও গোপবালক পরিবৃত হইয়া ক্রীড়া করিবার জন্য পূর্ববর্ণিত পক্বখর্জ্জুর ও জম্বুফলাদি সমন্বিত সুসমৃদ্ধ শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন॥ ২৫

**অন্বয়ঃ।**—ভূয়সা (মহতা) উধোভারেণ (উধসঃ পয়কোষস্য ভাবেণ) মন্দগামিন্যঃ (মৃদুগতয়ঃ) ধেনবঃ ভগবতা (শ্রীকৃষ্ণেন) প্রীত্যা (আদরেণ) আহূতাঃ (স্ব-স্ব নামভিরাহূতাঃ) স্নুতস্তনীঃ (স্নুতপয়স্তন্য সত্যঃ) দ্রুতং (শীঘ্রং) যযুঃ (শ্রীকৃষ্ণনিকটং গতবত্যঃ)॥ ২৬

**মূলানুবাদ।**—বৃহৎ স্তনভারে মৃদুগামিনী ধেনুগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির আহ্বান শুনিয়া স্তনধারা দুগ্ধবর্ষণ করিতে করিতে সত্বর শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিতে লাগিল॥ ২৬

**শ্রীধরটীকা।**—প্রাবৃষি কৃতাং ক্রীড়াং বর্ণয়তি এবং বনমিতি সপ্তভিঃ। বর্হিষ্ঠং সমৃদ্ধম্॥ ২৫। ২৬

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—এবং বর্ষাকালং বর্ণয়িত্বা তৎফলং শ্রীভগবতঃ ক্রীড়াবিশেষং বক্ষ্যন্নাদৌ বনপ্রবেশমাহ এবমিতি, উক্তপ্রকারেণ যথা যথাহং বর্ণিতবান্ তথা বর্ণযিত্বেত্যর্থঃ। তদনুসারেণৈবাহমবর্ণয়মিতি ভাবঃ, শ্রীমুখশোভালোভেন॥ ২৫॥ ক্রীড়ামাহ ধেনব ইতি ষড়্‌ভিঃ। মন্দাগামিন্যোঽপি প্রীত্যৈব দ্রুতং যযুশ্চেত্যন্বয়ঃ, প্রীতৌ লিঙ্গং স্নুতস্তনা ইতি। স্তনীরিতি পাঠে ইতি প্রাবৃট্কালে বিশেষতো দুগ্ধাদিসম্পত্ত্যা শোভাবিশেষঃ তত্তল্লোগাদিসম্পত্তৌ অপি মিথঃ প্রেমবিশেষশ্চ ক্রীড়াপরিকরত্বেন দর্শিতঃ॥ ২৬

**অন্বয়ঃ।**—বনৌকসঃ (বনবাসিন্যঃ পুলিন্দাদ্যাঃ) মধুচ্যুতঃ (মধুক্ষরণপরাঃ) বনরাজীঃ (বনশ্রেণীঃ) গিরেঃ (পর্ব্বতস্য) জলধারাঃ (জলপ্রপাতাঃ) নাদাৎ আসন্নাঃ (নিকটবর্ত্তিনীঃ) গুহাঃ (পর্ব্বতগহ্বরাণি চ) দদৃশে (দদর্শ শ্রীকৃষ্ণ ইতি শেষঃ)॥ ২৭

**মূলানুবাদ।**—শ্রীকৃষ্ণ বনভূমিতে উপস্থিত হইয়া বনবাসিনী পুলিন্দীগণ, মধুক্ষরণশীল বৃক্ষরাজি ও পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত জলধারানিচয় এবং তাহার শব্দে অনুমিত নিকটবর্ত্তি পর্ব্বতগুহা সমূহ দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন॥ ২৭

**অন্বয়ঃ।**—ক্বচিৎ (কদাচিৎ চ) অভিবর্ষতি (জলধরে বর্ষতি সতি) কন্দমূলফলাশনঃ (কন্দমূলফলাদিভোজনপরঃ) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) বনস্পতিক্রোড়ে (মহাবৃক্ষমূলে) গুহায়াং (কদাচিৎ গিরিগুহায়াঞ্চ) নির্বিশন্ (প্রবিশন্) রেমে (গোপবালকৈরিতি শেষঃ)॥ ২৮

**মূলানুবাদ।**—কোন সময়ে যদি প্রবল বর্ষণ হয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণসহ কখনও বৃক্ষমূলে কখনও বা পর্ব্বতগুহায় প্রবেশ করেন এবং সেখানে ফলমূলাদি ভোজন ও বিবিধ ক্রীড়া বিলাসাদি করেন॥ ২৮

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—বনৌকসঃ পুলিন্দ্যাদীন্ গুহায়াং দর্শনে নাদস্য হেতুতা দূরবর্ত্তিনীনামপি তৃণাদিভিবাচ্ছন্নানামপি তাসাং প্রতিধ্বন্যুদয়েনাভিব্যক্তেঃ। দদৃশে দদর্শ॥ ২৭॥ ক্বচিৎ কস্মিংশ্চিৎ কদাচিদ্বা ভগবানপীতি। অহো অস্যা লীলয়াঃ পরমমাধুর্য্যমিতি ভাবঃ। কন্দমূলয়োর্ব্বর্ত্তুলদীর্ঘতাভ্যাং ভেদো লোকপ্রসিদ্ধঃ। তয়োঃ প্রাবৃষি কোমলত্বাদিনা উপাদেয়ত্বাৎ ফলতঃ প্রাক্নির্দ্দেশঃ॥ ২৮

**অন্বয়ঃ।**—সঙ্কর্ষণান্বিত (বলদেবসহিতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) সম্ভোজনীয়ৈঃ (সহভোজনীয়ৈঃ) গোপৈঃ (গোপ-

শাদ্বলোপরি সংবিশ্য চর্ব্বতো মীলিতেক্ষণান্। তৃপ্তান্ বৃষান্ বৎসতরান্ গাশ্চ স্বোধোভরশ্রমাঃ ॥৩০
প্রাবৃট্‌শ্রিয়ঞ্চ তাং বীক্ষ্য সর্ব্বভূতসুখাবহাম্ । ভগবান্ পূজয়াঞ্চক্রে আত্মশক্ত্যুপবৃংহিতাম্ ॥ ৩১

বালকৈঃ সহ ) সলিলান্তিকে ( জলাশয়সমীপে ) শিলায়াং ( শিলাখণ্ডোপরি উপবিশ্য ) উপানীতং ( গৃহাদানীতং ) দধ্যোদনং ( দধিসিক্তমোদনং ) বুভুজে ॥ ২৯

**মূলানুবাদ।**—শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব ও গোপবালকগণসহ জলাশয় তীরে গমন করিয়া শিলাখণ্ডে উপবেশন পূর্ব্বক গৃহ হইতে সমানীত দধ্যোদন ভোজন করেন ॥ ২৯

**অন্বয়ঃ।**—ভগবান্ ( শ্রীকৃষ্ণ ) শাদ্বলোপরি ( হরিততৃণাকীর্ণপ্রদেশে ) সংবিশ্য চর্ব্বতঃ ( রোমন্থনং কুর্ব্বতঃ ) তৃপ্তান্ ( নবতৃণভোজনেন প্রীতান্ ) মীলিতেক্ষণান্ (অর্দ্ধমুদ্রিতনয়নান্) বৃষান্ বৎসতরান্ স্বোধোভরশ্রমাঃ ( স্তনভারবহনশ্রান্তাঃ ) গাশ্চ ( ধেনুশ্চ ) সর্ব্বভূতসুখাবহাং ( সর্ব্বভূতানাং প্রীতিপ্রদাঃ ) আত্মশক্ত্যুপবৃংহিতাং ( স্বসঙ্কল্পেনৈব প্রবর্দ্ধিতাং ) তাং প্রাবৃট্‌শ্রিয়ং ( বর্ষাকালীনবনশোভাং ) চ বীক্ষ্য ( সমন্ততোঽবলোক্য ) পূজয়াঞ্চক্রে ( বহ্বমন্যত ) ॥ ৩০।৩১

**মূলানুবাদ।**—শ্রীভগবান্, হরিততৃণাকীর্ণ স্থানে অবস্থিত এবং মুদ্রিতনয়নে রোমন্থনরত বৃষ ও বৎসতরগণ, স্তনভারবহনক্লান্ত ধেনুপাল এবং সর্ব্বজীবের সুখপ্রদ ও নিজ সঙ্কল্পানুসারে পরিবর্দ্ধিত বর্ষাকালীন বনশোভা দেখিয়া পরমানন্দে তাহাদের অভিনন্দন করিতে লাগিলেন ॥ ৩০।৩১

**শ্রীধরটীকা।**—বনৌকসঃ পুলিন্দীঃ প্রমুদিতা ভগবান্ দদৃশে। তথা বনরাজীর্মধুচ্যুতো মধুস্রবা দদৃশে। গিরেঃ সকাশাজ্জলধারাশ্চ তাসাং নাদান্ আসন্না নিকটবর্ত্তিনীর্গুহাশ্চ। যদ্বা বনৌকসঃ প্রমুদিতা আসন্ তথা বনরাজীর্ব্বনরাজয়ো বনপরম্পরা মধুচ্যুত আসন্ গিরের্জ্জলধারা আসন্। তানেবম্ভূতান্ আদদৃশে সর্ব্বতো দদর্শ ভগবান্ তথা ধারণাং নাদান্ গুহাশ্চেতি ॥ ২৭—৩১

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—উপানীতং স্বগৃহজনৈর্বান্ধবজনৈর্বা সমীপং প্রাপিতম্। সম্ভোজনীয়ৈঃ সহ ভোজয়িতব্যৈঃ স্বজাতীয়ৈঃ সহ। সংবাসাদিশব্দবৎ সংশব্দোঽত্র সহার্থঃ। সম্ভুজ্যতে এভিরিতি তৈঃ তেমনৈঃ সহেতি বা। সঙ্কর্ষণ ইতি তত্র সর্ব্বমেলনাভিপ্রায়েণ ॥২৯॥ শাদ্বল ইতি যুগ্মকম্। চর্ব্বতঃ রোমন্থায়মানান্। নিরীক্ষ্যেতি পরেণান্বয়ঃ ॥৩০॥ তত্রাপি স্বলীলাযোগ্যতাপাদনার্থমাত্মশক্ত্যাহ্লাদিনীনাম্না উপবৃংহিতাম্। অতঃ পূজয়াঞ্চক্রে সাধু অমন্যত। অন্যচ্চ তত্র ক্রীড়াদিকমুক্তং শ্রীপরাশরেণ। উন্মত্তশিখিসারঙ্গে তস্মিন্ কালে মহাবনে। কৃষ্ণরামৌ মুদা যুক্তৌ গোপালৈঃ সহ চেরতুঃ। ক্বচিদ্গোভিঃ সমং রম্যং গেয়তালরতাবুভৌ। চেরতুঃ ক্বচিদিত্যর্থং শীতবৃক্ষতলাশ্রয়ে। ক্বচিৎ কদম্বস্রক্‌চিত্রৌ মায়ূরস্রগলঙ্কৃতৌ। বিচিত্রৌ ক্বচিদাসাতাং বিবিধৈর্গিরিধাতুভিঃ। পর্ণশয্যাসুসুপ্তৌচ ক্বচিন্নিদ্রান্তবৈষিণা। ক্বচিদ্গর্জ্জতি জীমূতে হাহাকাররবৈর্বিণাবিতি ॥ ৩১

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—বর্ষাগমে শ্রীবৃন্দাবনের বনভূমি নবসাজে সজ্জিত হইল ও বর্ষার নববারিসম্পাতে বৃক্ষরাজি নবপল্লবসমন্বিত হইয়া এক অতুলনীয় শোভা ধারণ করিল। গ্রীষ্মকালীন শুষ্কতা ও রুক্ষতা বনভূমি হইতে তিরোহিত হইয়া গেল এবং খর্জ্জুর জম্বু প্রভৃতি বর্ষাকালীন ফল সমূহ সুপক্ব হইয়া বনভূমির শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিল। বনভূমির এইরূপ শোভাসম্পদ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব ও গোপবালকগণকে সঙ্গে লইয়া গোচারণচ্ছলে বনে প্রবেশ করিলেন।

স্তনভারে অবনত এবং মৃদুগামিনী পয়স্বিনী গাভীগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে বনপথে চলিতে অশক্ত হইয়া যখন পশ্চাদগামিনী হইয়া পড়ে, তখন তাহাদের নাম ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেমন আহ্বান করেন, অমনি তাহারা হেলিয়া দুলিয়া দ্রুতগতিতে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয় এবং তাহাদের স্তনক্ষরিত দুগ্ধধারায় বনপথ সিক্ত হইয়া যায়।

এবং নিবসতোস্তস্মিন্ রামকেশবযোর্ব্রজে।
শরৎ সমভবদ্ব্যভ্রা স্বচ্ছাম্ব্বপরুষানিলা ॥ ৩২

শ্রীকৃষ্ণ যখন বনভূমিতে উপস্থিত হইয়া মধুর মুরলীনাদ করেন, তখন বনবাসিনী পুলিন্দরমণীগণ প্রেমানন্দে আত্মহারা হইয়া কৃষ্ণদর্শনলালসায় পথপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হয়, বনের বৃক্ষলতাদিতে নব নব কুসুমগুচ্ছ বিকাশ হইয়া তাহা হইতে মধুধারা ক্ষরিত হয় ও তাহাতে বনভূমি সিক্ত হইয়া যায়, পর্ব্বতগাত্র প্রবাহিনী নির্ঝরিণীকুল কুলু কুলু নাদ করিতে করিতে দ্রুতবেগে প্রবাহিত হয়, পর্ব্বতের গুহা হইতে হরিণ ময়ূরাদি বহির্গত হইয়া গুহাদ্বারে দণ্ডায়মান হয়, এই সমস্ত শোভা দর্শনে বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের মনে পরমানন্দের উদ্রেক হয়।

বর্ষাকালীন বনশোভা দর্শনচ্ছলে বনভূমির চারিদিকে ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখেন যে বর্ষাকালীন মেঘমালা গগনে সঞ্চারিত হইয়া অবিরলধারায় জলবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন তিনি বলদেব এবং শ্রীদামসুবলাদি গোপবালকগণকে সঙ্গে করিয়া তাড়াতাড়ি কোনও এক ঘনপল্লবসমন্বিত বট-বৃক্ষাদির তলদেশে কিংবা পর্ব্বতের সুবিস্তৃত গুহামধ্যে প্রবেশ করেন এবং সেখানে গোপবালকগণ সঙ্গে বিবিধ ক্রীড়া বিহারাদি করেন ও বিবিধ-বনজাত কন্দ-ফল-মূলাদি সংগ্রহ করিয়া বলদেব ও গোপবালকগণের সহিত পরমানন্দে ভোজন করেন। কখনও বা তাঁহারা কোনও জলাশয়তীরে উপস্থিত হইয়া শিলাখণ্ডের উপর উপবেশন করেন এবং গৃহ হইতে সমানীত দধ্যোদন প্রভৃতি সুভোজ্য লইয়া নানাবিধ হাস্যপরিহাসরঙ্গে সকলে মিলিয়া ভোজন করেন।

অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি, নিত্য নব নব লীলাবিহাররঙ্গী শ্রীকৃষ্ণের যখন যেমন লীলার সঙ্কল্প হয়, তাঁহার লীলাশক্তি তখনই সেই ভাবে তাঁহার লীলাক্ষেত্র ও লীলাপার্ষদগণকে ভাবিত করেন। তাঁহার বর্ষাবিহারের সঙ্কল্প বুঝিয়া তাঁহার লীলাশক্তি শ্রীবৃন্দাবনের বনভূমি এবং বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী ও ব্রজবাসী এবং বনবাসী নর-নারীগণকে এমনভাবে সজ্জিত ও ভাবিত করিয়াছেন যে তাহাতে শ্রীভগবানের পরিপূর্ণরূপে বর্ষাবিহারের আনন্দ উপভোগ হইতেছে। বর্ষাবারিসম্পাতে শ্রীবৃন্দাবনস্থ তৃণক্ষেত্রনিচয় উৎফুল্ল এবং নব নব হরিত তৃণোদ্গমে সুশোভিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। বৃষ, মহিষ ও বৎসতরগণ আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া সেই সমস্ত তৃণের কোমলাগ্রভাগ ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া সেই তৃণক্ষেত্রেই অবস্থিত হইয়া মুদ্রিত নয়নে রোমন্থন করিতেছে, গাভীগণ স্তনভার বহনে অশক্ত হইয়া কেহ বা শায়িত, কেহ বা দণ্ডায়মান, কেহ বা তৃণক্ষেত্রে সঞ্চরণ এবং কেহ বা কৃষ্ণের নিকটে আসিয়া তাঁহার অঙ্গলেহন করিতেছে। এই সমস্ত দেখিয়া আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীভগবান্ একেবারে আনন্দরসে মত্ত ও পুলকিত হইতেছেন। বনভূমির বর্ষাকালীন শোভা এবং গোবৃষাদির বর্ষাকালীন তৃণচারণাদি দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দে অধীর হইয়া যান এবং গোপবালক ও বলদেবকে সঙ্গে লইয়া বনে বনে বিচরণ ও বিবিধ ক্রীড়াবিহারাদি দ্বারা সর্ব্বান্তঃকরণে বর্ষাঋতুকে অনুমোদন এবং অভিনন্দন করেন ও সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করেন॥ ২৫—৩১

**অন্বয়ঃ।**—এবং (পূর্ব্বোক্তনানাবিধক্রীড়াবিহারাদিপ্রকারেণ) তস্মিন্ (ব্রজে) রামকেশবযোঃ (রাম-কৃষ্ণযোঃ) নিবসতোঃ (বাসং কুর্ব্বতোঃ সতোঃ) ব্যভ্রা (বিগতমেঘা) স্বচ্ছাম্ব্বপরুষানিলা (স্বচ্ছানি বর্ষাকালীন-মলরহিতানি অম্বুনি জলানি যস্যাং, অপরুষঃ শান্তঃ অনিলঃ বায়ুঃ যস্যাং সা চ স্বচ্ছজলত্বশান্তানিলত্বাদিগুণবিশিষ্টা) শরৎ (তন্নামক ঋতুবিশেষঃ) সমভবৎ (প্রবর্ত্তিতোঽভূৎ)॥ ৩২

**মূলানুবাদ।**—এইপ্রকারে বর্ষাকালীন বিবিধ বিহারাদিরঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব ব্রজে অবস্থান করেন. তাহার পর বর্ষান্তে যথাসময়ে শরৎঋতুর সমাগম হইল ও তাহাতে আকাশের মেঘমেলা অন্তর্হিত হইল এবং জলের আবিলতা ও বায়ুর উগ্রতা দূরীভূত হইল॥ ৩২

শরদা নীরজোৎপত্ত্যা নীরাণি প্রকৃতিং যযুঃ। ভ্রষ্টানামিব চেতাংসি পুনর্যোগনিষেবয়া॥ ৩৩

ব্যোম্নোঽভ্রং ভূতশাবল্যং ভুবঃ পঙ্কমপাং মলম্। শরজ্জহারাশ্রমিণাং কৃষ্ণে ভক্তির্যথাশুভম্॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—ভ্রষ্টানাং (যোগভ্রষ্টানাং) চেতাংসি (চিত্তানি) পুনঃ যোগনিষেবয়া (যোগাভ্যাসেন) ইব (যথা প্রকৃতিং যান্তি তথা) নীরানি (জলানি) নীরজোৎপত্ত্যা (নীরজানাং পদ্মানামুৎপত্তিঃ যত্র তয়া) শরদা (শরদাগমনেন) প্রকৃতিং (স্বভাবং স্বচ্ছতামিতি যাবৎ) যযুঃ (প্রাপুঃ)॥ ৩৩

মূলানুবাদ।—যোগভ্রষ্ট সাধকগণের বিষয়মলিনচিত্ত যেমন পুনর্ব্বার যোগাভ্যাসে রত হইলে বিশুদ্ধ হয়, সেইরূপ শরৎ সমাগমে জলাশয়ে নানাবিধ জলজকুসুমের উৎপত্তি হইল ও তাহাতে জলের বর্ষাকালীন আবিলতা দূর হইয়া জল তাহার স্বাভাবিক স্বচ্ছতা ধারণ করিল॥ ৩৩

শ্রীধরটীকা।—শরদং বর্ণয়তি এবং নিবসতোরিত্যষ্টাদশভিঃ। বিগতানি অভ্রাণি যস্যাং সা। স্বচ্ছানি অম্বুনি যস্যাং সা, অপরুষঃ শান্তোঽনিলো যস্যাং সা চ॥ ৩২॥ নীরজানামুৎপত্তির্যয়া তয়া শরদা কৃতয়া নীরজানামুৎপত্ত্যা বা॥ ৩৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—এবমুক্ত প্রাবৃট্‌ক্রীড়াবিশেষেণ তত্র ব্রজে নিতরাং পরমাশক্ত্যা বসতোরিতি। তত্র শরীক্রীড়াবিশেষসম্পত্তিহেতুরুক্তঃ। অতঃ সম্যগভবৎ॥ ৩২॥ তেষামুত্তরপক্ষে নীরজোৎপত্ত্যা সহ ইতি যোজ্যম্॥ ৩৩

অন্বয়ঃ।—কৃষ্ণে (সর্ব্বেশ্বরে শ্রীভগবতি) ভক্তিঃ (প্রেমা) যথা আশ্রমিণাং (গার্হস্থ্যাশ্রমগতানাং) অশুভং (তত্তদাশ্রমোচিতকষ্টসাধ্যমনুষ্ঠানাদিকং হরতি তথৈব) শরৎ (শরদৃতুঃ) ব্যোম্নঃ (আকাশস্য) অভ্রং (মেঘজালং) ভূতশাবল্যং (ভূতানাং মনুষ্যপশ্বাদীনাং শাবল্যং বর্ষাসু বনেষু গৃহাদিষু চ সর্ব্বত্র জলব্যাপ্তত্বাদেকত্র শুষ্কভূম্যাদৌ বাসসাঙ্কর্য্যং) ভুবঃ (ভূম্যাঃ) পঙ্কং (কর্দ্দমং) অপাং (নদীহ্রদতড়াগাদিজলানাং) মলং (মলিনতাং) জহার (দূরীচকার)॥ ৩৮

মূলানুবাদ।—কৃষ্ণভক্তিপ্রভাবে যেমন ভক্তগণের সর্ব্ববিধ অশুভ বিদূরিত হইয়া যায়, সেইরূপ শরৎ ঋতুর আগমনেও আকাশের মেঘ, বিরুদ্ধস্বভাবাপন্ন জীবগণের একত্রবাস, ভূমির কর্দ্দম এবং জলের আবিলতা দূরীভূত হইয়া গেল॥ ৩৪

শ্রীধরটীকা।—ব্যোমোঽভ্রমিতি। ব্যোমাদীনাং চতুর্ণাং চতুরো মলান্ শরৎ অহরৎ। আশ্রমিণাং চতুর্ণাং কৃষ্ণে জাতা ভক্তির্যথা অশুভমসুখং হরতি। তথাহি ব্রহ্মচারিণো 'গুর্ব্বার্থোদকাহরণাদিকষ্টং যথা ভক্তির্হরতি, তথা পূর্ণস্য তেনানুপযোগাৎ গুরুভিরপি কৃতার্থস্য তস্য নিয়োগাৎ। এবং ব্যোম্নোঽভ্রং শরজ্জহার। যথা চ গৃহিণোঽপত্যাদিসাঙ্কর্য্যং ভক্তির্হরতি বিবিক্তবাসরুচ্যুৎপত্তেঃ। তথা ভূতানাং শাবল্যং সাঙ্কর্য্যং শরজ্জহার। বর্ষাসু বৃষ্টিভিয়া সঙ্কুলা নিবসন্তি। যথা চ বনস্থস্য মলধারণক্লেশং ভক্তির্হরতি এবং ভুবঃ পঙ্কং শরৎ। যথা চ যতীনাং কামাদিবাসনামলং শ্রীকৃষ্ণভক্তির্হরতি এবমপাং মলং শরদিতি॥ ৩৪

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—যথা কৃষ্ণে যাতা ভক্তিরেকা সর্ব্বেষামেবাশ্রমিণামশুভং মহাকষ্টময়ং তত্তদ্ধর্ম্মানুষ্ঠানং হরতি। তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়ত ইত্যাদেঃ। তথা শরদপ্যেকা ব্যোমাদেরাবরকত্বাৎ কষ্টময়মভ্রাদিকং জহার। এবং কষ্টময়ত্বেনৈব সাম্যম্। ক্রমরীত্যা তত্তদ্বিশেষয়োঃ কথঞ্চিৎ সাম্যব্যাখ্যায়াম্ অপি লক্ষণাপরম্পরয়া তত্তদনুষ্ঠানসামান্য এব পর্য্যবসানাৎ। কামাদিবাসনানাং গুরুসেবাদিবদাশ্রমান্তঃপাতাভাবাত্তদ্বাসনাস্যযার্থযমনিয়মাদ্যনুষ্ঠান এব তাৎপর্য্যাৎ। কিং বহুনা যতীনামব্যক্তসক্তচিন্তাদিত্বমপি কষ্টমেব। ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ইতি শ্রীভগবদ্গীতাভ্যঃ। অন্যত্তেঃ। তত্র গুর্ব্বর্থোদকাহরণকুম্ভমিতি গুর্ব্বর্থমুদককুম্ভাহরণাসুখমিত্যর্থঃ। কামাদিবাসনামলমিতি তদ্বাসনারূপাসুখমিত্যর্থঃ। এবং সাঙ্কর্য্যমপি তজ্জনিতাসুখমিত্যর্থঃ। কিন্তু শ্রমিত্বং ন হরতীতি তদ্যদভ্রংশস্তু ন বিবক্ষিতঃ॥ ৩৪

সর্ব্বস্বং জলদা হিত্বা বিরেজুঃ শুভ্রবর্চ্চসঃ। যথা ত্যক্তৈষণাঃ শান্তা মুনয়ো মুক্তকিল্বিষাঃ ॥ ৩৫
গিরয়ো মুমুচুস্তোয়ং ক্বচিন্ন মুমুচুঃ শিবম্। যথা জ্ঞানামৃতং কালে জ্ঞানিনো দদতে ন বা ॥ ৩৬
নৈবাবিদন্ ক্ষীয়মাণং জলং গাধজলেচরাঃ। যথায়ুরন্বহং ক্ষয্যং নরা মূঢ়াঃ কুটুম্বিনঃ ॥ ৩৭
গাধবারিচরাস্তাপমবিন্দন্ শরদর্কজম্। যথা দরিদ্রঃ কৃপণঃ কুটুম্ব্যবিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ।—মুক্তকিল্বিষাঃ (নিরস্তপাপাঃ) ত্যক্তৈষণাঃ (দারধনপুত্রাদ্যাকাঙ্ক্ষারহিতাঃ) শান্তাঃ (নিষ্কামাঃ) মুনয়ঃ (শ্রীভগবন্মননপরায়ণা জনাঃ) যথা (যথৈব সর্ব্বস্বং হিত্বা শুদ্ধভাবেন বিরাজন্তে তথা) জলদাঃ (মেঘাঃ) সর্ব্বস্বং হিত্বা (বর্ষাসু সর্ব্বস্বভূতানি জলানি বৃষ্টিরূপেণ ত্যক্ত্বা) শুভ্রবর্চ্চসঃ (শুভ্রবর্ণাঃ সন্তঃ) বিরেজুঃ (আকাশ-পটে শোভিতবন্তঃ) ॥ ৩৫

মূলানুবাদ।—পুত্রবিত্তধনাদি লাভের লালসাবিহীন ও নিষ্কাম মুনিগণ যেমন সর্ব্ববিধ পাপমুক্ত হইয়া শুদ্ধচিত্তে অবস্থান করেন, সেইরূপ শরৎকালেও জলধরনিচয় তাহাদের পূর্ব্বসঞ্চিত জলরাশি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৩৫

অন্বয়ঃ।—জ্ঞানিনঃ (শ্রীভগবত্তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্নাঃ শ্রীনারদভরতপ্রহ্লাদাদয়ঃ) যথাকালে (যথাসময়ে ব্যাধ-রহূগণদৈত্যবালকাদিষু) জ্ঞানামৃতং (শ্রীভগবত্তত্ত্বোপদেশং) দদতে ন বা (অন্যত্র অপাত্রাদৌ অকালে বা নৈব দদতে, তথা শরদি) গিরয়ঃ (পর্ব্বতাঃ) ক্বচিৎ শিবং (নির্ম্মলং) তোয়ং (জলং) মুমুচুঃ (ক্বচিচ্চ ন মুমুচুঃ) ॥ ৩৬

মূলানুবাদ।—তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ যেমন যথাসময়ে অধিকারি-বিচার পূর্ব্বক কখনও তত্ত্বোপদেশ প্রদান করেন এবং কখনও করেন না, সেইরূপ শরৎকালে পর্ব্বতসমূহও কখনও বা প্রস্রবণাদিরূপে স্বচ্ছজল প্রদান করে এবং কখনও বা প্রদান করে না ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ।—কুটুম্বিনঃ (কুটুম্বভরণরতাঃ) মূঢ়াঃ (দেহদৈহিকাবেশপরাঃ) নরাঃ যথা অন্বহং (প্রতিদিনং) ক্ষয্যং (ক্ষয়শীলং) আয়ু (জীবিতকালং) [নৈবানুসন্দধতে তথা] গাধজলেচরাঃ (অল্পজলচারিণো মৎস্যাদয়ঃ) ক্ষীয়মাণং (শরদর্কতাপেন প্রত্যহং শুষ্যমাণং) জলং নৈব অবিদন্ (অনুসন্দধুঃ) ৩৭

মূলানুবাদ।—স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্ত দেহাভিমানী জীবগণ যেমন তাহাদের প্রত্যহ ক্ষীয়মাণ পরমায়ুর অনুসন্ধান রাখে না, সেইরূপ অল্পজলসঞ্চারী জলচরগণও শরৎকালে প্রত্যহ ক্ষীয়মাণ জলের অনুসন্ধান রাখিতে পারে না ॥ ৩৭

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—কিল্বিষং সংসারহেতুকর্ম্ম তত্ত্যাগাদেব ত্যক্তৈষণাঃ তস্মাদেব শান্তা অক্ষুভিতচিত্তাঃ ॥ ৩৫ ॥ গিরয় ইতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্র কৃপায়াং হেতুং পাত্রসাদগুণ্যং জ্ঞেয়ম্। গিরিপক্ষেঽপি গঙ্গাযমুনাদি-ধাতরেখাস্বেব নতু ক্ষুদ্রধাতরেখাস্বিতি ক্বচিদ্গ্রহণাৎ। মোচনবিষয়স্যৈব উভয়ত্র বিবক্ষিতত্বং নতু তদাশ্রয়স্যেতি ॥ ৩৬ ॥ গাধজলচরত্বেন জলক্ষয়জ্ঞানযোগ্যতোক্তা। তথাপি নৈবাবিদন্। দৃষ্টান্তে চ কুটুম্বিত্বেন কুটুম্বমরণাদি দর্শনাদায়ুঃক্ষয়জ্ঞানং সম্ভাবিতমেব ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ।—অবিজিতেন্দ্রিয়ঃ (ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রঃ) কুটুম্বী (দারপুত্রাদিকুটুম্বগণাসক্তঃ) কৃপণঃ (সন্তোষরহিতঃ) দরিদ্রঃ (ধনহীনো জনঃ) [যথা দেহকুটুম্বাদিভরণে সদৈব তাপং বিন্দতে তথা] গাধবারিচরাঃ (অল্পজলসঞ্চারিণো মৎস্যাদয়ঃ) শরদর্কজং (শরৎকালীনসূর্য্যপ্রভবং) তাপং (রৌদ্রতাপং) অবিন্দন্ (লেভিরে) ॥ ৩৮

মূলানুবাদ।—স্ত্রী-পুত্রাদি ভরণাসক্ত অজিতেন্দ্রিয় ও দীনচেতা দরিদ্র ব্যক্তিগণ যেমন সর্ব্বদাই নানাবিধ

শনৈঃ শনৈর্জহুঃ পঙ্কং স্থলান্যামঞ্চ বীরুধঃ। যথাহংমমতাং ধীরাঃ শরীরাদিষ্বনাত্মসু ॥ ৩৯
নিশ্চলাম্বুরভূৎ তূষ্ণীং সমুদ্রঃ শরদাগমে। আত্মন্যুপরতে সম্যঙ্‌ মুনির্ব্যুপরতাগমঃ ॥ ৪০
কেদারেভ্যস্ত্বপোঽগৃহ্ণন্ কর্ষকা দৃঢ়সেতুভিঃ। যথা প্রাণৈঃ স্রবজ্‌জ্ঞানং তন্নিরোধেন যোগিনঃ ॥ ৪১

সংসারতাপ ভোগ করিয়া থাকে, সেইরূপ অল্পজলসঞ্চারী জলচরগণও নিরন্তর শরৎকালীন সূর্য্যতাপে তপ্ত হইতে লাগিল ॥ ৩৮

**শ্রীধরটীকা।**—ত্যক্তৈষণাঃ ত্যক্তাঃ পুত্রবিত্তলোকৈষণা যৈস্তে ॥ ৩৫ ॥ গিরয় ইতি। অয়ং ভাবঃ নদ্যপাধ্যায়াঃ কর্ম্মবিস্তামিব জ্ঞানিনো জ্ঞানামৃতং সর্ব্বতো বিতরন্তি, অপিতু কৃপয়া ক্বচিদেব। এবং গিরয়ঃ শিবং নির্ম্মলং তোয়ং ক্বচিন্মুমুচুঃ ক্বচিন্ন। ন পুনঃ প্রাবৃষীব সর্ব্বত ইতি ॥ ৩৬ ॥ গাধে ক্ষুদ্রে জলে চরন্তীতি তথা তে মীনাদয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ অবিদন্ লেভিরে ॥ ৩৮

**অন্বয়ঃ।**—ধীরাঃ (আত্মানাত্মবিবেকাভ্যাসপরা জনাঃ) অনাত্মসু (আত্মব্যতিরিক্তেষু) শরীরাদিষু (দেহেন্দ্রিয়াদিষু) অহংমমতাং (অহন্তাং মমতাঞ্চ) যথা (যথা শনৈঃ শনৈঃ তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে জহতি তথা শরদাগমে) স্থলানি (ভূমিভাগাঃ) পঙ্কং (কর্দ্দমং) বীরুধঃ (লতাশ্চ) আমম্ (অপক্বতাং) শনৈঃ শনৈঃ (ক্রমশঃ) জহুঃ (তত্যজুঃ) ॥ ৩৯

**মূলানুবাদ।**—তত্ত্বজ্ঞানানুসন্ধিৎসু সাধকগণ যেমন ক্রমে ক্রমে দেহগেহাদিতে অহংমম ভাব পরিত্যাগ করেন, সেইরূপ শরৎসমাগমেও ক্রমে ক্রমে ভূভাগ তাহার পঙ্ক, এবং লতাগণ তাহাদের অপক্বতা পরিত্যাগ করিতে লাগিল ॥ ৩৯

**অন্বয়ঃ।**—আত্মনি (স্বস্মিন্) সম্যক্ উপরতে (পরিত্যক্তক্রিয়ে সতি) ব্যুপরতাগমঃ (নিবৃত্তিবেদঘোষঃ) মুনিঃ ইব শরদাগমে নিশ্চলাম্বুঃ (তরঙ্গাবর্ত্তাদীনাং নিবৃত্ত্যা স্থিরজলঃ) সমুদ্রঃ (সিন্ধুঃ) তূষ্ণীং অভূৎ (মৌনো বভূব) ॥ ৪০

**মূলানুবাদ।**—দেহ-গেহাদি সম্বন্ধীয় ক্রিয়া নিবৃত্তি হইলে যেমন মুনিগণ মৌনাবলম্বন করেন, সেইরূপ শরৎকালে জলের চাঞ্চল্য নিবৃত্তি হওয়ায় সমুদ্রও মৌনভাব অবলম্বন করিল ॥ ৪০

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—নচ তেষাং জলক্ষয়জ্ঞানেন ভয়াদিরাহিত্যাৎ সুখং, কিন্তু দুঃখং মহৎ স্যাদেবেত্যাহ গাধেতি। শরদর্কজমিতি তাপস্য তৈক্ষ্ণ্যমুক্তম্। দরিদ্রো নির্ধনস্তত্র কৃপণঃ ধনার্থোদ্যমরহিতস্তত্রাপি কুটুম্বী স্ত্রীপুত্রাদিভরণার্থবহুলধনাপেক্ষক ইত্যর্থঃ। তত্রাপ্য বিজিতেন্দ্রিয়ঃ লোভাদিপর ইত্যর্থঃ। তাপং ত্রিবিধং লভ্যতে ॥ ৩৮ ॥ মমতায়া বাহ্যবিষয়ত্বাৎ পঙ্কেনাহন্তায়াশ্চান্তরবিষয়ত্বাদামতয়া সাম্যং ॥ ৩৯ ॥ সমুদ্র ইতি পূর্ব্বোক্তসিন্ধুবৎ। সম্যগুপরতে পরিত্যক্তক্রিয়ে। আত্মনি স্বস্মিন্। অন্তঃস্থৈঃ। তত্র স এব সমুদ্র এব তূষ্ণীমভূবেত্যন্বয়ঃ। ব্যুপরতেত্যাদি দ্বয়ং মুনিবিশেষণং জ্ঞেয়ম্। যদ্বা। কামাদিভ্যো বিরতে চিত্তে যতো মুনিরাত্মারামঃ অতএব ব্যুপরতাগম. গৃহীতমৌন ইত্যর্থঃ ॥ ৪০

**অন্বয়ঃ।**—যোগিনঃ (যোগাভ্যাসপরায়ণাঃ সাধকাঃ) [যথা] প্রাণৈঃ (ক্ষুভিতৈরিন্দ্রিয়ৈঃ) স্রবৎ (বাহ্যবিষয়গ্রহণপ্রবণীভবৎ) জ্ঞানং (আত্মস্বরূপজ্ঞানং) তন্নিরোধেন (ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন আত্মস্বরূপগোচরং কুর্ব্বন্তি তথা) কর্ষকাঃ (কৃষকাশ্চ) [শরদি] দৃঢ়সেতুভিঃ (দৃঢ়তরসেতুবন্ধনদ্বারা) কেদারেভ্যঃ (শালিক্ষেত্রেভ্যঃ, তন্নির্গমনমার্গরোধেন) অপঃ (জলানি) অগৃহ্ণন্ (অরক্ষন্) ॥ ৪১

**মূলানুবাদ।**—ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়পথে চালিত জ্ঞানকে যেমন যোগিগণ ইন্দ্রিয়নিরোধ দ্বারা নিরুদ্ধ করেন

শরদর্কাংশুজাংস্তাপান্ ভূতানামুড়ুপোঽহরৎ। দেহাভিমানজং বোধো মুকুন্দো ব্রজযোষিতাম্ ॥৪২
খমশোভত নির্ম্মেঘং শরদ্বিমলতারকম্। সত্ত্বযুক্তং যথা চিত্তং শব্দব্রহ্মার্থদর্শনম্ ॥ ৪৩
অখণ্ডমণ্ডলো ব্যোম্নি ররাজোড়ুগণৈঃ শশী। যথা যদুপতিঃ কৃষ্ণো বৃষ্ণিচক্রাবৃতো ভুবি ॥ ৪৪

সেইরূপ শরৎকালে কৃষকগণও দৃঢ়তর সেতুবন্ধন দ্বারা শস্যক্ষেত্র হইতে বহির্গমনশীল জলধারাকে অবরোধ করিতে লাগিল ॥ ৪১

অন্বয়ঃ।—বোধ, (আত্মস্বরূপজ্ঞানং যথা) দেহাভিমানজং (দেহগেহাদ্যভিনিবেশজনিতং তাপং হরতি, যথা চ,) মুকুন্দঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ব্রজযোষিতাং (ব্রজরমণীনাং) [বিরহতাপঞ্চ হরতি তথা] উড়ুপঃ (চন্দ্রঃ) ভূতানাং (জীবানাং) শরদর্কাংশুজান্ (শরৎকালীনসূর্য্যকিরণসেবনজনিতান্) তাপান্ অহরৎ (জহার)॥ ৪২

মূলানুবাদ।—তত্ত্বজ্ঞান যেমন দেহাভিমানজনিত তাপ দূর করে, শ্রীকৃষ্ণ যেমন ব্রজরমণীগণের বিরহ-তাপ দূর করেন, সেইরূপ শরৎকালে পূর্ণ শশধর উদিত হইয়াও জীবগণের শরৎকালীন সূর্য্যকিরণ-সম্পাত জনিত তাপ দূর করিল॥ ৪২

শ্রীধরটীকা।—শনৈঃ শনৈরিতি। তত্র মমতামিব পঙ্কম্ অহন্তামিব আমতা-মপক্বতাং জহুরিতি॥ ৩৯॥ আত্মন্যুপরতে ত্যক্তক্রিয়ো মুনিরিব নিশ্চলাম্বুঃ স এব ব্যুপরতাগমো নিবৃত্তবেদঘোষ ইব তূষ্ণীমভূদিতি॥ ৪০॥ কেদারেভ্যো বহ্মদেতুশালিক্ষেত্রেভ্যো দৃঢ়ৈঃ সেতুভিরপোঽগৃহ্নন্, ততঃ পরং বৃষ্ট্যভাবাৎ প্রাণৈরিন্দ্রিয়ৈঃ তন্নিরোধেন ইন্দ্রিয়প্রত্যাহারেণ॥ ৪১॥ দেহাভিমানজং বোধ ইব ব্রজযোষিতাং মুকুন্দ ইব চেত্যর্থঃ॥ ৪২॥

অন্বয়ঃ।—শব্দব্রহ্মার্থদর্শনং (শব্দব্রহ্মণঃ বেদস্য অর্থানাং নিষ্কামকর্ম্মজ্ঞানভক্তিযোগাখ্যাং প্রতিপাদ্যবিষয়াণাং দর্শনং জ্ঞানং যত্র তৎ) সত্ত্বযুক্তং (সত্ত্বগুণোদয়েন কামনাবাসনাদিরহিতং) চিত্তং [যথা শোভতে তথা] শরদ্বিমলতারকং (শরদি বিমলাঃ তারকা যস্মিন্, তথাভূতং) নির্ম্মেঘং (মেঘমালিন্যরহিতং) খং (আকাশং) অশোভত (শরদি) [শুশুভে]॥ ৪৩

মূলানুবাদ।—নিষ্কাম কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিরূপ বেদার্থ-তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন চিত্ত যেমন নির্ম্মলভাবে অবস্থিত হয়, সেইরূপ শরৎকালে মেঘমুক্ত এবং বিমল তারকাবলী পরিশোভিত গগনও নির্ম্মলরূপে অবস্থান করিতে লাগিল॥ ৪৩

অন্বয়ঃ।—যদুপতিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ভুবি (পৃথিব্যাং) [প্রকটলীলাসময়ে] বৃষ্ণিচক্রাবৃতঃ (যাদবগণপরিবৃতঃ সন্) [যথা রাজতে তথা] অখণ্ডমণ্ডলঃ (অখণ্ডং পূর্ণং মণ্ডলং যস্য স ষোড়শকল ইত্যর্থঃ) শশী (চন্দ্রঃ) ব্যোম্নি (আকাশে) উড়ুগণৈঃ (তারকানিকরৈঃ পরিবৃতঃ সন্) ররাজ (রেজে)॥ ৪৪

মূলানুবাদ।—যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ যেমন যাদবগণ পরিবেষ্টিত হইয়া পৃথিবীর শোভা বর্দ্ধন করেন, সেইরূপ শরৎকালে পূর্ণ শশধরও অসংখ্য তারকাবলী পরিবেষ্টিত হইয়া আকাশের শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন॥ ৪৪

শ্রীধরটীকা।—শরদা বিমলাস্তারকা যস্মিংস্তৎ। শব্দব্রহ্মণো বেদস্যার্থান্ পূর্ব্বোত্তরমীমাংসানির্ণীতান্ দর্শয়তীতি যথা তদ্বৎ॥ ৪৩। ৪৪

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তত্রৈঃ সেতুভিঃ কেদারেভ্যঃ স্রবন্তীরপঃ দৃঢ়ৈ সেতুভিরগৃহ্নন্ অরুন্ধন্। প্রাণৈ-রিন্দ্রিয়ৈঃ ক্ষুভিতৈর্দ্বারভূতৈঃ স্বেভ্যঃ স্রবজ্জ্ঞানং যথা রুন্ধন্তীত্যর্থঃ॥ ৪১॥ শরদিতি লুপ্তোপমেয়ম্। ব্যবহারিকাণাং তাদৃশতাপহরণে উড়ুপো বিশিষ্টঃ, পারমার্থিকানাং বোধ আত্মজ্ঞানং তদেকাত্মরজ্ঞানাং ব্রজযোষিতাস্ত মুকুন্দ এবেতি তাসাং বৈশিষ্ট্যং বোধিতম্। আসাং তাপশ্চানির্ব্বচনীয়ত্বাবিবক্ষয়া প্রসিদ্ধতয়া চাস্তক্তোঽপি ক্ষণং যুগশতমিব যাসাং যেন বিনা ভবদিত্যনুসারেণ জ্ঞেয়ঃ। বক্ষ্যতে চ আশ্লিষ্য ইত্যাদৌ গোপ্যোঽপি কৃষ্ণস্তত্রচেতস ইতি॥ ৪২॥ খমিতি যস্য স্থানে চিত্তং জ্ঞেয়ম্। নির্ম্মেঘতায়াঃ সত্ত্বযুক্তত্বং তেন মেঘস্থানীয়রজস্তমোনিষেধাৎ।

আশ্লিষ্য সমশীতোষ্ণং প্রসূনবনমারুতম্। জনাস্তাপং জহুর্গোপ্যো ন কৃষ্ণহৃতচেতসঃ॥ ৪৫
গাবো মৃগাঃ খগা নার্য্যঃ পুষ্পিণ্যঃ শরদাভবন্। অন্বীয়মানাঃ স্ববৃষৈঃ ফলৈরীশক্রিয়া ইব॥ ৪৬
উদহৃষ্যন্ বারিজানি সূর্য্যোত্থানে কুমুদ্বিনা। রাজ্ঞা তু নির্ভয়া লোকা যথা দস্যূন্ বিনা নৃপ॥ ৪৭

শরদঃ শব্দব্রহ্ম। তারকাণাং তদর্থাঃ তারকাশব্দেন চ চন্দ্র এব মুখ্যত্বেন গৃহ্যতে। তদীশত্বাৎ। তদুক্তম্। নক্ষত্রেন ক্ষপাকর ইত্যাদেঃ। তত্র চন্দ্রস্য ভগবত্ত্বম্ অন্যেষাং স্বস্বৈশ্বর্য্য ইতি॥ ৪৩॥ তথৈবাহ অথগুতি। চন্দ্রস্য পূর্ণিমাপেক্ষয়া শ্রীকৃষ্ণস্য চ স্বয়ং ভগবত্তাপ্রাকট্যাপেক্ষয়া। তত্র যদ্যপি বর্ষাস্বপি শশিনস্তাদৃশস্য সোডুগণস্য স্বতো রাজমানত্বমস্ত্যেব, কিন্তু ঘনাচ্ছন্নতয়া ন দৃশ্যতে, শরদি তু তদভাবাৎ দৃশ্যতে, তথা যদুপতেরপ্যপ্রাকট্যদময়ানুসারেণ যোজ্যম্। যদুপতিরিত্যধিকোক্ত্যা যদুভিঃ সহ তস্য নিত্যসম্বন্ধো জ্ঞাপ্যতে। বৃষ্ণিশব্দনির্দ্দেশোঽত্র যদ্বপু তেষাং প্রাধান্যাপেক্ষয়া॥ ৪৪

অন্বয়ঃ—জনাঃ (ব্রজবাসিনঃ) সমশীতোষ্ণং (সমঃ অন্যূনাধিকঃ শীতশ্চ উষ্ণশ্চ যস্মিন্ তৎ) প্রসূনবনমারুতং (প্রকৃষ্টানি প্রসূনানি কুসুমানি যত্র তস্য বনস্য মারুতং মন্দসমীরণম্) আশ্লিষ্য (দেহৈঃ স্পৃষ্ট্বা) তাপং (শরদর্কসন্তাপজনিতং তাপং) জহুঃ (মুমুচুঃ,) [কিন্তু তেন] কৃষ্ণচেতসঃ (কৃষ্ণমিলনোৎকণ্ঠাবত্যঃ) গোপ্যঃ (ব্রজরমণ্যঃ) ন (নৈব তাপং জহুঃ)॥ ৪৫ -

মূলানুবাদ।—শরৎকালে নাতিশীতোষ্ণ এবং বিবিধ কুসুমগন্ধবাসিত মৃদুপবনস্পর্শে ব্রজবাসিগণের অঙ্গতাপ দূর হইল বটে, কিন্তু তাহাতে ব্রজবাসিনী গোপরমণীগণের কৃষ্ণবিরহজনিত অন্তস্তাপ দূর হইল না॥ ৪৫

শ্রীধরটীকা।—সমোঽন্যূনাধিকঃ শীতশ্চোষ্ণশ্চ তম্। ন তু গোপ্যঃ। কৃষ্ণহৃতচেতস্ত্বেন তাসাং সন্তাপো দুঃসহ ইতি। যদ্বা নকার উপমার্থঃ। তদা কৃষ্ণহৃতচেতস ইতি চেতসা কৃষ্ণমাশ্লিষ্য যথেত্যর্থঃ॥ ৪৫

অন্বয়ঃ।—ঈশক্রিয়াঃ (ঈশ্বরারাধনার্থাঃ ক্রিয়াঃ) ফলৈঃ ইব (যথা প্রেমাদিলক্ষণৈঃ ফলৈঃ সমস্তভোগগর্ভা ভবন্তি তথৈব) স্ববৃষৈঃ (স্বস্বজাতীয়পুরুষৈঃ) অন্বীয়মানাঃ (অনিচ্ছন্ত্যোঽপি বলাদনুগম্যমানাঃ) নার্য্যঃ (স্ত্রীজাতীয়াঃ) গাবঃ মৃগাঃ খগাঃ চ শরদা (নিমিত্তভূতয়া শরদা তস্মিন্ কালে তৎসহযোগেনেত্যর্থঃ) পুষ্পিণ্যঃ (গর্ভিণ্য) অভবন্ (বভূবুঃ)॥ ৪৬

মূলানুবাদ।—ঈশ্বরারাধনাতৎপর ব্যক্তিগণ যেমন অনিচ্ছা সত্ত্বেও নানাবিধ ভোগসম্পদ লাভ করেন, সেইরূপ শরৎকালে গাভী, মৃগী ও পক্ষিণীগণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্ব স্ব জাতীয় পুরুষ-প্রেরণায় গর্ভ ধারণ করিল॥ ৪৬

শ্রীধরটীকা।—পুষ্পিণ্যো গর্ভিণ্যঃ। অন্বীয়মানাঃ স্ববৃষৈঃ স্বপতিভিরনিচ্ছন্ত্যোঽপি বলাদনুগম্যমানাঃ। ঈশ্বরারাধনার্থাঃ ক্রিয়া বলাৎ ফলৈরনুগম্যমানাঃ সমস্তভোগগর্ভা যথেতি॥ ৪৬

অন্বয়ঃ।—নৃপ (হে মহারাজ।) দস্যূন্ (চৌরাদীন্) বিনা লোকাঃ (সর্ব্বেঽপি জনাঃ যথা) রাজ্ঞা নির্ভয়াঃ আসন্ (তথৈব) সূর্য্যোত্থানে (সূর্য্যোদয়ে) কুমুৎ বিনা (কুমুদাখ্যরাত্রিজপুষ্পেণ বিনা) বারিজানি (কমলানি) উদহৃষ্যন্ (বিকাশেন প্রফুল্লানি অভবন্)॥ ৪৭

মূলানুবাদ।—হে মহারাজ। নরপতির আগমনে দস্যুগণ স্তিমিত হইলে যেমন প্রজাগণ নির্ভয় ও হৃষ্ট হয়, সেইরূপ দিনপতির আগমনে কুমুদকুসুম স্তিমিত হইলে কমলকুল উৎফুল্ল হইতে লাগিল॥ ৪৭

শ্রীধরটীকা।—কুমুৎ কুমুদম্। কুৎসিতা মুদযস্যেতি দস্যুসাম্যম্॥ ৪৭

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—নতু গোপ্য ইতি বিশেষোক্তিস্তত্র হেতুমাহ কৃষ্ণেতি। ততস্তেনোদ্দীপনাৎ। প্রত্যুতাধিকং তাপং প্রাপুরিত্যর্থঃ। হৃধাতুপ্রয়োগস্তমেব স্পষ্টীকৃতবান্। যোগিনাং মনসি প্রবিশ্য সম্পদে কল্পিতুম্ আসাস্ত মনো হৃত্বা বিপদে কল্পিতুং যুক্ত এবেতি ভাবঃ। মুকুন্দো ব্রজযোষিতামিতি তাসামুক্তাবস্থা

পুরগ্রামেষ্বাগ্রয়ণৈরৈন্দ্রিয়ৈশ্চ মহোৎসবৈঃ। বভৌ ভূঃ পক্বশস্যাঢ্যা কলাভ্যাং নিতরাং হরেঃ ॥৪৮
বণিঙ্মুনিনৃপস্নাতা নির্গম্যার্থান্ প্রপেদিরে। বর্ষরুদ্ধা যথা সিদ্ধাঃ স্বপিণ্ডান্ কাল আগতে ॥৪৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে শরদ্বর্ণনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

দৃষ্টা স্থিতা। অনেন তু পূর্ব্বাবস্থেতি॥ ৪৫ ॥ মৃগাঃ খগা ইত্যার্ষম্। মৃগাঃ খগ্যাঃ। অন্যৈঃ পুষ্পং ঋতুকারী ধাতুবিশেষস্তদ্বত্যঃ সত্যঃ স্বরুচিঃ প্রসববিশেষসম্পাদকস্বপুংভিঃ প্রার্থনাং বিনাপ্যাবীয়মানা বভূবুঃ। ফলৈঃ ফলবিশেষসম্পাদকৈরপূর্ব্বকৈরপূর্ব্বৈঃ ॥ ৪৬ ॥ বারিজশব্দেনাত্র বার্য্যুদ্ভবপুষ্পমাত্রং গৃহ্যতে নতু কমলমেব। কুমুদনিষেধানুপপত্তের্লৌকিশব্দবৎ সামান্যমেব গ্রাহ্যমিতি। কুমুদানাং রাত্রিবিকাশিত্বাদস্যসামাম্। রাজ্ঞা তস্যোত্থানে সিংহাসনপ্রথমারোহে উদ্যমে বা লুপ্তোপমেয়ম্। যথা দস্যূনিতি বা পাঠঃ, নৃপেতি দৃষ্টান্তসূচনা ॥ ৪৭

অন্বয়ঃ।—পুরগ্রামেষু (শ্রীনন্দীশ্বরাদিপুরেষু তন্নিকটস্থগোপাবাসগ্রামেষু চ) আগ্রয়ণৈঃ (নবান্নপ্রাশনার্থৈঃ বৈদিকৈঃ কার্য্যৈঃ) ঐন্দ্রিয়ৈঃ (ইন্দ্রিয়ার্থৈর্লৌকিকৈশ্চ) মহোৎসবৈঃ আভ্যাং (শ্রীকৃষ্ণরামাভ্যাং) পক্বশস্যাঢ্যা (পক্বশস্যসম্পন্না) হরেঃ (শ্রীভগবতঃ) কলা (শক্তিরূপা) ভূঃ (ব্রজভূমিঃ) নিতরাং (অতিশয়েন) বভৌ (শোভিতবতী) ॥ ৪৮

**মূলানুবাদ।**—শরৎকালে সমস্ত গ্রামনগরাদি নবান্নাগম নিমিত্ত মহোৎসবে এবং নানাবিধ দেশাচার প্রচলিত মহোৎসবে পরিপূর্ণ হইল। শ্রীভগবানের শক্তিরূপা পৃথিবী সুপক্ব শস্যসম্পদে এবং শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের বিবিধ ক্রীড়াবিহারাদিতে পরম শোভা ধারণ করিল ॥ ৪৮

**শ্রীধরটীকা।**—আগ্রয়ণৈর্নবান্নপ্রাশনার্থৈর্বৈদিকৈঃ, ঐন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থৈর্লৌকিকৈশ্চ মহোৎসবৈঃ। কলাভ্যাং রামকৃষ্ণাভ্যাং দর্শনাদিমহোৎসবাভ্যাম্ ॥ ৪৮

অন্বয়ঃ।—সিদ্ধাঃ (ভক্তিযোগাদিসিদ্ধা জনাঃ) কালে আগতে (প্রারব্ধক্ষয়ে) যথা স্বপিণ্ডান্ (স্বস্বসেবাধিকারানুসারেণ প্রাপ্তব্যান্ পার্ষদাদিদেহান্) লভন্তে (প্রাপ্নুবন্তি তথৈব) বর্ষরুদ্ধাঃ (বর্ষেণ বৃষ্ট্যা রুদ্ধাঃ স্বস্থানেষু অবরুদ্ধাঃ) বণিঙ্মুনিনৃপস্নাতাঃ (বণিজো যতয়ঃ রাজানঃ স্নাতকাশ্চ) নির্গম্য (স্বস্বস্থানাৎ নির্গত্য) অর্থান্ (বাণিজ্যস্বাচ্ছন্দ্যাদিদিগ্বিজয়বিদ্যাদীন্) প্রপেদিরে (প্রাপন্ত) ॥ ৪৯

ইতি শ্রীধাম শান্তিপুর-পুরন্দর প্রভুবর শ্রীসীতানাথবংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতে
শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে দশমস্কন্ধস্য বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০

**মূলানুবাদ।**—ভক্তিযোগাদি সাধনসিদ্ধ ব্যক্তিগণ যেমন প্রারব্ধক্ষয়ে যথাকালে পার্ষদ দেহাদি লাভ করেন, সেইরূপ বর্ষাকালে নিজ নিজ স্থানে আবদ্ধ বণিক্, মুনি, নৃপতি ও স্নাতকগণ শরৎকালে নিজ নিজ স্থান হইতে নির্গত হইয়া বাণিজ্য, স্বাচ্ছন্দ্য, দিগ্বিজয় ও বিদ্যা প্রভৃতি লাভ করিল ॥ ৪৯

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব
শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতমূলানুবাদে দশমস্কন্ধস্য বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০

**শ্রীধরটীকা।**—বাণিজো যতয়ো নৃপাঃ স্নাতকাশ্চ দৃষ্টাদৃষ্টাভ্যাং বর্ষরুদ্ধাঃ সন্তো নির্গম্যার্থান্ বাণিজ্যস্বাচ্ছন্দ্যদিগ্বিজয়বিদ্যাদীন্ প্রপেদিরে প্রাপন্ত। যথা মন্ত্রযোগাদিসিদ্ধাঃ আয়ুষা রুদ্ধাঃ কালে আগতে স্বপিণ্ডান্ যোগাদিপ্রাপ্যান্ দেবাদিদেহানিতি ॥ ৪৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ।

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—পুরেষু শ্রীমথুরাদিষু গ্রামেষিব গ্রামেষু শ্রীনন্দাবাসাদিষু আগ্রহণৈরিতি "নাগ্রং নৈব নন্দায়াং নচ সুপ্তে জনার্দ্দনে। ন কৃষ্ণপক্ষে ধবলি তুলায়াং নৈব কারয়েৎ॥" ইতি স্মৃত্যাদেশ বৃশ্চিকে প্রবোধনানন্তরমেব ইদং জ্ঞেয়ং, শরদন্তরত্বাত্, সারদ্ধবহারঃ ঐন্দ্রিয়ৈশ্চ মহোৎসবৈরিতি ইন্দ্রমিন্দ্রিয়কামস্তু ইত্যুক্তন্যাং ইন্দ্রপূজামহৈরিত্যর্থঃ। কার্ত্তিকমধ্যে হি তৎপূজা ব্রজাদৌ পূর্ব্বমাসীৎ। তাং খণ্ডয়িত্বৈব শ্রীভগবতা গোবর্দ্ধনপূজা প্রবর্ত্তিতেতি। ইন্দ্রপূজাগ্রস্তা লোকপরম্পরাপ্রাপ্তমস্ত শ্রীব্রজরাজেন সংজ্ঞতে। কীদৃশী ভূহরেঃ কলা শক্তিঃ। আভ্যাং রামকৃষ্ণাভ্যাম্ ॥৪৮॥ বর্ষশব্দঃ কালস্যাপি বাচীতি আবৃত্তিতি ব্যাখ্যা। ততশ্চ জীবনার্থপদিমিত্তৈর্বৎস-বৈকল্য ইত্যর্থঃ। সাত্বকানাম্যর্থাস্তীর্থাটনাদিরূপাঃ সিদ্ধাঃ ভক্ত্যাদিসিদ্ধাঃ, স্বপিণ্ডান্ প্রাপ্তব্যপার্ষদদেহান্॥ ৪৯

॥ * ॥ ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাং দশমটিপ্পণ্যাং বিংশঃ ॥ ২০ ॥

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—শ্রীবৃন্দাবনবিহারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার লীলার সহায় শ্রীবলদেব এবং শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকবৃন্দ পরমানন্দে শ্রীবৃন্দাবনের বনভূমিতে গোচারণচ্ছলে নানাবিধ ক্রীড়াবিহার রসাস্বাদন করিতেছেন। তাঁহাদিগকে নানাবিধ বর্ষাবিহার রসাস্বাদন করাইয়া বর্ষা ঋতু শ্রীবৃন্দাবন হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। বর্ষার আবিলতা দূর করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অভিনব ভাবে ক্রীড়ারসাস্বাদন করাইবার জন্য শ্রীবৃন্দাবনে শরৎ ঋতুর সমাগম হইল। শরৎ ঋতু আগমন করিয়াই বর্ষার গগনব্যাপিনী মেঘমালাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া গগন হইতে সরাইয়া দিল নদী, হ্রদ তড়াগাদির জল হইতে বর্ষাকালীন আবিলতা দূর করিয়া তাহাদিগকে কাচখণ্ডরূপে পরিণত করিল এবং বর্ষাসময়ের উগ্রতা শান্তি করিয়া তাহাকে নিজাধীন করিয়া লইল ও স্বেচ্ছাচরণ মৃদুগতিতে সঞ্চারিত করিল। বর্ষা ঋতুর সেবায় বৃন্দাবনের প্রকৃতির যাহা বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল, শরৎ ঋতু আসিয়া তাহা সংশোধন করিয়া লইয়া নিজের মনের মত ভাবে কৃষ্ণের সেবা করিবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল।

শ্রীবৃন্দাবনের শারদীয় পরিবর্ত্তন বড়ই মনোরম, পরমহংস শিরোমণি শ্রীশুকদেব নানাবিধ দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিয়া তাহা এমন ভাবেই আস্বাদন করিয়াছেন এবং জীবের বোধগম্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, তাহার আর তুলনা নাই। প্রতি-শ্লোকের প্রতি-দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া যাঁহারা শ্রীশুকদেব প্রদর্শিত জাগতিক ভাব ও আধ্যাত্ম পরিচয় গ্রহণ করিতে পারিবেন, তাঁহাদের যে নানাবিধ ভ্রমান্ধকার কাটিয়া যাইবে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

বর্ষাকালে সর্ব্ববিধ জলাশয়ই পঙ্কলুষিত অবস্থায় পরিণত হয়। বর্ষাকালের জলাশয় দেখিলে জলের যে স্বচ্ছতা গুণ আছে তাহা কাহারও ধারণায় আসে না। বর্ষাকালীন জলাশয়ে কমলকহ্লারাদি জলজ কুসুমের চিহ্নও থাকেনা, বর্ষাকালীন জলপ্রবাহের উচ্ছৃঙ্খলগতিতে তাহা কোথায় যে ভাসিয়া যায় তাহা কেহই নির্ণয় করিতে পারে না। বর্ষাকালীন জলাশয় একেবারে কমলসম্পদশূন্য এবং আবিলতা পূর্ণ হইয়া যেন একেবারে নগণ্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়ে। তখনকার জলের স্বাভাবিক বেগ এবং আবর্ত্তগাম্ভীর্য্য প্রভৃতি সকলের পক্ষে অসহনীয় হইয়া পড়ে। এক কথায় বর্ষাকালীন জলাশয় যেন সর্ব্ববিধ নীচাশয়তার রঙ্গক্ষেত্র হইয়া উঠে এবং জগৎকে দেখাইয়া দেয় যে, অকস্মাৎ অতিশয় সমৃদ্ধিলাভ হইলে কি প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা, আবিলতা ও লোকবাহুল্য আসিয়া পড়ে। শরৎসমাগমে জলের এই সমস্ত দোষ তিরোহিত হয় এবং কমলকহ্লারাদি জলজকুসুমবিকাশে তাহার শোভা সম্পাদন হয় ও স্বাভাবিক স্বচ্ছতা লাভ করিয়া আবার সে সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া উঠে। সাধনভ্রষ্ট সাধকগণ পুনরায় সাধনানুষ্ঠান করিলে যেমন তাহাদের পূর্ব্বদোষ বিনষ্ট হইয়া আবার তাহারা চিত্তের প্রসন্নতা ও যথোচিত সাধনসম্পদ লাভ করে, শরৎকালীন জলাশয়ের অবস্থাও ঠিক সেইরূপই

হইয়া থাকে। সাধনানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া সাধক যতই অগ্রসর হয়, ততই তাহার চিত্তের মলিনতা দূর হয় ও জাগতিক সুখদুঃখাদির পীড়ন হইতে ততই নিষ্কৃতি লাভ করিতে থাকে। নানাবিধ দুঃখদৈন্যাদিময় জগতে সাধনানুষ্ঠানই একমাত্র নিশ্চিন্ত ও সুখময় জীবন যাপন করার প্রকৃষ্ট উপায়। সাধনহীন ব্যক্তি কখনও নানাবিধ বিষয়-বিক্ষেপে চিত্তের স্থিরতা লাভ করিতে পারে না। কিছুদিন সাধনানুষ্ঠান করিলে সকলেই তাহার সুখময় ফল প্রত্যক্ষ করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন। সাধনানুষ্ঠানে রত হইলে যে পরিমাণ চিত্তের প্রসন্নতা লাভ হয়, সাধনভ্রষ্ট হইলে আবার তাহা তিরোহিত হইয়া নানাবিধ দুঃখদৈন্যাদি আসিয়া চিত্তকে আক্রমণ করে ও বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয়। তখন যদি কোনপ্রকার জাগতিক অসুবিধার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া সাধনানুষ্ঠানে রত হওয়া যায়, তাহা হইলে চিত্ত আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় ও তাহাতে নানাবিধ নিশ্চিন্ত সুখসম্পদের সঙ্গে সঙ্গে সাধনলব্ধ ভগবদনুভূতি ফুটিয়া উঠে। বর্ষাকালের জলাশয়ও সাধনভ্রষ্ট সাধকের ন্যায় নানাবিধ আবিলতায় পরিপূর্ণ হইয়া যায় ও শরদাগমে আবার সাধনানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ভ্রষ্টসাধকের ন্যায় ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হয়।

বর্ষাকালে আকাশ সর্ব্বদাই মেঘাচ্ছন্ন থাকে, বনভূমি বন্যার জলে ডুবিয়া যায় বলিয়া বিভিন্ন জাতীয় বন্য পশুগণ একই স্থানে বাস করে, ভূমি কর্দ্দমাক্ত হয় এবং জল আবিলতাপূর্ণ হয়। কিন্তু শরৎ সমাগমে আকাশ নির্ম্মল হয়, বিভিন্ন জাতীয় পশুগণের আর একত্র বাস করিতে হয় না, ভূমির কর্দ্দম শুষ্ক হইয়া যায় এবং জলের আবিলতা দূর হইয়া তাহার স্বাভাবিক স্বচ্ছতা প্রকাশ হয়। শরৎ ঋতু যেমন আকাশের মেঘ, বিভিন্ন জাতীয় জীবের একত্র বাস, ভূমির পঙ্ক এবং জলের আবিলতা এই চারি প্রকার দোষ দূর করে, সেইরূপ কৃষ্ণভক্তিও ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি আশ্রমের চতুর্ব্বিধ আশ্রমধর্ম্ম পালনকষ্ট দূর করে। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে গুরুগৃহে বাস এবং সমিৎ কুশাদি আহরণ, জল কলসাদি বহন প্রভৃতি ক্লেশকর ধর্ম্ম পালন করিতে হয়, গার্হস্থ্যাশ্রমে স্ত্রী পুত্র মিত্র পরিজন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকৃতি ব্যক্তির সহিত একত্র বাস ও তাহাদের পালন পোষণাদি ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, বানপ্রস্থাশ্রমে নখলোমাদি ধারণ, বনে বাস, দন্তমলাদি ধারণ প্রভৃতি ক্লেশকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয় এবং সন্ন্যাসাশ্রমেও ভোগবাসনা থাকা সত্ত্বেও আশ্রমনিয়মানুসারে বিবিধ ভোগ ত্যাগ করিতে হয়। সন্ন্যাসিগণের কোনপ্রকার যানে আরোহণ, স্ত্রীসম্ভাষণ, গৃহস্থগৃহে গোদোহন কাল অপেক্ষা অধিককাল স্থিতি, ভোজনের জন্য পাকাদি করা, নগরে বাস প্রভৃতি একান্ত নিষিদ্ধ। কামনা বাসনার তাড়নায় এই সমস্ত কার্য্য করিতে ইচ্ছা হইলেও তাহাদের যে কোনও প্রকারে এই সমস্ত দমন করিতে হয়, ও সেজন্য বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি যে কোনও আশ্রমস্থ ব্যক্তির যদি কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় এবং তাঁহারা যদি কৃষ্ণভক্তি যাজনে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে আর তাঁহাদের কোনপ্রকার আশ্রমধর্ম্ম পালনের কর্ত্তব্যতা থাকে না।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা যাবচ্ছ্রদ্ধা ন জায়তে॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—যতদিন পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ বিষয়ভোগে অনাসক্তি না হয় এবং আমার কথা শ্রবণাদিরূপ ভক্ত্যঙ্গে দৃঢ় বিশ্বাস না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমাচারোচিত সর্ব্ববিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে।

শ্রীভগবানের এইরূপ আদেশবচনে স্পষ্টই জানা যায় যে তাঁহার চরণে ভক্তিলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ কর্ম্মানুষ্ঠানের ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়। তাঁহার কৃপায় তাঁহার চরণে ভক্তিলাভ হইলে ভক্তিই সর্ব্ববিধ ক্লেশসাধ্য বর্ণাশ্রমাচারাদির অবসান করিয়া দেন। শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্তগণ কৃষ্ণসেবা ছাড়িয়া কখনই লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম কিংবা দেহধর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে রত থাকিতে পারেন না। তাঁহারা সর্ব্বধর্ম্ম এবং সর্ব্বকর্ম্ম

পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ সেবনই জীবনের সারসর্ব্বস্বরূপে অবলম্বন করিয়া থাকেন এবং নিরন্তর তাঁহারই ধ্যানে তাঁহারই জ্ঞানে কালাতিপাত করিয়া থাকেন। সুতরাং এতাদৃশ নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণের আর কোনপ্রকার কর্ম্মানুষ্ঠানেরই প্রয়োজনীয়তা থাকে না। যতদিন পর্য্যন্ত এইরূপ কৃষ্ণসেবার বাসনা না উদিত হয়, ততদিন চিত্তশুদ্ধির জন্য সর্ব্ববিধ কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা থাকে। একান্তভাবে শ্রীগোবিন্দচরণাশ্রয় করিলে কর্ম্মত্যাগজনিত দোষে লিপ্ত হইতে হয় না।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ (গীতা)

এই গীতাবাক্যেও জানা যায় যে,—শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"হে অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্ববিধ বর্ণধর্ম্ম এবং আশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে ধর্ম্মকর্ম্মাদি ত্যাগজনিত সর্ব্ববিধ পাপ হইতে উদ্ধার করিব।"

শ্রীকৃষ্ণচরণে ঐকান্তিকী ভক্তি লাভ করিতে পারিলে যেমন ভক্তিই ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি চারি আশ্রমীয় আশ্রমধর্ম্ম পালনের ক্লেশ দূর করেন, সেইরূপ শরৎসমাগমেও আকাশ, বিভিন্ন জাতীয় জীবগণ, ভূমি এবং জলের মেঘ, একত্রবাস, পঙ্ক ও আবিলতা এই চারি প্রকার দোষ নিবারণ করে।

মেঘে যত জল সঞ্চিত থাকে, তাহা সমস্তই বর্ষাকালে জগতে বর্ষণ করিয়া শরৎকালের মেঘ শুভ্রকান্তি ধারণ করিয়া গগনে অবস্থান করে—দেখিলে মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণভজনপ্রভাবে চিত্তশুদ্ধি লাভ হইলে ভক্তগণ পুত্রবিত্তাদির আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্ববিধ কামনা বাসনা মুক্ত হইয়া যেমন শুদ্ধচিত্তে অবস্থান করেন, শরতের মেঘও সেইরূপ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া স্বচ্ছরূপে অবস্থান করিয়া থাকে।

শ্রীভগবত্তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সকল সময়ে জ্ঞানামৃত দান করেন না, তাঁহারা যোগ্যপাত্র পাইলে যথাসময়ে তাঁহাদের উপদেশামৃত বর্ষণ করিয়া থাকেন। দেবর্ষি নারদ, জড়ভরত, প্রহ্লাদ প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন মহাপুরুষগণের কথা পুরাণাদিতে যাহা দেখা যায়, তাহাতে জানা যায় যে তাঁহারা ব্যাধ, রহূগণ এবং দৈত্য বালকগণকে যথাসময়ে তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কখনও বিজ্ঞাপন দ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র জ্ঞানোপদেশ ছড়াইয়া বেড়ান না। এইজন্য শ্রীভগবান্ গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

হে অর্জ্জুন! প্রণত হইয়া যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন করিয়া এবং যথাযোগ্য সেবা করিয়া জ্ঞানিগণের নিকট তত্ত্বোপদেশ গ্রহণ করিবে।

তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণের দৃষ্টিতে কোন প্রকার ভেদাভেদ না থাকিলেও তাঁহাদের স্বভাব বশতঃই তাঁহাদের তত্ত্বোপদেশামৃত সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিতরিত হয় না যোগ্যপাত্র এবং যথাযোগ্যকালে তাহা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রকাশিত হয়। শরৎকালে ভূধরবর্গের অবস্থাও ঠিক এইরূপ হইয়া থাকে। বর্ষাকালে পর্ব্বত হইতে নিরন্তর জলপ্রবাহ পতিত হয়, কিন্তু শরৎকালে তাহার আর এ উদারতা থাকে না, তখন কেবল সময়ে সময়ে পর্ব্বত হইতে স্বচ্ছজলধারা পতিত হইতে দেখা যায়। বর্ষাকালে আবর্জ্জনা ও আবিলতাপূর্ণ জলধারা নিরন্তরই পর্ব্বত হইতে নিম্ন দিকে পতিত হইয়া থাকে, কিন্তু শরৎকালে নিরন্তর জলধারা পতিত না হইলেও যখন পতিত হয়, তখন সে জলে কোন প্রকার আবিলতা কিংবা আবর্জ্জনা দেখা যায় না। জগতে অনেক অজ্ঞানান্ধ জীব জ্ঞানীর সাজে সাজিয়া জ্ঞানলিপ্সু ব্যক্তিগণকে নানা কুহকে ভুলাইয়া বর্ষাকালীন পর্ব্বতের মত নিরন্তর উপদেশামৃতধারা বর্ষণ করিয়া থাকেন, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে তাহাতে অনেক আবর্জ্জনা ও আবিলতা পাওয়া যায়। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন মহাপুরুষগণ নিরন্তর উপদেশামৃতের ছড়াছড়ি না করিলেও তাঁহাদের নিকট হইতে কদাচিৎ

যে কিছু উপদেশ পাওয়া যায়, তাহা প্রকৃতই অমৃত এবং তাহা সেবনে নিশ্চয়ই সংসার-বিষে জর্জ্জরিত জীবগণ চিরশান্তির উদ্দেশ পাইয়া থাকে। শ্রীকপিলদেব তাঁহার জননী দেবহূতিকে বলিয়াছেন—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

ভক্তচূড়ামণিগণের সঙ্গ বশতঃ আমারই নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি কথা শ্রবণ হইয়া থাকে এবং সেই কথায় আমার মাহাত্ম্যস্ফূর্ত্তি হয় ও মনের আনন্দ বর্দ্ধন হয়। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক সেই কথারস সেবন করে, তাহাদের ক্রমশঃ শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

এতাদৃশ ভক্তচূড়ামণিগণের সঙ্গ সর্ব্বদা লাভ হওয়া সম্ভবপর নহে এবং তাঁহারা কখনও অযোগ্যপাত্রে এবং অকালে কোন প্রকার তত্ত্বোপদেশ দান করেন না।

কোনও ভাগ্যে কোনও জীবের সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়। তবে সেই জীব সাধু সঙ্গ করয়॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়য়॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, বিষয় বৈভবাদিতে পরমাসক্ত জীবগণ মনের সুখে বিষয়ভোগরঙ্গে দিনের পর দিন অতিবাহিত করে, কিন্তু তাহারা কখনও মনেও করে না যে, তাহাদের প্রতিদিনই একদিন করিয়া পরমায়ু ক্ষয় হইতেছে। যে দিন চলিয়া যাইতেছে, সে দিন আর কোন দিনই ফিরিয়া আসিবে না। বিশেষতঃ দিনও সকলেরই পরিমিত এবং কাহারও চিরদিন একভাবে যাইবে না। কাজেই দিন থাকিতে দীনবন্ধু হরির চরণে শরণ গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। দিনের গতি না বুঝিয়া প্রত্যহ কত শত শত জীব তাহাদের গোনাগাঁথা দিনের অপব্যবহার করিতেছে এবং শেষের দিনে দীনহীনের মত দিনকর-নন্দনের আতিথ্য গ্রহণ করিতেছে। শরৎ-কালীন জলাশয়ের অগাধ জলসঞ্চারী মীনগণের গতিও ঠিক এই প্রকার; তাহারাও মনের আনন্দে নিজ নিজ পরিজনসহ অগাধজলে বিচরণ করে, কিন্তু হায়। তাহারা জানে না যে, নিরন্তর প্রবল বেগে ক্ষয়শীল জলাশয়ের জলরাশি চিরকালই অগাধ থাকিবে না। বর্ষার পর শরৎ আসিয়া নিয়ত বর্দ্ধনশীল জলরাশিকে ক্ষয়ের পথের পথিক করিয়াছে এবং ক্রমশঃ হেমন্ত, শীতাদি ঋতুর আগমনে তাহা শুষ্ক হইতে হইতে প্রবল গ্রীষ্মে একেবারে শূন্যে পর্য্যবসিত হইবে। শরৎকালীন প্রবল স্রোতোবেগসম্পন্ন অগাধ জলরাশিতে বিহারপরায়ণ মীনগণ যেমন তাহাদের অজ্ঞাতসারে জালিকের জালে আসিয়া আবদ্ধ হয়, সেইরূপ কালস্রোতে পতিত এবং বিষয়রঙ্গবসে মত্ত অজ্ঞ জীবগণও দেখিতে দেখিতে কৃতান্তের কালপাশে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। শরৎকালের প্রবল স্রোতোবেগ-সম্পন্ন জলাশয়নিকর কল কল নাদে জগতের মূঢ় জীবগণকে উপদেশ প্রদান করে যে, তোমাদের জীবন-জলাশয়ও এইরূপ কালস্রোতে নিরন্তর ক্ষীয়মাণ হইতেছে; অতএব সময় থাকিতে সাবধান হও। কেমন করিয়া বর্ষার জল শরৎকালে কমিয়া যায়, তাহা দেখিয়া আনন্দ ভোগ করিবার জন্য কত লোক নদীতীরে বেড়াইতে যায়, কিন্তু কেহই ক্ষীয়মাণ জলরাশির দৃষ্টান্তে নিজ জীবনের ভবিষ্যৎ কাহিনী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। শরৎকালের ক্ষীয়মাণ জলাশয়ে কত লোক মৎস্য ধরিয়া আনন্দ ভোগ করিতে যায়, কিন্তু কেহই বোঝে না যে, কালও তাহাদের ধরিবার জন্য এইরূপ সাজ সরঞ্জাম লইয়া অগ্রসর হইতেছে।

যে সকল জলচরগণ শরৎকালে অল্প জলে বাস করে, তাহাদের আর দুঃখের সীমা পরিসীমা নাই; তাহারা শরৎকালে মেঘমুক্ত গগনস্থ সূর্য্যের প্রখর তাপে নিরন্তর দগ্ধ হয় এবং ইতস্ততঃ গমনশীল গো-মনুষ্যাদির পদ-তাড়নে সর্ব্বদাই তাড়িত ও শঙ্কিত হইয়া কাল যাপন করে। যে সমস্ত জলচরগণ অগাধ জলে বাস করে, তাহাদের সূর্য্যতাপ ভোগ করিতে হয় না, কিংবা অগাধ জল পার হইয়া গো-মনুষ্যাদির গতাগতি সম্ভবপর নহে বলিয়া

তাহাদের পদতাড়নাদির আশঙ্কাও নাই। কিন্তু অল্প জলের মীনাদি জলচরগণ সর্ব্বদাই এই মহাদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। জগতে যে সমস্ত বিষয়াসক্ত জীবগণ নিরন্তর স্ত্রী, পুত্রাদি সহ নানাবিধ বিষয়ভোগের জন্য লালায়িত, অসংযতেন্দ্রিয় অথচ দরিদ্র, তাহাদের অবস্থাও ঠিক এইরূপ। তাহারা নিরন্তর নানাবিধ কামনা বাসনার তীব্র তাপে দগ্ধ হয়, প্রয়োজনমত কাম্যবস্তু পায় না বলিয়া স্ত্রী, পুত্রাদি সহ সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে চায়, কিন্তু ধনাভাবে তাহাদের যথাযোগ্য ভরণ পোষণ করিতে পারে না, কাজেই তাহাদের কোন সময়েই অভাবের অন্ত নাই, অশান্তিরও ইয়ত্তা নাই, কেবলমাত্র নিরন্তর হা হুতাশ ও নানাবিধ কলহ কোলাহলাদিই তাহাদের একমাত্র সম্বল। যদ্যপি ধনিগৃহস্থগণেরও নানাবিধ কামনা বাসনা এবং ভোগাকাঙ্ক্ষার অন্ত নাই, তথাপি তাহারা ধনবলে কিয়ৎপরিমাণে ভোগাকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু দরিদ্র গৃহস্থগণের সর্ব্বদা নানাবিধ ভোগাকাঙ্ক্ষার তীব্রতাপে দগ্ধ হইতে হইতেই জীবন কাটিয়া যায়। অল্প জলের জলচর জীবগণ শরৎকালে প্রখর রৌদ্র-তাপে-তপ্ত ও নানাবিধ অশান্তি ভোগ করিয়া অসংযতেন্দ্রিয় ও কামনাবাসনাপরায়ণ দরিদ্র গৃহস্থগণের স্বরূপের ইঙ্গিত করে ও তাহাদিগকে এই তীব্রতাপ হইতে মুক্তিলাভের উপায় চিন্তা করিতে উপদেশ প্রদান করে।

বর্ষাকালীন পঙ্কময় ভূভাগ শরৎকালে ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হয় এবং বর্ষাজাত তরুলতাদি অপক্কতা পরিত্যাগ করিয়া পক্ক হইতে আরম্ভ করে। দেহগেহাভিমানবদ্ধ জীবগণ তত্ত্বজ্ঞানানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, ক্রমশঃ যেমন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে, ইহাতে তাহারই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অনাদি অজ্ঞানবদ্ধ জীবগণ দেহে অহংবুদ্ধি এবং স্ত্রীপুত্রাদিতে মমতাবুদ্ধি লইয়া নানাবিধ দুঃখ দৈন্যাদিতে জীবন যাপন করিয়া থাকে, কিন্তু যদি কোন ভাগ্য বশতঃ তাহাদের তত্ত্বানুসন্ধিৎসা হয় এবং সাধনানুষ্ঠানে রত হইয়া ক্রমশঃ সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারে, তাহা হইলে বর্ষাবারিসিক্ত পঙ্কময় ভূভাগ যেমন শরৎকালে পঙ্কমুক্ত হয়, সেইরূপ তাহারাও দেহাভিমানের মহাপঙ্ক হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে এবং স্ত্রীপুত্রাদিতে মমতা মুক্ত হইয়া শরদাগমে বর্ষাজাত তরুলতাদির ন্যায় সুপক্ক হইতে পারে। জগতের প্রায় সমস্ত জীবই দেহাভিমানের মহাপঙ্করাশিতে নিমগ্ন এবং স্ত্রী পুত্রাদি তুচ্ছ বিষয়ের মমতায় সর্ব্বদাই অপক্ক; তাহাদের পরিণত বয়স, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান প্রভৃতি যতই কিছু থাকুক না কেন, তাহাদের স্ত্রীপুত্রাদিতে অন্ধ মমতা দেখিলে তাহাদিগকে বালক কিংবা অজ্ঞ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। শরৎকালীন সূর্য্যকিরণে পঙ্কমুক্ত ভূভাগ ও পক্কতাপ্রাপ্ত তরুলতাদি দেখিয়া তাহাদের এই শিক্ষা লাভ করা উচিত যে, তত্ত্বজ্ঞানের কিরণসম্পাত ব্যতীত তাহাদের আর কোনই গতি নাই।

বর্ষাকালে বিপুল জলোচ্ছ্বাসপূর্ণ অসংখ্য নদ নদী উদ্দামগতিতে সমুদ্রে আসিয়া মিলিত হয় ও তাহাতে সমুদ্রও বিক্ষুব্ধ, উচ্ছ্বসিত এবং ঘনগর্জ্জন সমন্বিত হইয়া পড়ে। শরৎকালে নদ নদীর জলসমৃদ্ধি কমিয়া যায় বলিয়া আর বর্ষাকালের ন্যায় উচ্ছ্বাস কিংবা উদ্দামগতি থাকে না, তখন তাহারা ক্ষীণ ধারায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া নিঃশব্দে আসিয়া সমুদ্রে পতিত হয়। সেজন্য তৎকালে সমুদ্রের কোন প্রকার চাঞ্চল্য কিংবা গর্জ্জনাদি থাকে না। সমুদ্র স্বভাবতঃ স্থির ও পরম গম্ভীর হইলেও নদ নদীর উদ্দাম মিলনই তাহাকে উদ্দাম এবং গর্জ্জন সমাকুল করিয়া তোলে। শরৎকালে নদনদীর ক্ষীণতার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রও শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে। জগতের জীবগণও যতদিন বিষয়ভোগে রত থাকে, ততদিন বর্ষার নদীর ন্যায় নানাবিধ উদ্দাম বাসনা আসিয়া তাহাদিগকে চঞ্চল করিয়া তোলে এবং তখন তাহারা সর্ব্বদাই "আমি" "আমার" রবসমাকুল অবস্থায় দিন যাপন করে। কোনও ভাগ্য বশতঃ যদি কোনও জীব শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত হইয়া নিরন্তর ভজনানুষ্ঠান করিতে পারে, তাহা হইলে শরৎকালের নদনদীর ন্যায় তাহার সর্ব্ববিধ কামনা বাসনার বেগ কমিয়া যায় এবং তাহার দেহ গেহাদিতে অহং

মম অভিমান হ্রাস হওয়ায় আর কোন প্রকার বিষয়াভিনিবেশ থাকে না, সুতরাং তখন আর "আমি আমার" গর্জ্জনও শুনিতে পাওয়া যায় না। তখন সে শরৎকালের নিশ্চল ও নীরব জলনিধির ন্যায় আপন মনে আপন ভাবে স্থির হইয়া অবস্থান করিতে পারে। সমুদ্র বর্ষাকালে নদ নদীর উদ্দাম মিলনে চঞ্চল এবং শরৎকালে তাহার অভাবে নিশ্চল হইয়া জগতে প্রচার করে যে, যতদিন পর্য্যন্ত নানাবিধ কামনা বাসনার উদ্দাম মিলন থাকে, ততদিন সমুদ্রের মত স্থির গম্ভীর ব্যক্তিরও চঞ্চল হইয়া পড়িতে হয়। কামনা বাসনা মুক্তি না হইলে কেহই কোন দিন স্থির হইতে পারে না, আর শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দ-ভজনানুষ্ঠানই কামনা বাসনা মুক্তির একমাত্র উপায়।

জগতে সর্ব্বজীবেরই দশটি ইন্দ্রিয় দ্বারা নিরন্তর আত্মজ্ঞান ক্ষরিত হইয়া থাকে। সেই জন্য সকলেরই শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান দেখা যায়, কিন্তু কাহারও আত্মস্বরূপ জ্ঞান আছে বলিয়া বোধ হয় না, কেননা আত্মস্বরূপজ্ঞান থাকিলে কাহারও দেহগেহাদি বিষয়ভোগের জন্য লালায়িত হইতে হয় না।

আত্মানং চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ॥ (শ্রুতিবাক্যম্)

শ্রুতি ঘোষণা করিয়াছেন যে,—জীবগণ যদি নিত্যশুদ্ধ সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাকে "আমি" বলিয়া বুঝিতে পারে, তাহা হইলে তাহার কোনও প্রয়োজনে কাহারও জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া নিরন্তর নানাবিধ বিষয় সংগ্রহের জন্য লালায়িত হইতে হয় না। যতদিন পর্য্যন্ত আত্মস্বরূপ জ্ঞান না হয়, ততদিন জীবের নানাবিধ বিষয়ভোগের প্রয়োজনীয়তা বোধ হয়, আত্মজ্ঞান লাভ হইলে আর কোন বিষয়েই প্রয়োজনীয়তা বোধ থাকে না। জগতে দেখা যায় যে, যতদিন পর্য্যন্ত বাল্যভাব থাকে, ততদিনই বালকগণের খেলনা প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা থাকে, বাল্যভাবের অপগম হইলে আর কাহারও খেলনা প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা থাকে না। সেইরূপ যতদিন আত্মজ্ঞানের বিকাশ না হয়, ততদিনই নানাবিধ বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা বোধ থাকে; কিন্তু আত্মজ্ঞান হইলে সর্ব্ববিধ জড়বস্তুই তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়।

চক্ষু কর্ণাদি দশটী ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্বদা জ্ঞান ক্ষরিত হইয়া বিষয়াভিমুখে ধাবিত হয় বলিয়া সর্ব্বজীবই সাক্ষাৎ জ্ঞানস্বরূপ আত্মার জ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞ হইয়া অবস্থান করে। আত্মতত্ত্ববিবেকসম্পন্ন সাধকগণ সেইজন্য দশটী ইন্দ্রিয়-দ্বার রুদ্ধ করিয়া, আত্মাতেই তাঁহাদের সর্ব্ববিধ জ্ঞান রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন এবং যথাসময়ে তাঁহারা আত্মজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া সর্ব্ববিধ বিষয়ের সম্বন্ধ হইতে চিরমুক্তি লাভ করেন।

সুবুদ্ধি কৃষকগণ শরৎকালে ইন্দ্রিয় নিরোধপরায়ণ যোগিগণের পন্থাই অনুসরণ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়-দ্বারা আত্মজ্ঞান ক্ষরিত হইয়া বিষয়াভিমুখে ধাবিত হয় বলিয়া যোগিগণ যেমন যম নিয়মাদির অনুষ্ঠানে রত হইয়া তাহা নিরোধ করিতে চেষ্টা করেন, শরৎকালে কৃষকগণও সেইরূপ তাহাদের শস্যক্ষেত্র হইতে জল নির্গত হইয়া গিয়া শস্য নির্জ্জীব হইবে বলিয়া শস্যক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে বাঁধ দিয়া শস্যক্ষেত্রস্থ জলের নির্গম পথ রুদ্ধ করিয়া রাখে। কৃষকগণের এই শস্যক্ষেত্রস্থ জল নিরোধকার্য্য দেখিয়া সকলেরই ইন্দ্রিয় নিরোধের কার্য্যকারিতা অনুভব করা উচিত।

দেহ দৈহিকাদিতে অভিনিবিষ্ট অজ্ঞান মূঢ় জীবগণ, নিরন্তর জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, শোক, মোহ প্রভৃতি সংসার-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, তাহাদের এই দুঃখ নিবারণের কোনই উপায় দেখা যায় না, কেননা আজীবন এই সমস্ত দুঃখের প্রতীকার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও তাহাদের কাহাকেও এই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে দেখা যায় না। কিন্তু "তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য সমালোচনা করিলে জানা যায় যে, তাহাদের এই অপ্রতিকার্য্য দুঃখের একটি মাত্র উপায় আছে—আত্মজ্ঞান। আত্মস্বরূপজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে আর দেহদৈহিকাদি অনাত্ম বস্তুতে অভিনিবেশ থাকে না এবং তজ্জন্য জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি সংসারদুঃখও থাকে না।

কৃষ্ণানুরাগবতী ব্রজরমণীগণের কোন প্রকার সংসার-তাপ না থাকিলেও তাঁহারা সর্ব্বদা কৃষ্ণের অদর্শন জনিত তীব্রতাপে দগ্ধ হন। তাঁহাদের এই তাপ নিবৃত্তির জন্য কোনই উপায় নাই, একমাত্র কৃষ্ণমুখারবিন্দ দর্শনেই তাঁহারা এই তীব্র তাপ হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকেন।

আত্মস্বরূপজ্ঞান যেমন দেহদৈহিকাদি অনাত্ম বস্তুতে অভিনিবেশ জনিত তাপ দূর করে, শ্রীগোবিন্দ-মুখারবিন্দ দর্শন যেমন ব্রজরমণীগণের বিরহ তাপ দূর করে, সেইরূপ শরৎকালের রজনীতেও গগনে পূর্ণ শশধর উদিত হইয়া জগতের জীবের শরৎকালীন মেঘমুক্ত দিবাকরের প্রচণ্ড করসম্পাতজনিত তীব্র তাপ দূর করিয়া থাকে।

"শরদর্কাংশুজান্ তাপান্" প্রভৃতি শ্লোকের ইঙ্গিতে মনে হয় যে, জগতে যাহারা কেবলমাত্র জাগতিক ব্যবহার লইয়াই রত আছে, তাহারা রৌদ্র অগ্নি প্রভৃতির তাপকেই তাপ বলিয়া মনে করে এবং সুশীতল চন্দ্রকিরণাদিই তাহাদের তাপ নিবৃত্তির উপায়। কিন্তু যাহারা পারমার্থিক, তাহারা রৌদ্রাদির তাপকে তাপ বলিয়াই মনে করে না। তাহাদের দৃষ্টিতে জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি সংসারতাপই তাপ এবং তাহাই তাহাদের পক্ষে ক্লেশহেতু; সেইজন্য তাহারা সেই তাপশান্তির জন্যই সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকে এবং আত্মস্বরূপ জ্ঞানই সেই তাপশান্তির একমাত্র উপায় বলিয়া তাহারা আত্মস্বরূপজ্ঞান লাভের জন্য নানাবিধ সাধনানুষ্ঠান করিয়া থাকে। সুশীতল চন্দ্রকিরণ সেবনে ঐহিক সুখান্বেষী ব্যক্তিগণের আনন্দ হয় বটে, কিন্তু তাহা পরমার্থ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের নিকট কিছুমাত্র আদৃত হয় না। আবার যাহারা শ্রীভগবানের সহিত প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সর্ব্বদাই তাঁহার সেবাপ্রাপ্তির জন্য লালায়িত, তাহারা আত্মস্বরূপ জ্ঞান লাভেও পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। জন্মমৃত্যু প্রভৃতি সংসার তাপ তাহাদের নিকট তাপ বলিয়াই গণ্য হয় না, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের বিরহতাপই তাহাদের পীড়াদায়ক এবং শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তিতেই তাহার শান্তি।

এই শ্লোক সমালোচনা করিলে ব্যবহারিক, পারমার্থিক ও প্রেমিক এই তিন শ্রেণীর ব্যক্তিগণের তাপহেতু এবং তাপনিবৃত্তির উপায় সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

বহির্মুখ জীবের হৃদয় সর্ব্বদাই অবিদ্যামেঘে সমাচ্ছন্ন থাকে বলিয়া তাহারা শব্দব্রহ্ম (বেদপুরাণাদিশাস্ত্র) অনুশীলন করিয়াও তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। "সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীভগবান্ই সর্ব্বমূলস্বরূপ এবং তাঁহার চরণে শরণাগতিই সর্ব্বজীবের একমাত্র গতি" ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত। "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ" প্রভৃতি গীতাবাক্যেও জানা যায় যে, শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, "আমিই সর্ব্ববেদের বেদ্য অর্থাৎ প্রতিপাদ্য।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায় যে—

"গৌণ মুখ্য ভাবে কিংবা অন্বয় ব্যতিরেকে। বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে॥"

কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন গগনে যেমন চন্দ্র সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর জ্যোতি বিকাশ হয় না, সেইরূপ অবিদ্যাচ্ছন্ন হৃদয়েও স্বপ্রকাশ পরমানন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের তত্ত্ব এবং তাঁহার চরণে শরণাগতির কর্ত্তব্যতা বুদ্ধির বিকাশ হয় না। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সাধন ভক্তির অনুষ্ঠানে যাহার হৃদয় হইতে অবিদ্যামেঘ তিরোহিত হয়, তাহারই হৃদয়ে নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমের বিকাশ হয় এবং সেই শুদ্ধসত্ত্বের বিমল জ্যোতিতে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার চরণে শরণাগতির অবগতি হয়।

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

শরৎকালের নির্ম্মল গগনে অগণিত তারকারাজিমণ্ডিত পূর্ণ শশধরের বিকাশ দেখিলে অবিদ্যামুক্ত জীবের নির্ম্মল হৃদয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বর্ষাকালে সর্ব্বদাই গগন মেঘাচ্ছন্ন থাকে বলিয়া চন্দ্র তারকাদির

বিকাশ দেখা যায় না, শরৎকালীন আকাশ মেঘশূন্য বলিয়াই তাহাতে চন্দ্র তারকাদির বিকাশ হইয়া থাকে। অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবের হৃদয়ও সর্ব্বদা কলুষিত বলিয়া সেখানে কোনপ্রকার ভগবদ্ভাবের বিকাশ থাকে না, কিন্তু সাধনানুষ্ঠান দ্বারা যখন উহা শরৎকালীন আকাশের মত নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়, তখনই ভগবদ্ভাব ফুটিয়া উঠে। বর্ষাকালেও কোন কোনও সময়ে যখন আকাশে নিবিড় মেঘ থাকে না, তখন সর্ব্বদিগন্তব্যাপী জ্যোতি দেখা যায়, কিন্তু চন্দ্র তারকাদির মূর্ত্তি দেখা যায় না। অবিদ্যাচ্ছন্ন হৃদয়েও কোন কোনও সময়ে একটা ব্রহ্মভাবের জ্যোতির আভাস দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী; কেননা বর্ষাকালে কোন কোন সময়ে মেঘের অল্পতা বশতঃ চন্দ্র তারকাদির জ্যোতিতে আকাশ উদ্ভাসিত হইলেও যেমন ক্ষণকাল পরেই আবার নিবিড় মেঘ আসিয়া তাহা ঢাকিয়া দেয়, সেইরূপ অবিদ্যাচ্ছন্ন হৃদয়েও কদাচিৎ ব্রহ্মজ্যোতির মত প্রকাশ হইলেও আবার তাহা কামনা বাসনাদির প্রবলতা বশতঃ ক্ষণকাল মধ্যেই অবিদ্যাঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া যায়। আকাশ একেবারে মেঘমুক্ত না হইলে যেমন চন্দ্র তারকাদির মূর্ত্তি দেখা যায় না, সেইরূপ জীবহৃদয়ও একেবারে অবিদ্যামুক্ত না হইলে তাহাতে শ্রীভগবানের মূর্ত্তি প্রকাশ হয় না।

শরৎকালের মেঘমুক্ত গগনে অগণিত তারকারাজি পরিবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অগণিত যাদবগণ পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রকট লীলার কথা মনে হয়। যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিত্যপার্ষদ যাদবগণসহ সর্ব্বদাই দ্বারকায় অবস্থিত আছেন, তথাপি তাঁহার এই লীলা সর্ব্বদা জগতের লোকের দৃষ্টিগোচর হয় না। অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে যখন তাঁহার লীলা প্রকট হয়, তখনই যাদবগণ পরিবেষ্টিত যদুপতিকে তদানীন্তন ভাগ্যবান্ জনগণ দর্শন করিতে পারেন। বর্ষাকালেও অসংখ্য তারকাপরিবেষ্টিত তারাপতি গগনে সমুদিত হইলেও বর্ষাকালীন মেঘের আবরণে তাহা কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না। শরৎকালে যখন আকাশ মেঘমুক্ত হয় তখনই সকলে নির্ম্মল গগনে পূর্ণ শশধরকে দেখিতে পায়। শ্রীভগবান্ তাঁহার নিত্যধামে নিত্য পার্ষদগণসহ সর্ব্বদাই নিত্যলীলায়সাবিষ্ট থাকেন, কিন্তু জগতের জীবের দুর্ভাগ্যমেঘের আবরণে তাহা কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না। শ্রীভগবানের করুণার বাতাসে যখন জগতের জীবের দুর্ভাগ্যমেঘ সরিয়া যায়, তখনই জগতের জীব সপার্ষদ শ্রীভগবানের দর্শনলাভ করিয়া কৃতার্থ হয়।

শরৎকালের বায়ুমণ্ডলে গ্রীষ্মের তাপ এবং বর্ষার শৈত্য থাকে না বলিয়া বায়ু সমশীতোষ্ণ এবং সুখসেব্য হয়, তাহাতে আবার বর্ষামুক্ত তরুলতাদির নবোদ্গত পল্লবক্রোড়ে প্রস্ফুটিত কুসুমরাজির মৃদু সুগন্ধ মিলিত হইয়া উহা আরও সুখকর হইয়া উঠে। সেজন্য শরৎকালীন বায়ু সেবনে সকলেই পরমানন্দ লাভ করে এবং সমধিক প্রফুল্ল হয়। গ্রীষ্মের প্রবল তাপ এবং বর্ষার আর্দ্রতা ভোগ করিয়া গ্রীষ্মতপ্ত এবং বর্ষাসিক্ত জীবগণ কোন প্রকারেই স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতে পারে না, কিন্তু শরতের আগমন হইলে তাহাদের সর্ব্ববিধ দুঃখের অবসান হইয়া যায়। সুখময় শরৎ ঋতুর সমাগমে এইরূপে সকলেই সুখ শান্তি উপভোগ করে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণানুরাগবতী ব্রজরমণীগণের তাহাতে কিছুমাত্র শান্তি হয় না; তাহাদের শ্রীকৃষ্ণবিরহজনিত তীব্র তাপ এবং নিরন্তর নয়নজল বর্ষণ জনিত আর্দ্রতা শরৎসমীরণে শীতল কিংবা শুষ্ক হয় না, গ্রীষ্ম ও বর্ষা যেন তাহাদের চিরসহচর। ব্যবহারিক জগতের জীবগণের কখনই এককালীন গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুর দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিরহাতুরা ব্রজরমণীগণ সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণবিরহে কোটি কোটি গ্রীষ্ম ঋতুর তাপ এবং নিরন্তর নয়নধারায় সিক্ত হইয়া কোটি কোটি বর্ষার আর্দ্রতা ভোগ করিয়া থাকে। শরৎ ঋতুর আগমনে তাহাদের কোন প্রকার শান্তি লাভের সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না। তাহারা যদি কখনও শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গসুখ লাভ করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহাদের এই দুঃখের অবসান হইতে পারে।

ঈশ্বরারাধনাতৎপর ব্যক্তিগণ সকামই হউন, আর নিষ্কামই হউন তাঁহাদের ঈশ্বরারাধনা কার্য্য কখনই নিষ্ফল হয় না। ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকিলেও ঈশ্বরারাধনাই তাঁহাদিগকে কার্য্যানুরূপ ফল প্রদান করিয়া নিজ সফলতা জ্ঞাপন করিয়া থাকে। শরৎকালে গাভী, মৃগী ও পক্ষিণীগণকে দেখিলে ঈশ্বরারাধনার সফলতা সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গাভী, মৃগী ও পক্ষিণীগণ শরৎকালে গর্ভধারণ করে। তাহাদের সন্তানকামনা থাক্ বা নাই থাক, স্ব স্ব জাতীয় পুরুষের সহিত মিলিত হইলেই তাহারা গর্ভ ধারণ এবং যথাসময়ে সন্তান লাভ করিয়া থাকে। এইরূপ যাঁহারা ঈশ্বরারাধনা করেন, তাঁহাদেরও ফলকামনা থাক্ বা নাই থাক, ঈশ্বরারাধনায় তাঁহাদের শুভাদৃষ্ট লাভ হয় এবং যথাসময়ে তাহাই তাঁহাদের কর্ম্মানুরূপ ফল প্রসব করিয়া থাকে।

শরতের প্রভাতকালে যখন পূর্ব্বগগনে দিনমণি উদিত হন, তখন কমল কহ্লারাদি জলজাত কুসুমনিচয় পরমানন্দে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, কিন্তু কুমুদ জলজ কুসুম হইলেও সূর্য্যোদয়ে তাহার আনন্দ হয় না ; সে তখন মুদ্রিত হইয়া পত্রান্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করে, অথবা হীনবল হইয়া কোনক্রমে জলাশয়ে অবস্থান করিয়া থাকে—দেখিয়া মনে হয়, কোন প্রবলপ্রতাপশালী রাজা যদি রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন, তাহা হইলে যেমন তাঁহার রাজ্যের প্রজাবর্গ সকলেই পরমানন্দে উৎফুল্ল হয়, কিন্তু দস্যু তস্করাদিগণ ভয়ে লুক্কায়িত ও রাজশাসন ভয়ে ম্রিয়মান হইয়া যায়, সেইরূপ প্রখরকিরণশালী দিবাকরও যখন পূর্ব্বগগন-সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন কমলাদি সকলেই উৎফুল্ল হয়, কিন্তু কুমুদ ( যাহার কুক্রিয়ায় মুদ অর্থাৎ আনন্দ হয় তাহার নাম কুমুদ ) ভয়ে জড়সড় এবং ম্লান হইয়া যায়।

শরৎকালে ব্রজমণ্ডলের প্রত্যেক পুরগ্রামাদি নবান্ন এবং ইন্দ্রযাগাদি মহোৎসবের আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং নানাবিধ পক্বশস্যসমন্বিত ক্ষেত্রশোভায় সুশোভিত হইল। বিশেষতঃ রাম ও কৃষ্ণের প্রকটবিহারে ব্রজভূমি যে পরমশোভা ও সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে তাহার ত তুলনাই নাই।

শরৎকালে নবান্ন মহোৎসবের কথা শুনিলে আপাততঃ মনে হয় যে, "নবান্নং নৈব নন্দায়াং নচ সুপ্তে জনার্দ্দনে। ন কৃষ্ণপক্ষে ধনুষি তুলায়াং নৈব কারয়েৎ॥" এই বচনানুসারে জানা যায় যে, নন্দা তিথিতে ( প্রতিপদ, একাদশী ও ষষ্ঠী এই তিন তিথিকে নন্দা কহে ) হরিশয়নে, কৃষ্ণপক্ষে, কার্ত্তিকমাসে ও পৌষমাসে নবান্ন করিতে নাই। আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই দুই মাস শরৎকাল ; সুতরাং হরিশয়ন কাল বলিয়া আশ্বিনে এবং শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া কার্ত্তিকে নবান্ন করিতে নাই, অতএব শরৎকালে নবান্ন মহোৎসব হওয়া সম্ভবপর নহে। শ্রীপাদ জীব গোস্বামী বৈষ্ণবতোষণী টীকায় ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে—"বৃশ্চিকে প্রবোধিন্যন্তরমেব ইদং জ্ঞেয়ং শারদনন্তরনন্দাত্তু শরদ্ব্যবহারঃ"। এখানে শরৎকাল বলিতে শরৎকালের অব্যবহিত পরবর্ত্তী অগ্রহায়ণ মাসই গ্রহণীয় এবং উত্থানৈকাদশীর পরবর্ত্তিকালে শুভদিনে ব্রজবাসী গোপগোপীগণ নবান্ন মহোৎসব করিতেন। শ্লোকোক্ত ইন্দ্রযাগ কার্ত্তিকমাসের শুক্লা প্রতিপদে অনুষ্ঠিত হইত। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় ব্রজে ইন্দ্রযাগের পরিবর্ত্তে গোবর্দ্ধনযাগ প্রবর্ত্তিত হয় এবং অদ্যাপি তাহা অন্নকূট মহোৎসব নামে প্রচলিত এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মোট কথা শরৎকাল হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তি সময় পর্য্যন্ত ব্রজমণ্ডলের গ্রামনগরাদি নানাবিধ মহোৎসব এবং নৈসর্গিক শোভায় পরিপূর্ণ থাকিত ; ইহাই "পুরগ্রামেষ্বাগ্রয়ণৈঃ" প্রভৃতি শ্লোকের প্রতিপাদ্য।

বর্ষাকালে নিরন্তর বারিবর্ষণ এবং ভূমিভাগ জলপ্লাবিত হয় বলিয়া বণিক্গণ বাণিজ্য করিবার জন্য দেশান্তরে যাইতে পারে না ও নৃপতিবৃন্দ দিগ্‌বিজয়াদির জন্য স্থানান্তরে যাইতে পারেন না। মুনিগণ বনবাস পরিত্যাগ করিয়া গৃহস্থ গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং স্নাতক, তীর্থপর্য্যটক প্রভৃতি সকলেই কোন কোন স্থান বিশেষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। বর্ষার অন্তে যেমন শরৎ ঋতুর আগমন হয়, অমনি সকলেরই সকল বাধা কাটিয়া যায় ;

তখন বণিক্‌গণ বাণিজ্য করিবার জন্য দেশান্তরে গমন করিয়া প্রচুর ধনলাভ করে, মুনিগণ বনে আসিয়া স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারেন, নৃপতিবৃন্দ দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়া প্রভূত ধনাদি প্রাপ্ত হন এবং স্নাতক ও পর্য্যটকগণ গুরুগৃহে বাস ও তীর্থ পর্য্যটনাদি দ্বারা বিদ্যা ও সৎসঙ্গ লাভ করেন।

শরৎকালে বণিক্, মুনি প্রভৃতির এই সমস্ত লাভ দেখিয়া সাধকগণের অবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সাধকগণও যথাযোগ্য ভক্তিযোগাদি সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলেও যতদিন তাঁহাদের সাধক দেহের অবসান না হয়, ততদিন তাঁহারা সাধক দেহেই অবরুদ্ধ থাকেন, তাহার পর যথাসময়ে বণিক, মুনি প্রভৃতি যেমন শরৎকালে বর্ষাকালীন বাসস্থান ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ প্রাপ্য অর্থ প্রাপ্ত হন, সেইরূপ তাঁহারাও নিজ নিজ সাধনফল লাভ করিয়া থাকেন॥ ৩২—৪৯

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীসমাখ্যায়াং বঙ্গব্যাখ্যায়াং দশমস্কন্ধস্য বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২০॥

# দশমঃ স্কন্ধঃ

## একবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্থং শরৎস্বচ্ছজলং পদ্মাকরসুগন্ধিনা। ন্যবিশদ্বায়ুনা বাতং সগোগোপালকোঽচ্যুতঃ ॥ ১ ॥

কুসুমিতবনরাজিশুষ্মিভৃঙ্গদ্বিজকুলসংঘুষ্টসরঃসরিন্মহীধ্রম্।

মধুপতিরবগাহ্য চারয়ন্ গাঃ সহপশুপালবলশ্চুকূজ বেণুম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ।—সগোগোপালকঃ (ধেনুপালৈঃ গোপবালকৈশ্চ সহিতঃ) অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ইত্থং (পূর্ব্ববর্ণিতং) শরৎস্বচ্ছজলং (শরদাগমে স্বচ্ছানি জলানি নদীসরোবরাদীনাং যত্র তৎ) পদ্মাকরসুগন্ধিনা (পদ্মানামাকরঃ প্রস্ফুটৎ পদ্মময়সরোবরাদিঃ তেন তৎসংস্পর্শেন সুগন্ধিনা কমলসৌগন্ধ্যযুক্তেন) বায়ুনা (মন্দানিলেন) বাতং (ব্যাপ্তং) বনং (শ্রীবৃন্দাবনং) ন্যবিশৎ (প্রবিষ্টবান্) ॥ ১

মূলানুবাদ।—শ্রীশুকদেব বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ, অসংখ্য ধেনুপাল এবং গোপবালকগণ পরিবেষ্টিত হইয়া শরৎকালীন স্বচ্ছ জলপরিপূর্ণ সরোবরাদি সুশোভিত, প্রস্ফুটিত কমলগন্ধ সুবাসিত মন্দ পবন পরিব্যাপ্ত বনভূমিতে প্রবেশ করিলেন ॥ ১

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।—একবিংশে শরদ্রম্যবৃন্দাবনগতে হরৌ। তদ্বেণুস্বনমাকর্ণ্য গোপীভির্গীতমীর্য্যতে ॥ ইত্থমেবম্ভূতং বনম্। তদেবাহ শরদা স্বচ্ছানি জলানি যস্মিংস্তৎ। বায়ুনা বাতম্ অনুগতং তদেকব্যাপ্তমিত্যর্থঃ ॥ ১

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—এবং শরদং বর্ণয়িত্বা যথাবৎ তত্র শ্রীভগবৎক্রীড়াবিশেষমাহ ইত্থমিত্যাদিনা যাবৎ-সমাপ্তি। তত্র তদুপকরণত্বেনাদৌ মনোহরজলবায়ুসমাশ্রয়ত্বেন স্বতশ্চ মনোহরত্বা বনমস্তৌবদতি সার্দ্ধেন। তত্রেত্থমিতি যত্রাহং বর্ণিতবান্ প্রায়স্তথা বর্ণনপ্রকারেণেত্যর্থঃ। সগোগোপালকো মধুপতিরিত্যন্বয়ঃ। যদ্বা। ন্যৎপ্রাপ্ত-বর্ণনীয়রূপলীলাদিনা ভাববিশেষাবির্ভাবতো বিশেষ্যস্যানুচ্চারণাশক্তের্বা শ্রীকৃষ্ণ ইতি বাক্যশেষো জ্ঞেয়ঃ। এব-মগ্রে বর্হাপীড়মিত্যাদাবপি। অচ্যুত ইতি পাঠশ্চিৎসুগমস্ত সম্মতঃ অত্র তু বনমিতি শেষঃ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—সহপশুপালবলঃ (পশুপালৈঃ শ্রীদামসুবলাদিগোপবালকৈঃ বলেন শ্রীবলদেবেন চ সহিতঃ) মধুপতিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) গাঃ চারয়ন্ (গোধনানি চারয়িতুকামঃ) কুসুমিতবনরাজিশুষ্মিভৃঙ্গদ্বিজকুলসংঘুষ্টসরঃসরিন্মহীধ্রং (কুসুমিতবনরাজিষু শুষ্মিণঃ মধুপানমত্তাঃ যে ভৃঙ্গাঃ ভ্রমরাঃ তৈঃ তথা দ্বিজকুলৈঃ—শুকপিকাদিকলকণ্ঠবিহঙ্গম-নিচয়ৈঃ সংঘুষ্টানি শব্দায়মানানি সরাংসি সরোবরাঃ সরিতঃ নদ্যঃ মহীধ্রাঃ পর্ব্বতাশ্চ যৎ তৎ বনং) অবগাহ্য (প্রবিশ্য) বেণুং (মোহনবংশিকাং) চুকূজ (অবাদয়ৎ) ॥ ২

মূলানুবাদ।—মধুপতি শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব ও গোপবালকগণ সহ গোচারণ করিবার জন্য বনে প্রবেশ করিয়া অগণিত কুসুম বিকাশে বনভূমি উৎফুল্ল এবং মত্তমধুকর ঝঙ্কার ও শুকপিকাদিকলকণ্ঠ বিহঙ্গমগণের মধুর কাকলীতে সেখানকার নদী, সরোবর ও পর্ব্বতাদি মুখরিত দেখিয়া পরমোল্লাসে মোহনমুরলী নাদ করিলেন ॥ ২

শ্রীধরটীকা।—ততশ্চ কুসুমিতবনরাজিষু শুষ্মিণো মত্তা ভৃঙ্গা দ্বিজাঃ খগাশ্চ তেষাং কুলানি তৈর্ঘুষ্টাঃ সরাংসি সরিতো মহীধ্রাশ্চ যস্মিংস্তদ্বনং কৃষ্ণোঽবগাহ্য প্রবিশ্য বেণুমবাদয়ৎ ॥ ২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—যাদবত্বাদ্গোপাশ্চ মধবঃ তেষাম্পতিরিতি ক্রীড়ায়াং সামগ্র্যং বিবক্ষিতম্। শ্লেষেণ মধোর্ঋতুরাজস্যাপি পতিরিতি তৎপ্রবেশে সর্ব্বাপি বনশোভা সমধিকৈব দর্শিতা। অবগাহ্য অন্তঃপ্রবিশ্যেতি বনস্য সর্ব্বতঃ প্রবেশেন তত্ত্বজ্ঞানং ধ্বনিতম্। সহপশুপালবল ইত্যস্য গাশ্চারয়ন্নিত্যনেনৈবান্বয়ো যোগ্যঃ নতু চুকূজবেণু-মিত্যনেন চ। তদ্‌ব্রজস্ত্রিয় আশ্রুত্য ইত্যুত্তর-বাক্যে পূর্ব্বত্রৈব সামঞ্জস্যপ্রতিপত্তেঃ। চুকূজ ইত্যন্তর্ভূতণ্যর্থঃ ॥ ২

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব, পূর্ব্বাধ্যায়ে শ্রীবৃন্দাবনের শারদীয় শোভা বর্ণনা করিয়া এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের শরৎকালীন বনবিহার বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সাগ্রহে মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিলেন,—হে মহারাজ। শরৎসমাগমে শ্রীবৃন্দাবনের যে অতুলনীয় শোভার বিকাশ হয়, তাহা আমি ইতঃপূর্ব্বে তোমার নিকট কিছু বর্ণনা করিয়াছি। অনন্তলীলাময় শ্রীকৃষ্ণ, পূর্ব্ববর্ণিত শ্রীবৃন্দাবনের শারদশোভা দেখিয়া পরমানন্দে উৎফুল্ল হইলেন এবং বনশোভা দর্শন ও বনভ্রমণাদি করিবার জন্য অসংখ্য গোপবালক ও ধেনুপালসহ বনে প্রবেশ করিলেন।

বনভূমিস্থিত কুসুমসরোবর, পাবন সরোবর এবং মানস গঙ্গা প্রভৃতির জল শরৎ-সমাগমে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য, তরঙ্গ ও স্রোতোবেগবিহীন হইয়া কাচস্বচ্ছ এবং শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। প্রতি-জলাশয়ই অগণিত কমলরাজিতে সুশোভিত হইল এবং তাহার সুগন্ধ বহন করিয়া মন্দ মন্দ গন্ধবহ বনভূমির সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইতে লাগিল। বর্ষান্তে বনভূমির এই সমস্ত শারদীয় শোভা সন্দর্শন করিয়া ব্রজরাজনন্দন পরমানন্দসিন্ধুতে অবগাহন করিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনের বনভূমি স্বভাবতঃই অনির্ব্বচনীয় শোভাময়; তাহাতে আবার ব্রজরাজনন্দনকে উপস্থিত দেখিয়া বনভূমি যেন আরও অধিকতর রূপে উল্লাসযুক্ত ও শোভাময় হইয়া উঠিল। বিবিধ বিটপিরাজি পরিশোভিত বনভূমিতে যদি মধু অর্থাৎ বসন্তঋতুর সমাগম হয়, তাহা হইলে তাহার নানাবিধ পুষ্পাদি বিকাশ হইয়া শোভা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ মধুপতি অর্থাৎ বসন্তেরও সেবনীয়, সুতরাং তাঁহার আগমনে যে বনভূমি অধিকতর রূপে সুশোভিত হইবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

ব্রজরাজনন্দন বনভূমির প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেই বনমধ্যে তাঁহার আগমনানন্দের সাড়া পড়িয়া গেল ও দেখিতে দেখিতে বনের সমস্ত বৃক্ষলতাদি অগণিত কুসুমশোভায় শোভমান হইয়া উঠিল। বনের এই অগণিত কুসুমবিকাশ দেখিলে বনই পুষ্পিত কিংবা বনের বৃক্ষরাজিই পুষ্পিত তাহা কাহারও সহজে ধারণাগোচর হয় না। এইরূপ অগণিত কুসুমবিকাশ দেখিলে মনে হয় যেন, বৃক্ষলতাগণের চিরজীবনে যতগুলি কুসুম-বিকাশ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তাহা যেন তাহারা শ্রীকৃষ্ণাগমনানন্দে বিভোর হইয়া বিধাতার নিকট প্রার্থনা করিয়া সেই সময়েই বিকাশ করিয়া লইয়াছে ও কুসুমরাশি সুশোভিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আগমনাভিনন্দন করিতেছে।

বনভূমির অগণিত কুসুম ক্রোড়ে অগণিত ভ্রমর আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহারা আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া মধুপান করিয়া গুণ্ গুণ্ রবে গুঞ্জন করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের গুঞ্জনরব শুনিলে মনে হয় যেন বনভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের আগমন জানিয়া বনদেবী অগণিত বীণা বিপঞ্চী প্রভৃতি বাদন করিয়া তাঁহার অভিনন্দন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভ্রমরকুলের এতাদৃশ মধুর গুঞ্জন শুনিয়া শুকপিকাদি কলকণ্ঠ বিহঙ্গমগণ আর নির্ব্বাক্ হইয়া থাকিতে পারিল না, তাহারাও শ্রীকৃষ্ণের আগমনানন্দে মত্ত হইয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে এবং শাখা হইতে শাখান্তরে গমনাগমন করিতে লাগিল ও মধুর কাকলীরবে বনভূমি মুখরিত

তদ্‌ব্রজস্ত্রিয় আশ্রুত্য বেণুগীতং স্মরোদয়ম্। কশ্চিৎ পরোক্ষং কৃষ্ণস্য স্বসখীভ্যোঽন্ববর্ণয়ন্ ॥৩
তদ্বর্ণয়িতুমারব্ধাঃ স্মরন্ত্যঃ কৃষ্ণচেষ্টিতম্। নাশকন্ স্মরবেগেন বিক্ষিপ্তমনসো নৃপ ॥৪

করিয়া ফেলিল। ভ্রমরের গুঞ্জন এবং শুকপিকাদি কলকণ্ঠ বিহঙ্গমগণের কলকূজন একত্র মিলিত হইয়া এক অতুলনীয় মন্দ্র মধুর নাদের সৃষ্টি করিল, তাহাতে বনের সরোবর, নদী ও পর্ব্বতাদি পর্য্যন্ত প্রতিনাদিত ও প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

ব্রজরাজনন্দন, তাঁহার সমবয়স্ক গোপবালকবৃন্দ ও বলদেব সহ গোচারণচ্ছলে বনপ্রদেশে আসিয়া বনভূমির এই নয়নানন্দকর দৃশ্য দেখিয়া এবং শ্রুতিসুখকর ভ্রমরগুঞ্জনাদি শ্রবণ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। তখন তিনি বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া বনশোভা দর্শন ও বনভ্রমনাদি করিবেন বলিয়া ধেনুপাল অগ্রে লইয়া এবং গোপবালকগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বলদেবসহ বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি বনমধ্যে প্রবেশ করিলে সেখানে যেন এক অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। অগণিত কুসুমসুষমা-পরিশোভিত বনভূমি যেন আরও উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং ভ্রমরগুঞ্জন ও শুকপিকাদির মধুর কাকলী যেন মধুর হইতেও মধুরতর হইয়া উঠিল। তখন ব্রজরাজনন্দন বনমধ্যস্থ এক শিলাখণ্ডে উপবেশন করিয়া বাম জানুর উপর দক্ষিণ পদ ন্যস্ত করিয়া এবং গ্রীবা বঙ্কিম করিয়া মোহনমুরলীরন্ধ্রে অধরপল্লব সংলগ্ন করিলেন ও নীলকমলকলিকাসদৃশ অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বংশীরন্ধ্র রুদ্ধ করিয়া তাহাতে ফুৎকার প্রদান করিলেন। একে ত বনভূমি ভ্রমরগুঞ্জন ও শুকপিকাদির কূজনরবে মুখরিত হইয়াই ছিল, তাহার উপর যখন আবার ব্রজরাজনন্দনের মোহনমুরলীরন্ধ্র হইতে সেই স্থাবর জঙ্গম-মোহনকারী মধুরনাদের আবির্ভাব হইল, তখন সে বনভূমিতে যে কি প্রকার পরমানন্দের স্রোত বহিয়া গেল তাহা আর কি বলিব। ১—২

**অন্বয়ঃ**।—কাশ্চিৎ (ভাববত্যঃ) ব্রজস্ত্রিয়ঃ (শ্রীরাধাচন্দ্রাবল্যাদ্যাঃ) কৃষ্ণস্য (সর্ব্বচিত্তাকর্ষকস্য শ্রীব্রজরাজনন্দনস্য) তৎ (সর্ব্বমনোহরং) স্মরোদয়ং (মন্মথোদ্দীপকং) বেণুগীতং (বংশীনাদং) আশ্রুত্য (ঈষদপি শ্রুত্বা) স্বসখীভ্যঃ (নিজনিজপ্রিয়নর্ম্মসখীভ্যঃ, তাঃ অপি শ্রাবয়িতুমিত্যর্থঃ) পরোক্ষং (অবহিত্থয়ার্থাচ্ছাদনপূর্ব্বকং) অন্ববর্ণয়ন্ (নিরন্তরং বর্ণয়ামাসুঃ) ॥ ৩

**মূলানুবাদ**।—শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি ভাববতী ব্রজরমণীগণ দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণের সেই সর্ব্বচিত্তাকর্ষক ও কামোদ্দীপক মুরলীরব শ্রবণ করিয়া আন্তরিক ভাব গোপনপূর্ব্বক নিজ নিজ সখীগণের নিকট তাহা বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—তত্তত্র তদেব বা কৃষ্ণস্য বেণুগীতম্ অনুগীতানন্তরং নিরন্তরং বা অবর্ণয়ন্। তত্র হেতুঃ স্মরস্য উদয়ঃ প্রাকট্যং যত্র তাদৃশং যথাস্যাত্তথা আশ্রুত্য। যদ্যপি তদা তস্য বেণুবাদনবিনোদো বর্ত্তত এব, তথাপি তদানীং বয়োঽতিশয়েন শরল্লক্ষ্মীবিলাসাবলোকনেন চ দীপ্তভাবস্য তাঃ সমাকৃষ্টুং বেণুবিদ্যামভ্যস্যতস্তরা তাসাং তাদৃশত্বং জাতম্ অতএব তদানীমেব তাভিস্তদনুবর্ণনঞ্চ। আশ্রুত্য দূরতোঽপি সম্যক্ শ্রুত্বা। কলত্বেঽপি সর্ব্বব্যাপিস্বভাবাৎ। ঈষদপি শ্রুত্বেতি বা, কাশ্চিত্তদ্ভাববিশেষযুক্তাঃ শ্রীরাধাদেব্যাদ্যা ইতি সর্ব্বাসামেব ব্রজস্ত্রীণাং তচ্ছ্রবণেঽপি সর্ব্বভূতমনোহরমিতি বক্ষ্যমাণাদ্যাদীনাং বাৎসল্যাদেরেবোদয়ো নতু স্মরস্য ইতি তাঃ পরিহৃতাঃ। অতঃ স্বীয়াভ্যঃ সখীভ্যঃ শ্রীললিতাদিভ্যঃ নিজমনোবাষ্পোদ্গিরণায় তা অপি শ্রাবয়িতুমিত্যর্থঃ। স্বশব্দেন সখ্যাঃ সখ্যোঽপি ব্যাবর্ত্তান্ত ইতি। তাসাং পরমশালীনত্বং দর্শিতম্। কিং বহুনা তত্রাপি পরোক্ষম্ অর্থান্তরাচ্ছয়ঃ সাবহিত্থং যথা স্যাত্তথা ॥ ৩

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণযোঃ কর্ণিকারং বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ ॥৫
ইতি বেণুরবং রাজন্ সর্ব্বভূতমনোহরম্। শ্রুত্বা ব্রজস্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা বর্ণয়ন্ত্যোঽভিরেভিরে ॥৬

অন্বয়ঃ।—নৃপ (হে রাজন্!) তৎ (বেণুগীতং) বর্ণয়িতুম্ আরব্ধাঃ (আরব্ধবত্যোঽপি ব্রজরমণ্যঃ) কৃষ্ণচেষ্টিতং (সর্ব্বচিত্তাকর্ষকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বেণুগীতাদিময়ং চেষ্টিতং) স্মরন্ত্যঃ (অনুসন্দধানাঃ) স্মরবেগেন (মিলনেচ্ছাময়েন কামবেগেন) বিক্ষিপ্তচেতসঃ (ব্যাকুলচিত্তাঃ সত্যঃ) ন অশকন্ (বর্ণয়িতুমারব্ধা এব কিন্তু নৈব বর্ণয়িতুমশকন্ ইতি ভাবঃ)॥ ৪

মূলানুবাদ।—হে রাজন্! ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের মুরলীরবমাধুর্য্য বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি স্মরণে তাঁহার সহিত মিলনেচ্ছাময় কামবেগে বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া তাহা বর্ণনা করিতে সমর্থ হইলেন না॥ ৪

শ্রীধরটীকা।—তৎ কৃষ্ণবেণুগীতং স্মরস্তোদয়ো যস্মাৎ তদাশ্রুত্য শ্রুত্বা পরোক্ষং যথা ভবতি তথা ব্রজে স্থিতত্বাৎ॥ ৩॥ বিক্ষিপ্তমনসো ব্যাকুলচিত্তাঃ॥ ৪

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—স্মরোদয়স্য ক্রমমেবাহ তদিতি, তত্তাদৃশং পরোক্ষং যথা স্যাত্তথা বর্ণয়িতুমারব্ধাঃ আরব্ধবত্যোঽপি নাশকন্ তথাবর্ণয়িতুং নাপারয়ন্নিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—স্মরেতি। কুতঃ কৃষ্ণস্য সর্ব্বচিত্তাকর্ষকস্য চেষ্টিতং তদ্বেণুগীতময়ং স্মরন্ত্যঃ অনুসন্দধানাঃ হে নৃপতি। তৎ কথনেন স্বয়মেব ভাববিশেষপ্রাপ্ত্যা কাতর্য্যেণ কিম্বা তস্যৈব ভাববিশেষোদয়মালক্ষ্য তৎসম্বরণার্থং সম্বোধনম্॥ ৪

অন্বয়ঃ।—বর্হাপীড়ং (বর্হং ময়ূরপুচ্ছং তন্ময়ম্, আপীড়ং শিরোভূষণং যত্র তাদৃশং) নটবরবপুঃ (নটেভ্যোঽপি বরং শ্রেষ্ঠং বপুঃ শ্রীমূর্ত্তিঃ) কর্ণযোঃ (শ্রবণয়োঃ) কর্ণিকারং (পীতবর্ণমুৎপলাকারং পুষ্পং) কণককপিশং (দ্রুতসুবর্ণবৎপিশঙ্গবর্ণং) বাসঃ (বস্ত্রযুগ্মং) বৈজয়ন্তীং (পঞ্চবর্ণপুষ্পগ্রথিতাং) মালাং চ বিভ্রৎ (ধারয়ন্) অধরসুধয়া (অধরামৃতেন) বেণোঃ (হস্তস্থিতবংশ্যাঃ) রন্ধ্রান্ (ছিদ্রাণি) পূরয়ন্ (পূর্ণানি বিধাতুমিচ্ছন্) গোপবৃন্দৈঃ (শ্রীদামসুবলাদিসহচরগোপবালকৈঃ) গীতকীর্ত্তিঃ (প্রশংসিতাশেষসৌন্দর্য্যমাধুর্য্যঃ) স্বপদরমণং (কোমলস্পর্শাদিনা স্বপদয়োরাহ্লাদৈজনকং, স্বৈঃ অসাধারণৈঃ ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদিচিহ্নিতৈঃ পদৈঃ পদচিহ্নৈঃ রমণং সুশোভিতমিতি বা) বৃন্দারণ্যং (শ্রীবৃন্দাবনং) প্রাবিশৎ (প্রবিবেশ শ্রীকৃষ্ণ ইতি শেষঃ)॥ ৫

মূলানুবাদ।—(শ্রীকৃষ্ণের বেণুনাদমাধুর্য্য বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলে গোপীগণের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হইল যে) মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ বিরচিত চূড়াভরণ, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার, পরিধানে কনকবর্ণ পীতবসন ও গলে বৈজয়ন্তীমালা ধারণ করিয়া নটবরবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ, অধরসুধায় মুরলীরন্ধ্র পূরণ করিতে করিতে গোপবালকগণ কর্ত্তৃক নানাভাবে প্রশংসিত হইয়া নিজ পদচিহ্ন পরিশোভিত বৃন্দারণ্যে প্রবেশ করিলেন॥ ৫

অন্বয়ঃ।—রাজন্ (হে মহারাজ!) ইতি (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) সর্ব্বভূতমনোহরং (সর্ব্বভূতানামেব চিত্তাকর্ষকং কিমুত ভাববতীনাং ব্রজরমণীনাং) বেণুরবং (শ্রীকৃষ্ণস্য মুরলীরবং শ্রুত্বা কর্ণদ্বারেণাস্বাদ্য) সর্ব্বাঃ ব্রজস্ত্রিয়ঃ (ব্রজবাসিন্যো গোপরমণ্যঃ) বর্ণয়ন্ত্যঃ (তমেব মুরলীরবাদিকং বর্ণয়িতুং প্রবৃত্তাঃ সত্যঃ) অভিরেভিরে (হৃদাক্রান্তং কৃষ্ণং ভাবনয়া পরিরব্ধবত্যঃ; কিংবা ভাববিশেষোদয়েন অন্যোন্যং তং মত্বা পরিরব্ধবত্যঃ)॥ ৬

মূলানুবাদ।—হে রাজন্! সেই সর্বভূতমনোহর বেণুরব শ্রবণ করিয়া ব্রজবধূগণ তাহার মাধুর্য্য বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ভাবাবেশে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন ॥ ৬

শ্রীধরটীকা।—যাদৃশং কৃষ্ণস্মরণং তাসাং মনসঃ ক্ষোভকং জাতং তদাহ বর্হাপীডমিতি। নটবদ্বরং বপুর্বিভ্রৎ বৃন্দাবনং প্রাবিশৎ, কথম্ভূতং বনম্—স্বপদৈরঙ্কিতৈরমণং রতিজনকম্। গোপবৃন্দৈর্গীতকীর্ত্তিঃ। তথা বর্হময়মাপীডং শিরোভূষণং বিভ্রৎ। বর্হমাপীডো যস্মিন্ ইতি বপুষো বিশেষণং বা। বেণুবাদনমুৎপ্রেক্ষতে রন্ধ্রান্ বেণোরিতি। অতো নূনমধরসুধৈব পূর্ণাদ্বেণোরুচ্ছলন্তী গীতবৎ প্রসর্পিতুমর্হতীতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥ অভিরেভিরে বর্ণয়ন্ত্যঃ পদে পদে পরমানন্দমূর্ত্তিং কৃষ্ণং পরিরব্ধবত্যঃ ॥ ৬

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তত্তদ্ভাববিশেষাত্তদেব বিবৃণোতি বর্হেতি যুগ্মকেন। নটবরবপুরিতি। বহুব্রীহিরভেদেঽপি ভেদোপচারাৎ। বর্ণর্জ্জলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্। বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গমিতি তস্যাপি বিস্মাপকতানির্ণয়েন স্বভাবতএব তাবন্নটবরবপুঃ সর্বতদীয়কণবৃন্দবরিষ্ঠং তত্রাপি তদানীং নটবেশমিত্যর্থঃ। যদ্বা। তাদৃশবপুর্বিভ্রৎ শশ্বচ্ছোভাবির্ভাবেন পুষ্ণন্। নটবরেতি পাঠোঽপি ক্বচিদ্দৃশ্যতে। কর্ণিকারং পীতবর্ণমুৎপলাকারং পুষ্পং বৈজয়ন্তীনামপি পঞ্চবর্ণপুষ্পৈগ্রথিতা মালা তাম্। বেণোরন্ধ্রাণি অধরসুধয়া পূরয়ন্নিতি তস্যা ইব তন্নাদস্যাপি পরমমোহনত্বং সূচিতম্। বৃন্দায়া অরণ্যমিতি তদধিষ্ঠাত্র্যা তয়া শ্রীভগবতঃ ক্রীড়াবিশেষোৎসুকতামভিপ্রেত্য বিশেষতঃ সংস্কৃতমিত্যর্থঃ। অতঃ স্বৈরসাধারণৈঃ পদৈঃ সর্ব্বত্রাঙ্কিতৈঃ রমণং তস্যাঃ সর্বেষাঞ্চ সুখকরম্। যদ্বা। স্বপদযোঃ রমণং স্বতঃ প্রিয়ত্বেন রম্যকোমলধূলীপুষ্পপরাগপত্রাদিময়ত্বেন চ রতিজনকং ব্রজস্যাপি বৃন্দাবনান্তর্বর্ত্তিত্বে তদ্বহিরেব বনত্বব্যক্ত্যপেক্ষয়া বিশেষতঃ তৎপদোপাদানং গোপবৃন্দৈর্গীতা কীর্ত্তিঃ বিচিত্রসৌন্দর্য্যবৈদগ্ধ্যাদিপ্রশংসারূপা যস্য। যদ্বা। তস্য ভাববিশেষমালক্ষ্য গীতা কীর্ত্তির্গোপীনাং যস্মিন্ তাসাং সাক্ষাদস্তক্তির্লজ্জয়া মৌক্তিকহারস্বর্ণাঙ্গদাদ্যলঙ্কারস্যাবর্ণনং স্বতএব তস্য নিত্যসিদ্ধত্বাৎ। যদ্বা। বন্যবেশস্যৈব মোহনত্বাৎ। কিংবা শরৎপ্রথমদিনে বন্যবিহারবেশার্থং বনপ্রান্তমাগত্য ক্বতেন কেবলবন্যবেশেনৈব বনে প্রবেশাৎ। অত্র গোপবৃন্দৈরিতি বলদেবোঽপি গৃহীতঃ। তস্য যুগলত্বেনানুক্তিঃ শ্রীগোপীনাং শ্রীকৃষ্ণৈকনিষ্ঠত্বং তৎপরিকরত্বৈব তু তৎসাহিত্যেন বর্ণনমিতি ব্যঞ্জয়তি ইত্যুক্তপ্রকারেণ। সর্ব্বাস্তাস্বেব পৌঢবালাদিভেদেন বর্ত্তমানাঃ। অভিরেভিরে হৃদাক্রান্তং শ্রীকৃষ্ণং ভাবনয়া। কিংবা ভাববিশেষোদয়সম্মোহেনান্যোঽন্যং তং মত্বা কিংবা ভাববিশেষোদয়স্বভাবেনৈব পরস্পরং সর্ব্বা এব পরিরব্ধবত্যঃ। সর্ব্বত্রৈব হেতু সর্ব্বেষামপি ভূতানাং প্রাণিনাং মনোহরং কিমুত তাসামিতি। অভিরেভিরে ইতি পাঠস্তু চিৎসুকত্বৈব সম্মতঃ। অভিতো রতিং প্রাপুরিত্যর্থঃ। হে রাজন্নিতি পূর্ব্বোক্তনৃপেতিবৎ ॥ ৫ ॥ ৬

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীবৃন্দাবনের সেই বিবিধ বিটপিলতাদি পরিশোভিত কাননভূমির নিবিড় প্রচ্ছন্ন মধ্যভাগে শিলাখণ্ডোপরি উপবেশন করিয়া সর্ব্বাকর্ষক পরমানন্দরস-ঘন-বিগ্রহ ব্রজরাজনন্দন, যে মধুর মুরলীবাদন করিলেন, তাহার নাদমাধুর্য্যে বনস্থলীর স্থাবরজঙ্গমাদি সকলেই পরমানন্দসাগরে নিমজ্জমান ও আত্মহারা হইয়া গেল। সেই মোহন বংশীনাদ কেবল বনস্থলীতেই মাধুর্য্য ছড়াইয়া নিরস্ত হইতে পারিল না, সে পবনতরঙ্গে নাচিতে নাচিতে বনস্থলীর বহির্ভাগে আসিয়া ব্রজের প্রতি গৃহে গৃহে এবং ব্রজবাসীর প্রতি কানে কানে প্রতিনাদিত হইল এবং সকলেরই হৃদয়াভ্যন্তরে ভাবের তরঙ্গ তুলিয়া দিল।

ব্রজভূমি স্বভাবতঃই নানা ভাবের আবাসভূমি; সেখানকার নরনারী হইতে আরম্ভ করিয়া পশুপক্ষী কীট পতঙ্গাদি পর্য্যন্ত, এমন কি বৃক্ষলতা, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি স্থাবরগণ পর্য্যন্ত ভাবময় এবং সকলেই নিজ নিজ ভাবে পরমানন্দরসঘনবিগ্রহ ব্রজরাজনন্দনের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যরাশি সমাস্বাদনে নিরত। মেঘগর্জ্জনে যেমন

সমুদ্রের অপার অগাধ জলরাশি সমুচ্ছ্বসিত হইয়া তাহার বেলাভূমি প্লাবিত করিয়া দেয়, সেইরূপ কৃষ্ণ-নব-জলধরের মধুর মুরলীনাদেও ব্রজবাসীগণের ভাবসিন্ধু উচ্ছলিত হইয়া তাহাদের প্রতি-ইন্দ্রিয়ে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ভাবের বন্যা প্রবাহিত করিয়া দিল।

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চতুর্ব্বিধ ভাবেই ব্রজভূমি পরিপূর্ণ। তাহার মধ্যে ব্রজবাসিগণের অধিকাংশই সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের আধার। শ্রীদামসুবলাদি গোপবালকগণ সখ্যভাবে শ্রীকৃষ্ণকে সখা বলিয়া ধারণা করেন এবং তাঁহারা সেই ভাবেই কৃষ্ণমাধুর্য্যাস্বাদন করিয়া থাকেন। নন্দ যশোদা প্রভৃতি গোপগোপীগণ বাৎসল্যভাবে শ্রীকৃষ্ণকে পুত্রজ্ঞানে লালন পালন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাল্যমাধুরী আস্বাদন করিয়া থাকেন এবং শ্রীরাধা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি গোপবধূগণ মধুর ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণবল্লভ জ্ঞান করিয়া কৈশোর মাধুর্য্যাস্বাদন করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের রূপ-লীলাদির অপরূপ ভঙ্গি দর্শন, অঙ্গস্পর্শ, কণ্ঠরব ও বেণুনাদ শ্রবণ প্রভৃতি যে কোনও ভাবে ব্রজবাসিগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ হইলেই তাঁহাদের নিজ নিজ ভাবসিন্ধু উচ্ছ-লিত হইয়া উঠে এবং তাহাতে তাঁহাদের অন্তর বাহির প্লাবিত হইয়া যায়। ব্রজভূমিতে যে সমস্ত ধেনু মহিষাদি আছে, তাহাদেরও শ্রীকৃষ্ণে বাৎসল্যভাব, সেজন্য শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শে, রূপদর্শনে এবং বংশীনাদাদি শ্রবণে তাহাদেরও বাৎসল্যসিন্ধু উচ্ছলিত হয় এবং স্তন হইতে দুগ্ধধারা ক্ষরিত হইয়া ভূমি প্লাবিত হইয়া যায় ইহা ব্যতীত ব্রজভূমিতে যে সমস্ত পশু পক্ষী, এমন কি বৃক্ষ, লতা, নদী, পর্ব্বতাদি আছে, তাহাদের সখ্য বাৎসল্যাদি ভাববিশেষ না থাকিলেও তাহারা শ্রীকৃষ্ণের ভাবরহিত নহে; অঙ্গস্পর্শ কিংবা বংশীরব শ্রবণাদি যে কোনও ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধগন্ধ পাইলেই তাহারা পর্য্যন্ত পরমানন্দে পুলকিত হইয়া উঠে।

শরৎকালীন বনবিহার লালসায় শ্রীবৃন্দাবনের অতুলনীয় শোভাসম্পদশালী কাননমধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্রজরাজনন্দন যে পরমমোহন বংশীনাদ করিলেন, তাহাতে ব্রজবাসিমাত্রেরই হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব পরমানন্দের আবির্ভাব হইল ও তাহার মধ্যে ব্রজবধূগণের হৃদয়াভ্যন্তরে যেন কি এক নূতন ভাবের লহরী তুলিয়া দিল। বংশীবাদনকালে ব্রজরাজনন্দনের হৃদয়েও যে—কোনও এক নূতন ভাবের উদ্দীপন হয় নাই তাহাও বলা যায় না। কেননা, একেত স্বভাবতঃ পরম শোভাময় বৃন্দাবন, তাহাতে আবার শরৎকালীন শোভা, তাহাতে ব্রজরাজনন্দনেরও পৌগণ্ড বয়সের অন্তরালে নব কৈশোরভাবের প্রথম সমুদিত অরুণের কোমল-রশ্মির ন্যায় ঈষৎ প্রকাশ, তাহার পর আবার গৃহ হইতে বনে আগমন সময়ে গবাক্ষদ্বারে অবস্থিত ব্রজবধূগণের সতৃষ্ণ কুটিলদৃষ্টির সুখময় স্মৃতি—এই সমস্ত ভাবোদ্দীপক অবস্থার মিলনে স্বভাবতঃই নিত্য নব নব ভাবসিন্ধু ব্রজরাজনন্দনের হৃদয়ে যে ব্রজবধূগণের সহিত মিলনেচ্ছাময় ভাবের উদ্রেক করে নাই, তাহা কে বলিবে? কাজেই শ্রীকৃষ্ণের মোহন বংশীনাদে সকলেরই হৃদয়ে পরমানন্দের অভিব্যক্তি হইলেও আজ ব্রজবধূগণেরই ভাবের কিছু বিশেষত্ব প্রকাশ পাইল এবং তাঁহারা সেই নবভাবে বিভোর হইয়া বংশীনাদমাধুরী বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

শ্রীরাধিকা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি ব্রজরমণীগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা কিঞ্চিন্ন্যূন বয়স্কা এবং সকলেই শ্রীকৃষ্ণের শৈশব ক্রীড়ার সঙ্গিনী। বাল্যকাল হইতেই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের সহিত গাঢ় ভালবাসা আছে। তাঁহারা বাল্য-কাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্ষণকালের বিচ্ছেদও সহ্য করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহাদের বাল্যকালের ভালবাসায় স্ত্রীপুরুষ ভেদবুদ্ধি ছিল না। তাহার পর ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন স্ত্রীপুরুষ ভেদবুদ্ধি প্রকাশ হইল, তখন হইতেই তাঁহাদের প্রীতি-স্বভাবসুলভ লজ্জা-সঙ্কোচাদিও আসিতে লাগিল। তাহার পর তাঁহাদের যখন বিবাহ হইয়া গেল, তখন তাঁহারা পরবধূ হইয়া গেলেন এবং কৃষ্ণও তাঁহাদের পক্ষে পর-

পুরুষ হইয়া পড়িলেন; সুতরাং তখন আর পরস্পরের অবাধ মিলনাদি সম্ভবপর হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া ব্রজবধূগণের কৃষ্ণানুরাগ হ্রাস পাইল না, কিংবা তাঁহাদের হৃদয় হইতে কৃষ্ণের সহিত মিলনেচ্ছারও অপগম হইল না। তাঁহারা পরবধূ হইলেও কুলধর্ম্মাদি বিসর্জ্জন দিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত থাকিতেন। কৃষ্ণ যখন শ্রীদামসুবলাদি গোপবালকগণ পরিবৃত হইয়া গোচারণে যাইতেন তখন তাঁহারা গবাক্ষদ্বার হইতে কৃষ্ণমুখারবিন্দ দর্শন করিতেন এবং কৃষ্ণের বংশীনাদাদি শ্রবণ করিলে তাঁহারা একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। তাঁহাদের এই ভাব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া একেবারে চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল এবং পরিশেষে তাঁহারা ধৈর্য্য, লজ্জা, কুলশীল, মান ও ভয়াদি বিসর্জ্জন দিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

ব্রজরাজনন্দনের যে সময়ে সাত বৎসর বয়ঃক্রম, সে সময়ে শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোপবধূগণ ন্যূনাধিক ছয় বৎসর বয়স্কা। প্রাকৃত বালকবালিকাগণ সে সময়ে বাল্যাকৃতি এবং বাল্যভাব সম্পন্ন থাকিলেও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার নিত্যপ্রেয়সী ব্রজবধূগণ এই বয়সেই কিশোরাকৃতি এবং পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলনের জন্য উৎকণ্ঠাযুক্ত হইয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বনিয়ন্তা এবং সর্ব্বান্তর্য্যামি হইলেও যেমন তিনি নন্দযশোদাদি গোপগোপীগণের বাৎসল্য প্রেমাধীন হইয়া বাল্যলীলা এবং শ্রীদামসুবলাদি গোপবালকগণের সখ্য প্রেমাধীন হইয়া গোচারণপ্রসঙ্গে হৈ হৈ রব, হাস্য, লাস্য, নৃত্য, কুর্দ্দন, গোষ্ঠক্রীড়া, কন্দুকক্রীড়া প্রভৃতি পৌগণ্ড লীলারসাস্বাদন করিয়াছেন, সেইরূপ তিনি শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোপবিলাসিনীগণের কান্তাভাবময় প্রেমের (মধুররস) অধীন হইয়া নায়করূপে রাসনৃত্যাদি বিবিধ কৈশোরলীলারসাস্বাদন করিয়াছেন।

এই লীলায় সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নায়ক এবং তাঁহারই স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর ঘনীভূতমূর্ত্তি মহাভাববতী ব্রজরমণীগণ নায়িকা। (স্বয়ং ভগবান্ স্বতন্ত্র লীলারসিক শ্রীকৃষ্ণ, গোপবধূগণকে বিবাহ করিয়া তাঁহাদের পতিরূপে তাঁহাদের কান্তাভাবময় প্রেমের সেবোপহার গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াও কেন যে তিনি তাঁহাদিগকে পরবধূ সাজাইয়া এবং নিজে পরপুরুষ সাজিয়া এই পরমমধুর লীলার অবতারণা করিলেন, তাহা রাসলীলা প্রসঙ্গে আলোচিত হইবে)।

নায়ক ও নায়িকার মিলনের পূর্ব্বে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যে গাঢ় আসক্তি এবং মিলনের জন্য তীব্র উৎকণ্ঠা হয়, রসশাস্ত্রকারগণ তাহাকে পূর্ব্বরাগ বলেন—

রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শনশ্রবণাদিজা। তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে॥ (উজ্জ্বলনীলমণিঃ

পরস্পরের প্রতি গাঢ়ভাবে অনুরক্ত নায়ক ও নায়িকা, যখন মিলনোৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন মিলনের পূর্ব্বাবস্থায় পরস্পর পরস্পরের দর্শনে এবং রূপগুণাদির কথা শ্রবণে নানাবিধ ভাবের উদ্দীপনায় পরস্পরের হৃদয়ে যে এক অনির্ব্বচনীয় ব্যগ্রতা আসিয়া উপস্থিত হয়, রসবিচারপ্রাজ্ঞ মনীষিগণ তাহাকে পূর্ব্বরাগ বলেন। এই পূর্ব্বরাগে দর্শন শ্রবণাদির নানাপ্রকার ভেদ আছে, এবং ব্যগ্রতাবশতঃ নায়ক ও নায়িকার লালসা, উদ্বেগ প্রভৃতি নানাপ্রকার ভাবেরও আবির্ভাব হইয়া থাকে। (বিস্তৃতি ভয়ে তাহা এখানে সমালোচনা করা হইল না, বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা হইলে উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি রসশাস্ত্র আলোচনা করা কর্ত্তব্য।)

প্রাকৃত নায়ক নায়িকার পূর্ব্বরাগে প্রথমতঃ নায়কের ব্যগ্রতা দেখা যায়, কিন্তু অপ্রাকৃত নায়ক নায়িকা শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণের পূর্ব্বরাগে প্রথমতঃ গোপীগণেরই ব্যগ্রতা প্রকাশ হইয়া থাকে এবং সেজন্য শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনরসাস্বাদনাভিজ্ঞ মনীষিগণ প্রথমতঃ শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগই আস্বাদন ও বর্ণনা করিয়া থাকেন।

তাহার কারণ এই যে,—গোপীসহ গোপীনাথের মিলন, নায়ক নায়িকার ভাব ও রীতিতে পরিপূর্ণ হইলেও তাহা প্রাকৃত নায়ক নায়িকার কামক্রীড়া নহে। তাঁহাদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের পূর্ণরূপে মিলনবাসনা থাকিলেও তাহা প্রাকৃত কামময়ী রমণেচ্ছা মাত্র নহে। তাঁহাদের নানাবিধ হাব, ভাব, ভঙ্গি, কটাক্ষ বিলাস বিহারাদি থাকিলেও তাহা প্রাকৃত কামবিকার মাত্র নহে, গোপীসহ গোপীনাথের লীলা প্রেমমন্দাকিনীর অনন্ত নিরাবিল মধুর প্রবাহ। এই প্রবাহে সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীভগবান্ এবং প্রেমঘনবিগ্রহ গোপীগণ অনাদিকাল হইতে সুখসন্তরণ করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের এই লীলারসসিন্ধুর বিন্দুকণিকা জগতে প্রকাশিত হইয়া মরধামে অমরত্বের ছবি আঁকিয়া দেয়, অশান্ত জগতে শান্তির রেখাপাত করিয়া দেয়।

গোপীসহ গোপীনাথের লীলা—নায়ক নায়িকার কামক্রীড়ারঙ্গের পূর্ণানুকরণ হইলেও তাহা ভক্তের সহিত শ্রীভগবানের মধুর মিলন, ইহাতে নাই ভোগবাসনা, নাই আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছার পীড়ন, নাই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার প্রবল তাড়না, ইহাতে আছে,—কেবল ভক্তের পূর্ণপ্রেম এবং ভগবানের পূর্ণ কৃপা। গোপীগণের প্রেমসেবাকাঙ্ক্ষাই এই লীলায় গোপীগণকে নায়িকা সাজাইয়াছে এবং শ্রীভগবানের কৃপাই শ্রীভগবান্‌কে নায়ক সাজাইয়াছে। তাই আজ ভক্ত ও ভগবান্ প্রেম ও কৃপার অদম্য প্রেরণায় নায়ক নায়িকার মত পূর্ব্বরাগাদিক্রমে মধুর মিলনপ্রয়াসী হইয়া পরস্পর পরস্পরে প্রতি অনুরক্ত হইয়া স্বার্থ-সম্বন্ধ-গন্ধবিহীন নিরাবিল অনুরাগের অমর ছবি আঁকিয়া মরজগতে তাহারই অমর অভিনয় প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যদিও তাঁহাদের এই মহাভিনয় অনাদি অনন্ত, তথাপি আদিঅন্ত বিশিষ্ট জগৎ তাহা খুঁজিয়া পাইবে না বলিয়া পরম করুণাময় শ্রীভগবান্ তাঁহার এই আদিঅন্তবিহীন লীলার প্রথমারম্ভের অনুকরণ করিয়া জগতের জীবকে তাহার ধারণা করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। কামহত জীবগণ তাহাদের কামান্ধ দৃষ্টিতে যাহাই ধারণা করুক না কেন, তাঁহার এই লীলা, পূর্ণ প্রেমের অফুরন্ত প্রস্রবণ এবং করুণার অপার জলধি।

প্রাকৃত নায়ক নায়িকার মিলনে প্রথমতঃ নায়কের উৎকণ্ঠা প্রকাশ হয় ও তাহাতে ক্রমশঃ নায়িকার উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইয়া উভয়ের মিলন হয়। সেজন্য প্রাকৃত রসশাস্ত্রে প্রথমতঃ নায়কের পূর্ব্বরাগ বর্ণিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভক্ত ও ভগবানের মিলনের রীতি এরূপ নহে। ভক্ত ও ভগবানের মিলনে প্রথমতঃ ভক্তের প্রেম ও তাহাতে তীব্র সেবাকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হইলে, সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীভগবানের কৃপার বিকাশ হয় এবং তাহাতে ভক্ত ও ভগবানের মধুর মিলন সংঘটিত হয়। শ্রীরাধিকাদি ব্রজবিলাসিনীগণ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তচূড়ামণি, তাঁহারা মধুর রসে শ্রীভগবানের সেবা করিবার জন্য যখন পূর্ণরূপে সমুৎকণ্ঠিত হন, তখনই শ্রীভগবানের কৃপাশক্তিতে তাঁহাদের সহিত শ্রীভগবানের মিলন হয়। এইজন্য পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেবও শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজবিলাসিনীগণের কি ভাবে মিলনোৎকণ্ঠা প্রকাশ হইয়াছিল, তাহাই প্রথমতঃ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাই ব্রজবিলাসিনীগণের পূর্ব্বরাগ।

আনন্দঘনবিগ্রহ রসরাজশিরোমণি ব্রজরাজনন্দন, শরৎকালে বনভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়া ভাববতী ব্রজবিলাসিনী-গণের ভাবে ভাবিত হইয়া যে বংশীনাদ করিলেন, তাহা ব্রজবিলাসিনীগণ নিজ নিজ গৃহ হইতে শ্রবণ করিলেন। বনে বাজান বাঁশীর রব তাঁহাদের মনে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করিতে পারিল কিনা জানি না—কিন্তু তাঁহারা সুদূর গৃহকোণ হইতে যাহা শুনিলেন, তাহাতেই তাঁহারা বিবশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের সুগুপ্ত হৃদয়প্রাঙ্গণে অনঙ্গ-রঙ্গের আবির্ভাব হইয়া প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তাহার ভাববিকার ছড়াইয়া পড়িল। তখন তাঁহারা ভাবাবেগ সম্বরণ করিতে অপারগ হইয়া নিজ নিজ সখীর নিকট তাহা বর্ণনা করিয়া একটু ভার লাঘব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ব্রজবিলাসিনীগণ সকলেই ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যশালিনী এবং পরমশালীনতাময়। পরপুরুষ ব্রজরাজনন্দনে তাঁহাদের আসক্তি হইয়াছে, এই পরম গুপ্ত কথা তাঁহারা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহেন, এমন কি একথা মনে চিন্তা করিলেও সেই কুলবতী ব্রজরমণীগণের হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। কিন্তু তাই বলিয়া ত কৃষ্ণানুরাগ তাঁহাদের ছাড়িবে না, সে ক্রমশঃ এই সমস্ত ব্রজরমণীগণের হৃদয়ে নিজ পরাক্রম প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল এবং তাহাতে ক্রমশঃ ব্রজরমণীগণের ধৈর্য্য, লজ্জা, মান, ভয়, কুল, শীল প্রভৃতির মহাবন্ধন শিথিল হইতে আরম্ভ করিল।

শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব অনুরাগের নিত্য সহচর। যাহাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণানুরাগ আছে, বংশীরব তাহাদের কর্ণদ্বারা হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সুপ্ত ও গুপ্ত অনুরাগকে জাগ্রত ও প্রকাশিত করিয়া দেয়। তাই ব্রজরমণীগণও আজ শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব শুনিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। ব্রজরমণীগণের কৃষ্ণানুরাগ নিত্যসিদ্ধ এবং তাহা চিরদিন তাঁহাদের হৃদয়মন্দিরে গুপ্তভাবে অবস্থিত। শৈশবকালে বাল্যক্রীড়াচ্ছলে তাহার কিছু প্রকাশ হইলেও তাহারা যতদিন হইতে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং বিবাহান্তে পতিগৃহে আগমন করিয়াছেন, ততদিন হইতে এই অনুরাগ এমনই গুপ্তভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে, যে তাহা আর কাহারও জানিবার সাধ্য নাই। অন্যের কথা দূরে থাক্, ব্রজরমণীগণ নিজেও বোধ হয় নিজের হৃদয় খুলিয়া তাঁহাদের ধৈর্য্য লজ্জাদির অন্তরাল হইতে আর কৃষ্ণানুরাগের চিহ্ন দেখিতে পান কিনা সন্দেহ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব কর্ণে প্রবেশ করিলে আর তাঁহাদের অনুরাগের চিহ্ন প্রকাশ হইতে ক্ষণকালও বিলম্ব হয় না। বংশীরবের স্বভাবই এই যে যাহাদের হৃদয়ে "স্মর" অর্থাৎ কৃষ্ণবিষয়ক কাম থাকে, সে তাহাকে প্রকাশ করিয়া দেয়। কাষ্ঠের অন্তরালে বহ্নিকণিকা থাকিলে তাহা যেমন বংশছিদ্র নিঃসৃত বায়ুর সাহায্যে প্রবল হইয়া কাষ্ঠের মত দগ্ধ করে এবং বাহিরে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ ধৈর্য্য লজ্জাদির অন্তরালে কৃষ্ণানুরাগ থাকিলেও তাহা কৃষ্ণের বংশীফুৎকারে প্রবল হইয়া লজ্জাদি দগ্ধ করিয়া বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে। তাই আজ কৃষ্ণের বংশীরব শুনিয়া কৃষ্ণানুরাগিণীগণ একেবারে অধীরা হইয়া পড়িয়াছেন এবং নিজ নিজ অন্তরের গুপ্তকথা নিজ সখীর কাছে বলিয়া মনোবাষ্প উদ্গীরণ করিয়া একটু আশ্বস্ত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যমহোদধি ব্রজবিলাসিনীগণ কৃষ্ণানুরাগে অধীরা হইয়া পড়িলেও একেবারে তাঁহারা তাঁহাদের হৃদয়ের সমস্ত ভাব প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। মেঘগর্জন শুনিয়া সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হইলেও কেহ তাহার অন্তঃস্তল দেখিতে পায় না, কেবল-মাত্র সমুদ্রের তটই সমুদ্রের তরঙ্গাঘাত অনুভব করিতে পারে। অবশ্য তটস্থ ব্যক্তিগণও তাহার কিছু আস্বাদন পাইলেও তটের মত তাহাদের পূর্ণানুভূতি হয় না। ব্রজরমণীগণও তাঁহাদের নিজ নিজ সঙ্গিনীর সহিত মিলিত হইয়া পরোক্ষভাবে অর্থাৎ মনের কথা সাক্ষাৎ না বলিয়া কোন প্রকার আকার ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এমন ভাবে তাঁহাদের কৃষ্ণানুরাগের বিকার প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে তাঁহাদের অন্তরঙ্গা সঙ্গিনীগণও প্রকৃত ভাবে তাঁহাদের মনের কথা বুঝিতে সক্ষম হইলেন না। তাঁহারা এমন ভাবে কৃষ্ণকথালাপ করিতে লাগিলেন যে তাহার অন্য প্রকার অর্থ করিয়া অন্য ভাবেও গ্রহণ করা যাইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণের মোহনমুরলীরব শ্রবণে ভাববিকারগ্রস্তা কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজরমণীগণ নিজ নিজ প্রিয় নর্ম্মসখীগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের মোহনমুরলীরবমাধুরী বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন বটে কিন্তু তাঁহারা এতই সাবধানে তাহা বলিতে লাগিলেন, যেন ঘুণাক্ষরেও তাঁহাদের কৃষ্ণানুরাগবার্ত্তার গন্ধলেশমাত্রও তাঁহাদের অভিন্নহৃদয়া সখীগণের নিকটেও ব্যক্ত হইতে না পারে। (ব্রজরমণীগণের এই আত্মভাব গোপনের প্রয়াস কৃষ্ণপ্রেমেরই উচ্ছ্বাস বিশেষ।)

শ্রীকৃষ্ণের মোহনবেণুর শ্রবণে ভাববিকারগ্রস্তা কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজরমণীগণ, নিজ নিজ প্রিয়নর্ম্মসখীগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের মোহনমুরলীরবমাধুরী বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা এতই সাবধানে তাহা বলিতে লাগিলেন, যেন ঘুণাক্ষরেও তাঁহাদের কৃষ্ণানুগরাগবার্ত্তার গন্ধলেশমাত্রও অভিন্নহৃদয়া সখীগণের নিকটেও ব্যক্ত হইতে না পারে। (ব্রজরমণীগণের এই আত্মলাপ গোপনের প্রযাস, কৃষ্ণপ্রেমেরই উচ্ছ্বাসবিশেষ; রসশাস্ত্রকারগণ এই ভাবকে "অবহিত্থা" বলিয়া থাকেন। এই "অবহিত্থা" নির্ব্বেদ, বিষাদ প্রভৃতি তেত্রিশ প্রকার সঞ্চারী ভাবের অন্যতম।) সমুদ্র যেমন সর্বদাই তরঙ্গসমাকুল থাকে, সেইরূপ প্রেমিকের হৃদয়ও নিরন্তর নানাবিধ ভাবে সমাকুল থাকে। এই সমস্ত ভাব সমুদ্রের তরঙ্গের মত অস্থাযী। তরঙ্গ যেমন সমুদ্রবক্ষ বিক্ষুব্ধ করিয়া আত্ম-প্রকাশ করে, আবার দেখিতে দেখিতে সমুদ্রবক্ষেই বিলীন হইয়া যায, সেইরূপ প্রেমিকহৃদয়েও নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য ও অবহিত্থা প্রভৃতি ভাবের তরঙ্গ প্রকাশ হইয়া আবার দেখিতে দেখিতে সেখানেই তাহা বিলীন হইয়া যায। কপটতা, লজ্জা, ভয, গৌরব, প্রভৃতি বিবিধ কারণে "অবহিত্থা" নামক সঞ্চারীভাবের উদ্গম হইয়া থাকে। ব্রজ-রমণীগণের লজ্জা এবং "পাছে গুরুজন এই অবৈধ ভালবাসার কথা জানিতে পারেন" এই ভয বশতঃই কৃষ্ণানুরাগ গোপন করিবার প্রয়াস হইতেই অবহিত্থা নামক সঞ্চারীভাবের প্রকাশ হইয়াছে।

ব্রজরমণীগণ প্রত্যেকেই কৃষ্ণপ্রেমের এক একটি অফুরন্ত ভাণ্ডার। অগস্ত্য ঋষি যেমন পৃথিবীব্যাপী সমুদ্রকে করতলগত ও উদরস্থ করিযাছেন, ব্রজরমণীগণও সেইরূপ অপার কৃষ্ণপ্রেমপারাবারকে করতলগত ও হৃদয়স্থ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের হৃদয়স্থিত প্রেমসিন্ধুতে কখন্ যে কোন্ ভাবের তরঙ্গ উঠে, তাহা কাহারও নির্ণয় করিবার সাধ্য নাই। ক্ষণে ক্ষণে নব নব ভাবতরঙ্গের আন্দোলনে সর্ব্বদাই তাঁহাদের হৃদয আন্দোলিত হইয়া থাকে, কাজেই তাঁহারা কখনই কোন ভাবের স্থিরতা রক্ষা করিতে সমর্থ হন না। তাঁহারা অবহিত্থা ভাবে আত্মগোপন করিয়া কৃষ্ণের বংশীরবমাধুর্য্য বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু দেখিতে দেখিতে ভাবান্তরের প্রকাশ হওয়ায তাঁহারা আর অবহিত্থা ভাবে আত্মগোপন করিতে সমর্থ হইলেন না; প্রত্যুত তাঁহাদের হৃদয়পটে সেই বংশীবাদনতৎপর মদনমোহনের এমনই মধুরমূরতি ফুটিয়া উঠিল যে, তাঁহারা তাহাতে মদনতরঙ্গে ভাসিযা গেলেন এবং নযনধারাসিক্তবক্ষে ও রুদ্ধকণ্ঠে অবস্থান করিযা কৃষ্ণপ্রেমবিকারের প্রকট মূর্ত্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজরমণীগণের হৃদয়মন্দির আলোকিত করিয়া মদমোহনের যে মোহন ছবি ফুটিযা উঠিল, বাগাধিষ্ঠাত্রী দেবী বাণীও বোধ হয তাহা বর্ণনার ভাষ খুঁজিয়া পান না, তাহা কেবল ভাববতী ব্রজরমণীগণকেই ভাবরেস্থ অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যেরই ঘনীভূত মূর্ত্তি। বংশীরবমাধুর্য্য বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই ব্রজ-রমণীগণ, নিজ হৃদয়ে সেই মোহনছবির স্ফূর্ত্তি দেখিযা প্রেমাবেশে বিভোর হইয়া পড়িলেন এবং অর্দ্ধস্তিমিত প্রেমালস-নযনে দেখিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের চির আকাঙ্ক্ষার ধন, তাঁহাদেরব প্রাণের প্রাণ, তাঁহাদেরই হৃদয়বল্লভ ব্রজরাজনন্দন ব্রজের পথ উজ্জল করিয়া, সমবয়স্ক গোপবালকগণ পরিবেষ্টিত হইয়া, বাজাইতে বাজা-ইতে নৃত্যবিলাসবিনিন্দিত গতিভঙ্গিতে বনে প্রবেশ করিতেছেন। তাঁহার মস্তকে ঘন কৃষ্ণকুঞ্চিত চূর্ণকুন্তলরাজি উচ্চ চূড়াকারে নিবদ্ধ হইয়া সুশোভিত, চূড়ার উপরে নানাবিধ মণিমুক্তাখচিত চূড়াভরণ ও তাহাতে চারুশিখণ্ডাবলী অর্দ্ধচন্দ্রাকারে গ্রথিত হইয়া নবমেঘে ইন্দ্রধনুর ন্যায় শোভা পাইতেছে। নটবরবপু শ্রীকৃষ্ণকে দেখিযা ব্রজরমণীগণ প্রেমানন্দে আত্মহারা হইলেন, কিন্তু কৃষ্ণের বপু (শ্রীমূর্ত্তি) নটবরের ন্যায, কিংবা তাঁহার শ্রীমূর্ত্তিই নটবর তাহা তাঁহারা ধারণা করিতে পারিলেন না। তাঁহারা মনে করিলেন যে—ত্রিভুবনে এমন কোন্ নটবর আছে যে তাহাকে উপমান এবং কৃষ্ণবপুকে উপমেয করিয়া কৃষ্ণকে নটবরবপু বলা যাইতে পারে? "চাঁদের মত

মুখখানি" "সমুদ্রের মত গম্ভীর" "সিংহের মত বলশালী" প্রভৃতি অনেক প্রকার উপমান-উপমেয় ঘটিত কথা জগতে প্রচলিত আছে। তাহাতে 'চাঁদ' 'সমুদ্র' 'সিংহ' প্রভৃতি উপমান এবং মুখ প্রভৃতি উপমেয়। এতাদৃশ উপমান উপমেয়বাচক শব্দ প্রয়োগস্থলে দেখা যায় যে—উপমান, উপমেয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে। কৃষ্ণের বপু যদি উপমেয় হয় এবং কোনও নটবর যদি তাহার উপমান হয়, তাহা হইলে সেই নটবরকেই শ্রেষ্ঠ বলিতে হয়। কিন্তু কৃষ্ণের স্বভাবসিদ্ধ অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যাদি অপেক্ষা অধিক সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যাদি কুত্রাপি থাকিতে পারে না; অতএব কৃষ্ণবপু নটবরের ন্যায় একথা বলা যায় না। যদি কেহ বা কৃষ্ণবপুকে নটবরের ন্যায় বলিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাদের "উপমেয় অপেক্ষা উপমান শ্রেষ্ঠ" এই চিরপ্রচলিত ধারণার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, কেননা কৃষ্ণবপু যদি নটবরের ন্যায় হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে উপমান নটবর অপেক্ষা উপমেয় কৃষ্ণবপু শ্রেষ্ঠ। অতএব কৃষ্ণ বিনা অন্যত্র উপমেয় হইতে উপমান শ্রেষ্ঠ হইলেও কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, বেশ, আকৃতি, নৃত্য, গীত, অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি যখন উপমেয় হয়, তখন তাহা উপমান অপেক্ষা কোটি কোটি গুণে শ্রেষ্ঠতা লাভ করে।

কৃষ্ণানুরাগবতী ব্রজরমণীগণ, এই ভাবে কৃষ্ণমূর্ত্তির নটবরসাদৃশ্য কল্পনা করিয়া পরিশেষে মনে করিলেন যে—আমাদের নটবরশেখর শ্যামসুন্দরের অলোকসামান্য মহামাধুর্য্যনিকেতন শ্রীমূর্ত্তির সহিত কোনও অজানা নটবরের সাদৃশ্য কল্পনা করিবারই বা প্রয়োজন কি? জানিনা কোন্ অজানা জগতে এমন কোন্ অজানা নটবর আছে যে তাহার সহিত আমাদের নটবররাজ শ্যামসুন্দরের তুলনা হইতে পারে। বিশেষতঃ তাঁহার শ্রীমূর্ত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় যে, তাঁহার নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত প্রতি-অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও বসনভূষণাদি সমস্তই নটবর; সুতরাং তাঁহার বপু কোনও নটবরের মত নহে, তাঁহার বপুই নটবর। তিনি যখন সমবয়স্ক গোপবালকগণসহ ধেনুপালের পাছে পাছে বনপথে অগ্রসর হন, তখন তাঁহার নৃত্যকলা-বিনিন্দিত স্বাভাবিক গমনভঙ্গিতে চরণদ্বয় নৃত্য করে, চরণস্পর্শে পরমানন্দবিভোর মণিনূপুরদ্বয় রুনু রুনু রব করিতে করিতে নৃত্য করে, গমনবেগ-সঞ্চালিত পীতবসন নৃত্য করে, কটির কিঙ্কিণী কিনি কিনি রব সহকারে নৃত্য করে। তাঁহার পরিসর হৃদয়োপরি বনমালা নৃত্য করে, মুরলীরন্ধ্রে দশটি অঙ্গুলি নৃত্য করে, নাসাবায়ু-সঞ্চালিত হইয়া নাসাগ্রস্থিত গজমতি নৃত্য করে, খঞ্জনযুগবিনিন্দিত নয়নযুগল নানা ভঙ্গিতে নৃত্য করে, নয়ন সঞ্চালনে কর্ণান্তস্পর্শি ভ্রূযুগল নৃত্য করে, দুই কর্ণে মকরকুণ্ডল নৃত্য করে, গমনবেগে বিক্ষিপ্ত কুন্তলরাজি ললাটোপরি নৃত্য করে, চূড়ার ময়ূরপাখা নৃত্য করে। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার এই প্রকার প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নৃত্যভঙ্গি দেখিয়া ধেনুপাল নৃত্য করে, গোপবালকগণ নৃত্য করে, বনের পশুপক্ষী নৃত্য করে, বৃক্ষগণ শাখা সঞ্চালন করিয়া নৃত্য করে, লতাগণ মলয়ান্দোলনে নৃত্য করে, তরঙ্গের ছলে যমুনা নৃত্য করে। এমন কি, এই নৃত্য যে দেখে, এই নৃত্যভঙ্গির কথা যে শুনে কিংবা স্মরণ করে, তাহাদের হৃদয় পর্য্যন্ত প্রেমানন্দে নৃত্য করে। সুতরাং এমন জগৎ নাচান নটরাজের সহিত কাহারও তুলনা হইতে পারে না, কিংবা তিনি কাহারও মত নহেন, তিনি অনুপম নটবরশেখর, তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গই নটবর।

নটবরবপু শ্যামসুন্দর, বনগমনকালে কর্ণিকারপুষ্পের কর্ণাভরণ ধারণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নিরুপম কৈশোরমাধুর্য্য সমধিকরূপে উল্লসিত হইয়াছে। কর্ণিকার—উৎপলাকৃতি নাতিক্ষুদ্র পুষ্পবিশেষ; এই পুষ্প সূর্য্যোদয়কালে পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া প্রস্ফুটিত হয় এবং সূর্য্য যেমন উত্তরাবর্ত্তে কিংবা দক্ষিণাবর্ত্তে পশ্চিমাভিমুখে গমন করেন, কর্ণিকার পুষ্পও সেইভাবে সূর্য্যের দিকে সম্মুখ রাখিয়া ক্রমশঃ পশ্চিমাভিমুখ হইয়া যায়। সূর্য্য অস্তমিত হইলে কর্ণিকার পুষ্পও মুদিত হইয়া যায়। রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ, একটি কর্ণিকার লইয়া কখনও

বা বামকর্ণে, কখনও বা দক্ষিণকর্ণে ধারণ করেন, তাহাতে তাঁহার কৈশোরবয়স-সুলভ চাপল্য প্রকাশিত হয় এবং যেদিকে অট্টালিকাদির উপরিভাগে অনুরাগবতী ব্রজরমণীগণ অবস্থান করেন, সেই দিকের কর্ণে কর্ণিকারভূষণ ধারণ করায় তাঁহার ব্রজরমণীগণের উপর প্রগাঢ় প্রীতির ইঙ্গিত প্রকাশ করা হয়। ভূতলস্থিত কর্ণিকার যেমন সুদূর গগনস্থিত সূর্য্যের অভিমুখ হইয়া সূর্য্যকে অন্তরের অনুরাগ জানায়, শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ গোষ্ঠ-গমনকালে পথস্থিত হইয়াই অট্টালিকাস্থিত গোপীগণের দিকে কর্ণে কর্ণিকার ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে অন্তরের গাঢ় প্রীতি জ্ঞাপন করেন।

নটবরশেখর শ্যামসুন্দরের নবজলধরবিনিন্দিত শ্যামল অঙ্গে গলিতকণকের ন্যায় সমুজ্জ্বল পীতবর্ণ বসন দেখিলে মনে হয়, তিনি যেন গোপীগণকে বড়ই ভালবাসেন বলিয়া তাঁহাদেরই অঙ্গকান্তির অনুরূপ পীতবসনে নিজাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া তাঁহাদিগকে অন্তরের গাঢ় প্রীতি জানাইতেছেন। তাঁহার নীলমণিকবাটবৎ সুবিস্তৃত ও সমুজ্জ্বল শ্যামবর্ণ হৃদযোপরি পঞ্চবর্ণ পুষ্পগ্রথিত বৈজয়ন্তীমালার মৃদু মধুর আন্দোলন দেখিয়া গোপীগণের হৃদয়ও নব নব ভাবের আন্দোলনে আন্দোলিত হইয়া উঠে।

নটবরশেখর শ্যামসুন্দর যখন শরৎকালীন বনবিহারোপযোগী পরমমোহন বেশে সুসজ্জিত হইয়া বংশীবাদন করিতে করিতে বনপথে অগ্রসর হন, তখন তাঁহার বংশীবাদনভঙ্গি দেখিলে মনে হয়, তিনি যেন অধরসুধা দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া বংশীকে ছিদ্রহীন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহার মনের ভাব এই যে, বংশী তাঁহার নিত্য-সঙ্গিনী, সুতরাং তাহার নিশ্ছিদ্র হওয়াই উচিত। (প্রকৃতপক্ষে নিরন্তর কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিয়াও যদি কাহারও ছিদ্র থাকে, তাহা হইলে বড়ই ক্ষোভের কারণ হয়, কিন্তু কৃষ্ণসঙ্গিনী বংশীর পক্ষে স্বয়ং নিশ্ছিদ্র হওয়া সম্ভবপর নহে বলিয়া কৃষ্ণই নিজের অধরামৃত দ্বারা তাহার ছিদ্র পূরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।, শ্রীকৃষ্ণ যখন অঙ্গুলি দ্বারা নবছিদ্রসমন্বিত বংশীর আটটি ছিদ্র রুদ্ধ করিয়া তাহার মুখরন্ধ্রে পক্কবিম্বফলবিনিন্দিত নিজ অধর সংলগ্ন করিয়া ফুৎকার প্রদান করেন, তখন তাঁহার সেই অরুণ অধরজ্যোতিতে বংশীর মধ্যভাগ অরুণবর্ণ হইয়া যায় এবং নিম্নরন্ধ্র দ্বারা অরুণ জ্যোতি নির্গত হয় ও সঙ্গে সঙ্গে ভুবনমোহন নাদমাধুরী বিকাশ হইয়া স্থাবর জঙ্গম সকলকেই মোহিত ও আপ্যায়িত করে। কিন্তু হায়! তাহাতে বংশী ছিদ্রহীন হইতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত বংশী-ছিদ্রগত হইয়া নাদামৃতরূপে পরিণত হয় এবং তাহার নিম্নছিদ্র দ্বারা নির্গত হইয়া যায়। বংশীছিদ্র দ্বারা নির্গত নাদামৃতে ত্রিজগৎ আপ্যায়িত হয়, শুষ্কতরু মঞ্জুরিত হয়, শিলাখণ্ড দ্রবীভূত হয়, কিন্তু বংশী তাহাতে আপ্যায়িত হইতে পারে না, তাহার শুষ্কতার অবসান হয় না, কিংবা তাহার কঠিন অঙ্গ দ্রবীভূত হয় না। ইহাতে মনে হয় যে —জগতে অনেকেরই অনেক ছিদ্র আছে, কিন্তু কৃষ্ণ কাহাকেও নিশ্ছিদ্র করিতে চেষ্টা করেন না এবং কৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করিবার সৌভাগ্যও সকলের হয় না। বংশীর সদ্বংশে জন্ম এবং সে স্বভাবতঃ সরলা বলিয়াই বোধ হয় কৃষ্ণের সঙ্গলাভ করিয়াছে এবং কৃষ্ণ তাহাকে নিশ্ছিদ্র করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু বংশী, অন্তঃসারশূন্য বলিয়া কৃষ্ণের সঙ্গ এবং কৃপা লাভ করিয়াও নিশ্ছিদ্র হইতে পারিল না। ইহাতে মনে হয় যে—যাহারা অন্তঃসার-শূন্য, তাহারা সদ্বংশে জন্ম ও সরলতা গুণে উচ্চসঙ্গ লাভ করিলেও একমাত্র অন্তঃসারহীনতা দোষে সর্ব্ববিধ সৌভাগ্যলাভে বঞ্চিত থাকে।

নটবরশেখর শ্যামসুন্দর, এইরূপে বংশীবাদন করিতে করিতে শ্রীবৃন্দাবনের বনভূমিতে সুখ-বিচরণ করেন বলিয়া মনে হয় যে শ্রীবৃন্দাবনভূমি তাঁহার বড়ই প্রিয়তম। এই ভূমি দেখিতে আপাততঃ কঠিন মৃত্তিকাময়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডসমন্বিত এবং কণ্টকাদিযুক্ত বলিয়া মনে হইলেও তাহা শ্রীকৃষ্ণের চরণসুখকর। তাহা না হইলে শ্রীকৃষ্ণ, গোলোক বৈকুণ্ঠাদি সমস্ত ধাম অপেক্ষা মধুরতর লীলাবিলাস করিয়া এই ভূমিকে কৃতার্থ

করিবেন কেন ? প্রায় সমস্ত ধামেই শ্রীভগবান্, বাহন-পৃষ্ঠে, রত্নসিংহাসনে কিংবা পাদুকাচ্ছাদিত চরণে অবস্থান করেন, কিন্তু তিনি শ্রীবৃন্দাবনে গোচারণচ্ছলে উন্মুক্তচরণে পদব্রজে বিচরণ করেন এবং ধ্বজবজ্রাঙ্কুশচিহ্নশোভিত চরণচিহ্নে শ্রীবৃন্দাবনভূমি অলঙ্কৃত করেন।

ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, শরৎকালীন বনশোভাদর্শন ও গোচারণ প্রসঙ্গে যখন ভাগ্যবতী বৃন্দাবনভূমির বক্ষে চরণস্পর্শ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করেন, তখন তাঁহার বয়স্য গোপবালকগণ, তাঁহার চারিদিকে মণ্ডলাকারে পরি-বেষ্টিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করেন এবং উচ্চকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যকলাবিনিন্দিত গমনভঙ্গি, বেণুবাদনমাধুর্য্য ও হাস্য লাস্য নৃত্য কুর্দ্দনাদির উচ্চ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণানুরাগবতী ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে যখন তাঁহার সঙ্গে মিলনোৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হইয়া পড়েন, তখন তাঁহারা নিজনিজ প্রিয় নর্ম্মসখীগণসহ একান্তে মিলিত হইয়া সেই বিশ্বমোহনের বিশ্বমোহিনী বংশীর মাধুরী বর্ণনা করিয়া কথঞ্চিৎ হৃদয়ের ভার লাঘব করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বংশীরবমাধুর্য্য বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইবামাত্র তঁহাদের হৃদয়ে বংশীধারীর নিরুপম রূপমাধুরী স্ফূর্ত্তি হওয়ায় তাঁহারা একেবারে পাষাণমূর্ত্তির মত নিস্পন্দ হইয়া যান এবং বংশীনাদমাধুর্য্য বর্ণনায় অক্ষম হইয়া নিতান্ত বিক্ষিপ্তচিত্তে কালাতিপাত করেন।

ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব এবং গোপবালকগণ সহ গোচারণচ্ছলে বনভূমিতে উপস্থিত হইয়া বনভূমির শরৎকালীন শোভাদর্শনে ভাববিবশ হইয়া যখন বেণুবাদন করেন, তখন সেই মোহন বেণুনাদশ্রবণে সর্ব্বভূতেরই কি যেন এক পরিমাণনির্ব্বচনীয় বিকারদশা উপস্থিত হয়। কি স্থাবর, কি জঙ্গম, শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদে বিকারপ্রাপ্ত না হয় এমন কোনও জীব কিংবা কোনও বস্তু শ্রীবৃন্দাবনে নাই। শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদে শুষ্ককাষ্ঠে পল্লবোদ্গম হয়, শিলা বিগলিত হয়, পশুপাখী মুগ্ধ হইয়া চিত্রলিখিতবৎ নিস্পন্দরূপে অবস্থান করে, যমুনার জল, স্তব্ধ ও স্ফীত হইয়া উঠে, বনের পশু লোকালয়ে এবং লোকালয়স্থিত নরনারী বনাভিমুখে ধাবিত হয়—এইরূপ বিবিধ পরমাদ্ভুত বিকার বিবিধ জীবে এবং বিবিধ বস্তুতে পরিলক্ষিত হয়। গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার বিদগ্ধমাধব নাটকে বর্ণনা করিয়াছেন—

রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপরঃ কুর্ব্বন্ মুহুস্তুম্বুরুম্। ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্ বিস্মাপয়ন্ বেধসম্॥
ঔৎসুক্যাবলিভির্বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্। ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ॥

ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবৃন্দাবনভূমিতে উপস্থিত হইয়া যখন মোহন বেণুবাদন করেন, তখন সেই বেণুনাদে মেঘের গতিরোধ হয়, সঙ্গীতাচার্য্য গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠ তুম্বুরু চমৎকৃত হন, সনকসনন্দনাদি ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ তাঁহাদের চিরাবলম্বিত তত্ত্বধ্যান হইতে বিচলিত হন, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মনে বিবিধ বিস্ময় সঞ্চারিত হয়, সুতলবাসি বলিরাজার হৃদয়ে নানাবিধ বাসনা জাগিয়া তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া দেয়, ভূধারী শেষনাগের মস্তক বিঘূর্ণিত হয়—এইভাবে ব্রহ্মাণ্ডকটাহ আলোড়িত করিয়া এই পরমমোহন বংশীনাদ ত্রিজগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব এইরূপে সর্ব্বভূতমনোহর হইলেও শ্রীকৃষ্ণের সহিত যাহার যে-ভাবের সম্বন্ধ আছে, বংশীরবে তাহার সেই ভাবেরই পরিস্ফূর্ত্তি এবং অসীমভাবে বিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। যাহাদের শ্রীকৃষ্ণের সহিত সখ্য বাৎসল্য মধুরাদি কোন প্রকার ভাবের বন্ধন নাই, তাহাদের কেবলমাত্র বংশীরবের মধুরতা স্ফূর্ত্তি হয় এবং সেই মাধুর্য্যসাগরে মনঃপ্রাণ ডুবাইয়া তাহাদিগকে মুগ্ধ ও জড়ীভূত করিয়া দেয়। যাঁহারা সখ্য বাৎসল্য মধুরাদি ভাবের বন্ধনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ আছেন, বংশীরব তাঁহাদের কর্ণগত হইবামাত্র ভাবসিন্ধু আলোড়িত করিয়া তাঁহাদিগকে অপরিসীম উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল করিয়া কি যেন এক অভিনব ভাবে মাতাইয়া দেয়। অনুরাগবতী ব্রজরমণীগণের ত কথাই নাই, তাঁহাদের পূর্ব্বরাগজনিত মিলনেচ্ছাময় মহাভাব-ভাবিত

শ্রীগোপ্য উচুঃ।

অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্বয়স্যৈঃ।
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণুজুষ্টং যৈর্বা নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষম্॥ ৭॥

অন্তরের অন্তস্থলে যখন কর্ণদ্বার দিয়া বংশীরব-মাধুর্য্যধারা প্রবিষ্ট হয়, তখন তাঁহারা একেবারে আত্মহারা হইয়া যান এবং মিলনবাসনাময়ী উৎকণ্ঠার প্রবল তাড়নে অভিভূত হইয়া পড়েন। এই জন্যই তাঁহারা বংশীরব শ্রবণ মাত্রই নিজ নিজ সখীর সহিত একান্তে মিলিত হইয়া অব্যক্ত এবং সুগুপ্ত হৃদয়ের ভার লাঘব করিবার জন্য বংশীরবমাধুরী বিষয়ক আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু বংশীরবের কথা মনে হইতে না হইতেই তাঁহাদের হৃদয়াভ্যন্তরে বংশীধারীর যে মোহনমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে, তাহাতে আর তাঁহাদের মুখে বাক্য নিঃসরণ হয় না; তাই তাঁহারা ভাবের বন্যায় ভাসিতে ভাসিতে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন এবং নির্ব্বাক্ ইঙ্গিতে হৃদয়ের ভাব ফুটাইয়া ভাবের সাগরে ডুবিয়া যান।

এইভাবে কিয়ৎকাল ভাবের আবেগে স্তব্ধপ্রায় থাকিয়া কোন প্রকারে ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক অনুরাগবতী ব্রজরমণীগণ আবার বংশীরবমাধুর্য্য বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রত্যেকের অগোচরে প্রত্যেকেই হৃদয়াভ্যন্তরে প্রকটিত শ্রীকৃষ্ণের মোহনমূর্ত্তির মোহন ভঙ্গিতে বিবশ হইয়া অন্তরে অন্তরে প্রত্যেকেই তাঁহার নিবিড়ালিঙ্গন-পাশবদ্ধ হইয়া কি যেন এক অভিনব ভাবে গড়া মূর্ত্তিতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কেহ বা নিজ সম্মুখবর্ত্তিনী নিজ সখীকেই কৃষ্ণজ্ঞানে আলিঙ্গন করিয়া কৃষ্ণমিলনানন্দসিন্ধু-তরঙ্গে ভাসমান হইতে লাগিলেন। কেহ বা নিজ সখীর কাণে কাণে প্রাণের এই গুপ্তকথা বলিতে গিয়া ভাবাবেশে তাঁহাকেই আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। কেহ বা নিজ সখীর মুখে নিজেরই প্রাণের কথা শুনিয়া আনন্দে অধীরা হইয়া "সখি! আমি যাহা ভাবিতেছিলাম, তুমি সেই কথাই বলিতেছ, আমার মনের সুগুপ্তকথা তুমি কেমন করিয়া জানিতে পারিলে?" এই প্রকার নানাকথা বলিয়া প্রণয়াবেশে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। অনুরাগবতী ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের বংশীরবশ্রবণে এই প্রকার নানাবিধ ভাবের বন্যায় ভাসিয়া নানাবিধ অভিনব ভাবের জীবন্ত অভিনয় করিতে লাগিলেন॥ ৩—৬

**অন্বয়ঃ।**—সখ্যঃ (হে বয়স্যাঃ!) বয়স্যৈঃ (শ্রীদামসুবলাদিগোপবালকৈঃ সহ) পশূন্ (গবাদীন্) অনুবিবেশয়তোঃ (পশ্চাৎস্থিত্বা সঙ্কেতমধুরশব্দাদিনা বনাৎ বনান্তরং প্রবেশয়তোঃ) ব্রজেশসুতয়োঃ (ব্রজরাজপুত্রয়োঃ শ্রীকৃষ্ণবলদেবয়োঃ) অনুবেণুজুষ্টং (অনু নিরন্তরং বেণুনা সেবিতম্) অনুরক্তকটাক্ষমোক্ষং (অনুরক্তজনেষু কটাক্ষাণাং মোক্ষো যত্র তাদৃশং স্নিগ্ধকটাক্ষবিসর্গমিত্যর্থঃ) বক্ত্রং (বদনং) যৈঃ (মহাসৌভাগ্যবদ্ভিঃ) নিপীতং (নয়নদ্বারা সমাস্বাদিতং, তেষামেব) অক্ষণ্বতাং (চক্ষুষ্মতাং) ইদং (ব্রজেশসুতয়োর্বক্ত্রনিপানমেব) ফলং (সাফল্যং জাতং) পরং (ইতোঽন্যৎ) ন বিদামঃ (এতস্মাদন্যৎ কিমপি চক্ষুষঃ ফলমস্তীতি নৈব সম্ভাবয়ামঃ)॥ ৭

**মূলানুবাদ।**—গোপীগণ বলিলেন—হে সখীগণ! শ্রীদামসুবলাদি গোপবালকবৃন্দ পরিবেষ্টিত হইয়া ধেনুপালের পশ্চাতে থাকিয়া যাঁহারা বিবিধ সঙ্কেত এবং মধুর শব্দাদি দ্বারা তাহাদিগকে বন হইতে বনান্তরে পরিচালনা করিয়া থাকেন, সেই ব্রজরাজপুত্র শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের মুরলীসেবিত ও স্নিগ্ধ কটাক্ষসমন্বিত বদনমাধুর্য্য যাহারা নয়ন দ্বারা আস্বাদন করিয়াছে, তাহাদেরই নয়ন সার্থক; ইহা ব্যতীত নয়নের আর কোনও সার্থকতা আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না॥ ৭

**শ্রীধরটীকা।**—অনুবর্ণনমেবাহ অক্ষণ্বতামিতি ত্রয়োদশভিঃ। অক্ষণ্বতাং চক্ষুষ্মতাং তাবদিদমেব ফলং প্রিয়-

দর্শনং পরমন্যন্ন বিদামো ন বিদ্ম ইত্যর্থঃ। তচ্চ ফলং সখিভিঃ সহ পশূন্ বনং প্রবেশয়তো রামকৃষ্ণয়োর্বক্ত্রং বৈর্নিপীতং তৈরেব জুষ্টং সেবিতং নান্যৈরিত্যর্থঃ। কথম্ভূতং বক্ত্রম্? অনুবেণু বেণুমনু বর্ত্তমানং তং বাদয়ৎ। তথা অনুরক্তকটাক্ষমোক্ষং স্নিগ্ধকটাক্ষবিসর্গম্। অথবা বৈর্নিপীতং তয়োর্বক্ত্রং তৈর্যজ্জুষ্টম্ ইদমেব অক্ষণ্বতামক্ষ্ণোঃ ফলমিতি॥ ৭

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—শ্রীগোপ্য উচুরিতি তেষামসম্মতং লক্ষ্যতেঽনুবর্ণনমেবাহেতি লিখিতত্বাৎ। পুনরুক্তত্বেন একত্রাযোগ্যত্বেন চ তদনর্হাৎ। কিন্তু স পাঠঃ সর্ব্বত্রৈব দৃশ্যতে। যাসাং বুধ্যেত বাগর্থৌ যাসামেব প্রসাদতঃ। গোপীঃ প্রপদ্যে তা যাভিঃ স গম্ভীরাশয়ো জিতঃ। অথ পূর্ব্বোক্তানুসারেণাঽবহিত্থয়া রাগসংবৃতমেব বর্ণয়ন্ত্যোঽপি স্বভাবব্যঞ্জিতার্থবিশেষেণ তথা ন শেকুরিতি দর্শয়তি অক্ষণ্বতামিতি। তত্র তেষাং ব্যাখ্যাসঙ্গতিঃ ক্রিয়তে, চক্ষুষ্মতাং তাবদিদমেব ফলং বিদ্মঃ, পরমন্যৎ প্রিয়দর্শনমপি ফলং ন বিদ্মঃ। নন্বিদমিতি কিং? তত্রাহ নিপীতমনুভূতম্। জুষ্টম্ আস্বাদিতম্। অথবেতি বৈর্নিপীতং তয়োর্ব্বক্ত্রং তৈর্যৎ জুষ্টং তদিদমেব তেষামক্ষ্ণোঃ ফলমিত্যর্থঃ। উভযত্র তেষামেবাস্বাদবিষয়ত্বাদিতি অন্যে কথং বোধয়িতুং শক্যন্ত ইতি ভাবঃ। কিঞ্চ। বিশেষতয়া নির্দ্দেশমকৃত্বা প্রথমমিদন্তয়ৈব নির্দ্দেশঃ, স্বগোপ্যত্বেন সহসা নামপ্রকাশনাযোগ্যত্বাৎ। যদ্বা। প্রেমভরোদয়বৈবশ্যেন সদ্যস্তদ্বিশেষনির্দ্দেশাশক্তেঃ। পশূনিত্যাদিনা তথা তস্য চান্যৈঃ সহিতস্যান্যদাঽন্যথা বা দর্শনমপীতি বিবক্ষিতম্। তচ্চাক্ষ্ণোঃ ফলং ন বিদ্মঃ বয়মিতি অজ্ঞজনাত্বজ্ঞানস্তু নাম ইত্যর্থঃ. এষা সোল্লুণ্ঠোক্তিঃ। অতোঽস্মাকং চক্ষুঃসাফল্যং ন কিমপি বৃত্তং, তদানীং তথা তদ্দর্শনাভাবাদিত্যর্থঃ। যদ্যপি যত্র তত্র যদা তদা যেন তেন প্রকারেণ তদ্বক্ত্রজোষণমেব চক্ষুঃফলং, ব্রজান্তস্ত তাসাং তৎ সুষ্ঠু ফলত্যেব, তথাপি বনবিহার তথা তদ্দর্শনৌৎসুক্যেন তথোক্তম্। অয়মেব হি নির্ভরপ্রেম্নোঽতৃপ্ত্যার্ত্তিবিশেষলক্ষণঃ স্বভাবঃ। হে সখ্য ইতি যুষ্মাভিরেতন্নিতরাং জ্ঞায়ত এবেতি ভাবঃ। অনু পশ্চাৎ স্থিত্বা বনাদ্বনান্তরং বা বিশেষেণ প্রবেশনসঙ্কেতমধুরশব্দাদিনা প্রবেশয়তোঃ। ব্রজেশৌ শ্রীনন্দবসুদেবৌ বসুদেব ইতি খ্যাতো গোষু তি-তি ভূতল ইত্যাদি শ্রীহরিবংশোক্তানুসারেণ বসুদেবস্যাপি বহুলগোসমৃদ্ধেঃ। অথবা ব্রজেশো গোপরাজঃ শ্রীনন্দ এব তস্য সুতয়ো শ্রীবলদেবস্যাপি তৎসুতত্বব্যবহারো দর্শিত এব। ভ্রাতর্মম সুত ইত্যাদৌ তাতং ভবন্তং মন্বান ইতি শ্রীবসুদেবোক্তেঃ। অতএব তস্য পুনর্ব্রজাগমনে রামোঽভিবাদ্য পিতরাবাশীর্ভিরভিনন্দিত ইতি বক্ষ্যতে চ। অথ স্মরন্ত্যঃ কৃষ্ণচেষ্টিতমিতি দর্শিতম্। স্বভাবব্যঞ্জিতার্থো যথা ব্রজেশসুতয়োর্মধ্যেঽনুপশ্চাৎ বণুজুষ্টং বক্ত্রং বৈর্নিপীতম্। শ্রীকৃষ্ণস্য বক্ত্রমেব বেণুজুষ্টতয়া পশ্চাদ্ভাবেন কনিষ্ঠতয়া চ প্রসিদ্ধম্। অতএবৈকত্বম্। নিতরাং পীতমিত্যনেন বক্ত্রস্য সুধাময়চন্দ্ররূপকত্বং ধ্বন্যতে। বৈ প্রসিদ্ধম্। যদ্বা। ছন্দসি ব্যবহিতাশ্চেতি ন্যায়েন অনু নিরন্তরং বেণুনা জুষ্টং সেবিতমিতি। অথবা বৈ শব্দঃ সমুচ্চয়ে। গানিনামনুতাপং বৈ ইতিবৎ। বেতি পাঠোঽপি ক্বচিৎ। বৈর্নিপীতং সাদরং সম্যক্ দৃষ্টং তথা স্নিগ্ধকটাক্ষমোক্ষং যথা স্যাত্তথা জুষ্টঞ্চ। যদ্বা। অনুরক্তজনানাং যুষ্মাকং কটাক্ষমোক্ষো যস্মিন্। যদ্বা। অনুরক্তজনেষু কটাক্ষমোক্ষো যস্য তদিতি সেবায়াং সুখবিশেষসম্পত্তিহেতুঃ। তেষামক্ষণ্বতাম্ ইন্দ্রিয়বতাম্ ইদং নিপানং জোষণঞ্চৈব ফলং সর্ব্বেন্দ্রিয়সাফল্যং বিদ্মঃ, নচান্যৎ কিমপি। তন্নিপানাদিরূপস্য পরমফলরূপতয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়কর্ম্মসাফল্যসিদ্ধেঃ। অয়মপি নিগূঢোঽভিপ্রায়ঃ, ইদমেব পরং কেবলং ফলং ন বিদ্মঃ, কিং তৎ জুষ্টং প্রীত্যা দৃষ্টং যৎ। তর্হি কিমন্যৎ ফলং তদাহুঃ বৈরধরামৃতপানদ্বারা নিপীতং তেষাং যন্নিপানরূপং ফলমিদমেবেতি। যদ্বা। বক্ত্রং জুষ্টং যৎ ইদমেব চক্ষুষ্মতাং চক্ষুঃফলম্। অর্থে বৈ শব্দঃ। বৈস্তু জনৈঃ রসনেন্দ্রিয়ৈর্বা নিপীতং তেষাং ফলং বক্তব্যমিতি শেষঃ। তৎস্মরণমাত্রেণ বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠতয়া ব্যক্তং বক্তুমশক্তেঃ, কিম্বা বিদগ্ধজনবর্গপূজ্যপাদানাং তাসাং প্রেমোক্তিগাম্ভীর্য্যস্যৈব তাদৃশস্বভাবাৎ। অন্যৎ সমানম্॥ ৭

চূতপ্রবালবর্হস্তবকোৎপলাজ-, মালানুপৃক্তপরিধানবিচিত্রবেশৌ।
মধ্যে বিরেজতুরলং পশুপালগোষ্ঠ্যাং রঙ্গে যথা নটবরৌ ক্ব চ গায়মানৌ ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—চূতপ্রবালবর্হস্তবকোৎপলাব্জমালানুপৃক্তপরিধানবিচিত্রবেশৌ ( চূতস্য আম্রস্য প্রবালঃ নবপল্লবঃ, বর্হং ময়ূরপুচ্ছং, স্তবকঃ পুষ্পগুচ্ছশ্চ চূড়ায়াম্, উৎপলং কর্ণিকারপুষ্পঞ্চ কর্ণযোঃ, অব্জং লীলাকমলঞ্চ দক্ষিণকরে, মালা বৈজয়ন্তীনাম পঞ্চবর্ণপুষ্পগ্রথিতমালা চ গলদেশে, তথা অনুপৃক্তে ঈষদন্তরান্তরতঃ সংযুক্তে, পরিধানে নীলপীতাম্বরে চ, তৈঃ বিচিত্রঃ পরমমনোহরঃ বেশঃ যয়োঃ তৌ তথা ) ক্ব চ ( কদাচিচ্চ ) পশুপালগোষ্ঠ্যাং ( পশুপালানাং গোপালন-রতানাং গোপবালকানাং মণ্ডল্যাং ) মধ্যে গায়মানৌ ( গায়ন্তৌ রামকৃষ্ণৌ ) রঙ্গে ( রঙ্গস্থলে ) নটবরৌ যথা (-নটবরাবিব ) অলং ( অত্যর্থং ) বিরেজতুঃ ( শুশুভাতে ) ॥ ৮

মূলানুবাদ।—ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব যখন নব নব আম্রপল্লব, ময়ূরপুচ্ছ এবং পুষ্পস্তবকে চূড়া বিভূষিত করিয়া এবং কর্ণে কর্ণিকার, দক্ষিণহস্তে লীলাকমল, গলদেশে বৈজয়ন্তীমালা ও কটিতটে পীত ও নীল বসন ধারণ করিয়া বিচিত্র বেশে সুসজ্জিত হন এবং কখন কখন গোপবালকগোষ্ঠী মধ্যে অবস্থিত হইয়া নৃত্যগীতাদি করেন, তখন রঙ্গস্থলগত নটবরের ন্যায় তাঁহাদের কি যেন এক অতুলনীয় শোভার বিকাশ হইয়া থাকে ॥ ৮

শ্রীধরটীকা।—অন্যা আহুঃ চূতেতি। চূতপ্রবালাদীনাং চিত্রাভির্মালাভিরনুপৃক্তে ঈষদন্তরান্তরতঃ সংযুক্তে পরিধানে নীলপীতাম্বরে তাভ্যাং বিচিত্রো বেশো যযোস্তৌ। ক্ব চ কদাচিৎ পশুপালগোষ্ঠ্যাং গোপালসভায়াং মধ্যে অলমত্যর্থং বিরেজতুঃ। অহো গোপানাং পুণ্যমিতি ভাবঃ ॥ ৮

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তদেবমপ্যর্থান্তরেণ নিজভাবস্য ব্যক্তিং বিতর্ক্য পুনর্বাচাবধানেন দ্বিতীয়পদ্যে তাম্ অপলেপুঃ। পুনস্তু পরমস্মরবেগেন তৃতীয়ে ন শেকুঃ। চতুর্থাদৌ কিঞ্চিদপি শেকুরিত্যাহ পঞ্চভিঃ। চূতস্য প্রবালো নবপল্লবঃ। স্তবকঃ পুষ্পগুচ্ছঃ। তত্র চূতপল্লবো বর্হং স্তবকশ্চশীর্ষে। উৎপলং তদন্তঃ কোষঃ কর্ণয়োঃ। অব্জং লীলাকমলং দক্ষিণে করে। এতানি চ মালানুপৃক্তপরিধানানি চ যানি তৈর্বিচিত্রবেশৌ। পশুপালানাং গোষ্ঠ্যাং মণ্ডল্যাং তত্রাপি মধ্যেঽতো বিশেষেণ তেষু পৃথক্ পৃথক্ তত্তচ্ছোভাপ্রকটনেন। কিম্বা বিবিধং রেজতুঃ শুশুভাতে। যথা নটবরৌ রঙ্গে বিরাজেতে ইত্যাদি দৃষ্টান্তেন তয়োর্নৃত্যাদিকং স্বাচ্ছন্দ্যসুখাদিকঞ্চ গোপানামপি তাদৃশবেশবৈদগ্ধ্যাদিকং বাদ্যাদিপরত্বঞ্চ ধ্বন্যতে। অন্যথা নৃত্যাদিশোভায়া অসম্পত্তেঃ। ক্ব চ কদাচিদিতি ক্রীড়াবেশেন সদা মধ্যেঽনবস্থানাৎ। অলমিতি ব্রজমধ্যে তু বিবিধসঙ্কোচেন তাদৃশগানাদ্যভাবাৎ বিরাজমানতাসম্পত্তেঃ। অথবা অত্র পদ্যপঞ্চকে সর্ব্বাসামেব তাসাং বাক্যত্বেন ক্রমতঃ সর্ব্বশ্লোকানাং মিথঃ সম্বন্ধঃ কার্য্যঃ। তথাহি। অতো গোপানামেব তেষাং চক্ষুঃ-সাফল্যং, তদানীং তথা তদ্বক্তৃদর্শনাৎ ইতি পূর্ব্বশ্লোকাভিপ্রায়ঃ। ন কেবলং তেষাং তদ্দর্শনমাত্রং বনমধ্যে বন্য-বিচিত্রবেশযোস্তযোর্নিজমণ্ডলীমধ্যে স্বাচ্ছন্দ্যেন নৃত্যগীতাদ্যনুভবশ্চ সুখং স্যাদিত্যাহুশ্চূতেতি। গায়মানৌ গায়ন্তৌ। যদ্বা। গায়েন গানেন মানঃ পূজা যযোঃ সর্ব্বতো বিশিষ্টগানাৎ। ক্বচেত্যস্যাত্রৈব বান্বয়ঃ। নৃত্যাদ্যাবেশেন সদা গানাকরণাৎ। যদ্বা। ক্বচিদ্‌গায়মানে মানঃ আবাভ্যাং সমো যুস্মাসু কো গায়কোঽস্তি অত্রাগত্য হন্ত গায়ত্বিত্যাদি-প্রকারো গর্ব্বো যয়োস্তৌ, অয়ঞ্চ ক্রীড়ামাধুরীবিশেষঃ। অতো গোপা এব ধন্যা তেন প্রকারেণ তয়োরস্মন্মধ্যেঽত্র লোকভয়াদিনা স্বচ্ছন্দাবস্থানাদ্যসিদ্ধেঃ। এবমগ্রেঽপি বাক্যশেষ উহ্যঃ। তদ্ধেতুর্লিখিত এব ॥ ৮

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীকৃষ্ণের মোহনমুরলীনাদ শ্রবণে তাঁহার সহিত মিলনলালসাবিহ্বলা ব্রজ-রমণীগণ নিজ নিজ প্রিয় নর্ম্মসখীগণের সহিত নির্জ্জন গৃহকোণে মিলিত হইয়া বনপথের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি সঞ্চারণ করিতে করিতে মুরলীরবমাধুরী বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণের মোহনমূর্ত্তি ভাবনা-প্রভাবে

কিয়ৎকাল রুদ্ধকণ্ঠে নির্ব্বাক্ নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিলেন, পরিশেষে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া অন্তরের ভাব অন্তরে গোপন রাখিয়া অবহিত্থাগুপ্ত ভাষায় কোন প্রকারে ইঙ্গিত-ভঙ্গিতে কৃষ্ণমাধুর্য্য বর্ণন করিতে লাগিলেন।

ভাবগাম্ভীর্য্যশালিনী কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজরমণীগণ তাঁহাদের ভাবোচ্ছ্বাসব্যাপ্ত হৃদয়ের প্রতিধ্বনিরূপে যাহা কিছু বলিলেন, তাহা তাঁহাদের কৃপা ব্যতীত কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। সেই জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী টীকায় "অক্ষণ্বতাং ফলমিদং" প্রভৃতি শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রারম্ভে বলিয়াছেন—

যাসাং বুধ্যেত বাগর্থো যাসামেব প্রসাদতঃ। গোপীঃ প্রপদ্যে তা যাভিঃ স গম্ভীরাশয়ো জিতঃ॥

একমাত্র যাঁহাদের কৃপাবলেই যাঁহাদের বাক্যের অর্থজ্ঞান হওয়া সম্ভবপর, সেই গোপীগণের চরণে শরণাগত হইলাম। তাঁহাদেব কথা আর কি বলিব, পরমগম্ভীরাশয় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রেমে নিরন্তর বশীভূত হইয়া অবস্থান করেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীরাধিকার স্বরূপ বর্ণন প্রসঙ্গে উক্ত আছে যে—"জগৎমোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী। অতএব সকলের পরা ঠাকুরাণী"॥ রূপ, গুণ, লীলা, স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য প্রভৃতি সর্ব্বভাবেই যিনি জগৎকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন, পরমপ্রেমবতী কৃষ্ণপ্রেমিকা বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকা, প্রেমবশে সেই জগৎ-মোহন কৃষ্ণকেও মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন, অতএব তিনিই পরাৎপরা এবং তিনি সর্ব্বজগতের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের ঠাকুরাণী।

যাহা হউক, কৃষ্ণগতপ্রাণা কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজরমণীগণ নিজ নিজ প্রিয়নর্ম্মসখীগণের নিকটে কৃষ্ণের মুরলীরবমাধুরী বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও প্রত্যক্ষভাবে নিজের মনের কথা ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। তাঁহারা যে কৃষ্ণকে ভালবাসেন এবং কৃষ্ণের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষায় তাঁহারা যে একেবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা তাঁহাদের সমবাসনাযুক্ত অভিন্নহৃদয়া প্রিয়নর্ম্মসখীগণের নিকটে ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠাবোধ হয়। তাই তাঁহারা কেবলমাত্র কৃষ্ণেরই মাধুর্য্য বর্ণনা না করিয়া কৃষ্ণ ও বলরামের মাধুর্য্য বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে তাঁহাদের কৃষ্ণেব সহিত যে প্রাণের সম্বন্ধ আছে এবং কৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য যে তাঁহারা সর্ব্বদাই সতৃষ্ণ, তাহা ব্যক্ত হইতে পারিল না। যদিও সমবাসনাবিশিষ্ট প্রিয়নর্ম্মসখীগণের নিকট কৃষ্ণানুরাগ আচ্ছাদন করা সম্ভবপর নহে, তথাপি প্রেমস্বভাবজনিত লজ্জাধৈর্য্যাদির প্রেরণায় তাঁহারা আত্ম-গোপনের প্রয়াস পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না।

কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজরমণীগণ নিজ নিজ সখীর নিকট মৃদু মধুর স্বরে বলিলেন, সখি! যাহাদের নয়ন আছে, তাহাদের নয়নের এই-ই সার্থকতা। পরমপ্রেমভরবিবশা গোপীগণ প্রথমতঃ নয়নের সার্থকতা কিসে হয়, তাহা ব্যক্ত করিতে অক্ষম হইয়া বলিলেন, "নয়নের এই-ই সার্থকতা"; অথবা তাঁহারা যেন তাঁহাদের নয়নসার্থককারী বস্তুটির বিশেষত্ব ধারণা করিতে অপারগ হইয়া কেবলমাত্র "এই" বলিয়াই তাহা ইঙ্গিতে প্রকাশ করিলেন। তাহার পর তাঁহারা ক্রমশঃ একটু ধৈর্য্য ধারণ করিয়া বলিলেন, সখি! যাঁহারা ঐ ধেনুপালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নানা-বিধ সঙ্কেত ও মধুর শব্দ করিতে করিতে তাহাদিগকে বনে প্রবেশ করাইতেছেন, যাঁহারা অগণিত সমবয়স্ক গোপবালকবৃন্দ পরিবেষ্টিত হইয়া বনাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন, সেই ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের বদন যাহারা নয়ন দ্বারা আস্বাদন করিতে পারিয়াছে, তাহাদেরই নয়ন সার্থক। যাহাদের এ মাধুর্য্যাস্বাদনের সুযোগ ঘটে না কিংবা ঘটে নাই, তাহাদের নয়নের কোনই সার্থকতা নাই, বিধাতা নিরর্থকই তাহাদের নয়ন সৃষ্টি করিয়াছেন।

বংশী গানামৃত ধাম, লাবণ্যামৃত জন্মস্থান, যে না হেরে সে চাঁদবদন।
তার নয়নে কিবা কাজ, পড়ুক তার মুণ্ডে বাজ, সে নয়ন রহে কি কারণ॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

বলদেব, ব্রজরাজ নন্দের পুত্র না হইলেও ব্রজরমণীগণ এস্থানে তাঁহাকে "ব্রজেশসুত" বলার উদ্দেশ্য এই যে—"বাসুদেব ইতি খ্যাত গোষু তিষ্ঠতি ভূতলে" এই হরিবংশবচনে জানা যায় যে বলদেবের জনক বসুদেবেরও বহুল গো-সমৃদ্ধি ছিল; সুতরাং তাঁহাকেও ব্রজেশ বলা যাইতে পারে এবং তিনিও ব্রজেশরূপে ব্রজমণ্ডলে পরিচিত বটেন। অতএব তাঁহার পুত্র বলদেবকে "ব্রজেশ সুত" বলিলে অন্যায় হয় না। বিশেষতঃ ব্রজরাজ নন্দ বলদেবকে পুত্রবৎ পালন করিয়াছেন বলিয়া বলদেব যে তাঁহার পালিতপুত্র ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ পঞ্চমাধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে—মথুরা রাজধানীতে ব্রজরাজ নন্দের সহিত বলদেবজনক বসুদেবের দেখা হইলে, বসুদেব নন্দকে বলিয়াছিলেন, "ভ্রাতর্মম সুতঃ কশ্চিৎ মাত্রা সহ ভবদ্‌ব্রজে। তাতং ভবন্তং মন্বানো ভবদ্ভ্যামুপলালিতঃ॥" ভাই নন্দ। আমার একটি পুত্র তাহার জননী সহ তোমারই আবাসে অবস্থান করিতেছে এবং সে তোমাকেই পিতা বলিয়া ধারণা করিতেছে ও তোমরা পরমাদরে তাহাকে পালন করিতেছ।

শ্রীবলদেব, দ্বারকা হইতে যখন ব্রজে আগমন করিয়াছিলেন, তখনও তিনি পিতৃবুদ্ধিতেই ব্রজরাজ নন্দকে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন—"রামোঽভিবাদ্য পিতরাবাশীভিরভিনন্দিতঃ", (শ্রীমদ্ভাগবতম্)। শ্রীবলদেব, নন্দ ও যশোদাকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহারাও বলদেবকে আশীষ বচনে অভিনন্দন করিলেন।

এইপ্রকার নানাবিধ প্রমাণে জানা যায় যে, শ্রীবলদেব ব্রজশসুত বলিয়া ব্রজে প্রসিদ্ধ আছেন। যাহা হউক, ভাববতী ব্রজরমণীগণ তাঁহাদের আন্তরিক ভাব গোপন করিয়া কৃষ্ণমাধুর্য্য বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলদেব ও কৃষ্ণ উভয়েরই মাধুর্য্য বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন ও বলিলেন—সখি! ব্রজেশসুতদ্বয়ের বদনমাধুরী যাঁহারা আস্বাদন করেন নাই, তাঁহাদের নয়ন সফল হয় নাই।

এইরূপ নানাভাবের প্রবল আবেগে ব্রজরাজনন্দন কৃষ্ণ ও বলদেবের বদনামাধুর্য্য বর্ণনা করিতে গিয়া ভাববতী-ব্রজরমণীগণের মনে কত কথাই জাগিতে লাগিল এবং রামকৃষ্ণ-বদন-মাধুর্য্যের কতই বিশেষত্ব তাঁহাদের হৃদয়ে স্ফুর্ত্তি হইতে লাগিল। তাঁহারা বলিলেন, সখি। রামকৃষ্ণের বদনমাধুর্য্যের কথা আর কত বলিব। রামকৃষ্ণ দুই ভাই যখন গোচারণ করিবার জন্য গোপবালকগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বনে প্রবেশ করেন এবং গো-মহিষাদি পশুগণকে সংযতভাবে তৃণক্ষেত্রাভিমুখে চালনা করিবার নানাবিধ সঙ্কেত ও মধুর শব্দ করেন, তখন তাঁহাদের মোহনবেণুপরিসেবিত, স্নিগ্ধকটাক্ষসমন্বিত বদনমাধুর্য্য যাহারা আস্বাদন করিতে পারে, তাহাদের নয়নই প্রকৃতপক্ষে সফলতা লাভ করিতে পারে। যাহাদের এ সৌভাগ্য হয় নাই, তাহাদের নয়ন অন্য কোন প্রকারে সফল হইতে পারে বলিয়া আমাদের ধারণায় আসে না।

শ্রীকৃষ্ণের মোহনমুরলীরব শুনিয়া ভাববতী ব্রজরমণীগণ ভাবের বন্যায় ভাসিতে ভাসিতে সমভাবসম্পন্না সখীগণের সহিত মিলিত হইয়া মুরলীরবমাধুর্য্য বর্ণনা প্রসঙ্গে দুটি প্রাণের কথা বলিয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণে হৃদয়ের ভার লাঘব করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সেই পরমসুশীলা ধৈর্য্যলজ্জাগাম্ভীর্য্যাদিশালিনী কুলরমণীগণের পক্ষে হৃদয়ের কপাট খুলিয়া পরপুরুষের সহিত এই প্রকার অন্তরের আসক্তির কথা ব্যক্ত করা সম্ভব হইল না। সেজন্য 'তাঁহারা' অবহিত্থা ভাবে আত্মগোপন করিয়া কৃষ্ণ ও বলদেবের যে বদনমাধুরীর কথা বলিলেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সাহত তাঁহাদের কোনও বিশেষ সম্বন্ধের ইঙ্গিত পাওয়া গেল না। কিন্তু তাঁহারা এমন ভাবে শ্রীকৃষ্ণ-

বলদেবের কথা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে লক্ষ করিলে জানা যায় যে, তাঁহারা কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের বদন-মাধুর্য্যের কথাই বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহাতে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন-লালসারই ইঙ্গিত প্রকাশ হইয়াছে।

"বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণুজুষ্টং" এই কথায় ভাববতী ব্রজরমণীগণের মনের ভাব এই যে, "ব্রজেশ-সুতয়োঃ রামকৃষ্ণয়োর্মধ্যে যঃ অনু পশ্চাদ্বর্ত্তী তস্য বেণুজুষ্টং বদনং যৈর্নিপীত" মিত্যাদি—সমবয়স্ক গোপবালকগণ পরিবেষ্টিত হইয়া ব্রজরাজনন্দনদ্বয় গোচারণ করিতে যাইতেছেন. তাঁহাদের মধ্যে যিনি পশ্চাতে যাইতেছেন. তাঁহার মোহনবেণুপরিচুম্বিত বদন যে দর্শন করিতে পারে, তাহারই নয়ন সার্থক" ইহাই ভাববতী গোপীগণের অন্তরের ভাব; কিন্তু তাঁহারা এমনভাবে এই কথাটি বলিয়াছেন যে. তাহা শুনিয়া তাঁহাদের ভাবের ভাবুক ব্যতীত অন্য কাহারও তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার উপায় নাই।

ভাববতী ব্রজরমণীগণের এই ভাবের ভাষার প্রতি অক্ষরে অক্ষরে নানা ভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাঁহারা তাঁহাদের প্রাণের প্রাণ ব্রজরাজনন্দনের বদনমাধুর্য্য বর্ণনা করিতে গিয়া "বেণুজুষ্ট" বিশেষণ সন্নিবেশ করিয়া কত যে গভীর ভাবের ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের শরণাগতি ব্যতীত কিছুতেই ধারণা করা যায় না। বেণুবাদনকালে বেণু, ব্রজরাজনন্দনের অধরস্পর্শ করে এবং ব্রজরাজনন্দনও তাহাতে ফুৎকার প্রদান করেন। ব্রজরমণীগণের হৃদয়ে যখন ব্রজরাজনন্দনের সেই বেণুপরিচুম্বিত বদনের কথা মনে পড়ে, তখন তাঁহাদের হৃদয়ে বেণুর মত সৌভাগ্যলাভের বাসনা জাগিয়া উঠে, সেই জন্য তাঁহারা "কৃষ্ণবদন যাহারা দেখিয়াছে তাহাদেরই নয়ন সার্থক" এই কথাটি "যৈর্নিপীতং" এই ভাষায় বলিয়াছেন। ব্রজরাজনন্দনের বদনমাধুর্য্য দর্শন-মাত্রই যদি তাঁহাদের বক্তব্য হইত, তাহা হইলে তাঁহারা "নিপীতং" না বলিয়া "দৃষ্টং" বলিতে পারিতেন। কিন্তু ধৈর্য্য, লজ্জা, কুল, শীল. মান, ভয়াদি থাকিতে ব্রজরাজনন্দনের বদনমাধুরীর তাদৃশ আস্বাদন কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। এজন্য তাঁহারা বলিলেন, "হে সখি! আমাদের ব্রজরাজনন্দন, তাঁহাতে অনুরক্ত জনগণের প্রতি নিরন্তর কটাক্ষপাত করিয়া থাকেন।" ইহাতে তাঁহাদের বক্তব্য এই যে—ব্রজরাজনন্দনের এই কটাক্ষ দৃষ্টি যাহার উপর পতিত হয়, তাহার আর কুল, শীল, ধৈর্য্য, লজ্জাদির বন্ধন থাকিতে পারে না। তাঁহার কটাক্ষ-মোক্ষের সঙ্গে সঙ্গে অনুরক্তজনের কুল, শীল, ধৈর্য্য, লজ্জাদিরও চিরতরে মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া যায়। কেবল ব্রজ-রাজনন্দন যে অনুরক্তজনের প্রতিই কটাক্ষপাত করিয়া থাকেন তাহা নহে, অনুরক্তজনও তাঁহার দিকে কটাক্ষপাত না করিয়া থাকিতে পারে না। (অনুরক্তানাং কটাক্ষমোক্ষো যত্র) অতএব হে সখি! লজ্জাসঙ্কোচ বশতঃ আমরা পরস্পর পরস্পরকে মনের কথা বলিতে পারিতেছি না বটে, কিন্তু প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ভঙ্গী দেখিয়া প্রত্যেকেরই মনোভাব জানিতে পারিতেছি; অতএব ছার কুলশীলাদির বন্ধনে বদ্ধ না থাকিয়া চল, আমরা আমাদের প্রাণবল্লভের মুখকমলমধু পান করিয়া কৃতার্থ হই।

ব্রজরমণীগণ সকলেই ভাববতী হইলেও তাঁহাদের মধ্যে নানাপ্রকার ভাবের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। সর্ব্ব-প্রকার ভাববৈশিষ্ট্য কাহারও হৃদয়ঙ্গম না হইলেও দুই এক প্রকার ধারণা হওয়া অসম্ভব নহে। ব্রজরমণীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি মুখ্যা গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনবিলাসাদির জন্য সর্ব্বদাই লালসান্বিত থাকেন, কিন্তু ইঁহাদের অনুগতা সখী মঞ্জরী প্রভৃতি গোপীগণ কৃষ্ণের সহিত আত্মমিলন প্রার্থনা না করিয়া শ্রীরাধিকার মিলনই সর্ব্বদা আকাঙ্ক্ষা করেন এবং তাহাতে তাঁহারা আত্মমিলন হইতে কোটি কোটি গুণ আনন্দা-স্বাদন করেন। এই ভাব বড়ই মধুর। কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীমহাপ্রভু জগতে এই ভাবেরই বীজ ছড়াইয়া-গিয়াছেন। জগতে দেখা যায় যে—লতাগণ সর্ব্বদাই বৃক্ষালিঙ্গন করিবার জন্য সচেষ্ট থাকে, কিন্তু লতার পত্র-

পুষ্পাদি কখনও স্বতন্ত্রভাবে বৃক্ষালিঙ্গনের জন্য চেষ্টা করে না, লতার বৃক্ষালিঙ্গনেই পত্রপুষ্পাদির আনন্দবর্দ্ধন হইয়া থাকে। শ্রীবৃন্দাবনে সর্ব্বপ্রধানা গোপী শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমকল্পলতা এবং সখী মঞ্জরী প্রভৃতি গোপিগণ তাঁহারই পত্রপুষ্পাদিস্থানীয়া। কাজেই তাঁহারা সর্ব্বদা শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন প্রার্থনা করেন এবং স্বয়ং সেই মিলনানন্দে বিভোর হইয়া যান।

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন। কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখির মন॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়। নিজ কেলি হইতে তাহে কোটী সুখ পায়॥
রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ প্রেমকল্পলতা। সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা॥
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়। নিজ সেক হইতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শুনিলে শ্রীকৃষ্ণপ্রাণাধিকা রাধিকা, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন এবং নিজ সখীর সহিত মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য বর্ণনাচ্ছলে হৃদয়ের ভার লাঘব করেন। শ্রীরাধিকার সখী মঞ্জরী প্রভৃতি গোপীগণও বংশীনাদ শ্রবণে অধৈর্য্য হন বটে, কিন্তু তাঁহাদের কৃষ্ণের সহিত আত্মমিলনেচ্ছা হয় না। তাঁহাদের হৃদয় তখন শ্রীরাধাগোবিন্দের মধুর মিলনরসাস্বাদন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। শ্রীরাধিকার মনে হয় যে, শ্রীকৃষ্ণের বদনমাধুর্য্যাস্বাদনই নয়নের সফলতা, কিন্তু তাঁহার সখী মঞ্জরীগণ তাহা মনে করেন না; তাঁহাদের মনে হয় যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বদনমাধুর্য্যাস্বাদনই নয়নের সফলতা।

"অক্ষণ্বতাং ফলমিদং" প্রভৃতি শ্লোকটি আলোচনা করিলে যেমন শ্রীরাধিকার ভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, সেইরূপ তাঁহার সখী মঞ্জরীগণের ভাবেরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে শ্রীরাধিকার সখী মঞ্জরীগণও শ্রীরাধাগোবিন্দের যুগলমাধুরী দর্শনলালসাপরায়ণা হইয়া নিজ নিজ সমভাববিশিষ্টা গোপীগণের নিকট বলেন যে—"অক্ষণ্বতাং ফলমিদং" ইত্যাদি। এই সমস্ত শ্রীরাধাগোবিন্দমিলন-রসাস্বাদনপরায়ণা গোপীগণের ভাবানুসারে এই শ্লোকের অর্থাস্বাদন করিতে হইলে শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদের কিছু পার্থক্য হইয়া পড়ে।

"বয়স্যা বয়স্যৈঃ পশূন্ ব্রজেশসুতয়োঃ অনুবেণুজুষ্টম্ অনুরক্তকটাক্ষমোক্ষং যৈঃ নিপীতং, অক্ষণ্বতাম্ ইদং ফলং পরং ন বিদামঃ"। হে সখীগণ। ব্রজেশসুত শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রজেশসুতা শ্রীরাধিকা যখন পরস্পর মিলিত হইয়া পরস্পরের কৈশোর বয়সোচিত বেশ রচনায় প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহাদের মুখশোভার কথা আর কি বলিব! তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের মোহনমুরলীপরিচুম্বিত এবং শ্রীরাধিকার দৃষ্টিপরিসেবিত ও অনুরক্ত জনগণের প্রতি স্নিগ্ধদৃষ্টি সঞ্চারণনিরত বদনশোভা যাহারা দর্শন করিয়াছে তাহারাই ধন্য। ইহা ছাড়া নয়নের অন্য কিছু ফল আছে বলিয়া মনে হয় না।

পূর্ব্বরাগবতী ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে ভাববিকারগ্রস্তা এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনলালসাবতী হইয়া নিজ নিজ সখীগণের নিকট নানাভাবে নিজ নিজ মনোবিকার ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই কৃষ্ণগতপ্রাণা এবং কৃষ্ণানুরাগিণী; তাঁহাদের সকলেরই ভাব একপ্রকার নহে, কাজেই তাঁহাদের কৃষ্ণদর্শনোৎকণ্ঠা, কৃষ্ণমিলনলালসা প্রভৃতির কিছু কিছু তারতম্য আছে। অসংখ্য ব্রজরমণীর ভাব বর্ণনা ও তাহা আস্বাদন করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে; সে জন্য সর্ব্বগোপীগণের পরমমুখ্যা এবং মহাভাব-চরমোৎকর্ষশালিনী কৃষ্ণপ্রাণাধিকা শ্রীরাধিকা এবং তাঁহার চরণানুগতা সখী মঞ্জরী প্রভৃতির ভাবের অনুসরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বংশীগান-মাধুর্য্য রসাস্বাদন করার রীতিই শ্রীমদ্ভাগবতে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং টীকাকারগণ তাহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং এ অধ্যায়ের সমস্ত শ্লোকই সেইভাবে আস্বাদ্য। কৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণ প্রত্যেকেই মহাভাবের সমুদ্র,

গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণুর্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্‌।
ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ ॥ ৯

তাঁহাদের হৃদয়ে যে কত ভাবের তরঙ্গ উঠে, তাহা কাহারও গণনা করার সাধ্য নাই। তাঁহাদের কৃপায় যাহার যতটুকু স্ফূর্ত্তি হয়, তাহার পক্ষে সেই ই যথেষ্ট।

ভাববতী ব্রজরমণীগণের চিত্ত সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যরসসিন্ধুতে নিমগ্ন এবং তাঁহারা সর্ব্বদাই কৃষ্ণস্মরণ, কৃষ্ণ-ধ্যান এবং কৃষ্ণকথালাপেই নিরত থাকেন। তাহার মধ্যে যখন আবার গবাক্ষদ্বার হইতে কৃষ্ণদর্শন, বংশীনাদশ্রবণ, প্রভৃতি সংঘাটিত হয়, তখন তাঁহারা একেবারে ভাবের আবেগে বিবশ হইয়া পড়েন এবং কৃষ্ণের সহিত মিলনা-কাঙ্খায় ব্যাকুল হইয়া নিজ নিজ সখীগণের সঙ্গে কত ভাবেরই আলাপ করেন, কিন্তু কেহই কাহারও নিকট প্রত্যক্ষভাবে কৃষ্ণানুরাগের কথা ব্যক্ত করেন না। এই জন্যই তাঁহারা কৃষ্ণের মোহনমুরলী-পরিচুম্বিত বদন-মাধুর্য্য বর্ণনা করিতে গিয়া "ব্রজেশসুতয়োঃ" বলিয়া কৃষ্ণ ও বলরাম উভয়ের কথাই বলিলেন। কিন্তু ইহাতেও যেন তাঁহাদের অন্তরের ভাব গোপন করা হইল না মনে করিয়া তাঁহারা আবার আরও স্পষ্টভাবে কৃষ্ণ ও বলরামের কথা বলিয়া নিজ নিজ নিগূঢ় কৃষ্ণানুরাগের কথা গোপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কৃষ্ণানুরাগবতী গোপীগণ বলিলেন, হে সখি! রামকৃষ্ণ দুই ভাই, কি যে অভিনব মোহনবেশে সজ্জিত হইয়া গোচারণে যান, তাহা আর কত বলিব। তাঁহারা মস্তকে নব নব আম্রপল্লব, ময়ূরপুচ্ছ এবং পুষ্পগুচ্ছা-বলীরচিত চূড়াভরণ, কর্ণে উৎপল রচিত অবতংস, দক্ষিণকরে লীলাকমল, গলদেশে বনমালা এবং কটিতটে সুরম্য নীল ও পীতবসনে বিচিত্রবেশ ধারণ করিয়া যখন শ্রীদামসুবলাদি গোপবালকমধ্যে উপস্থিত হইয়া কখনও গীত এবং কখনও বা নৃত্য করেন, তখন তাঁহাদের ভুবনমোহন নটবর মূর্ত্তি দেখিলে সকলেরই হৃদয় কি যেন এক অভিনব পরমানন্দরসে আপ্লুত হইয়া যায়।

ভাববতী ব্রজরমণীগণ এই ভাবে নিজ নিজ মনোভাব গোপন করিয়া বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য বর্ণনা করিলেন ও তাহাতে তাঁহাদের আন্তরিক কৃষ্ণানুরাগ ও কৃষ্ণের সহিত মিলনের ব্যাকুলতা গোপন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মুখনয়নাদির ভঙ্গীতে ও ভাষার ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইল, "হে সখি! ব্রজে একমাত্র গোপবালকগণই ভাগ্যবান্‌, কেননা তাহারা সর্ব্বদাই কৃষ্ণের নিকটে থাকিতে পারে এবং নয়ন ভরিয়া কৃষ্ণবদন দেখিতে পারে। বিধাতা আমাদের গোপীজন্ম দিয়া বঞ্চিত করিয়াছেন, তাহাতে আবার আমরা কুল-বধূ, কাজেই আমরা নয়ন ভরিয়া কৃষ্ণবদন দর্শন করিতে পারি না। (হায়!) আমরা যদি গোপী না হইয়া গোপ-বালক হইতাম, তাহা হইলে নিরন্তর কৃষ্ণসঙ্গে থাকিয়া কৃষ্ণবদন দর্শন করিয়া জীবন ধন্য করিতাম।"

উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি রসশাস্ত্র সমালোচনায় জানা যায় যে, পূর্ব্বরাগে লালসা, উদ্বেগ প্রভৃতি দশবিধ অবস্থা প্রকাশ হয়, সুতরাং পূর্ব্বরাগবতী ব্রজরমণীগণের কৃষ্ণের সহিত মিলনলালসায়, গোপবালক জন্মে লালসা প্রকাশ অসঙ্গত নহে। ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—গোপ্যঃ (হে সখ্যঃ)। অয়ং (নীরসদারুময়ত্বেন প্রসিদ্ধঃ) বেণুঃ (শ্রীকৃষ্ণাধরসংস্পৃষ্টো বেণুঃ) কিং (কতমৎ) কুশলং (পুণ্যম্‌) আচরৎ স্ম (অস্মিন্‌ জন্মনি জন্মান্তরে বা অনুষ্ঠিতবান্‌), যৎ (যস্মাৎ) গোপীকানাম্‌ অপি (গোপিকানামেব ভোগ্যমপি) দামোদরাধরসুধাং (শ্রীকৃষ্ণাধরামৃতাং) স্বয়ং (স্বাতন্ত্র্যেণ যথেষ্টং) অবশিষ্ট-রসং (ন বশিষ্টঃ ন অবশিষ্টঃ রসঃ কিঞ্চিন্মাত্রোঽপি যত্র তদ্‌যথা স্যাৎ তথা) ভুঙ্‌ক্তে (আস্বাদয়তি) [তেন চ] হ্রদিন্যঃ (যাসাং পয়সা অয়ং বেণুঃ পুষ্টঃ, তাঃ মানসগঙ্গাদয়ো হ্রদিন্যঃ) হৃষ্যত্ত্বচঃ(অগণিতকমলবিকাশবিশেষেণ পুলকব্যাপ্তা

ইব লক্ষ্যন্তে, তথা ) তরবঃ ( যেষাং বংশে অয়ং বেণুঃ জাতঃ তে বৃক্ষাঃ অপি ) যথা আর্য্যাঃ ( কুলবৃদ্ধা যথা স্ববংশে ভগবৎসেবকং দৃষ্ট্বা হৃষ্যন্তি তথৈব ) অশ্রু মুমুচুঃ ( মধুধারাদিবর্ষণমিষেণ অশ্রূণি মুমুচুঃ ) ॥ ৯

**মূলানুবাদ।**—হে সখিগণ। না জানি এই নীরস দারুময় বেণু, কোন্ মহাপুণ্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, যাহার ফলে সে—একমাত্র গোপিকাগণেরই ভোগ্য শ্রীকৃষ্ণাধরামৃত, যথেচ্ছ ও স্বতন্ত্রভাবে কিছুমাত্র রস অবশিষ্ট না রাখিয়া নিঃশেষে উপভোগ করিতেছে। তাহার এই সৌভাগ্যে কমল-বিকাশচ্ছলে মানসগঙ্গাদি হ্রদিনীগণ পুলকিত হইতেছে এবং স্ববংশে কোনও ভক্তচূড়ামণি জন্মগ্রহণ করিলে যেমন কুলবৃদ্ধগণ আনন্দাশ্রু মোচন করেন, সেইরূপ বৃক্ষগণও মধুধারা ক্ষরণচ্ছলে আনন্দাশ্রু মোচন করিতেছে ॥ ৯

**শ্রীধরটীকা।**—অন্যাঃ উচুঃ, হে গোপ্যঃ! অয়ং বেণুঃ কিং স্ম পুণ্যমাচরৎ কৃতবান্। কথম্? যদ্‌যস্মাদ্‌গোপিকানামেব ভোগ্যাং সতীমপি দামোদরাধরসুধাং স্বয়ং স্বাতন্ত্র্যেণ যথেষ্টং ভুঙ্‌ক্তে। কথম্? অবশিষ্টরসং কেবলমবশিষ্টং রসমাত্রং যথা ভবতি তথা। যতো যাসাং হ্রদিনীনাং পয়সা পুষ্টাস্তা মাতৃতুল্যা হ্রদিন্যো হৃষ্যত্ত্বচো বিকসিতকমলবনমিষেণ রোমাঞ্চিতা লক্ষ্যন্তে। যেষাং বংশে জাতাস্তে তরবো মধুধারামিষেণ আনন্দাশ্রু মুমুচুঃ। যথা আর্য্যাঃ কুলবৃদ্ধাঃ স্ববংশে ভগবৎসেবকং দৃষ্ট্বা হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুঞ্চন্তি তদ্বদিতি ॥ ৯

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—অহোবতাস্ততরাং গোপানাং ভাগ্যং, বেণোরপি ভাগ্যং কিং বক্তব্যমিতি মহাভাবস্ফুরদুন্মাদতয়া মিথ্যাকল্পনাপূর্ব্বকং সের্ষ্যাভিলাষমাহুর্গোপ্য ইতি। অয়মস্মাভির্দৃশ্যমান ইব নীরসদারুময়ো বেণুঃ কিং কতমৎ পুণ্যং কৃতবান্, অস্মিন্ জন্মনি পূর্ব্বস্মিন্ বা তৎপুণ্যে জ্ঞাতে বয়মপি তদর্থং যতাম ইতিঃ ভাবঃ। স্মেতিবিস্ময়ে। তল্লিঙ্গমাহুঃ যদ্‌যস্মাদ্দামোদরেত্যাদি দামোদরশব্দেন তস্যাস্মাকঞ্চ তাদৃশবাল্যমারভ্য জাতেদৃশভাবাঙ্কুরতয়া স্বাভাবিকং সম্বন্ধবিশেষং সূচয়ন্তি, অতএব গোপিকানামস্মাকমেব ভোগ্যম্। অয়মিতি পুংস্ত্বনির্দ্দেশেন তস্য তদ্ভোগাযোগ্যতা চোক্তা। তথাপি ভুঙ্‌ক্তে তদেকভোগ্যত্বেন সদা পিবতি তস্য তদন্যভোগাদর্শনাৎ। নমু দামোদরাধরস্তৎসঙ্গানন্তরমপি সরস এব দৃশ্যতে নতু শুষ্কস্তস্মাদসৌ ন কিঞ্চিদপি ভুঙ্‌ক্তে, তত্রাহুরবশিষ্টো রসো রসমাত্রং যত্র তদ্‌যথা স্যাৎ। সুধাং ভুঙ্‌ক্তৈব কেবলং দ্রবমাত্রমেবাবশিষ্যত ইত্যর্থঃ। হে গোপ্য ইতি তস্মাদ্বেণুজন্মনৈব সৌভাগ্যং নতু গোপীজন্মনেতি কুতো বয়ং গোপ্যো জাতা ইতি ভাবঃ। অস্মাকমিতি বক্তব্যে গোপিকানামিত্যুক্তির্গোকুলবাসিত্বেনাস্মৎকোটিপ্রবেশেঽপি গোপিকাবিশেষত্বাভাবাৎ ন তদ্বিধস্যাধিকার ইতি নিজাভিমানবিশেষাৎ বৈদগ্ধীরসবিশেষাচ্চ। শ্লেষেণ তদেকাশয়ৈব দেহাদিরক্ষিকাণামিতি। কিঞ্চ। তস্য যুষ্মদীয়কান্তস্য করে হৃদয়ে বদনে চ সদা বর্ত্ততাং নাম, অধরসুধামপি স্বয়ং যুষ্মৎসম্মতিং বিনৈব ভুঙ্‌ক্তে ইতি ভাবান্তরম্। অথবা তচ্চ কথং ভুঙ্‌ক্তে তত্রাহুঃ অথবেতি বশিষ্টং অবশিষ্টম্। বষ্টিভাগুরিরল্লোপমিত্যাদের্ন বশিষ্টম্ অবশিষ্টম্ অনবশিষ্টম্ ইত্যর্থঃ। তাদৃশো রসো যত্র তথাভূতং যথা স্যাৎ রসমাত্রমপি নাবশেষবতীত্যর্থঃ। যদ্বা। অবশিষ্টরসো রাগো যত্র তদ্‌যথা স্যাৎ রাগস্যাবশিষ্টত্বাৎ ন কদাচিদপি বিরমেৎ কিন্তু মুহুর্ভোক্ষ্যত এবেত্যর্থঃ। যদ্বা। সুধাং কথম্ভূতামপি গোপিকানামবশিষ্টো যো রসঃ। তদেকাপেক্ষযা তদিতরাশেষরসপরিত্যাগাৎ তদ্রূপামপি। অথবা কুশলাচরণে লক্ষণান্তরমপ্যাহুর্হ্রদিন্যো হৃষ্যত্ত্বচ ইতি, তস্য তাদৃশং ভোগং দৃষ্ট্বা পরমপুণ্যা হ্রদিন্যোঽপি লোভাদ্বিকসিতকমলমিষেণ হৃষ্যত্ত্বচো জাতরোমহর্ষা বভূবুরিত্যর্থঃ। অথবা যদবশিষ্টরসমিতি তু অত্রৈব যোজ্যং, যচ্ছব্দং বিনৈব পূর্ব্বহেতুত্বমস্য চ প্রাপ্তেঃ। যস্য বেণোরবশিষ্ট উচ্ছিষ্টো যো রসো নাদরূপস্তং হ্রদিন্যোঽপি ভুঞ্জতে আস্বাদয়ন্তি যতশ্চ হৃষ্যত্ত্বচো ভবন্তীত্যর্থঃ। কিঞ্চ। যস্য স্বজাতিসম্ভবস্য বেণোস্তাদৃশং সৌভাগ্যং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে স্থাবরজাতয়োঽপি মধুমিষেণাশ্রু মুমুচুঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ, যথার্য্যাঃ পিতরঃ স্বকুলসম্ভবস্য তাদৃশং সৌভাগ্যমনুভূয়াশ্রু মুঞ্চতীত্যর্থঃ। ঈর্ষ্যাপক্ষে তস্মাৎ সমাজ এব তাদৃশস্তস্যৈকস্য বা কো দোষঃ। অত্রায়ং গোপ্যঃ নিভৃতং কুত্রাপি সংগোপ্য রক্ষণীয় ইত্যর্থঃ ॥ ৯

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনলালসাব্যাকুলা কৃষ্ণানুরাগবতী ব্রজরমণীগণ পূর্ব্বরাগজনিত পরমোৎকণ্ঠায় অধীরা হইয়া কৃষ্ণবদনমাধুর্য্য বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন ও প্রথমতঃ আত্মগোপন করিবার জন্য কৃষ্ণ ও বলরাম দুই জনের কথাই বলিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই 'অবহিত্থা' ভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। কৃষ্ণবদনসংশ্লিষ্ট বেণুর কথা মনে হইয়া তাঁহারা কেবল বেণুর সৌভাগ্যেরই ভাবনা করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে আর তাহা অন্তরে গোপন করিতে না পারিয়া বলিলেন, হে সখি। গোপবালকগণ নিরন্তর কৃষ্ণের সহিত বিচরণ করিয়া থাকে, সুতরাং তাহাদের সৌভাগ্যের সীমা নাই। তাহারা কৃষ্ণের মত গোপবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং তাহারা সকলেই সখ্যপ্রেমরসময়; সুতরাং তাহাদের এ সৌভাগ্য লাভ করার যোগ্যতা আছে। কিন্তু নীরস দারুবংশজাত নীরস দারুময় বেণু কোন্ পুণ্যফলে এইরূপ কৃষ্ণসঙ্গলাভের সৌভাগ্য পাইল? আমরা যদি সেই পুণ্যের উদ্দেশ পাইতাম, তাহা হইলে আমরাও সেই পুণ্যের অনুষ্ঠান করিয়া বেণুর মত সৌভাগ্য লাভের চেষ্টা করিতাম। বেণুর সৌভাগ্য দেখিয়া মনে হয় যে গোপীজন্ম অপেক্ষা বেণুজন্মই শ্রেষ্ঠ; কেন না, বেণু নিরন্তর কৃষ্ণসঙ্গে সঙ্গসুখাস্বাদন করিয়া থাকে। ব্রজরাজনন্দন কত আদর করিয়া বেণুকে হস্তে ধারণ করেন এবং কখনও কক্ষে, কখনও বক্ষে, কখনও জঠরপটসন্ধিতে স্থাপন করেন এবং কখনও শ্রীমুখে সংলগ্ন করিয়া তাহাতে ফুৎকার প্রদান করেন। সুতরাং এই বৃন্দাবনে যদি কেহ ভাগ্যবান থাকে তাহা হইলে সে একমাত্র বেণু। বিধাতা আমাদের গোপীজন্ম দিয়া সকল সৌভাগ্য হইতে বঞ্চনা করিয়াছেন। হায়! আমরা কেন বেণুজন্ম লাভ করিতে পারিলাম না, আমাদের জন্ম কৃষ্ণসঙ্গসুখাস্বাদন বিহীন হইয়া বিফলেই অতিবাহিত হইল।

কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গসুখাস্বাদন লাভে বেণু যে মহাসৌভাগ্যবান্ তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু বেণু এই সৌভাগ্যগর্ব্বে এতই দুর্ব্বিনীত হইয়াছে যে, তাহা আমাদের পক্ষে একেবারে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে, কেননা—সে একমাত্র গোপিকাগণেরই ভোগ্য কৃষ্ণাধরামৃত নিজেই অধিকার করিয়া লইয়াছে। কৃষ্ণ ও গোপিকাগণের একই বংশে জন্ম এবং শিশুকাল হইতে পরস্পর ভালবাসা আছে। সুতরাং কৃষ্ণের অধরামৃতে তাহাদের মুখ্য অধিকার; কিন্তু বেণু, গোপিকাগণকে সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া যথেচ্ছভাবে কৃষ্ণাধরামৃত পান করিতেছে। গোপিকাগণ গোপবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও গোপেন্দ্রনন্দনের অধরামৃতপানে বঞ্চিত, কিন্তু বেণু বৃক্ষবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও নিরন্তর কৃষ্ণাধরামৃতপানে আপ্যায়িত। মা যশোদা যেদিন কৃষ্ণকে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে কৃষ্ণ দামোদর নামে প্রসিদ্ধ, সেই সময় হইতেই গোপিকাগণের সহিত কৃষ্ণের ভালবাসা। তখন ব্রজে কেহ বেণুর নাম গন্ধও জানিত না। তাহার পর কৃষ্ণ যখন গোচারণ করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময় হইতে বেণুর সহিত কৃষ্ণের সম্বন্ধ ঘটিল। বেণু এই অল্পদিনের সম্বন্ধেই কৃষ্ণের অধরামৃত অধিকার করিয়া বসিল, আর গোপিকাগণ বাল্যকাল হইতে কৃষ্ণকে ভালবাসিয়াও সে অধিকার লাভ করিতে পারিল না। তাই বলিতেছিলাম, সখি! গোপীজন্ম হইতে বেণুজন্মই শ্রেষ্ঠ এবং ধন্য।

কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গলোলুপা মহাভাববতী গোপীগণ এইরূপে বেণুর সৌভাগ্য এবং নিজেদের দৈন্য জ্ঞাপন করিয়া ঈর্ষা অসূয়া প্রভৃতি সঞ্চারী ভাবপরময় হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে সখিগণ। কৃষ্ণ যখন মুরলী বাদন করেন তখন তাঁহার পক্কবিম্ববিনিন্দিত অরুণ অধরদ্বয় পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায়। তাহাতে মনে হয় যে বেণু এমনিভাবেই কৃষ্ণাধরামৃত পান করে, যে তাহাতে কৃষ্ণের সরস অধর একেবারে নীরস হইয়া যায়। নীরস বেণু যেন কৃষ্ণাধরকেও নিজের মত করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। কৃষ্ণাধরামৃত আমাদেরই সম্পদ; সুতরাং বেণু তাহা পান করিয়া পরস্বাপহরণ করিতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু বেণুর কি ধৃষ্টতা যে, সে পরস্বাপহরণে লজ্জিত কিংবা ভীত হয় না। সে আমাদেরই কৃষ্ণাধরামৃত পান করিয়া মধুরনাদচ্ছলে আমাদেরই ডাকিয়া ডাকিয়া স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক ঘোষণা করিয়া

বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্ত্তিং যদ্দেবকীসুতপদাম্বুজলব্ধলক্ষ্মি।
গোবিন্দবেণুমনু মত্তময়ূরনৃত্যং প্রেক্ষ্যাদ্রিসান্বপরতান্যসমস্তসত্ত্বম্॥ ১০

যায়, যে "দেখ গোপিকাগণ। আমি বলপূর্ব্বক তোমাদের কৃষ্ণাধরামৃত পান করিতেছি, কিন্তু তোমরা কেহই আমাকে নিবারণ করিতে পারিতেছ না; অতএব সখীগণ! আমাদের আর নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা উচিত নহে, চল, আমরা সকলে মিলিয়া সেই পরমধৃষ্ট বেণুকে কৃষ্ণাধর হইতে বিচ্যুত করিয়া কোনও গুপ্তস্থানে স্থাপন করি, সে যেন আর কিছুতেই কৃষ্ণবদন দেখিতে না পায়।

কৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে মহাভাবসিন্ধুতে ভাসমানা গোপীগণ, কখনও দৈন্য, কখনও ঈর্ষ্যা, কখনও অসূয়া প্রভৃতি নানাবিধ সঞ্চারীভাবের তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে লাগিলেন এবং নানাভাবে বেণুর সৌভাগ্য ভাবনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, সখি! বেণু যখন কৃষ্ণাধরামৃত পান করিয়া সৌভাগ্যগর্ব্বে মধুর শব্দ করে, তখন যমুনা, মানসগঙ্গা প্রভৃতি জলাশয়ে অগণিত কমল প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। ইহাতে মনে হয় যে বেণুর সৌভাগ্য দেখিয়া জলাশয়গণ মনে করে যে আমাদের জলই ভূমির রসরূপে যে বৃক্ষগণকে পোষণ করে, বেণু সেই বৃক্ষবংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আমাদের পরমসৌভাগ্য এই যে—আমাদের রসে পরিপুষ্ট বংশবৃক্ষ—আমাদের যত্নে জাত বেণু, কৃষ্ণের অধরামৃতপানের অধিকার পাইয়াছে। জলাশয়গণের এইরূপ সৌভাগ্য জনিত হর্ষেই কমল-বিকাশ-রোমাঞ্চের উদ্গম হইয়াছে সন্দেহ নাই।

জগতে দেখা যায় যে কোনও বংশে যদি কেহ কোন প্রকারে শ্রেষ্ঠতা লাভ করে, তাহা হইলে সেই বংশের বৃদ্ধগণ পরমানন্দে হৃষ্ট হন। কৃষ্ণের অধরামৃত পান করিয়া বেণু যখন মধুর নাদ করে, তখন বনস্থ বৃক্ষসমূহে কুসুমবিকাশ ও তাহা হইতে মধুরধারা ক্ষরিত হয়। ইহাতে স্পষ্ট জানা যায় যে বৃক্ষগণ তাহাদের বংশজাত বেণুর কৃষ্ণাধরামৃত পানের সৌভাগ্য দেখিয়া পরমানন্দে কুসুমবিকাশচ্ছলে উৎফুল্ল এবং মধুরাধা ক্ষরণচ্ছলে আনন্দাশ্রু মোচন করিয়া থাকে। অতএব হে সখি! কি আর বলিব, এই বৃন্দাবনে নীরসদারুময় বেণুও নানা-সৌভাগ্যের অধিকারী, কিন্তু একমাত্র আমরাই মহা দুর্ভাগ্যসাগরে ডুবিয়া রহিয়াছি, আমাদের কোন প্রকারেই কৃষ্ণসঙ্গলাভ হওয়ার সুযোগ নাই। আমরা যে কোনও জন্ম পাইয়াও যদি কৃষ্ণসঙ্গলাভ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে তাহাতেই আমরা কৃতার্থ হইতাম॥ ৯

**অন্বয়ঃ।**—[হে] সখি! বৃন্দাবনং ভুবঃ (পৃথিব্যাঃ) কীর্ত্তিং (যশঃ) বিতনোতি (বৈকুণ্ঠাদপ্যধিকত্বেন বিস্তারয়তি) যৎ (যচ্চ বৃন্দাবনং) দেবকীসুতপদাম্বুজলব্ধলক্ষ্মি (দেবকীসুতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পদাম্বুজাভ্যাং লব্ধা লক্ষ্মীঃ সর্ব্বশোভাসম্পৎ যেন তৎ তাদৃশমেব ভাতি) [যচ্চ বৃন্দাবনং] গোবিন্দবেণুং (গোচারণরতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বেণুবাদনং) অনু (লক্ষীকৃত্য) মত্তময়ূরনৃত্যং (মত্তানাং মন্দ্রগর্জ্জিত নীলমেঘমেব তং মত্বা প্রেমানন্দবিহ্বলানাং ময়ূরাণাং নৃত্যং) প্রেক্ষ্য (দৃষ্টা) অদ্রিসান্বপরতান্যসমস্তসত্ত্বং (অদ্রিসানুষু পর্ব্বতোপরিস্থিতসমতলক্ষেত্রেষু অপরতানি উপরতান্য-ক্রিয়াণি অন্যানি সমস্তানি সত্ত্বানি প্রাণিনঃ যস্মিন্ তৎ তাদৃশমেব দৃশ্যতে)॥ ১০

**মূলানুবাদ।**—হে সখি! এই বৃন্দাবন, বৈকুণ্ঠাদি ধাম অপেক্ষাও অধিকতর ভাবে পৃথিবীর সুযশ বিস্তার করিতেছে। কেননা, বৃন্দাবনভূমি শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নে চিহ্নিত এবং সেখানে গোবিন্দের বংশীনাদ শ্রবণে প্রেমা-নন্দবিহ্বল ময়ূরগণের নৃত্য দেখিয়া অন্যান্য সমস্ত বনবাসী প্রাণিগণ আনন্দে জড় হইয়া গোবর্দ্ধনাদি পর্ব্বতের সানুদেশে অবস্থান করিয়া থাকে॥ ১০

**শ্রীধরটীকা।**—কাশ্চিদাহুঃ হে সখি! বৃন্দাবনং ভুবঃ কীর্ত্তিঃ স্বর্গাদপি বিশেষেণ তনোতি। কথম্ভূতম্? যদ্দেবকীসুতস্য পদাম্বুজাভ্যাং লব্ধা লক্ষ্মীঃ শোভা সম্পদ্ যেন তৎ। কিঞ্চ গোবিন্দস্য বেণুমনু বেণুনিনাদং শ্রুত্বা

অনন্তরং মন্দগর্জ্জিতং নীলমেঘং তং মত্বা মত্তা যে ময়ূরাস্তেষাং নৃত্যং প্রেক্ষ্য সত্ত্বশস্তত্র তত্র অদ্রিসানুষু অপরতানি উপরতক্রিয়াণি অন্যানি সমস্তানি সত্ত্বানি যস্মিংস্তৎ। নৈতদন্যেষু লোকেষু বিদ্যতে অতো ভুবঃ কীর্ত্তিং বিতনোতীত্যর্থঃ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অহো! কিং বক্তব্যং শ্রীহস্তাদৌ বর্ত্তমানস্য বেণোর্মাহাত্ম্যং বৃন্দাবনস্য সৌভাগ্যং কিমবর্ণ্যতানিত্যাহুর্ব্বৃন্দেতি। হে সখি। বিতনোতি বৈকুণ্ঠেভ্যোঽপি বিশেষেণ বিস্তারয়তি যদযস্মাৎ যদ্বৃন্দাবনমিতি বা। দেবকীসুতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পাদাম্বুজাভ্যাং কৃত্বা লব্ধা লক্ষ্ম্যাঃ সর্ব্বশোভামহিম্নোঃ সম্পদো যেন তৎ। তস্যৈবাসমোর্দ্ধরূপত্বাৎ। তত্র চ সাক্ষাৎ পাদাম্বুজাভ্যামেব নতু পাদুকাভ্যামিত্যনেন শ্রীবৃন্দাবনভূমেঃ পরমসৌভাগ্যং সূচিতম্‌। তাসাং দেবকীসুতেত্যুক্তিং প্রাগযং বসুদেবস্য ইত্যাদি গর্গবাক্যানুসারাৎ। তথাচোক্তির্গোপনায়। এবং গোবিন্দশব্দোঽপি "গবাধ্যক্ষেঽপি গোবিন্দ" ইতি কোষকারমতমাশ্রিত্য তস্মিন্‌ সঙ্কেতিতঃ। শ্রীগোবিন্দাভিষেকানন্তরমেব তন্নাম্নো ব্রজে প্রসিদ্ধেঃ। উত্তরত্র নন্দনন্দনমিতি তু গোপনাশক্তেঃ। যদ্বা। দেবকী ব্রজেশ্বর্য্যা এব নাম, "দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদাদেবকীত্যপি। অতঃ সখ্যমভূত্তস্যা দেবক্যা শৌরিজায়য়" তি বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণবচনাৎ। বিশব্দোক্তং বৈশিষ্ট্যমাহুঃ। গোবিন্দেতি গবামিন্দ্রো গোবিন্দ ইতি গোপবর্গচূড়ামণির্গোগোপালপরিবৃতো বন্যভূষণো বিচিত্রক্রীড়ারসিকঃ শ্রীযশোদানন্দনো লক্ষিতঃ। অতো বৃন্দাবনস্যাপি ভাগ্যমস্মাভিরভিলষণীয়বিষয়মেবেতি ভাবঃ। অন্যৈস্তৈঃ। তত্র মন্দগর্জ্জিতং নীলমেঘং তং মত্বেতি ময়ূরাণাং মত্তত্বে নৃত্যত্বে চ হেতুঃ। অন্যথান্যেষামিব তেষামপ্যবরত্বমেব স্যাৎ। তথাপ্যলৌকিকত্বং ত্বধিকমস্ত্যেবেতি। অথবা তাদৃশশ্রীকৃষ্ণে স্বাভাবিকপ্রীত্যতিশয়বতাং শ্রীবৃন্দাবনময়ূরাণাং সম্বন্ধেন সর্ব্বস্যামপি তজ্জাতৌ ভগবৎপ্রসাদাদন্যত্রত্যা অপি এতৎসাদৃশ্যেনৈব মেঘে প্রীতিমন্তো জ্ঞেয়াঃ। ততশ্চ গোবিন্দস্য বেণুমনু তন্নাদশ্রবণানন্তরমিত্যগ্রেঽপি সর্ব্বত্রানুবর্ত্তনীয়ম্‌। যদ্বা। গোবিন্দস্য বেণোর্মনুঃ নাদাত্মকপরমমোহনমন্ত্রস্তেনৈব মত্তানাং ময়ূরাণাং নৃত্যং যস্মিন্‌। যদ্যপি তদ্বেণুনাদ এব যথা ময়ূরাণাং নৃত্যে হেতুস্তথান্যেষামবতারত্বেঽপি, তথাপি নৃত্যরীতিমুৎপ্রেক্ষিতুমেবান্যেষাং সভাসদত্ব নিরূপণযোগ্যং প্রেক্ষ্যেত্যুক্তম্‌। কিম্বা মুহুঃ শ্রীভগবদাসনতাপ্রাপ্ত্যা সর্ব্বেষাং পরমাবলোকনীয়া অদ্রিসানবো যে। যদ্বা। প্রেক্ষ্যা নৃত্যেক্ষণে বৃদ্ধাবিত্তি বিশ্বপ্রকাশাৎ। প্রেক্ষাম্‌ অর্হন্তি যে তেষু উচ্চেষু তদ্দর্শনস্থানেষু অবরতানি শুদ্ধতাং প্রাপ্তানি। অন্যানি ময়ূরব্যতিরিক্তানি সমস্তানি প্রাণিনো যস্মিন্‌। যদ্বা। মত্তময়ূরনৃত্যং প্রেক্ষ্য গোবিন্দবেণুমন্বিতি ব্যুৎক্রমেণ যোজ্যম্‌। তত্রেদং বিবক্ষিতং, বর্হাবতংসস্য ময়ূরপ্রিয়স্য তস্য বনাগমনসন্দর্শনমাত্রেন প্রীত্যা মত্তানাং ময়ূরানাং নৃত্যং তৎপ্রেক্ষয়া হর্ষেণ গোবিন্দস্য বেণুস্তেন তদ্বাদনমিত্যর্থঃ। তদনু অদ্রিসানুষু অবরতানি বিরতানি অন্যানি শ্রীভগবদ্দর্শনাদিব্যতিরিক্তাশেষপ্রযোজনানি যেষাং তথাভূতানি সমস্তসত্ত্বানি যস্মিন্‌। ঈদৃশং শ্রীবৈকুণ্ঠেঽপি নাস্তীতি ততোঽপি কীর্তিবিশেষোঽস্যাঃ সিদ্ধ এব। অহোবতাস্মাকং তত্র তথা তাদৃশ্যবস্থা ন সিধ্যেদিতি বয়মধন্যা এবেতি ভাবঃ। তচ্চ তাসাং প্রেমবিশেষস্বাভাবিকয়া তৃপ্ত্যার্ত্তিলক্ষণমেবেতি সর্ব্বত্রোহ্যম্‌॥ ১০

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গলালসাবতী মহাভাবময়ী ব্রজরমণীগণ, যাহারই সহিত কৃষ্ণের কোন প্রকার সম্বন্ধের সন্ধান পাইতেছেন, তাহাকেই পরম ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতেছেন এবং কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গের অভাবে নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যহীনা বলিয়া মনে করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের বংশী নিরন্তর নানাভাবে কৃষ্ণের সঙ্গ পায় বলিয়া তাঁহাদের মনে হইল যে—গোপীজন্ম হইতে বেণুজন্মই শ্রেষ্ঠ। তাই তাঁহারা নানা ভাবের আবেগে নানাভাবে বেণুর কথা বলিলেন, পরক্ষণেই আবার ভাববিবশা গোপীগণ দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, সখি! বেণুর ভাগ্য বর্ণনাতীত। কেননা কৃষ্ণ কত আদর করিয়া তাহাকে সর্ব্বদাই হস্তে ধারণ করিয়া রাখেন

এবং কথনও বক্ষে, কখনও কক্ষে, কখনও বা জঠরপটসন্ধিতে স্থাপন করেন, অতএব বেণুর সৌভাগ্য জগতে অতুলনীয়। আমাদের পক্ষে বেণুর মত সৌভাগ্য লাভের সম্ভাবনা করা পর্য্যন্ত অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণের হস্তস্থিত বেণুর কথা দূরে থাকু, তাঁহার চরণস্পৃষ্ট বনভূমির সৌভাগ্য দেখিলে মনে হয়—আমরা যদি গোপী না হইয়া বনভূমি হইতাম, তাহা হইলে আমরাও কৃষ্ণের চরণস্পর্শ পাইয়া কৃতার্থ হইতাম।

বৃন্দাবন যেন পৃথিবীর সৌভাগ্য-তিলক। বৃন্দাবনে নিরন্তর কৃষ্ণের পদকমলস্পর্শ হয় ও তাহা সর্ব্বদাই কৃষ্ণের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্ন চিহ্নিত চরণচিহ্নে বিভূষিত থাকে। এই বৃন্দাবন পৃথিবীতে অবস্থিত বলিয়া পৃথিবী পর্য্যন্ত স্বর্গ বৈকুণ্ঠাদি সমস্ত স্থান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে।

"ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী" (পদ্মপুরাণম্)

স্বর্গ, বৈকুণ্ঠাদি স্থান পরোমত্তম হইলেও সে সমস্ত স্থানে কখনও কৃষ্ণের চরণ স্পর্শ হয় না। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ, গোচারণচ্ছলে সর্ব্বত্র তাঁহার অনাবৃত চরণ ক্ষেপন করিয়া সর্ব্বদাই তাহাকে অতুলনীয় সৌভাগ্য ও সম্পদের অধিকারী করিয়া রাখিয়াছেন।

("দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীত্যপি" এই বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ বচনে জানা যায় যে, যশোদারও একটি নাম দেবকী, সুতরাং ব্রজরমণীগণ এই শ্লোকে কৃষ্ণকে দেবকীনন্দন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া কোনই অসামঞ্জস্য হয় নাই। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ সময়ে গর্গাচার্য্য বলিয়াছেন "প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাত-স্তবাত্মজঃ" "হে নন্দ! তোমার এই পুত্র কোনও সময়ে বসুদেবনন্দনরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।" গর্গাচার্য্যের এই বাক্যানুসারে ব্রজে কৃষ্ণের বাসুদেব, দেবকীনন্দন প্রভৃতি নামও কদাচিৎ ব্যবহৃত হইয়া থাকে)।

"শ্রীকৃষ্ণের পদস্পর্শলাভসৌভাগ্যে বৃন্দাবনভূমি বৈকুণ্ঠাদি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা এবং সৌভাগ্যবতী" গোপীগণের এই কথার মর্ম্মার্থ এই যে, আমরা সেই বৃন্দাবনভূমিতে নিয়ত বাস করিয়াও কদাপি কৃষ্ণের চরণস্পর্শ লাভ করিতে পারিলাম না, অতএব আমাদের জন্ম নিরর্থক।

বৃন্দাবনভূমির সৌভাগ্য বর্ণনা করিতে গিয়া গোপীগণের মনে বনভূমির শোভা এবং বনবাসী পশুপক্ষী প্রভৃতির সৌভাগ্যস্ফূর্ত্তি হওয়ায় তাঁহারা সানন্দে ও সাগ্রহে বলিলেন—সখি! গোপালন-রত, বিচিত্র-ক্রীড়ারসিক ব্রজরাজনন্দন যখন বনভূমিতে উপস্থিত হইয়া মোহনবেণু বাদন করেন, তখন দলে দলে ময়ূর আসিয়া কৃষ্ণের চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়ায় এবং পুচ্ছ বিস্তার করিয়া কৃষ্ণের বংশীগানের তালে তালে নৃত্য করিতে আরম্ভ করে।

বেণুবাদনপরায়ণ কৃষ্ণকে বনভূমিতে উপস্থিত দেখিয়া ময়ূরগণ মৃদুমন্দ্র গর্জনসমন্বিত নব মেঘ মনে করিয়া পরমানন্দে তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয় ও প্রেমোল্লাসে পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতে থাকে। ময়ূরগণের নৃত্য দেখিয়া কৃষ্ণও পরমানন্দে বিভোর হইয়া অধিকতর উল্লাসসহকারে বেণুবাদন করিতে থাকেন। অথবা ময়ূরগণেরই কৃষ্ণে স্বাভাবিক প্রীতি আছে বলিয়া কৃষ্ণ বনভূমিতে উপস্থিত হইবামাত্র ময়ূরগণ পরমানন্দে বিভোর হইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া নৃত্য করিতে থাকে এবং কৃষ্ণও তাহাদের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য তাহাদের নৃত্যের তালে তালে বেণুবাদন করিতে আরম্ভ করেন। বৃন্দাবনের ময়ূরগণের কৃষ্ণে স্বাভাবিক প্রীতি আছে বলিয়াই বোধ হয় অন্য স্থানের ময়ূরগণও সাক্ষাৎ কৃষ্ণকে দেখিতে না পাইলেও মেঘে তাঁহার কিছু বর্ণসাদৃশ্য আছে বলিয়া অদ্যাপি মেঘ দেখিলেই পরমানন্দে নৃত্য করিয়া থাকে।

যাহা হউক, বেণুবাদনপরায়ণ ব্রজরাজনন্দন যখন বৃন্দাবনের বনভূমিতে উপস্থিত হন, তখন তাঁহার বংশী-বাদন এবং ময়ূরের নর্ত্তনে এক অভূতপূর্ব্ব পরমানন্দের বিকাশ হইয়া উঠে। ময়ূরগণের নৃত্য দেখিয়া বনের

ধন্যাঃ স্ম মূঢ়গতযোঽপি হরিণ্য এতা যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেষম্।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ॥ ১১

অন্যান্য পশুপক্ষিগণ পর্য্যন্ত পরমানন্দে বিভোর হইয়া যায় এবং সকলে নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া গোবর্দ্ধনাদি পর্ব্বতের সানুপ্রদেশে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণের বংশীবাদন ও ময়ূরের নৃত্যকলা রসাস্বাদন করিয়া থাকে।

বনভূমির এই অপূর্ব্ব শোভা দেখিলে মনে হয় যেন সেখানে বংশীবাদ্য ও ময়ূরনৃত্যের নাট্যসভাধিবেশন হইতেছে এবং বনের সমস্ত পশুপক্ষী, শ্রীকৃষ্ণের বয়স্য গোপবালকগণ এবং অসংখ্য ধেনুপাল সভাসদ্ রূপে তাহা শ্রবণ ও দর্শন করিতেছে। ময়ূরগণ পরমানন্দে পুচ্ছ বিস্তার এবং নানাবিধ ভঙ্গি করিয়া যখন নৃত্য করে, তখন ময়ূরগণের পুচ্ছ খসিয়া পড়িলে কৃষ্ণ তাহা পরম আদর করিয়া চূড়ায় ধারণ করেন- দেখিলে মনে হয় যেন, কৃষ্ণ সকলকে ইঙ্গিতে জানাইতেছেন যে, আমার বংশীবাদ্যে সন্তুষ্ট হইয়া ময়ূরগণ আমাকে তাহাদের এই সুরঞ্জিত পুচ্ছগুলি পারিতোষিকরূপে প্রদান করিতেছে। তাহাদের মনের ভাব এই যে "হে ব্রজরাজনন্দন। আমরা পক্ষিজাতি, আমাদের ত ধনরত্নাদি কিছুই নাই, আমাদের কেবলমাত্র এই সুরঞ্জিত পুচ্ছ আছে, তোমার বংশীবাদ্যে আমরা পরম সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে আমাদের এই সুরঞ্জিত পুচ্ছই পারিতোষিকরূপে প্রদান করিলাম"। বাদকগণের রীতি এই যে তাহাদের কেহ কোনও বস্তু পারিতোষিকরূপে প্রদান করিলে তাহারা তাহা মাথায় ধারণ করে, সুতরাং আমারও এই ময়ূরগণ কর্ত্তৃক পারিতোষিকরূপে প্রদত্ত পুচ্ছগুলি মাথায় ধারণ করা উচিত, অতএব আমি ময়ূরের পুচ্ছগুলি চূড়ায় ধারণ করিলাম। এই ভাবে কৃষ্ণ যখন ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা চূড়া বেষ্টন করেন, তখন তাঁহার শোভা দেখিয়া স্থাবর জঙ্গমাদি সকলেই মুগ্ধ হইয়া যায় এবং ময়ূরগণ নিজেকে ধন্য মনে করিয়া আরও আনন্দে ও উল্লাসে নৃত্য করিয়া থাকে।

ভাববতী ব্রজরমণীগণ ভাবনয়নে বৃন্দাবনের বনভূমির এতাদৃশ শোভা ও সৌভাগ্যসম্পদ্ দেখিয়া লালসা-ব্যাকুলিত চিত্তে নিজ নিজ সখীগণকে বলিলেন, সখি। আমাদের জন্ম বিফলেই গেল. আমরা গৃহকারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া কোন প্রকার আনন্দই উপভোগ করিতে পারিলাম না। বনের পশুপক্ষিগণও আমাদের অপেক্ষা কোটি কোটি গুণ সৌভাগ্যশালী; তাহারা নিরন্তর নয়ন ভরিয়া কৃষ্ণদর্শন এবং বংশীনাদ শ্রবণ করিতে পারে। বিধাতা যদি আমাদের বৃন্দাবনের বনবাসী পশু পক্ষী করিয়া সৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে আমরাও কৃষ্ণদর্শনে কৃতার্থ হইতাম। গোপীজন্ম লাভ করিয়া আমরা সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্ববিধ আনন্দ উপভোগে বঞ্চিত রহিলাম॥ ১০

অন্বযঃ।—মূঢ়গতয়ঃ (মূঢ়া বিবেকহীনা গতিঃ জ্ঞানং যাসাং তথাবিধাঃ) এতাঃ (বনচারিণ্যঃ) হরিণ্যঃ অপি ধন্যাঃ (কৃতার্থাঃ) স্ম, যাঃ (হরিণ্যঃ) বেণুরণিতং (শ্রীকৃষ্ণস্য বেণুনাদং) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) সহকৃষ্ণসারাঃ (কৃষ্ণসারৈঃ স্বপতিভিঃ সহ) উপাত্তবিচিত্রবেষং (উপাত্তাঃ গৃহীতা বিচিত্রাঃ পরমরমণীয়াঃ বেষাঃ বনমালাবর্হাপীড়-গুঞ্জাবতংসাদিরূপা যেন তং) নন্দনন্দনং (ব্রজরাজনন্দনং প্রতি) প্রণয়াবলোকৈঃ (সপ্রেমনিরীক্ষণৈঃ) বিরচিতাং (কল্পিতাং) পূজাং (সম্মানং) দধুঃ (বিদধিরে)॥ ১১

মূলানুবাদ।—বনচারিণী হরিণীগণ (পশুজাতি বলিয়া) বিবেকহীনা হইলেও ধন্য, কেননা তাহারা শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণমাত্রেই কৃষ্ণসারগণসহ কৃষ্ণসন্নিকটে উপস্থিত হইয়া বিচিত্র বনবিহার বেশে সুসজ্জিত নন্দনন্দনের দিকে সপ্রেম দৃষ্টিপাত ও আন্তরিক সমাদর প্রদর্শন করিয়া থাকে॥ ১১

শ্রীধরটীকা।—অপরা আহুঃ ধন্যা ইতি। হে সখি, মূঢ়গতযস্তির্য্যগ্জাতযোঽপ্যেতা হরিণ্যো ধন্যাঃ কৃতার্থাঃ যা বেণুরণিতং বেণুনাদমাকর্ণ্য নন্দনন্দনং প্রতি প্রণয়সহিতৈরবলোকনৈর্বিরচিতাং পূজাং সম্মানং দধুঃ কৃতবত্যঃ। কিঞ্চ কৃষ্ণসারৈঃ স্বপতিভিঃ সহিতা এব দধুঃ। অস্মৎপতয়স্তু গোপাঃ ক্ষুদ্রাঃ সমক্ষং তন্ন সহন্ত ইতি ভাবঃ॥ ১১

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অহো অস্তুতরাং হরিপ্রিয়সর্ব্বজীবাশ্রয়স্য শ্রীবৃন্দাবনস্য মাহাত্ম্যং তদাশ্রয়িকানাং পশুজাতীনামপি ভাগ্যং কিমবর্ণ্যতাম্ ইত্যাহুর্ধন্যা ইতি। মূঢ়া বিবেকহীনা গতির্জ্ঞানং যাসাং তথাভূতা অপি মতয় ইতি পাঠে তথৈবার্থঃ। হরিণ্য ইতি বনচারিণ্যোঽপি এতা দৃশ্যমানা ইব। নন্দস্য শ্রীবল্লবেন্দ্রস্য নন্দনমিতি ধাত্বর্থবলাদখিলগুণমহিষ্ঠত্বং সূচিতম্। এবং গুরোরপি তস্য নামগ্রহণমতিক্ষোভবৈবশ্যেন, বিক্ষিপ্তমনস ইত্যুক্তত্বাৎ। উপাত্তাঃ স্বীকৃতাঃ বিচিত্রা বেশা বনমালা বর্হাপীড়-গুঞ্জাবতংসাদি রূপা যেন তম্। বেণুরিফিতমিতি রাগস্বেনাপর্য্যবসিতং প্রথমফুৎকারমাত্রযুক্তম্। অনুকরণশব্দোঽয়ম্। রণিতমিতি পাঠোঽপি ক্বচিৎ। অত্র টীকা পুনরুক্তা স্যাৎ। কৃষ্ণ এব সারঃ পরমোপাদেয়ো যেষামিতি শ্লেষেণ চ স্বপতয়ো নিন্দিতাঃ। পূজামিতি তাবতৈব সর্ব্বোপচারপূর্ণত্বং জাতমিতি ধ্বনিতম্। অতএব দধুঃ পুপুষুঃ। সর্ব্বপূজাভ্যোঽধিকং চক্রুরিত্যর্থঃ। অতঃ ক্রিয়াতোঽপি বৈশিষ্ট্যং বিশেষেণ রচিতম্ ইতি। তত্র সর্ব্বত্র হেতু প্রণয়াবলোকৈবিতি, ভাবমাত্রগ্রাহিণস্তস্য তৈরেব পূজাসম্পত্তেঃ। বহুত্বং পরস্পরা বিবক্ষয়া। স্মেতি বিস্ময়ে খেদে বা। অহো বতাস্মাকম্ ঈদৃশং ভাগ্যং নাস্তীতি ভাবঃ। অন্যত্তৈঃ। অথবা বেণোরিফিতং যত্র তাদৃশম্ সন্তং আকর্ণ্য শ্রবণদ্বারা জ্ঞাত্বা উপাত্তবেশং সন্তং প্রণয়াবলোকৈর্দধুর্বশীকৃতবত্যঃ, তৈরেব পূজাং প্রীতিসেবামপি বিদধুরিত্যর্থঃ। অত্র অশ্রাবি ভূমিপতিভিরিত্যারভ্য দধদ্দশনচূর্চ্চুরশব্দমশ্ব ইতি মাঘকাব্যবৎ। সংশৃন্বন্ বদমানাংস্তান্, রাবণস্য গুণান্ জনানিতি ভট্টিকাব্যবচ্চ শ্রীমন্নন্দনন্দনস্য শ্রবণক্রিয়াকর্ম্মত্বং জ্ঞেয়ম্। অন্যৎ সমানম্॥ ১১

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—মহাভাববতী ব্রজরমণীগণ, প্রেমস্বভাবসুলভ অতৃপ্তি বশতঃ কিছুতেই চিত্তের স্থিরতা লাভ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা যাহার সঙ্গে কৃষ্ণের কোন প্রকার সম্বন্ধ দেখিতেছেন. তখন তাহাকেই পরম সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করিতেছেন এবং প্রেমস্বভাবসুলভ দৈন্য বশতঃ নিজেকে ভাগ্যহীনা বলিয়া মনে করিতেছেন।

বৃন্দাবন সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের পদস্পর্শসুখাস্বাদন করে বলিয়া কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজরমণীগণ নানাভাবে বৃন্দাবনের সৌভাগ্যাদি বর্ণনা করিলেন। আবার পরক্ষণেই তাঁহারা বলিলেন, সখি। বৃন্দাবনভূমি ত পরম সৌভাগ্যশালী হইবেই, কেন না সে শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয় পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি সকলেরই আশ্রয় স্বরূপ। সুতরাং তাহার মত সৌভাগ্য লাভ করা দূরে থাক্, তাহা আমাদের কল্পনারও অতীত। এই বৃন্দাবনে যে সমস্ত হরিণী আছে তাহাদের মত সৌভাগ্য লাভ করাও আমাদের পক্ষে সুদুর্ল্লভ। হরিণী পশুজাতীয়; সুতরাং তাহারা স্বভাবতঃই বিবেকহীন, কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা কখনও কৃষ্ণদর্শনে বঞ্চিত থাকে না। আমরা মনুষ্যকুলে জন্ম এবং মনুষ্যোচিত বিবেক সম্পন্ন হইয়াও কৃষ্ণদর্শনের সৌভাগ্যে বঞ্চিত আছি। কৃষ্ণসম্বন্ধবিহীন বিবেকশালী হইতে কৃষ্ণসম্বন্ধযুক্ত বিবেকহীনও কোটি কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ।

যাহা হউক, আমাদের ব্রজরাজনন্দন যখন শরৎকালীন বনবিহারোপযোগী বিচিত্র বেশে সুসজ্জিত হইয়া বনে গমন করেন এবং বনশোভা দর্শনে আনন্দিত হইয়া মোহন মুরলী বাদন করেন, তখন হরিণীগণ তৃণ ভক্ষণ এবং নিজ নিজ শাবকপালনাদি সর্ব্ববিধ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে ব্রজরাজনন্দনের নিকটবর্ত্তী স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং অনিমিষ নয়নে ব্রজরাজনন্দনের সেই ভুবনমোহন রূপমাধুর্য্য দর্শন ও মোহনমুরলীনাদ শ্রবণে কৃতার্থ হয়।

যাহারা জন্মজন্মার্জ্জিত পুণ্য বশতঃ সৌভাগ্যবান্ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের সর্ব্বপ্রকারেই সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে। হরিণীগণের পতিসৌভাগ্যেরও তুলনা নাই। কৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে যখন হরিণীগণ আত্মহারা হইয়া স্খলিতগতিতে কৃষ্ণের দিকে অগ্রসর হয়, তখন তাহাদের পতিগণও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়া থাকে। হরিণগণ কৃষ্ণকেই সংসারের সার বলিয়া ধারণা করিতে পারে বলিয়াই বোধ হয় তাহারা "কৃষ্ণসার" নামে

কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য বনিতোৎসবরূপশীলং শ্রুত্বা চ তৎক্বণিতবেণুবিবিক্তগীতম্।
দেব্যো বিমানগতয়ঃ স্মরনুন্নসারা ভ্রশ্যৎপ্রসূনকবরা মুমুহুর্বিনীব্যঃ॥ ১২

প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যাহা হউক, বৃন্দাবনের কৃষ্ণসারগণ তাহাদের পত্নী হরিণীগণকে কৃষ্ণানুরাগিণী দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হয় এবং হরিণীগণ যখন কৃষ্ণদর্শনে যায় তখন কৃষ্ণসারগণও তাহাদের অনুগমন করে। সখি! কৃষ্ণে প্রীতিযুক্ত পতিলাভ করাই রমণীজীবনের সার্থকতা, কিন্তু আমাদের সে সৌভাগ্য নাই, আমাদের পতিগণ কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিলেও ক্রোধাবিষ্ট হয়। কিন্তু হরিণীগণের কি সৌভাগ্য যে তাহারা তাহাদের পতির সম্মুখেই কৃষ্ণের দিকে সপ্রেমদৃষ্টিপাত করে এবং এই প্রেমকুসুমবৃষ্টি করিয়াই তাহারা কৃষ্ণের পূজা সম্পাদন করে। হায়! হায়! আমরা কি নিষ্ফল জন্মই লাভ করিয়াছিলাম যে, আমাদের নয়ন ভরিয়া কৃষ্ণদর্শন কিংবা প্রাণ ভরিয়া কৃষ্ণকথা আলাপন করিবারও সাধ্য নাই। আমরা যদি ব্রজরমণী না হইয়া হরিণী হইতাম, তাহা হইলে প্রাণ ভরিয়া প্রাণের হরির দিকে দৃষ্টি সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে প্রাণের আর্ত্তি জানাইয়া কৃতার্থ হইতাম॥ ১১

অন্বয়ঃ।—বনিতোৎসবরূপশীলং (বনিতাঃ অনুরাগবত্যঃ স্ত্রিয়ঃ তাসাম্ উৎসবো যস্মাৎ তথাভূতং রূপং ত্রিভঙ্গশ্যামলসুন্দরাকৃতিঃ; শীলং সৎস্বভাবশ্চ যস্য তং) কৃষ্ণং (সর্ব্বচিত্তাকর্ষকং শ্রীব্রজরাজনন্দনং) নিরীক্ষ্য (দূরতো দৃষ্ট্বা) তৎক্বণিতবেণুবিবিক্তগীতং (তেন ক্বণিতস্য বাদিতস্য বেণোঃ বিবিক্তং শৃঙ্গারাদিরসলব্ধবিভাগং গীতং) শ্রুত্বা চ বিমানগতয়ঃ (বিমানৈঃ আকাশমার্গৈঃ গচ্ছন্ত্যঃ) দেব্যঃ (দেববধ্বঃ) স্মরনুন্নসারাঃ (কামহতধৈর্য্যাঃ) ভ্রশ্যৎপ্রসূনকবরাঃ (বিগলিতকেশবন্ধাঃ) বিনিব্যঃ (স্খলিতকটিবসনাশ্চ সত্যঃ) মুমুহুঃ (স্বস্বপতীনাং সমক্ষমেব কামমূর্চ্ছাং প্রাপুঃ)॥ ১২

মূলানুবাদ।—বনিতাগণের পরমানন্দপ্রদ রূপ ও স্বভাবশালী সর্ব্বচিত্তাকর্ষক ব্রজরাজনন্দনকে দেখিয়া এবং তাঁহার শৃঙ্গারাদি শুদ্ধরসময় বেণুনাদ শ্রবণ করিয়া বিমানচারিণী দেবীগণ পর্য্যন্ত কামমোহিত হইয়া যান এবং তাহাতে তাঁহাদের কেশবন্ধ বিগলিত ও কটির বসন স্খলিত হইয়া পড়ে ও তাঁহারা তৎক্ষণাৎ নিজ নিজ পতি-ক্রোড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন॥ ১২

শ্রীধরটীকা।—অন্যা উচুঃ। হে গোপ্যঃ! আশ্চর্য্যং শৃণুত, বনিতানামুৎসবো যস্মাৎ তদ্রূপং শীলঞ্চ যস্য তং কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য, তেন বাদিতবেণোরসঙ্কীর্ণং গীতঞ্চ শ্রুত্বা বিমানৈর্গচ্ছন্ত্যো দেব্যো দেবানামঙ্কেষপি স্থিতা অপি স্মরেণ নুন্নসারাঃ পরিক্ষিপ্তধৈর্য্যা মুমুহুঃ। মোহে লিঙ্গমাহুঃ ভ্রশ্যৎপ্রসূনাঃ কবরাশ্চূড়া যাসাং তাঃ। বিগতা নীব্যো যাসাং তাঃ। অত্র সর্ব্বত্র বক্তৃভেদান্নাতীব সঙ্গতির্ব্বক্তব্যা॥ ১২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অহো আস্তাং শ্রীবৃন্দাবনবর্ত্তিনাং কৃষ্ণান্তিকে চরন্তীনামাসাং মাহাত্ম্যং খেচরীণা-মপি ভাগ্যং কিং বর্ণ্যমিত্যাহুঃ। কৃষ্ণমিতি চিত্তাকর্ষকম্। বনিতাস্তদনুরাগযোগ্যস্ত্রীজাতয়ঃ। শীলস্ত সুস্বভাবঃ। তেন ক্বণিতস্য বেণোঃ বিবিক্তং প্রতিকূলরাগামিশ্রণেন শুদ্ধম্। কিংবা শৃঙ্গারাদিরসলব্ধবিভাগং গীতম্। বিমানগতয় ইতি স্বপতিসাহিত্যং, বৈমানিকত্বেনাকস্মাদাগমনং শ্রীকৃষ্ণসঙ্গমাযোগ্যত্বং চোক্তম্। তথাপি কামহতধৈর্য্যাঃ সত্যো মুমুহুঃ। অত্র রূপাদের্নিরীক্ষণোক্তিস্তাভিস্তস্যাদৃষ্টচরত্বাৎ অতএব তদ্দর্শনেন বিশেষতো বেণুগীতশ্রবণেন চ তাদৃশ-মোহো যুক্ত এব। কিম্বা। যদা যদৈব রূপাদ্যনুভবস্তদা তদৈব মোহ ইতি। নিরীক্ষ্য শ্রুত্বা চেতি দ্বয়োরপি মোহে কারণত্বমুক্ত্বা তয়োর্বৈপরীত্যমপি জন্মনি মতং যদৈব খলু ক্রমপ্রাপ্তং ভবতীতি। মোহেনৈব বিমানতোঽবতীর্য্য শ্রীকৃষ্ণান্তিকমাগন্তুং ন শক্তা ইতি ভাবঃ। মোট্টায়িতাখ্যোঽনুভাবোঽয়ম্। যথোক্তম্। কান্তস্মরণবার্ত্তাদৌ হৃদি তদ্ভাবভাবিতঃ। প্রাকট্যমভিলাষস্য মোট্টায়িতমুদীর্য্যতে ইতি। অহোবত পরমমূঢানাং হরিণীনাং পরমবিদগ্ধানাং সুরসুন্দরীণামপি মোহনস্যৈবস্তুতস্য সর্ব্বসৌভাগ্যামৃতসিন্ধোরস্য দর্শনমপ্যনাপ্নুবতীরস্মান্ ধিগিতি। কিম্বা। বনবিহারিণস্তস্য তত্র তথা দর্শনাদ্যভাবাৎ বয়মধন্যা এব তাস্তু ধন্যা ইতি ভাবঃ॥ ১২

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—কৃষ্ণানুরাগবতী ব্রজরমণীগণ, কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গলালসায় এমনই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন যে. তাঁহারা যে কোনও ভাবে কৃষ্ণসঙ্গ লাভই জীবনের পরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতেছেন এবং যাহাদের কোনও ভাবে কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ দেখিতেছেন, তাহাদিগকেই ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিতেছেন। তাঁহাদের প্রৌঢ় নির্ম্মল পরম প্রেমের অতৃপ্তিস্বভাব বশতঃ তাঁহারা কিছুতেই যেন মানসিক শান্তি এবং আন্তরিক তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছেন না। তাই তাঁহারা খুঁজিয়া খুঁজিয়া যাহার সঙ্গে কোন প্রকার কৃষ্ণসম্বন্ধের আভাস পাইতেছেন, তাহারই সৌভাগ্য বর্ণনাচ্ছলে প্রেমবিকার প্রদর্শন করিতেছেন।

ব্রজরমণীগণ বলিলেন, সখি। হরিণীগণের সৌভাগ্যের কথা আর কি বলিব! তাহারা শ্রীকৃষ্ণের পদ-স্পর্শপূত বনভূমিতে নিরন্তর বিচরণ করে এবং গোচারণচ্ছলে কৃষ্ণ প্রত্যহ তাহাদের বাসস্থানে উপস্থিত হইয়া থাকেন। ঐ দেখ! আকাশচারিণী স্বর্গবাসিনী দেববধূগণও কেমন সৌভাগ্যবতী, তাহারা কেমন অনিমেষ-নয়নে কৃষ্ণরূপ দর্শন ও প্রাণ ভরিয়া কৃষ্ণের বংশীগান শ্রবণ করিয়া জীবন সফল করিতেছেন। কিন্তু হায়! আমরা এই ব্রজেই জন্মগ্রহণ করিয়া এবং চিরকাল ব্রজে বাস করিয়াও ব্রজরাজনন্দনের কোন প্রকার সম্বন্ধগন্ধও লাভ করিতে সমর্থ হইলাম না। হরিণীগণ নিকৃষ্ট পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ এবং বনমধ্যে বাস করিয়া কোনও দিন বন-মালীর বেণুনাদ শ্রবণ ও অঙ্গশোভাদর্শনে বঞ্চিত থাকে না। আবার দেববধূগণ, উৎকৃষ্ট দেবযোনিতে জন্মগ্রহণ এবং সুদূর স্বর্গধামে বাস করিয়াও কৃষ্ণরূপ দর্শনে কিংবা বেণুগান শ্রবণে বঞ্চিত থাকে না। কেবলমাত্র আমরাই মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ এবং ব্রজভূমিতে বাস করিয়াও ব্রজরাজনন্দনের অঙ্গশোভাদি দর্শনে বঞ্চিত থাকিলাম। অতএব দেখা যাইতেছে যে, নিকৃষ্ট এবং উৎকৃষ্ট এই দুইজনেই সর্ব্ববিধ সৌভাগ্য লাভের অধিকারী হইয়া থাকে, কেবলমাত্র মধ্যম অবস্থার ব্যক্তিগণই সর্ব্বসৌভাগ্যে বঞ্চিত হইয়া নিস্ফল জীবন যাপন করিয়া থাকে। আমরা যদি পশুর মত নিকৃষ্ট কিংবা দেবতার মত উৎকৃষ্ট হইতাম, তাহা হইলে বোধ হয় কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিতে পারিতাম, আমরা মধ্যমাবস্থাপন্ন মনুষ্য জাতীয় হইয়াই সর্ব্ববিধ সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইয়াছি। বিধাতা যদি আমাদের নিকৃষ্ট কিংবা উৎকৃষ্ট করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় আমাদের জন্ম এমন নিস্ফলভাবে অতিবাহিত হইত না।

যাহা হউক, সখি। দেববধূগণ আমাদের ব্রজরাজনন্দনকে দেখিয়া যে কিরূপ আত্মহারা ও প্রেমমুগ্ধ হয় তাহা আর কি বলিব। আমাদের ব্রজরাজনন্দনের রূপ ও স্বভাব দুই-ই অনুরাগবতী রমণীমাত্রেরই উৎসব দাতা। ব্রজরাজনন্দনকে দেখিলে সকলেরই মনে হয় যে, আজ আমার জীবনের মহা মহোৎসব ও আমার সুদীর্ঘ জীবনের এই দিনই চিরস্মরণীয়। জীবনে যদি আর কোনও দিন ব্রজরাজনন্দনের মুখচন্দ্র দেখিতে না-ও পাই, তথাপি অদ্যকার স্মৃতিলেশও যতদিন হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে ততদিনই এ জীবন ধন্য। বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি, যেন জন্মে জন্মে এই মুখচন্দ্রের স্মৃতি আমাদের জীবন ধন্য করিয়া আমাদের হৃদয়ে জাগরূক থাকে।

আমাদের ব্রজরাজনন্দন, একে ত আনন্দে গড়া মূর্ত্তি, তাহাতে আবার সর্ব্বমনোহর শ্যামলসুন্দর, পীত-বসন পরিহিত, তাহাতে ললিতত্রিভঙ্গ ভঙ্গী, তাহাতে আবার পরিসর বক্ষোপরি বনমালার দোলন, তাহাতে অধরে মধুর হাসি, তাহাতে আবার কুটিল নয়নের চাহনী, তাহাতে বিবিধ ভঙ্গীসমন্বিত বিচিত্র গোষ্ঠক্রীড়া—একাধারে এতগুলি মনোমুগ্ধকর ভাবের সমাবেশ থাকিলে, মুগ্ধ না হইয়া কে থাকিতে পারে? আমাদের ব্রজরাজনন্দন এই ভুবনভুলান রূপখানি লইয়া নিস্পন্দভাবে যদি দাঁড়াইয়াও থাকেন, এমন কি এই রূপের ছবি আঁকিয়া কিংবা প্রতিমা গড়িয়াও যদি কেহ দেখে, তাহা হইলেও তাহার আত্মহারা না হইয়া এবং চিরতরে ঐ অসীম সুষমার নিকট আত্মবিক্রয় না করিয়া আর গতি নাই। কিন্তু আমাদের ভুবনমোহন

শ্যামসুন্দব তাঁহার রূপখানি দেখাইযাও নিবস্ত হন না, তিনি আবার এই রূপেরই মধুর অধরে মধুর মুরলী সংস্থাপন করিযা তাহাতে ফুৎকার প্রদানচ্ছলে অধরামৃতধারা ঢালিযা দেন। সখি! তাহাতে যে নাদামৃত নির্গত হয, তাহাতেই স্থাবর জঙ্গম পাগল হইযা যায। কিন্তু আমাদের শ্যামসুন্দর কেবলমাত্র মুরলীরন্ধ্রে ফুৎকার প্রদান করিযাই নিরস্ত হন না, তিনি আবার তাহাতে শৃঙ্গারাদি নানা রসোদ্দীপক রাগ আলাপ করেন, সুতরাং ত্রিজগতে আর অনুরাগবতী কোন রমণীরই ঘরে থাকিবার সাধ্য নাই।

আমাদের কৃষ্ণের স্বরূপই স্বভাবতঃ সর্ব্বাকর্ষক; তাহার পর তাঁহার মূর্ত্তির যে কি আকর্ষণ, তাহা আর কাহারও ধারণা করিবার সাধ্য নাই। সেই মূর্ত্তিতে নব কৈশোর বযস, তাহাতে বিবিধ বিচিত্র ভঙ্গি, তাহাতে মুরলীবাদন ও তাহাতে যদি শৃঙ্গাররসোদ্দীপক রাগ আলাপ হয এবং তাহা যদি কোনও অনুরাগবতী রমণীর নয়ন ও শ্রবণগত হয, তাহা হইলে তাহাব যে কি পরমানির্ব্বচনীয আকর্ষণ হয, তাহার ধারণা-লেশগন্ধ পর্য্যন্তও কাহারও ধারণাগোচর হওযাব সম্ভাবনা নাই। দেববধূগণ, নিজ নিজ পতিসহ আকাশযানে পরিভ্রমণকালে যখন কৃষ্ণেব এই অনুপম রূপসৌন্দর্য্যসিন্ধুর শীকব-কণিকামাত্র নয়ন গোচর করেন এবং মোহনমুরলীরবমাধুরী-লেশাভাস শ্রবণ করেন, তখন তাঁহারা একেবারে ভাবে বিবশা এবং কৃষ্ণমিলনলালসার অন্তিমদশাব সমুপস্থিত হন। কিন্তু আকাশচারিণী দেববধূগণের ভূলোকে আগমন সম্ভবপর নহে, কাজেই তাঁহারা "হায কি দেখিলাম, হায কি শুনিলাম!" এই অস্ফুটরব করিতে করিতে কামমোহিত হইযা নিজ নিজ পতিক্রোডে মূর্চ্ছাপন্ন হইযা যান এবং তখন তাঁহাদের কবরী স্খলিত হইয়া বৃন্দাবনভূমিতে অনর্গল কুসুম বৃষ্টি হয এবং কটির বসন স্খলিত হইযা তাঁহাবা বিবসনা হইযা পডেন। যদিও তাঁহারা কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ মিলনসুখ লাভে বঞ্চিতই থাকেন, তথাপি তাঁহারা ধন্য। কেননা, আমাদের ব্রজরাজনন্দনের সহিত সাক্ষাৎ মিলনসুখাস্বাদন করিবার যোগ্য কোন রমণীই বোধ হয বিধাতার সৃষ্টিতে নাই, বিধাতাও বোধ হয এই শ্যামসুন্দর নব-কিশোব-নটবর পুরুষশিরোমণি সৃজন করিযা নিজেই তাহাব সৌন্দর্য্য দেখিযা আত্মহারা হইয়া গিযাছেন, তাই আর তাঁহার সহিত মিলনযোগ্যা রমণী সৃষ্টি করিবার অবসর পান নাই। সুতরাং ব্রজরাজনন্দনের সহিত মিলনলালসায যে রমণী বিবশা হইতে পারে, সে-ই ধন্য। তাই বলিতেছি যে দেববধূগণ, কৃষ্ণের সহিত মিলনের সৌভাগ্য না পাইলেও তাঁহারা ধন্য, যেহেতু তাঁহারা কৃষ্ণমিলনলালসায বিবশা, আত্মহারা, স্খলিতকবরা, মূর্চ্ছাগতা ও গলিতবসনা হইতে পারিয়াছেন। ধন্য তাঁহাদের অনুরাগ। ধন্য তাঁহাদের মিলন বাসনা।

দেববধূগণের সৌভাগ্যের আরও বিশেষত্ব এই যে—তাঁহাদের পতিগণ, তাঁহাদিগকে পরপুরুষের রূপ-মোহিতা এবং কামহতা দেখিযাও কোন প্রকাব দ্বিধা বোধ করেন নাই, প্রত্যুত তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্তা এবং কৃষ্ণমিলনলালসাবতী, মূর্চ্ছিতা পত্নীগণকে ক্রোডে ধারণ করিযা মহাসৌভাগ্য বোধ করেন। তাঁহাদের মনের ভাব এই যে, জগৎমোহন কৃষ্ণের রূপে আমাদের কঠিন হৃদয বিগলিত হইল না, কিন্তু আমাদের ভাগ্যবতী পত্নীগণ তাহাতে আত্মহারা হইযাছেন, আমরা তাঁহাদের সঙ্গ করিযাই জীবনের কৃতার্থতা সম্পাদন করি। কৃষ্ণপ্রেমে যাঁহারা বিগলিত ও মূর্চ্ছাগত হইতে পারেন, তাঁহাদের ভাগ্যের ত সীমাই নাই। যাহারা তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পায, তাহাদের ভাগ্যও ত্রিজগতে অতুলনীয।

পূর্ব্বরাগবতী ব্রজরমণীগণ তাঁহাদের প্রেমের সঞ্চারীভাবদৈন্য বশতঃ মনে মনে ভাবিতেছেন যে, আমাদের ত কৃষ্ণমিলন লালসায কঠিন হৃদয বিগলিত হয-ই না, যাহাদের হৃদয বিগলিত হয, তাহাদের স্পর্শ লাভ করিবার সৌভাগ্যেও আমরা চিরবঞ্চিত। হায! হায! বিধাতা আমাদের এই ব্যর্থ জীবন কেন সৃষ্টি করিযাছেন!

গাবশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গতবেণুগীতপীযূষমুত্তভিতকর্ণপুটৈঃ পিবন্ত্যঃ।
শাবাঃ স্নুতস্তনপয়ঃকবলাঃ স্ম তস্থুর্গোবিন্দমাত্মনি দৃশাশ্রুকলাঃ স্পৃশন্ত্যঃ॥ ১৩

ব্রজরমণীগণের এই ভাবকে শ্রীপাদরূপগোস্বামী, তাঁহার উজ্জলনীলমণি গ্রন্থে "মোট্টায়িত" ভাব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—

কান্তস্মরণবার্ত্তাদৌ হৃদি তদ্ভাবভাবতঃ। প্রাকট্যমভিলাষস্য মোট্টায়িতমিতীর্য্যতে॥ (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

কান্তের স্মরণ এবং কথাপ্রসঙ্গে আন্তরিক ভাবের আবেগে যখন বাহিরে অভিলাষের অভিব্যক্তি হয়, তখন সেই ভাবকে "মোট্টায়িত" বলা যায়।

দেববধূগণের সৌভাগ্য বর্ণন প্রসঙ্গে ব্রজবধূগণ আত্মধিক্কারের সঙ্গে সঙ্গে যে অভিলাষের ইঙ্গিত করিলেন, তাহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে—হায়! হায়! আমরা যদি দেববধূগণের মত সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমাদের জীবন সার্থক হইত। কৃষ্ণমিলনবিহীন, কৃষ্ণমিলনবাসনাগন্ধবিরহিত এমন কি যাহাদের কৃষ্ণমিলনবাসনার ব্যাকুলতা আছে, তাহাদেরও সম্বন্ধশূন্য আমাদের এই জীবন সর্ব্বপ্রকারেই অধন্য এবং সর্ব্বতোভাবে নগণ্য॥ ১২

অন্বয়ঃ। গাবশ্চ (বৃন্দাবনচারিণ্যো গাবশ্চ তথা) স্নুতস্তনপয়ঃকবলাঃ (স্ব স্ব মাতৃস্তনক্ষরিতদুগ্ধগ্রাসমুখাঃ) শাবাঃ (গোবৎসাশ্চ) উত্তভিতকর্ণপুটৈঃ (ক্ষরণভয়াদেব সমুন্নমিতকর্ণরূপপানপাত্রৈঃ) কৃষ্ণমুখনির্গতবেণুগীতপীযুষং (কৃষ্ণমুখাৎ ফুৎকারমাত্রেণ নির্গতং বেণুগীতরূপমমৃতং) পিবন্ত্যঃ (আস্বাদবন্ত্যঃ তথা) দৃশা (নেত্রমার্গেণ) গোবিন্দং (গোপালনরতং শ্রীকৃষ্ণং) আত্মনি (মনসি) স্পৃশন্ত্যঃ (আলিঙ্গন্ত্যঃ) অশ্রুকলাঃ (অশ্রুব্যাপ্তনয়নাঃ সত্যঃ) তস্থুঃ (দেহাদিকং বিস্মৃত্য নিস্পন্দরূপেণ অবতস্থিরে)॥ ১৩

মূলানুবাদ।—বৃন্দাবনের গাভীগণ এবং স্তনপানরত গোবৎসগণ, উর্দ্ধরূপে স্থাপিত কর্ণপাত্রে করিয়া কৃষ্ণমুখনির্গত বেণুগীতামৃত আস্বাদন এবং নয়নদ্বারা হৃদয়ে প্রবিষ্ট কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুব্যাপ্তনয়নে নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিয়া থাকে॥ ১৩

শ্রীধরটীকা—ক্ষরণশঙ্কয়েবোত্তভিতৈরুন্নমিতৈঃ কর্ণপুটৈঃ পিবন্ত্যঃ সত্যঃ। তথা শাবাশ্চ বৎসাশ্চ স্তনপানে প্রবৃত্তাঃ সমনন্তরমেব গীতং শ্রুত্বা তদেব পীযূষমুত্তভিতকর্ণপুটৈঃ পিবন্ত্যঃ স্নুতস্তনপয়ঃকবলাঃ কেবলং স্তনেভ্যঃ ক্ষরিতক্ষীরগ্রাসা মুখেষু যেষাং তে তস্থুঃ বিস্মৃতক্রিয়া বভূবুরিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ গোবিন্দং দৃশা মার্গেণ আত্মনি মনসি স্পৃশন্ত্যঃ আলিঙ্গন্ত্যঃ। অতএব অশ্রূণাং কলা লেশা লোচনয়োর্যাসাং তা গাবস্তে চ শাবাঃ বৎসাঃ॥ ১৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অথান্যস্যা গোপ্যা বাক্যমাহ গাব ইতি ত্রিভিঃ। তত্র প্রথমতো নিজভাববিরোধিমাতৃভাবাদীনাং গবাং বর্ণনং পূর্ব্ববদবহিত্থার্থং, প্রীতিসাম্যানাংশে বিরোধাভাবাদ্বিবক্ষিতোপযোগার্থঞ্চ। অপ্যর্থে চকারঃ। লোকে সারাসারবিবেকহীনত্বেন খ্যাতা গাবোঽপি। পীযূষরূপকেন মুখস্য চন্দ্রত্বং, কৃষ্ণমুখশব্দেন অতিকোটিচন্দ্রতাব্যঞ্জকেন পীযূষস্যৈব বৈশিষ্টং সূচ্যতে। কৃষ্ণঃ খলু পরমানন্দঘনমূর্ত্তিরুচ্যতে। স্মেতি বিস্ময়ে। তস্থুস্তব্ধতালক্ষণং সাত্ত্বিকবিকারং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। গোবিন্দং নিজপ্রভুম্ ইতি প্রীত্যা স্পর্শনং বোধয়তি। অন্যৈস্তৈঃ। তদসম্মতে স্নুতস্তনপয় ইতি পাঠে স্নুতং কেষাঞ্চিদ্ভিনবানাং মুখাৎ ক্ষরিতং স্তনপয়ঃ মাতৃস্তনক্ষীরং কেষাঞ্চিত্তু তৃণচরাণাং তৃণপূরিতঃ কণ্ঠাগ্রশ্রূণাং অতএব সদ্রবতয়া ক্ষরিতঃ কমলশ্চ তৃণগ্রাসো যেষাং তে। যদ্বা। আত্মনি মনসি গোবিন্দং স্পৃশন্ত্যঃ অর্পয়ন্ত্যঃ সাক্ষাৎ সম্যগ্দর্শনাশক্তেঃ। তত্র হেতুমাহ দৃশা নেত্রেণাশ্রূণি কলয়ন্তি বর্দ্ধয়ন্তীতি তথা তাঃ। অশ্রুধারয়া দৃষ্ট্যাচ্ছাদনান্মনসৈব পশ্যন্ত ইত্যর্থঃ। অতস্তদ্দর্শনমাত্রাভাবেন বয়মধন্যা এবেতি ভাবঃ॥ ১৩

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—কৃষ্ণানুরাগবতী ব্রজরমণীগণ কৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে চিরসঞ্চিত ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্যাদি বিসর্জ্জন দিয়া নিজ নিজ সখীর নিকটে মনের কথা ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও প্রথমতঃ অবহিথায় আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করেন ও তদনুসারে তাঁহারা কৃষ্ণমাধুর্য্য বর্ণনা করিতে গিয়া কৃষ্ণ ও বলরামের মাধুর্য্য বর্ণনা করেন এবং বৃন্দাবনভূমি, বনচারিণী হরিণী প্রভৃতির কথার আবরণে নিজেদের মনের কথা আচ্ছাদন করিয়া নানাভাবে তাহা প্রকাশ করেন। কিন্তু আকাশচারিণী দেবীগণের কথা বলিতে গিয়া যেন তাঁহাদের মনের কথার কিছু আবরণ উন্মুক্ত হইয়া গেল। এইজন্য তাঁহারা তাড়াতাড়ি বাৎসল্য প্রেমবতী গাভীগণের এবং সদ্যোজাত গোবৎসগণের কথার অবতারণা করিয়া নিজ নিজ মনের ভাব আবরণ করিতে চেষ্টা করিলেন।

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ বলিলেন, সখি! আকাশচারিণী দেবীগণের অবস্থা দেখিলে আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, তাঁহারা রমণী এবং নানাবিধ ভাববৈদগ্ধীনিপুণা বলিয়া রমণীমোহন শ্যামসুন্দরকে দেখিয়া এবং তাঁহার শৃঙ্গার-রসোদ্দীপক বেণুনাদ শুনিয়া কামমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু আমাদের ব্রজরাজনন্দনের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও তাঁহার অসমোর্দ্ধ মাধুরী ও ভঙ্গি প্রভৃতির মোহিনী শক্তির কথা আলোচনা করিলে মনে হয় যে, ব্রজরাজনন্দনকে দেখিলে এবং তাঁহার মোহন বেণুনাদ শুনিলে সকলেরই আত্মহারা হইতে হয়। ইহাতে রমণী কিংবা অন্য কেহ বলিয়া কোনই কথা নাই। আমাদের কৃষ্ণকে যে একবার দেখিবে, সে-ই চিরদিনের জন্য আত্মহারা হইয়া যাইবে, তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

আমাদের ব্রজরাজনন্দন, যখন গোচারণচ্ছলে বনভূমিতে উপস্থিত হইয়া মোহনমুরলী বাদন করেন, তখন মুরলীরন্ধ্র হইতে যে পরম মধুর নাদ নির্গত হয়, কেহই তাহার স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। পশুপক্ষী, নর-নারী, বৃক্ষলতা, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি স্থাবর কিংবা জঙ্গম যে কেহই হউক না কেন, এই পরমমোহন বংশীনাদ-সম্বন্ধ পাইবামাত্র, সকলেই যেন কি এক অভূতপূর্ব্ব পরমানন্দসাগরে ডুবিয়া যায়। তাহার মধ্যে গোগণ, যখন এই বংশীনাদ শ্রবণ করে, তখন তাহাদের মনে হয়, তাহাদের কর্ণবিবরে যেন ধারাকারে অমৃতরস বর্ষণ হইতেছে। সেজন্য তাহারা তৎক্ষণাৎ তৃণ ভক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া উর্দ্ধমুখে অবস্থিত হয়। তাহাদের মনে হয় যে নতবদনে তৃণ ভক্ষণ করিতে গেলে বুঝি তাহাদের কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট অমৃতধারা কর্ণদ্বার দিয়া বিগলিত হইয়া যাইবে, সেই জন্য তাহারা উর্দ্ধমুখে কর্ণদ্বয়কে এমনভাবে স্থাপন করে যে তাহা হইতে আর সেই বংশীনাদামৃতধারা বিগলিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

বিবেকহীন গোগণের পক্ষে দেববধূগণের মত বংশীনাদশ্রবণে শৃঙ্গারাদি রসোদ্দীপক ভাবের অভিব্যক্তি হওয়া সম্ভবপর না হইলেও বংশীরবের মাধুর্য্য গ্রহণে তাহারা অপরাগ নহে, কিংবা বংশীরবও বিবেকহীন পশুগণের নিকটেও নিজ মাধুর্য্য প্রকাশ করিতে অপারগ নহে।

কৃষ্ণের মুখসুধাকরনির্গলিত বংশীনাদামৃতধারা যখন গোগণের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, তখন তাহারা তাহাদের বিবেকবিহীন বুদ্ধিতে তাহাকে স্বরলহরী বলিয়া ধারণা করিতে পারে না। তাহারা কি যেন এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যধারা মনে করিয়া কর্ণদ্বয় উত্তানভাবে স্থাপন করে এবং কোনও তরল মধুর বস্তু পান করিতে হইলে যেমন তাহা কোন পাত্রগত করিয়া পান করিতে হয়, তাহারাও সেইরূপ তাহাদের কর্ণপাত্রে এই বংশীনাদমাধুর্য্যধারা স্থাপন করিয়া পরমানন্দে তাহা পান করিয়া মাধুর্য্যাবেশে আত্মহারা হইয়া যায়। ইহাতে যদি কাহারও মনে হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যহই এই গোগণকে তৃণক্ষেত্রে চারণ করান এবং শিশুকাল হইতেই এই গোগণকে পালন করিয়া আসিতেছেন, সেজন্য বিবেকহীন গোগণও তাঁহাকে ভালবাসে এবং বংশীনাদ শুনিলেই আত্মহারা হইয়া যায়,

তাহা হইলে তাহাকে বলি যে,—সে একবার গোবৎসগণের দিকে দৃষ্টিপাত করুক এবং দেখুক যে—যে সমস্ত গোবৎসগণ তিন চারি দিন মাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং যাহারা তাহাদের মাতৃস্তন্য ছাড়া অন্য কোন রসেরই এখনও পরিচয় পায় নাই, তাহারা পর্য্যন্ত কৃষ্ণের বংশীনাদশ্রবণে কিরূপ আত্মহারা হইয়া গিয়াছে।

কৃষ্ণের বংশীনাদামৃতলহরী যখন গোপগণের কর্ণবিবরে প্রবেশ করে, তখন তাহাদের অন্তরে কি যেন এক অভিনব ভাবের বিকাশ হয় এবং তাহাতে তাহাদের স্তন হইতে আপনা আপনিই প্রবলবেগে দুগ্ধধারা ক্ষরিত হইতে থাকে। সাধারণ গোগণের যেমন বৎসবাৎসল্যবশতঃ দুগ্ধধারা ক্ষরিত হয়, বৃন্দাবনচারিণী ধেনুগণের সেভাবে দুগ্ধ ক্ষরণ হইতে দেখা যায় না। তাহারা যখন কৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণ, কৃষ্ণদর্শন, কিংবা কৃষ্ণাঙ্গস্পর্শন করে, তখনই তাহাদের দুগ্ধ ক্ষরণ হয়। গোবৎসগণ তাহাদের স্বভাব বশতঃ মাতৃস্তন চুষণ করে বটে, কিন্তু তাহাতে তাহারা সমধিক পরিমাণে দুগ্ধপান করিতে পারে না, তবে যখন কৃষ্ণের বংশীনাদ হয়, তখন গোগণের স্তন হইতে শত ধারে দুগ্ধ ক্ষরিত হইয়া বৎসগণের মুখবিবর পরিপূর্ণ করিয়া দেয়। কিন্তু বংশীনাদমাধুর্য্যে আত্মহারা গোবৎসগণ তাহাদের মাতৃস্তনক্ষরিত দুগ্ধধারা মুখে পাইয়াও তাহা পান করিতে পারে না, কেননা—বংশীনাদ শ্রবণে তাহারা এমনই আনন্দবিবশ হইয়া যায় যে তাহাদের মাতৃস্তন হইতে মুখ স্খলিত হইয়া যায় এবং মুখবিবরস্থ দুগ্ধধারা বিগলিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া যায়।

এইভাবে গোগণ এবং গোবৎসগণ বংশীরবশ্রবণে আনন্দমুগ্ধ হইয়া যখন বংশীধারীর বদনপানে দৃষ্টি সঞ্চার করে, তখন প্রথমদৃষ্টিপাতমাত্রেই তাহাদের হৃদয়াভ্যন্তরে ব্রজরাজনন্দনের সেই নিরুপম রূপরাশি ফুটিয়া উঠে এবং আনন্দাশ্রুধারাপ্রবাহে নয়নদ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়। কাজেই তাহারা তখন আর তাহাদের সম্মুখবর্ত্তী ব্রজরাজনন্দনকে দেখিতে পায় না, কেবলমাত্র কর্ণে তাঁহার বংশীনাদামৃতাস্বাদন এবং অন্তরে তাঁহার ভুবনমোহনরূপমাধুরীর স্ফূর্ত্তি লইয়া পরমানন্দ-রস-মগ্ন হইয়া নিস্পন্দভাবে অবস্থান করে। ইহাতে মনে হয় যেন বাৎসল্যপ্রেমাধার গোগণ ব্রজরাজনন্দনকে বাহ্যদেহে ক্রোড়ে ধারণ করিতে না পারিলেও তাঁহাকে মনঃক্রোড়ে স্থাপন করিয়া পরমানন্দে বিভোর হইতেছে এবং নিজ নিজ জীবন ধন্য করিতেছে।

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ তাঁহাদের পরমপ্রেমস্বভাবজনিত মিলনলালসায় ব্যাকুল হইয়া, যাহার সহিত কৃষ্ণের কোন প্রকার সম্বন্ধ দেখিতেছেন, তাহাকেই সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করিতেছেন এবং দৈন্যবশতঃ নিজেদের সর্ব্বতোভাবে ভাগ্যহীনা বলিয়া মনে করিতেছেন। গোগণের বংশীরবশ্রবণজনিত ভাবাবেশ দেখিয়া, গোপীগণ মনে করেন যে এই বৃন্দাবনে গোজন্মও সার্থক, কেননা গোগণ কৃষ্ণের বংশীরবশ্রবণে নিজ নিজ দেহ পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতে পারে বলিয়াই তাহাদের স্ব স্ব ভোজ্যবস্তুর সহিত পর্য্যন্ত সম্বন্ধ থাকে না। বংশীরবশ্রবণে গোগণের মুখ হইতে অর্দ্ধচর্বিত তৃণকবল বিগলিত হইয়া পড়ে এবং গোবৎসগণের মুখ হইতে দুগ্ধকবল বিগলিত হইয়া পড়ে। যাহাদের দেহের স্মৃতি কিংবা দেহাবেশ থাকে, তাহারা কখনই এরূপ নিজ নিজ ভোজ্যবস্তুতে স্পৃহাশূন্য হইয়া বংশীরবশ্রবণে আত্মহারা হইতে পারে না। কিন্তু হায়! আমাদের কি দুর্ভাগ্য! আমরা সেই বংশীরব শ্রবণে দেহস্মৃতি কিংবা দেহাবেশ হইতে মুক্তিলাভ করা ত দূরের কথা, গৃহবন্ধন হইতেও আমরা মুক্তিলাভ করিতে পারিব না। আমাদের এমন সাধ্য নাই যে আমরা কৃষ্ণের বংশীরব শ্রবণমাত্রেই ধৈর্য্য, লজ্জা, কুল, শীল, মান ভয়াদি পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইতে পারি, কিংবা বংশীরবমাধুর্য্যসিন্ধুতে ডুবিয়া যাইতে পারি। আমরা আমাদের দেহগেহাবেশ প্রভৃতি সমস্তই অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দূর হইতে কৃষ্ণের বংশীরব শ্রবণ করি। কিন্তু আমাদের বংশীরবমাধুর্য্যে এমন কোনও আবেশ হয় নাই যে তাহাতে আমরা সকল ভুলিয়া কেবলমাত্র বংশীরবমাধুর্য্যেই আত্মহারা হইয়া থাকিতে পারি। অতএব

প্রায়ো বতাম্ব বিহগা মুনয়ো বনেঽস্মিন্ কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচিরপ্রবালান্ শৃণ্বন্ত্যমীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ॥ ১৪

আমাদের জীবন বৃথা। গোগণ এবং গোবৎসগণ আমাদের অপেক্ষা কোটি কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ, কেননা তাহারা বংশীরব শুনিয়া নিজ নিজ দেহ পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতে পারে। জগতে যাহারা কৃষ্ণের সম্বন্ধগন্ধে সর্ব্বস্ব ভুলিতে পারে তাহারাই ধন্য। আমরা দেহগেহাদির আবেশরসে মত্ত হইয়া নিষ্ফল জীবনভার বহন করিতেছি মাত্র॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—অম্ব (হে মাতঃ।) বত অস্মিন্ বনে (অস্মাকং সর্ব্বেষামেব দৃষ্টিগোচরে শ্রীবৃন্দাবনে বর্ত্তমানা যে) বিহগাঃ (শুকপিকময়ূরাদয়ঃ পক্ষিণো নিবসন্তি তে) প্রায়ঃ (তেষাং বহব এব) মুনয়ঃ (আত্মারামা ভবিতুমর্হন্তি, যতস্তে) কৃষ্ণেক্ষিতং (যথাবস্থানে পুষ্পফলপল্লবাদ্যন্তরং বিনৈব কৃষ্ণদর্শনং সম্পদ্যতে তথৈব) রুচির-প্রবালান্ (মনোহরপল্লবাদিসমাযুক্তান্) দ্রুমভুজান্ (বৃক্ষশাখাঃ) আরুহ্য (সমাশ্রিত্য) মীলিতদৃশঃ (অর্দ্ধমুদিত-নয়নাঃ) বিগতান্যবাচঃ (মুরলীনাদব্যতিরিক্তসর্ব্ববিধশব্দশ্রবণভাবণাদিবিহীনাশ্চ সন্তঃ) তদুদিতং (তেন কৃষ্ণেন প্রকটিতং) কলবেণুগীতং (অব্যক্তমধুরবংশীনাদং) শৃণ্বন্তি॥ ১৪

**মূলানুবাদ**।—মাতঃ। এই বৃন্দাবনে যে সমস্ত পক্ষিগণ বাস করে, তাহারা প্রায় সকলেই আত্মারাম, কেননা তাহারা বিচিত্রপল্লবাঙ্কুরাদিশোভিত বৃক্ষে আরোহণ করিয়া তাহার যে শাখা হইতে অবাধে কৃষ্ণদর্শন হয়, সেই শাখায় উপবেশন করে এবং মুরলীনাদ ব্যতীত সর্ব্ববিধ শব্দের শ্রবণভাবণাদি পরিত্যাগ করিয়া অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে শ্রীকৃষ্ণের মোহনমুরলীনাদ শ্রবণ করিয়া থাকে॥ ১৪

**শ্রীধরটীকা**।—ভো অম্ব মাতঃ। অস্মিন্ বনে যে বিহগাঃ পক্ষিণস্তে প্রায়েণ মুনয়ো ভবিতুমর্হন্তি। কুতঃ? কৃষ্ণেক্ষিতং কৃষ্ণদর্শনং পুষ্পফলাদ্যন্তরং বিনা যথা ভবতি তথা, রুচিরাঃ প্রবালা যেষাং তান্ দ্রুমভুজান বৃক্ষাণাং শাখা আরুহ্য, তেন শ্রীকৃষ্ণোদিতং প্রকটিতং কলবেণুগীতং কেনাপি সুখেন অমীলিতদৃশস্ত্যক্তান্যবাচশ্চ সন্তো যে শৃণ্বন্তীতি। তথাহি মুনয়ঃ শ্রীকৃষ্ণদর্শনং যথা ভবতি তথা বেদোক্তকর্ম্মফলপরিত্যাগেন বেদদ্রুমশাখাশ্চ রুচিরপ্রবালস্থানীয়ানি কর্ম্মণ্যেবোপাদদানাঃ সুখিনঃ সন্তঃ শ্রীকৃষ্ণগীতমেব শৃণ্বন্তি, অতস্ত এবৈতে ভবিতুমর্হন্তীতি ভাবঃ॥ ১৪

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—অহো অন্তরতরাং শ্রীকৃষ্ণপাল্যমানানাং গবাং ধন্যত্বং, বন্যানাং বিহগানামপি ভাগ্যং কিং বর্ণ্যমিত্যাহুঃ। প্রায় ইতি বাহুল্যে। ময়ূরাদীনাং কেষাঞ্চিৎ প্রেমনৃত্যাদিনা পরমভক্তসাম্যাৎ। বতেতি বিস্ময়ে। হে অম্বেতি। অয়ং ভাবাবিষ্টপ্রমদাজন-কথাস্বভাবঃ, যৎ খলু তচ্ছৃন্তেঽপি তৎসম্বোধনম্। স্বসখীভ্যো হৃদ্বর্ণয়িতুমিত্যাক্তত্বাৎ। কৃষ্ণেক্ষিতং স্বকর্তৃকং কৃষ্ণস্য দর্শনং তৎকর্তৃকং বা স্বদর্শনং যত্র তৎ যথা স্যাৎ তথা দ্রুমভুজানা-রুহ্য। রুচিরপ্রবালানিতি তেষামপ্যঙ্কুরাদিবিকারো দর্শিতঃ। বিহগানামপি তদ্দর্শনেঽব্যবধানঃ সুখভোগসাধনঞ্চ দর্শিতম্। তথাপি কৃষ্ণেক্ষিতং যথা স্যাত্তথা শৃণ্বন্তি। মীলিতদৃশঃ অর্দ্ধমুদ্রিতদৃশঃ। মহাপ্রেমসম্পত্ত্যা অলসদৃষ্টয় ইত্যর্থঃ। বিগতা মনঃশ্রবণবাগিন্দ্রিয়েভ্যো নির্গতা অন্যা মুরলীবাদ্যাতিরিক্তা বাচো যেষাম্ অতস্ত এব ধন্যা ইতি ভাবঃ। অন্যৈস্তৈঃ। তত্র ভাবার্থে রুচিরশব্দাদ্ভগবদর্পিতকার্ম্মণীতি বোদ্ধ্যমিতি। অথবা প্রায় ইতি বিতর্কে। মুনয় আত্মারামাঃ শ্রীসনকাদয়োঽস্মিন্ বনে বিহগা এব বভূবুরিত্যর্থঃ। তত্র প্রয়োজনমাহুঃ কৃষ্ণেত্যাদিনা। কৃষ্ণেন ঈক্ষিতং স্বয়মেবোৎপ্রেক্ষিতং কল্পিতং পূর্ব্বং তাদৃশাভাবাৎ। তেনৈবোদিতম্ উত্তরোত্তরপ্রকটিতগুণমিতি বেণুগীতস্য ব্রহ্মসমাধিতোঽপ্যাকর্ষকতা দর্শিতা। কলয়তি জগচ্চিত্তমাকর্ষতি ইতি কলং বেণোর্গীতং, তাদৃশগুণিত্বে লিঙ্গমাহুঃ। রুচিরপ্রবালান্ বিচিত্রোপশাখাময়ান্ দ্রুমভুজান্ বেদশাখারূপান্ আরহ্যাতিক্রম্য তদভিনিবেশমপি

পরিতজ্য মীলিতা মুদ্রিতা আচ্ছন্না দৃক্ দেহাদিজ্ঞানং যৈস্তথাভূতা অপি সন্তঃ বিগতা অন্তেষাং কৃষ্ণব্যতিরিক্তানাং বাক্ কথাপি কিং পুনর্ব্বিচারাদিকং যেভ্যঃ॥ ১৪

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—গো এবং গোবৎসগণের বংশীনাদশ্রবণজনিত আনন্দাবেশ এবং দেহবিস্মৃতির কথা বলিতে বলিতে কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজরমণীগণ ভাবাবেশে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। তাহার পর তাঁহারা কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যধারণ ও ভাবাবেগসম্বরণ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে বলিলেন, সখি! গো এবং গোবৎস-গণের সৌভাগ্যের কথা আর কত বলিব। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাহাদের পালন করেন, অঙ্গে হস্ত মার্জ্জন করেন, তৃণ ও জলাদি ভক্ষণ করান, তাহাদের গলবেষ্টন করিয়া অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া কত আদর করেন, সুতরাং তাহারা ত কৃষ্ণকে ভালবাসিবেই। কিন্তু মা! বনের পক্ষীগণের ব্যবহার দেখিলে বিস্ময়াবিষ্ট না হইয়া আর থাকা যায় না। (ব্রজরমণীগণ যখন পরস্পর কৃষ্ণের বংশীগীতের কথালাপ করিতেছিলেন, তখন সেখানে তাঁহাদের মাতৃ সম্বোধনের যোগ্য কেহ উপস্থিত না থাকিলেও "প্রায়ো বতাম্ব মুনয়ঃ" প্রভৃতি শ্লোকে মাতৃসম্বোধনের তাৎপর্য্য এই যে—রমণীগণ যখন পরস্পর কোনও আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন কোন প্রকার ভয়, বিস্ময়, কিংবা চমৎকারিতার প্রসঙ্গ আসিলে, তাহারা সেখানে তাহাদের মাতৃসম্বোধনযোগ্য কেহ উপস্থিত না থাকিলেও "মাগো" "হায় মা" প্রভৃতি মাতৃসম্বোধন করিয়া থাকে। ভাবাবিষ্ট প্রমদাগণের ইহা চিরন্তন স্বভাববিশেষ। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের মুখে পুনঃ পুনঃ এইরূপ অকাণ্ডে "মা" সম্বোধন প্রকাশ হয় না। কদাচিৎ দুই একবারই এই প্রকার মাতৃ সম্বোধনের মাধুর্য্য প্রকাশ হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতের বহুস্থানে রমণীগণের পরস্পর আলাপের বর্ণনা আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে কেবলমাত্র এই "প্রায়ো বতাম্ব মুনয়:" প্রভৃতি শ্লোকেই এইরূপ মাতৃসম্বোধন দেখা যায়। বঙ্গদেশে প্রচলিত শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাগানে কীর্ত্তনীয়াগণ বহুবার "হেইমা" "হায় মা" প্রভৃতি শব্দোচ্চারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা প্রকৃতপক্ষে রসপোষণ না করিয়া তাঁহাদের মুদ্রাদোষেরই পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে।)

যাহা হউক, ভাবাবিষ্ট ব্রজরমণীগণ বলিলেন মা—গো—মা। বৃন্দাবনের পক্ষিগণের কথা আর কি বলিব! তাহাদের ব্যবহার দেখিলে মনে হয়, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই আত্মারাম এবং নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণমননপরায়ণ। শ্রীকৃষ্ণ যখন বনভূমিতে উপস্থিত হন তখন ময়ূরগণ কেকা রব করিতে করিতে কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হয় এবং পরমানন্দে পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতে থাকে ও শুকপিকাদি কলকণ্ঠ বিহঙ্গমগণ পরমানন্দে গান করিতে আরম্ভ করে। ইহাদের শ্রীকৃষ্ণদর্শনে এইরূপ নৃত্যগীতাদি দেখিয়া মনে হয় যে ইহারা ভক্তচূড়ামণি, কেননা ভক্ত ব্যতীত আর যত যোগী, ঋষি, সন্ন্যাসী, ধ্যানী ও মুনি প্রভৃতি সাধক কিংবা সিদ্ধগণ আছেন, তাঁহারা সকলেই নৃত্যগীতাদি বিমুখ। একমাত্র ভক্তগণই কৃষ্ণদর্শন কিংবা স্মরণাদিজনিত আনন্দরসে মত্ত হইয়া নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকেন। সুতরাং ময়ূর, কোকিল ও শুক প্রভৃতি পক্ষিগণের নৃত্যগীতাদি দেখিয়া মনে হয়, ইহারা সকলেই ভক্তচূড়ামণি। শুক, কোকিল ও ময়ূর ব্যতীত শ্রীবৃন্দাবনে আর যত পক্ষী আছে, তাহাদের ব্যবহার দেখিলে মনে হয়, তাহারা যেন মুনি-ধর্ম্মাবলম্বী। কেন না তাহারা শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণ করিয়া ভক্তস্বভাবাপন্ন শুক কোকিলাদির ন্যায় কীর্ত্তন কিংবা ময়ূরাদির ন্যায় নর্ত্তন না করিয়া মৌনাবলম্বনে ও ধ্যানস্তিমিত-লোচনে মুনিগণের মতই অবস্থান করিয়া থাকে।

এই সমস্ত মুনিধর্ম্মাবলম্বী পক্ষিগণ যখন দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণ করে, তখন তাড়াতাড়ি নিজ নিজ নীড়াক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয় এবং বংশীনাদামৃত সেচনে সদ্যঃ প্রফুল্ল এবং নব নব পত্রপল্লবাদি সমন্বিত বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিয়া এমন ভাবে উপবেশন করে, যাহাতে বৃক্ষের পত্রপুষ্পাদির

অন্তরালতায় তাহাদের কৃষ্ণদর্শনে কোনও বাধা না হয়, কিংবা তাহাদের উপর কৃষ্ণের দৃষ্টিপাতেরও কোনও প্রতিবন্ধকতা না ঘটে। যদিও বৃক্ষশাখার পত্রপুষ্পাদিবিহীন অংশে উপবেশন করিলে তাহাদের অনায়াসেই কৃষ্ণদর্শন ও বংশীনাদ শ্রবণ সংঘটিত হইতে পারে, তথাপি পত্রপুষ্পাদিসমন্বিত স্থান অতি নির্জ্জন বলিয়া তাহারা সেই স্থানেই উপবেশন করিয়া থাকে। বিশেষতঃ ঘন ঘন পত্রপুষ্পাদিসমন্বিত স্থানে থাকিলে বংশীনাদামৃতাস্বাদনে আত্মহারা হইলেও পতনাশঙ্কা নাই বলিয়া তাহারা সাগ্রহে সেই স্থানই মনোনীত করিয়া থাকে।

মুনিগণের তৃণপর্ণাচ্ছাদিত কুটিরের ন্যায় পত্রপুষ্পাদি সমাচ্ছাদিত বৃক্ষশাখাগ্রে নির্জ্জনে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদাকৃষ্ট বিহঙ্গমগণ পরমানন্দে বিভোর হইয়া অর্দ্ধমুদিত নয়নে শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণ করে ও ভাবাবেশে আত্মহারা হইয়া দেহদৈহিকাদি সমস্ত বিষয় ভুলিয়া যায় এবং একমাত্র বংশীনাদ ব্যতীত জগতে আর কিছু আছে কিনা তাহাও তাহারা তখন ধারণা করিতে পারে না।

ইহাদের বনে বাস, নয়ন মুদ্রিত করিয়া থাকা, মৌন ও স্থিরভাবে অবস্থান প্রভৃতি মুনিধর্ম্মাচরণ দেখিয়া মনে হয় যে শ্রীবৃন্দাবনের পক্ষিগণ প্রায়ই মুনিধর্ম্মাবলম্বী।

ব্রহ্মমননশীল, পরমাত্মমননশীল ও ভগবন্মননশীল ভেদে মুনি ত্রিবিধ। তাহার মধ্যে শ্রীভগবন্মননশীল মুনিগণের কার্য্যাবলীর দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে,—অনন্ত শাখাসমন্বিত বেদকল্পতরুর যে-শাখা আশ্রয় করিলে সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীমদ্ভগবৎস্বরূপে দৃষ্টি পড়ে এবং তাঁহার কৃপাদৃষ্টি লাভ হয়, তাঁহারা সেই শাখাই পরমাগ্রহে আশ্রয় করেন এবং সেই শাখার বিচিত্র পল্লবাঙ্কুরাদিস্থানীয় ভক্ত্যঙ্গরূপ কর্ম্মাবলীই জীবনের সারসম্বল রূপে অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দেহদৈহিকাদি কোন বিষয়েই অভিনিবেশ থাকে না; প্রত্যুত তাহারা নিরন্তর ভক্ত্যঙ্গকর্ম্মানুষ্ঠানের জন্যই নিয়োজিত এবং ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাঁহারা শ্রীভগবৎকথা ছাড়া অন্য কোন কথাই শ্রবণগোচর কিংবা বচনগোচর না করিয়া নিরন্তর শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদি কথারই শ্রবণ, কীর্ত্তন ও ধ্যানাদিপ্রসঙ্গে কালাতিপাত করিয়া থাকেন। বৃন্দাবনের পক্ষীগণও এই শ্রীভগবন্মননশীল মুনিগণের মত শ্রীকৃষ্ণদর্শনযোগ্য বৃক্ষশাখা আশ্রয় ও সর্ব্বত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণ এবং শ্রীকৃষ্ণমননপ্রসঙ্গে জীবন যাপন করিয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলার চতুর্ব্বিংশতি পরিচ্ছেদে দেখা যায় যে,—কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয়পার্ষদ শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকট "আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ" প্রভৃতি শ্লোকের একষষ্টি প্রকার ব্যাখ্যা প্রদর্শন প্রসঙ্গে "মুনি" শব্দের "পক্ষী" অর্থ করিয়াছেন এবং এই "প্রায়ো বতাম্ব মুনয়ঃ" প্রভৃতি শ্লোকটিই তাহার প্রমাণ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

"মুনি শব্দে পক্ষী, ভৃঙ্গ, নির্গ্রন্থ মূর্খ জন। কৃষ্ণ কৃপায় সাধু কৃপায় দোঁহার ভজন॥" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

কৃষ্ণ কিংবা কৃষ্ণভক্তের কৃপায় পক্ষিগণ পর্য্যন্ত মুনিধর্ম্মাবলম্বন করিয়া নিষ্কাম ভাবে ভজন করিয়া থাকে ইহাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতবাক্যের বক্তব্য এবং "প্রায়ো বত ম্ব মুনয়ঃ" প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতীয় শ্লোকেই তাহার প্রমাণ।

শ্রীকৃষ্ণ কিংবা তাঁহার ভক্তগণের কৃপাদৃষ্টি লাভ করিতে পারিলে যেমন পক্ষী প্রভৃতি মূঢ় জীবগণেরও মুনি ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করা অসম্ভব নহে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ রূপমাধুর্য্য ও বেণুমাধুর্য্য আস্বাদনের লোভে মুনিগণেরও পক্ষিদেহ ধারণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের বৃক্ষশাখাবলম্বন এবং অর্দ্ধমুদ্রিত নয়নে বেণুনাদমাধুর্য্যাস্বাদন করাও অসম্ভব নহে। কাজেই শ্রীবৃন্দাবনের পক্ষিগণই মুনিধর্ম্মাবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদমাধুর্য্যাস্বাদন করিতেছেন, কিংবা মুনিগণই পক্ষিদেহ ধারণ করিয়া বৃন্দাবনের বৃক্ষশাখাবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের বংশীরবমাধুর্য্যাস্বাদন করিতেছেন তাহা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে।

নদ্যস্তদা তদুপধার্য্য মুকুন্দগীতমাবর্ত্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ।
আলিঙ্গনস্থগিতমূর্ম্মিভুজৈর্মুরারেগৃর্হ্ণন্তি পাদযুগলং কমলোপহারাঃ॥ ১৫

"প্রায়ো বতাম্ব মুনয়ঃ" প্রভৃতি শ্লোকটি সমালোচনা করিলে যেমন পূর্ব্বোক্ত রীতিতে পক্ষিগণের মুনিধর্ম্মাবলম্বন ও বংশীনাদ শ্রবণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, সেইরূপ প্রকারান্তরে ব্যাখ্যা করিলে মুনিগণেরও পক্ষিরূপে বংশীনাদ শ্রবণের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে।

ভাববতী ব্রজরমণীগণ বলিলেন—হে সখি! বৃন্দাবনের পক্ষিগণের অলৌকিক ব্যবহার দেখিলে মনে হয় যে তাহারা সাধারণ বনের পাখী নহে—সনকসনন্দাদি আত্মারামবৃন্দ বোধ হয় বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্য ও বেণুমাধুর্য্যাদি আস্বাদন করিবার জন্য পক্ষিদেহ ধারণ করিয়া বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। যদিও তাঁহারা ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া ব্রহ্মার বেদগান এবং হাহা হুহু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণের সুমধুর গান শ্রবণ করিতেন, তথাপি কৃষ্ণকর্ত্তৃক অভিনব স্বর-তান-মূর্চ্ছনাদি ভঙ্গিতে প্রকাশিত (কৃষ্ণেক্ষিত) এবং কৃষ্ণকর্ত্তৃক উত্তরোত্তর নব নব মাধুর্য্য রসসমন্বিত ভাবে প্রকটিত (তদুদিতং তেন কৃষ্ণেন উদিতম্ উত্তরোত্তরপ্রকটিতগুণং) জগচ্চিত্তাকর্ষক (কল) বেণুগীত শ্রবণ করিয়া পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া যান। ইহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে শ্রীকৃষ্ণের বংশীগানে এমন কিছু বিশেষত্ব আছে যে তাহা ব্রহ্মলোকের বেদগান অনুসন্ধান করিলেও পাওয়া যায় না এবং তাহাতে যে পরমানন্দরসাস্বাদন হয় তাহা ব্রহ্মসমাধিতেও নাই। সেজন্য ব্রহ্মলোকবাসী এবং ব্রহ্মসমাধিমগ্ন সনকসনন্দাদি ব্রহ্মলোকে বাস এবং ব্রহ্মসমাধি উপেক্ষা করিয়া বৃন্দাবনে বাস এবং শ্রীকৃষ্ণের বংশীগান শ্রবণই জীবনের সারসর্ব্বস্বরূপে অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা বেদতরুর শাখাবলম্বন পরিত্যাগ করিয়া (ক্রমভুজান্ বেদশাখারূপান্ আরুহ্য অতিক্রম্য) বৃন্দাবনের তরুশাখা আশ্রয় করিয়াছেন এবং যদিও তাঁহারা মীলিতদৃক্ অর্থাৎ দেহাদিতে অভিনিবেশবিহীন (মীলিতা আচ্ছন্না দৃক্ দেহাদিজ্ঞানং যৈস্তে) তথাপি তাঁহারা অনন্যচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদি কথা ব্যতীত অন্য সর্ব্ববিধ কথাই তাঁহারা চিরতরে বিসর্জ্জন দিয়া অনন্যভাবে কৃষ্ণনিষ্ঠ সার্থক জীবন যাপন করিতেছেন।

শ্রীবৃন্দাবনের পক্ষিবৃন্দের বংশীনাদ শ্রবণে আনন্দাবেশ দেখিয়া ভাববতী ব্রজরমণীগণ এই প্রকার নানাবিধ সম্ভাবনা করিয়া পক্ষিগণের ভাগ্য প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং প্রেমস্বভাবসুলভ দৈন্যবশতঃ সকলেরই মনে হইতে লাগিল যে একমাত্র আমরাই ভাগ্যহীনা, কেননা আমাদের কোন প্রকারেই বংশীনাদ শ্রবণ কিংবা কৃষ্ণের রূপ-মাধুর্য্যাস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ হয় না। বিধাতা যদি আমাদের ব্রজরমণী না করিয়া বনের বিহঙ্গিনী করিতেন, তাহা হইলে আমরা কৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে বনে বনে ভ্রমণ করিতাম এবং নিরন্তর কৃষ্ণের বদনচন্দ্র দর্শনে এবং বংশীনাদ শ্রবণে জীবন ধন্য করিতাম। ১৪

অন্বয়ঃ।—তদা (শ্রীকৃষ্ণস্য বেণুবাদনসময়ে) নদ্যঃ (যমুনামানসগঙ্গাদয়ো ব্রজস্থা নদ্যঃ) তৎ মুকুন্দগীতং (ব্রজ-বাসিনাং সর্ব্বদুঃখমোচকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বেণুগীতং) উপধার্য্য (শ্রুত্বা, তন্মাধুর্য্যমবগম্য চ) আবর্ত্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ (আবর্ত্তৈঃ পয়সাং পরিভ্রমৈঃ লক্ষিতেন সূচিতেন মনোভবেন কামেন ভগ্নঃ স্থগিতঃ বেগো যাসাং, তথাবিধাঃ সত্যঃ) ঊর্ম্মিভুজৈঃ (তরঙ্গবাহুভিঃ) কমলোপহারাঃ (কমলান্যুপহরন্ত্যঃ) আলিঙ্গন-স্থগিতং (তরঙ্গভুজাশ্লেষেণ নিশ্চলীভূতং) মুরারেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) পাদযুগলং (চরণদ্বয়ং) গৃহ্ণন্তি (স্বাঙ্কেষু ধারয়ন্তি)॥ ১৫

মূলানুবাদ।—যমুনা মানসগঙ্গা প্রভৃতি নদী সমূহও শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত শ্রবণে মদনমোহিত হইয়া যায় ও তাহাতে তাহারা আবর্ত্ত-সমাকুল এবং বেগবিহীন হইয়া তরঙ্গবাহুতে কমলোপহার লইয়া মদনমোহনকে আলিঙ্গন করে ও তাঁহার পদযুগল নিজাঙ্কে ধারণ করে॥ ১৫

শ্রীধরটীকা।—আস্তাং তাবৎ চেতনানাং কথা, নদ্যোঽপ্যাবর্ত্তৈঃ পরিভ্রমৈর্লক্ষিতেন সূচিতেন মনোভবেন কামেন ভগ্নো বেগো যাসাং, তাঃ আলিঙ্গনেন স্থগিতমাচ্ছাদিতং যথা ভবতি তথা উর্ম্ময় এব ভুজাস্তৈঃ কমলোপহারা কমলান্যুপহরন্ত্যো মুরারেঃ পাদযুগলং গৃহ্নন্তি ধারয়ন্তি ॥ ১৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—এবং পূর্ব্ববদবহিত্থামপি কর্ত্তুমশক্নুবত্যঃ স্বরসানুরূপমেবানুবর্ণয়ন্ত্যো রাগোৎকট্যেন স্বং ভাবম্ অচেতনেঽপ্যুৎপ্রেক্ষন্তে। নদ্য ইতি শ্রীকালিন্দীমানসগঙ্গাদ্যাস্তদা তৎক্ষণ এব তত্তাদৃশপরমমোহনম্ উপধার্য্য স্বত এব নিকটায়াতং সাবধানং শ্রুত্বেত্যর্থঃ। সর্ব্বানন্দশিরোমণিনা নিজসঙ্গমেন সর্ব্বদুঃখান্মুক্তিং দদাতীতি মুকুন্দস্তস্য গীতং পরমানন্দজনিতরাগম্। আবর্ত্তেত্যতিক্ষোভো দর্শিতঃ। উর্ম্মিভুজৈঃ কমলোপহারাঃ সত্যস্তৈরে-বালিঙ্গনেন স্থগিতমাবৃতঃ যথা স্যাত্তথা তৈরেব মুরারেঃ পাদযুগলং গৃহ্নন্তীত্যন্বয়ঃ। তত্র চায়ং ক্রমঃ। প্রথমং তাবদাবর্ত্তৈর্বিচ্ছিন্নানি কমলান্যুপহরন্তি। তৎপশ্চাৎ পাদযুগলং গৃহ্নন্তি, তদনন্তরঞ্চ প্রবৃদ্ধতয়া বক্ষঃস্থলপর্য্যন্তমপি বেষ্টয়িত্বালিঙ্গয়ন্তীতি। এতদুক্তং ভবতি। নদ্যো মোহনবেণুগীতং শ্রুত্বা সহজাং স্বপতিসমুদ্রাভিগমনত্বরাং বিসৃজ্য জাত্যৈব শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াণি বিশেষতশ্চ বৃন্দাবনজাতানি কমলান্যেবোপহারো যাসাং তথভূতাঃ সত্য উর্ম্মিভিরেব দীর্ঘৈর্বাহুভির্ভুজৈর্মুরারেঃ পাদযুগলং গ্রহণালিঙ্গনাভ্যাং স্বস্মিন্ সুস্থিরীকুর্ব্বন্তীতি। তত্র মুরারেরিতি বামন-পুরাণোক্তস্য প্রাচীনস্য দৈত্যবিশেষস্য মুরস্য হন্তা নারায়ণেন সমোঽয়মিতি নাস্য ভজনে পাতিব্রত্যভ্রংশ ইতি ভাবয়ন্তীতি চ। অতস্তা এব পরমধন্যা বয়ন্তু দুর্ভগা এব যতো ন তদ্বেণুগীতশ্রবণং সিদ্ধ্যেৎ। নচ স্বপতিগৃহকৃত্য-প্রবাহোপরমঃ, নাপ্যস্মাকং বাহবো ভুজা দীর্ঘা বা যৈস্তৎ-পাদপদ্মমেকমপি সুস্থিরীকৃত্য স্তনাদিষু গাঢমালিঙ্গামঃ, ইতীদমত্র তত্ত্বম্। যদা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্তাদৃশং বেণুগানমাচরতি তদা শুষ্কশাখাঙ্কুরশিলাদ্রবপ্রবহস্তম্ভাদয়ো ভবন্তি। ততো জলস্তম্ভেন প্রবৃদ্ধজলা নদ্যস্তস্মিন্নুচ্চপ্রদেশেঽপি সকমলতরঙ্গাঃ সমাগত্য তৎপাদকমলং স্পৃশন্তি, তচ্চ দৃষ্ট্বা তাঃ সচেতনত্বেন প্রতিযন্তীতি ॥ ১১

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজরমণীগণ কৃষ্ণের বংশীনাদশ্রবণে প্রেমবিবশা ও আত্মহারা হইয়া নিজ নিজ সখীগণের নিকট বংশীনাদ সম্বন্ধীয় নানাকথার অবতারণা ও সমালোচনা করিলেন ও তৎপ্রসঙ্গে বৃন্দাবনের পশুপক্ষী প্রভৃতি সকলেরই বংশীনাদশ্রবণজনিত ভাববিকারের কথা বলিলেন। কিন্তু তাঁহারা এমনই ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যশালিনী যে, এই সমস্ত কথালাপে কিছুতেই তাঁহাদের প্রকৃত মনোভাব ব্যক্ত হইল না। যদিও তাঁহারা সকলেই পূর্ব্বরাগবতী এবং কৃষ্ণের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষায় অত্যন্ত অধীরা, তথাপি তাঁহারা অবহিত্থায় আত্মগোপন করিয়া কেবলমাত্র বংশীগানের মোহিনীশক্তির কথাই নানাভাবে বলিতে লাগিলেন, কিন্তু সে মোহিনীশক্তিতে যে তাঁহারাও মোহিত হইয়াছেন এবং কৃষ্ণের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষার প্রবল উদ্বেগে তাঁহাদের এক নিমিষ কালও কোটি কোটি যুগ বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা তাঁহারা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করিলেন না। এইভাবে তাঁহারা নানা কথা বলিতে বলিতে যমুনা মানসগঙ্গা প্রভৃতি ব্রজমণ্ডলপ্রবাহিনী নদীর কথা অবতারণা করিলেন এবং তৎপ্রসঙ্গে সেই অচেতন জলময়ী নদীগণেরও কৃষ্ণের বংশীনাদে যে কি অভাবনীয় বিকারদশা উপস্থিত হইয়াছে, উৎপ্রেক্ষায় তাহাই বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। অচেতন জলময়ী নদীর বংশীনাদশ্রবণ কিংবা সেইজন্য কোনপ্রকার ভাববিকারের সম্ভাবনা না থাকিলেও মহাভাবময়ী ব্রজরমণীগণ মহাভাবের অপূর্ব্ব স্বভাব বশতঃ চেতনাচেতন বিচার না করিয়া সর্ব্বত্রই নিজ ভাবের অনুরূপ ভাবের ছড়াছড়ি দেখেন এবং সেজন্য তাঁহারা চেতন কিংবা অচেতন সকলকেই বংশীনাদে মোহিত ও ভাববিকারগ্রস্ত বলিয়া মনে করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধে উত্তমাধিকারী ভক্তের স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে উক্ত আছে যে—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ। (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

উত্তমাধিকারপ্রাপ্ত ভক্তগণ, শ্রীভগবানের সহিত যে ভাবে ও যে সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকেন, সর্ব্বভূতেই তাঁহারা সেই ভাবের বিকাশ ও সম্বন্ধ অনুভব করিয়া থাকেন।

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু, তাঁহার প্রিয়পার্ষদ রামানন্দ রায়কে বলিয়াছেন—

মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম। তাহা তাঁহা হয় তার শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ॥

স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি। সর্ব্বত্রই হয় তার নিজ ইষ্ট স্ফূর্ত্তি॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

সাধনানুষ্ঠানক্রমে উত্তমাধিকারপ্রাপ্ত সাধকভক্তগণও সর্ব্বত্র শ্রীভগবৎস্ফূর্ত্তি এবং নিজ নিজ ভাবেরই অভিব্যক্তি অনুভব করিতে পারেন। সুতরাং নিত্যসিদ্ধ মহাভাবময়ী ব্রজরমণীগণ এবং তাঁহাদের ভাবানুগতিসম্পন্ন সাধনসিদ্ধ গোপীগণ যে যমুনা মানসগঙ্গা প্রভৃতি নদী সমূহকে বংশীনাদ শ্রবণে আত্মহারা ও কৃষ্ণের সহিত মিলনাকাঙ্খায় ব্যাকুলা বলিয়া ধারণা করিবেন ইহাতে আর সন্দেহ কি ?

কৃষ্ণ যখন বনভ্রমণ করিতে করিতে যমুনা, মানসগঙ্গা প্রভৃতি নদীতীরস্থ উচ্চ ভূভাগে উপস্থিত হইয়া তরঙ্গান্দোলিত নদীবক্ষ দেখিয়া পরমানন্দে বংশীবাদন করেন, তখন তাঁহার মোহনবংশীতানে নদীর প্রবাহ স্থগিত হয়, নদীবক্ষ অগণিত আবর্ত্তসমাকুল হয় এবং জলরাশি স্তব্ধ ও স্ফীত হইয়া ক্রমশঃ কৃষ্ণের বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয় ও তাহার তরঙ্গক্ষিপ্ত কমলাবলী কৃষ্ণচরণ-কমলে পতিত হয়।

ইহাতে মহাভাবশালিনী ব্রজরমণীগণের মনে হয় যে যমুনা, মানসগঙ্গা প্রভৃতি নদীও কৃষ্ণের বংশীতানে তাঁহাদের মত আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে এবং কামবিকারগ্রস্ত হইয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। এই কথা মনে করিয়া ভাববতী ব্রজরমণীগণ নিজ নিজ সখীর নিকট বলিতে লাগিলেন, সখি! আমাদের শ্যামসুন্দরের বংশীনাদের কি অদ্ভুত মোহিনীশক্তি! দেখ দেখ! যমুনা মানসগঙ্গা প্রভৃতি নদী পর্য্যন্ত কৃষ্ণের বংশীতান শুনিয়া কেমন বিক্ষুব্ধ, বিপর্য্যস্ত এবং আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের বক্ষ বিক্ষোভিত করিয়া যে শত শত আবর্ত্ত প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে ইহাদের অন্তরের ভাবের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। ইহারা কৃষ্ণের বংশীনাদশ্রবণে এবং ভুবনমোহন রূপমাধুরী দর্শনে এমনই কামবিকারগ্রস্ত হইয়াছে, যে ইহাদের আর অন্তরের ভাব অন্তরে গোপন করিবার সাধ্য নাই। সেইজন্য ইহাদের হৃদয় আলোড়িত করিয়া শত শত আবর্ত্তরূপে অন্তরের কামবিকার বাহিরে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এইজন্য ইহারা আর নিজপতি সমুদ্রের দিকে ধাবিত না হইয়া প্রবলবেগে বিপরীত গতিতে কৃষ্ণের দিকে ফিরিয়া আসিতেছে ও ক্রমশঃ স্ফীত এবং পরিবর্দ্ধিত হইয়া কৃষ্ণচরণ স্পর্শ করিয়া তাহাতে কমলোপহার প্রদান করিয়া ও তরঙ্গবাহু বিস্তার করিয়া কৃষ্ণবক্ষ আলিঙ্গন করিতেছে।

নিরন্তর সমুদ্রের দিকে ধাবিত হওয়াই নদীর স্বভাব এবং স্বধর্ম্ম; কেননা নদীমাত্রই সমুদ্রের পত্নী, সেজন্য তাহারা নিজপতি সমুদ্রের সহিত মিলিত হইবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যাপৃত থাকে। কিন্তু যমুনা মানসগঙ্গা প্রভৃতি ব্রজমণ্ডলপ্রবাহিনী নদীর আর নিজপতি সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইবার সাধ্য নাই, কৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে তাহারা এমনই আত্মহারা হইয়া যায় যে—নিজপতির কথা ভুলিয়া গিয়া নিজের স্বভাব এবং পাতিব্রত্য ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া এবং কৃষ্ণচরণ স্পর্শ এবং কৃষ্ণবক্ষ আলিঙ্গন করিয়া ইহারা মনোবাসনা পূরণ ও জীবন ধন্য করে।

যদিও কৃষ্ণের সহিত মিলনে তাহাদের পরপুরুষ সম্বন্ধ হয়, তথাপি তাহারা সে দোষে লিপ্ত হয় না; কেননা আমাদের কৃষ্ণ "মুরারি" অর্থাৎ মুর নামক অসুর বিনাশকারী নারায়ণ। ব্রজে সকলেই জানে যে—মহাতপা গর্গাচার্য্য যখন কৃষ্ণের নামকরণ করেন তখন বলিয়াছেন—"নারায়ণসমো গুণৈঃ" অর্থাৎ কৃষ্ণ, নারায়ণতুল্য গুণশালী।

সুতরাং নারায়ণচরণস্পর্শে কিংবা নারায়ণ সেবনে যেমন পতিব্রতা রমণীর ধর্ম্মহানি হয় না, সেইরূপ মুরারি বা নারায়ণসমগুণশালী শ্রীকৃষ্ণচরণস্পর্শে কিংবা সেবাতেও কাহারও পাতিব্রত্য হানি হয় না। মূলশ্লোকে "মুরারেঃ" পদের তাৎপর্য্য বৈষ্ণবতোষণীকার এইভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীনারায়ণের মুর নামক অসুরবিনাশের বৃত্তান্ত শ্রীবামনপুরাণে নারদপুলস্ত্য সংবাদে বর্ণিত আছে—

নারদ উবাচ—যোঽসৌ মুর খ্যাতঃ কস্য পুত্রঃ স গীয়তে। কথং চ নিহতঃ সংখ্যে বিষ্ণুনা তদ্বদস্ব মে॥

পুলস্ত্য উবাচ—কশ্যপস্যৌরসঃ পুত্রো মুরো নাম দনূদ্ভবঃ। স দদর্শ রণে ভগ্নান্ দিতিপুত্রান্ সুরোত্তমৈঃ॥

ততঃ স মরণাদ্ভীতস্তপ্ত্বা বর্ষগণান্ বহূন্। আরাধয়ামাস বিভুং ব্রহ্মাণমপরাজিতম্॥

ততঃ স তুষ্টো বরদঃ প্রাহ বৎস বরং বৃণু। স চ বব্রে বরং দৈত্যো বরমেবং পিতামহাৎ॥

যং যং করতলেনাহং স্পৃশেয়ং সমরে বিভো। স স মৎকরসংস্পৃষ্টস্ত্বমরোঽপি ম্রিয়েদজঃ॥

বাঢ়মিত্যাহ ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। ততোঽভ্যাগান্মহাতেজাঃ সুরং সুরগিরিং বলী॥

সমেত্যাহ্বয়তে দেবং যক্ষং কিন্নরমেব বা। ন কশ্চিদ্ যুযুধে তেন সমং দৈত্যেন নারদ॥ (শ্রীবামনপুরাণম্)

দেবর্ষি নারদ পুলস্ত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মুর নামে প্রসিদ্ধ যে অসুর ছিল, সে কাহার পুত্র এবং কি ভাবে সে বিষ্ণুকর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট বর্ণনা করুন।

দেবর্ষি নারদের এই প্রশ্ন শুনিয়া পুলস্ত্য বলিলেন—কশ্যপঋষির ঔরসে তাঁহার পত্নী দনুর গর্ভে মুর নামক অসুরের জন্ম হয়। মুর দেখিল যে তাহার ভ্রাতা ও অন্যান্য দানবগণ, দেবগণ সহ যুদ্ধ করিয়া একেবারে বিপর্য্যস্ত এবং হীনবল হইয়া পড়িয়াছে। তখন সে মরণভয়ে ভীত হইয়া বহুবৎসর ব্রহ্মার আরাধনা করিল। তাহার আরাধনায় তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাহাকে বলিলেন—বৎস। তুমি অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। তখন মুর, ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করিল যে, যে ব্যক্তিকে করতল দ্বারা স্পর্শ করিব, সে যদি অমরও হয়, তথাপি যেন তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণান্ত হয়; ব্রহ্মা তাহার প্রার্থনায় সম্মতি প্রকাশ করিলে সেই মহাতেজা মুর নামক অসুর সুমেরুপর্ব্বতে আগমন করিল এবং দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর প্রভৃতি সকলের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল, কিন্তু তাহারা বরলাভ বৃত্তান্ত সকলেই অবগত ছিলেন বলিয়া কেহই তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সাহসী হইলেন না।

ব্রহ্মার বরে বলীয়ান্ মুর যুদ্ধ করিবার জন্য ত্রিলোক পরিভ্রমণ করিল কিন্তু কেহই তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হইল না। পরিশেষে সে যমলোকে উপস্থিত হইয়া যমের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে যম, তাহাকে নারায়ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য বিষ্ণুলোকে পাঠাইয়া দিলেন। তাহার পর মুর নারায়ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য বিষ্ণুলোকে উপস্থিত হইল।

তমাগতং প্রাহ মুনে মধুঘ্নঃ প্রাপ্তোঽসি কেনাসুর কারণেন।
স প্রাহ যোদ্ধুং সহ বৈ ত্বয়াস্তি তং প্রাহ ভূয়োঽসুরপূগহন্তা॥
যদীহ মাং যোদ্ধুমুপাগতোঽসি তৎকম্পতে তে হৃদয়ং কিমর্থম্।
জ্বরাতুরস্যেব মুহুর্মুহুর্বৈ, তন্নৈব যোৎস্যে সহ কাতরেণ॥
ইত্যেবমুক্তো মধুসূদনেন, মুরস্তদাস্পৃক্ হৃদয়ে স্বহস্তম্।
কথং ক্ব কম্পেতি মুরস্তদোক্ত্বা নিপাতয়ামাস বিপন্নবুদ্ধিঃ॥
হরিশ্চ চক্রং সুহৃলাঘবেন, মুমোচ তদ্বৎকমলঞ্চ শত্রোঃ।
চিচ্ছেদ দেবাশ্চ তথা গতব্যথা দেবং প্রশংসন্তি চ পদ্মনাভম্॥

এতত্ত্বোক্তং মুরদৈত্যনাশনং, কৃতং হি যুক্ত্যাশ্রিত-চক্রপাণিনা।
অতঃ প্রসিদ্ধিং সমুপাজগাম, মুরারিরিত্যেব বিভুর্নৃসিংহঃ॥ (শ্রীবামনপুরাণম্)

মুরদৈত্য নারায়ণ সমীপে উপস্থিত হইলে নারায়ণ তাহাকে বলিলেন, হে অসুর। তুমি কি জন্য এখানে আসিয়াছ? তাহাতে মুর বলিল যে, আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি। মুরদৈত্যের এই কথা শুনিয়া অসুরবিনাশকারী নারায়ণ বলিলেন, হে মুর। তুমি যদি আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছ, তাহা হইলে তোমার জরাক্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় পুনঃ পুনঃ হৃদয় কম্পিত হইতেছে কেন? অতএব আমি তোমার ন্যায় ভীত ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি না। নারায়ণের এই কথা শুনিয়া মুর সগর্ব্বে নিজ হৃদয়ে করতল স্থাপন করিয়া বলিল, কেন? কোথায়? কাহার হৃদয় কম্পিত হইতেছে? এই ভাবে নিজ হৃদয়ে নিজ করতল স্থাপন করিবামাত্র মুর, ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। শ্রীনারায়ণ তখন মৃদুগতিতে চক্রনিক্ষেপ করিয়া মুরদৈত্যের হৃদয়কমল ছিন্ন করিলেন, তাহাতে দেবগণ নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হইয়া শ্রীনারায়ণের স্তুতি করিতে লাগিলেন।

এইরূপে মুর দৈত্যের উৎপত্তি ও বিনাশ-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া পুলস্ত নারদ ঋষিকে বলিলেন, হে নারদ! এই তোমার নিকট চক্রপাণি শ্রীনারায়ণের মুরদৈত্য বিনাশলীলা বর্ণনা করিলাম। এই ভাবে মুরদৈত্যকে বিনাশ করিয়া শ্রীনারায়ণ "মুরারি" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

ব্রজরমণীগণ বলিলেন—"হে সখি। আমাদের কৃষ্ণ, মুরদৈত্য বিনাশকারী শ্রীনারায়ণের মত গুণশালী, সুতরাং যমুনা মানসগঙ্গা প্রভৃতি নদীবৃন্দ নিজপতি সমুদ্রকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার বক্ষ আলিঙ্গন করে বলিয়া তাহাদের ধর্ম্মহানি হয় না। (ইহাতে কৃষ্ণানুরাগবতী ব্রজরমণীগণের আন্তরিক অভিপ্রায় এই যে—আমরাও যদি নিজ নিজ পতিকে উপেক্ষা করিয়া নারায়ণতুল্য গুণশালী কৃষ্ণের সহিত মিলিত হই, তাহা হইলে আমাদেরও ধর্ম্মহানির সম্ভাবনা নাই।)

কৃষ্ণকে "মুরারি" বলায় ব্রজরমণীগণের আরও একটি গুপ্তভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়—মুরদৈত্য দেবতাগণের উপর নানাবিধ অত্যাচার করিত বলিয়া নারায়ণ তাহাকে বিনাশ করিয়া দেবতাগণকে নিশ্চিন্ত করিয়াছেন। আমরাও সেই মুরদৈত্য বিনাশকারি নারায়ণের মত গুণশালী কৃষ্ণের নিতান্ত অনুগত এবং তাঁহার সহিত শিশুকাল হইতে একই ব্রজে লালিত পালিত এবং বর্দ্ধিত হইয়াছি। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে "মার" (মদন) আমাদের নিরন্তর নানাভাবে পীড়ন করিতেছে দেখিয়াও 'মুরহর' মারের প্রতি কোনও প্রকার দণ্ডবিধান করিতেছেন না। নারায়ণ যেমন মুর দৈত্যকে বিনাশ এবং দেবতাগণের ত্রাস নিবারণ করিয়া জগতে মুরারি নামে খ্যাত হইয়াছেন, সেইরূপ নারায়ণতুল্য গুণশালী কৃষ্ণও যদি "মার" কে বিনাশ এবং আমাদের ত্রাস নিবারণ করিয়া "মারারি" নামে খ্যাত হন, তাহা হইলে তাঁহার নারায়ণতুল্য গুণশালিতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং মার বিনাশে রমণীগণেরও প্রভূত কল্যাণ সাধন হয়।

মুরঃ ক্লেশে চ সন্তাপে কামভোগে চ কর্ম্মণাম্।
দৈত্যভেদে হরিস্তেষাং মুরারিস্তেন কীর্ত্ত্যতে॥ (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বর্ণিত আছে যে—ক্লেশ, সন্তাপ, কামভোগ এবং দৈত্যবিশেষ—"মুর" শব্দে এই চারি প্রকার অর্থের প্রতীতি হয়। শ্রীভগবান্ ক্লেশ সন্তাপাদি চতুর্বিধ "মুর" বিনাশ করেন বলিয়া তাঁহার নাম "মুরারি"। সুতরাং শ্রীনারায়ণ যেমন মুরদৈত্যের অরি, সেইরূপ কামেরও তিনি অরি। কেহ যদি কামবিকারগ্রস্ত হইয়া নারায়ণের নিকট উপস্থিত হয়, তাহা হইলে মুরারি (কামারি) নারায়ণের প্রভাবে তাহার কাম নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহার কাম প্রেমে পরিণত হয়।

ব্রজরমণীগণ বলিলেন, নারায়ণ তুল্য গুণশালী শ্রীকৃষ্ণের নিকটেও যদি কেহ কামবিকারগ্রস্ত হইয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে কামবিকারমুক্ত হইয়া প্রেমসেবায় রত হইয়া যায়। যমুনা মানসগঙ্গা প্রভৃতি নদীর ব্যবহার দেখিলে ইহার সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কৃষ্ণের বংশীনাদশ্রবণে যমুনা মানসগঙ্গাদি নদীতে যে ঘন ঘন আবর্ত্ত দেখা যায়, তাহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে তাহাদের কামবিকারে হৃদয় আলোড়িত হইয়া যায়। সেজন্য তাহারা নিজপতি সমুদ্রের কথা ভুলিয়া গিয়া বিপরীত গতিতে কৃষ্ণের নিকট ফিরিয়া আসে এবং তরঙ্গবাহুদ্বারা কৃষ্ণের বক্ষ বেষ্টন করিয়া আলিঙ্গন করে। কামুক ব্যক্তিগণের স্বভাবই এই যে তাহারা কাম্য বস্তু পাইলেই তৎক্ষণাৎ তাহা উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু প্রেমিকের ব্যবহার এরূপ নহে। প্রেমিক যদি কখনও তাহার প্রিয়কে পায়, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ সেবাদি দ্বারা তাহার প্রীতি বিধানের জন্য চেষ্টিত হয়। কামের তাৎপর্য্য উপভোগ এবং প্রেমের তাৎপর্য্য সেবা। সেজন্য কামুক ও প্রেমিকের ব্যবহারে অত্যন্ত পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যমুনা মানসগঙ্গাদির ব্যবহার ঠিক কামুকের মত, তাহারা কৃষ্ণনিকটে আসিয়াই তরঙ্গবাহুদ্বারা কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া প্রথমেই তাঁহাকে উপভোগ করিয়া থাকে, কিন্তু কোন প্রকার সেবা দ্বারা কৃষ্ণের প্রীতি বিধান করিতে চেষ্টা করে না।

আমাদের কৃষ্ণও নারায়ণতুল্য গুণশালী বলিয়া কামনাশক। সেইজন্য যমুনা মানসগঙ্গা প্রভৃতি নদী প্রথমতঃ কামভাবে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া উপভোগে প্রবৃত্ত হইলেও কৃষ্ণের কাম-নাশকত্ব গুণপ্রভাবে তাহাদের কাম নষ্ট হইয়া যায়, অমনি তাহারা তৎক্ষণাৎ আলিঙ্গন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার চরণে পতিত হয় এবং সুশীতল জলে তাঁহার চরণ প্রক্ষালন করিয়া তাহাতে কমলোপহার প্রদান করিয়া থাকে।

অথবা—কোনও কামবিকারগ্রস্তা প্রগল্ভা নায়িকা যদি কোনও নায়কের নিকটে উপস্থিত হইয়াই তাহাকে আলিঙ্গন করে এবং নায়ক যদি তাহাকে প্রত্যালিঙ্গন না করিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকে, তাহা হইলে সেই নায়িকা যেমন লজ্জিত হইয়া নায়কের পদ ধারণ করে, যমুনা মানসগঙ্গাদির অবস্থাও ঠিক সেইরূপ। তাহারাও তাড়াতাড়ি আসিয়া তরঙ্গবাহু বিস্তার করিয়া কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে, কিন্তু কৃষ্ণ তাহাদের বাহু প্রসারণ করিয়া আলিঙ্গন না করিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকেন। তাহাতে যমুনা মানসগঙ্গাদি নদী নিজের এতাদৃশ প্রগল্ভ ব্যবহারে লজ্জিত হইয়া কৃষ্ণের চরণে পতিত হয়।

কৃষ্ণের বংশীনাদে যমুনা মানসগঙ্গা প্রভৃতি নদীর আবর্ত্ত, বিপরীত গতি, জলস্তম্ভ, জলস্ফীতি প্রভৃতি বিকার দেখিয়া প্রেমবিকারবতী ব্রজরমণীগণ তাহাদেরও কৃষ্ণানুরাগিণী মনে করিয়া এই প্রকার নানাবিধ সম্ভাবনা করিয়া পরস্পর আলাপ করিতে লাগিলেন। তাহার পর প্রেমস্বভাবসুলভ দৈন্য প্রকাশ হওয়ায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, সখি! আমাদের জীবনে কোন সৌভাগ্য লাভ হইল না। আমাদের প্রাণ ভরিয়া কৃষ্ণের বংশীনাদশ্রবণ, নিজপতি উপেক্ষা করিয়াও সংসারকৃত্য প্রবাহ স্থগিত করিয়া কৃষ্ণের নিকটে গমন, বাহু প্রসারণ করিয়া কৃষ্ণবক্ষ আলিঙ্গন কিংবা কৃষ্ণচরণে কমলোপহারপ্রদান প্রভৃতি কিছুই করিবার সাধ্য নাই। হায়! হায়! আমরা যদি গোপরমণী না হইয়া যমুনা মানসগঙ্গাদির ন্যায় তরঙ্গিনী হইতাম, তাহা হইলেও কৃষ্ণের বংশী-নাদ শুনিয়া সর্ব্বত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট গমন এবং তাঁহার বক্ষ আলিঙ্গন ও চরণ স্পর্শ করিতে পারিতাম। গোপীজন্ম লাভ করিয়া আমরা সর্ব্বভাবেই বঞ্চিত হইলাম, কেননা গোপীজন্ম হইতে নদীজন্ম কোটি কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ। নদীজন্মে যেমনভাবে কৃষ্ণের সম্বন্ধ লাভ করিতে পারা যায়, গোপীজন্মে তাহার সম্ভাবনাও করা যায় না। অতএব হে সখি! কোন্ তপস্যায় নদীজন্ম লাভ করিয়া ব্রজমণ্ডলে প্রবাহিত হওয়া যায়, তাহা যদি জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরা সর্ব্বত্যাগ করিয়া তাহাই করিতাম। হা বিধাতঃ! আমরা তোমার নিকট কি অপরাধ

দৃষ্ট্বাতপে ব্রজপশূন্ সহ রামগোপৈঃ সঞ্চারয়ন্তমনুবেণুমুদীরয়ন্তম্।
প্রেমপ্রবৃদ্ধ উদিতঃ কুসুমাবলীভিঃ সখ্যুর্ব্যধাৎ স্ববপুষাম্বুদ আতপত্রম্॥ ১৬

করিয়াছি যে তুমি আমাদের সর্ব্বভাবে কৃষ্ণসম্বন্ধ লাভে বঞ্চিত করিয়া গোপীজন্ম দিয়া গৃহকারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ। হায়। আমরা কি কোন দিনই কোনও ভাবে কৃষ্ণসম্বন্ধ পাইয়া কৃতার্থ হইতে পারিব না।

মহাভাবশালিনী ব্রজরমণীগণের, যমুনা মানসগঙ্গাদি নদীর অবস্থা দেখিয়া এই প্রকার নানাভাবে হৃদয়-তন্ত্রীতে মহাভাবের ঝঙ্কার দিতে লাগিলেন॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—আতপে (রৌদ্রব্যাপ্তস্থানে) রামগোপৈঃ (বলদেবেন গোপবালকৈশ্চ সহ) ব্রজপশূন্ (ব্রজস্থান্ গোমহিষাদীন্) সঞ্চারয়ন্তং (ইতস্ততস্তৃণক্ষেত্রেষু চারয়ন্তং) অনু (তেষামেব ব্রজপশূনাং পশ্চাৎ স্থিত্বা) বেণুং (বংশীং) উদীরয়ন্তং (বাদয়ন্তং শ্রীকৃষ্ণং, অথবা অনু বারং বারং উৎ—উচ্চৈঃ বেণুম্ ঈরয়ন্তং বাদয়ন্তং শ্রীকৃষ্ণং) দৃষ্ট্বা (বিদ্যুন্ময়চক্ষুষা নিরীক্ষ্য) অম্বুদঃ (মেঘঃ) উদিতঃ (শ্রীকৃষ্ণবলদেবগোপবালকগবাদীনাং মস্তকোপরি গগনমার্গে আবির্ভূতঃ সন্) প্রেমপ্রবৃদ্ধঃ (কৃষ্ণপ্রেম্না প্রবৃদ্ধঃ সন্) কুসুমাবলীভিঃ (জলকণৈঃ) স্ববপুষা (নিজদেহেন চ) সখ্যুঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) আতপত্রং (কুসুমাবলীযুক্তং ছত্রমিব) ব্যধাৎ (বিহিতবান্)॥ ১৬

মূলানুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণ যখন বলদেব ও গোপবালকগণের সহিত মিলিত হইয়া রৌদ্রব্যাপ্ত স্থানে গোমহিষাদি ব্রজপশুগণকে চারণ করেন এবং বারংবার উচ্চরবে বেণুবাদন করেন, তখন গগনোপরি মেঘ উদিত হইয়া এবং পরে কৃষ্ণপ্রীতি বশতঃ সর্ব্বগগনে ব্যাপ্ত হইয়া জলকণা বর্ষণ করে ও নিজাঙ্গদ্বারা ছত্র ধারণ করে॥ ১৬

শ্রীধরটীকা।—লোকার্ত্তিহরণশীলত্বাদিসাম্যাৎ সখ্যুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য। অম্বুদস্তদুপরি উদিতঃ পুনঃ প্রেম্না প্রবৃদ্ধঃ সন্ কুসুমাবলীভিঃ পুষ্পসমহৈস্তত্তুল্যৈস্তুষারৈর্ব্বা সহ স্ববপুষা ছত্রং বিহিতবান্॥ ১৬

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অথ দৃষ্ট্বা ইত্যাদিদ্বয়েন পূর্ব্ববদবহিত্থাতদশক্তিভ্যাং গোষ্ঠ্যন্তরম্। তত্র পূর্ব্ববদচেতনে ভাবং কল্পয়ন্ত্যোঽপি সখ্যমম্বরসবর্ণনয়া নিজরসমাচ্ছাদয়ন্ত্য ইবাহুঃ দৃষ্ট্বেতি। বিদ্যুন্ময়চক্ষুষেতি শেষঃ। আতপ ইতি তাপাধিক্যম্। ব্রজপশূনিতি তদ্বাহুল্যাৎ তৃণবাহুল্যাপেক্ষয়াবশ্যং তত্র স্থিতিঃ। সহেতি বহুলচ্ছায়াপেক্ষয়া অনু পশ্চাৎ মেঘকর্ষণার্থমুচ্চৈরীরয়ন্তং ততএব প্রেম প্রেমাণং ব্যাপ্য উদিতঃ প্রবৃদ্ধশ্চ উৎফুল্লত্বাৎ। কুসুমং মেঘপুষ্পং জলম্। মেঘপুষ্পং ঘনরস ইত্যভিধানাৎ। তস্যাবলীভির্বিন্দুনিকরৈঃ সহিতেনেত্যর্থঃ। সখ্যুরিতি বর্ণাদিসাম্যাৎ। স্বস্য বপুষা সজলদেহেনৈব অম্বুদেত্যুক্তেঃ স্ববপুরেব ছত্রং কৃতবানিত্যর্থঃ। ছত্রমপি কুসুমাবলীযুক্তং ভবত্যেব। এবং সখ্যেন নিজং দেহং ধনঞ্চার্পিতবান্। অতোঽসৌ পরমধন্যঃ অস্মাকঞ্চ তদানীং তদ্দর্শনস্যাপ্যসম্পত্তেঃ ভাগ্যহীনত্বৈবেতি ভাবঃ। অত্র চেদং তত্ত্বং; যদাতপে গাশ্চারয়ন্তঃ সখায়ঃ খিন্না ভবন্তি, গাবশ্চ বিক্ষিপ্তগতয়ো ভবন্তি, তদা তাসাং মেঘানাং চাকর্ষণায় তত্তন্নাম্না মল্লাররাগং বাদয়তি। ততস্তাদৃশলীলাস্ফূর্ত্ত্যা কাশ্চিদেবমূচুঃপ্রেক্ষন্ত ইতি॥ ১৬

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজরমণীগণ বংশীনাদশ্রবণজনিত প্রেমবিকারে অধীরা হইয়া বংশীনাদের কথা বলিতে বলিতে কত কথাই না বলিয়া ফেলিলেন। যদিও তাঁহারা অবহিত্থায় আত্মগোপন করিয়া অতি সাবধানে কথা বলিতেছেন, তথাপি মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের এমন প্রেমবিবশভাব আসিয়া পড়িতেছে যে তাঁহারা তখন আর অতি গোপনীয় কৃষ্ণানুরাগের কথা গোপন রাখিতে সমর্থ হইতেছেন না। যমুনা মানসগঙ্গা প্রভৃতি নদীর বংশীনাদশ্রবণজনিত ভাববিকার বর্ণনা করিতে গিয়া তাঁহারা প্রায় সুস্পষ্টরূপেই তাঁহাদের সুগুপ্ত ভাবের ছবি আঁকিয়া ফেলিয়াছেন। তাহার পর তাঁহারা একটু ভাববেগ সম্বরণ করিয়া পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে সলজ্জ দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবান্তরের অবতারণায় পূর্ব্ব ভাবের আবরণ করিবার জন্য বলিলেন, সখি। যমুনা মানসগঙ্গা প্রভৃতি নদীতে কৃষ্ণ নানাভাবে জলক্রীড়াদি করিয়া থাকেন, সুতরাং তাহারা পূর্ব্ব হইতেই

কৃষ্ণের সম্বন্ধ লাভে কৃতার্থ হইয়াই ছিল, তাঁহাদের যে বংশীনাদশ্রবণে ভাববিকার উপস্থিত হয়, তাহাতে বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ দেখা যায় না। কিন্তু গগনসঞ্চারী মেঘবৃন্দের ভালবাসা দেখিলে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। মেঘ সর্ব্বদার জন্য গগনে উপস্থিত না থাকিলেও কদাচিৎ কৃষ্ণদর্শনেই তাহারা কৃষ্ণকে যে ভাবে ভালবাসে, তাহা আমরা সর্ব্বদা ব্রজে বাস করিয়াও কোনদিন পারিব কিনা সন্দেহ। কৃষ্ণের অঙ্গের বর্ণ, পীতবসন এবং বংশীনাদের সহিত নিজের বর্ণ, বিদ্যুৎ ও গর্জ্জনের কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য ভাবনা করিয়া মেঘবৃন্দ গোকুলানন্দকে সখ্যভাবে ভালবাসে এবং যথাসাধ্য প্রেমব্যবহার প্রদর্শন করিয়া তাহারই সফলতা সম্পাদন করে।

বলদেব ও শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকগণসহ গোচারণ করিতে করিতে কৃষ্ণ যখন মধ্যাহ্নকালে গোবর্দ্ধনতটে কিংবা যমুনা পুলিনে উপস্থিত হন, তখন প্রখর সূর্য্যতাপে কৃষ্ণ, বলরাম, গোপবালকগণ এবং গোমহিষাদি পশুগণ অত্যন্ত শ্রান্ত ও ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। কৃষ্ণ তখন ইতস্ততঃ তৃণক্ষেত্রে বিচরণশীল গোমহিষাদি পশুগণকে একত্র সংমিলিত করিবার জন্য ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান হইয়া অধরে মুরলী সংযোগ করিলে, গোপবালকগণ কৃষ্ণনিকটে আসিয়া কেহ বা তপ্ত শিলায়, কেহ বা তপ্ত বালুকাময় স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া অনিমিষ নয়নে কৃষ্ণের সেই ভুবনমোহন রূপমাধুরী নিরীক্ষণ করে। কৃষ্ণদর্শনানন্দে আত্মহারা হইয়া তাহাদের তখন তপ্ত শিলা কিংবা তপ্ত বালুকার প্রচণ্ড তাপের অনুভূতি থাকে না। গোবর্দ্ধনতটে তপ্ত শিলা এবং যমুনা পুলিনে তপ্ত বালুকা ছাড়া আর দাঁড়াইবার স্থানও নাই। কৃষ্ণ তখন গোপবালকগণের তাপ নিবারণ করিবার জন্য উপায় না দেখিয়া মল্লার রাগে বংশীবাদন করেন এবং তাহাতে মেঘ আকৃষ্ট হইয়া গগনে সঞ্চারিত হয় ও তাহা হইতে মৃদু মৃদু জলবিন্দু বর্ষণ হয়। এই বর্ষণে তপ্ত শিলা এবং তপ্ত বালুকা শীতল হওয়ায় গোপবালকগণের তাপ নিবৃত্তি হয়।

কৃষ্ণের বংশীবাদনের সঙ্গে সঙ্গেই যে ভাবে গগনে মেঘ সঞ্চার হয়, তাহা দেখিলে মনে হয়, কৃষ্ণের বংশীনাদ শুনিয়া মেঘবৃন্দ মনে করে যে আমাদের সখা গোবিন্দ আমাদেরই আহ্বান করিতেছেন, সেইজন্য তাহারা তৎক্ষণাৎ মন্দ্র গর্জ্জন করিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করে এবং গগনে সঞ্চারিত হইয়া বিদ্যুৎ চক্ষু বিকাশ করিয়া কৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করে ও তাঁহার রৌদ্রতাপ নিবারণ করিবার জন্য নিজ অঙ্গকে ছত্রাকারে গগনমার্গে প্রসারণ করিয়া বিন্দু বিন্দু জল বর্ষণ করে।

কৃষ্ণের বংশীনাদে গগনমার্গে মেঘ সঞ্চার ও তাহা হইতে বিন্দু বিন্দু জল বর্ষণ দেখিলে ঠিক যেন মুক্তাদামবিলম্বিত ছত্র বলিয়া বোধ হয় এবং মেঘ যে তাহার দেহ ও ধনসম্পত্তি কৃষ্ণসুখার্থ বিনিযোগ করিয়াছে তাহা সুস্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। অতএব হে সখি! মেঘ জড়বস্তু হইলেও সে আমাদের চেয়ে কোটি কোটি গুণে সৌভাগ্যশালী, কেননা আমরা কোনদিনই আমাদের দেহ কিংবা ধন দ্বারা কৃষ্ণের কোন প্রকার প্রীতিসম্পাদন করিতে পারি না, কিন্তু মেঘ, রৌদ্রতাপ নিবারণের জন্য ছত্রের মত করিয়া নিজ দেহ বিছাইয়া দেয় এবং তপ্ত শিলা ও তপ্ত বালুকাময় স্থানে পদস্থাপনে কৃষ্ণের ক্লেশ হইতেছে জানিয়া নিজ সঞ্চিত ধনরূপ জলবিন্দুসমূহকে অকাতরে বর্ষণ করে। বিধাতা যদি আমাদের ব্রজের গোপী না করিয়া গগনের মেঘ করিতেন, তাহা হইলে আমরাও মেঘের মত নিজ দেহ ও মন দ্বারা কৃষ্ণের সেবা করিতে পারিতাম। হায়! হায়! আমরা গোপীজন্মে সর্ব্ববিধ সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত থাকিলাম।

কৃষ্ণানুরাগিনী ব্রজরমণীগণ এই ভাবে প্রেমস্বভাবসুলভ দৈন্য বশতঃ নিজেদের ভাগ্যহীনতা ও মেঘের সৌভাগ্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন এবং মেঘের সখ্যভাব বর্ণনা করিয়া নিজেদের আন্তরিক ভাব গোপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বক্তব্য এই যে—আমরা যে রমণী বলিয়া পরম মোহন শ্যামসুন্দরকে ভালবাসি এমন নহে, আমাদের কৃষ্ণকে যে দেখে কিংবা যে তাঁহার বংশীনাদ শ্রবণ করে, সেই-ই ভাবাবেশে আত্মহারা হইয়া যায় এবং সর্ব্বস্ব দিয়া চিরজীবনের জন্য কৃষ্ণের প্রীতিবিধানে রত হয়। আমরা ত কৃষ্ণকে একটুও ভালবাসিতে

পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগায়পদাব্জরাগশ্রীকুঙ্কুমেন দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন।
তদ্দর্শনস্মররুজস্তৃণরূষিতেন লিম্পন্ত্য আননকুচেষু জহুস্তদাধিম্ ॥ ১৭

জানি না, কেননা আমরা ধৈর্য্য, লজ্জা, কুল, শীল, মান, ভয়াদির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া কোন দিনই কোন ভাবে কৃষ্ণের সেবা করিতে পারি না। এমন কি, আমাদের পক্ষে কৃষ্ণদর্শনও দুর্লভ। আমাদের অপেক্ষা ব্রজের পশুপাখী এবং গগনের মেঘ পর্য্যন্ত সৌভাগ্যশালী—কেননা, তাহারা কখনও কৃষ্ণদর্শনে কিংবা কৃষ্ণের আনন্দ বিধানে বিরত থাকে না। আমরা প্রেমহীনা বলিয়া কৃষ্ণের মোহনবংশীনাদ শ্রবণ করিয়া গৃহে আবদ্ধ থাকিতে পারি। হায় হায়! আমরা সর্ব্বভাবেই ভাগ্যহীনা ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন (কস্যাশ্চিৎ প্রেয়স্যাঃ স্তনাভ্যামনুলিপ্তেন) উরুগায়পদাব্জরাগশ্রীকুঙ্কুমেন (উরুগায়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য পদাব্জয়োঃ চরণকমলয়োঃ রাগেণ আরুণ্যেন শ্রীঃ কান্তিঃ যস্য তেন কুঙ্কুমেন) তৃণরূষিতেন (তৃণেষু লিপ্তেন) আননকুচেষু (মুখেষু স্তনেষু চ) লিম্পন্ত্যঃ তদ্দর্শনস্মররুজঃ (তথাবিধকুঙ্কুমদর্শনেন কামহতাঃ) পুলিন্দ্যঃ (শবরস্ত্রিয়ঃ) তদাধিং (কন্দর্পপীড়াং) জহুঃ (নাশয়ামাসুঃ) অতস্তাঃ [এব] পূর্ণাঃ কৃতার্থাঃ [বয়ন্তু অপূর্ণা এবেতি ধ্বনিঃ] ॥ ১৭

মূলানুবাদ।—কোনও প্রেয়সীর স্তনলিপ্ত এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণকমললগ্ন কুঙ্কুম তৃণক্ষেত্রে লগ্ন দেখিয়া ভাগ্যবতী শবরস্ত্রীগণ মদনজ্বরে অভিভূত হইয়া পড়ে এবং সেই কুঙ্কুম বদনে ও স্তনমণ্ডলে লেপন করিয়া মদন-ব্যাধির শান্তি করে ॥ ১৭

শ্রীধরটীকা।—সাহঙ্কারমাহুঃ। পূর্ণাঃ কৃতার্থাঃ। পুলিন্দ্যঃ শবরাঙ্গনাঃ। কথমিত্যত আহুঃ। প্রথমং দয়িতানাং স্তনেষু মণ্ডিতেনানুলিপ্তেন পুনশ্চ রতিসময়ে উরুগায়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য পদাব্জয়ো রাগেণ আরুণ্যেন শ্রীঃ কান্তির্যস্য, তেন কুঙ্কুমেন, পুনস্তস্য বনস্থলীষু চংক্রমণেন তৃণেষু রূষিতেন লগ্নেন। তদ্দর্শনেন তথাভূতস্য কুঙ্কুমস্য দর্শনেন স্মরকৃতা রুক্ তাপো যাসাং তাস্তেন কুঙ্কুমেন আননেষু কুচেষু চ কামতপ্তেষু লিম্পন্ত্যস্তদাধিং কামব্যথাং জহুঃ। অতস্তাঃ কৃতার্থাঃ। ধিগস্মা মাদৃশ্যো যা এবম্ভূতমপ্যাধিশমনং ন লভন্ত ইতি ভাবঃ ॥ ১৭

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অথ নিজভাবপ্রকটনময়েন পদ্যেন নিজরসবর্ণনম্। সঙ্গতিস্ত্বেবম্, আস্তাং তাবৎ তৎসখ্যস্য ময়স্য ভাগ্যং অন্ত্যজস্ত্রীণামপি কিং বর্ণ্যমিত্যাহুঃ পূর্ণা ইতি। তত্র পূর্ণা ইত্যনেনাহো বয়মপি যথাকথ-ঞ্চিত্তৎসম্বন্ধেন তথা ভবিতুং পারয়ামঃ। কিন্তু নাস্তি তাদৃগ্ভাগ্যমিতি। পুলিন্দ্য ইত্যনেন তাদৃশীভ্যোঽপি শোচ্যা বয়মতি। উরুনা বেণুনা গায়তীত্যুরুগায় ইত্যনেন নিজাধৈর্য্যে তৎকর্ত্তৃককারণবিশেষোঽপ্যস্তীতি। পদাব্জয়োরাগরূপং যৎ তত এব হেতোরস্মাদৃশৈরগম্যকান্ত্যামোদাদি শ্রীবিশেষযুক্তঞ্চ যত্তেন কুঙ্কুমেন। ইত্যনেন তাদৃশপাদাব্জস্পর্শনায় মনঃ স্পৃহয়তীতি। দয়িতা তাদৃশনাগরস্য তাদৃশীং বিনা স্থিতেরসম্ভবাৎ যা কাচিৎ প্রেয়সী নিগূঢ়ং বিদ্যতে তস্যাঃ স্তনাভ্যাং মণ্ডিতং শোভাবিশেষমানীতচরং যত্তেনেত্যনেন তাসান্ত তত্তদ্বিলাসাত্মকং তাদৃশং ভাগ্যমস্মাকমতিদূরাদ্দূর-তরমেবেতি। তদ্দর্শনেত্যনেন তৎসম্বন্ধিনোঽপি ঝটিতি তল্লীলানুসন্ধাপনেন স্বভাবেনৈব বা তাদৃশমোহনত্বং কিং পুনস্তস্যেতি। তৃণেত্যনেন তাদৃশত্বস্যাপ্যস্মাকং ভবত্বিতি লিম্পন্ত্য ইত্যাদিনা। অহো হর্ষভরস্তাসামিতি চ বোধ-য়ন্তি। প্রথমং তাদৃশলোভনস্বভাবাকৃষ্টতয়া ঘ্রাণদর্শনার্থং মুখসন্নিহিতং নীতং ততস্তত্র লিম্পন্ত্যঃ পশ্চাৎ স্মরবেগেন কুচেষু লিম্পন্ত্য ইত্যর্থঃ। শ্রীকৃষ্ণাঙ্গসঙ্গিস্তদ্দর্শনেন তদ্বস্তমাত্রস্যাপি প্রসঙ্গো ভবত্বিতি জাতস্মরাধিস্তৎপ্রাপ্ত্যা তদংশেন শান্তো ভবত্যেব, ততস্তাসামভবদস্মাকন্তু ন তদংশেনাপীত্যর্থঃ। ততস্তা অপ্যস্মদপেক্ষয়া পূর্ণা ইত্যাহো দুর্ভাগ্যমিতি-ভাবঃ। অত্রৈতদুক্তং ভবতি। তদিদং তাসামখিলং বচনং ভাবমাত্রাবগতমপি যথাবদেব। তাদৃশগাঢ়ভাবস্য

দূরতোঽপি স্ববিষয়সাক্ষাৎকারহেতুত্বাৎ। যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা ইত্যাদিভ্যঃ। অতস্তদেতদস্মবদিষ্যতে পট্টমহিষীভিরপি কাময়ামহ এতস্য শ্রীমৎপাদরজঃ শ্রিয়ঃ। কুচকুঙ্কুমগন্ধাঢ্যং মূর্দ্ধ্না বোঢ়ুং গদাভৃতঃ। ব্রজস্ত্রিয়ো যদ্বাঞ্ছন্তি পুলিন্দ্যস্তৃণবীরুধ ইতি। তত্র সত্যকগায়পাদাব্জরাগেণেত্যনেন সহ দয়িতাস্তনমণ্ডিতেনেত্যুক্ত্যা তৎকুঙ্কুমং দয়িতা-স্তনতস্তস্য পাদলগ্নমিতি লক্ষ্যতে। সা চ দয়িতা শ্রীপদেনানূদিতা তদিদং বর্ণয়ন্তীষু তাস্বপি বিশিষ্টা। রুক্মিণী দ্বারবত্যান্তু রাধা বৃন্দাবনে বনে ইতি মাৎস্যাদিপ্রসিদ্ধ্যা শ্রীরাধৈব লভ্যতে। শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষ ইতি ব্রহ্মসংহিতা দর্শনাদ্ব্রজদেবীমাত্রাণাং শ্রীত্বে প্রাপ্তেঽপি, দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ইতি বৃহদ্গৌতমীয়ে তু তদাধিক্যং দৃশ্যতে। অন্যস্যাঃ শ্রিয়ঃ কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে ইত্যাদৌ নিরস্তত্বাৎ। রুক্মিণ্যাশ্চ তদানীমসম্বন্ধাদিতি। সঙ্গমশ্চায়ং দিবস এব ইতি সম্ভাব্যতে তত্রৈব পুলিন্দীনাং ভ্রমণাৎ, কুঙ্কুমানাং লেপনকর্ম্মণাত্র্যবগমাচ্চ। দ্বয়োঃ সম্বন্ধশ্চায়ং ন সম্ভোগবিশেষরূপঃ। রাসপ্রসঙ্গে ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকা ইতি তত্রৈব নবসঙ্গমস্য প্রতীয়মানত্বাৎ। অন্যথা তৎপরীক্ষার্থং পুনস্তেনো-পেক্ষাবচনস্যাসঙ্গতত্ব প্রতীতেঃ। তদিদং বেণুপ্রকরণে ভণিতত্বাৎ বেণুসম্বন্ধেনৈবেতি গম্যতে। উরুগায়েত্যনেন এব বেণুসম্বন্ধ এব হি সূচিতঃ। তস্মাৎ কদাচিৎ বেণুরতাবর্ষাবাস্তা লব্ধমূর্চ্ছা বা মূর্চ্ছাশান্তয়ে সকুঙ্কুমে স্বিন্নে বক্ষসি সম্ভ্রমতঃ কেবলেন চরণসঞ্জীবনীপল্লবেন স্পর্শয়েবাস্থাপি সম্যক্ সঙ্কোচানপগমাদ্দ্রুতমেব স তস্মান্নিশ্চক্রামেতি লভ্যতে। কাশ্চিৎ পরোক্ষং কৃষ্ণস্যত্যুক্তত্বাৎ। যাস্ত তদস্যাঃ তাসামেব পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য ইত্যাদিবচনম্। তাসাঞ্চ প্রায়ো জাত-পূর্ব্বানুরাগানামীর্ষ্যানবসরত্বাদস্যসঙ্গমস্ফুরণেঽপি রাগ এব দ্বিগুণিতঃ। বর্হ্যস্তু জাক্ষ তব পাদতলং রমায়া দত্তেক্ষণং ইত্যাদ্যক্তিস্ত কুমারীণাং স্বস্মিংস্তৎস্পৃহত্বমেব হ্যত্র তৎস্পর্শনত্বয়াতিদিষ্টম্। অভিরামিতা আনন্দিতা ইত্যর্থঃ॥ ১৭

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজরমণীগণ, নিজ নিজ সখীর সহিত বংশীনাদমাধুর্য্য বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া ভাবের আবেগে কত কথাই না বলিলেন। তাহার পর তাঁহারা যখন যমুনা, মানসগঙ্গা প্রভৃতি নদীর ভাববিকার বর্ণনা করিলেন, তখন তাঁহাদের কৃষ্ণের সহিত যে গাঢ় অনুরাগসম্বন্ধ আছে, তাহার ইঙ্গিত প্রকাশ হইয়া পড়িল। তাহাতে তাঁহারা লজ্জিত হইয়া আবার নিজ আন্তরিক ভাব গোপন করিতে চেষ্টিত হইলেন এবং সখ্যভাবের আবরণ দিয়া বংশীরবে সঞ্চারিত মেঘের কথা বর্ণনা করিলেন। কিন্তু মহাভাবের প্রবল প্রেরণায় তাঁহাদের এই প্রকার ভাব গোপনের প্রয়াস বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। পরক্ষণেই বনবাসিনী পুলিন্দ্যরমণীগণের কথা মনে পড়িয়া তাঁহারা ভাবের আবেগে বিভোর হইয়া গেলেন এবং নিজ সখীর নিকট বলিলেন, সখি! কৃষ্ণের সহিত বর্ণসাদৃশ্যে সখ্যভাবাপন্ন গগনচারী মেঘগণের সৌভাগ্যের কথা আর কি বলিব। এমন কি বনচারিণী পুলিন্দ্যরমণীগণেরও সৌভাগ্য দেখিলে মনে হয়, তাহারাও আমাদের চেয়ে ভাগ্যবতী।

বৃন্দাবনের বনপ্রদেশে পুলিন্দ, শবর, ভিল্ল প্রভৃতি নানাবিধ অন্ত্যজজাতীয় নরনারী বাস করিয়া থাকে। ইহাদের পুরুষগণ ব্রজের গ্রাম নগরাদিতে শিবিকা বহন প্রভৃতি শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং স্ত্রীগণ বনে বনে ভ্রমণ করিয়া কাষ্ঠ শাকাদি আহরণ করিয়া থাকে। এই সমস্ত পুলিন্দ্য, শবরাদি নীচ-জাতীয় রমণীগণ কখনও কৃষ্ণের নিকট আসে না, কিংবা কৃষ্ণ কখনও তাহাদের সঙ্গে কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখেন না। কিন্তু তাই বলিয়া কৃষ্ণের পরমমোহন বংশীরব তাহাদের কর্ণে প্রবেশ না করিয়া ছাড়ে না, কিংবা কৃষ্ণপ্রেমও তাহাদের কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল না করিয়া ছাড়ে না। তাহারা যখন কাষ্ঠ শাকাদি আহরণের জন্য বনপথে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের চরণলগ্ন কুঙ্কুমাক্ত তৃণপূর্ণ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহারা 'মদনমোহনের চরণসম্বন্ধযুক্ত কুঙ্কুম দেখিয়া মদনপীড়ায় অভিভূত হইয়া যায় এবং সেই তৃণলগ্ন

কুঙ্কুমের সদ্গন্ধ গ্রহণের জন্য তাহা নাসাগ্রে ধারণ ও বদনে লেপন করে। কিন্তু তাহারা তাহাতেও শান্তি লাভ করিতে না পারিয়া পরিশেষে সেই তৃণলগ্ন কুঙ্কুম হৃদয়ে লেপন করিয়া মদনব্যাধির শান্তি করে।

কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজরমণীগণ যদিও বনে গমন করিয়া পুলিন্দ্যরমণীগণের অবস্থা দেখেন নাই, তথাপি তাঁহাদের বংশীনাদশ্রবণজনিত ভাবোচ্ছ্বাসে যাহা স্ফূর্ত্তি হইতেছে, তাহাই তাঁহারা নিজ নিজ সখীগণের নিকট বর্ণনা করিতেছেন। বিশেষতঃ যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে প্রগাঢ় ভক্তি বা ভালবাসা থাকে, তাঁহাদের নিকট কিছুই অপরিজ্ঞাত থাকে না।

হরিভক্তিমহাদেব্যাঃ সর্ব্বা মুক্ত্যাদিসিদ্ধয়ঃ।
ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনুব্রতাঃ॥ (নারদপঞ্চরাত্রম্)

নারদপঞ্চরাত্রে উক্ত আছে যে,—সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তি, অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি এবং ইন্দ্রপদ, ব্রহ্মপদ প্রভৃতি ভুক্তি, হরিভক্তি মহাদেবীর দাসী। সুতরাং মহাদেবী হরিভক্তি যেখানে উপস্থিত হন, সেখানে তাঁহার দাসীরূপে সর্ব্ববিধ মুক্তি, সিদ্ধি এবং ভুক্তি স্বয়ংই আসিয়া উপস্থিত হয়। ব্রজরমণীগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তির আধার, অতএব সর্ব্ববিধ মুক্তি, সিদ্ধি প্রভৃতি যে তাঁহাদের অযত্নলভ্য তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। তাঁহারা যখন কৃষ্ণ-প্রেমাবেশে কৃষ্ণের রূপ কিংবা বংশীনাদ প্রভৃতির কথা বর্ণনায় প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহাদের ভাবের অনুরূপ এবং অনুকূল ভাবে সর্ব্ববিধ অজ্ঞাত বিষয়ই তাঁহাদের জ্ঞানগোচর হইয়া যায়। কাজেই তাঁহারা নিজ গৃহে থাকিয়াই বনচারিনী পুলিন্দ্যরমণীগণের অবস্থা জানিয়া নিজ নিজ সখীর নিকট তাহাই বর্ণনা করিতেছেন।

কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজরমণীগণ বলিলেন—হে সখি! বনচারিণী পুলিন্দ্যরমণীগণ যে বনমধ্যস্থ তৃণক্ষেত্র হইতে কুঙ্কুম গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া পরমানন্দরসসিন্ধুতে নিমগ্ন হইয়া যায়, তাহাতে মনে হয়—এই কুঙ্কুম নিশ্চয়ই কৃষ্ণের চরণ হইতে তৃণক্ষেত্রে লগ্ন হইয়াছে। সাধারণ কুঙ্কুম দর্শনে কাহারও কোনও প্রকার ভাববিকার প্রকাশ হওয়া সম্ভব নহে কিংবা সাধারণ কুঙ্কুম লেপনে কাহারও এই প্রকার পরমানন্দেরও উদ্রেক হয় না। অতএব নিশ্চয়ই কৃষ্ণের চরণ হইতেই তৃণক্ষেত্রে কুঙ্কুম লগ্ন হইয়া থাকে। বিশেষতঃ কৃষ্ণের চরণলগ্ন কুঙ্কুমের অপ্রাকৃত সৌরভে আত্মহারা হইয়াই পুলিন্দ্যরমণীগণ তাহা সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া থাকে এবং তাহাতেই তাহারা কৃষ্ণের চরণস্পর্শসুখানুভব করে। যদিও অলক্তক (আল্‌তা) প্রভৃতির ন্যায় কুঙ্কুম দ্বারা কেহ চরণানুলেপন করে না, তথাপি কৃষ্ণচরণে কুঙ্কুমলগ্ন দেখিয়া মনে হয়, কৃষ্ণের কোনও প্রেয়সীর বক্ষোলগ্ন কুঙ্কুমই কোনও কারণ বশতঃ কৃষ্ণের চরণতলে লগ্ন হয় এবং কৃষ্ণ যখন গোচারণচ্ছলে বনে গমন করেন, তখন তাঁহার চরণতল হইতে সেই কুঙ্কুম তৃণক্ষেত্রে লগ্ন হইয়া যায়।

"কোনও প্রেয়সীর বক্ষোলগ্ন কুঙ্কুম কি ভাবে কৃষ্ণচরণে লগ্ন হইল" বলিয়া যদি তাহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে মনে হয় যে—আমাদের কৃষ্ণ "উরুগায়" অর্থাৎ তিনি এমনই উচ্চরবে বেণুগান করেন যে তাহাতে ব্রজের গ্রাম, নগর, বনস্থলী প্রভৃতি আনন্দমুখরিত হইয়া যায় ও সেখানকার সর্ব্বজীব, কি যেন এক অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া পড়ে। এই প্রকার সর্ব্বভূতমনোহর বংশীগানে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের যে কি অবস্থা হয় তাহা আর কি বলিব। কৃষ্ণের বংশীগান শুনিয়া কোন কোনও কৃষ্ণানুরাগিনী ব্রজরমণীর এমন অবস্থা হয় যে তাহারা আর তখন ঘরে থাকিতে পারে না, ধৈর্য্য, লজ্জা, কুল, শীল, মান, ভয়াদি বিসর্জ্জন দিয়া তৎক্ষণাৎ তাহারা কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য বংশীগান লক্ষ্য করিয়া বনের দিকে অগ্রসর হয় এবং পথিমধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হয়। তাহা দেখিয়া পরম করুণার্দ্রহৃদয় শ্রীকৃষ্ণ আর স্থির থাকিতে পারেন না, তৎক্ষণাৎ তাহাদের নিকট ছুটিয়া আসিয়া চরণ দ্বারা তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করেন। মৃতসঞ্জীবনী মহৌষধ তুল্য কৃষ্ণচরণ-

স্পর্শ পাইয়া মূর্চ্ছিতা ব্রজরমণীগণের তৎক্ষণাৎ চেতনা সঞ্চার হয় এবং কৃষ্ণও তখন লজ্জা-সঙ্কুচিতচিত্তে সেখান হইতে চলিয়া যান। ব্রজরমণীগণের বক্ষঃস্থলে চরণস্পর্শ করায় তাহাদের বক্ষঃস্থিত কুঙ্কুম কৃষ্ণের চরণতলে লগ্ন হইয়া যায় এবং বনমধ্যস্থ তৃণক্ষেত্রে তাহাই লিপ্ত হয়। ব্রজরমণীগণের কৃষ্ণপ্রেমভাবিত বক্ষঃস্থলের কুঙ্কুম কৃষ্ণের চরণে লগ্ন হইয়া যে পরমাশ্চর্য্য গুণসমন্বিত হইয়া যায়, তাহা আর কি বলিব। পুলিন্দ্যরমণীগণ তৃণক্ষেত্রে সেই কুঙ্কুম দেখিয়া কিছুতেই ধৈর্য্যধারণ করিতে পারে না, তাই তাহারা নানাভাবে সেই কুঙ্কুম সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া হৃদয়ের তাপ শান্তি করে।

এই প্রকারে পুলিন্দ্যরমণীগণের কথা বলিতে বলিতে, কৃষ্ণের চরণলগ্ন কুঙ্কুম, প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের প্রেমমূর্চ্ছা প্রভৃতির অবতারণা হওয়ায় কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজরমণীগণ একেবারে প্রেমাবেশে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন এবং প্রেমস্বভাবসুলভ দৈন্যবশতঃ বলিতে লাগিলেন, সখি। এই ব্রজমণ্ডলে একমাত্র আমরাই নানাবিধ দুর্ভাগ্যের লীলাক্ষেত্র। আমারা যদি প্রেমবতী কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের মত ধৈর্য্য লজ্জা কুল শীলাদির বন্ধন ছিন্ন করিয়া কৃষ্ণের বংশীনাদ লক্ষ্য করিয়া বনের দিকে ধাবিত হইতে পারিতাম, তাহা হইলে করুণাময় কৃষ্ণ আমাদের বক্ষস্থলেও পদস্থাপন করিতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু হায়। আমাদের এমন প্রেম নাই যে—যাহার বলে আমরা ধৈর্য্য লজ্জা কুল শীলাদির বন্ধন ছিন্ন করিতে পারি। আমাদের এই বজ্রকঠিন হৃদয় কৃষ্ণের মোহনবংশীনাদে বিগলিত হয় না, তাই আমরা বংশীনাদ শুনিয়াও নিশ্চিন্তভাবে ঘরে বসিয়া থাকিতে পারি। হায়। হায়। আমাদের এই প্রেমহীন জীবনে কি প্রয়োজন? আমাদের মত প্রেমহীনা ব্রজরমণীগণের পক্ষে প্রেমবতী কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের সৌভাগ্য কল্পনা করাও সুদূরপরাহত। অতএব আমাদের আর সেকথা বলিয়া লাভ কি? কিন্তু যদি আমরা ব্রজরমণী না হইয়া পুলিন্দরমণী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতাম, তাহা হইলেও আমরা তৃণক্ষেত্র হইতে কৃষ্ণের চরণলগ্ন কুঙ্কুম গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতাম এবং আমাদের ব্যর্থজীবন সার্থক করিতাম। এমন কি, আমরা যদি বনমধ্যস্থ তৃণক্ষেত্রের তৃণ হইয়াও জন্মগ্রহণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলেও আমরা প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের হৃদয় হইতে কৃষ্ণচরণলগ্ন কুঙ্কুমে সর্ব্বাঙ্গ লেপন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিতাম। হায়। আমাদের কি দুর্ভাগ্য! আমরা সর্ব্বভাবেই কৃষ্ণসম্বন্ধলাভে বঞ্চিত হইয়া রহিলাম।

এই শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকা সমালোচনা করিলে মনে হয় যে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ ভাবনেত্রে পুলিন্দ্যরমণীগণকে সাক্ষাদ্দর্শনের ন্যায় অনুভব করিয়া তাহাদের সৌভাগ্য প্রশংসা করিয়াছেন এবং কৃষ্ণের চরণলগ্ন কুঙ্কুম সম্বন্ধে তাঁহারা সম্ভাবনা করিয়াছেন যে "তাদৃশনাগরস্য তাদৃশীং বিনা স্থিতেরসম্ভবাৎ বা কাচিৎনিগূঢ়ং বিদ্যতে তস্যাঃ স্তনাভ্যাং মণ্ডিতম্।" ইত্যাদি। (বৈষ্ণবতোষণী টীকা)

যদিও ব্রজরমণীগণ, কৃষ্ণের কোনও দয়িতার কথা জ্ঞাত নহেন, তথাপি তাঁহারা সম্ভাবনা করেন যে কৃষ্ণের মত নাগরের পক্ষে কোনও নাগরীর সহিত লীলাবিহারাদি ব্যতীত কেবল মাত্র বংশীবাদন, বনভ্রমণাদি প্রসঙ্গে কালাতিপাত করা অসম্ভব, সুতরাং নিশ্চয়ই এই ব্রজমণ্ডলেই কুত্রাপি গুপ্তভাবে কৃষ্ণের কোনও প্রেয়সী আছেন এবং তাহারই স্তনমণ্ডিত কুঙ্কুম কৃষ্ণের চরণতলে লগ্ন হইয়াছে।

বৈষ্ণবতোষণীকার আরও বলিয়াছেন—

"অত্রেতদুক্তং ভবতি। তদিদং তাসামখিলং বচনং ভাবমাত্রাবগতমপি যথাবদেব। তাদৃশগাঢ়ভাবস্য দূর-তোঽপি স্ববিষয়সাক্ষাৎকারহেতুত্বাৎ। "যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা" ইত্যাদিভ্যঃ। অতস্তদেবদনুবদিষ্যতে। পট্টমহিষীভিরপি—"কাময়ামহ এতস্য শ্রীমৎপাদরজঃশ্রিয়ঃ। কুচকুঙ্কুমগন্ধাঢ্যং মূর্দ্ধ্না বোঢুং গদাভৃতঃ॥ ব্রজস্ত্রিয়ো যদ্বাঞ্ছন্তি পুলিন্দ্যস্তৃণবীরুধ"—ইতি। ব্রজরমণীগণের এই প্রকার সম্ভাবনার বক্তব্য এই যে—যদিও তাঁহাদের

সমস্ত কথাই তাঁহাদের ভাবের অনুভূতি মাত্র, তথাপি তাহা কল্পিত কিছুমাত্র নহে। কেননা ব্রজরমণীগণের গাঢ় প্রেমে দূরস্থ এবং অদৃষ্ট বিষযেরও সাক্ষাৎকার ঘটিযা থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চমস্কন্ধস্থিত "যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা" প্রভৃতি শ্লোক সমালোচনায় জানা যায় যে—যাহাদের শ্রীভগবানে নিষ্কামভক্তি থাকে তাহাদের ধর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতি কোন বিষয়ই অপরিজ্ঞাত থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ ত্র্যশীতি (৮৩) অধ্যাযে শ্রীকৃষ্ণের পট্টমহিষীগণের উক্তিতেও এই সিদ্ধান্তই পাওয়া যায়। পট্টমহিষীগণ বলিয়াছেন, আমরা শ্রীরাধিকার কুচকুঙ্কুম-গন্ধবাসিত শ্রীকৃষ্ণচরণরেণু মস্তকে ধারণ করিবার জন্য সর্ব্বদাই কৃষ্ণচরণে প্রার্থনা জানাইতেছি। ব্রজরমণীগণ, পুলিন্দ্য-রমণীগণ, এমন কি ব্রজের তৃণ লতাদি পর্য্যন্ত এই চরণরেণু প্রার্থনা করিযা থাকেন।

শ্রীপাদ জীব গোস্বামী, তাঁহার বৃহৎ ক্রমসন্দর্ভটীকায লিখিযাছেন—

"দয়িতেতি বক্ত্রীনাং রাধাসখিত্বং স্পষ্টমেব" "কোনও দয়িতার স্তনমণ্ডিত কুঙ্কুম শ্রীকৃষ্ণের চরণে লগ্ন হইযাছে" এই সমস্ত কথা যে শ্রীরাধিকার সখীগণই বলিযাছেন, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায।

তোষণী এবং ক্রমসন্দর্ভটীকার মর্ম্ম এই যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার নিত্যপ্রেযসী শ্রীরাধিকার সহিত 'নিরন্তরই নানাবিধ বিহারাদি করিযা থাকেন, সুতরাং তাঁহারই বক্ষোলগ্ন কুঙ্কুম যে শ্রীকৃষ্ণের চরণে লগ্ন হইযা রহিয়াছে, ইহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই।

"বাল্যেঽপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কৈশোরং রূপমাশ্রিতঃ। রেমে বিহারৈর্বিবিধৈঃ প্রিযযা সহ রাধযা॥" (ভবিষ্যপুরাণম্)

এই ভবিষ্যপুরাণ বচনে জানা যায যে, শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালেও কৈশোরমূর্ত্তি প্রকট করিযা তাঁহার নিত্য প্রেয়সী শ্রীরাধিকার সহিত বিহার করিযা থাকেন।

"একেন বপুষা গোপপ্রেমবদ্ধো রসাম্বুধিঃ। অন্যেন বপুষা বৃন্দাবনে ক্রীডতি সহ রাধয়া॥" (শ্রীকৃষ্ণযামলম্)

শ্রীকৃষ্ণযামলতন্ত্রেও উক্ত আছে যে—শ্রীকৃষ্ণ, এক মূর্ত্তিতে গোপবালকগণের প্রেমবদ্ধ হইযা গোচরণাদি লীলা করেন এবং অন্যমূর্ত্তিতে শ্রীরাধিকার সহিত বৃন্দাবনে বিবিধ ক্রীড়া করেন।

এই সমস্ত নানা প্রমাণে জানা যায যে—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিত্যপ্রেযসী শ্রীরাধিকার সহিত নিরন্তর নানাবিধ ক্রীড়া করিযা থাকেন, সুতরাং তাঁহারই বক্ষোলগ্ন কুঙ্কুম শ্রীকৃষ্ণের চরণে লগ্ন হইযাছে এবং পুলিন্দ্যরমণীগণ তাহাই তৃণক্ষেত্র হইতে গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিযাছেন বলিযা, ব্রজরমণীগণ তাহাদের ভাগ্যের প্রশংসা করিযাছেন।

কিন্তু উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে স্থাযিভাব প্রকরণে "মাদন" নামক মহাভাবের অনুভাব প্রদর্শন প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে—"সদা ভোগেঽপি তদ্গন্ধমাত্রাধারস্তবাদযঃ"।

"মাদন" নামক মহাভাবে সর্ব্বদা নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণকে উপভোগ করিযাও অতৃপ্তি বশতঃ যাহাতে কৃষ্ণের কোন প্রকার সম্বন্ধগন্ধের ইঙ্গিত পাওযা যায, তাহাকেই পরম সৌভাগ্যশালী বলিযা মনে হয। উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে ইহার প্রমাণরূপে "পূর্ণাঃ পুলিন্দ্যঃ" প্রভৃতি শ্লোকটিই ধৃত হইযাছে। সুতরাং উজ্জ্বলনীলমণির মতে "পূর্ণাঃ পুলিন্দ্যঃ" প্রভৃতি শ্লোকটি শ্রীরাধিকার উক্তি বলিযা মনে হয় এবং বৈষ্ণবতোষণী টীকা ও উজ্জ্বলনীলমণিতে মতানৈক্য আছে বলিয়া মনে হয। ইহার সামঞ্জস্য করিতে হইলে আমার মনে হয় যে—শ্রীরাধিকা এবং অন্যান্য সমস্ত ব্রজরমণীগণই পরমপ্রেমবতী। যদিও শ্রীরাধিকাই তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, তথাপি ব্রজরমণীগণের প্রেমও সামান্য নহে, তাঁহাদের প্রেমও লক্ষ্মীগণ কিংবা মহিষীগণের পক্ষে পরম দুর্লভ। শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে শ্রীরাধিকা ও অন্যান্য সমস্ত ব্রজরমণীগণই যথাযোগ্য আত্মহারা হইযা যান এবং ভাবাবেশে নানা কথা বলিয়া থাকেন। পুলিন্দ্যরমণীগণের অবস্থা দেখিয়া মাদনাখ্য মহাভাববতী শ্রীরাধিকার মনে যাহা উদিত

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ ।
মানং তনোতি সহ গোগণয়োস্তয়োর্যৎ পানীয়সূযবস-কন্দর-কন্দমূলৈঃ ॥ ১৮

হইয়াছে, তাহাই উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং ব্রজরমণীগণের ভাব বৈষ্ণবতোষণী টীকা প্রভৃতিতে আলোচিত হইয়াছে। শ্রীরাধিকা সর্ব্বদা নানা ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে উপভোগ করিলেও তাঁহার চরণে কুঙ্কুম লগ্ন দেখিলে তাঁহার মনে হয় যে—নিশ্চয়ই কোন প্রেয়সীর বক্ষোলিপ্ত কুঙ্কুমই তাঁহার চরণে লগ্ন হইয়াছে এবং অন্যান্য ব্রজরমণীগণের মনে হয় যে—শ্রীরাধিকার বক্ষোলিপ্ত কুঙ্কুমই শ্রীকৃষ্ণচরণে লগ্ন হইয়াছে। অতএব ইহাতে কোন প্রকার মতদ্বৈধ মনে না করিয়া যথাযোগ্য ভাবে শ্রীরাধিকা ও ব্রজরমণীগণের প্রেমামৃত আস্বাদন করাই কর্ত্তব্য ॥ ১৭

**অন্বয়ঃ।**—হন্ত। অবলাঃ ( হে সখ্যঃ। ) অয়ং ( পরিদৃশ্যমানঃ ) অদ্রিঃ ( গোবর্দ্ধনপর্ব্বতঃ ) হরিদাসবর্য্যঃ ( সর্ব্বেষাং হরিদাসানাং মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ ) যৎ ( যস্মাৎ সঃ ) রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ ( রামকৃষ্ণয়োঃ চরণস্পর্শেন প্রমোদঃ রোমাঞ্চস্বেদানন্দাশ্রুপাতাদিলক্ষণহর্ষাকুলঃ সন্ ) সহ গোগণয়োঃ ( গোভিঃ গণৈঃ গোপবালকৈশ্চ সহ বর্ত্তমানয়োঃ ) তয়োঃ ( রামকৃষ্ণয়োঃ ) পানীয়-সুযবস-কন্দর-কন্দমূলৈঃ ( পানীয়ৈঃ—স্বচ্ছজলৈঃ, সুযবসৈঃ সুকোমল-সদ্গন্ধযুক্ততৃণৈঃ, কন্দরৈঃ গুহাভিঃ, কন্দৈঃ মূলৈশ্চ যথোচিতং ) মানং তনোতি ( জলপানগোচারণবিচিত্রক্রীড়া-ভোজনাদি সম্পাদনেন সপর্য্যাং বিদধাতি ) ॥ ১৮

**মূলানুবাদ।**—হে সখিগণ। এই গোবর্দ্ধনপর্ব্বত হরিদাস-চূড়ামণি, কেননা সে শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের চরণস্পর্শে হর্ষাকুল হইয়া স্বচ্ছ জল, সুকোমল তৃণ, বিচিত্র গুহা এবং নানাবিধ কন্দমূলাদি দ্বারা গোপবালক ও ধেনুপালপরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের নানাবিধ সেবা করিয়া থাকে ॥ ১৮

**শ্রীধরটীকা।**—হন্তেতি হর্ষে। হে সখ্যঃ। অয়মদ্রির্গোবর্দ্ধনো ধ্রুবং হরিদাসেষু শ্রেষ্ঠঃ। কুত ইত্যত আহ, যস্মাৎ রামকৃষ্ণয়োশ্চরণস্পর্শেন প্রমোদো যস্য সঃ। তৃণাদ্যুদ্গমনিভেন রোমহর্ষদর্শনাৎ। কিঞ্চ যদ্যস্মাৎ। মানং তনোতি। সহ গোভির্গণেন সখিসমূহেন চ বর্ত্তমানয়োস্তয়োঃ। কৈঃ? পানীয়ৈঃ সুযবসৈঃ শোভনতৃণৈঃ কন্দরৈশ্চ কন্দমূলৈশ্চ যথোচিতম্। অতোঽয়মতিধন্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৮

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—গোষ্ঠান্তর্ব্বর্ত্তাপি তথৈব রসান্তরাচ্ছন্না অতএবমাহুর্দ্বাভ্যাং হন্তেতি। অয়মিতি তদানীং শ্রীগোবর্দ্ধনান্তিক এব তাসাং নিবাসেন সাক্ষাদঙ্গুল্যা দর্শনাৎ। জগতোঽশেষং পাপং দুঃখং চিত্তঞ্চ বলাদ্ধরতীতি হরিঃ। তদধিষ্ঠাতা দেবঃ শাস্ত্রে লোকে চ প্রসিদ্ধঃ, তৎস্বভাবকেষু তস্য দাসেষু মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ। তদ্বর্য্যত্বমেব কলাভিব্যক্তিদ্বারা দর্শয়তি যদ্রামেতি। প্রকৃষ্টো মোদো হর্ষঃ রোমাঞ্চস্বেদানন্দাশ্রুাদিস্বরূপতৃণাদ্যুদ্গমার্দ্রতা-জলবিন্দুস্রাবাদিলক্ষণঃ। তনোতীতি সর্ব্বৈরন্যৈরপি ক্রিয়মাণং মানমযং বিস্তারেণ করোতীত্যর্থঃ। পানীয়ানি পেয়ানি জলনদ্যাদীনি। দীর্ঘত্বমার্ষং ছন্দোঽনুরোধাৎ। সুযবসানি কোমলানি পুষ্টিবর্দ্ধনানি তৃণসম্পাদকানি। যদ্বা। পানীয়ং সুবতে স্রবন্তি পানীয়সুবো নির্ঝরাঃ। ভূ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ। উপবেশার্থং সুন্দরস্থানমিত্যর্থঃ। কন্দরা গুহাঃ, তৈশ্চ তত্রত্যবস্ত্রপর্য্যঙ্কপীঠপ্রদীপাদর্শনয়োগ্যোপলস্যাঃ, যথাসম্ভবঞ্চ তৈস্তৈরেবাং মানো জ্ঞেয়ঃ। হে অবলা ইতি তত্র তত্র যুষ্মাকং শক্ত্যভাবেন এতাদৃশসেবাভাগ্যং ন ঘটেত, ইত্যহোবতাভাগ্যবৈভবমিতি ভাবঃ। অস্তৈঃ। অত্র চ অসমর্থতামিতিবদবহিত্থায়ামপ্যর্থান্তরব্যক্তির্যথা—রামো নীলচারশিতেত্রিবিদ্যমনবোবাভ্রামো রমণীয়ো যঃ কৃষ্ণস্তস্য চরণয়োঃ স্পর্শেন প্রমোদো যস্য সঃ। তয়োশ্চরণয়োঃ। যদ্বা। তাদৃশকৃষ্ণচরণয়োঃ স্পর্শপ্রমোদো যস্মাৎ, স্বদ্রুরূপশৈত্যাদিগুণকত্বেন স্বশিলানাং বিধানাৎ। যদ্বা। রাসক্রীড়ারূপং যৎশ্রীকৃষ্ণস্য চরণম্ আচরণং তস্য স্পর্শনেন দানেন প্রমোদো যস্য সঃ। বিশ্রাণনং বিতরণং স্পর্শনমিত্যমরঃ। সর্ব্বদা সদা তৎ-

ক্রীড়াসম্পাদনোৎসুক ইত্যর্থঃ। যদ্বা। তেন প্রমোদয়তি তমস্মান্ জগচ্চেতি তথা সঃ। যদ্বা। তাদৃশকৃষ্ণচরণযোরিব স্পর্শপ্রমোদো যস্য, এতৎস্পর্শনেন তৎস্পর্শনানন্দস্যৈব সিদ্ধের্নিরন্তরবিচিত্রপ্রেমবিহারশ্রেণীভিস্তচ্চরণস্পর্শময়তা ইবাস্মিন্ সম্পত্তেঃ। তস্যেতি বক্তব্যে তযোশ্চরণয়োরিত্যাদরেণ॥ ১৮

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—পুলিন্দ্যরমণীগণের অবস্থা বর্ণনা করিতে করিতে ব্রজরমণীগণ এমনই আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন যে—তাঁহাদের আর এখন মনের কথা গোপন করিবার সাধ্য নাই। তাই তাঁহারা "দয়িতাস্তনমণ্ডিত কুঙ্কুম, কৃষ্ণচরণে লগ্ন হইয়াছে" প্রভৃতি নানা কথায় নিজের মনের কথার ইঙ্গিত করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহার পর তাঁহারা যখন একটু প্রকৃতিস্থ হইলেন, তখন অন্য ভাবের কথা বলিয়া পূর্ব্বভাব গোপন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন ও বলিলেন, সখি! আমাদের কৃষ্ণ, বৃন্দাবনের নানা স্থানে বিচরণ করেন এবং নানাবিধ বিচিত্র ক্রীড়াবিহারাদি করিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ নয়ন থাকিতেও তাহা দেখিবার সাধ্য নাই, কিংবা চরণ থাকিতেও সেই সেই ক্রীড়াস্থানে যাইবার সাধ্য নাই। পুলিন্দ্যরমণীগণ, কৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণ করিয়া ভাবাবেশে, আত্মহারা হইয়া বংশীধারীর দিকে অগ্রসর হয় এবং তৃণক্ষেত্রে তাঁহার চরণকুঙ্কুম দেখিয়া তাহাই গ্রহণ করে ও সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া হৃদয়ের তাপ শান্তি করে। কিন্তু হায়! আমরা ধৈর্য্য, লজ্জা, কুল, শীলাদির শৃঙ্খলে এমনই আবদ্ধ যে - আমরা তৃণক্ষেত্রে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণকুঙ্কুম গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতেও অক্ষম। পুলিন্দ্যরমণীগণের কথা আর কি বলিব। আমরা যদি গোপরমণী না হইয়া ব্রজের তৃণ হইতাম, তাহা হইলেও শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শে কৃতার্থ হইতাম। বৃন্দাবনের তৃণ, লতা, বৃক্ষ, পর্ব্বত প্রভৃতি স্থাবর জীবগণও আমাদের চেয়ে কোটি কোটি গুণে সৌভাগ্যশালী। আমরা জঙ্গম হইয়াও কৃষ্ণচরণ স্পর্শ করিতে পারি না, কিন্তু বনের তৃণ প্রভৃতি স্থাবর হইয়াও কোন দিন কৃষ্ণচরণস্পর্শে বঞ্চিত থাকে না। হায়! বিধাতা যদি আমাদের গৃহকারাগারে আবদ্ধ জঙ্গম না করিয়া বনবাসী স্থাবর করিতেন, তাহা হইলে আমরা স্বস্থানে থাকিয়া কৃষ্ণচরণস্পর্শ পাইয়া কৃতার্থ হইতে পারিতাম।

এইরূপে বৃক্ষপর্ব্বতাদি স্থাবরের কথা বলিতে বলিতে ব্রজরমণীগণের গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের কথা মনে হইয়া ভাবদৃষ্টিতে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত স্ফূর্ত্তি হইল এবং অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বলিলেন—"হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যঃ"। হে সখি! আমরা সকলেই অবলা, কেননা আমাদের এমন কোনই বল নাই যে—আমরা ধৈর্য্য, লজ্জাদির বন্ধন ছিন্ন করিয়া কৃষ্ণচরণনিকটে উপস্থিত হইতে পারি। কিন্তু গোবর্দ্ধন পর্ব্বত স্থাবর হইয়াও প্রেমবলে এমনই বলীয়ান্ যে—সে প্রত্যহই নানাভাবে কৃষ্ণচরণস্পর্শ পাইয়া কৃতার্থ হয়! হায়! আমরা যদি গোবর্দ্ধনের শিলাখণ্ড হইতাম, তাহা হইলেও কৃষ্ণচরণস্পর্শে বঞ্চিত থাকিতাম না।

প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের সৌভাগ্য বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন—"গোবর্দ্ধন পর্ব্বত হরিদাসবর্য্য" অর্থাৎ জগতে যত হরিদাস আছেন, তাঁহাদের মধ্যে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ব্রজরমণীগণের এই "হরিদাসবর্য্য" শব্দটি সমালোচনা করিলে নানা প্রকার অর্থই মনে হয়। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের অধিষ্ঠাতা দেবতার নাম "হরিদেব," গোবর্দ্ধন পর্ব্বত তাঁহারই শ্রেষ্ঠ সেবক বলিয়া তাহাকে "হরিদাসবর্য্য" বলা যাইতে পারে। গোবর্দ্ধনাধিষ্ঠাতা হরিদেবের অনেক সেবক আছেন, ব্রজবাসীগণ প্রায় সকলেই হরিদেবের সেবা করিয়া থাকেন, কিন্তু গোবর্দ্ধন পর্ব্বত তাঁহাকে নিজ দেহের উপর স্থান দিয়াছেন, সুতরাং গোবর্দ্ধনই হরিদেবের সেবকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অথবা জগতে যাহারা নিরন্তর স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, বিষয়বৈভবাদির, কিংবা দেহগৃহ প্রভৃতির সেবা লইয়াই ব্যস্ত, তাহারা মায়ার দাস এবং যাহারা এই সমস্ত বস্তুতে আসক্ত না হইয়া শ্রীভগবানের সেবা-

প্রসঙ্গে কালযাপন করে, তাহারা হরিদাস। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ, ব্যাসাদি অনেক ভক্তচূড়ামণিগণ সর্ব্বত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের সেবা করিয়াছেন, কিন্তু গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের ন্যায় কেহই নিজ দেহকে শ্রীভগবানের লীলা-ক্ষেত্র করিতে পারেন নাই, অতএব গোবর্দ্ধনই সমস্ত হরিদাসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অথবা—শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত তিনজন হরিদাসের মধ্যে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতই শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহাকেই "হরিদাসবর্য্য" বলা যাইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ সপ্তচত্বারিংশৎ (৪৭) অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে—"কৃষ্ণং সংস্মারয়ন্ রেমে হরিদাসো ব্রজৌকসাং"—হরিদাস উদ্ধব ব্রজে আসিয়া কৃষ্ণের নানা লীলাকথা কীর্ত্তন করিয়া ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণস্মৃতি জাগরূক করিয়া দুই মাস ব্রজে অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ পঞ্চসপ্ততি (৭৫) অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে—"হরিদাসস্য রাজর্ষেরাজসূয়মহোদয়ং"—হরিদাস রাজর্ষি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞ মহোৎসব দর্শনে সকলেই পরম প্রীতি লাভ করিয়াছেন। আর এই "হন্তায়মদ্রিরবলা" প্রভৃতি শ্লোকে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত হরিদাস নামে অভিহিত হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে উদ্ধব, যুধিষ্ঠির এবং গোবর্দ্ধন পর্ব্বত এই তিন হরিদাসের নাম পাওয়া যায়। যদিও শ্রীমদ্ভাগবতে ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ, ব্যাসাদি হরিদাসগণের হরি সেবার বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে, কিন্তু তাঁহাদের নামে "হরিদাস" বিশেষণের প্রয়োগ দেখা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতে কেবলমাত্র উদ্ধব, যুধিষ্ঠির আর গোবর্দ্ধন পর্ব্বত—এই তিন জনই হরিদাস নামে অভিহিত হইয়াছেন। এই তিন হরিদাসের মধ্যে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া তিনি হরিদাসবর্য্য। অথবা—কৃষ্ণপ্রেমবতী ব্রজরমণী-গণের ইহাও বক্তব্য হইতে পারে যে—শ্রীকৃষ্ণ নানাভাবে ব্রজবাসী নরনারী, পশু,পক্ষী প্রভৃতি সকলেরই মনোহরণ করেন বলিয়া তিনিই 'হরি'। যদিও ব্রজমণ্ডলে তাঁহার অনেক দাস আছে, তথাপি গোবর্দ্ধনের মত নিজাঙ্গ লীলাক্ষেত্র করিয়া কেহই কৃষ্ণের সেবা করিতে পারে না, সুতরাং কৃষ্ণদাসের মধ্যে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গোপীগণ তাহাকে "হরিদাসবর্য্য" নামে অভিহিত করিয়াছেন।

এইরূপে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে হরিদাসবর্য্য নামে অভিহিত করিয়া কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজরমণীগণ বলিলেন—রাম ও কৃষ্ণের চরণস্পর্শ পাইয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বত যেরূপ পরমানন্দ লাভ করে এবং গোবর্দ্ধন পর্ব্বতগাত্রে বিচরণ করিয়া রাম ও কৃষ্ণ যেরূপ আনন্দিত হন, তাহাতে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে হরিদাসবর্য্য না বলিয়া থাকা যায় না। যে দাসের সেবায় হরি আনন্দ লাভ করেন এবং যে দাস হরির সেবা করিয়া আনন্দিত হয়, সেই দাসই হরির সকল দাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যে দাস কোন প্রকার কায়ক্লেশে হরির সেবা করে, কিংবা যে দাসের সেবা হরি অগত্যা গ্রহণ করেন, সে দাসকে শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে না। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতই হরির শ্রেষ্ঠ দাস, যেহেতু ব্রজবাসিগণের চিত্তহর (হরি) কৃষ্ণ যখন বলদেব ও গোপবালকগণসহ গোচারণচ্ছলে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে আরোহণ করেন, তখন গোবর্দ্ধন পর্ব্বত পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া যায়। গোবর্দ্ধন পর্ব্বত তখন নব নব তৃণোদ্গমচ্ছলে পুলক, আর্দ্রতাচ্ছলে স্বেদ, নির্ঝরচ্ছলে অশ্রু প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া তাহার হৃদয়স্থিত পরমা-নন্দেরই ইঙ্গিত করিয়া থাকে। রাম কৃষ্ণ যখন গোবর্দ্ধনগাত্রে বিচরণ করেন, তখন গোবর্দ্ধনের কঠিন কঠিন শিলা দ্রবীভূত হইয়া, শীতকালে উষ্ণ হইয়া এবং গ্রীষ্মকালে শীতল হইয়া রামকৃষ্ণের চরণ সুখকর হয়। সুতরাং গোবর্দ্ধনের পুলক, স্বেদ, অশ্রু প্রভৃতি দেখিয়া স্পষ্টই জানা যায় যে—সে কৃষ্ণের সেবা করিয়া পরমানন্দ লাভ করে এবং চরণসুখকর গোবর্দ্ধনগাত্রে পরমানন্দে বিবিধ বিচিত্র ক্রীড়াবিহারাদি করায় জানা যায় যে—কৃষ্ণও গোবর্দ্ধনের সেবা গ্রহণ করিয়া আনন্দিত হন। অতএব গোবর্দ্ধন যে হরিদাসবর্য্য, তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

শ্লোকস্থ "রামকৃষ্ণ-চরণস্পর্শ-প্রমোদ" এই অংশ আলোচনা করিলে আপাততঃ মনে হয় যে—গোপীগণ

গোবর্দ্ধনের গুণ বর্ণনপ্রসঙ্গে বলিলেন—গোবর্দ্ধন পর্ব্বত, রাম ও কৃষ্ণের চরণস্পর্শে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করে। কিন্তু গোপীগণের একমাত্র কৃষ্ণনিষ্ঠ পরমপ্রেমের বিচার করিলে মনে হয় যে—গোপীগণ, তাঁহাদের কৃষ্ণানুরাগ গোপন করিবার জন্য "রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ" এই কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের বক্তব্য এই যে—রাম অর্থাৎ পরম রমণীয় কৃষ্ণের চরণ স্পর্শ করিয়া গোবর্দ্ধন পরমানন্দে আত্মহারা হয়। ইহাতে গোপীগণের অবহিত্থা ( প্রকারান্তরে মনোভাব গোপন ) এবং দৈন্য এই দুই সঞ্চারী ভাবেরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গোপীগণ, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের কৃষ্ণচরণস্পর্শ-সৌভাগ্য বর্ণনা করিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের দৈন্যের ইঙ্গিত করিলেন হায়। আমরা যদি গোবর্দ্ধনের শীলা হইতাম, তাহা হইলেও কৃষ্ণচরণস্পর্শ পাইয়া কৃতার্থ হইতাম। কৃষ্ণের বংশীগানে গোবর্দ্ধনের শীলাও বিগলিত হয়, কিন্তু আমাদের কঠিন হৃদয় বিগলিত হয় না। বিধাতা আমাদের এমনই দুর্ভাগ্যশালিনী এবং প্রেমহীনা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যে, আমাদের কোন প্রকারেই কৃষ্ণচরণ স্পর্শের সুযোগ ঘটে না এবং আমাদের হৃদয়ও কিছুতেই বিগলিত হয় না।

এইরূপে গোবর্দ্ধনপর্ব্বতের কৃষ্ণচরণস্পর্শজনিত আনন্দাবেশের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজ-রমণীগণ বলিলেন, সখি। গোবর্দ্ধন কেবলমাত্র কৃষ্ণচরণস্পর্শে আনন্দে বিভোর হইয়া পুলক, স্বেদ, অশ্রু প্রভৃতি প্রকাশ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকে না, কৃষ্ণ যখন বলদেব ও গোপবালকগণসহ অসংখ্য ধেনুপাল লইয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে আরোহণ করেন, তখন গোবর্দ্ধন বিবিধ পূজাসম্ভার লইয়া তাঁহাদের যথোচিত সৎকারও করিয়া থাকে।

কায়, মনঃ, বাক্য, ধন, প্রাণ প্রভৃতি সমস্তই যাহারা কৃষ্ণসেবায় নিয়োগ করিতে পারে, তাহারাই প্রকৃত কৃষ্ণদাস। যাহারা আলস্য কিংবা কৃপণতা বশতঃ দেহ, ধনাদি কৃষ্ণসেবায় অর্পণ না করিয়া কেবলমাত্র বচনে ও স্মরণে কৃষ্ণসেবা নির্ব্বাহ করিতে চায়, তাহারা ভজনবিহীন না হইলেও তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলা যাইতে পারে না। নিজের কোন সম্বল না রাখিয়া, আত্মসেবার কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া এবং কৃষ্ণসেবাই জীবনের প্রধান লক্ষ্য স্থির করিয়া যাহারা কায়, মনঃ, বাক্য, ধন, প্রাণাদি সর্ব্বস্ব দিয়া কৃষ্ণসেবা করিতে পারে, তাহারাই কৃষ্ণসেবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের ব্যবহার দেখিলে স্পষ্টই জানা যায় যে, কৃষ্ণসেবার জন্য সে তাহার দেহদৈহিকাদি সমস্তই বিনিয়োগ করিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ যখন বলদেব এবং গোপবালকগণসহ গোচারণচ্ছলে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে উপস্থিত হন, তখন গোবর্দ্ধন পর্ব্বত পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া প্রথমতঃ স্বচ্ছ শীতল পানীয় এবং সুকোমল পুষ্টিবর্দ্ধক তৃণদ্বারা গো-মহিষাদি পশুগণের তৃপ্তি বিধান করে। তাহার পর নানাপ্রকার রত্নপীঠ, রত্নপর্য্যঙ্ক, মণিপ্রদীপ ও মণিদর্পণাদি সুশোভিত কন্দর প্রদেশে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম এবং গোপবালকগণের বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া নানাবিধ কন্দ, মূল ও ফলাদি ভোজন করাইয়া তাঁহাদের ক্ষুৎপিপাসাদি নিবৃত্তি ও পরম তৃপ্তি সম্পাদন করে।

গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে মানসগঙ্গাদি নদীর জল পরম স্বচ্ছ, মধুর ও সুশীতল। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে নানাবিধ ফলপুষ্পাদিসমন্বিত অসংখ্য বৃক্ষলতাদি সর্ব্বদাই কৃষ্ণসেবার জন্য প্রস্তুত। সেখানকার সদ্গন্ধবিশিষ্ট তৃণরাজি গোমহিষাদি পশুগণের মুখরোচক এবং দুগ্ধসম্পাদক। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে অসংখ্য গুহা আছে ও তাহার মধ্যে নানাবিধ আসন পর্য্যঙ্কাদি সর্ব্বদাই কৃষ্ণ ও তাঁহার সঙ্গি গোপবালকগণের জন্য আস্তৃত থাকে। সুতরাং গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের দেহদৈহিকাদি একমাত্র কৃষ্ণসেবার জন্যই সর্ব্বদা বিনিযুক্ত থাকে। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের এই সমস্ত মহাগুণে মোহিত হইয়া কৃষ্ণ প্রত্যহই গোচারণের জন্য গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া থাকেন এবং সেখানে গোপবালকগণের সহিত নানাবিধ বিচিত্রক্রীড়াদি করিয়া থাকেন। ব্রজরমণীগণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের এই সমস্ত কৃষ্ণসেবার উপযোগী গুণ সমালোচনা করিয়াই তাহাকে "হরিদাসবর্য্য" এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

গা গোপকৈরনুবনং নয়তোরুদার-বেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্যঃ ।
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং নির্যোগপাশকৃতলক্ষণযোর্বিচিত্রম্ ॥ ১৯
এবংবিধা ভগবতো যা বৃন্দাবনচারিণঃ । বর্ণয়ন্ত্যো মিথো গোপ্যঃ ক্রীড়াস্তন্ময়তাং যযুঃ ॥ ২০ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

"হন্তায়মদ্রিরবলা" প্রভৃতি শ্লোকটি শ্রীরাধিকার উক্তি কিংবা অন্য গোপীগণের উক্তি এ সম্বন্ধে কিছু মতভেদ দেখা যায়। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী তাঁহার বৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"গোবর্দ্ধনো জয়তি শৈলকুলাধিরাজো। যো গোপিকাভিরুদিতো হরিদাসবর্য্যঃ"। ( শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্ )

গোপীগণ যাঁহাকে "হরিদাসবর্য্য" বলিয়াছেন, সেই শৈলকুলাধিরাজ গোবর্দ্ধনের জয় হউক।

শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামি তাঁহার "গোবর্দ্ধন-বাস-প্রার্থনা দশক স্তোত্রে" বলিয়াছেন—

"গিরিনৃপ হরিদাস শ্রেণী-বর্য্যেতি নামামৃতমিদমুদিতং তে রাধিকাবক্ত্রচন্দ্রাৎ ॥" ( স্তবাবলী )

হে গিরিরাজ। শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্র হইতে তোমার "হরিদাসবর্য্য" এই নামামৃতের প্রকাশ হইতেছে।

অতএব শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর মতে গোপীগণই গোবর্দ্ধনকে হরিদাসবর্য্য বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয় এবং শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামীর মতে গোবর্দ্ধনের হরিদাসবর্য্য নামটি শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্র সমুত্থিত বলিয়া মনে হয়। আপাততঃ মতদ্বৈধ মনে হইলেও ইহাতে বিচলিত হইবার কারণ নাই। কেননা শ্রীরাধিকা এবং গোপীগণ সকলেই গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের কৃষ্ণসেবা দেখিয়া তাহাকে হরিদাসবর্য্য বলিয়াছেন। তাহার মধ্যে বৃহদ্ভাগবতামৃতের বক্তব্য এই যে শ্রীরাধিকা প্রভৃতি সমস্ত গোপীগণই গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে হরিদাসবর্য্য বলিয়াছেন এবং শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামী সর্ব্বগোপীপ্রধান শ্রীরাধিকার মুখোচ্চারিত রূপেই গোবর্দ্ধনের হরিদাসবর্য্য নামের মাহাত্ম্য এবং সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

মোট কথা, হরিদাসবর্য্যরূপেই শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ এবং শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী প্রভৃতি পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ গোবর্দ্ধনের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং শ্রীহরিভক্তিবিলাসেও "শ্রীকৃষ্ণদাসপর্য্যোঽহবং শ্রীগোবর্দ্ধন-ভূধরং" প্রভৃতি বচনে হরিদাসবর্য্যরূপেই গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পূজাবিধি দেখা যায়।

যাহা হউক, কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজরমণীগণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ সম্বন্ধ দেখিয়া হরিদাস-বর্য্যরূপে তাহার ভাগ্যের প্রশংসা করিলেন এবং ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, আমরা ব্রজে বাস করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের কোনপ্রকার সেবাই করিতে পারিলাম না, অতএব আমাদের জীবন বিফলেই অতিবাহিত হইল ॥ ১৮

**অন্বয়।** সখ্যঃ ( হে ব্রজরমণ্যঃ )। গোপকৈঃ ( শ্রীদামসুবলাদিগোপবালকৈঃ সহ ) অনুবনং ( বনে বনে ) গাঃ ( গোমহিষ্যাদিপশূন্ ) নয়তোঃ ( সঞ্চারয়তোঃ ) নির্যোগপাশকৃতলক্ষণযোঃ ( নির্যোগাঃ গবাং পাদবন্ধন-রজ্জবঃ পাশাঃ দুষ্টগবাং ধর্ষণার্থা রজ্জবঃ তৈঃ কৃতং লক্ষণং চিহ্নং যযোঃ, তযোঃ রামকৃষ্ণযোঃ ) কলপদৈঃ ( মধুরাস্ফুট-ধ্বনিযুক্তৈঃ ) উদারবেণুস্বনৈঃ ( শ্রবনানন্দদায়কৈঃ বেণুরবৈঃ ) তনুভৃৎসু ( দেহধারিষু মধ্যে ) গতিমতাং ( জঙ্গমানাং মৃগপক্ষ্যাদীনাং ) অস্পন্দনং ( নিস্পন্দতা ) তরুণাং ( স্থাবরাণাং বৃক্ষাদীনাঞ্চ ) পুলকঃ ( রোমাঞ্চাদিজঙ্গমধর্ম্মঃ ) [ প্রকাশতে ইতি যৎ তত্তু ] বিচিত্রং ( অতীব বিস্ময়াবহং ) বৃন্দাবনচারিণঃ ( বৃন্দাবনে বিবিধবিহারপরায়ণস্য ) ভগবতঃ ( শ্রীব্রজরাজনন্দনস্য ) এবংবিধাঃ (ঈদৃশাঃ অন্যাশ্চ) যাঃ ক্রীড়াঃ (মধুরলীলাঃ) [তাঃ সর্ব্বাঃ] মিথঃ (পরস্পরং) [নিজনিজসখীনাং সবিধে] বর্ণয়ন্ত্যঃ গোপ্যঃ (ব্রজরমণ্যঃ) তন্ময়তাং (তত্তৎক্রীড়াভাবনাময়তাং) যযুঃ (প্রাপুঃ) ॥ ১৯।২০

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতে
শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে দশমস্কন্ধস্যৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১

**মূলানুবাদ।**—হে সখিগণ। শ্রীদামসুবলাদি গোপবালকগণসহ বনে বনে গোচারণপরায়ণ নির্যোগ ও পাশভূষিত (দোহনকালীন গোগণের পদবন্ধন রজ্জুর নাম নির্যোগ এবং দুষ্ট গোগণকে সংযত রাখিবার জন্য ব্যবহৃত রজ্জুর নাম পাশ) শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব যখন মধুরাস্ফুটধ্বনি সমন্বিত শ্রবণানন্দ-বর্দ্ধন বেণুবাদন করেন, তখন যে বনভূমিস্থিত পশুপক্ষী প্রভৃতি জঙ্গম প্রাণিগণ নিস্পন্দ হইয়া যায় এবং বৃক্ষলতাদি স্থাবর প্রাণিগণ পুলকিত হইয়া উঠে, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।

গোপীগণ নিজ নিজ সখীগণের নিকট বৃন্দাবনবিহারী ব্রজরাজনন্দনের এতাদৃশ নানাবিধ বিচিত্র ক্রীড়াবলী বর্ণনা করিতে করিতে একেবারে আত্মহারা হইয়া যান ॥ ১৯।২০

ইতি-শ্রীধাম শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতমূলানুবাদে দশমস্কন্ধস্য একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১

**শ্রীধরটীকা।**—হে সখ্য ইদন্তু অতিবিচিত্রম্। গোপৈঃ সহ বনে বনে গাঃ সঞ্চারয়তোস্তয়ো রামকৃষ্ণযো-র্মধুরপদৈর্ম্মহারেণুন দৈঃ। শরী রবু যে গতিমন্তস্তেষামস্পন্দনং স্থাবরধর্ম্মঃ, তরূণাং পুলকো জঙ্গমধর্ম্ম ইতি। নির্যুজ্যন্তে গাব অভিরিতি নির্যোগাঃ পাদবন্ধনরজ্জবঃ, অধৃষ্যগবাং ধর্ষণার্থাঃ পাশাশ্চ তৈঃ কৃতং লক্ষণং চিহ্নং যয়োঃ। শিরসি নির্যোগবেষ্টনেন স্কন্ধস্থপাশেন চ গোপপরিবৃঢশ্রিয়া বিরাজমানযোরিত্যর্থঃ ॥ ১৯।২০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধস্য একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—অহো। কিং বক্তব্যো হরিদাসবর্য্যত্বেন যথার্থনাম্নোঽস্যাদ্রিপতের্ম্মহিমা, কিন্তু সর্ব্বেঽপ্যত্রত্যাশ্চরাচরাঃ পরমধন্যা ইত্যাহুঃ গা ইতি। অনেন তাসাং গবামসংখ্যেয়ত্বাৎ দূরগামিত্বেন বিস্তীর্ণ-দেশগজীবগণসুখদাতৃত্বং বিবক্ষিতম্। তত্রবনমিতি তত্রাপ্যবান্তরভেদেন। ততঃ স্বেষামেব তদঙ্কনেন সর্ব্বতঃ পুণ্য-হীনত্বম্। গোপকৈরিতি দযাযাং কন্। তৎপরিবারত্বেন স্নেহবিষয়ত্বাৎ; অতো গোপাযন্তি দুঃখভবস্থানাৎ শ্রীকৃষ্ণং রক্ষন্তীতি শ্লেষশ্চ। অস্মাকন্তু ন তাদৃশপ্রেমসেবাযোগ্যতেতি ভাবঃ। নয়তোরিতি তত্র তত্র গমনে তয়োঃ স্বাচ্ছন্দ্যং ঘটতে, হা কষ্টং নত্বস্মৎসন্নিধাবিত্যেতৎ, উদারেতি তত্র তেষু তস্য পরমানন্দদাতৃত্বম্। বেণুরিতি। তদীয় স্বনেঽপি বৈশিষ্ট্যং কলপদৈরিতি; "ধ্বনৌ তু মধুরাস্ফুটে কল" ইত্যভিধানাৎ। মাধুর্য্যেণৈব তাবন্মনোহরত্বং তত্র চাস্ফুটত্বাৎ কেষং সঙ্কেতোক্তিরিতি নানাভাবাক্রান্ত্যা তদতিশয়িত্বম্। যদ্বা। নূপুরকলশব্দযুক্তৈঃ পদৈঃ পাদ-বিক্ষেপৈরিতি তদ্বিলাসস্মরণম্। বহুত্বং গৌরবেণ। তত্ত্বভৃৎস্বিতি এষ কস্তূরভৃদ্বস্তদ্দশেন পতেদিত্যেতৎ। সখ্য ইতীদং ভবত্যোঽপি জানন্তীত্যেতৎ। অস্পন্দনং কিঞ্চিচ্চলনস্যাপ্যভাবঃ, গতিমতাং প্রশস্তগচ্ছক্তিযুক্তানাম্ অপি নিত্যতৎস্বভাবানাং নদ্যাদীনামপি বা। অতঃ কিমুতাস্মাকং দূরগমনমিত্যেতৎ। পুলকস্তরূণামিতি অরোমকাণা-মপি অঙ্কুরোদ্ভেদমিষেণ রোমাঞ্চো যুগপদেব জাযত ইত্যেতৎ। অতঃ কম্পোঽপি লক্ষিতস্তেন স্থাবরজঙ্গময়ো-দ্বয়োর্ধর্ম্মবৈপরীত্যমপি। নির্যোগেতি সর্ব্বাসামেব গবাং সুশীলত্বেন পাশ্যাস্ববান্বুপযোগাৎ নির্যোগাখ্যঃ পাশো নির্যোগপাশঃ সচ চপলস্বভাবানাং পশূনাং দোহনসময়ে গো বামজঙ্ঘাসঙ্গতাপাদবন্ধনরজ্জুস্তেন কৃতলক্ষণৈঃ। "লক্ষৈঃ প্রতীতে তু কৃতলক্ষণাহতলক্ষণাবিত্যমরাৎ" পরমসৌন্দর্য্যগুণেন প্রতীতৌ। ততশ্চানেন মুক্তাস্তবকজুষ্টাগ্রদ্বয়পট্ট-ময়তা তস্য ধ্বনিতা। সোঽয়ং চোষ্ণীষাদ্যুপরি শোভাং দধানো গোপবেশঃ সর্ব্বেষাং মনোহর্ত্তাপি তাসাং শ্রীগোপসুন্দরীণান্তু বিশেষতো জ্ঞেয়ঃ। স্বদেশজাতিবয়ঃসদৃশং বেশাদিকং হি সর্ব্বেষামতীব রোচকং স্যাদিতি। বিচিত্রমিতি তত্র তত্র স্বেষাং বিস্ময়মোহঃ, ইদং যথাযোগ্যং বহুত্র যোজনীয়ম্। অথ পূর্ব্ববৎ কেবলদুঃখৈকবিষয়-ভাবব্যঞ্জকশ্চায়মর্থঃ—অহো সখ্যঃ স্ফুটং গোচারণমিষেণ সগণসভ্রাতৃকোঽসৌ বনং ভ্রমন্ কিতব ইব লক্ষ্যত ইত্যাহুর্গা ইতি। নির্যোগপাশাভ্যাং কৃতং সিদ্ধং লক্ষণং কিতবোচিতপদবন্ধনচিহ্নং যয়োস্তথাভূতয়োর্গোপকৈস্তদ্-

দ্বিপয়সোঃ স্নেহবত্বনাঞ্চ রক্ষকৈঃ পুষ্টপালাখ্যৈঃ সহানযোঃ, গা বনাদ্বনং নযতোর্মধ্যে য উদারঃ সর্ব্ববরীযান্ তস্য বেণুস্বনৈর্জঙ্গমানাম্ অস্পন্দনমভূৎ স্থাবরাণাঞ্চ পুলকোঽভূৎ। কীদৃশৈর্মোহনযন্ত্রবন্মনোঽহরাব্যক্তপদৈঃ। অতো মহাবৈণবিকএবাত্র কিতবমুখ্যঃ। অন্যে তু তদনুযাযিন এব। তস্মাদস্মাভিরিব তস্য তু মোহনবিদ্যোকো-বেণুর্ভবতীভির্ন শ্রোতব্যঃ। অন্যথা তাভ্যাং নির্যোগপাশাভ্যামেব নূনং ভবন্মনোবদ্ধং ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। এবং সর্ব্বথা স্বযোহদুঃখমেব বিবক্ষিতমিতি স্থিতম্। এবং বহুলীলা বর্ণয়ামাসিরে, কতি বা যথা বর্ণনীযা ইত্যুপসংহরতি ঈদৃশ্যো জগন্মোহিন্যো যাঃ ক্রীডাঃ॥ ১৯॥ এবং বিবিধত্বে হেতুর্ভগবতঃ নিজাশেষমাধুর্য্যং প্রকটযতঃ। তত্র বৃন্দাবন-চারিণ ইতি তাচ্ছীল্যেন তস্য নিত্য-তাদৃশলীলত্বং তাসাঞ্চ নিত্য-তাদৃশভাবত্বঞ্চ ব্যঞ্জিতম্। বৃন্দাবনবিচারিণ ইতি পাঠে তু তদ্বৈশিষ্টং তস্য তাঃ সর্ব্বা এব ক্রীডা বর্ণযন্ত্যঃ সত্যস্তন্ময়তাং ক্রীডাময়তাং যযুঃ তদাবিষ্টতাং প্রাহুঃ॥ ২০

॥ * ॥ ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাং দশমটীপ্পন্যামেকবিংশঃ ॥ * ॥ ২১ ॥

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রজরমণীগণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের সৌভাগ্য বর্ণনা করিয়া বলিলেন, সখি। গোবর্দ্ধন পর্ব্বত "হরিদাসবর্য্য", সুতরাং সে যে নানাভাবে কৃষ্ণের সেবা করিবে এবং কৃষ্ণের পদস্পর্শ পাইয়া কৃতার্থ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কি আছে? আমরা যদি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের মত হরিদাসবর্য্য হইতে পারিতাম, তাহা হইলে আমাদেরও নানাভাবে কৃষ্ণসেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ হইত এবং আমরাও কৃষ্ণচরণ স্পর্শে কৃতার্থ হইতাম। আমরা সর্ব্বদাই গৃহকারাগারে আবদ্ধ থাকি এবং দেহদৈহিকাদি বিষয় লইয়াই মত্ত থাকি, সুতরাং আমাদের সে সৌভাগ্য লাভের সুযোগ কোথায়? এই বৃন্দাবনে স্থাবর জঙ্গমাদি সমস্ত জীবই পরম ধন্য, কেননা সকলেই কোন না কোন ভাবে কৃষ্ণের সম্বন্ধ লাভে কৃতার্থ হইয়া থাকে। কেবলমাত্র আমাদেরই এমন দুর্ভাগ্য যে আমরা কোন ভাবেই কৃষ্ণের সম্বন্ধ-গন্ধলেশমাত্রেরও সম্বন্ধ লাভ করিতে পারি না। এই সমস্ত কথা বলিতে বলিতে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের কৃষ্ণের গোচারণার্থ বনগমন ও মধুরবেণুবাদন-লীলা স্ফূর্ত্তি হইয়া গেল, তখন তাঁহারা যেন সাক্ষাৎ কৃষ্ণদর্শন লাভের ন্যায় আনন্দ ও প্রেমবিবশভাবে অভিভূত হইয়া বলিতে লাগিলেন—দেখ দেখ সখি। কেমন মধুর ভঙ্গীতে নটবরশেখর শ্যামসুন্দর বন হইতে বনান্তরে বিচরণ করিতেছেন এবং তাঁহার বংশীনাদে কেমন স্থাবরজঙ্গমাদি সর্ব্বজীবই প্রেমানন্দে আত্মহারা হইয়া যাইতেছে।

আমাদের শ্যামসুন্দর অসংখ্য ধেনুপাল লইয়া বনে যান, সুতরাং তাঁহার অল্প পরিমিত স্থানে বিচরণ করা সম্ভবপর নহে। সুবিস্তীর্ণ ব্রজমণ্ডলের বন হইতে বনান্তরে বিচরণ ব্যতীত এই অসংখ্য গোচারণ কিছুতেই সম্ভবপর নহে। তাই তিনি অসংখ্য গোপবালক ও বলদেবকে সঙ্গে লইয়া অসংখ্য ধেনুর পাল চারণ করিতে করিতে বন হইতে বনান্তরে গমনাগমন করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গি-গোপবালকগণের উপর তাঁহার এতই ভালবাসা যে, তিনি গোপবালকগণকে মণ্ডলাকারে নিজের চতুর্দ্দিকে স্থাপন না করিয়া একপদও বনপথে অগ্রসর হন না। আবার গোপবালকগণও যেন তাঁহার "গোপক" অর্থাৎ রক্ষাকর্ত্তা। বনে নানাবিধ অসুর রাক্ষসাদির উৎপাত সম্ভাবনা করিয়া গোপবালকগণও যেন কৃষ্ণকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদাই মণ্ডলাকারে তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকে। বিশেষতঃ কৃষ্ণ যখন গোচারণ করিবার জন্য নিজ গৃহ হইতে বনাভিমুখে অগ্রসর হইতে চান, তখন বাৎসল্যপ্রেমপযোনিধি মা যশোদা অঙ্গনে আসিয়া বামহস্তে কৃষ্ণের চিবুক ধারণ এবং দক্ষিণহস্তে তাঁহার অঙ্গমার্জ্জন করিতে করিতে বার বার বলিয়া দেন—বাপ্, গোপাল। বনে গিয়া তিলার্দ্ধের জন্যও এই সমস্ত গোপবালকগণের সঙ্গ ছাড়া হইও না। তাহার পর তিনি গোপবালকগণের জনে জনে অনুরোধ করেন—বাপ্, শ্রীদাম। বাপ্, সুদাম। আমার দুগ্ধ-মুখ বালক গোপাল, বড়ই অশান্ত, তাই সে ঘরে থাকিতে চায় না এবং আমার শত শত দাস থাকিতেও সে গোচারণ করিতে যায়। কিন্তু কি

করিব, তাহাকে কিছুতেই নিবারণ করা যায় না বলিয়া বনে ছাড়িয়া দিতেছি। কিন্তু আমি তোমাদের করেই এই চঞ্চল বালককে সমর্পণ করিলাম, তোমরা কদাপি ইহাকে ছাড়িয়া কুত্রাপি গমন করিও না। মা যশোদার এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে গোপবালকগণ সর্ব্বদাই মণ্ডলাকারে কৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া বনপথে অগ্রসর হয়, তাই আজও, ঐ দেখ, অসংখ্য ধেনুপাল অগ্রে লইয়া অসংখ্য গোপবালক-মধ্যবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার দাদা বলদেবের স্কন্ধে অঙ্গ হেলাইয়া দিয়া কেমন বিচিত্র গতিভঙ্গিতে বনপথে অগ্রসর হইতেছেন।

বনগমনকালে রাম ও কৃষ্ণ দুই ভাইএর নির্যোগ ও পাশ পরিশোভিত গোপবালকোচিত মূর্ত্তি বড়ই মনোরম। দোহনসময়ে চঞ্চল গোবৎসগণকে তাহাদের মাতৃজঙ্ঘায় বন্ধন করার জন্য যে রজ্জু ব্যবহৃত হয় তাহার নাম নির্যোগ এবং চঞ্চল গাভীগণকে দোহনকালে স্থিরভাবে বাঁধিবার জন্য তাহাদের বন্ধনের জন্য যে রজ্জু ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম পাশ। শ্রীকৃষ্ণ যে নির্যোগ ও পাশ ব্যবহার করেন তাহা পীতবর্ণ পট্টবস্ত্র-নির্ম্মিত ও তাহার দুইপ্রান্তভাগে মুক্তাস্তবক (মুক্তা নির্ম্মিত থোপ্‌না) গ্রথিত থাকে। কৃষ্ণ যখন গোচারণ করিতে যান, তখন তাঁহার উষ্ণীষের উপরে বেষ্টিত ভাবে নির্যোগ এবং স্কন্ধে লম্বিত ভাবে পাশ অবস্থিত থাকে। তাঁহার এই বেশ গোপরমণীগণের বড়ই মনোরম হয়, কেননা স্বদেশ, স্বজাতি এবং যথাযোগ্য বয়সোচিত বেশই সকলের দৃষ্টিতে বড়ই মধুর বলিয়া মনে হয়। কাজেই গোপরমণীগণের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের গোপবালকোচিত বেশই সমধিক চিত্তাকর্ষক হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, উষ্ণীষোপরি নির্যোগ বেষ্টন এবং স্কন্ধদেশে পাশ লম্বিত করায় কৃষ্ণের নববয়সোচিত ভঙ্গিই পোষণ করে বলিয়া গোপরমণীগণ তাহা দেখিয়া প্রেমা-বেশে আত্মহারা হইয়া যান। যদিও গোপরমণীগণ কেবলমাত্র কৃষ্ণের অঙ্গমাধুর্য্যই সর্ব্বদা আস্বাদন করেন এবং কৃষ্ণরূপই সর্ব্বদা তাঁহাদের হৃদয়ে জাগরূক থাকে, তথাপি তাঁহারা তাঁহাদের কৃষ্ণনিষ্ঠ ভালবাসা গোপন করিবার জন্য রাম ও কৃষ্ণ দুই ভাইএর কথাই পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। রাম কৃষ্ণ দুই ভাই নির্যোগ ও পাশ পরিশোভিত মনোরম মূর্ত্তিতে যখন গোচারণচ্ছলে বনপথে অগ্রসর হন, তখন তাঁহাদের এই ভুবনমোহন মূর্ত্তি দেখিয়া আত্মহারা না হইয়া থাকিতে পারে এমন কোনও জীব বিধাতার সৃষ্টিতে আছে কিনা সন্দেহ। তাঁহাদের এই ভুবনমোহন মূর্ত্তিতেই সর্ব্ব জীব উন্মত্ত হয়, তাহার পর আবার যখন তাঁহারা দূরস্থিত গোগণকে আহ্বান করিবার জন্য মোহনমুরলী রব করেন, তখনকার অবস্থা যে কি হয়, তাহা আর কি বলিব। আমাদের কৃষ্ণের মুরলীরব স্বভাবতঃ "উদার", তাহা ব্রজের সর্ব্বপ্রাণীর কর্ণবিবরে প্রবেশ করিয়া সকলেরই হৃদয়ে কি যেন এক অভিনব পরমানন্দের সমুদ্র উচ্ছলিত করিয়া দেয়। শুধু তাহাই নহে, কৃষ্ণের মুরলীর সেই কলনাদ (অব্যক্ত মধুর ধ্বনি) শ্রবণে প্রত্যেকেরই মনে হয়, যেন কৃষ্ণ বেণুসঙ্কেত করিয়া আমাকেই আহ্বান করিতেছেন। কৃষ্ণের এই মোহনমুরলী রবের সহিত তাঁহার চরণস্থিত মণিনূপুরের রুনু রুনু রব মিলিত হইয়া আরও মাধুর্য্য বর্দ্ধন করে এবং তাহা কর্ণগোচর হইলে কাহারও ধৈর্য্য ধারণ করিবার শক্তি থাকে না।

নির্যোগ এবং পাশ পরিশোভিত কৃষ্ণের পরম মোহন গোপবালকোচিত বেশ এবং বংশীবাদনের কথা বলিতে বলিতে গোপরমণীগণ প্রেমাবেশে আত্মহারা হইয়া বলিলেন, সখি! কৃষ্ণের নির্যোগ এবং পাশ দেখিলে মনে হয় তাহা নির্যোগপাশই বটে। যাহাতে নিশ্চিত ও অবিচ্ছিন্ন রূপে চির জীবনের জন্য যোগ অর্থাৎ মিলন হয়, কিংবা নির্ব্বিকল্পক সমাধি যোগও যাহার নিকট তুচ্ছ, তাদৃশ প্রেমপাশই কৃষ্ণ নির্যোগপাশরূপে ধারণ করিয়াছেন ও ব্রজবাসী এবং বনবাসী জীবগণকে তাহা দ্বারা বিবশ করিয়া সেই প্রেমপাশের লক্ষণ প্রদর্শন করিতেছেন। (নিঃ নিশ্চয়েন যোগঃ সঙ্গমো যস্মাৎ স প্রেমৈব পাশঃ নির্যোগপাশঃ। কিংবা নির্গতো যোগঃ নির্ব্বিকল্পকসমাধির্যস্মাৎ স প্রেমৈব পাশঃ নির্যোগপাশঃ তস্য কৃতং লক্ষণং মোহাদিনা নিপাতাদিকং বোদনা-

দিকঞ্চ যেন স নির্যোগপাশকৃতলক্ষণঃ। এই ব্যুৎপত্তি অবলম্বনে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নির্যোগপাশকে তাদৃশ প্রেমপাশ বলিয়া উৎপ্রেক্ষা করিয়াছেন )।

এই প্রকার নির্যোগপাশ পরিশোভিত কৃষ্ণ বনভূমিতে উপস্থিত হইয়া যখন মধুর বংশীনাদ করেন, তখন যে বনভূমির স্থাবরজঙ্গমাদির কি অদ্ভুত প্রেমবিকার উপস্থিত হয়, তাহা আর একমুখে কত বলিব। কৃষ্ণের বংশীনাদে বনের মৃগ পক্ষী প্রভৃতি যে সমস্ত জঙ্গম জীব আছে, তাহারা একেবারে নিস্পন্দ হইয়া যায়, দেখিলে মনে হয় যেন কোনও প্রস্তরমূর্ত্তি কিংবা চিত্র-লিখিত মূর্ত্তি। এই সমস্ত জঙ্গম জীবগণ যেন তাহাদের জঙ্গমতা ভুলিয়া গিয়া স্থাবরধর্ম্ম লাভ করে। বংশীনাদ যে কেবল পশুপক্ষী প্রভৃতি জঙ্গম জীবের উপরেই নিজের প্রভাব বিস্তার করে তাহা নহে, বংশীনাদে বৃক্ষলতাদি স্থাবর জীবগণও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে এবং তাহাতে মনে হয়, তাহারা যেন স্থাবরত্ব পরিত্যাগ করিয়া জঙ্গমতা লাভ করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, কৃষ্ণের বংশীনাদে যমুনা মানসগঙ্গা প্রভৃতি প্রবাহিনীর প্রবাহ স্থগিত হয় এবং গোবর্দ্ধনাদি পর্ব্বতের শিলাও বিগলিত হইয়া ধারাকারে প্রবাহিত হয়।

কৃষ্ণের বংশীনাদে বনবাসী স্থাবরজঙ্গমাদির এই প্রকার স্বধর্ম্ম বিপর্য্যয় ও মোহপ্রাপ্তির কথা বলিতে বলিতে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ কখনও দৈন্য, কখন বা ঈর্ষার আবেগে অধীর হইয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, সখি! নির্যোগপাশ পরিশোভিত কৃষ্ণের মোহনবংশীনাদে বনবাসী স্থাবরজঙ্গমাদির অবস্থা দেখিলে মনে হয়, কৃষ্ণ বোধ হয় মোহনমন্ত্রবিৎ এবং মহাধূর্ত্তশিরোমণি ও তাঁহার সঙ্গী গোপবালকগণ সকলেই তাঁহার পৃষ্ঠপোষক এবং তাঁহার কার্য্যের সাহায্যকারী। তিনি বেণুনাদে সকলকে মোহিত করিয়া নির্যোগ ও পাশ দ্বারা বন্ধন করেন এবং যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করেন। অতএব তাঁহার বংশীনাদ শ্রবণ করা উচিত নহে। কেননা তাহাতে মোহন ও নির্যোগপাশে বন্ধন অবশ্যম্ভাবী। তাঁহার বংশীনাদে যদি আমাদের মন মোহিত হয় এবং পাশে বদ্ধ হয়, তাহা হইলে ধৈর্য্য লজ্জাদি যাহা কিছু মনের সম্পদ আছে, তাহা লুণ্ঠিত হইয়া যাইবে। অতএব হে সখি! আর সেই মোহনমন্ত্রবিৎ ধূর্ত্তরাজের বংশীনাদশ্রবণে প্রয়োজন নাই, চল, আমরা এমন কোনও নিভৃতস্থানে চলিয়া যাই, যেন কোন প্রকারে আর আমাদের কর্ণে এই বংশীনাদ প্রবেশ করিতে না পারে।

পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব এই প্রকার বংশীনাদমাধুর্য্য এবং তাহা শ্রবণে প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের প্রেমবিকার ও কৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য প্রবল উৎকণ্ঠার কথা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, হে মহারাজ। ভাববতী ব্রজরমণীগণের ভাবের কথা আর কত বলিব, তোমার নিকটে কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন মাত্র করিলাম। কৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে ভাববতী ব্রজরমণীগণের ভাবসিন্ধু উচ্ছলিত হইয়া কতই যে তরঙ্গ উঠে, তাহা কাহারও গণনা করিবার সাধ্য নাই। বৃন্দাবনবিহারী কৃষ্ণের বংশীনাদশ্রবণে ব্রজরমণীগণের হৃদয়ে নানা ভাবের আবেগ উপস্থিত হয় এবং তাঁহারা নিরন্তরই কৃষ্ণের বিবিধ বিচিত্র ক্রীড়া স্মরণে তন্ময় হইয়া কৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে অবস্থান করেন।

হে রাজন্! পরম প্রেমশালিনী ব্রজরমণীগণের পূর্ব্বরাগ প্রক্রিয়া এবং কৃষ্ণের সহিত মিলনোৎকণ্ঠায় লালসা, উদ্বেগ, জাগরণ প্রভৃতি নানাবিধ ভাবাবেশ, অতীব বিচিত্র এবং পরম মধুর। তাহার সর্ব্বাংশের বর্ণন কিংবা সর্ব্বাংশের শ্রবণ ব্রহ্মাদির পক্ষেও অসম্ভব, সামান্য একটু মাত্র ইঙ্গিত জানাইবার জন্য তোমার নিকট এইভাবে কিছু বর্ণনা করিলাম॥ ১৯।২০

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামিকৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীসমাখ্যায়াং বঙ্গব্যাখ্যায়াং দশমস্কন্ধস্যৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২১॥

# দশমঃ স্কন্ধঃ

—— ০ঃ✻ঃ০ ——

## দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

—(ঃ✻ঃ)—

### শ্রীশুক উবাচ।

হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকাঃ। চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানা কাত্যায়ন্যর্চ্চনব্রতম্॥ ১॥

**অন্বয়ঃ**।—হেমন্তে প্রথমে মাসি (হেমন্তনাম্নঃ ঋতোঃ প্রথমে মাসি মার্গশীর্ষে মাসীত্যর্থঃ) নন্দব্রজকুমারিকাঃ (নন্দব্রজবাসিন্যো গোপবালিকাঃ) হবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ (হবিষ্যভোজনাদিনিয়মপরাঃ সত্যঃ) কাত্যায়ন্যর্চ্চনব্রতং (কাত্যায়নী বৈষ্ণবীশক্তিঃ, তস্যা অর্চ্চনরূপং ব্রতবিশেষং) চেরুঃ (অনুষ্ঠিতবত্যঃ॥ ১

**মূলানুবাদ**।—শ্রীশুকদেব বলিলেন—নন্দব্রজবাসিনী গোপবালিকাগণ, হেমন্তঋতুর প্রথমমাসে (অগ্রহায়ণ মাসে) হবিষ্যভোজনাদি নিয়মাবলম্বনপূর্ব্বক কাত্যায়নীব্রতানুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ১

**শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা**।—গোপীনাং কামতঃ কৃষ্ণে নিঃসীমপ্রেমসঙ্গমঃ। কাত্যায়ন্যর্চ্চনোদ্ভূত-তৎপ্রসাদমহোদয়ঃ॥ দ্বাবিংশে গোপকন্যানাং বস্ত্রহরণলীলয়া। বরং দত্ত্বা গতঃ কৃষ্ণো যজ্ঞশালামিতীর্য্যতে॥ ঃ॥ প্রথমে মাসি মার্গশীর্ষে॥ ১—৩

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—এবং প্রায়োব্রজান্তরাদাগতানাং বূঢ়ানাং পূর্ব্বানুরাগং শরৎপ্রসঙ্গে বর্ণয়িত্ব হেমন্তপ্রসঙ্গে কুমারীণাং পূর্ব্বানুরাগপ্রক্রিয়ামাহ হেমন্ত ইত্যাদিনা ব্রজমিত্যন্তেন। তদিদং বর্গদ্বয়ং শ্রীহরিবংশে বিবিক্তম্। যুবতীর্গোপকন্যাশ্চ রাত্রৌ সঙ্কাল্য কালবিদিত্যনেন। ননু তত আরভ্য নন্দস্য ইত্যাদিনা শ্রীরাধিকাদীনাং পরমরমাত্বং স্থাপিতম্। যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপ ইত্যনেন চ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনস্য তদেকপ্রেয়সীত্বং দর্শিতম্। নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ ইত্যাদিনা দর্শয়িষ্যতে চ। দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্ ইত্যনেন চ তদেব দৃঢ়ীকৃতম্। রাসপ্রসঙ্গে কৃষ্ণবধ্ব ইতি চ বক্ষ্যতে। আগমে চান্যাস্পৃষ্টতন্নিত্যপ্রেয়সীত্বেন চ তদুপাসনা বিধীয়তে। শ্রীমদ্দশাক্ষরস্য তন্নামব্যাখ্যাসু গৌতমীয়ে শ্রীনারদেন গোপিকানাং পতিরেবেতি পর্য্যাপণং কৃতম্। শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াম্—শ্রিয়ঃ কান্তা কান্তঃ পরমপুরুষ ইত্যাদিনা তথৈব নিশ্চীয়তে। তাপনীশ্রুতৌ চ স বো হি স্বামী ভবতীতি তদেব সাক্ষাৎ শ্রূয়তে। তথা যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়া ইত্যাদিনা তৎপিতৃভিঃ শ্রীকৃষ্ণাদন্যত্র তদেকযোগ্যানাং তাসাং দানং ন শক্যীয়তে। দানে চ সতি জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশাঙ্গতজন্মভিঃ স্যাদিত্যাদি শ্রীরুক্মিণীবচনবত্তদেকালম্বনং জীবনমপি ন সম্ভাব্যতে অন্যপুরুষসম্বন্ধেন, সুতরাং তর্হি কথমুচ্যতে বূঢ়ানামিতি, অত্র সমাধীয়তে তত্তৎশ্রুতার্থানুপপত্ত্যর্থাপত্তিপ্রমাণেন লীলাশক্ত্যৈব মায়াদিদ্বারা মিথ্যৈব তৎ প্রপঞ্চিতম্। য এতৎপিতরঃ তাশ্চ সর্ব্বে ব্রজবাসিনশ্চ তথাভূতা ভ্রান্তা বভূবুঃ। তথাপি স্বাভাবিকবাসনাময্যা শ্রীকৃষ্ণৈকপত্যাশয়া তা অপি জীবনং ররক্ষুঃ, পুরুষান্তরসম্বন্ধশ্চ তাসাং সুদূরকল্পনয়া মায়য়ৈব নিবারিত ইতি লভ্যতে। তথাচ নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া। মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকস ইত্যুপলক্ষণীকরিষ্যতে। তদেতদপি যথাঽধনো লব্ধধনে

বিনষ্টে তচ্চিন্তয়াঽন্যন্নিভৃতো ন বেদ ইতিবিত্তাসাম্ উৎকণ্ঠাবর্দ্ধনার্থমেব। অত্র চ বুঢ়া কুমারীভেদেন দ্বিবিধা স্থিতিস্তু বৈচিত্রীপোবার্থমেবেতি দিক্। রাসপ্রসঙ্গে তু বিশেষতঃ স্থাপয়িষ্যতে। অথ প্রস্তুতমনুসরামঃ। শ্রীনন্দস্য ব্রজে যা কুমারিকা ইত্যৌদাসিন্যেনৈব নির্দ্দেশাৎ সগোত্রসপিণ্ডত্বাদিসম্বন্ধরহিতাঃ। গৃহীতাঃ পাঠান্তরে চ শ্রীমন্নন্দস্য যে গোপাস্তেষাং কুমারিকা ইতি স এবার্থঃ। তদুক্তং যুবতীর্গোপকন্যাশ্চ ইতি। কন্ প্রত্যয়ো বাল্যবিবক্ষযাঽল্পার্থে। কাত্যায়নী বৈষ্ণবীশক্তিস্তস্যাৰ্চ্চনারূপং ব্রতম্॥ ১

**শ্রীভাগবতাম্বুতবর্ষিণী।**—পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব, পূর্ব্বাধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের শরদ্‌বিহার বর্ণন-প্রসঙ্গে ব্রজরমণীগণের পূর্ব্বরাগপ্রক্রিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। এই অধ্যায়েও তিনি শ্রীকৃষ্ণের হেমন্তবিহার বর্ণনা এবং তৎপ্রসঙ্গে ব্রজকুমারীগণের পূর্ব্বরাগপ্রক্রিয়া প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ব্রজবাসিনী কৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণ বিবাহিতা এবং অবিবাহিতা ভেদে দ্বিবিধ। শ্রীরাধিকা, চন্দ্রাবলী, ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি যে সমস্ত গোপীগণের নাম পদ্মপুরাণাদিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা সকলেই ব্রজের কোনও না কোনও গোপের সহিত বিবাহসম্বন্ধে আবদ্ধ। ইহা ছাড়াও কতকগুলি কুমারী গোপী আছেন (ইহাদের নাম কোনও পুরাণাদিতে দেখা যায় না) তাঁহারা অতি অল্পবয়স্কা বলিয়া তাঁহাদের কাহারও বিবাহ হয় নাই। "যুবতীর্গোপকন্যাশ্চ রাত্রৌ সঙ্কাল্য কালবিৎ" প্রভৃতি হরিবংশবচনে জানা যায় যে—শ্রীভগবান্ রাসক্রীড়াপ্রসঙ্গে যুবতী এবং গোপকন্যাগণকে রাসস্থলীতে মিলিত করিয়াছিলেন। বিবাহিতা গোপীগণই যুবতী এবং অবিবাহিতা গোপীগণই গোপকন্যারূপে যে হরিবংশে উল্লিখিত হইয়াছেন তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই।

শ্লোকস্থ "কুমারিকা" শব্দটি অল্পার্থে বিহিত "কন্" প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন, সুতরাং তাহাতে জানা যায় যে, এই সমস্ত ব্রজবালিকাগণ অল্পবয়স্কা। ব্রজবালিকাগণ যে বয়সে কৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন, সে বয়সে কাহারও স্ত্রীপুরুষসম্বন্ধজনিত কোন ব্যবহারের জ্ঞান হওয়া সম্ভবপর নহে। শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধ দ্বিতীয়াধ্যায়ে বর্ণিত আছে "একাদশ সমাস্তত্র গূঢ়ার্চ্চিঃ সবলোঽবসৎ" শ্রীভগবান্ তাঁহার সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য গোপন করিয়া বলদেবসহ একাদশ বৎসর বৃন্দাবনে অবস্থান করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীভগবান্ এই একাদশ বৎসরের মধ্যে বস্ত্রহরণ, গোবর্দ্ধন ধারণ, রাসনৃত্য প্রভৃতি সমস্ত লীলাই যে নির্ব্বাহ করিয়াছেন তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ সপ্তবিংশাধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে—বৃন্দাবনে গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণ লীলা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গোপরাজ নন্দকে বলিয়াছেন "ক্ব সপ্তহায়নো বালঃ ক্ব মহাদ্রিবিধারণং" "কোথায় এই সাত বৎসরের শিশু কৃষ্ণ, আর কোথায় এই প্রকাণ্ড গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ।" এই পরম বিস্ময়াবহ ব্যাপার কিছুতেই সম্ভবপর হইতে পারে না, সুতরাং আমাদের মনে হয় যে তোমার পুত্রের কোনও ঐশ্বরীশক্তি আছে। ইহাতে জানা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সাত বৎসর বয়সে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের সাত বৎসর বয়সে কার্ত্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদে ইন্দ্রযাগের পরিবর্ত্তে গোবর্দ্ধনযাগ আরম্ভ হয় এবং শুক্লা তৃতীয়া হইতে নবমী পর্য্যন্ত সাত দিন তিনি গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করেন। সেই বৎসরেই অগ্রহায়ণ মাসে গোপকুমারীগণ কাত্যায়নী ব্রত করেন এবং তাহার পরবৎসর শরৎপূর্ণিমায় রাসলীলায় গোপ-কুমারীগণের সহিত কৃষ্ণের মিলন হয়। অতএব কৃষ্ণের যখন সাতবৎসর বয়স তখন কাত্যায়নী ব্রতপরায়ণা গোপ-কুমারীগণ যে নিতান্তই বালিকা তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। কুমারী শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে—"কুৎসিতো মারো যাভ্যঃ" অর্থাৎ যাহাদের নিকট মদনের প্রভাব খর্ব্ব হইয়া যায়, তাহাদের নাম কুমারী। জগতেও দেখা যায় যে—মদনের প্রভাবে সকলেই নানাবিধ কামনা লইয়া সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত, কিন্তু বালক বালিকার উপর মদনের কোন প্রভাবই খাটে না, সেজন্য বালক ও বালিকা কুমার ও কুমারী নামে অভিহিত।

কুমার ও কুমারীর উপর মদনের কোনও প্রভাব না খাটিলেও মদনমোহনের প্রভাব অক্ষুণ্ণভাবেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। সেজন্য ব্রজের কুমার ও কুমারীগণ কোন প্রকার কামের ধার না ধারিলেও তাঁহারা প্রেমে মোহিত হইয়া সর্ব্বদাই ব্রজরাজনন্দনের সহিত যথাযোগ্য ভাবে মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকেন।

ব্রজকুমারীগণ বয়সে বালিকা হইলেও তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেমাবেশে এতই অধীরা যে, তাঁহারা কৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য একেবারে ব্যাকুলা হইয়া পড়িয়াছেন এবং সততই চিন্তা করেন ও সমবয়স্কা গোপকুমারীগণের সহিত পরামর্শ করেন যে কেমন করিয়া তাঁহাদের কৃষ্ণের সহিত বিবাহ হইবে এবং পতিভাবে কৃষ্ণকে পাইয়া তাঁহার সেবা করিয়া তাঁহাদের জীবন ধন্য হইবে। তাঁহারা যে নন্দনন্দনকে পতিরূপে পাইবার জন্য লালায়িত হইয়াছেন তাহা তাঁহাদের পক্ষে অন্যায় হয় নাই, কেননা তাঁহারা কেহই শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য প্রভৃতি জ্ঞাতিবর্গের কন্যা নহেন, তাঁহারা সকলেই "নন্দব্রজকুমারিকা" অর্থাৎ ব্রজরাজ নন্দের ব্রজরাজ্যে অবস্থিত এবং নন্দের সহিত জ্ঞাতিসম্বন্ধ-বিহীন গোপগণের কন্যা। সুতরাং ইহাদের সহিত কৃষ্ণের যথাশাস্ত্র বিবাহসম্বন্ধ হইতে কোনই বাধা নাই। কিন্তু এত অল্প বয়সে গোপকুমারীগণের পিতা, পিতৃব্য প্রভৃতি অভিভাবকবর্গ তাঁহাদের বিবাহের ব্যবস্থা করিবেন না, বিশেষতঃ, কৃষ্ণেরও এখন সাতবৎসর মাত্র বয়স, তাহাতে তাঁহার চূড়া, উপনয়ন প্রভৃতি কিছুই হয় নাই, সুতরাং এ সময়ে যদি গোপকুমারীগণের অভিভাবকবৃন্দ, গোপকুমারীগণের অন্তরের ভাব অনুমান করিয়া কিংবা তাঁহাদের কোনরূপ ইঙ্গিতে কৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের বিবাহ দেওবার চেষ্টা করেন তাহাও ব্যর্থ হইবে। কাজেই কৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার প্রবলতর উৎকণ্ঠায় গোপকুমারীবর্গ একেবারে অধীরা হইয়া উঠিলেন। কৃষ্ণের চূড়া, উপনয়ন প্রভৃতি নির্ব্বাহ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করাও তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। তাঁহাদের যেন আজই কৃষ্ণকে পতিরূপে পাইলে ভাল হয়। তাঁহাদের পক্ষে পতিরূপে কৃষ্ণকে পাইবার এক নিমিষ বিলম্বও যেন শত শত যুগ বলিয়া মনে হইতেছে, এইভাবে ব্রজের অসংখ্য গোপকুমারী পতিরূপে কৃষ্ণপ্রাপ্তির প্রবল উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হইয়া নিরন্তর তীব্র যাতনা ভোগ করিতে লাগিলেন।

"রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শনশ্রবণাদিজা। তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগ ইতীর্য্যতে"॥

এই উজ্জ্বলনীলমণিবচনে জানা যায় যে—প্রথম মিলনের পূর্ব্বে পুরুষ ও রমণীগণের পরস্পর দর্শন এবং রূপগুণাদির কথা শ্রবণে যে মিলনোৎকণ্ঠা হয়, তাহাকেই রসশাস্ত্রকারগণ "পূর্ব্বরাগ" বলিয়া থাকেন। প্রাকৃত জগতে কখনও বালক কিংবা বালিকার পূর্ব্বরাগ হওয়া সম্ভবপর নহে। যতদিন পর্য্যন্ত প্রাকৃত নরনারীর দেহ কাম-বিলাসোপযোগী না হয়, কিংবা যতদিন পর্য্যন্ত তাহাদের পুরুষ-রমণীঘটিত ব্যাপারের জ্ঞান বিকাশ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের পূর্ব্বরাগ হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমে সে বিচার নাই, কৃষ্ণপ্রেম কখনও দেহের যোগ্যতা কিংবা জ্ঞানবিকাশের অপেক্ষা রাখে না, প্রেম আত্মধর্ম্ম, সুতরাং সে সর্ব্ববিধ বিষয়বাসনা সম্বন্ধ-বিহীন শুদ্ধ আত্মাকে লইয়া পরমাত্মার সহিত মিলিত করিবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টিত থাকে। কাজেই গোপকুমারী-গণ বয়সে বালিকা এবং স্ত্রীপুরুষ-ব্যবহার পরিজ্ঞানশূন্যা হইলেও প্রেমের আকর্ষণে প্রেমময় প্রেমাধীন কৃষ্ণকে পতিভাবে পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা বয়সে বালিকা হইলেও কৃষ্ণপ্রেম, তাঁহাদের বালিকা-বয়সোচিত ধূলা খেলা প্রভৃতি হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া সমবয়স্ক এবং সমভাবাপন্ন বালিকাদের সহিত মিলাইয়া নির্জ্জনস্থানে বসাইয়া দিল এবং কৃষ্ণকথালাপে, কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়চিন্তায় এবং হা কৃষ্ণ! হা প্রাণবল্লভ! বলিয়া আকুলক্রন্দনে নিয়োজিত করিয়া দিল।

শ্রীশ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থ সমালোচনায় জানা যায় যে—এই সমস্ত কৃষ্ণানুরাগিণী গোপকুমারীগণ চতুরশীতি(৮৪) ক্রোশব্যাপী ব্রজমণ্ডলের নানাস্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং সকলেই শিশুকাল হইতে কৃষ্ণকে খুব ভালবাসেন

ও কৃষ্ণপ্রেয়সী হইবার জন্য লালায়িতা। কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই এই সমস্ত গোপকুমারীগণের অন্তরে কৃষ্ণপ্রীতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল এবং বিদ্যাভ্যাসের জন্য যেমন নানা দেশ হইতে আগত ছাত্রগণ একই অধ্যাপকের নিকট মিলিত হয়, সেইরূপ ব্রজমণ্ডলের নানাস্থান হইতে সমস্ত সমবাসনাবিশিষ্ট গোপকুমারীগণ একই স্থানে একত্র মিলিত হইতেন এবং পরস্পরের নিকট পরস্পর অন্তরের কথা বলাবলি করিতেন। তাঁহারা একদিন কোনও নির্জ্জন স্থানে বসিয়া সকলে মিলিত হইয়া কৃষ্ণকথালাপ করিতেছেন, এমন সময়ে বৃন্দাবনের বনদেবতা বৃন্দা, তাঁহাদের নিকট আসিয়া কাত্যায়নীব্রতের উপদেশ প্রদান করেন এবং তদনুসারে অসংখ্য গোপকুমারীগণ কাত্যায়নী ব্রতের অনুষ্ঠান করেন।

ততশ্চ পরস্পরং হৃদ্বাষ্পমুদ্গীর্ণবতীনাং দৃগম্বুসমপি বিকীর্ণবতীনাং তাসাং দশান্তদশা-বশাঙ্গতয়া সম্ভাব্যমানানামনুক্ষণং সুখাকাঙ্ক্ষিণী পরিকাঙ্ক্ষিণীবেষবিশেষং বিদধানা তত্র বৃন্দাগতা।

সাহেবং পুরা চিন্তিতবতী—রাগ এব খল্বাসাং ব্রজনাগরস্য তস্য সমাগমায় বাগগোচরশক্তিভাগবসীয়তে। রাগশ্চ লোকরীতিমনুপ্রণয়ত এব জাগরূকতয়া গরীয়ান্ বরীবর্ত্তীতি দেবতান্তরারাধনমেব সাধয়িতব্যং ন তু তদারাধনম্।

অথাগম্য চ তৎকৃতাভিবাদনস্বকৃতাভিবাদনবিধৌ লব্ধবিধৌ সাভিদধাতি স্ম। অহমত্রৈব বনে বসন্তী ভবতীনাং ভাববতীনামবস্থাঃ পশ্যন্তী দয়াবিদীর্ণহৃদয়া সমায়াতাস্মি। তদিয়ং মম শিক্ষা বিদ্যা স্বকর্ণানুবিদ্ধা বিধীয়তাম্।

নাতিপ্রয়াসভবিতা চ ভবতীনাং ভবিতা, কিন্তু মাসমাত্রমত্র শ্রমাভাসঃ। সা খলু মন্ত্রময়ী যোগমায়া ময়া দয়াবতী সাধিতাস্তীতি।

তদেবং তাসাং কর্ণবিবরমনুমন্ত্রবর্ণান্ নিধিবন্নিধায় তদ্বিধিমপি সবিধিমভিধায় মুদান্তর্হিতবতী সান্তর্হিতবতী। ততশ্চ তাস্তদুপদেশমগ্নাঃ পরমসুখলগ্না বভূবুঃ। (শ্রীশ্রীগোপালচম্পূঃ)

শ্রীশ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে—একদিন ব্রজমণ্ডলবাসিনী গোপকুমারীগণ কোনও নির্জ্জনস্থানে মিলিত হইয়া পরস্পর নিজ নিজ অন্তরের কথা বলাবলি করিতেছেন ও নয়নজলে ভাসিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহাদের হিতাকাঙ্ক্ষিণী তপস্বিনী বৃন্দা, দূর হইতে তাঁহাদের কৃষ্ণবিরহজনিত অন্তিমদশা সম্ভাবনা করিয়া প্রচ্ছন্নবেশে তাঁহাদের নিকট আগমন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে—এই সমস্ত গোপকুমারীগণের প্রগাঢ় অনুরাগের কৃষ্ণের সহিত মিলন করাইবার শক্তি এতই প্রবল যে তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু লৌকিক রীতিতে প্রণয়িযুগলের মিলনের পদ্ধতি এই যে, প্রণয়িযুগল পরস্পর পরস্পরের নিকট মিলন প্রার্থনা না করিয়া অন্য কোনও ব্যক্তির সাহায্যে মিলন সংঘটন করাইতে চেষ্টা করে ও তাহাতেই অনুরাগের পরিপুষ্টি হয়। সুতরাং এই সমস্ত গোপকুমারীগণেরও কৃষ্ণের সহিত মিলন সংঘটনের জন্য কৃষ্ণের আরাধনা না করিয়া অন্য কোনও দেবতার আরাধনা করাই কর্ত্তব্য। (ইহাতে বৃন্দাদেবীর মনের ভাব এই যে—গোপকুমারীগণ যদি প্রবল অনুরাগ বশতঃ কৃষ্ণের নিকটই মিলন প্রার্থনা করে, তাহা হইলে কৃষ্ণ, কৃপাপূর্ব্বক তাহাদিগকে গ্রহণ করিবেন বটে, কিন্তু তাহাতে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য স্ফূর্ত্তি হওয়ায় মিলন সরস হইবে না। যদি অন্য কোনও দেবতার আরাধনা করিয়া তাঁহার কৃপায় গোপকুমারীগণের কৃষ্ণের সহিত মিলন হয়, তাহা হইলে গোপকুমারীগণের কৃষ্ণের সহিত কেবলমাত্র প্রণয়সম্বন্ধই হইবে, কিন্তু কোন প্রকার ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান প্রকাশ হইবে না। কাহাকেও বড় বলিয়া জানিয়া যদি তাহাকে ভালবাসা যায়, তাহা হইলে সে ভালবাসা পরিপূর্ণ হয় না, কিন্তু যদি কোন প্রকার বিচার না করিয়া কাহারও রূপগুণাদিতে আকৃষ্ট হইয়া ভালবাসা যায়, তাহা হইলে সেই ভালবাসাই পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে।)

আপ্লুত্যাম্ভসি কালিন্দ্যা জলান্তে চোদিতেঽরুণে ।
কৃত্বা প্রতিকৃতিং দেবীমানর্চ্চুর্নৃপ সৈকতীম্ ॥ ২
গন্ধৈর্মাল্যৈঃ সুরভিভির্বলিভির্ধূপদীপকৈঃ ।
উচ্চাবচৈশ্চোপহারৈঃ প্রবালফলতণ্ডুলৈঃ ॥ ৩

এই কথা মনে করিয়া বৃন্দাদেবী, গোপকুমারীগণের সম্মুখে আসিলেন এবং গোপকুমারীগণ তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—হে গোপকুমারীগণ। আমি এই বন হইতে নিরন্তর তোমাদের অবস্থা দর্শনে দয়াপরবশ হইয়া তোমাদের নিকট আসিলাম। আমার কোনও সিদ্ধবিদ্যা আছে, তাহা তোমরা শ্রবণ কর। ইহাতে তোমাদের বেশী কিছু ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না, একমাস মাত্র অল্প পরিশ্রমেই তোমাদের মনোরথ সিদ্ধ হইবে। আমি পরমকরুণাময়ী যোগমায়ার মন্ত্র সাধনা করিয়াছি, সেই মন্ত্র আমি তোমাদিগকে প্রদান করিব।

এই কথা বলিয়া বৃন্দাদেবী, গোপকুমারীগণের কর্ণে যোগমায়ামন্ত্র প্রদান করিলেন এবং তাঁহার আরাধনা-বিধির উপদেশ প্রদান করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বৃন্দাদেবীর এই উপদেশে গোপকুমারীগণ পরমানন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিলেন, এইবার আমরা নিশ্চয়ই কৃষ্ণকে পতিরূপে পাইয়া কৃতার্থ হইব।

কৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য প্রবল লালসাবতী গোপকুমারীগণ বৃন্দার উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া গৌণচান্দ্র অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমদিন হইতে একমাসকাল প্রত্যহ কাত্যায়নীদেবীর অর্চ্চনারূপ মহাব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। (কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় গৌণচান্দ্র কার্ত্তিক মাস শেষ হয়, তাহার পরদিন হইতে অগ্রহায়ণী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত গৌণচান্দ্র অগ্রহায়ণ মাস। গোপকুমারীগণ কার্ত্তিকী পূর্ণিমার পরদিন হইতে অগ্রহায়ণী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত একমাস কাল বৃন্দাদেবীর উপদেশ মত ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন।)

গোপকুমারীগণ যে কাত্যায়নী দেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন তিনি কৃষ্ণেরই অনন্তশক্তিসম্পন্ন শক্তিবিশেষ। কাত্যায়ন মুনিই সর্ব্বাগ্রে এই দেবীর আরাধনা করিয়াছেন বলিয়া ইনি কাত্যায়নী নামে প্রসিদ্ধ। কাত্যায়নী-তন্ত্রে ইঁহার আরাধনা-পদ্ধতি বর্ণিত আছে। (বৈষ্ণবতোষণীকার "কাত্যায়নী মহামায়ে" প্রভৃতি পরবর্ত্তি শ্লোক ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে কাত্যায়নীদেবীর যাহা পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা সেইস্থানে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইবে)।

গোপকুমারীগণের প্রেমে কৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া অনুভব হয় না। তাঁহারা জানেন যে—কৃষ্ণ আমাদেরই গোপরাজের পুত্র। যদিও কৃষ্ণই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা এবং তাঁহারই ইচ্ছায় ও তাঁহারই মহাশক্তির প্রেরণায় প্রাকৃতাপ্রাকৃত সর্ব্ববিধ কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, তথাপি প্রগাঢ় প্রেমে অন্ধদৃষ্টি গোপবালিকাগণ তাহা ধারণা করিতে পারেন না বলিয়া কৃষ্ণের সহিত বিবাহসম্বন্ধ তাঁহাদের পক্ষে অতীব দুর্ঘট বলিয়া মনে হয়। সেজন্য তাঁহারা বৃন্দাদেবীর মুখে কাত্যায়নী দেবীর অঘটন ঘটন করিবার শক্তির পরিচয় পাইয়া কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়াছেন। কাত্যায়নী দেবীও যে কৃষ্ণেরই শক্তি, তাহাও কৃষ্ণানুরাগিণী গোপ-কুমারীগণের পরিজ্ঞাত নহে। সেই জন্য তাঁহারা কায়মনোবাক্যে কাত্যায়নীদেবীর শরণাপন্ন হইয়া কৃষ্ণকে পতি-রূপে পাইবার জন্য একমাসকাল প্রাণপণ চেষ্টায় কাত্যায়নীব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ব্রজকুমারীগণের কাত্যায়নী ব্রতানুষ্ঠান, কৃষ্ণপ্রেমেরই রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে ॥ ১

**অন্বয়ঃ**—নৃপ (হে রাজন্!) অরুণে (সূর্য্যসারথৌ) উদিতে (উদয়ং প্রাপ্তে সতি) [রাত্রিশেষযামার্দ্ধ-কালে ইতি ভাবঃ] কালিন্দ্যাঃ (যমুনায়াঃ) অম্ভসি (পরমপাবনশীতলজলে) আপ্লুত্য (স্নাত্বা) জলান্তে (কালিন্দ্যা

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি। নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ।
ইতি মন্ত্রং জপন্ত্যস্তাং পূজাং চক্রুঃ কুমারিকাঃ ॥ ৪

এব জলসন্নিধৌ, যমুনাতীরভূমাবিত্যর্থঃ) সৈকতীং (বালুকাময়ীং) প্রতিকৃতিং (কাত্যায়নীপ্রতিমাং) কৃত্বা (তদভিন্নত্বেন প্রতিষ্ঠাপ্য) সুরভিভিঃ (সদ্গন্ধযুক্তৈঃ) গন্ধৈঃ (চন্দনকুঙ্কুমকর্পূরাদিভিঃ) মাল্যৈঃ (পুষ্পমাল্যৈঃ) বলিভিঃ (বস্ত্রভূষণাদ্যুপচারৈঃ) ধূপদীপকৈঃ (ধূপৈর্দীপৈশ্চ) উচ্চাবচৈঃ (উত্তমমধ্যমৈরন্যৈশ্চ বিবিধোপহারৈঃ) প্রবালফলতণ্ডুলৈঃ (প্রবালৈঃ নবপল্লবৈঃ, ফলৈঃ রম্ভাদিভিঃ, তণ্ডুলৈঃ আমান্ননৈবেদ্যৈশ্চ) দেবীং (কাত্যায়নীং) আনর্চ্চুঃ (পূজয়ামাসুঃ)॥ ২।৩

**মূলানুবাদ।** হে রাজন্! ব্রজকুমারীগণ, প্রত্যহ অরুণোদয়কালে যমুনার জলে স্নান করিয়া যমুনার জলসন্নিহিত তীরভূমিতে বালুকানির্ম্মিত কাত্যায়নী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক সুরভি গন্ধ, মাল্য, বস্ত্র ভূষণাদি উপহার, ধূপ, অন্যান্য উত্তমমধ্যমাদি বিবিধ উপহার, নবপল্লব, ফল, তণ্ডুল প্রভৃতি দ্বারা কাত্যায়নী দেবীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন॥ ২-৩

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—তাসাং তাদৃশীং তদনুরাগচেষ্টাং দর্শয়িতুমিচ্ছিকীর্ষুন্ জনানপি বোধয়ন্ তৎপ্রকার-মেবাহ আপ্লুত্যেতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। আপ্লুত্যেতি যুগ্মকম্। অশুশীত্যাদিনা হেমন্তব্রতে কৃচ্ছ্রং দর্শিতম্। কালিন্দ্যা এব জলান্তে অদ্যাপি ঘট্টবাসিনী দেবীনাম্না প্রসিদ্ধে ব্রজঘট্টে। অরুণে সূর্য্যসারথৌ। দেবীং কাত্যায়নীম্। সৈকতীং প্রতিকৃতিং কৃত্বা তদভিন্নত্বেন প্রতিষ্ঠাপ্য ইত্যর্থঃ। সৈকতীমিত্যচিরাৎ সাধ্যসাধনত্বেন। হে নৃপ ইতি অপ্রাপ্তযৌবনা অপীদৃশেন রাগেণ ভজন্তি ইতি বিচারয় শ্রীকৃষ্ণমোহনতামিতি ভাবঃ। সুরভিরিতি যথাপেক্ষং সর্ব্বৈরপি যোজ্যম্। বহুত্বং তত্তদ্বহুল্যাৎ। বলিভির্বস্ত্রভূষণাদ্যুপচারৈঃ উচ্চাবচৈরন্যৈশ্চ বিবিধৈস্তৈঃ। তানেবাহ প্রবালেতি। অত্র ক্রমভঙ্গঃ শ্রীকৃষ্ণগতমনস্ত্বাৎ তাসাং তদ্বিস্মৃতেঃ। শ্রীবাদরায়ণেরেব বা তদ্বর্ণনে সম্মোহাৎ॥ ২।৩

**অন্বয়ঃ।**—কাত্যায়নি মহামায়ে (হে ভগবতো মহাশক্তিরূপে!) মহাযোগিনি (হে দুর্ঘটঘটনাসমর্থে!) অধীশ্বরি (হে সর্ব্বকর্ত্রি!) দেবি (হে ক্রীড়াপরায়ণে!) নন্দগোপসুতং (গোপরাজনন্দনং) মে (মম) পতিং (কুরু) তে (তুভ্যং) নমঃ। তাঃ (কুমারিকাঃ) ইতি (কাত্যায়নীত্যাদিকং) মন্ত্রং জপন্ত্যঃ পূজাং (কাত্যায়ন্যা অর্চ্চনাং) চক্রুঃ (বিদধুঃ)॥ ৪

**মূলানুবাদ।**—হে দেবি কাত্যায়নি! হে মহামায়ে! হে দুর্ঘট-ঘটন সমর্থে! হে অধীশ্বরি! হে ক্রীড়াপরায়ণে! আপনি নন্দগোপসুতকে আমার পতি করিয়া দিন, আপনার চরণে প্রণাম। ব্রজকুমারীগণ এই মন্ত্র জপ করিয়া কাত্যায়নী দেবীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন॥ ৪

**শ্রীধরটীকা।**—মহামায়ে ইত্যাদিসম্বোধনৈস্তবন কিঞ্চিদশক্যমিতি সূচয়ন্ত্যঃ প্রত্যেকং প্রার্থয়ন্তে॥ ৪

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—কাত্যেতি সার্দ্ধকম্। কাত্যায়নীতি তন্মুনিবংশপ্রকাশত্বাৎ মহাধর্ম্মদাতৃত্বং সূচিতম্। হে মহামায়ে হে ভগবতো মহাশক্তিরূপে ইত্যভীষ্টপ্রাপ্তিযোগ্যাং শক্তিমস্মভ্যমপি দাতুং সমর্থাসীত্যর্থঃ। অত্র কাপি দুর্ঘটতা চেত্তত্রাপ্যাহুঃ হে মহাযোগিনি দুর্ঘটঘটনাসমর্থে। নম্বন্যাং কাঞ্চিদ্দেবতাং ভজধ্বম্ ইতি স্বনিষ্ঠাং পরীক্ষমাণাং প্রত্যাহুঃ। হে অধিশ্বরি ন ত্বত্ত উৰ্দ্ধং কাচিদ্দেবতা ইত্যর্থঃ। নন্দগোপসুতং শ্রীমন্নন্দরাজকুমারমিতি নিজভাবানুরূপালম্বননির্দ্দেশস্তেন তস্যৈব সর্ব্বোপাদেয়ত্বেন স্ফুরণমপি সূচিতম্। অত্র নন্দেতি সাক্ষান্মহা-গুরুনামগ্রহণং গোপেতি বিশেষণঞ্চ তত্তচ্ছব্দত্যাগগতিরশক্যা। ননু তৎপ্রাপ্তয়ে তমেবারাধয়ত, তত্রাহুঃ। হে

এবং মাসং ব্রতং চেরুঃ কুমার্য্যঃ কৃষ্ণচেতসঃ।
ভদ্রকালীং সমানর্চ্চুর্ভূয়ান্নন্দসুতঃ পতিঃ॥ ৫॥

দেবি ক্রীড়ারসাভিজ্ঞে তদর্থং সাক্ষাৎ তৎপ্রার্থনং ন রসাবহমিতি জানাস্যেবেত্যর্থঃ। যে ইত্যেকত্বং প্রতি স্বং পৃথক্ জপাৎ। ইতি এতং মন্ত্রম্। অতঃ প্রাক্ সিদ্ধ এবাসৌ শ্রীকৃষ্ণলক্ষণপতিপ্রদোঽয়ং মন্ত্রম্। ততশ্চাস্যা দেব্যাঃ স্বরূপশক্তিত্বমেব মন্তব্যং, ন বহিরঙ্গজগৎকারণশক্তিত্বম্। পূর্বস্যাঃ। "ন বিষ্ণুনা বিনা লক্ষ্মীর্ন হরিঃ পদ্মজাং বিনেতি" ভগবদ্বৈক্যাৎ। উত্তরস্যাঃ যস্যাংশাংশাংশভাগেন বিশ্বস্থিত্যপ্যযোদয়া ইত্যাদিনা তদপেক্ষয়াতিতুচ্ছত্বাৎ। যাতীতগোচরা বাচাং মনসাঞ্চাবিশেষণা। জ্ঞানিজ্ঞানাপরিচ্ছেদ্যা বন্দে তামীশ্বরীং পরাম্। সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বাত্মন্ যা শক্তিরপরা তব। গুণাশ্রয়া নমস্তস্যৈ শাশ্বতায়ৈ সুরেশ্বর॥ ইতি বিষ্ণুপুরাণপদ্যাভ্যাং তাদৃশভেদপ্রাপ্তেঃ। তথাচ নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যাসম্বাদে। জানাত্যেকা পরা কান্তং সৈব দুর্গা তদাত্মিকা। যা পরা পরমা শক্তির্মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী। যস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং পরমাত্মনঃ। মুহূর্ত্তাদ্দেবদেবস্য প্রাপ্তির্ভবতি নান্যথা। একেয়ং প্রেমসর্ব্বস্বস্বভাবা গোকুলেশ্বরী। অনয়া সুলভো জ্ঞেয় আদিদেবোঽখিলেশ্বরঃ। অস্যা আবরিকা শক্তির্মহামায়াখিলেশ্বরী। যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বে দেহাভিমানিন ইতি। অতঃ প্রথমৈবাষ্টাদশাক্ষরী-ত্যধিষ্ঠাত্রীতি গম্যতে। দুর্গা মহামায়েত্যাদি-নামাদিসাম্যেনৈব তু ভ্রমো ভবতীতি জ্ঞেয়ম্। অথবা মন্ত্রেঽ-স্মিংস্তৃতীয়ঃ পাদো নিজাভীষ্টনাম্না যোজ্য ইত্যেব বিধিঃ স্যাৎ। ততো ব্রজস্য লোকবল্লীলত্বাৎ মায়োপাসন-মেব লভ্যতে, তাসাঞ্চ পরমপ্রেমোল্লাসবিলসিতমেব তথোপাসনং, প্রেম্নৈব চ তথা তৎপ্রাপ্তির্ন তথো-পাসনেন ইতি বিবেক্তব্যম্। অত্র কেচিদন্যম্মন্যা যদন্যথা মন্যন্তে, তেন তদীয়প্রেমগন্ধসম্বন্ধগন্ধবাহমপি স্পৃশন্তি সর্ব্বত্র শুদ্ধভগবৎপ্রেম্নৈব হি পুরুষার্থঃ। সর্ব্বমনন্যদেবতোপাসনাদিকন্তু তৎসাধনমেবেতি শ্রীমদ্ভাগবতসিদ্ধান্তঃ। সচ তাসাং সিদ্ধঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিরুক্তশ্চেতি কিং সাধনবিচারেণ। পরমাসাধ্যস্বরূপপ্রেমবিচারে তু সচ প্রেমা কেবলমাধুর্য্যা-নুভবাবির্ভাবী। অনন্যভক্তিপ্রবৃত্তিকারণেন পারমৈশ্বর্য্যানুভবেন ন তু সম্ভ্রমাৎ সংকীর্য্যত এব প্রেম্নৈব চ ভগবানপি বশীক্রিয়তে, নতু তেন তথৈব। নেমং বিরিঞ্চ ইত্যাদৌ ইত্থং সতাম্ ইত্যাদৌ নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গেত্যাদৌ শ্রীব্রজবাসিন এব সর্ব্বোপরি প্রশংস্যন্তে তথৈবাত্রোক্তং নন্দগোপসুতমিতি ন তু শ্রীভগবন্তমিতি। তস্মাত্তাসাং শুদ্ধমধুরপ্রেম্ন এব কিল বিলাসোঽয়ং নান্যদিতি সর্ব্বোপর্য্যেব স্থিতমিদম্॥ ৪॥

**অন্বয়ঃ**।—কৃষ্ণচেতসঃ (শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিতচিত্তাঃ) কুমার্য্যঃ (নন্দব্রজকুমারিকাঃ) এবং (অনেনৈব প্রকারেণ) মাসং (মার্গশীর্ষমাসং ব্যাপ্য) ব্রতং (হবিষ্যভোজনাদিনিয়মং) চেরুঃ (আচরিতবত্যঃ), নন্দসুতঃ (নন্দনন্দনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) পতিঃ ভূয়াৎ (ইতি সঙ্কল্প্য) ভদ্রকালীং (কাত্যায়নীং) সমানর্চ্চুঃ (পূজয়ামাসুঃ)॥ ৫॥

**মূলানুবাদ**।—কৃষ্ণগতপ্রাণা ব্রজকুমারীগণ এই প্রকারে এক মাস কাল হবিষ্য ভোজনাদি নিয়ম পালন পূর্ব্বক "নন্দনন্দন আমাদের পতি হউন" এই সঙ্কল্পে কাত্যায়নী দেবীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন॥ ৫॥

**শ্রীধরটীকা**।—কৃষ্ণচেতস্যমাহ ভূয়ান্নন্দসুতঃ পতিরিত্যানর্চ্চুরিতি॥ ৫॥

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—মাসেতি স্বল্পেনৈব কালেন তাসাং তাদৃশ্যপি সিদ্ধিরিতি ভাবঃ। কৃষ্ণে চেতো-যাসামিতি তস্যাঃ সমর্চ্চনমপি কৃষ্ণার্চ্চনমেবেত্যভিপ্রেতম্। অত এবাগ্রে চ বরদানায় শ্রীকৃষ্ণস্যৈবাগমনং বক্ষ্যতি। ভূয়াদিতি পূজাদৌ সঙ্কল্প॥ ৫॥

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী**।—কৃষ্ণানুরাগিণী গোপকুমারীগণ বৃন্দাদেবীর উপদেশানুসারে কাত্যায়নী ব্রতই কৃষ্ণপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় জানিয়া কার্ত্তিকী পূর্ণিমার পরদিন হইতে যথারীতি ব্রতানুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা সূর্য্যোদয়ের চারিদণ্ড পূর্ব্বে (ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে) যমুনাতীরে উপস্থিত হইয়া যমুনায় অবগাহন করেন। হেমন্তকালে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যমুনার শীতলজলে অবগাহন করা বিশেষ ক্লেশকর হইলেও

কৃষ্ণানুরাগবশতঃ তাঁহাদের তাহা অনুভব হইত না। কৃষ্ণপ্রাপ্তির প্রবল লালসায় তাঁহাদের দেহগেহাদির আসক্তিলেশও ছিল না, কাজেই তাঁহারা যাহাতে সুচারুরূপে কাত্যায়নী ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, সেই জন্যই সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিতেন, নচেৎ এই সমস্ত অল্পবয়স্কা কুমারীগণের পক্ষে শেষরাত্রিতে যমুনাতীরে উপস্থিত এবং স্নান পূজাদি কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না।

কৃষ্ণানুরাগিণী গোপকুমারীগণ প্রত্যুষে যমুনাবগাহনের ক্লেশ অগ্রাহ্য করিয়া যথাবিধি স্নানাদি সমাপনান্তে যমুনাতীরবর্ত্তি বালুকাময় স্থানে সারি সারি উপবেশন করিয়া বালুকা দ্বারা কাত্যায়নী দেবীর প্রতিমা নির্ম্মাণ করেন এবং বৃন্দাদেবী কথিত বিধি অনুসারে ভক্তিপূর্ব্বক কাত্যায়নীদেবীর অর্চ্চনা করেন।

গোপকুমারীগণ, তাঁহাদের পিতা মাতা প্রভৃতি অভিভাবকগণের অজ্ঞাতসারে শেষ রাত্রিতে শয্যা ত্যাগ করিয়া যমুনাতীরে আগমন করেন এবং যথাবিধি স্নান ও কাত্যায়নী পূজাদি সমাপন করিয়া সূর্য্যোদয় কালের মধ্যেই তাঁহারা আবার নিজ গৃহে গমন করিয়া নিজ নিজ শয্যায় শয়ন করেন। ব্রজবাসিগণ কেহই গোপ-কুমারীগণের এই কাত্যায়নী পূজাদির বৃত্তান্ত জানেন না। গোপকুমারীগণ যমুনায় স্নান করিয়াই তাড়াতাড়ি বালুকাদ্বারা কাত্যায়নীর প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাই প্রতিষ্ঠা করেন এবং যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া প্রতিমা বিসর্জ্জন ও পূজাস্থান নিরঞ্জন করিয়া নিজ গৃহে চলিয়া যান। তাঁহারা যদি বালুকা ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্য দ্বারা প্রতিমা নির্ম্মাণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা এত অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে পারিতেন না। কাজেই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহাদের অভিষ্ট কার্য্য সমাপন করিয়া সকলের অগোচরে নিজ গৃহে গমন করিবার জন্যই তাঁহারা প্রত্যহ বালুকা দ্বারা কাত্যায়নীর প্রতিমা নির্ম্মাণ করিতেন।

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী। মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধাঃ স্মৃতাঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন যে পাষাণনির্ম্মিত, দারুনির্ম্মিত, সুবর্ণাদি ধাতু নির্ম্মিত, ভিত্তি কিংবা কোনও পাত্রে চন্দনাদি দ্বারা লেপিত, চিত্রাদিতে লিখিত, বালুকা কিংবা মৃত্তিকাদি নির্ম্মিত, হৃদয়ে চিন্তিত এবং মণিনির্ম্মিতভেদে প্রতিমা অষ্ট প্রকার। সুতরাং গোপকুমারীগণ বয়সে বালিকা হইলেও এবং তাড়াতাড়ি কার্য্যসাধনের জন্য ব্যগ্র হইলেও তাঁহাদের সৈকতী প্রতিমা নির্ম্মাণ অশাস্ত্রীয় হয় নাই। (প্রেমবান্ ভক্তগণ প্রেমাবেশে যাহাই করুন না কেন, তাহা কখনও শাস্ত্র বিগর্হিত হইতে দেখা যায় না। প্রেমহীন ব্যক্তিগণ প্রেমের ভান করিয়া দৈহিক কিংবা ঐহিক সুবিধার জন্য যাহা করে, তাহা সমস্ত শাস্ত্রবিগর্হিত হইয়া পড়ে। শাস্ত্র মানিতে গেলেই যেন তাহাদের প্রেমের ন্যূনতা আসিয়া পড়ে। কিন্তু প্রকৃত প্রেমবান্ ব্যক্তির কার্য্যাবলী লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে তাঁহারা যতই প্রেমবিবশ হউন না কেন, তাঁহাদের ব্যবহার কিংবা কার্য্যাবলী কখনও শাস্ত্রবিগর্হিত হয় না।)

প্রেমবতী গোপকুমারীগণ, কৃষ্ণপ্রাপ্তির ব্যাকুলতায় অধীর হইয়া বৃন্দাদেবীর উপদেশানুসারে কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়রূপে কৃষ্ণশক্তি-কাত্যায়নীদেবীর পূজায় প্রবৃত্ত হইয়া যথাবিধি আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, প্রভৃতি ষোড়শবিধি উপচার সমর্পণ করিয়া ভক্তিভরে কাত্যায়নীদেবীর চরণে পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণপ্রাপ্তির লালসা জ্ঞাপন করিতেন। প্রেমবশতঃ তাঁহাদের এমন কোনও ভ্রান্তি কিংবা স্পর্দ্ধা উপস্থিত হয় নাই যে, যাহাতে তাঁহাদের কোন প্রকার উপচার সমর্পণের কোনও ত্রুটি ঘটিতে পারে। যদিও তাঁহারা বয়সে বালিকা এবং পিতা মাতা প্রভৃতি অভিভাবকবর্গের অজ্ঞাতে শেষরাত্রিতে অতি গোপনে যমুনাতীরে আসিয়া কাত্যায়নীদেবীর অর্চ্চনা করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তির লালসা এতই বলবতী যে, কোন প্রকার অঙ্গহানি হইলে পাছে তাঁহাদের পতিরূপে কৃষ্ণপ্রাপ্তির কোন বাধা ঘটে, এই আশঙ্কায় তাঁহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া পাদ্য, অর্ঘ্য, ধূপ,

দীপ,তণ্ডুল, ফল প্রভৃতি সর্ব্ববিধ পূজোপকরণই সংগ্রহ করিযাছেন এবং তাহা যথাবিধি কাত্যায়নীদেবীকে অর্পণ করিয়াছেন। "প্রেমের ঠাকুর প্রেমই চান, তিনি কোন প্রকার বাহ্যাডম্বরের অপেক্ষা রাখেন না" "বাহ্যপূজা-ধমাধমা" "লোক দেখান পূজায় কোন লাভ নাই, মনে মনে প্রেমপুষ্প ও ভক্তিচন্দন দ্বারা পূজা করিতে হয়" ইত্যাদি-প্রকার কোন বাজে কথাই তাঁহাদের মনে স্থান পায় নাই। যাঁহাদের প্রকৃত প্রেম আছে, তাঁহাদের প্রেমসেবায় কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতির সম্ভাবনাই থাকে না। প্রেমাধীন শ্রীভগবান্ই তাঁহাদের সর্ব্ববিধ ত্রুটির সামঞ্জস্য করিয়া দেন। কিন্তু প্রেমহীন ব্যক্তির প্রেমের ভাণে শ্রীভগবান্ সহায় হন না, কাজেই সেখানে অসংখ্য ত্রুটি ও কেবল কথার পরিপাটীমাত্রই দেখা যায়।

"গন্ধৈর্মাল্যৈঃ সুরভিভিঃ" প্রভৃতি শ্লোকটি আলোচনা করিলে মনে হয় যে গোপকুমারীগণ গন্ধ, মাল্য প্রভৃতি সর্ব্ববিধ উপচারই সমর্পণ করিযাছেন, কিন্তু তাঁহারা বোধ হয় শাস্ত্রীয় প্রণালী অনুসারে যাহার পর যে উপচার সমর্পণ করিতে হয় সেভাবে করেন নাই। কেননা "আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘমাচমনীযকং" প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্যে জানা যায় যে—কোনও দেবতার ষোড়শোপচারে অর্চ্চনা করিতে হইলে প্রথমতঃ আসন, তাহার পর স্বাগত প্রশ্ন, তাহার পর পাদ্য, তাহার পর অর্ঘ্য,এই ভাবে ষোলটী উপচার সমর্পণ করিতে হয়। "গন্ধৈর্মাল্যৈঃ সুরভিভিঃ" প্রভৃতি শ্লোকে প্রথমতঃ গন্ধ (চন্দন), তাহার পর মাল্য এইভাবে উপচার বর্ণনা দেখিলে গোপকুমারী-গণের পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি উপচারে শাস্ত্রীয় ক্রম ভঙ্গ হইযাছে বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু ইহাও মনে আসে যে—যাঁহার কৃপায় ও যাঁহার প্রেমবলে গোপকুমারীগণ নিতান্ত বালিকা হইয়াও অতি প্রত্যূষে এতগুলি উপচার সংগ্রহ করিতে পারিলেন, তাঁহাদের কি শাস্ত্রীয় ক্রমানুসারে সেই উপচারগুলি সমর্পণ করিতে গিয়াই গোলমাল ঘটিয়া গেল? ইহাতে বৈষ্ণবতোষণীকার বলিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণহৃতমনস্তেন তাসাং ক্রমবিস্মৃতেঃ, শ্রীবাদরায়ণেরেব বা তদ্ব্রতকথনে পরমৌৎসুক্যেন ক্রমাতিক্রমাৎ"।

গোপকুমারীগণ কাত্যায়নীদেবীর অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইযা কৃষ্ণপ্রাপ্তির লালসায় এতই বিবশ হইযা পড়িয়াছিলেন যে, তাহাতে তাঁহারা বৃন্দাদেবীর উপদেশ মত কাহার পর কোন্ উপচার অর্পণ করিতে হয় তাহা ভুলিযা গিযাছিলেন। অথবা—প্রেমবতী গোপকুমারীগণের এরূপ ভ্রমবশতঃ উপচার সমর্পণের ক্রমবিস্মৃতি হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর হয় নাই। যাঁহাদের প্রেমে অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত বশীভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের কি কোন প্রকার ভ্রম প্রমাদ প্রভৃতি দোষ থাকিতে পারে? অতএব গোপকুমারীগণের পাদ্য, অর্ঘ্য প্রভৃতি উপচার সমর্পণে কোনপ্রকার ক্রম ভঙ্গ হয় নাই, কিন্তু শ্রীশুকদেব যখন মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট গোপকুমারীগণের কাত্যায়নীপূজার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিযাছেন,তখন তিনিই গোপকুমারীগণের প্রেম পর্য্যালোচনায় আত্মহারা হইযা ক্রমানুসারে বর্ণনা করিতে সক্ষম হন নাই। "আপ্লুত্যাম্ভসি কালিন্দ্যাঃ" প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীশুকদেব হঠাৎ "নৃপ" বলিযা পরীক্ষিতকে যে সম্বোধন করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে তিনি গোপকুমারীগণের প্রেমব্যবহারের কথা বলিতে বলিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইযা বলিয়াছেন হে নৃপ। দেখ দেখ, কৃষ্ণপ্রেমের কি অদ্ভুত শক্তি। যে সমস্ত বালিকাগণের এখনও স্ত্রীপুরুষভেদবুদ্ধি পরিস্ফুট হয় নাই, তাহারাও কৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য কেমন ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং বয়ঃপ্রাপ্তাগণের পক্ষেও দুঃসাধ্য কাত্যায়নী ব্রতানুষ্ঠানে রত হইয়াছে। ইহার পরেই শ্রীশুকদেব "গন্ধৈর্মাল্যৈঃ সুরভিভিঃ"প্রভৃতি শ্লোকে গোপকুমারীগণের কাত্যায়নীপূজা বর্ণনা করিতে গিয়া উপচার সমর্পণের ক্রম ভঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়।

আনন্দবৃন্দাবনচম্পূগ্রন্থে গোপকুমারীগণের কাত্যায়নীপূজা এবং তাহাতে শাস্ত্রীয় ক্রমানুসারে উপচার সমর্পণ ও গোপকুমারীগণের কাত্যায়নীর নিকট প্রার্থনার কথা বর্ণিত আছে:—

তত্র প্রথমং প্রথমঙ্গসাজসাধারণ্যেন তস্যামেব সৈকত্যাং কাত্যায়নীমূর্ত্তৌ মনসা মনসৈব সকলাঃ কলাবত্যঃ সমানমানসতয়া একরূপমেব তদা তদাবাহনং বিদধতি স্ম, যথা—

ইহাগচ্ছাগচ্ছ দেবী সন্নিধানমিহাচর। কৃষ্ণস্য সন্নিধানং নঃ প্রাপযস্ব নমো নমঃ॥

গোপকুমারীগণ, প্রথমতঃ সেই বালুকাময়ী কাত্যায়নী মূর্ত্তিকে চিন্ময়ীরূপে ভাবনা করিয়া সকলেই একই ভাবে তাঁহাকে আবাহন করিলেন। গোপকুমারীগণ সকলেই পূজাপদ্ধতিতে বিজ্ঞা (কলাবতী) এবং সকলেরই চিত্তবৃত্তি একই প্রকার, সুতরাং তাঁহাদের কার্য্যে কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য কিংবা মতদ্বৈধ হয় নাই। তাঁহারা কাত্যায়নীদেবীকে আবাহন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন—হে দেবি! আপনি এই বালুকাময়ী মূর্ত্তিতে সন্নিহিত হউন এবং আমাদের কৃষ্ণসন্নিধান প্রাপ্তির যোগ্য করুন। আপনার চরণে আমাদের কোটি কোটি নমস্কার।

ইত্যাবাহ্য বাহ্যবৃত্তিরহিতাঃ অবহিতা নতাঙ্গ্যঃ পুনস্তথৈব বিমলমাসনমাসনমগ্রতোঽগ্রতোযেণ সমুপনীয় পনীয়তমং পূর্ব্ববৎ মনসৈব নিবেদয়ামাসুঃ –

আস্যতামিহ ভো দেবি! দিব্যমাসনমিষ্যতাং। অস্মাকমঙ্কপর্য্যাঙ্কং কৃষ্ণাসনমুদীরয়॥

গোপকুমারীগণ এইভাবে কাত্যায়নীদেবীকে আবাহন করিয়া বাহ্যজ্ঞানরহিত অবস্থায় অতি সাবধানে কাত্যায়নীদেবীর চরণে নত হইয়া অতি সুশোভন আসন লইয়া সমাহিত চিত্তে কাত্যায়নীদেবীকে অর্পণ করিলেন ও প্রার্থনা করিলেন—হে দেবি! আপনি এই দিব্যাসনে উপবেশন করুন, আপনার কৃপায় আমরা যেন আমাদের ক্রোড়পর্য্যঙ্কে কৃষ্ণের আসন প্রদান করিতে সমর্থ হই।

এই প্রকারে আসন সমর্পণের পর গোপকুমারীগণ আসনাদি উপচার সমর্পণের শাস্ত্রীয় ক্রমানুসারে স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, প্রভৃতি সমস্ত উপচারই সমর্পণ করিয়াছিলেন—

স্বাগতং তব হে দেবি! স্বগতং তে নিবেদ্যতে। কৃপয়া কারয়াস্মাকং স্বাগতং কৃষ্ণমন্তিকে॥

হে দেবি! আমরা আপনার চরণে স্বাগত প্রশ্ন করিয়া স্বগত ভাব (নিজ মনোগতভাব) জ্ঞাপন করিতেছি যে—আপনি কৃপাপূর্ব্বক কৃষ্ণের নিকটে আমাদের স্বাগত বিধান করুন (আমরা কৃষ্ণনিকটে উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ যেন "স্বাগত" বলিয়া আমাদের অভিনন্দিত করেন। রাসলীলা প্রসঙ্গে দেখা যায় যে—কৃষ্ণের বংশীরব শুনিয়া গোপীগণ যখন যমুনাতীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণও "স্বাগতং বো মহাভাগাঃ" প্রভৃতি বলিয়া তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন)। এই প্রকারে কাত্যায়নীদেবীর স্বাগত বিধান করিয়া গোপকুমারীগণ পাদ্য সমর্পণ করিলেন ও বলিলেন।

উপপাদ্যমিদং পাদ্যং পাদযোরভিবাদ্যয়োঃ। কৃষ্ণপ্রস্বেদপাদ্যং নঃ শিশিরীকুরুতামুরঃ।
সংপাদ্যতামনাদ্যে নঃ কৃষ্ণস্যাদ্যসমাগমঃ॥

হে দেবি! আপনার ত্রিজগদ্বন্দিত চরণে আমরা পাদ্য উপপাদন (সমর্পণ) করিলাম। আমাদের যেন শ্রীকৃষ্ণচরণ-স্বেদ-জলে বক্ষঃস্থল শীতল হয় এবং আপনার কৃপায় যেন সত্বরেই কৃষ্ণের সহিত আমাদের আদ্য সমাগম (প্রথম মিলন) সংঘটিত হয়।

গোপকুমারীগণ এই ভাবে পাদ্য সমর্পণ করিয়া অর্ঘ্য সমর্পণ করিলেন ও প্রার্থনা করিলেন—

অপার্ঘিতৌঘৈরর্ঘ্যা ত্বং তুভ্যমর্ঘ্যোঽয়মর্ঘিতঃ। মহার্ঘঃ শ্রীকৃষ্ণসঙ্গঃ ক্রিয়তাং স্বর্ঘ এব নঃ॥

হে দেবি! আপনি সমস্ত পূজ্যবর্গেরও পরম পূজ্যা। আপনাকে আমরা অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছি। আমাদের পক্ষে যেন মহার্ঘ্য শ্রীকৃষ্ণসঙ্গলাভ অতি সুলভ ভাবে সংঘটিত হয়। এই প্রকার অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া গোপকুমারীগণ আচমন সমর্পণ করিলেন ও প্রার্থনা করিলেন—

ইদমাচমনীয়ং তে কমনীয়মুপাহৃতং। কৃষ্ণস্যাচমনীয়ং ত্বমানযাস্মাকমাননম্॥

হে দেবি। আমরা আপনাকে পরম রমণীয় আচমনীয় প্রদান করিলাম, আপনার কৃপায় যেন আমাদের বদন, কৃষ্ণের আচমনযোগ্য হয়। এই প্রকারে আচমনীয় সমর্পণ করিয়া গোপকুমারীগণ ঘৃত, মধু, দধি প্রভৃতি দ্বারা মধুপর্ক রচনা করিয়া কাত্যায়নী দেবীর উদ্দেশে প্রদান করিলেন ও বলিলেন—

মধুরো মধুপর্কস্তে মুখসম্পর্কমাপিতঃ। কুরু কৃষ্ণাধরপুটী মধুপর্কক্ষমা হি নঃ॥

হে দেবি। আমরা এই সুমধুর মধুপর্ক আপনার শ্রীমুখের উদ্দেশে সমর্পণ করিলাম, শ্রীকৃষ্ণের অধর যেন আমাদের মধুপর্ক স্থানীয় হয়। মধুপর্ক সমর্পণের পর পুনরাচমনীয় প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া গোপকুমারীগণ বলিলেন—

পুনরাচমনীয়ং তে কমনীয়মিদং পুনঃ। পুনরাচমনীয়ং ভোঃ কৃষ্ণস্যাননমস্তু নঃ॥

হে দেবি। আমরা আপনাকে কমনীয় পুনরাচমনীয় প্রদান করিতেছি, আমাদের যেন কৃষ্ণবদন পুনরাচমনীয় স্থানীয় হয়। তদনন্তর গোপকুমারীগণ মণিময়পাত্রে সুগন্ধিতৈল লইয়া কাত্যায়নীদেবীকে অভ্যঙ্গ সমর্পণ করিলেন ও বলিলেন—

দেবি। দিব্যমিদং তৈলমভ্যঙ্গার্থমুরী কুরু। অভ্যঙ্গমঙ্গং কৃষ্ণস্য রঙ্গাদঙ্গানি নঃ কুরু॥

হে দেবি। এই দিব্য সদ্‌গন্ধযুক্ত তৈল প্রদান করিতেছি, আপনি ইহা অভ্যঙ্গের জন্য গ্রহণ করুন। আপনার কৃপায় যেন কৃষ্ণের প্রতিঅঙ্গে আমাদের প্রতিঅঙ্গ যোজিত হয়। তদনন্তর গোপকুমারীগণ সুগন্ধবাসিত তণ্ডুলাদিচূর্ণ দ্বারা উদ্বর্তন (অঙ্গমার্জ্জন দ্রব্য) রচনা করিয়া কাত্যায়নীর উদ্দেশে সমর্পণ করিয়া বলিলেন—

উদ্বর্ত্তনীয়ং তে দত্তং গন্ধচূর্ণমিদং মৃদু। উদ্বর্ত্তনীয়ং নো দুঃখং ত্বয়া কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গতঃ॥

হে দেবি। এই সুকোমল গন্ধচূর্ণ আপনার উদ্বর্ত্তনের জন্য প্রদান করিলাম, আপনার কৃপায় যেন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভে আমাদের সর্ব্ববিধ দুঃখ নিবৃত্তি হয়। এইরূপে উদ্বর্তনীয় সমর্পণের পর গোপকুমারীগণ মনোরম স্বর্ণ ঘটে কর্পূরাদিবাসিত শীতল জল লইয়া কাত্যায়নীদেবীর স্নানার্থে অর্পণ করিলেন ও বলিলেন—

কর্পূরপূরসৌরভ্যং দেবী স্নানিয়মর্পিতম্। কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গসুধয়া কৃপয়া স্নাপয়াশু নঃ॥

হে দেবি। আমরা এই কর্পূর-বাসিত জল আপনার স্নানার্থে অর্পণ করিলাম, আপনার কৃপায় যেন আমরা অবিলম্বে কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গসুধাধারায় স্নান করিতে পারি। এই ভাবে স্নানীয় জল সমর্পণের পর গোপকুমারীগণ কনকসূত্র গ্রথিত শাটিকা (শাড়ী) লইয়া ভক্তিভরে কাত্যায়নীদেবীকে অর্পণ করিলেন ও বলিলেন—

হে দেবি। পরিধেহীদং কনকাংশুকমংশুকম্। কৃষ্ণাংশুকেনাংশুকানি পরিবর্ত্তয় নোঽম্বিকে॥

হে দেবি। আপনি এই কনকসূত্রগ্রথিত বস্ত্র পরিধান করুন এবং আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন যেন (লীলাবিলাসবিস্মৃতিবশতঃ) কৃষ্ণের পরিধেয় বসনের সহিত আমাদের বসন পরিবর্ত্তিত হয়। এইরূপ বস্ত্র সমর্পণের পর গোপকুমারীগণ বিবিধ মণিমুক্তাদি বিনির্ম্মিত অলঙ্কার লইয়া কাত্যায়নীর উদ্দেশে সমর্পণ করিয়া প্রার্থনা করিলেন—

রত্নালঙ্কারনৈরেভির্ভব-ভাবিন্যলঙ্কৃতা। কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গসুধয়া কারয়াস্মানলঙ্কৃতা॥

হে ভবভাবিনি। আপনি আমাদের প্রদত্ত রত্নালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা যেন কৃষ্ণাঙ্গসুধা ধারায় সমলঙ্কৃত হইতে পারি। অনন্তর গোপকুমারীগণ কস্তুরী, কুঙ্কুম ও কর্পূর প্রভৃতি সদ্‌গন্ধদ্রব্য রচিত অনুলেপন লইয়া কাত্যায়নীর উদ্দেশে সমর্পণ করিলেন ও প্রার্থনা করিলেন—

অনুলেপনমেতত্তে দেবি দিব্যমুপাহৃতম্। কৃষ্ণানুলেপসৌরভ্যৈঃ সুরভীকারয়স্ব নঃ॥

হে দেবী। আমরা আপনাকে এই দিব্যানুলেপন প্রদান করিলাম, আপনার কৃপায় যেন কৃষ্ণের অঙ্গানুলেপনের সদ্গন্ধে আমাদের সর্ব্বাঙ্গ সদ্গন্ধযুক্ত হয়। তদনন্তর গোপকুমারীগণ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের আনন্দবর্দ্ধক চন্দন, অগুরু প্রভৃতি লইয়া কাত্যায়নীর উদ্দেশে অর্পণ করিয়া প্রার্থনা করিলেন—

গন্ধৈর্গন্ধবহানন্দী দেবি গন্ধোঽয়মর্পিতঃ। কৃষ্ণাঙ্গগন্ধেনাস্মাকমঙ্গানি স্বর ভীকুরু॥

হে দেবি। আমরা এই ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের আনন্দবর্দ্ধক গন্ধ ( চন্দন ) আপনার চরণে অর্পণ করিলাম, আপনার কৃপায় যেন শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে আমাদের সর্ব্বাঙ্গ সদ্গন্ধবাসিত হয়। অনন্তর গোপকুমারীগণ বৃন্দাবনের বনজাত সুগন্ধ কুসুম লইয়া ভক্তিভরে কাত্যায়নীর চরণে অর্পণ করিলেন ও করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন—

ইদং বৃন্দাবনোদ্ভূতং প্রসূনং দেবি গৃহ্যতাম্। বদপ্রসূনৈঃ কৃষ্ণস্য পূজিতাঃ সন্তু নোঽধবাঃ॥

হে দেবি। আমরা বৃন্দাবনজাত কুসুমসমূহ আপনার চরণে অর্পণ করিতেছি, আপনি কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করুন এবং আশীর্ব্বাদ করুন যেন শ্রীকৃষ্ণের দন্তরূপকুসুমে আমাদের অধরদ্বয় সমর্চ্চিত হয়। এইরূপে কাত্যায়নী-চরণে কুসুম সমর্পণ করিয়া গোপকুমারীগণ, অগুরু, কালাগুরু, গুগ্গুল্, বীরণমূল প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্যদ্বারা ধূপ রচনা করিয়া তাহা জলদঙ্গারে নিক্ষেপ করিলেন এবং কাত্যায়নীর উদ্দেশে সমর্পণ করিয়া প্রার্থনা করিলেন—

সুগন্ধিধূপধূমোঽয়ং ধূপস্তে দেবি কল্পিতঃ। ধূপিতা ভবনশ্চিত্তং ধূপিতং শীতলীকুরু॥

হে দেবি। সুগন্ধিদ্রব্যজাত ও সকম্পধূমসমন্বিত ধূপ, আপনাকে সমর্পণ করিতেছি, আপনি ইহাতে ধূপিতা ( দীপ্তিমতী কিংবা সদ্গন্ধশালিনী ) হউন। আপনার কৃপায় যেন—আমাদের কৃষ্ণবিরহ-তপ্ত ( ধূপিত ) চিত্ত কৃষ্ণসঙ্গলাভে সুশীতল হয়। তদনন্তর গোপকুমারীগণ গব্যঘৃত ও কর্পূরসংযুক্ত দীপবর্ত্তিকা প্রজ্বলিত করিয়া কাত্যায়নীর উদ্দেশে নিবেদন করিলেন ও বলিলেন—

কর্পূরবর্ত্তিসুরভির্দেবি দীপোঽয়মর্পিতঃ। কৃষ্ণকৌস্তুভদীপেন দীপ্তং নঃ স্তাদ্বুরোগৃহম্॥

হে দেবি। আমরা আপনাকে এই সুগন্ধি কর্পূরবর্ত্তিসমন্বিত দীপ সমর্পণ করিলাম। আপনার কৃপায় যেন শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্থ কৌস্তুভদীপে আমাদের হৃদয়গৃহ আলোকিত হয়। তদনন্তর গোপকুমারীগণ সুবর্ণস্থালীতে নানাবিধ ফল,মূল, শর্করাখণ্ড, ক্ষীর, নবনীতাদি দ্বারা নৈবেদ্য রচনা করিয়া কাত্যায়নীপ্রতিমার সম্মুখে স্থাপন করিলেন এবং ভক্তিভরে কাত্যায়নীর উদ্দেশে সমর্পণ করিয়া করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন—

নিরবদ্যং দেবি হৃদ্যং নৈবেদ্যমুপযুজ্যতাম্। সম্পাদয়স্ব কৃষ্ণস্য নৈবেদ্যং নো নবং বয়ঃ॥

হে দেবি। এই পরম পবিত্র ও সুখাদ্য নৈবেদ্য আপনাকে অর্পণ করিলাম, আপনি কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করুন ও আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমাদের এই নব বয়স ও দেহ মনঃ প্রাণাদি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের নৈবেদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। নৈবেদ্য সমর্পণের পর গোপকুমারীগণ কাত্যায়নীর উদ্দেশে তাম্বূল সমর্পণ করিয়া প্রার্থনা করিলেন—

সৈলালবঙ্গকর্পূরং তাম্বূলমিদমশ্যতাম্। কৃষ্ণাস্যতাম্বূলরসৈরধরাঃ সন্তুনোঽরুণাঃ॥

হে দে ব। এলাচ, লবঙ্গ, কর্পূর প্রভৃতি দ্বারা সুরভিত তাম্বূল আপনাকে অর্পণ করিলাম, আপনি ইহা গ্রহণ করুন। আপনার কৃপায় যেন শ্রীকৃষ্ণের চর্ব্বিত তাম্বূলরসে আমাদের অধররাজি অরুণতা লাভ করিতে পারে। তাম্বূল সমর্পণের পর গোপকুমারীগণ কাত্যায়নীদেবীর নীরাজন করিলেন ও বলিলেন—

নীরাজয়ামি ত্বাং দীপস্তবকেন মহেশ্বরি। নীরাজিতানি কৃষ্ণস্য ত্বিষাঙ্গানি ভবন্তু নঃ॥

হে মহেশ্বরি। আমরা এই দীপমালিকাদ্বারা আপনার নীরাজন করিলাম, আপনার কৃপায় যেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কান্তিমালিকায় আমাদের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নীরাজিত হয়। নীরাজনের পর

গোপকুমারীগণ ভক্তিভরে কাত্যায়নীর চরণে প্রণাম করিলেন এবং নতজানু হইয়া জোড়করে গললগ্নীকৃতবসনে কাত্যায়নীর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন—

অম্ব হেরম্বমাতস্ত্বাং স্তোতুং স্তোকমপীশ্বরঃ। ন ত্র্যম্বকো ন প্রজেশো ন বাগীশোহপরে কুতঃ।
প্রভবিষ্ণোর্মহাবিষ্ণোর্যোগশক্তিস্ত্বমুত্তমা। ভাবি কর্ত্তুমকর্ত্তুঞ্চান্যথাকর্ত্তুমপীশ্বরী॥
ত্বমেব তুষ্টিঃ পুষ্টিশ্চ ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ। ত্বমবিদ্যা চ বিদ্যা চ বন্ধমোক্ষকরী নৃনাং॥
মাতঃ সর্ব্বাণি। সর্ব্বাণি জগন্তি ত্বদপাঙ্গতঃ। উন্মীলন্তি নিমীলন্তি ভবন্তি বিভবন্তি চ॥
সর্ব্বমঙ্গলমূর্দ্ধন্যে মূর্দ্ধন্যেব দিবৌকসাম্। তবাজ্ঞা চ সমজ্ঞা চ রাজহংসীব রাজতে॥
পরাৎপরতরে কৃষ্ণপরে পরমবৈষ্ণবি। পরোপকারপরমে পরমেশ্বরি তে নমঃ॥
মনোজ্ঞাসি মনোজ্ঞাসি ত্বং সর্ব্বেষ্বেব দেহিনঃ। দেহি নঃ পতিরূপেণ দেবি। গোপেন্দ্রনন্দনম্॥

হে মাতঃ। হেরম্বজননি। সর্ব্বসামর্থ্যযুক্ত ব্যক্তিও আপনার স্তব করিতে অক্ষম। মহাদেবের মহামাহাত্ম্যে, ব্রহ্মার জগদৈশ্বর্য্যে এবং বাক্‌পতির পাণ্ডিত্যেও আপনার স্তুতি করা সম্ভবপর নহে। আপনি পরম প্রভাবশালি মহাবিষ্ণুর যোগমায়াশক্তি, অতএব আপনিই সর্ব্বোত্তমা। আপনি ইচ্ছা করিলে অসম্ভবও সম্ভব হয়, সম্ভবও অসম্ভব হয় এবং সুনিয়ত বস্তুও অনিয়ত হইয়া পড়ে। আপনিই তুষ্টি, পুষ্টি, শান্তি, ক্ষান্তি, বিদ্যা ও অবিদ্যা। আপনি সর্ব্বজীবের ভববন্ধন ও ভবপাশমোচনের কর্ত্রী। মাতঃ। সর্ব্বাণি। আপনার অপাঙ্গদৃষ্টি-প্রভাবে সর্ব্বজগতের উৎপত্তি ও প্রলয় হয় এবং স্থিতি ও উন্নতি সাধন হয়। আপনি সর্ব্বমঙ্গলশিরোমণি এবং সর্ব্বদেবগণের শিরোধার্য্য। আপনার আজ্ঞা ও কীর্ত্তি রাজহংসীর ন্যায় ধবলস্বচ্ছরূপে সর্ব্বত্রই বিরাজিত। হে পরাৎপরে। হে কৃষ্ণপরে। হে পরমাবৈষ্ণবীশক্তিরূপে। হে পরোপকাররতে। হে পরমেশ্বরি। আপনার চরণে আমাদের কোটী কোটী প্রণাম। আপনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা এবং সর্ব্বজগতের হৃদয়জ্ঞা। আপনার কৃপায় যেন আমরা গোপরাজনন্দনকে পতিরূপে লাভ করিতে পারি।

কৃষ্ণপ্রেমবতী গোপকুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার লালসায় বৃন্দাদেবীর উপদেশানুসারে এইরূপে ভক্তিভরে কৃষ্ণশক্তি কাত্যায়নীর অর্চ্চনা করিলেন। কৃষ্ণপ্রেমের অপার মহিমায় তাঁহাদের কোন কার্য্যেরই কোন প্রকার ত্রুটী হইল না; তাঁহাদের আন্তরিক আগ্রহ এবং পতিরূপে কৃষ্ণপ্রাপ্তির ব্যাকুলতাই তাঁহাদের সর্ব্ববিধ কার্য্যের প্রধান সহায় হইয়াছিল।

গোপকুমারীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া নির্জ্জনে বসিয়া পরস্পর কৃষ্ণকথালাপ করিতেন এবং নয়নজলে বক্ষঃ প্লাবিত করিতেন, তখন বৃন্দাদেবী তাঁহাদিগকে কাত্যায়নী পূজার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং যে-মন্ত্রে কাত্যায়নীর আরাধনা করিলে শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়া যায়, সেই মন্ত্রও প্রদান করিয়াছিলেন। বৃন্দাদেবীর উপদিষ্ট এই মন্ত্র নিজের অভীষ্ট ব্যক্তিকে পতিরূপে লাভ করিবার উপায়রূপে পূর্ব্ব হইতেই বিজ্ঞ সাধক-সমাজে প্রচলিত ছিল। গোপকুমারীগণ যেমন তাঁহাদের অভীষ্ট ব্রজরাজনন্দনকে পতিরূপে পাইবার জন্য এই মন্ত্রে কাত্যায়নীদেবীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, সেইরূপ অদ্যাপি যদি কেহ এই মন্ত্রে কাত্যায়নীদেবীর অর্চ্চনা করেন, তাহা হইলে-তাঁহারও মনোবাসনা পূর্ণ হইবে সন্দেহ নাই। বৈষ্ণব-তোষণীকার বলেন—যদি কেহ অন্য কোন অভীষ্ট ব্যক্তিকে পতিরূপে পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এই মন্ত্রে কাত্যায়নীদেবীর অর্চ্চনা করিলে তাঁহারও অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। গোপকুমারীগণের একমাত্র কৃষ্ণই অভীষ্ট, কাজেই তাঁহারা কৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্যই বৃন্দাদেবীর উপদিষ্ট মন্ত্রে কাত্যায়নীদেবীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার উপায়রূপে বৃন্দাদেবী গোপকুমারীগণকে—"কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি। নন্দগোপসুতং দেবী প'তং মে কুরু তে নমঃ" এই সিদ্ধমন্ত্রের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। গোপকুমারীগণ বৃন্দাদেবীর আদেশে এই মন্ত্রেই কাত্যায়নীদেবীর পূজা করিয়াছেন এবং দৃঢ়বিশ্বাসে এই মন্ত্রই জপ করিয়াছেন। এই মন্ত্রের প্রতি পদে পদে যে কৃষ্ণপ্রাপ্তির ব্যাকুলতা এবং কাত্যায়নীদেবীর স্বরূপতত্ত্বাদির সমাবেশ আছে, তাহা মন্ত্রের অর্থ সমালোচনা করিলে স্পষ্টরূপেই ধারণা করিতে পারা যায়—

হে দেবি। কাত্যায়নি। মহামুনি কাত্যায়নই প্রথমতঃ আপনার অর্চনা করিয়া জগতে আপনার মাহাত্ম্য খ্যাপন করিয়াছেন বলিয়া আপনি তাঁহারই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া সেবক-বাৎসল্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আমরা বালিকা এবং সর্ব্বশক্তিহীনা হইয়াও একমাত্র আপনার কৃপাশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই আপনার অর্চনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আপনি সেবকপালিকা, সুতরাং আপনার কৃপায় অবশ্যই এই জ্ঞানহীনা বালিকাবর্গের মনোবাসনা পূর্ণ হইবে।

যদিও আমরা বয়সে বালিকা এবং কৃষ্ণেরও চূড়া উপনয়নাদি হয় নাই বলিয়া এখন তাঁহার সহিত আমাদের বিবাহ সংঘটন হওয়া কোন প্রকারেই সম্ভবপর নহে, তথাপি আপনি মহামায়া বলিয়া আমরা আপনার চরণে শরণাগত হইয়াছি। আপনি শ্রীভগবানের অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি ( মহামায়া ), সুতরাং আপনার কৃপায় কোন কার্য্যেরই অঘটন সম্ভবনা নাই। আপনার প্রভাবে আমাদের পিতা মাতা প্রভৃতি অভিভাবকবর্গ এবং ব্রজের অন্যান্য নরনারীগণ এমনই মোহিত হইতে পারে যে, আমাদের এই সুগুপ্ত বিবাহসম্বন্ধ কেহই ধারণা করিতে পারিবে না, কিংবা আমাদের কৃষ্ণের সহিত মিলনের কোনই প্রতিবন্ধকতা ঘটিবে না। হে মহামায়ে! আপনার মহাপ্রভাবে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড মোহিত হইয়া রহিয়াছে এবং সর্ব্বত্রই নানাবিধ অঘটনের ঘটনা হইতেছে। আমরা কি আপনার কৃপায় ব্রজরাজনন্দনকে পতিরূপে পাইয়া কৃতার্থ হইতে পারিব না? আপনি মহাবিষ্ণুর মহাশক্তিস্বরূপা, সুতরাং আপনার কৃপায় আমাদের অভীষ্ট প্রাপ্তির শক্তিলাভ করা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে।

হে মহাযোগিনি। আপনার প্রভাবে আমাদের পিতা মাতা প্রভৃতি অভিভাবকবর্গের এবং শ্রীকৃষ্ণের অভিভাবকবর্গের এমন কোনও বাসনা হইতে পারে, যাহাতে আমাদের কৃষ্ণের সহিত যোগ ( বিবাহ সম্বন্ধে মিলন) হওয়ার কোনই বাধা হইবে না, কিন্তু হে দেবি। আমরা পতিরূপে কৃষ্ণকে পাইবার জন্য এত অধীর হইয়া পড়িয়াছি যে আমাদের পিতামাতার আনুকূল্যে কৃষ্ণের সহিত বিবাহ হওয়ার জন্য ক্ষণকালও বিলম্ব করিবার সাধ্য নাই। আপনি মহাযোগিনী, আপনার কৃপা হইলে আমাদের এখনই কৃষ্ণের সহিত যোগ সংঘটন হইতে পারে। জগতে যোগ্যের সহিতই যোগ্যের মিলন সংঘটন হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের এমন কোনও যোগ্যতা নাই যে, তাহার বলে আমাদের কৃষ্ণের সহিত যোগ হইবে। সেইজন্য আমরা মহাযোগিনীর শরণাপন্ন হইয়াছি, যেন আমরা অযোগ্য বলিয়া কৃষ্ণের সহিত যোগে বঞ্চিত না হই। আপনার মহাপ্রভাবে চিন্ময় জীবের সহিত জড় দেহের যোগ হয় এবং চিন্ময় জীব তাহাতে আত্মবুদ্ধি করিয়া তাহারই অনুগত হইয়া যায়। আপনার মহাপ্রভাবে জড় দেহদৈহিকাদির সহিত চিন্ময় জীবের এমন মমতাসম্বন্ধ ঘটিয়া যায় যে, তাহারা কদাপি এই সমস্ত অনিত্য বস্তুর সম্বন্ধ ছাড়িতে পারে না। অধিক আর কি বলিব, আপনার মহাপ্রভাবে প্রপঞ্চাতীত সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীভগবান্ও সত্ত্ব রজ তমঃ এই ত্রিগুণের সহিত মিলিত হইয়া, বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং রুদ্ররূপে জগতের স্থিতি, উৎপত্তি এবং প্রলয়কার্য্যে রত হন। "বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ। কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥" (মার্কণ্ডেয়পুরাণম্)

হে মহাপ্রভাবশালিনি। আপনারই মহাপ্রভাবে বিষ্ণু, ঈশান ও আমার শরীর গ্রহণ হইয়াছে, অতএব আপনার স্তব করিতে পারে এমন শক্তি কাহার আছে?

অতএব, যে মহাযোগিনি! আপনার কৃপায় কৃষ্ণের সহিত আমাদের যোগ সংঘটিত হওয়া এবং আমাদের কৃষ্ণে পতিবুদ্ধি ও কৃষ্ণের আমাদের উপর পত্নীবুদ্ধি স্থাপিত ও সুদৃঢ় হওয়া কোন প্রকারেই সম্ভবপর নহে। আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিয়া আপনি অচিরাৎ আমাদের কৃষ্ণের সহিত যোজনা করিয়া দিয়া আমাদের জীবন রক্ষা করুন।

হে অধিশ্বরি! আমরা কৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য গাঢ় লালসায় অভিভূত হইয়া আপনার চরণে শরণাপন্ন হইয়াছি, আপনি আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করুন। আপনি ছাড়া এমন কে আছেন যে তাঁহার শরণাগত হইলে আমরা এই সুদুস্তর কৃষ্ণবিরহসিন্ধু পার হইতে পারিব। আপনি মহাবিষ্ণুর মহাশক্তিরূপা, অতএব আপনি সমস্ত ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর ঈশ্বরী ( ঈশ্বরানাম্ ঈশ্বরীণাঞ্চ অধি )। আপনি থাকিতে আমরা আর কাহার অর্চ্চনা করিতে যাইব, কিংবা আপনি ভিন্ন আর কাহার অর্চ্চনায় আমাদের এই দুর্লভ বাসনা পরিপূর্ণ হইবে! উপাস্য-জগতে যে সমস্ত দেবী আছেন, তাঁহারা আপনারই অংশবিভূতি এবং নারায়ণাদি সকলেই আপনারই অভিন্নস্বরূপ। আপনি সমষ্টিশক্তিরূপা, সুতরাং আপনিই অধিশ্বরী বা পরমেশ্বরী, আপনি যদি আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ না করেন, তাহা হইলে আমাদের আর গতি নাই। হে দেবি! আপনি যদি অন্তরে অন্তরে কৃপাশক্তি সঞ্চার করেন, তাহা হইলে হয়ত সাক্ষাৎ কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি আমাদের পত্নী-রূপে গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু আপনি ক্রীড়ারসভিজ্ঞা ( দেবী ), আপনাকে আর কি জানাইব। রমণীগণ যদি নির্লজ্জা হইয়া পুরুষের নিকট মিলন প্রার্থনা করে, তাহা হইলে সে মিলন কদাপি রসাবহ হয় না। অতএব আপনিই মধ্যস্থ হইয়া আমাদের কৃষ্ণের সহিত মিলন সংঘটিত করিয়া দিয়া আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করুন। অথবা—হে মহাপ্রভাবশালিনি! আপনি গন্ধর্ব্ববিবাহে কৃষ্ণের সহিত আমাদের মিলন সংঘটন করিয়া কৃষ্ণকে আমাদের "দেবি পতি" ( ক্রীড়া বিহারাদির উপযুক্ত পতি ) করিয়া দিন। আমাদের পিতামাতা এবং ব্রজের কোন ব্যক্তিই যেন এই পরম গোপনীয় ব্যাপার জানিতে না পারে। আপনি মহামায়া বিস্তার করিয়া এমনভাবে সকলের দৃষ্টি আচ্ছাদন করিয়া রাখুন, যেন আমাদের কৃষ্ণের সহিত স্বেচ্ছাবিহারের কোনও বাধা না হয়।

হে অঘটন-ঘটন-পটিয়সী-মহাশক্তি-স্বরূপে! আমরা আপনার চরণে কোটি কোটি প্রণাম করিতেছি, এবং আমরা আপনার চরণে একান্ত শরণাগতা। আপনি নন্দগোপসুতকে আমাদের পতিরূপে প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আমাদের জীবন রক্ষা করুন।

কৃষ্ণপ্রেমবতী গোপকুমারীগণ, বৃন্দাদেবীর নিকট "কাত্যায়নী মহামায়ে" প্রভৃতি সিদ্ধমন্ত্র লাভ করিয়া সেই মন্ত্রে কাত্যায়নীর উদ্দেশে তাঁহাদের মনোভাব বিজ্ঞাপন করিয়া ভক্তিভরে কাত্যায়নী দেবীর অর্চ্চনা করিলেন এবং সমাহিতচিত্তে এই মন্ত্র জপ করিলেন। কৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার লালসায় গোপকুমারীগণ এতই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তাঁহারা "নন্দগোপসুতং দেবি" প্রভৃতি বাক্যে সাক্ষাৎ মহাগুরুর (শ্বশুরের) নাম উচ্চারণ করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। "কৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়া দিন" বলিলে যদি কৃষ্ণ নামক অন্য কোনও ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ হইয়া পড়ে, সে জন্য তাঁহারা "নন্দগোপসুত" বলিয়া তাঁহাদের অভীষ্ট বস্তুর ইঙ্গিত করিয়াছেন।

বিশেষতঃ, "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্যে জানা যায় যে—সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ মূল পরতত্ত্ব এবং নারায়ণাদি সমস্তই তাঁহারই মূর্ত্তিভেদ। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, রাম, নারায়ণ, মহাবিষ্ণু, সদাশিব প্রভৃতি যে কোনও স্বরূপের নামই শাস্ত্রে পাওয়া যায়, তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণেরই মূর্ত্তিভেদ ব্যতীত

আর কিছুই নহে। ইঁহাদের যে কোনও স্বরূপপ্রাপ্তি হইলেই কৃষ্ণপ্রাপ্তিই হইয়া থাকে। কিন্তু গোপকুমারীগণের যে কোনও রূপে কৃষ্ণকে পাইলেই মনোবাসনা পূর্ণ হইবে না, তাঁহারা নন্দনন্দন রূপে কৃষ্ণকে পাইবার জন্যই লালায়িত এবং তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি নন্দনন্দনচরণেই সমর্পিত। তত্ত্ব সমালোচনায় কৃষ্ণ, নারায়ণাদি সমস্ত মূর্তিই এক হইলেও প্রেমিকের প্রেমদৃষ্টিতে কৃষ্ণে যে বিশেষত্ব আছে তাহা আর কুত্রাপি নাই।

"সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপযোঃ। রসেনোৎকর্ষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥" (শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ)

একই নিত্য স্বপ্রকাশ সচ্চিদানন্দ বস্তুই কৃষ্ণ-নারায়ণাদি নানা মূর্তিতে অবস্থিত বলিয়া কৃষ্ণ নারায়ণাদি মূর্তির তত্ত্বতঃ কোন ভেদ না থাকিলেও দাস্য সখ্যাদি রসবিচারে প্রবৃত্ত হইলে কৃষ্ণরূপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে—কেন না, এরূপ সর্ব্বরসে আস্বাদনীয় মূর্তি শ্রীভগবান্ আর কুত্রাপি প্রকাশ করেন নাই। জগতেও দেখা যায় যে—যাঁহারা কেবলমাত্র শর্করার মিষ্টতা আস্বাদন করিতে চান, তাঁহারা শর্করা কিংবা শর্করাজাত যে কোনও বস্তুর আস্বাদন করিলেই তৃপ্তিলাভ করেন। কিন্তু যাঁহাদের সিতা ( মিছরী ) প্রভৃতি কোন প্রকার শর্করাজাত বস্তুর রসবিশেষের উপর আগ্রহ আছে, তাঁহারা শর্করা কিংবা শর্করাজাত যে কোন বস্তু পাইলেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। অধ্যাত্ম জগতেও যাঁহারা সচ্চিদানন্দ-বস্তুর সম্বন্ধমাত্র লাভের জন্যই লালায়িত, তাঁহারা ব্রহ্ম, পরমাত্মা, কৃষ্ণ, নারায়ণ, সদাশিব প্রভৃতি যাহা হয় পাইলেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন। কিন্তু যাঁহাদের কৃষ্ণের সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যাদির রসগ্রহ আছে, তাঁহারা সেই দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর ব্যতীত আর কোন মূর্তিতেই প্রীতিলাভ করিতে পারেন না। ব্রজের গো, গোপ গোপীগণ সকলেই কৃষ্ণগতপ্রাণ, কাজেই তাঁহারা নিজ নিজ ভাবানুসারে কৃষ্ণকে পাইবার জন্যই লালায়িত। তাঁহারা যদি নারায়ণাদি কোনও মূর্তির সঙ্গে সম্বন্ধলাভ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ভগবৎপ্রাপ্তিজনিত কৃতার্থতার অনুভূতি হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের পরমপ্রিয় কৃষ্ণপ্রাপ্তির আনন্দানুভূতি হয় না। গোপকুমারীগণের নন্দনন্দননিষ্ঠ পরমপ্রেমও সেইজন্য সর্ব্বদা নন্দনন্দনকেই চায়। তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান, পরমাত্মানুসন্ধান কিংবা ভগবদ্ভক্তি জানেন না, তাঁহারা জানেন কেবল তাঁহাদের প্রেমের ঠাকুরের প্রেমসেবা॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-পরিপূর্ণ হৃদয়া গোপকুমারীগণ বৃন্দাদেবীর আদেশে এই প্রকার দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তিসহকারে কাত্যায়নী দেবীর অর্চ্চনা ও মন্ত্র জপাদি করিলেন এবং নানাভাবে কাত্যায়নী দেবীর চরণে নিজ মনোভিষ্ট জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহাদের উপাসিত কাত্যায়নী দেবীর স্বরূপ ও তত্ত্ব সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দেখা যায়—

"যাতীতগোচরা বাচাং মনসাঞ্চাবিশেষণা। জ্ঞানিজ্ঞানাপরিচ্ছেদ্যা বন্দে তামীশ্বরীং পরাম্॥
সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বাত্মন্ যা শক্তিরপরা তব। গুণাশ্রয়া নমস্তস্যৈ শাশ্বতায়ৈ সুরেশ্বর॥" ( শ্রীবিষ্ণুপুরাণম্ )

যিনি বাক্য ও মনের অগোচর এবং তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণের বিশুদ্ধ জ্ঞানেরও অজ্ঞেয়, সেই পরমেশ্বরীকে বন্দনা করি। হে সর্ব্বাত্মন্! সর্ব্বভূতে আপনার যে ত্রিগুণময়ী এবং অনাদি অপরাশক্তি বিরাজিতা, হে সুরেশ্বর! তাঁহার চরণেও আমার প্রণাম।

এই বিষ্ণুপুরাণবচনে জানা যায় যে শ্রীভগবানের পরাশক্তি এবং অপরাশক্তি ভেদে দ্বিবিধ শক্তি আছেন, তাহার মধ্যে পরাশক্তি প্রপঞ্চাতীত এবং অপরাশক্তি প্রপঞ্চগত ও প্রপঞ্চময়ী। "নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তির্যয়া সর্ব্বমিদং ততম্" প্রভৃতি মার্কণ্ডেয়পুরাণবচনেও এই অপরাশক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায় এবং অপরাশক্তি নিত্যা, জগন্ময়ী ও সর্ব্বজগদ্ব্যাপিনী বলিয়া জানা যায়।

ইহা ছাড়া শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যা সংবাদে বর্ণিত আছে—

"জানাত্যেকা পরা কান্তং সৈব দুর্গা তদাত্মিকা। যা পরা পরমাশক্তির্মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী ॥
যস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং পরমাত্মনঃ। মুহূর্ত্তাদ্দেবদেবস্য প্রাপ্তির্ভবতি নান্যথা ॥
একেয়ং প্রেমসর্ব্বস্বস্বভাবা গোকুলেশ্বরী। অনয়া সুলভা জ্ঞেয় আদিদেবোঽখিলেশ্বরঃ ॥
অস্যা আবরিকা শক্তির্মহামায়াখিলেশ্বরী। যযা মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বেদেহাভিমানিনঃ ॥"

মহাবিষ্ণুস্বরূপিনী পরমাশক্তি দুর্গা, শ্রীভগবানের স্বরূপাভিন্না এবং শ্রীভগবানের তদাভিজ্ঞা। তাঁহার স্বরূপজ্ঞানে পরাৎপর শ্রীভগবানের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। তাঁহার কৃপা ব্যতীত শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির আর অন্য উপায় নাই। ইনি শ্রীভগবানের মুখ্যাশক্তি, প্রেমসর্ব্বস্বস্বভাবা এবং এই সমস্ত শক্তিবর্গের ঈশ্বরী। ইহারই কৃপায় অনায়াসে আদিদেব অখিলেশ্বর শ্রীভগবান্‌কে লাভ করা যায়। অনন্ত জগতের ঈশ্বরী মহামায়া ইহারই আবরিকা শক্তি এবং ইহারই প্রভাবে দেহাভিমানী জীবগণ মুগ্ধ হইয়া দেহগেহাদিতে অভিনিবিষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও নারদপঞ্চরাত্রের এই সমস্ত বচন সমালোচনা করিলে শ্রীভগবানের দ্বিবিধ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে এই দ্বিবিধ শক্তিই অন্তরঙ্গা শক্তি এবং বহিরঙ্গা শক্তি নামে অভিহিত। বৈষ্ণবশাস্ত্রে অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়া নামে এবং বহিরঙ্গা শক্তি গুণমায়া নামে প্রসিদ্ধ। যোগমায়াশক্তি শ্রীভগবানের ভক্তগণকে মুগ্ধ করিয়া শ্রীভগবানের সেবানন্দাস্বাদন করান এবং গুণমায়া শক্তি বহির্মুখ জীবগণকে দেহগেহাদিতে আসক্ত করিয়া নানাবিধ সংসারদুঃখ ভোগ করান। যোগমায়াশক্তি প্রপঞ্চাতীত ধামে শ্রীভগবানের বিবিধ লীলার সহায়তা করেন এবং শ্রীভগবান্ ও তাঁহার নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। গুণমায়া শক্তি প্রপঞ্চাধিকারিণী, তাঁহা হইতেই এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চের প্রকাশ হয় এবং প্রপঞ্চগত জীবগণ তাঁহারই অধীন। শ্রীভগবানের এই দ্বিবিধ শক্তির স্বরূপগত ভেদ না থাকিলেও কার্য্যগত ভেদ লইয়া কোন কোনও শাস্ত্রে ভিন্নরূপে পরিচয় পাওয়া যায় এবং কোন কোনও শাস্ত্রে অভিন্নরূপে উপাসনাদির পদ্ধতি পাওয়া যায়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে সমালোচনা করিয়াছেন—

"যে তু তত্র শ্রীভগবৎপীঠাবরণপূজায়াং গণেশদুর্গাদ্যা বর্ত্তন্তে, তে হি বিষ্বক্‌সেনাদিবৎ ভগবতো নিত্যবৈকুণ্ঠসেবকাঃ"। ততশ্চ তে গণেশদুর্গাদ্যা যে পরে মায়াশক্ত্যাত্মকা গণেশদুর্গাদ্যাঃ তে তু ন ভবন্তি॥ "ন যত্র মায়া কিমুতা পরে" ইত্যাদি দ্বিতীয়োক্তেঃ। ততো ভগবৎস্বরূপভূতশক্ত্যাত্মকা এব হি তে এব। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপভূতে শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরাদিমন্ত্রগণেঽপি দুর্গানাম্নো ভগবস্তক্ত্যাত্মকস্বরূপভূতশক্তিবৃত্তিবিশেষস্যাধিষ্ঠাতৃত্বং শ্রুতিতন্ত্রাদিষপি দৃশ্যতে। যথা নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যাসংবাদে—

ভক্তির্ভজনসম্পত্তির্ভজতে প্রকৃতিঃ প্রিয়ম্। জ্ঞায়তেঽত্যন্তদুঃখেন সেয়ং প্রকৃতিরাত্মনঃ ॥
দুর্গেতি গীয়তে সদ্ভিরখণ্ডরসবল্লভা ॥ ইতি

অতএব শ্রীভগবদ্ভেদেনোক্তং গৌতমীয়কল্পে—"য কৃষ্ণ সৈব দুর্গা স্যাৎ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ" ইতি "ত্বমেব পরমেশানি অস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতেত্যাদিকন্তু বিরাট্‌মহাপুরুষযোরিব কেষাঞ্চিভেদোপাসনাবিবক্ষয়ৈবোক্তম্। সা হি মায়াংশরূপা প্রকৃতেঽস্মিন্ লোকে মন্ত্ররক্ষানক্ষণসেবার্থং নিযুক্তা চিচ্ছক্ত্যাত্মকদুর্গায়া দাসীয়তে, নতু সৈবাধিষ্ঠাত্রী।"

শ্রীকৃষ্ণের পীঠ পূজায় এবং আবরণ পূজায় যে গণেশ দুর্গাদির উল্লেখ দেখা যায়, তাঁহারা বিষ্বক্‌সেনাদির ন্যায় শ্রীভগবানের নিত্য বৈকুণ্ঠপার্ষদ। অতএব মহাশক্তিময় যে সমস্ত গণেশ দুর্গাদির নাম শাস্ত্রান্তরে পাওয়া যায়, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পীঠপূজাদিতে পূজিত হন না। শ্রীমদ্ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্ধে "ন যত্র মায়া কিমুতাপরে" প্রভৃতি শ্লোক সমালোচনা করিলে জানা যায় যে শ্রীভগবানের ধামে মায়াশক্তির অস্তিত্ব নাই।

সুতরাং সেখানে মায়িক গণেশ দুর্গাদির স্থিতি সুদূর পরাহত। অতএব শ্রীকৃষ্ণের পীঠপূজাদিতে যে গণেশ দুর্গাদির পূজা হয়, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিরই মূর্তিভেদ মাত্র। সেই জন্যই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত অষ্টাদশাক্ষরাদি মন্ত্রগণের মধ্যে শ্রীদুর্গা নামে প্রসিদ্ধ শ্রীভগবদ্ভক্ত্যাত্মক স্বরূপশক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কথা শ্রুতি তন্ত্রাদিতে উল্লিখিত আছে। নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যাসংবাদে উল্লিখিত আছে যে—শ্রীভগবানের প্রকৃতি অর্থাৎ শক্তিই ভক্তি এবং ভজন-সম্পত্তি। এই প্রকৃতি নিরন্তর তাঁহার পরম প্রিয় শ্রীভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের এই মহাশক্তির তত্ত্বজ্ঞান অত্যন্ত দুর্লভ। শ্রীভগবানের এই স্বরূপভূতা মহাশক্তিই দুর্গা নামে প্রসিদ্ধ এবং তিনি সচ্চিদানন্দময়ী। গৌতমীয়কল্প নামক গ্রন্থেও শ্রীদুর্গা এবং শ্রীভগবান্ অভিন্নরূপেই বর্ণিত আছেন।—"যিনি কৃষ্ণ তিনিই দুর্গা এবং যিনি দুর্গা তিনিই কৃষ্ণ"।

কোন কোনও শাস্ত্রে যে মায়াশক্তির উদ্দেশ্যে কথিত আছে—"হে পরমেশ্বরি। আপনিই শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা" তাহা কাহারও কাহারও মতে বিরাট্‌রূপ ও মহাপুরুষের অভিন্নরূপে উপাসনার ন্যায় স্বরূপ-শক্তি ও মহাশক্তির অভিন্নরূপে উপাসনা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রাকৃত জগতে যে শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্ররক্ষারূপ সেবার জন্য মায়াশক্তি নিযুক্তা আছেন, তিনি চিচ্ছক্তিস্বরূপা দুর্গার দাসীর ন্যায়, অতএব তিনি মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী নহেন।

শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা এই উভয় শক্তিরই দুর্গা, মহামায়া প্রভৃতি নাম নানা শাস্ত্রে দেখা যায়। সেজন্য অনেকেরই মনে নানা প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয়। দুর্গানামে বৈষ্ণবগণ নাসিকা কুঞ্চন করেন এবং শাক্তগণ, গোপকুমারীগণের কাত্যায়নী পূজার কথায় বক্ষঃস্ফীত করিয়া বলেন যে দুর্গা-পূজা ব্যতীত কাহারও কোনই গতি নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেহ বা অন্তরঙ্গাশক্তির উপাসক এবং কেহ বা বহিরঙ্গা-শক্তির উপাসক। অন্তরঙ্গাশক্তির উপাসনায় কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্তি এবং বহিরঙ্গাশক্তির উপাসনায় প্রাকৃত বৈভবপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যিনি যাহা কামনা করিবেন তাঁহার সেই শক্তির উপাসনা করা হইবে। "ধন দাও" "পুত্র দাও" বলিয়া মহামায়াকে ডাকিলে মহামায়া বহিরঙ্গাশক্তিরূপে মনোবাসনা পূর্ণ করেন এবং "কৃষ্ণ দাও" "কৃষ্ণ ভক্তি দাও" বলিয়া ডাকিলে মহামায়া অন্তরঙ্গাশক্তিরূপে মনোবাসনা পূর্ণ করেন।

নানাশাস্ত্রে মহামায়ার স্তুতি ও পূজাপদ্ধতি প্রভৃতি দেখা যায়। তাহার কোনও স্থানে অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তি অভিন্নরূপে এবং কোনও স্থানে বা ভিন্ন রূপে বর্ণিত আছেন। মহামায়ার আদ্যাস্তোত্রে বর্ণিত আছে—

কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী ব্রজে কাত্যায়নী পরা। বিষ্ণুভক্তিপ্রদা দুর্গা সুখদা মোক্ষদা পরা॥

মহামায়া কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালীরূপে এবং ব্রজে কাত্যায়নীরূপে প্রসিদ্ধ। তিনি বিষ্ণুভক্তিপ্রদা এবং ভোগমোক্ষবিধায়িনী।

সুতরাং শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তির ভেদ ধারণা করিতে না পারিলে নানাবিধ গোলমালে পড়িতে হয়। ব্রজকুমারীগণ কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য মহামায়ার আরাধনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা ভোগ কিংবা ঐশ্বর্য্যাদির জন্য লালায়িত নহেন। অতএব তাঁহারা যে অন্তরঙ্গাশক্তিরই উপাসনা করিয়াছেন, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ গোপগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া জানেন না, তাঁহারা প্রেমবশতঃ তাঁহাকে লৌকিক পুত্র মিত্র কিংবা পতিরূপেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। সুতরাং বহির্মুখ জীবগণ যেমন ধন, ধান্য, পুত্র-পৌত্রাদি লাভের আশায় বহিরঙ্গা মায়ার আরাধনা করে, সেইরূপ গোপকুমারীগণও যদি মনের মত পতি লাভের আশায় বহিরঙ্গা মায়ার আরাধনা করিয়া থাকেন, তাহাতেই বা দোষ কি? যদিও তাঁহারা মনের মত পতি লাভের আশাতেই কাত্যায়নীদেবীর অর্চ্চনা করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের মনের মত পতি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া তাঁহাদের কাত্যায়নীদেবীর অর্চ্চনাও কৃষ্ণসেবারই রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে।

তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তির লালসা বলবতী ছিল বলিয়াই তাঁহারা কাত্যায়নীদেবীর আরাধনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কাত্যায়নীদেবীর আরাধনা করিয়া কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন নাই।

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন, হে উদ্ধব। যোগসাধনায়, সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত বৈরাগ্যাভ্যাসে, বিবিধ ধর্ম্মযাজনে, বেদপাঠে, তপস্যায় কিংবা ধ্যানে কেহ আমাকে লাভ করিতে পারে না। আমাকে পাইবার উপায় একমাত্র প্রেমভক্তি।

ইহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে, একমাত্র প্রেম ব্যতীত প্রেমাধীন শ্রীভগবান্‌কে পাইবার আর কোনই উপায় নাই। গোপকুমারীগণ যে পতিরূপে কৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন, তাহার কারণও তাঁহাদের প্রেম ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। তবে যে তাঁহারা কাত্যায়নীদেবীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের প্রেমেরই বিলাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাঁহাদের যদি কৃষ্ণপ্রেম না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা কাত্যায়নীদেবীর অর্চ্চনা করিতেন না। বহির্মুখ জীবগণ যে বহিরঙ্গা মায়ার আরাধনা করিয়া থাকে, তাহাতে তাহাদের ভোগৈশ্বর্য্যাদি লাভের আশাই বলবতী থাকে, কাজেই তাহাদের কাত্যায়নী পূজার সহিত গোপ-কুমারীগণের কাত্যায়নী পূজার বিশেষ পার্থক্য আছে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিত আছে যে রাজ্যভ্রষ্ট সুরথরাজাকে মেধস ঋষি বলিয়াছিলেন—

"তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্। আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা ॥" (মার্কণ্ডেয়পুরাণম্)

হে মহারাজ। তুমি সেই পরমেশ্বরী মহামায়ার শরণাগত হও। তাঁহাকে আরাধনা করিলে ঐহিক ভোগ স্বর্গ এবং মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। ইহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে, মহামায়ার আরাধনায় সকাম ব্যক্তিগণ ভোগ ও স্বর্গলাভ করেন এবং নিষ্কাম ব্যক্তিগণ মোক্ষলাভ করেন, কিন্তু প্রেম ব্যতীত কৃষ্ণপ্রাপ্তির অন্য কোনও উপায় নাই। প্রেমবতী গোপকুমারীগণ প্রেমবলেই কৃষ্ণকে পতিরূপে পাইয়াছেন, কাত্যায়নী দেবীর উপাসনা তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রেমেরই রূপান্তর। অদ্যাপি যদি কোন প্রেমবান্ ব্যক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তির লালসায় কাত্যায়নীদেবীর আরাধনা করেন, তিনিও যে কাত্যায়নীদেবীর কৃপায় প্রেমবলে কৃষ্ণচরণ পাইবেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রেমহীন ব্যক্তি কখনও কাত্যায়নীদেবীর আরাধনা করিয়া কৃষ্ণচরণ প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করে না, তাহারা কেবল "ধনং দেহি যশো দেহি" বলিয়াই পূজাবদান করিয়া থাকে। প্রেমবান্ ব্যক্তির কৃষ্ণই সর্ব্বস্ব, তাঁহারা যে কোনও দেবতারই আরাধনা করুন না কেন, তাহাতে তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তি ব্যতীত অন্য কোনও কামনা থাকে না। অতএব কৃষ্ণপ্রাপ্তির কামনায় শিব, শক্তি প্রভৃতির আরাধনা করিলে বৈষ্ণবেরও বৈষ্ণবতা হানি হয় না, কিংবা শিব, শক্তি প্রভৃতিরও মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হয় না। শাস্ত্রসিদ্ধান্তে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনন্তরূপে বিরাজিত, নানাবিধ কামনা ও প্রেমবশতঃ যিনি যে মূর্ত্তির আরাধনা করুন না কেন, তাহা কৃষ্ণের আরাধনায়ই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে।

আকাশাৎ পতিতং তোয়ং যথাগচ্ছতি সাগরম্। সর্ব্বদেবনমস্কারঃ কেশবং প্রতিগচ্ছতি ॥ (মহাভারতম্)

আকাশ হইতে পতিত বারিবিন্দু যেখানেই পতিত হউক না কেন, তাহা যেমন সমুদ্রের দিকেই ধাবিত হয়, সেইরূপ যিনি যে দেবতাকেই প্রণাম, স্তুতি কিংবা আরাধনাদি করুন না কেন, তাহা কৃষ্ণের আরাধনাতেই পর্য্যবসিত হয়।

যাহা হউক, কৃষ্ণপ্রেমবতী গোপকুমারীগণ, পতিরূপে কৃষ্ণপ্রাপ্তির বলবতী বাসনাকে বুকে লইয়া এইভাবে একমাস কাত্যায়নীদেবীর অর্চ্চনা করিলেন। তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রেমের অচিন্ত্য প্রভাবে তাঁহাদের আরব্ধ কার্য্যের

উষস্যুত্থায় গোত্রৈঃ স্বৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহবঃ । কৃষ্ণমুচ্চৈর্জগুর্যান্ত্যঃ কালিন্দ্যাং স্নাতুমন্বহম্ ॥ ৬
নদ্যাং কদাচিদাগত্য তীরে নিক্ষিপ্য পূর্ব্ববৎ । বাসাংসি কৃষ্ণং গায়ন্ত্যো বিজহ্রুঃ সলিলে মুদা ॥৭
ভগবাংস্তদভিপ্রেত্য কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ । বয়স্যৈরাবৃতস্তত্র গতস্তৎকর্ম্মসিদ্ধয়ে ॥ ৮

কোনপ্রকার বাধা ঘটিল না এবং একমাস কাল কাত্যায়নীর অর্চ্চনাতেই তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ হইল। তাহাদের মনে যদি কৃষ্ণপ্রাপ্তি ব্যতীত অন্য কোন কামনা থাকিত, তাহা হইলে এত অল্প বয়সে এবং এত অল্পদিনের মধ্যে কিছুতেই তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ হইত না। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেখা যায় যে—সুরথরাজা স্বারোচিষ মন্বন্তরে এই মহামায়ারই আরাধনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তখনও তিনি তাঁহার অভীষ্ট মনুপদ লাভ করিতে পারেন নাই। আগামী সাবর্ণমন্বন্তরে তিনি মনুপদ প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমবতী গোপকুমারীগণ একমাসমাত্র কাত্যায়নীদেবীর আরাধনা করিয়াই পতিরূপে কৃষ্ণকে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন ॥ ১—৫

**অন্বয়ঃ।**—অন্বহং ( প্রতিদিনং ) উষসি ( ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে ) উত্থায় স্বৈঃ গোত্রৈঃ ( প্রতি স্বং নামভিরাহূতাঃ স্বৈর্বর্গৈ সহ ইতি বা ) অন্যোন্যাবদ্ধবাহবঃ ( পরস্পরং গৃহীতপাণয়ঃ কুমার্য্যঃ ) কালিন্দ্যাং ( যমুনায়াং ) স্নাতুং যান্ত্যঃ ( গচ্ছন্ত্যঃ ) উচ্চৈঃ কৃষ্ণং ( কৃষ্ণস্য নামরূপগুণলীলাদিকং ) জগুঃ ( গীতবত্যঃ ) ॥ ৬

**মূলানুবাদ।**—গোপকুমারীগণ প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া পরস্পর পরস্পরকে আহ্বানপূর্ব্বক একত্র মিলিতভাবে হাত ধরাধরি করিয়া যমুনায় স্নান করিতে যান এবং উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণগুণানুগান করেন ॥ ৬

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—প্রেম্ণা বিস্মৃতমপি পুনস্তাসাম্ অনুরাগপরিপাটীময়ং ব্রতপূর্ব্বাঙ্গং স্মরন্নাহ উষসীতি। উষস্যুত্থায় ইতি তাসামুৎকণ্ঠা। গোত্রৈর্নামভিঃ স্বৈরিতি পরস্পরকার্য্যসাধকত্বম্। হেতৌ তৃতীয়া। মিথস্তত্তন্নামভিরাহূতা ইত্যর্থঃ। স্বৈর্বর্গৈঃ সহ ইতি বা। অন্যোহন্যা ইতি শ্রীকৃষ্ণরাগময়ৈকমত্যেন মিথঃ স্নেহবিশেষঃ। কৃষ্ণমিতি চেতোবৎবচনস্যাপি তদেকনিষ্ঠতা, তত্রাপ্যুচ্চৈরিতি তদাবেশঃ। কালিন্দ্যাং স্নাতুমন্বহমিতি দূরগমনং নিত্যমেকরসত্বঞ্চ দর্শিতম্। এবমনুরাগবৈশিষ্ট্যমেব সর্ব্বথা বর্ণিতমিতি ॥ ৬

**অন্বয়ঃ।**—কদাচিৎ ( ব্রতপূর্ণদিনে পৌর্ণমাস্যাং ) আগত্য ( গৃহাৎ যমুনামাগত্য ) নদ্যাঃ ( যমুনায়াঃ ) তীরে পূর্ব্ববৎ ( পূর্ব্বপূর্ব্বদিনবৎ ) বাসাংসি ( স্বস্বপরিধেয়বস্ত্রাণি ) নিক্ষিপ্য কৃষ্ণং গায়ন্ত্যঃ ( কৃষ্ণগুণানুগানং কুর্ব্বত্যঃ ) সলিলে ( যমুনাসলিলে ) মুদা ( হর্ষেণ ) বিজহ্রুঃ ( জলক্রীড়াং চক্রুঃ ) ॥ ৭

**মূলানুবাদ।**—গোপকুমারীগণ তাঁহাদের ব্রতের শেষদিনে যমুনাতীরে আসিয়া প্রতিদিনের মত যমুনাতীরে নিজ নিজ পরিধেয় বস্ত্র রাখিয়া পরমানন্দে কৃষ্ণগুণানুগান করিতে করিতে যমুনানীরে জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ৭

**শ্রীধরস্বামী।**—ব্রতস্য পূর্ব্বাঙ্গমাহ উষসীতি। গোত্রৈর্নামভিঃ। অন্যোন্যাবদ্ধবাহবঃ পরস্পরং গৃহীতপাণয়ঃ ॥ ৬। ৭

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—কদাচিত্তন্মাসান্তে পৌর্ণমাস্যাম্। পূর্ব্ববদিতি সদৈব নগ্নতয়া স্নানমিত্যাদিকং বোধ্যতে, এতচ্চ বাল্যভাবাদেব। মুদা বিহারে হেতুঃ কৃষ্ণং গায়ন্ত্য ইতি তদ্গানানন্দেন হেমন্তজলেঽপি শীতাদ্যস্ফূর্ত্তেঃ। যদ্বা। মুদেতি ব্রতস্য তদ্দিনে পূর্ণত্বাৎ অতএব কৃষ্ণং গায়ন্ত্যো বিজহ্রুরিতি দেহানুসন্ধানেন চ কৃষ্ণচেতস্যমেব বিশেষিতম্। এবং মানসবাচিককায়িকৈকতানত্বং দর্শিতম্ ॥ ৭

**অন্বয়ঃ।**—যোগেশ্বরেশ্বরঃ ( যোগেশ্বরাণাং শিবসনকাদীনামপি ঈশ্বরঃ পরমোপাস্যঃ ) ভগবান্ ( নিত্যস্বাভাবিকসার্ব্বজ্ঞ্যাদিশক্তিযুক্তঃ ) কৃষ্ণঃ ( শ্রীনন্দনন্দনঃ ) তৎ ( গোপকুমারীণাং গানাদিকং ) অভিপ্রেত্য

( অনুমীয় ) তৎকর্ম্মসিদ্ধয়ে ( তাসাং গোপকুমারীনাং কর্ম্মফলপ্রদানার্থং ) বয়স্যৈঃ ( দামসুদামবসুদামকিঙ্কণি-নামকৈঃ চতুর্ভির্গোপবালকৈঃ ) আবৃতঃ ( সহিতঃ ) তত্র ( যমুনাতীরে ) অগতঃ ( আযযৌ ) ॥ ৮

**মূলানুবাদ**।—যোগেশ্বরেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাদের ব্রতের ফল প্রদান করিবার জন্য বয়স্যগণের সহিত মিলিত হইয়া যমুনাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৮

**শ্রীধরটীকা**।—যোগেশ্বরাণামীশ্বর ইতি প্রত্যেকং তাদৃঙ্মনোরথপূরণসামর্থ্যং দর্শয়তি। তাসাং কর্ম্মণঃ সিদ্ধয়ে ফলদানায়েতি ॥ ৮

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—যোগেশ্বরাণাং লব্ধসার্ব্বজ্ঞ্যাদিসিদ্ধীনাম্ আরাধ্যঃ অতএব ভগবান্ নিত্য-স্বাভাবিকসার্ব্বজ্ঞ্যাদিশক্তিযুক্তোঽপি তত্তস্য ব্রতস্যাত্মৈকার্থত্বম্ অভিপ্রেত্য নিজগানাদিরীতিবিশেষেণানুমীয়েবেতি তস্য তাদৃশতৎপ্রেমময়লীলামাধুর্য্যাবেশো দর্শিতঃ। তথাপি দেবতান্তরোপাসকেভ্যোঽপি স্বয়ং ফলদানে যুগপদখিল-বস্ত্রহরণে চ শক্তির্দর্শিতা। তত্র হেতুঃ কৃষ্ণস্তাদৃশত্বেনৈব প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ। বালৈরিতি বক্ষ্যমাণং বয়স্যৈরিতি। বালকৈরেব সখিভিরিতি তৈর্বৃতঃ সন্নাগত ইতি তে চ পরমান্তরঙ্গা দামসুদামবসুদামকিঙ্কণয়ো জ্ঞেয়াঃ। যথোক্তং গৌতমীয়ে—দামসুদামবসুদামকিঙ্কিণির্গন্ধপুষ্পকৈঃ। অন্তঃকরণরূপাস্তে কৃষ্ণস্য পরিকীর্ত্তিতাঃ। আত্মাভেদেনৈব পূজ্যা যথা কৃষ্ণস্তথৈব তে ইতি॥ অন্তঃকরণরূপা ইতি ক্রমেণ বুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তমনোরূপা ইত্যর্থঃ। তৈর্বৃত ইতি হাসাদিবিলাসার্থং জ্ঞেয়ম্ ॥ ৮

**শ্রীভাগবতানুভবর্ষিণী**।—কৃষ্ণানুরাগের প্রবল প্রেরণায় অধীরা হইয়া গোপকুমারীগণ বালিকা-বয়সেই পতিরূপে কৃষ্ণকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া বৃন্দাদেবীর আদেশে কি ভাবে কাত্যায়নীব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া গোপকুমারীগণের শুদ্ধপ্রীতি ও তাহাতে নানাবিধ দুষ্কর কার্য্যের সমাধান প্রভৃতি অপ্রাকৃত ভাবের কথা মনে করিয়া পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব এমনই আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি গোপকুমারীগণ কি ভাবে প্রত্যহ যমুনাতীরে গমন করেন, কি ভাবে তাঁহাদের ব্রত শেষ হইল ও ব্রতদিনেই বা তাঁহারা কি করিলেন এই সমস্ত কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়া কেবলমাত্র "এবং মাসং ব্রতং চেরুঃ কুমার্য্যঃ কৃষ্ণচেতসঃ" "কৃষ্ণসমর্পিতচিত্তা গোপকুমারীগণ এই ভাবে একমাস ব্রতানুষ্ঠান করিলেন" এই কথা বলিয়াই কথার শেষ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি একটু ভাবাবেগ সম্বরণ করিয়া মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিলেন—হে মহারাজ! কৃষ্ণানুরাগিণী গোপকুমারীগণ কিভাবে প্রত্যহ যমুনায় গমন করিতেন এবং কি ভাবে তাঁহাদের ব্রত পূর্ণ হইল, তাহা তোমার নিকট বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিতেছি।

কৃষ্ণানুরাগিণী গোপকুমারীগণ প্রত্যহই সূর্য্যোদয়ের চারিদণ্ড পূর্ব্বে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতেন। যদিও তাঁহারা বয়সে নিতান্তই বালিকা, তথাপি কৃষ্ণানুরাগের প্রবল প্রেরণায় একদিনও তাঁহাদের ইহাতে অন্যথা হইত না কিংবা কাহারও তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া দিতে হইত না—মনে হয় যেন তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ কাত্যায়নীপূজায় বাধা পড়িলে অপরাধ হইবে বলিয়া স্বয়ং নিদ্রাদেবীই যথাসময়েই তাঁহাদের পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন। অথবা তাঁহাদের অন্তরস্থ কৃষ্ণানুরাগই বুঝি তাঁহাদের যথাসময়ে নিদ্রামুক্ত করিয়া কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়রূপে অনুষ্ঠিত কাত্যায়নীপূজার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিতেন। মোট কথা, যাহাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য প্রকৃত লালসা আছে, তাহাদের কদাপি কোন প্রকার কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধনানুষ্ঠানে ত্রুটি, আলস্য কিংবা ঔদাসীন্য দেখা যায় না। যাহাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য প্রকৃত আগ্রহ নাই, কেবলমাত্র মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ এবং আগ্রহের অভিনয় মাত্র আছে, তাহারা প্রেমের দোহাই দিয়া এবং কৃষ্ণ বড় দয়াময়, তাঁহার কৃপায় সবই হইবে, তিনি কোন প্রকার বাহ্যকার্য্যের অপেক্ষা রাখেন না, কেবলমাত্র অন্তরের ভাব চান,

ইত্যাদি নানাবিধ বাক্যজাল বিস্তার করিয়া দৈহিক আলস্য এবং আন্তরিক বিষয়াসক্তির অনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহাদের অন্তরে কৃষ্ণ-চরণ প্রাপ্তির জন্য প্রকৃত লালসা থাকে, তাঁহারা দেহদৈহিকাদি কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া কায়মনোবাক্যে সাধনানুষ্ঠানে রত হন এবং কৃষ্ণকৃপায় তাঁহাদের সাধন ও সাধ্য উভয়েরই সুসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। সাধনানুষ্ঠানের শক্তি ও প্রবৃত্তি লাভ করাই কৃষ্ণকৃপার চিহ্ন। গোপকুমারীগণের অন্তরে কৃষ্ণচরণপ্রাপ্তির জন্য প্রবল লালসার উদ্রেক হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহারা কৃষ্ণকৃপায় এত অল্প বয়সেই কাত্যায়নী ব্রতানুষ্ঠানরূপ কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধনানুষ্ঠান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

"কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামী রূপে শিখায় আপনে॥" (চৈতন্যচরিতামৃতম্)

যাহার উপর কৃষ্ণের কৃপা হয়, কৃষ্ণ তাহাকে গুরুরূপে সাধনপদ্ধতি শিক্ষা দেন এবং অন্তর্য্যামিরূপে সাধনানুষ্ঠানের শক্তি দান করেন। তাহাতে তাহার সাধনপথে অবাধগতি এবং সাধনান্তে যথাভিলষিত ভাবে কৃষ্ণপ্রাপ্তি সংঘটিত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণানুরাগিণী গোপকুমারীগণ, কৃষ্ণানুরাগের অদম্য প্রেরণায় প্রত্যহই রাত্রিশেষে শয্যাত্যাগ করিয়া রাত্রিবাস বসন পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করিয়া কাত্যায়নী পূজার উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়া লইয়া গৃহ হইতে নির্গত হইতেন। ব্রজমণ্ডলে এইরূপ কৃষ্ণানুরাগিণী গোপকুমারী কত জন যে ছিলেন তাহার সংখ্যা করা যায় না। সকলেই এই ভাবে রাত্রি শেষে গৃহের বাহিরে আসিয়া প্রত্যেকের নাম ধরিয়া আহ্বান করিতেন এবং কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে সকলে একত্র মিলিত হইয়া হাত ধরাধরি করিয়া কৃষ্ণগুণানুগান করিতে করিতে যমুনার দিকে অগ্রসর হইতেন। নানা দিগ্ দিগন্তবর্ত্তিনী ক্ষুদ্র প্রবাহিণীগণ যেমন একত্র মিলিত এবং পরিপুষ্ট হইয়া কুলু কুলু কলনাদ করিতে করিতে সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ ব্রজমণ্ডলের নানা দিগ্ দিগন্তবর্ত্তিনী গোপকুমারীগণও কৃষ্ণপ্রেমের প্রবাহিণীর ন্যায় একত্র মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণগুণগান করিতে করিতে কৃষ্ণসাগরে মিলিত হইবার জন্য অগ্রসর হইতেন।

গোপকুমারীগণ কৃষ্ণানুরাগে এতই আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন যে—তাঁহাদের নিজ নিজ গৃহ হইতে দূরবর্ত্তি যমুনাতীরে গমন কিংবা উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণগান করিতে কোনপ্রকার ভয় বা সঙ্কোচ হইত না, কৃষ্ণানুরাগের অচিন্ত্যপ্রভাবে তাঁহাদের দূর পথ নিকট হইয়া যাইত এবং তাঁহাদের কণ্ঠোচ্চারিত কৃষ্ণগানে ত্রিলোক ব্যাপ্ত হইলেও ব্রজবাসি নরনারীগণের তাহা কর্ণগোচর হইত না।

গোপকুমারীগণের অপার কৃষ্ণানুরাগমহিমায় এবং কৃষ্ণপ্রাপ্তির তীব্র উৎকণ্ঠায় এইভাবে দিনের পর দিন অতিবাহিত হইয়া ব্রতের শেষ দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। সেদিন অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা তিথি। চকোরী যেমন শুক্লপ্রতিপদ হইতেই পৌর্ণমাসীর দিন গণনা করিতে আরম্ভ করিয়া পৌর্ণমাসীর দিন পূর্ণ উৎকণ্ঠায় পূর্ণচন্দ্রের প্রতীক্ষায় কালক্ষেপ করে, সেইরূপ গোপকুমারীগণও তাঁহাদের ব্রতারম্ভের প্রথম দিন সেই কৃষ্ণা প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া কবে মাসান্তে পূর্ণিমা তিথি আসিবে ও সেই দিন ব্রত পূর্ণ হইবে এবং কাত্যায়নীদেবীর আশীর্ব্বাদে কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত মিলন হইবে বলিয়া আকুল উৎকণ্ঠায় দিন গণনা করিতে করিতে আজ শেষদিনের সন্ধান পাইয়াছেন। আজ যে তাঁহাদের প্রাণের কি ব্যাকুলতা, কি উৎকণ্ঠা, কৃষ্ণপ্রাপ্তির কি উদ্বেগ তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই, তাহা একমাত্র তাঁহারাই জানেন এবং যাঁহারা তাঁহাদের চরণাশ্রিত তাঁহারা তাহার কিছু আভাস জানেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের মত আজিও তাঁহারা রাত্রিশেষে শয্যাত্যাগ করিয়া কাত্যায়নী পূজার উপকরণাদি সহ সকলে মিলিয়া কৃষ্ণগুণগান করিতে করিতে যমুনাতীরে আসিয়াছেন এবং মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া কাত্যায়নীদেবীর অর্চ্চনা করিয়াছেন, কত প্রার্থনা করিয়াছেন, কত কোটি কোটি বার স্তুতি নতি

করিয়াছেন ও বলিয়াছেন, দেবি! কাত্যায়নি! আজ আমাদের ব্রতের শেষ দিন, কিন্তু যদি আমাদের কোন অপরাধ বশতঃ কিংবা বৈগুণ্যবশতঃ আমরা আমাদের জীবনের জীবন ব্রজরাজনন্দনকে না পাই, তাহা হইলে আমাদের জীবনেরও আজই শেষ দিন! আজ আমরা পতিরূপে ব্রজরাজনন্দনকে লাভ না করিয়া আর আমাদের গৃহে ফিরিয়া যাইব না।

গোপকুমারীগণ প্রত্যহ যেমন কাত্যায়নী পূজার পরই নিজ নিজ গৃহে চলিয়া যান, ব্রতশেষ দিনে তাঁহারা তাহা না করিয়া যমুনাতীরেই রহিলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আজ ত আমাদের ব্রত শেষ, কিন্তু এখনও ত ব্রজরাজনন্দন আসিয়া আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন না। এখনও বোধ হয় তাঁহার প্রাতর্ভোজনাদি সমাপন হয় নাই, তাই বুঝি তাঁহার আসিতে বিলম্ব হইতেছে। যাহা হউক, যতক্ষণ তিনি এখানে আসিয়া আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ না করেন, আমরা ততক্ষণ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করি। এই কথা মনে করিয়া গোপকুমারীগণ কৃষ্ণের অপেক্ষায় পথের দিকে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া যমুনাতীরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই ভাবে সমুৎকণ্ঠিতচিত্তে একদৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের আগমনপথের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে, গোপকুমারীগণ মনে করিলেন যে—"আমাদের কাত্যায়নীপূজারূপ মহাযজ্ঞের অবসান হইয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের এখনও যজ্ঞশেষে অবশ্য কর্ত্তব্য অবভৃত স্নান করা হয় নাই, সেজন্য আমাদের যজ্ঞ অপূর্ণ আছে বলিয়া বোধ হয় এখনও আমরা আমাদের যজ্ঞফল পাইতেছি না। অতএব আর কালবিলম্ব না করিয়া আমাদের এখনই অবভৃত স্নান সমাপন করা কর্ত্তব্য"। সমবাসনা বিশিষ্ট গোপকুমারীগণ সকলেই যুগপৎ এইকথা মনে করিয়া আবার যমুনাবগাহনের জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং সকলেই পরিধেয় বসন উন্মোচন করিয়া যমুনার তরঙ্গক্ষিপ্তজলে ভিজিয়া যাইতে না পারে এইরূপ কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী শুষ্কতীরভূমিতে বসন স্থাপন করিয়া সকলেই যমুনার জলে অবতরণ করিলেন এবং ঘনকৃষ্ণবর্ণ সুবিস্তৃত যমুনাবক্ষ দেখিয়া সকলেরই কৃষ্ণবক্ষ স্ফূর্ত্তি হইল ও মহাভাবাবেশে আত্মহারা হইয়া কৃষ্ণবক্ষ আলিঙ্গনের মত যমুনাবক্ষে নিজবক্ষ স্থাপন করিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে সঞ্চালিত, উৎক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত ও আন্দোলিত হইয়া পরমানন্দে জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। জলক্রীড়া করিতে করিতে তাঁহাদের হৃদয়ে বিবিধ কৃষ্ণক্রীড়া স্ফূর্ত্তি হইয়া গেল, তখন আর তাঁহারা নির্ব্বাক্ থাকিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণগুণগান করিতে করিতে যমুনার তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া ভাসিয়া নানারঙ্গে জলবিহার করিতে লাগিলেন—দেখিলে মনে হয় যেন, অসংখ্য সবাক্ ও সচল কনক-কমলিনী যমুনাবক্ষ আলোকিত করিয়া প্রস্ফুটিত হইয়াছে এবং তাহাদের মধুর তানে যমুনাবক্ষ হইতে তীরভূমি ও কাননভূমি পর্য্যন্ত মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। অথবা যেন কমলিনীকুল আকুলপ্রাণে ব্যাকুল আহ্বানে মধুসূদনকে জানাইতেছে যে—আমরা বুকভরা প্রেমমধু লইয়া তোমারই অপেক্ষায় এই সতরঙ্গ যমুনাবক্ষে অবস্থান করিতেছি। হে মধুসূদন। তুমি না আসিলে আমাদের এই ব্যর্থ জীবন যমুনাজীবনে বিসর্জ্জন দিয়া সকল তাপ শান্তি করিব।

কাত্যায়নী পূজা মহাযজ্ঞের অবসানে গোপকুমারীগণ যখন যমুনায় অবতরণ করিলেন তখন তাঁহারা তাঁহাদের পরিধেয় বসন উন্মোচন করিয়া যমুনাতীরে স্থাপন করিলেন এবং নগ্নাবস্থায় যমুনাবগাহন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের উলঙ্গ হইয়াই যমুনাবগাহন করিতে হইবে এরূপ কোনও অভিসন্ধি ছিল না। তাঁহারা প্রত্যহই এইরূপ নগ্নাবস্থাতেই যমুনাবগাহন করিতেন। "নদ্যাঃ কদাচিদাগত্য তীরে নিক্ষিপ্য পূর্ব্ববৎ। বাসাংসি—"প্রভৃতি শ্লোকে "পূর্ব্ববৎ" শব্দে স্পষ্টই জানা যায় যে গোপকুমারীগণ অন্যান্য দিনেও যেমন যমুনাতীরে বস্ত্র রাখিয়া নগ্নাবস্থায় যমুনাবতরণ করিতেন, ব্রত শেষ দিনেও তাঁহারা তাহাই করিয়াছিলেন। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীবৈষ্ণবতোষণীকার

বলিয়াছেন—"পূর্ব্ববদিতি সদৈব তাসাং নগ্নতয়া স্নানমিত্যাদিকং বোধ্যতে।" শ্লোকস্থ "পূর্ব্ববৎ" শব্দে জানা যায় যে গোপকুমারীগণ প্রত্যহই নগ্নাবস্থাতেই স্নান করিতেন।

গোপকুমারীগণ নগ্নাবস্থায় যমুনাবগাহন করিয়াছেন বলিয়া মস্তিষ্ক বিকৃতি করা কিংবা কোনপ্রকার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাদির কল্পনা করা বোধ হয় প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োজন হয় না। কেননা তাঁহারা যে বয়সে নিতান্ত বালিকা, তাহা "হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকাঃ" প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যায় বিশেষ ভাবেই আলোচিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সাতবৎসর বয়ঃক্রমকালে তদপেক্ষা ন্যূনবয়স্কা গোপকুমারীগণ যে কাত্যায়নী ব্রত করিয়াছিলেন তাহা শ্রীমদ্ভাগবত সমালোচনায় স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং তিন চারি বৎসর বয়স্কা গোপকুমারীগণ নগ্নাবস্থায় স্নান করিয়াছেন বলিয়া কোন প্রকার অন্যায় বা অশ্লীল ভাবের সূচনা হইয়াছে বলিয়া মনে স্থান দেওয়া উচিত নহে। বিশেষতঃ যে দেশে গোপকুমারীগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কাত্যায়নী ব্রত করিয়াছিলেন, সে দেশে বহুস্থানে অদ্যাপি বয়ঃপ্রাপ্ত রমণীগণের পর্য্যন্ত নগ্নাবস্থায় স্নান করা প্রচলিত আছে। অতএব সে দেশের প্রচলিত প্রথানুসারেও ইহাতে কোন প্রকার দোষারোপ করার সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা শাস্ত্র সমালোচনা না করিয়া কেবলমাত্র বাজারে প্রচলিত বস্ত্র হরণের ছবি দেখিয়াই বস্ত্র হরণের সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন, তাঁহারা কোন প্রকার কুধারণা পোষণ করিতে পারেন সন্দেহ নাই, কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্র সমালোচনায় শ্রীভগবানের লীলাদি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ ধারণাও লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে নানাবিধ ব্যর্থ বিষয় সমালোচনা না করিয়া গোপকুমারীগণের প্রেমমহিমার দিকে দৃষ্টিপাত করাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশস্কন্ধ তৃতীয়াধ্যায় কলিকাল বর্ণন প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে—"ধর্ম্মং বক্ষ্যন্ত্যধর্ম্মজ্ঞা অধিরুহ্যোত্তমাসনং" "কলিকালে যাঁহারা ধর্ম্মের লেশমাত্রেরও ধার ধারেন না, তাঁহারাও উত্তমাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিবেন"। সুতরাং কলি-প্রেরিত অনেক শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা আছেন যে তাঁহারা প্রকৃত সিদ্ধান্ত আচ্ছাদন করিয়া অপসিদ্ধান্তে জগৎ মাতাইয়া দিতেছেন এবং অজ্ঞসমাজে তাঁহাদের অপব্যাখ্যাই প্রকৃত ব্যাখ্যা-রূপে গৃহীত ও আদৃত হইতেছে। এই সমস্ত পণ্ডিতচূড়ামণিগণ বলিয়া থাকেন যে "গোপকুমারীগণের বস্ত্র হরণের অর্থ প্রকৃত প্রস্তাবে বস্ত্রহরণ নহে, তাহা মায়ানিবৃত্তি মাত্র। তাঁহারা যে পরিধেয় বস্ত্র উন্মোচন করিয়া যমুনা অবতরণ করিলেন, তাহার অর্থ এই যে—তাঁহারা মায়ামুক্ত হইয়া যমুনায় স্নান করিলেন। কৃষ্ণ তাঁহাদের বস্ত্র হরণ করিলেন অর্থাৎ তাঁহাদের মায়া হরণ করিলেন", ইত্যাদি। ইহাতে আমাদের কিছু বক্তব্য না থাকিলেও জিজ্ঞাস্য এই যে—গোপীগণের বস্ত্র যদি মায়ারই প্রতীক হয়, তাহা হইলে কি গোপীগণ, বস্ত্র হরণের পর হইতে আর বস্ত্র পরিধান করেন নাই? কিন্তু পরবর্ত্তী শ্লোকে দেখা যায় যে—

তাস্তথাবনতা দৃষ্ট্বা ভগবান্ দেবকীসুতঃ। বাসাংসি তাভ্যঃ প্রায়চ্ছৎ করুণস্তেন তোষিতঃ॥

শ্রীভগবান্ গোপকুমারীগণকে তাঁহারই আদেশানুসারে প্রণত হইতে দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং করুণার্দ্র হৃদয়ে তাঁহাদের বস্ত্র প্রত্যর্পণ করিলেন। গোপকুমারীগণের বস্ত্র যদি মায়াই হয়, তাহা হইলে শ্রীভগবান্ আবার পরম প্রীত হইয়া কৃপা পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে মায়ার আবরণে আবৃত করিলেন কেন?

কলিপ্রেরিত আধ্যাত্মিকতাবাদী মহোদয়গণের নিকট এইরূপ বহু প্রশ্নই করা যাইতে পারে, কিন্তু গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে এবং প্রয়োজনীয়তা বুদ্ধিতে তাহা করা হইল না, দুই একটি ইঙ্গিত মাত্র করা হইল। মোট কথা, যে কোন শাস্ত্রেরই এই প্রকার আধ্যাত্মিকতা করা হউক না কেন, তাহা কিছুতেই সর্ব্বাংশে সামঞ্জস্য করা যাইবে না। সুতরাং শ্রীধরস্বামী, শ্রীপাদ জীব গোস্বামী, শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী, শ্রীপাদ বিজয়

ধ্বজতীর্থ প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়।

যাহা হউক, তিন চারি বৎসর বয়স্কা গোপকুমারীগণের নগ্নতা বিচার করিতে গিয়া বিকৃত মস্তিষ্কে নগ্ন হইয়া নৃত্য করা অপেক্ষা স্থিরচিত্তে এই সমস্ত বালিকাগণের প্রেমব্যবহারের সমালোচনা করিতে পারিলে অনেক প্রকার ভক্তি সিদ্ধান্তের আবিষ্কার হইবে সন্দেহ নাই। গোপকুমারীগণের নগ্নাবস্থায় যমুনাবগাহন করা বালিকা-সুলভ ব্যবহারেরই পরিচয় প্রদান করিতেছে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহাদের কৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার ব্যাকুলতা এবং সেজন্য অপতিতনিয়মাবলম্বনে কাত্যায়নী পূজা করা প্রভৃতি কোন কার্য্যই বালিকার মত নহে। বোধ হয় শতজন্মের অভিজ্ঞতা একত্র মিলিত হইলেও এই বালিকাগণের আন্তরিকভাব ও বাহ্যব্যবহারের কোটি অংশের একাংশকণিকাও লাভ করা যায় কিনা সন্দেহ। গোপকুমারীগণের বালিকাবয়সেই যে প্রগাঢ় কৃষ্ণানুরাগ এবং পতিরূপে কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও সেজন্য প্রাণপণে কাত্যায়নীব্রতানুষ্ঠানাদির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে স্পষ্টই মনে হয় যে—কোটি কোটি মহাবিজ্ঞ সমাজ অনুসন্ধান করিলেও কাহারও বৃদ্ধবয়সেও—এতাদৃশ কৃষ্ণানুরাগের লেশগন্ধসম্বন্ধও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। গোপকুমারীগণের বালিকাবয়সেই এইরূপ কৃষ্ণানুরাগ সমালোচনা করিয়া কেহ কেহ বলেন যে পদ্মপুরাণে যে সমস্ত ঋষিগণের কথা জানা যায়, তাঁহারাই বোধ হয় এই সমস্ত গোপকুমারীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—

পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ। রামং দৃষ্ট্বা হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্॥

তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে। হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ॥ (পদ্মপুরাণম্)

ত্রেতাযুগে দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ, শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিয়া ভাববিশেষের উদ্দীপনায় নিজোপাস্য শ্রীগোপাল-দেবকে সম্ভোগ করিবার কামনায় অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার পর সেই সমস্ত ঋষিগণ স্ত্রীদেহে গোকুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং নিজের মনের মত ভাবে তাঁহাদের মনোহর হরিকে পাইয়া চির সঞ্চিত বাসনা পূর্ণ করিয়া-ছিলেন। এই সমস্ত দণ্ডকারণ্যবাসি ঋষিগণই গোপকুমারীরূপে ব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মের সাধনাই আজ ব্রজে আসিয়া পূর্ণ হয়। বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীও এ সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত প্রদর্শন করিয়াছেন—

তাভিরেবায়ং মন্ত্রে দৃষ্টোঽস্তীতি কেচিদাহুঃ পদ্মপুরাণানুসারেণ পূর্ব্বজন্মনি শ্রীরঘুনাথাবতারে তাসামেব ঋষিত্বাৎ। (বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী)

কোন কোনও বিজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন যে এই সমস্ত গোপকুমারগণই "কাত্যায়নি মহামায়ে" প্রভৃতি মন্ত্র সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। "পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে" প্রভৃতি পদ্মপুরাণীয় বচনানুসারে জানা যায় যে ইঁহারাই পূর্ব্বজন্মে শ্রীরঘুনাথাবতারে দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষি ছিলেন।

সুতরাং গোপকুমারীগণ দেহে নবীনা হইলেও ভাবে নবীনা নহেন। চতুর্ব্বিংশ চতুর্যুগের ত্রেতাযুগে যখন শ্রীভগবান্ রামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হন, তখন ইঁহারা দণ্ডকারণ্যে ঋষি ছিলেন এবং সেই সময় হইতে পতিরূপে কৃষ্ণ-প্রাপ্তির তীব্র লালসায় সাধনানুষ্ঠান করিতে করিতে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণাবতারকালে ইঁহারা ব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং বালিকা বয়সেই তাঁহাদের পূর্ব্বসিদ্ধ ভাবের আবির্ভাব হওয়ায় পতিরূপে কৃষ্ণ-প্রাপ্তির জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া কাত্যায়নী ব্রতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের দণ্ডকারণ্যের তীব্র সাধনাতেই মায়ামুক্তি, অষ্টপাশ মুক্তি প্রভৃতি সমস্তই হইয়া গিয়াছে; এখন ইঁহারা সিদ্ধদেহে সাক্ষাৎ কৃষ্ণের সহিত

সম্বন্ধ লাভের জন্য লালায়িত হইয়া নানাবিধ প্রেমব্যবহারে রত হইয়াছেন। ইঁহাদের এবারকার কাত্যায়নী পূজা কোনও প্রকার সাধনানুষ্ঠান নহে, ইহা সিদ্ধদেহে কৃষ্ণের সহিত প্রেমব্যবহারেরই বিলাস মাত্র। নচেৎ পতিরূপে কৃষ্ণপ্রাপ্তি এতই সুলভ নহে যে তাহা এক মাসের সাধনাতেই লাভ হইতে পারে। এক মাসের সাধনায় কেহ কোন প্রকার জাগতিক তুচ্ছ কার্য্যও সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না, কৃষ্ণপ্রাপ্তি ত কল্পনারও অতীত। অজ ভব শেষ সনক নারদাদি পর্য্যন্ত কৃষ্ণের সহিত যে সম্বন্ধের ধারণাও করিতে পারেন না, সে সম্বন্ধ কি এতই সহজ-লভ্য যে, গোপকুমারীগণ একমাস কাত্যায়নী পূজা করিয়াই তাহা লাভ করিলেন? অতএব ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে গোপকুমারীগণ জন্মান্তরীণ তীব্র সাধনায় দেহ গেহাদির সম্বন্ধমুক্ত হইয়া কেবলমাত্র কৃষ্ণপ্রাপ্তির উৎকণ্ঠা লইয়া ব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই ভাবে অধীর হইয়া তাঁহারা বৃন্দাদেবীর আদেশানুসারে কাত্যায়নী পূজা করিয়া আজ তাহার শেষ দিনে উপনীত হইয়াছেন এবং আজ নিশ্চয়ই কৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমাদের তাঁহার চরণ-সেবিকারূপে গ্রহণ করিবেন এই আশায় বুক বাঁধিয়া সমুৎকণ্ঠিতচিত্তে কৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষায় কিছুক্ষণ অতিবাহিত করিয়া পরিশেষে তাঁহারা যমুনায় অবতরণ করিয়াছেন এবং তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে তরঙ্গের তালে তালে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণগুণগান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের দেহ বালিকার মত হইলেও তাঁহাদের কৃষ্ণানুরাগ বালিকার মত নহে। তাই তাঁহাদের দৈহিক ব্যবহার বালিকার মত হইলেও প্রেমব্যবহার অতুলনীয়।

গোপকুমারীগণের কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য বলবতী আশা, তীব্র সমুৎকণ্ঠা এবং কৃষ্ণনাম গানের অদম্য রুচি দেখিয়া মনে হয় যে—সাধক ভক্তগণ ভক্ত্যঙ্গযাজন করিয়া ক্রমশঃ অনর্থ নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, আসক্তি প্রভৃতি ভূমিকা অতিক্রম করিয়া যখন ভাবরাজ্যে উপস্থিত হন, তখন তাঁহাদের কয়েকটি ভাবচিহ্ন দেখা যায়—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা। আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ।
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে। ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ)

সাধক ভক্তগণের হৃদয়ে যখন কৃষ্ণ-প্রেমের পূর্ব্বাবস্থার প্রকাশ পায়, তখন ক্ষান্তি, অব্যর্থকালতা প্রভৃতি নয় প্রকার অনুভাব (বাহ্যচিহ্ন) দেখা যায়। তাহার মধ্যে সর্ব্ববিধ প্রাকৃত সুখ দুঃখ উপেক্ষা করিবার শক্তির নাম ক্ষান্তি। কৃষ্ণপ্রসঙ্গ ব্যতীত এক নিমিষ কালও বৃথা অতিবাহিত না করার নাম অব্যর্থকালতা। সর্ব্ববিধ প্রাকৃত বিষয়ে অনাসক্তির নাম বিরক্তি। সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইয়াও সেজন্য কোন প্রকার স্পর্দ্ধা কিংবা গর্ব্ব না থাকার নাম মানশূন্যতা। "কৃষ্ণ নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন" এই প্রকার দৃঢ় বিশ্বাসের নাম আশাবন্ধ। কৃষ্ণ-প্রাপ্তির লালসায় আন্তরিক উদ্বেগ বশতঃ ক্ষণকাল বিলম্ব করিতেও অক্ষমতার নাম সমুৎকণ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণের নামগুণ রূপ লীলাদি কীর্ত্তনে পরমানন্দের উদ্রেক হওয়ায় সর্ব্বদাই তাহা করিবার জন্য বলবতী ইচ্ছা—নামগানে সদা রুচি। কৃষ্ণের গুণ বর্ণনা করিবার জন্য সর্ব্বদাই উন্মুখ হইয়া থাকা—তদ্গুণাখ্যানে আসক্তি। শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান মাত্রেরই দর্শন, স্পর্শন, প্রভৃতিতে অত্যধিক আনন্দ লাভ করা—তদ্বসতিস্থানে প্রীতি। সাধক ভক্তগণের হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমের পূর্ব্বাবস্থা প্রকাশ পাইলেই এই নয়প্রকার লক্ষণ দেখা যায়, তাহার পর প্রেমবৃদ্ধি অনুসারে এই নয়প্রকার লক্ষণেরও সমধিক বৃদ্ধি ও পরিপূর্ণতা লক্ষিত হয়।

গোপকুমারীগণ এই অবস্থা অতিক্রম করিয়া আরও অনেক উচ্চপদে আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রেমলাভের পর ব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং সাক্ষাৎ কৃষ্ণদর্শন ও নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপরিকরগণের সঙ্গমহিমায় স্নেহমান প্রণয়াদিক্রমে অনুরাগ পর্য্যন্ত লাভ করিয়া তাহার পর কৃষ্ণের সহিত মিলন প্রত্যাশায় বৃন্দাদেবীর আদেশ-

ক্রমে ক্যাত্যায়ী পূজা সমাধান করিয়া এখন "ঐ কৃষ্ণ আসিতেছেন" বলিয়া সমুৎকণ্ঠিতচিত্তে পলকে পলকে তীব্র বিরহ যন্ত্রণা অনুভব করিতেছেন। ইহাদের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে ক্ষান্তি, অব্যর্থকালতা প্রভৃতি নববিধ লক্ষণের চরম বৃদ্ধি এবং পূর্ণ পরিণতিই দেখা যায়। উপস্থিত তাঁহারা 'আজ কৃষ্ণ নিশ্চয়ই আসিবেন এবং আমাদের পত্নীরূপে গ্রহণ করিবেন" বলিয়া সুদৃঢ় আশাপাশে বুক বাঁধিয়া সমুৎকণ্ঠিতচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম গান করিতে করিতে যমুনায় জলক্রীড়া করিতেছেন। সুতরাং তাঁহাদের আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা এবং নামগানে সদারুচি এই ত্রিবিধ লক্ষণ সুস্পষ্ট এবং সুপরিণতরূপেই প্রকাশ পাইতেছে। ইহা ছাড়া ই'হাদের অবস্থা ও ব্যবহার সমালোচনা করিলে ক্ষান্তি, অবর্থকালতা প্রভৃতি লক্ষণ সমূহেরও পরিপূর্ণতারই পরিচয় পাওয়া যায়।

গোপকুমারীগণ উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণগান, মনে মনে কৃষ্ণচিন্তা এবং যমুনাতীরে কৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষায় কালাতিপাত করিতেছেন; সুতরাং তাঁহাদের কায, মনো, বাক্য এই তিনে একতান হইয়া তাঁহাদিগকে সর্ব্ববিধ বাহ্যাভিনিবেশের অতীত করিয়া দিয়াছে, কাজেই তাঁহারা আজ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ব্রজবাসী নরনারীগণের অজ্ঞাতে নিজগৃহে যাওয়ার কথাও বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যোদয়ের পর এক প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, তাহাও কৃষ্ণপ্রাপ্তির আশা ও উৎকণ্ঠায় গোপকুমারীগণ জানিতে পারেন নাই, তাঁহারা তখনও পূর্ব্ববৎ উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনামগান করিতে করিতে যমুনার তরঙ্গে তরঙ্গে মন্দ মন্দ সমান্দোলিত কনক-কমল-কলিকার ন্যায় হেলিয়া দুলিয়া প্রেমাবেশে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু অনন্তশক্তিনিকেতন ব্রজরাজনন্দনের লীলাশক্তি এবং কৃপাশক্তির এমনই মাহাত্ম্য যে, এতক্ষণ ব্রজের কোনও নরনারী এই গোপকুমারীগণের কাত্যায়নী পূজার স্থানে স্নান কিংবা জলাহরণাদির জন্য আগমন করেন নাই কিংবা তাঁহাদের এই প্রাণখোলা উচ্চ কৃষ্ণগানে কাহারও কর্ণপাত হয় নাই। এমন কি গোপকুমারীগণের পিতা মাতা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন নাই যে তাঁহাদের শিশু-কন্যাগণ তাঁহাদের গৃহে নাই। শ্রীকৃষ্ণের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তিপ্রভাবে ব্রজের সকলেই মুগ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলা সম্পাদনের অনুকূল ভাবেই পরিচালিত হইতে লাগিলেন।

ব্রজরাজনন্দন প্রত্যহ প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া মুখ প্রক্ষালন, দন্তধাবন এবং শ্রীদাম সুবলাদি গোপ-বালকগণসহ গোদোহন করেন, তাহার পর গৃহে আসিয়া স্নান ও নববস্ত্র পরিধানান্তে গোপবালকগণ পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীবলদেব সহ মা যশোদার আন্তরিক আদর যত্ন ও স্নেহরসসিক্ত চর্ব্বচুষ্যাদি বিবিধ সুরসাল অন্ন ভোজন করেন। পরে মা যশোদা তাঁহাকে গোষ্ঠের বেশে সাজাইয়া দিলে তিনি শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকগণ পরি-বেষ্টিত হইয়া শ্রীবলদেবের স্কন্ধে অঙ্গ হেলাইয়া মধুর তানে মুরলী বাদন করিতে করিতে দিবা প্রথম প্রহরের শেষভাগে গোচারণার্থ বনাভিমুখে গমন করেন। গোপকুমারীগণের ব্রতশেষ দিনেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের ন্যায় ব্রজ-রাজনন্দন, দিবা প্রথম প্রহরের শেষভাগে শ্রীবলদেব ও শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকবর্গসহ গোচারণের জন্য বনভূমিতে আগমন করিয়াছেন এবং গোপবালকগণসহ নানাভাবে হাস্য লাস্য নৃত্য বুর্দ্দন হৈ হৈ হারে রে রে রব সহ গোষ্ঠক্রীড়া আরম্ভ করিয়াছেন।

এদিকে নিভৃতে যমুনা-বক্ষোবিহারিণী গোপকুমারীগণের মিলিত কণ্ঠোত্থিত কৃষ্ণগানধ্বনি ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া যমুনাবক্ষ মুখরিত ও তীরভূমি কাননভূমি প্রভৃতি প্রতিনাদিত করিয়া যে বনে কৃষ্ণ, গোপবালকগণসহ গোষ্ঠক্রীড়ায় রত আছেন, সেই বনে গিয়া উপস্থিত হইল এবং কৃষ্ণের লীলাশক্তির অদ্ভুত মহিমায় সেই ধ্বনি কেবলমাত্র কৃষ্ণেরই কর্ণগোচর হইল। যদিও গোপবালকগণ এবং শ্রীবলদেব, কৃষ্ণের নিকটেই ছিলেন, তথাপি গোপকুমারীগণের অনুরাগ ও উৎকণ্ঠা মিশ্রিত কৃষ্ণনামগান তাঁহারা কেহই শুনিতে পাইলেন না।

এইরূপে গোপকুমারীগণের অনুরাগগীতি কর্ণগোচর হইলে শ্রীকৃষ্ণ পরম প্রীতি লাভ করিলেন এবং তাহা

দিগের নিকটে যাইবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। যদ্যপি অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিনিকেতন ব্রজরাজনন্দন ইচ্ছামাত্রেই সমস্ত কার্য্যের সমাধান করিতে সমর্থ, তথাপি তিনি গোপকুমারী-গণের শুদ্ধপ্রেমে আত্মহারা হইয়া অসংখ্য গোপবালক ও বলদেবের নিকট হইতে কি ভাবে গোপনে গোপকুমারী-গণের নিকটে উপস্থিত হইবেন, তাহার উপায় চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। বিশেষতঃ "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" এই গীতাবাক্যে জানা যায় যে, শ্রীভগবান্‌কে যে, যে ভাবে ভজনা করে, তিনি সেই ভাবেই তাহার মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। গোপকুমারীগণ ব্রজরাজনন্দনকে কোনদিনই ঈশ্বরভাবে ভাবনা করেন নাই, তাঁহারা পরমসুন্দর রসিকশেখর শ্যামসুন্দরকে ব্রজরাজনন্দনরূপেই চিরদিন ভাবনা করিয়াছেন এবং সেই রূপেই তাঁহাকে পতিভাবে পাইবার জন্য কাত্যায়নীদেবীর অর্চ্চনা করিয়াছেন। তাঁহারা চিরদিনই ব্রজরাজনন্দনের মাধুর্য্যে আত্মহারা হইয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্যানুসন্ধানের অবসর পান নাই। তাঁহারা যদি ব্রজরাজনন্দনকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পতিরূপে পাইবার জন্য তাঁহারই চরণে শরণাগত হইতেন। গোপকুমারীগণ তাঁহাকে গোপবালক বলিয়া জানেন বলিয়াই পরমেশ্বরী কাত্যায়নীদেবীর অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিয়াছেন। শুদ্ধ প্রেমের রীতিই এই যে তাহাতে শ্রীভগবানের স্বরূপ কিংবা ঐশ্বর্য্যের কথা ভুলিয়া তাঁহার মাধুর্য্যসিন্ধুতে চিত্ত নিমগ্ন হইয়া যায় এবং সখা, পুত্র কিংবা প্রাণবল্লভরূপে তাঁহাকে পাইবার জন্য মনঃপ্রাণ ব্যাকুল হইয়া পড়ে।

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেন ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে। মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ।
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যদাহৃতম্॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

শ্রীকপিলদেব তাঁহার জননী দেবহূতিকে বলিয়াছেন, গঙ্গাজলপ্রবাহ যেমন পর্ব্বতগুহা হইতে নির্গত হইয়া অবিচ্ছিন্ন ধারায় সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হয়, কিন্তু সে সমুদ্রের গাম্ভীর্য্য কিংবা সমুদ্রে রত্নাদি আছে কিনা সে সমস্ত অনু-সন্ধান রাখে না, সেইরূপ যাহার চিত্তবৃত্তিপ্রবাহ আমার গুণাকৃষ্ট হইয়া আমার ঐশ্বর্য্যাদির সংবাদ না লইয়া অবিচ্ছিন্ন গতিতে আমারই দিকে ধাবিত হয়, তাহার ভক্তির নাম নির্গুণা ভক্তি। শুদ্ধাভক্তি, উত্তমাভক্তি, অহৈতুকী ভক্তি প্রভৃতি এই নির্গুণা ভক্তিরই নামান্তর।

গোপকুমারীগণ এই নির্গুণা ভক্তি কিংবা শুদ্ধ প্রেমের ধারণায় কৃষ্ণকে পরমমোহন ব্রজরাজনন্দন ব্যতীত আর কিছুই জানেন না। যদিও তাঁহাদের প্রাণবল্লভ ব্রজরাজনন্দন অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিসমন্বিত স্বয়ং ভগবান্, তথাপি তাঁহারা প্রেমান্ধদৃষ্টিতে তাহা কদাপি ধারণা করিতে পারেন না। প্রেমাধীন শ্রীভগবান্‌ও এ সমস্ত শুদ্ধ প্রেমবতীর প্রেমে আত্মহারা হইয়া নিজের সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া গিয়া মুগ্ধ গোপবালকের ন্যায়ই ব্যবহার করিয়া থাকেন। সেইজন্যই তিনি গোপবালিকাগণের অনুরাগগীতি শুনিয়া তাহাদের নিকট যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন ও মনে মনে চিন্তা করিলেন যে "এই সমস্ত গোপবালকগণ এবং অগ্রজ বলদেবের অজ্ঞাতে কেমন করিয়া সেই অনুরাগিণী গোপকুমারীগণের নিকটে যাইব।"

যোগেশ্বরেশ্বর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, এক বৃক্ষমূলস্থিত শিলাখণ্ডে উপবেশন করিয়া গোপকুমারীগণের নিকট যাইবার উপায় চিন্তায় নিমগ্ন, এদিকে সমস্ত গোমহিষাদি পশুগণ অগ্রবর্ত্তি ভূখণ্ডে সুকোমল তৃণ দেখিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইল। তাহা দেখিয়া বলদেব, শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, ভাই! তুমি বোধ হয় বনভ্রমণে পরিশ্রান্ত হইয়াছ; সুতরাং তুমি এই স্থানে বিশ্রাম কর, আমি শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকগণকে লইয়া ধেনুপালের নিকট গমন করি। এই কথা বলিয়া বলদেব শ্রীকৃষ্ণের নিকট চারিজন গোপবালককে রাখিয়া শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকগণসহ ধেনুপালের পাছে পাছে দূর বনাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এইরূপে বলদেব এবং শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকগণ ধেনুপালের পাছে পাছে অগ্রসর হইয়া কৃষ্ণের দৃষ্টিপথের

বহির্ভূত হইয়া গেল। কৃষ্ণ তখন নিজ নিকটবর্ত্তি চারিজন গোপবালকসহ নিভৃত যমুনাতীরে যেখানে গোপকুমারীগণের কণ্ঠধ্বনি শুনা যাইতেছে সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

অজ-ভব-শেষ-সনকাদি যোগেশ্বরগণ পর্য্যন্ত যে-স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণধূলিকণিকা লাভের জন্য সর্ব্বদাই লালায়িত থাকেন, সেই যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গোপকুমারীগণের শুদ্ধপ্রেমে এমনই আত্মহারা যে, তিনি তাঁহার নিত্যসিদ্ধ সর্ব্বজ্ঞতাশক্তিতে গোপকুমারীগণের অন্তরের ভাব না বুঝিযা কেবল তাঁহাদের অনুরাগ-গীতি কাণে শুনিয়াই বুঝিলেন যে তাঁহারা তাহার চরণে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। তাহার পর তিনি কোন প্রকার যোগৈশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া গোপকুমারীগণের মনোবাসনা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াও মুগ্ধ নরলীলার অনুকরণ করিয়া গোপকুমারীগণের কণ্ঠধ্বনি অনুসরণে তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ধন্য শুদ্ধ প্রেমের মহামহিমা। আর ধন্য সেই প্রেমাধীন স্বয়ং ভগবানের প্রেমাধীনতা।।

শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপকুমারীগণের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইলেন, তখন দাম, সুদাম, বসুদাম ও কিঙ্কণি নামক চারিজন গোপবালক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে আরম্ভ করিল। এই সমস্ত গোপবালকগণ দুই তিন বৎসর বয়স্ক এবং স্ত্রীপুরুষ-ভেদজ্ঞানরহিত। ইহারা শ্রীকৃষ্ণকে বড়ই ভালবাসে বলিযা সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের নিকটে থাকে, কৃষ্ণ যখন গোচারণ করিবার জন্য বনে গমন করেন, তখন ইহারা মাতৃক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া "ভাই কানাই" "ভাই কানাই" বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয। ইহাদের এই শুদ্ধ ভালবাসায় মোহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণও কখনও ইহাদের সঙ্গ ছাড়া করেন না। তাই আজ শ্রীকৃষ্ণ, গোপকুমারীগণের সহিত প্রেমালাপ করিতে যাইবার সময়েও ইহাদের সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছেন। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ যখন ধ্রুব প্রহ্লাদাদি ভক্তগণের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাদের দর্শন দিয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রিত ভক্তির অনুরূপ ঈশ্বর মূর্ত্তিতেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু গোপকুমারীগণ কৃষ্ণকে যে ভাবে পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ঈশ্বররূপে দর্শন দিলে তাহা তাঁহাদের প্রেমানুরূপ হয় না, কাজেই তিনি গোপবালকরূপে হাস্য পরিহাসাদি ভঙ্গিতে তাঁহাদের দর্শনদান ও মনোরথ পূরণ করিবার জন্য চারিজন গোপবালককে সঙ্গে লইযা যাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীদাম-সুবলাদি গোপবালকগণকে ছাড়িয়া এই সমস্ত স্ত্রীপুরুষ ভেদজ্ঞানরহিত গোপবালকগণকে সঙ্গে লইয়া গোপকুমারীগণের নিকট যাইতেছেন বলিয়া ইহাও মনে হয় যে, যাহাদের স্ত্রীপুরুষভেদজ্ঞান আছে তাহাদের বোধ হয় গোপীসহ গোপীনাথের কোন লীলা দর্শনাদিরও অধিকার নাই।

শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত গোপবালকগণকে সঙ্গে লইযা গোপকুমারীগণের নিকট গমন করিয়াছিলেন, গৌতমীয় তন্ত্রে অর্চ্চনা প্রসঙ্গে তাঁহাদের নামোল্লেখ দেখা যায়—

দামসুদামবসুদামকিঙ্কিণির্গন্ধপুষ্পকৈঃ। অন্তঃকরণরূপাস্তে কৃষ্ণস্য পরিকীর্ত্তিতাঃ।
আত্মাভেদেন তে পূজ্যা যথা কৃষ্ণস্তথৈব তে॥ (গৌতমীয়তন্ত্রং)

শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনার পর দাম, সুদাম, বসুদাম ও কিঙ্কণি নামক চারিজন গোপবালকগণকে গন্ধপুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিবে; এই চারিজনও শ্রীকৃষ্ণের মনঃ, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার রূপ চতুর্বিধ অন্তঃকরণ সদৃশ। অতএব শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভেদবুদ্ধিতেই ইহাদের অর্চ্চনা করা উচিত। শ্রীকৃষ্ণও যেমন পূজ্য সেইরূপ এই সমস্ত কৃষ্ণসখা গোপবালকগণও কৃষ্ণোপাসকগণের পূজ্য। ইহাতে মনে হয় যে শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপকুমারীগণের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাদের নিকট গমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার

পরমান্তরঙ্গ পার্যদ দাম সুদামাদি চারিজন গোপবালককেই সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ক্রমদীপিকা তন্ত্রে এই চারিজন গোপবালকেরও ধ্যান পরিদৃষ্ট হয়—

জঙ্ঘান্তপীবরটীর-তটী-নিবদ্ধ ব্যালোল-কিঙ্কিনিঘটা-ঘটিতৈরটদ্ভিঃ।

মুগ্ধৈস্তরক্ষু-নখকল্পিতকণ্ঠভূষৈরব্যক্তমঞ্জুবচনৈঃ পৃথুকৈঃ পরীতম্॥ (ক্রমদীপিকা)

"নিতম্বদেশ পর্য্যন্ত স্থূলতর কটিতটে শব্দায়মান কিঙ্কিনীদাম বেষ্টিত; বাল্যাবেশে নিরন্তর চঞ্চলগতি ও অতি মুগ্ধ, গলদেশে ব্যাঘ্রনখপরিশোভিত এবং অব্যক্তমধুর অস্ফুটবচন প্রযোগশীল গোপবালকপরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিবে।" এই ক্রমদীপিকাবর্ণিত ধ্যানে জানা যায় যে শ্রীকৃষ্ণের সহচর বালকগণ অতি অল্পবয়স্ক এবং তাহাদের স্পষ্টরূপে কথা বলিবারও সময় হয় নাই ও তাঁহারা কিঙ্কিনীদামপরিশোভিত কটিতে নগ্নাবস্থায় বিচরণ করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ, এই প্রকার চারিজন অস্ফুটবচন ও স্ত্রীপুরুষ-ভেদজ্ঞানরহিত গোপবালকগণকে সঙ্গে লইয়া ধীরে ধীরে গোপকুমারীগণের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং গমন কালে সেই সমস্ত গোপবালকগণের সহিত নানাবিধ বালকোচিত হাস্য পরিহাসাদি করিতে লাগিলেন। এই ভাবে তিনি যতই গোপকুমারীগণের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহাদের কণ্ঠোত্থিত অনুরাগগীতি স্ফুট হইতে স্ফুটতর হইয়া তাঁহার কর্ণবিবরে প্রবেশ করিতে লাগিল এবং তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার প্রবল বাসনা আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতে লাগিল।

যদিও গোপকুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য কাত্যায়নী দেবীর অর্চ্চনা করিয়াছেন এবং কাত্যায়নী দেবীই তাঁহাদের পূজার ফলদাত্রী, তথাপি সর্ব্বকর্ম্মের ফলপ্রদাতা সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের কাত্যায়নী পূজার প্রত্যক্ষ ফলরূপ স্বয়ংই তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইবার জন্য দ্রুতপদবিক্ষেপে যমুনার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইহাতে মনে হয় যে গোপকুমারীগণ যেমন কৃষ্ণপ্রাপ্তির তীব্র ব্যকুলতায় কাত্যায়নী দেবীর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে "হে দেবি! আমাদের পিতা মাতা যদি আপনার কৃপায় আমাদের সহিত কৃষ্ণের বিবাহ ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে অনেক বিলম্ব হইবে, সুতরাং পিতা মাতা প্রভৃতি অভিভাবকবর্গকে ব্যবধানে না রাখিয়া আপনিই আমাদের কৃষ্ণের সহিত বিবাহ সংঘটন করিয়া দিয়া আমাদের জীবন রক্ষা করুন," সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও গোপকুমারীগণের প্রগাঢপ্রেমের ব্যাকুলতায় এমনই আত্মহারা হইয়াছেন এবং তাঁহাদের নিজ প্রেয়সীরূপে গ্রহণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে তাঁহারও "কাত্যায়নীদেবী আসিয়া মিলন করিয়া দিবেন" এই বিলম্ব সহ্য করিবার শক্তি নাই বলিয়া কাত্যায়নীদেবীকে ব্যবধানে না রাখিয়া স্বয়ংই গোপকুমারীগণের নিকট গমন করিতেছেন। বিশেষতঃ জগতেও যিনি যে কোনও দেবতারই আরাধনা করুন না কেন, সেই সেই দেবতা শ্রীকৃষ্ণেরই মূর্ত্তিভেদ এবং শ্রীকৃষ্ণই সেই সেই দেবতা রূপে সাধকের সর্ব্বসিদ্ধি দান করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত আছে যে—

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি। তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে। লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—হে অর্জ্জুন! যে যে ভক্ত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে যে দেবতার অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে, আমি সেই সেই দেবতাতেই তাহাদের অচলা শ্রদ্ধা প্রদান করিয়া থাকি। সাধকগণ, মৎপ্রদত্ত শ্রদ্ধা সহকারে সেই দেবতার আরাধনা করিয়া নিজ নিজ অভিলষিত ফল লাভ করিয়া থাকে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমিই তাহাদের ফলদাতা।

তাসাং বাসাংস্যুপাদায় নীপমারুহ্য সত্বরঃ। হসদ্ভিঃ প্রহসন্ বালৈঃ পরিহাসমুবাচ হ॥ ৯

অত্রাগত্যাবলাঃ কামং স্বং স্বং বাসঃ প্রগৃহ্যতাম্। সত্যং ব্রুবাণি নো নর্ম্ম যদ্‌যূয়ং ব্রতকর্শিতাঃ॥১০

অতএব গোপকুমারীগণের কাত্যায়নীপূজার শ্রদ্ধা বিশ্বাসাদি কৃষ্ণেরই জন্য এবং তাঁহাদের অভিলষিত ফল-প্রাপ্তিও কৃষ্ণেরই আয়ত্তাধীন। তবে বিশেষ কথা এই যে—সাধারণ স্থলে সাধকগণ, শ্রীভগবানের যে মূর্ত্তির আরাধনা করেন, শ্রীভগবান্ সেই মূর্ত্তিতে তাঁহাদের সাধন ফল প্রদান করেন। কিন্তু গোপকুমারীগণের কৃষ্ণই অভিলষিত ফল বলিয়া কৃষ্ণ, কাত্যায়নীরূপে তাঁহাদের অভিলষিত ফল প্রদান না করিয়া স্বয়ংই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

গোপকুমারীগণ কাত্যায়নীদেবীর অর্চ্চনা করিয়া পতিরূপে কৃষ্ণকে পাইয়া তাঁহারই চরণ সেবনের আশায় কাত্যায়নীদেবীর অর্চ্চনা করিয়াছেন। কাজেই গোপকুমারীগণের বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিবার জন্য সর্ব্বফলদাতা কৃষ্ণই স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছেন।

"নদ্যাং কদাচিদাগত্য" প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—"অতএবোৎসবার্থং কুমারিভিস্তাভিঃ সমানবাসনত্বেন প্রণয়াস্পদীভূতা বৃষভানুনন্দিন্যাদ্যা অপি নিমন্ত্র্যানীতাঃ। পূজাসমাপ্ত্যনন্তরং তাভিঃ সহৈবাবভৃথস্নানোদ্দেশ্যোঽয়ং জলবিহারো জ্ঞেয়ঃ"।

ব্রতপূর্ণদিনে গোপকুমারীগণ, তাঁহাদেরই মত কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য সর্ব্বদাই লালায়িত এবং তাঁহাদের পরম প্রেমাস্পদ শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোপরমণীগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া যমুনাতীরে আনিয়াছিলেন। কাত্যায়নীপূজার পর গোপকুমারীগণ তাঁহাদিগকে লইয়াই কাত্যায়নীপূজা মহাযজ্ঞের অবভৃথ স্নান করিবার জন্য যমুনাবগাহন এবং জলবিহার করিয়াছেন।

শ্রীপাদ জীব গোস্বামী কিংবা শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর টীকায় এভাবের কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, তবে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী তাঁহার বিদগ্ধমাধব নাটকের তৃতীয়াঙ্কে বর্ণনা করিয়াছেন যে—"গোপীগণ, শ্রীকৃষ্ণের সহিত নানাবিধ হাস্য পরিহাস করিতে করিতে তাঁহাকে ইঙ্গিতে "চোর" বলিলেন; তাহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিলেন—আমাদের মত লোক কি কখনও স্ত্রীধন-হারী হইতে পারে? তদুত্তরে গোপীগণ বলিলেন, যেখানে কাত্যায়নী পূজা হইয়াছিল, সেখানকার কদম্ববৃক্ষই তাহার সাক্ষী আছে।" ইহাতে বুঝা যায় যে শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোপরমণীগণও শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণ বৃত্তান্ত জানেন বলিয়াই শ্রীপাদ রূপগোস্বামীরও ধারণা ছিল॥ ৬-৮

**অন্বয়ঃ।**—সত্বরঃ (ত্বরয়া সহিতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) তাসাঃ (গোপকুমারীণাং) বাসাংসি (যমুনাতীরস্থিতানি তাসাং পরিধেয়বস্ত্রানি) উপাদায় (উপাদেয়ত্বেন গৃহীত্বা সমীপত এব গৃহীত্বা ইতি বা) নীপম্ আরুহ্য (সত্বরমেব কদম্ববৃক্ষমারুহ্য) হসদ্ভিঃ (হাস্যপরৈঃ) বালৈঃ (দাম-বসুদামাদিচতুর্ভির্বালকৈঃ সহ) প্রহসন্ (উচ্চৈঃ হাস্যং কুর্ব্বন্) পরিহাসং (সনর্ম্ম যথা স্যাত্তথা) উবাচ হ (স্ফুটং কথয়ামাস)॥ ৯

**মূলানুবাদ।**—শ্রীকৃষ্ণ অতি চঞ্চলভাবে যমুনাতীরস্থ বস্ত্রগুলি আহরণ করিয়া কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন এবং হাস্যপরায়ণ বালকগণের সহিত হাস্য করিতে করিতে নানাবিধ পরিহাস বচন বলিতে লাগিলেন॥ ৯

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—বালৈঃ সহ সত্বরং ভীত ইব ত্বরাযুক্তঃ পরস্পরং তূষ্ণীমাসাদ্য তাসাং বাসাংসি প্রয়োজন-বিশেষায় উপাদেয়ত্বেন গৃহীত্বা নীপমারুহ্য চ স্বৈরঃ সন্ তৈরেব হসদ্ভিঃ সহ স্বয়ঞ্চ প্রহসন্ তেন চ হাসেন কৃতানুসন্ধানাঃ সপ্রণয়েষ্যং জ্ঞাস্যেবাজ্ঞাত্বেব চাক্রবাণঃ প্রতি পরিহাসমিতি। কথং শীতজলে চিরং বত কম্পমানাস্তিষ্ঠথ উত্থায়াদ্রং পরিত্যজ্য শুষ্কমেব বাসঃ পরিধীয়তামিতি তদেবং কর্ম্ম ভবানেব ভবানিব ইতি ন্যায়েন নাযুক্তমিত্যাদি মিথঃসম্বাদ-পুরঃসরং সনর্ম্মবাক্যমিত্যর্থঃ। হ স্ফুটমেবোবাচ ইত্যর্থঃ। বালৈরিতি তৎখেলনার্থং পূর্ব্বৈব প্রৌঢানাং তন্নিকট-সম্বন্ধিনাঞ্চ পরিত্যাগেণ বালকৈরেব সখিভিস্ততো নাবস্থম্॥ ৯

ন ময়োদিতপূর্ব্বং বা অনৃতং তদিমে বিদুঃ।
একৈকশঃ প্রতীচ্ছধ্বং সহৈবোত সুমধ্যমাঃ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—অবলাঃ (হে গোপকুমার্য্যঃ।) কামং (যথেচ্ছং অসঙ্কোচেনেত্যর্থঃ) অত্র (মৎসন্নিধৌ কদম্বমূলে) আগত্য স্বং স্বং বাসঃ (নিজনিজবস্ত্রং) প্রগৃহ্যতাং (পরিচিত্য গৃহ্যতাং)। যৎ (যস্মাৎ) ব্রতকর্শিতাঃ (ব্রতানুষ্ঠান-শ্রান্তাঃ অতএব তপস্বিন্যঃ) [তস্মাৎ] সত্যং ব্রবাণি (যথার্থমেব কথয়ামি) নো নর্ম্ম (ব্রতকর্শিতাভির্যুষ্মাভিঃ সহ পরিহাসং নৈব করবাণি)॥ ১০

মূলানুবাদ।—হে গোপকুমারীগণ! তোমরা যথেচ্ছভাবে এই কদম্বমূলে আসিয়া নিজ নিজ বস্ত্র পরিচয় করিয়া গ্রহণ কর। তোমরা সকলেই তপস্বিনী; সুতরাং আমি তোমাদের নিকট সত্য কথাই বলিতেছি, কোন প্রকার পরিহাস করিতেছি না॥ ১০

শ্রীধরটীকা।—নীপং কদম্বম্। বাসৈঃ সহ॥৯॥ হে অবলাঃ। নো নর্ম্ম ন পরিহাসঃ। যস্মাদ্যূয়ংব্রতশ্রান্তাঃ॥১০

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—পরিহাসোক্তিমেবাহ অত্রেতি দ্বাভ্যাম্। অত্রাগত্য ইতি নির্ভরস্বদৃষ্টিবিষয়ং দর্শয়তি তত্রৈব বস্ত্রপক্ষে পর্য্যাপ্তিরিতি ব্যাজেন। কামং যথেষ্টং প্রকর্ষেণ গৃহ্যতামিতি ঋটীত্যাগমনায় তাঃ প্রোৎসাহয়তি, তথা স্বস্যৌদাসীন্যেন চৌর্য্যেঽপ্যৌদাসীন্যম্। অত্র চ ইমানি কেনচিচ্চোরেণাপহৃত্য কদম্বেঽস্মিন্ গোপ্যমানানি ময়া দূরাদ্দৃষ্ট্বা সমাগতমিতি সূচয়তি। স্বং স্বমিতি সর্ব্বাভিরেবাগত্য নিজং নিজং গৃহ্যতাং নত্বেকয়া দ্বিত্রাভিঃ কতিভিশ্চিদ্বা সর্ব্বাসামেব গ্রহীতব্যং, কদাচিদ্ যুষ্মাসু কপটযুবতীভিঃ পরিবর্ত্তিতাপীতি ভাবঃ। গূঢ়োভাবস্তু এবোহ্যঃ। নন্ন তবোক্তৌ ন প্রতীমস্তত্রাহ সত্যমিতি। ব্রবাণী ত্যার্য্যং ব্রবাণীত্যর্থঃ। ব্রবাণীতেব্য ক্বচিৎ পাঠঃ। নন্ন নর্ম্মণা মিথ্যাপি ব্রূয়াঃ তত্রাহ নো নর্ম্ম ইতি। নম্বেতদপি তব নর্ম্মৈবেত্যাহ হে অবলাঃ। যদ্যূয়মিতি। অবলাসু তারুণ্যাদ্যপ্রাপ্ত্যা বলমপ্রাপ্তাসু তত্রাপি ব্রতকৃশাসু তপস্বিনীষু নর্ম্মণোঽত্যযোগ্যত্বাদিতি ভাবঃ। অনেন চ স্বয়ং ন চোরিতং কিন্তুন্যৈনৈবেতি ব্যজ্য পুনরৌদাসীন্যব্যঞ্জকনর্ম্মণা তাসাং মনঃ ক্ষোভয়তি, অধুনা কিং কর্ত্তুং শক্নুথেতি ভীতিদর্শননর্ম্মণা সান্ত্বয়তেতি চ। যদ্বা যদি নর্ম্ম ন ভবতি তহ্যম্বরাণি কথং গৃহীবাদিতি চেত্তত্রাহ—অবলা ইতি। যূয়মবলা তত্রাপি ব্রতকৃশাঃ অতো যত্র দুষ্টো নরো বানরো বাগত্য ক্রীড়ারসপরাণামনবহিতাদাম্ অংশুকাদ্যাদত্তৎ তদা মম রাজপুত্রত্বাৎ মহতী লজ্জা স্যাদিত্যভি-প্রেত্য গৃহীতানি তানি নতু নর্ম্মার্থমিতি ভাবঃ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—সুমধ্যমাঃ (হে ক্ষীণমধ্যাঃ সুন্দর্য্যঃ।) ময়া অনৃতং (অসত্যং) ন বা (নৈব) উদিতপূর্ব্বং (উক্ত-পূর্ব্বং, ময়া কদাপি অনৃতং নোক্তমিত্যর্থঃ)। তৎ (অনৃতং ময়া নোক্তপূর্ব্বমিতি) ইমে (মৎসহচরাঃ) বিদুঃ (জানন্তি) [অতো যূয়ং] একৈকশঃ সহৈব বা উত (অথবা সর্ব্বা মিলিতাঃ সত্যঃ অত্রাগত্য) প্রতীচ্ছধ্বং (স্ববাসাংসি গৃহ্ণীত)॥১১

মূলানুবাদ।—হে সুন্দরীগণ! আমি যে মিথ্যা কথা বলি না, আমার এই সহচর বালকগণ তাহা বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছে। তোমরা একে একে কিংবা সকলে মিলিত হইয়া এই কদম্বমূলে আসিয়া নিজনিজ বস্ত্র গ্রহণ কর॥১১

শ্রীধরটীকা।—একৈকশো বা আগত্য স্বীকুরুত সহৈব বা ন তত্রাস্মাকমাগ্রহ ইত্যর্থঃ॥ ১১

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—নন্ন সপ্রহাসোক্তেরসত্যত্বৈবা গম্যতে তত্রাহ নেতি। উদিতপূর্ব্বং পূর্ব্বপূর্ব্বম্ উক্তং বস্তুৎ অনৃতং মিথ্যা নৈব ভবতি। যদ্বা। অনৃতং ন ময়া উদিতপূর্ব্বং কদাচিদপ্যনৃতং পূর্ব্বং নোদিতমিত্যর্থঃ। তচ্চ ইমে মম সহচরা বিদুঃ এবামেব মদীয়াশেষবৃত্তিজ্ঞানাৎ। নন্ন তদবয়স্যা অপি ত্বৎসদৃশা ইতি চেত্তত্রাহ একৈকশ আগত্য স্বীয়ং বস্ত্রং গৃহ্ণীত। যদি পূর্ব্বপূর্ব্বস্যাগমস্তথা স্যাত্তদৈব উত্তরোত্তরাভির্দ্বচনং মিথ্যা মত্বা নাগন্তব্যমিতি ভাবঃ। অহো প্রথমোত্থানে সর্ব্বাসামসম্মতিঃ স্যাতথিতাযাঞ্চ কস্যাঞ্চিদস্যাসাং ক্রমঘটনা দুর্ঘটা স্যাদিতি কিমেবং বিলম্বাচরণেন বা মম বচসি মনসি চ কাপি বক্রতা নাস্ত্যেবেতি বোধয়ন্ পক্ষান্তরমাহ সহেতি। উত বাশব্দার্থে। হে সুমধ্যমা ইতি

তস্য তৎ ক্ষ্বেলিতং দৃষ্ট্বা গোপ্যঃ প্রেমপরিপ্লুতাঃ।
ব্রীড়িতাঃ প্রেক্ষ্য চান্যোন্যং জাতহাসা ন নির্যযুঃ॥ ১২

কৃশমধ্যানাং যুষ্মাকং শীতাম্ভসি চিরমুদ্ধস্থিতির্মাং কৃপযতীতি ভাবঃ। যুষ্মাকং মধ্যভাগাদিসৌন্দর্য্যমেব দ্রষ্টুমিষ্যতে নচ বস্ত্রেরেতৈ র্মৎপ্রয়োজনমিতি তু নিগূঢ়ো ভাবঃ॥ ১১

**অন্বয়ঃ।**—গোপ্য (গোপকুমার্য্যঃ) তৎ (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) ক্ষেলিতং (রহস্যপরিহাসং) দৃষ্ট্বা প্রেমপরিপ্লুতাঃ (প্রেমরসনিমগ্না অভবন্) [কিন্তু] ব্রীড়িতা (স্ত্রীজাতিত্বেন লজ্জিতাঃ সত্যঃ) অন্যোন্যং (পরস্পরং) প্রেক্ষ্য (অবলোক্য) জাতহাসাঃ (মৃদুহাস্যসমন্বিতাশ্চ সত্যঃ) ন নির্যযুঃ (নৈব জলাদুত্তেরুঃ)॥ ১২

**মূলানুবাদ।**—শ্রীকৃষ্ণের এই রহস্য পরিহাস দেখিয়া গোপকুমারীগণ একেবারে আনন্দরসে মগ্ন হইয়া গেলেন এবং পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন, কিন্তু লজ্জাবশতঃ কেহই যমুনা-জল হইতে তীরে উঠিলেন না॥ ১২

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—প্রেমপরিপ্লুতা ইতি গোপীবিশেষণত্বেন স্বভাবত এব প্রেমবিশেষবত্যঃ সম্প্রতি তু তৎ ক্ষেলিতং পরিহাসোক্তিং দৃষ্ট্বা জ্ঞাত্বা অধিকপ্রেমরসে নিমগ্না ইত্যর্থঃ। তত্র চ জাতিস্বভাবেন ব্রীড়িতাঃ। ব্রীড়য়া হর্ষেণ চান্যোন্যং প্রেক্ষ্য জাতহাসাশ্চ সত্যো ন নির্যযুঃ॥ ১২

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, দামসুদামাদি চারিজন গোপশিশুসহ হাস্যপরিহাসাদি করিতে করিতে যমুনাতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে—যমুনাবক্ষঃ আলোকিত করিয়া অসংখ্য গোপকুমারীগণ তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া ভাসিয়া জলক্রীড়া করিতেছেন এবং তাঁহাদের কণ্ঠোত্থিত গানের তান যমুনাবক্ষঃ আনন্দমুখরিত করিয়া তীরভূমি ও কাননভূমি প্রতিনাদিত করিতেছে। ব্রজরাজনন্দন যমুনাতীরে আসিয়া তাঁহাদের অনিন্দ্য-সুন্দর অনুরাগমাখা মূর্ত্তি দেখিয়া ভাবে বিভোর হইয়া গেলেন এবং কখন্ তাঁহার উপর তাঁহাদের দৃষ্টিপাত হইবে, সেই অপেক্ষায় স্থির হইয়া কদম্বমূলে দাঁড়াইয়া রহিলেন; কিন্তু গোপকুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণ-গানাবেশে এমনই আত্মহারা যে তাঁহারা তাঁহাদের কাত্যায়নীব্রতের মূর্ত্তিমান ফল নিকটে পাইয়াও তাহা গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না।

যোগেশ্বরেশ্বর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, গোপকুমারীগণের শুদ্ধ প্রেম এবং অনুরাগগীতিতে আকৃষ্ট হইয়া পতি-রূপে তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য যমুনাতীরে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু কৃষ্ণগানানন্দে আত্মহারা গোপ-কুমারীগণ তাহা জানিতে পারিলেন না। শ্রীভগবান্ যখন ধ্যানমগ্ন ধ্রুবের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন ধ্রুবও ধ্যানাবেশে তাঁহার আগমন লক্ষ্য করিতে পারেন নাই, শ্রীভগবান্ তখন তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে ধ্রুবের হৃদয় হইতে ধ্যেযমূর্ত্তি অপসারণ করিলেন এবং তাহাতে ধ্রুবের ধ্যান ভঙ্গ হইল। কিন্তু গানানন্দে আত্মহারা গোপকুমারীগণের নিকটে আসিয়া শ্রীভগবান্ কোনও প্রকার অচিন্ত্যশক্তি প্রকাশ করিয়া গোপকুমারীগণের গান-ভঙ্গ করিতে সমর্থ হইলেন না। ধ্যানপরায়ণ ভক্তগণ, ধ্যেযমূর্ত্তিকে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া ধ্যানানন্দে আত্মহারা হইয়া যান, কিন্তু তাহাতে ধ্যেযমূর্ত্তিকে আত্মহারা করা যায় না। গানপরায়ণ ভক্তগণের গানের মহিমা আর কি বলিব, তাহাতে ভক্তগণ নিজে ত আত্মহারা হনই, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের গানের গেয় শ্রীভগবান্ পর্য্যন্ত আত্মহারা হইয়া যান, কাজেই তখন আর তাঁহার কোনপ্রকার অচিন্ত্যবৈভব প্রকাশের কথা মনে থাকে না। গোপকুমারীগণ তাঁহাদের পরমপ্রিয় গোপরাজনন্দনকে পতিরূপে পাইবার জন্য কাত্যায়নী ব্রতানুষ্ঠান করিয়া কাত্যায়নী দেবীর কৃপায় "আজই আমরা আমাদের ব্রজরাজনন্দনকে পতিরূপে পাইব" এই আশায় বুক বাঁধিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতেছেন। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ যোগেশ্বরেশ্বর হইয়াও তাঁহাদের প্রেমানুরূপ মুগ্ধগোপবালকমূর্ত্তিতেই তাঁহাদের নিকট আসিয়াছেন এবং সেই ভাবেই তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন।

যমুনাতীরে আসিয়া ব্রজরাজনন্দন কিছুক্ষণ অনিমিষনয়নে যমুনাবিহারিণী অনুরাগিণী গোপকুমারীগণের দিকে চাহিয়া থাকিলেন, তাহার পর তিনি তাঁহাদের সহিত রহস্যালাপ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া নিজের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য কখনও বা নিজসঙ্গী গোপবালকগণের সহিত উচ্চরবে কথা বলেন, কখনও বা উচ্চ হাস্য করেন, কখনও বা সশব্দে যমুনাতীরে পদচারণ করেন, কিন্তু কিছুতেই কৃষ্ণগান-রস-মগ্না গোপকুমারীগণের দৃষ্টি তাঁহার উপর নিপতিত হইল না। এই প্রকারে নানাবিধ উপায়ে গোপকুমারীগণের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াও যখন শ্রীভগবান্ ব্যর্থমনোরথ হইলেন, তখন তিনি উপায়ান্তরের অনুসন্ধানে যেমন ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিলেন, অমনই তিনি দেখিলেন যে যমুনাতীরস্থ শুষ্ক ভূমিতে গোপকুমারীগণ কর্তৃক সযত্নে রক্ষিত অসংখ্য বিচিত্র বসন রহিয়াছে। তাহা দেখিয়াই ব্রজরাজনন্দন মনে করিলেন যে এইবার গোপকুমারীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং তাঁহাদের সহিত হাস্য-কৌতুকাদি করিবার বিশেষ সুযোগ পাওয়া গিয়াছে। তখন আর তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া মৃদু পদবিক্ষেপে গোপকুমারীগণের বিচিত্রবসনাবলীর দিকে অগ্রসর হইলেন। তখন তাঁহার অদ্ভুত গতিভঙ্গি ও অঙ্গভঙ্গি দেখিয়া গোপবালকগণ আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের উচ্চহাস্যে পাছে গোপকুমারীগণ সেদিকে দৃষ্টি-পাত করেন, এই কথা মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তখন হস্তসঙ্কেত করিয়া গোপবালকগণকে হাস্য করিতে নিষেধ করিলেন এবং ধীরে ধীরে সেই বসনাবলীর নিকটস্থ হইলেন।

বদ্ধা কেশান্ যমিতপরিধির্নূপুরে মূকয়িত্বা। বারং বারং পরিজনকথাং বারয়ন্ ভ্রূবিজৃম্ভৈঃ॥
ন্যঞ্চৎ কায়শ্চকিতনয়নো গোপযত্নস্মঙ্গৈঃ। গূঢ়স্মেরো বসনমহরচ্চৌরিরাভীরিকাণাম্॥
আচ্ছাদ্য গাত্রৈঃ সহসাম্বরাণি, মূকীকৃতাশেষবয়স্যবর্গঃ। শনৈঃ শনৈর্নীপভুজাধিরূঢ়স্তদাভিমুখ্যং হরিরুল্ললাস।

(আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ)

ব্রজরাজনন্দন যখন গোপকুমারীগণের বসনসমীপে গমন করিতে উদ্যত হইলেন, তখন তিনি মস্তকস্থ কেশ-কলাপ দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিলেন, পরিধেয় বসন সংযত করিয়া কটিতটে বাঁধিলেন, চরণের নূপুরদ্বয় ঊর্দ্ধদিকে স্থাপন করিয়া নীরব করিলেন এবং বারংবার ভ্রূভঙ্গি করিয়া সঙ্গী গোপবালকগণকে কথা বলিতে নিষেধ করিলেন। তাহার পর তিনি চকিতনয়নে বারে বারে গোপকুমারীগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে গোপকুমারীগণ দেখিতে না পান এই ভাবে নিজ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি নত, বক্র ও গুপ্ত করিয়া এবং বিশেষ চেষ্টায় হাস্য সম্বরণ করিয়া গোপকুমারী-গণের সমস্ত বস্ত্রগুলি হরণ করিলেন। তাহার পর তিনি গোপকুমারীগণের বস্ত্রগুলি সংযত করিয়া নিজাঙ্গ দ্বারা আচ্ছাদন করিলেন এবং সঙ্কেতে গোপবালকগণকে কোনও কথা বলিতে বারণ করিয়া ধীরে ধীরে কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া যে স্থান হইতে গোপকুমারীগণকে দেখিতে পাওয়া যায় এবং গোপকুমারীগণ তাঁহাকে দেখিতে পান এইরূপ স্থানে উপবেশন করিয়া গোপকুমারীগণের বসনহর হরি, পরম আনন্দিত ও উল্লসিত হইলেন।

যদিও অসংখ্য গোপকুমারীগণের বসন সমূহ একত্র মিলিত করা এবং তাহা সংযত করিয়া একেবারে লইয়া আসা কিছুতেই সম্ভবপর নহে, কিংবা প্রতিবারে সম্ভবমত কয়েকখানি করিয়া লইয়া আসিয়া একত্র মিলিত করাও অল্প সময়সাধ্য নহে, তথাপি, শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণের সঙ্কল্প প্রকাশ হওয়ামাত্র তাঁহার পরমাচিন্ত্য লীলাশক্তিপ্রভাবে অনায়াসেই এই কার্য্য সংঘটিত হইল এবং ইহার জন্য শ্রীকৃষ্ণের কোন প্রকার চেষ্টা বা বিবেচনা করিতে হইল না। গোপকুমারীগণের শুদ্ধ প্রেমপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ যদিও মুগ্ধ গোপবালকের ন্যায়ই ব্যবহার করিতেছেন, তথাপি মনে রাখা উচিত যে, তিনি যোগেশ্বরেশ্বর এবং স্বয়ং ভগবান্। তিনি যতই মুগ্ধ বালক সাজিয়া লীলা করুন না কেন, তাঁহার লীলাশক্তির অচিন্ত্যপ্রভাবে তাঁহার সঙ্কল্পিত কোন লীলাই অপূর্ণ থাকে না। কাজেই তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই অসংখ্য গোপকুমারীগণের পরিধেয় বসনসমূহ একত্র মিলিত, শ্রীকৃষ্ণের কক্ষতলে লুক্কায়িত এবং

নিমেষমধ্যে কদম্বমূলে সমানীত হইয়া গেল। কৃষ্ণ তখন তাড়াতাড়ি কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া তাহার শাখা প্রশাখায় বসনসমূহ সুবিন্যস্তভাবে স্থাপন করিলেন এবং কদম্ববৃক্ষের কিঞ্চিৎ নিম্নতর অংশে আসিয়া বৃক্ষকাণ্ডে পৃষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া বাম চরণ লম্বিত ও বাম জানুর উপর দক্ষিণ চরণ সংন্যস্ত করিয়া উপবেশন করিলেন এবং যমুনানীর-বিহারিণী গোপকুমারীগণের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কদম্ববৃক্ষের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণে যত্নবান্ হইলেন।

তখন গোপকুমারীগণ যেমন হঠাৎ একবার যমুনাতীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, অমনই কদম্ববৃক্ষে তাঁহাদের কাত্যায়নীব্রতের মূর্ত্তিমান্ ফলস্বরূপ ব্রজরাজনন্দনকে দেখিয়া একেবারে প্রেমাবেশে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা তখন কি বলিবেন, কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া অনিমেষনয়নে কদম্ববৃক্ষের দিকে চাহিয়া নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দভাবে যমুনানীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এদিকে কদম্ববৃক্ষোপরিস্থিত ব্রজরাজনন্দনও গোপকুমারীগণকে তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া ভাবাবেশে আত্মহারা হইয়া কিছুক্ষণ তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর নানাবিধ বাগ্‌ভঙ্গি-দ্বারা তাঁহাদের মৌন ভঙ্গ করিয়া তাঁহাদের সহিত প্রেমালাপ করিবার জন্য সহাস্যবদনে পরিহাসচ্ছলে বলিলেন—ও গোপকুমারীগণ! আমার এই কদম্ববৃক্ষের শাখায় শাখায় কে এতগুলি বস্ত্র বিন্যাস করিয়াছে তাহা বলিতে পার কি? আমি গোচারণের জন্য বনে আসিয়া দূর হইতে যেমন আমার এই পরমপ্রিয় কদম্ববৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, অমনই দেখিলাম যে, আমার কদম্ববৃক্ষের প্রতি শাখা প্রশাখায় অসংখ্য বিচিত্র বসন সংলগ্ন রহিয়াছে। তাহাতে আমি বিস্ময়ান্বিত হইয়া মনে করিলাম, আমার কদম্ববৃক্ষে কি আজ পুষ্পফলাদির পরিবর্ত্তে বিচিত্র বসন উদ্ভূত হইয়াছে? তাহার পর আমি এই পরমাশ্চর্য্য ঘটনার তথ্য জানিবার জন্য গোচারণ পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে কদম্ববৃক্ষতলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তাহাতেও প্রকৃত ব্যাপার ধারণা করিতে না পারিয়া কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া বস্ত্রের নিকটে গিয়া বুঝিলাম যে—এই বস্ত্রসমূহ আমার কদম্ববৃক্ষের পুষ্পফলাদি নহে, কে যেন কি অভিসন্ধিতে আমার কদম্ববৃক্ষের শাখা প্রশাখায় এতগুলি বস্ত্র বাঁধিয়া রাখিয়াছে। তাহার পর যমুনার দিকে চাহিয়া দেখিলাম যে তোমরা যমুনাবক্ষে জলক্রীড়া করিতেছ ও মধুরস্বরে গান করিতেছ। এই নিভৃত যমুনাতীরে অপর ত কেহ নাই, কাজেই এই বিস্ময়াবহ ব্যাপারের তথ্য জানিবার জন্য অগত্যা তোমাদের নিকটই জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য হইলাম, তোমরা কি এ সম্বন্ধে কিছু জান?

ব্রজরাজনন্দনের এই পরিহাসপূর্ণ বাক্যাবলী যেন গোপকুমারীগণের কর্ণে সুধাধারা বর্ষণ করিল। তাহার পর তাঁহারা যেমন সসম্ভ্রমে কদম্ববৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, অমনই দেখিলেন যে রসিকেন্দ্রচূড়ামণি ব্রজরাজনন্দন, তাঁহাদের পরিধেয় বসনগুলি লইয়া বৃক্ষশাখায় স্থাপন করিয়াছেন। ব্রজরাজনন্দনের এই পরিহাসময় কার্য্য তাঁহাদের ভাবের পরম অনুকূল বলিয়া তাঁহারা একেবারে আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন, কিন্তু প্রেমস্বভাবসুলভ লজ্জা সঙ্কোচাদিতে তাঁহারা এমনই অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে, কি করিবেন কি বলিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, কেবলমাত্র অন্তরের আনন্দ ও বাহিরের লজ্জা-বিজড়িত মুগ্ধদৃষ্টিতে ব্রজরাজনন্দনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং নয়নভঙ্গিতে বলিলেন—হে শ্যামসুন্দর! তোমার কদম্ববৃক্ষের শাখায় শাখায় আমাদের পরিধেয় বসনই ত নিবদ্ধ রহিয়াছে দেখিতেছি। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে গোপকুমারীগণ! এই সমস্ত বস্ত্র যদি তোমাদেরই হয়, তাহা হইলে উচ্চ কদম্বশাখায় আরোহণ করিল কি প্রকারে? গোপকুমারীগণ নয়নভঙ্গিতে বলিলেন, হে নব-নীতচোর! তুমিই আমাদের বসন চুরি করিয়া কদম্বশাখায় স্থাপন করিয়াছ। ব্রজরাজনন্দন তখন নয়নদ্বয় আরক্ত ও ঘূর্ণিত করিয়া বলিলেন—তোমাদের এতবড় সাহস যে আমি গোপরাজনন্দন জানিয়াও আমাকে চৌরাপবাদে দূষিত করিতেছ, ইহাতে তোমাদের ভাগ্যে কংসরাজের কারাগারে বাস করা পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে, তাহা কি

তোমরা বুঝিতে পারিতেছ না? তখন গোপকুমারীগণ যেন একটু ভীত ও নম্রদৃষ্টিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, হে গোপরাজনন্দন। অকারণে ক্রুদ্ধ হইও না, তুমিই একবার ভাল করিয়া বস্ত্রগুলি দেখিয়া বিচার করিয়া বল যে এগুলি স্ত্রীবস্ত্র না পুরুষবস্ত্র। গোপরাজনন্দন বলিলেন, হে বুদ্ধিমতীগণ। আমি অনেক্ষণ পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে আমার কদম্ববৃক্ষে কতকগুলি স্ত্রীবস্ত্রই নিবদ্ধ রহিয়াছে, কিন্তু স্ত্রীবস্ত্র হইলেই যে তোমাদেরই হইবে, এমন কি প্রমাণ আছে? জগতে কি তোমরা ভিন্ন আর কোনও রমণী নাই? এই কথা শুনিয়া গোপবালিকাগণ ইঙ্গিতে বলিলেন, হে পুরুষ-শেখর। জগতে অনেক রমণী আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই নির্জ্জন যমুনাতীরস্থ বনভুমিতে আমরা ভিন্ন আর কোনও রমণী কি গতাগতি করে? ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, অয়ি নির্জ্জন-বিহারিণীগণ! জগতে তোমরা ব্যতীত আর কোন রমণীই কি নির্জ্জনের খেলা জানে না? গোপকুমারীগণ, লজ্জাবিজড়িত-দৃষ্টিতে ইঙ্গিত করিলেন, হে বক্রবুদ্ধে। আমরা এই নির্জ্জন বনে ক্রীড়া করিতে আসি না, আমরা প্রত্যহ কদম্বদেবতা শ্রীদুর্গার অর্চ্চনা করিবার জন্য এই কদম্বমূলে আগমন করিয়া থাকি। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—জগতে কি তোমরা ভিন্ন আর কেহ দুর্গা পূজা করে না? গোপকুমারীগণ, মস্তক সঞ্চালন করিয়া ইঙ্গিত করিলেন,—হে গোপকুমার! এখানে একমাত্র আমরাই দুর্গাপূজা করিয়া থাকি, সত্যই আমরা ব্যতীত আর কেহ এখানে দুর্গাপূজা করিতে আসে না। কৃষ্ণ তখন গম্ভীরস্বরে বলিলেন, অয়ি মুগ্ধবালিকাবৃন্দ! তোমরা কিছুই জান না। প্রত্যহ নিশীথরজনীতে বিমানচারিণী দেবীগণ এই স্থানে আসিয়া দুর্গা পুজা করিয়া থাকেন। গোপকুমারীগণ ইঙ্গিতে জানাইলেন—হে সর্ব্বজ্ঞশিরোমণে! দেবীগণ প্রত্যহ এখানে আসিয়া দুর্গা পূজা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা কদম্বশাখায় বস্ত্র রাখিয়া যাইবেন কেন? কৃষ্ণ বলিলেন—হে ব্রজবালিকাগণ! তোমরা ত জান না—আজ রাত্রিতে আবার সেই দেবীগণ দুর্গাপূজা করিতে আসিবেন, সেইজন্য তাঁহারা যমুনায় স্নান করিয়া শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করিবেন বলিয়া কদম্বশাখায় শুদ্ধবস্ত্র বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। গোপকুমারীগণ হস্ত মুখাদি সঞ্চালনে ইঙ্গিতে বলিলেন—হে গোষ্ঠক্রীড়াবিশারদ! তুমিই জান না যে আমরাই আজ মধ্যাহ্নে দুর্গাপূজা করিব বলিয়া এখন যমুনায় স্নান করিতেছি এবং স্নানান্তে শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করিব বলিয়া বনদেবতা দ্বারা অমাদেরই বস্ত্রগুলি শুদ্ধভাবে কদম্ববৃক্ষের উচ্চ শাখায় স্থাপন করাইয়াছি।

এইভাবে কিছুক্ষণ নানাভঙ্গিতে নর্ম্মবাক্য প্রয়োগ করিয়া নর্ম্মোক্তিচতুর শ্রীকৃষ্ণ গোপকুমারীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে গোপকুমারীগণ। এই কদম্বশাখাস্থিত বস্ত্রগুলি যদি তোমাদেরই হয়, তাহা হইলে আর যমুনার শীতজলে আর্দ্রবস্ত্রে অবস্থান করিয়া কেন বৃথা কষ্টভোগ করিতেছ? উঠিয়া আসিয়া আর্দ্রবস্ত্র পরিত্যাগ কর এবং শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিয়া নিজ নিজ গৃহে গমন কর। এই কথা বলিয়া শ্রীভগবান্ যেন তাহাদের শীতলজলে এতক্ষণ অবস্থান করায় অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সমবেদনাব্যঞ্জক ভাষায় বলিলেন—হে অবলাগণ। আর কেন বিলম্ব করিয়া বৃথা শীতে কষ্ট পাইতেছ? সকলে মিলিয়া এই কদম্বমূলে আসিয়া নিজ নিজ পরিধেয় বসন পরিচয় করিয়া গ্রহণ কর। আমি এতক্ষণ এই কদম্ববৃক্ষে থাকিয়া তোমাদের বস্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছি, অতএব আমাকে পারিতোষিকস্বরূপ তোমাদের প্রত্যেকেরই এক এক গাছি করিয়া হার অর্পণ করিতে হইবে। যাহা হউক, গোপকুমারীগণ। তোমরা যদি সকলে মিলিয়া এই কদম্বমূলে আসিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া নিজ নিজ পরিধেয় বসন দেখাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া কদম্বশাখা হইতে বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া তোমাদিগকে দিতে পারি। নচেৎ তোমরা যদি একজন কিংবা দুইজন আসিয়া সমস্ত বস্ত্র লইয়া যাইতে চাও তাহা হইলে আমি তাহাতে সম্মত হইব না।

ব্রজরাজনন্দন এমনভাবে হস্ত মুখাদি ভঙ্গি করিয়া গম্ভীরস্বরে গোপকুমারীগণকে এই সমস্ত কথা বলিলেন যে, তাহাতে গোপকুমারীগণ প্রেমাবেশে আত্মহারা হইয়া গেলেন এবং ইঙ্গিতে জানাইলেন—হে ধূর্ত্তশিরোমণে!

তোমার নিকট একাকিনী যাইতে আমাদের কখনও সাহস হয় না। একে ত অবলা, তাহার পর যদি একাকিনী তোমার নিকট যাই, তাহা হইলে তুমি যে আমাদের কোন্ বিড়ম্বনায় ফেলিবে, তাহা আমরা ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিতেছি না। অতএব হে দয়ার্দ্রশিরোমণে। যদি আমাদের উপর তোমার এতই দয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের বস্ত্রগুলি যমুনাজলে নিক্ষেপ কর, কিংবা তোমার সহচরগণ দ্বারা পাঠাইয়া দাও, আমাদের একাকিনী তোমার নিকটে যাইতে ভরসা হয় না। গোপকুমারীগণের এইপ্রকার ভঙ্গি বুঝিয়া রসিকেন্দ্রচূড়ামণি ব্রজরাজনন্দন বলিলেন, হে সুমধ্যমাগণ! তোমাদের কি একাকিনী আমার নিকট আসিতে কোন প্রকার দ্বিধা হইতেছে? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তোমরা সকলে মিলিয়াই এই কদম্বমূলে আসিয়া নিজ নিজ বস্ত্র লইয়া যাও। তোমরা যদি সকলে মিলিয়া কদম্বমূলে উপস্থিত হও, তাহা হইলে আমি একাকী তোমাদের বহুজনের সহিত কোনপ্রকার বিড়ম্বনার ব্যবহার করিতেও সমর্থ হইব না, অনায়াসেই তোমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইয়া যাইবে। অতএব হে গোপকুমারীগণ! আর বৃথা বিলম্ব করিয়া যমুনার শীতল জলে অবস্থানজনিত ক্লেশভোগ করিও না এবং আমাকেও এখানে আবদ্ধ করিয়া রাখিও না। আমি তোমাদের বস্ত্র তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া কার্য্যান্তরে গমন করিব। তোমরা একে বালিকা, তাহাতে ক্ষীণাঙ্গী, তাহাতে ব্রতকৃশা, তোমাদের যমুনানীরে এতক্ষণ দণ্ডায়মান থাকায় বিশেষ ক্লেশ বোধ হইতেছে সন্দেহ নাই। সেইজন্য আমিও তোমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া পুনঃ পুনঃ তোমাদের এখানে আসিয়া বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক নিজ নিজ গৃহে গমন করিয়া বিশ্রাম করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। রমণীজাতিসুলভ লজ্জাবশতঃ তোমরা আমার নিকট আসিতে পারিতেছ না বলিয়া মনে হয় না, কারণ, মস্তকই দেহের উত্তমাঙ্গ, কিন্তু তোমরা অবাধে সেই উত্তমাঙ্গ উন্মুক্ত করিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছ, তাহাতে তোমাদের কোনপ্রকার লজ্জাবোধ হইতেছে না, সুতরাং মধ্যমাঙ্গ প্রদর্শনেই বা তোমাদের কি লজ্জা হইবে? যাহাদের উত্তমাঙ্গ প্রদর্শনে লজ্জা নাই, তাহাদের মধ্যমাঙ্গ প্রদর্শন করিতে কোন প্রকার লজ্জা হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, আমি তোমাদের হিতার্থ নানা কথা বলিলাম, এখন তোমাদের যাহা ইচ্ছা করিতে পার। তোমাদের বস্ত্রগুলি কোন প্রকারে নষ্ট হইবে বলিয়াই আমি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এই কদম্ববৃক্ষে বসিয়া তোমাদের বস্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছি এবং তোমরা যমুনার শীতলজলে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ক্লেশভোগ করিতেছ বলিয়া পুনঃ পুনঃ তোমাদের কদম্বমূলে আসিয়া শুষ্কপত্র পরিধান করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। ইহা ব্যতীত ইহাতে আমার কোন প্রকার স্বার্থাভিসন্ধি নাই।

কৃষ্ণানুরাগিণী গোপকুমারীগণ পতিরূপে শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার লালসায় অধীর হইয়া এক মাসকাল কত নিয়ম নিষ্ঠা অবলম্বন এবং তীব্র পরিশ্রম করিয়া কাত্যায়নীদেবীর অর্চ্চনা করিয়া আজ ব্রতশেষ দিনে কৃষ্ণেরই অপেক্ষায় যমুনাতীরে কতক্ষণ বসিয়া থাকিয়া তাহার পর কৃষ্ণেরই নামগুণাদি গান করিতে করিতে যমুনাবক্ষে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছিলেন। এইভাবে তাঁহাদের কতক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, তাহা তাঁহারা কিছুই জানেন না, কিন্তু যখন শ্রীকৃষ্ণের আহ্বানে তাঁহাদের বাহ্যজ্ঞান হইল, তখন তাঁহারা দেখিলেন যে, তাঁহারা যাঁহাকে পাইবার জন্য একমাসকাল কত পরিশ্রম করিয়া কাত্যায়নীদেবীর অর্চ্চনা করিয়াছেন, আজ স্বয়ং তিনিই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন ও হাসিমাখা মুখে প্রাণমাতান স্বরে তাঁহাদেরই লক্ষ্য করিয়া কি যেন বলিতেছেন। তাহার পর যখন গোপকুমারীগণ, শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে কর্ণপাত করিয়া তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিলেন, তখন তাঁহারা দেখিলেন যে তাঁহাদের চির আকাঙ্ক্ষার ধন তাঁহাদেরই নিকটে আসিয়া তাঁহাদের মনের মত কথাই বলিতেছেন। প্রতি কথায় হাস্য, পরিহাস ভ্রূভঙ্গি, মুখভঙ্গি, হস্ত সঞ্চালন প্রভৃতি যাহা কিছু প্রকাশ হইতেছে, তাহা সমস্তই গোপকুমারীগণের ভাবেরই অনুকুল। সুতরাং গোপকুমারীগণের আর আনন্দের সীমা পরিসীমা রহিল না, তাঁহারা সকলেই মনে মনে নিশ্চয় করিলেন যে আমাদের কাত্যায়নীপূজা সর্ব্বাংশে সার্থক হইয়াছে। কিন্তু এখন আমরা কি করিব, আমাদের প্রাণবল্লভ

এবং ব্রুবতি গোবিন্দে নর্ম্মণাক্ষিপ্তচেতসঃ। আকণ্ঠমগ্নাঃ শীতোদে বেপমানাস্তমব্রুবন্ ॥ ১৩

মানযং ভোঃ কৃতাস্ত্বাস্তু নন্দগোপসুতং প্রিযম্। জানীমোঽঙ্গ ব্রজশ্লাঘ্যং দেহি বাসাংসি বেপিতাঃ॥১৪

গোপরাজনন্দনের নিকট গিযা কি তাঁহার চরণদ্বয বক্ষে ধারণ করিযা এত দিনের উদ্বেগ আকাঙ্ক্ষাজনিত তীব্র তাপ শান্তি করিব, না কি আরও কিছুক্ষণ যমুনানীরে অবস্থান করিযা শ্যামসুন্দরের মধুর বচনামৃত পান করিব। গোপ-কুমারীগণ কত কথাই ভাবিলেন, কিন্তু কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহারা আজন্ম কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা ত আছেনই, তাহার পর আজ আবার কৃষ্ণের মুখে নানাবিধ হাস্যপরিহাসাদি শুনিযা তাঁহারা একেবারে প্রেমানন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া গেলেন। তাঁহারা মনে করিতেছেন যে যাঁহার জন্য এত উৎকণ্ঠা, যাঁহাকে পাইবার জন্য কাত্যাযনীব্রতানুষ্ঠান, যাঁহার জন্য যমুনানীরে অপেক্ষা করা, তিনিই আসিযা পরিহাসভঙ্গিতে কত আদর করিযা আমাদের ডাকিতেছেন, সুতরাং আমাদের আর বিবেচনা করিবার কি আছে, আমরা এখনই কদম্বমূলে উপস্থিত হইযা তাঁহার আদেশ পালন করি। আবার পরক্ষণেই স্ত্রীজাতিসুলভ লজ্জা আসিযা তাঁহাদিগকে এমনই আচ্ছন্ন করিল যে তখন আর তাঁহারা কৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পর্য্যন্ত অক্ষম হইয়া পড়িলেন। এই ভাবে কতক্ষণ অতিবাহিত হইযা গেল, কিন্তু গোপকুমারীগণ যমুনানীর পরিত্যাগ করিযা কিছুতেই তীরে উঠিতে পারিলেন না।

গোপকুমারীগণ যে বযসে কৃষ্ণানুরাগ-সাগরে অবগাহন করিযা কৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইযা পড়িযাছেন, সে বযসে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির এমন কোনও বিকাশ বা পূর্ণতা হয না যেজন্য কোন প্রকার লজ্জার অবসর থাকে। সে বযসে নগ্নাবস্থায ধূলাখেলা করাই স্বাভাবিক। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমে গোপকুমারীগণের দেহস্মৃতি নাই, তাঁহারা বালিকা কি তরুণী তাহা তাঁহারা কিছুই জানেন না, তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধুতে নিমগ্ন। প্রেমস্বভাবসুলভ লজ্জাই তাঁহাদের এমনভাবে আক্রমণ করিযাছে যে, তাঁহারা তাঁহাদের চির আকাঙ্ক্ষিত ধন, জীবনের জীবন গোপরাজনন্দনের কত আদরের কত ভালবাসার ডাক শুনিযাও যমুনানীর হইতে তীরে উঠিতে পারিলেন না। তাঁহারা সকলের অলক্ষ্যে কৃষ্ণের মুখপানে চাহিযা কতবার মৃদু মৃদু হাস্য করিলেন, নযনে নযন সমর্পন করিযা কতবার অধোবদন হইলেন, কিন্তু যমুনানীর ছাড়িযা উঠিতে পারিলেন না। তাঁহাদের মনঃপ্রাণ অনেকক্ষণ হইতে কৃষ্ণচরণ-প্রান্তে চলিয়া গিযাছে, কিন্তু লজ্জাবিজড়িত দেহখানি যমুনানীরেই রহিল। কাজেই গোপকুমারীগণের আর যমুনানীর হইতে উঠিয়া তীরস্থ কদম্বমূলে তাঁহাদের প্রাণবল্লভের চরণকমলচ্ছাযাতলে যাওযা হইল না। এইভাবে অসংখ্য লজ্জিতা, অধোমুখী গোপকুমারী যমুনানীরেই অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৯—১২

অন্বযঃ।—গোবিন্দে (বিবিধবাগ্‌বৈদগ্ধীচতুরে শ্রীকৃষ্ণে) এবং (নানাপ্রকারং নর্ম্মবচনং) ব্রুবতি (সতি) নর্ম্মণা (শ্রীকৃষ্ণস্য পরিহাসবচনেন) আক্ষিপ্তচেতসঃ (আকৃষ্টচিত্তাঃ গোপকুমার্য্যঃ) শীতোদে (যমুনাযাঃ শীতলজলে) আকণ্ঠমগ্নাঃ (লজ্জযা বক্ষঃস্থলাচ্ছাদনায কণ্ঠপর্য্যন্তং চিরং প্রবিষ্টাঃ) বেপমানাঃ (আকণ্ঠমগ্নত্বাদেব কম্পিতকলেবরাঃ সত্যঃ) তং (শ্রীকৃষ্ণং) অব্রুবন্ (উচুঃ) ॥ ১৩

মূলানুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার নানারূপ পরিহাসবাক্য প্রয়োগ করিলে গোপকুমারীগণ মনে মনে পরম প্রীত হইলেন এবং লজ্জাবশতঃ যমুনার শীতল জলে আকণ্ঠ মগ্ন করিযা শীতে কম্পান্বিতা হইযা কৃষ্ণকে বলিলেন ॥ ১৩

শ্রীধরটীকা।—ক্ষেলিতং পরিহাসং। প্রেমপরিপ্লুতাঃ প্রেমরসনিমগ্নাঃ ॥ ১২।১৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—এবং ব্রুবতীতি পুনঃ পুনস্তথৈব নানাপ্রকারং বদতীত্যর্থঃ। গাং বাচং নিজবশ্যতাযা বিন্দতীতি গোবিন্দস্তস্মিন্নিতি পরমবাগ্মিতাভিপ্রেতা, নর্ম্মকৃষ্টচেতস্ত্বে নৈবাব্রুবন্ অন্যথা নাবদিষ্যন্নিত্যর্থঃ। কিঞ্চ, বেপমানাস্তত্র হেতু লর্জ্জয়া শীতোদকেঽপ্যাকণ্ঠমগ্নাঃ ॥ ১৩

শ্যামসুন্দর তে দাস্যঃ করবাম তবোদিতম্। দেহি বাসাংসি ধর্ম্মজ্ঞ নো চেদ্রাজ্ঞে ব্রুবাম হে ॥১৫

অন্বয়।—ভোঃ (হে কৃষ্ণ।) অনয়ং (অন্যায্যং কর্ম্ম) মা কৃথা (মা কার্ষীঃ) ত্বাং তু নন্দগোপসুতং (অস্মাকং রাজ্ঞো নন্দগোপস্য পুত্রং) [তত্রাপি] ব্রজশ্লাঘ্যং (ব্রজভূমৌ পরমপ্রশংসনীয়ং) প্রিয়ং (সর্ব্বেষামেব ব্রজবাসিনাং প্রীত্যাস্পদং) জানীমঃ, অঙ্গ (হে পরমপ্রিয়ঃ।) বেপিতাঃ (শীতলজলে অবস্থানাৎ কম্পিতকলেবরাঃ) [অস্মান্ প্রতি কৃপয়া] বাসাংসি (অস্মাকমেব বস্ত্রানি) দেহি (প্রত্যর্পয়)॥ ১৪

মূলানুবাদ।—হে কৃষ্ণ! এরূপ অন্যায় ব্যবহার করিও না; তুমি আমাদের যুবরাজ, তোমাকে আমরা সচ্চরিত্র বলিয়া ব্রজে প্রশংসিত ও ব্রজবাসিগণের পরম প্রিয় বলিয়াই জানি। হে পরম প্রিয়! আমরা শীতে কম্পিত হইতেছি, আমাদের প্রতি কৃপা করিয়া আমাদের বস্ত্রগুলি আমাদিগকে প্রত্যর্পণ কর ॥ ১৪

শ্রীধরটীকা।—তত্র মুগ্ধা উচুঃ। অঙ্গ ভোঃ কৃষ্ণ। অনয়ম্ অন্যায্যং মা কৃথাঃ॥ ১৪

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—আদৌ সাম্নাহঃ মেতি। প্রাগেব মা শব্দনির্দ্দেশো ব্যগ্রতয়া, অনয়াকরণদার্ঢ্যার্থং বা। ভো ইতি অঙ্গেতি চ সপ্রেমার্ত্তিসম্বোধনেঽতএব দ্বিরুক্তিঃ। নন্দগোপস্য সুতং জানীম ইতি। ত্বং গোপকুমারঃ, বয়ঞ্চ গোপকন্যকাঃ ইত্যস্মান্ প্রত্যেতাদৃশমন্যায্যং কর্ত্তুং নার্হসি, শ্লেষেণ নন্দয়তি ব্রজমিতি নন্দো যো গোপঃ ব্রজরাজস্তস্য সুতমিতি প্রজাসু অস্মাসু যুবরাজস্য তব ন্যায এবোচিতঃ, নতু স্বপিতৃপ্রতিকূলং দুঃখদানাদি কর্ম্ম ইতি। যদ্বা নন্দস্য গোপং সুতমিতি সর্ব্বব্রজজনাজীব্যরক্ষকস্য তব বিরুদ্ধাচরণং ন যুক্তমিতি ভাবঃ। অত্র তু তন্নামগ্রহণং সংরম্ভস্যৌদাসীন্যস্য চ ব্যঞ্জনায়। তচ্চ স্বভাবব্যক্তৌ লজ্জয়া। তত্র চ প্রিয়ং প্রিয় ইতি জানীমঃ, অতোঽস্মাকমপ্রিয়াচরণমন্যায্যমেবেতি ভাবঃ। কিঞ্চ। ব্রজে ব্রজমধ্যে ব্রজেন বা শ্লাঘ্যঞ্চ জানীমঃ, অতো ব্রজনিন্দ্যোতৎকর্ম্মাচরণমযুক্তমেবেতি ভাবঃ। দানে হেতুঃ বেপিতা বয়ম্। যদ্বা বেপিতাঃ প্রতি ইতি কৃপাং জনয়ন্তি॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—(হে) শ্যামসুন্দর! তে (তব) দাস্যঃ স্যাম (বয়ং তব দাস্যো ভবেম) তব উক্তং (নিদেশবচনং) করবাম (প্রতিপালয়াম) ধর্ম্মজ্ঞ (হে ধার্ম্মিকশিরোমণে!) বাসাংসি (অস্মাকং বস্ত্রাণি) দেহি (অস্মাসু প্রত্যর্পয়) [হে চপল কৃষ্ণ!] নো চেৎ (হঠেনাস্মাকং বস্ত্রাণি নো দদাসি চেৎ তর্হি) রাজ্ঞে (গোপরাজায় কংসরাজায় বা) ব্রুবাম (এতদ্বৃত্তান্তং নিবেদয়াম)॥ ১৫

মূলানুবাদ।—হে শ্যামসুন্দর! আমরা তোমার দাসী হইলাম, আমরা তোমার সর্ব্ববিধ আদেশ প্রতিপালন করিব; হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমাদের বস্ত্রগুলি প্রত্যর্পণ কর। হে চঞ্চল! যদি হঠ বশতঃ আমাদের বস্ত্রগুলি প্রত্যর্পণ না কর, তাহা হইলে রাজার নিকট এই সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিব। ১৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অধুনা দানং প্রদর্শয়ন্তি শ্যামেতি। দাস্যঃ স্যাম ভবেমিতি চিৎসুখসম্মতঃ পাঠঃ। এবং দাস্যেনাত্মসমর্পণাদিকমেব দানমুক্তম্। তত্রাপি তবোদিতং করবামেতি বিশেষোক্তির্ভাববিশেষং ব্যঞ্জয়তি। শ্যামেতি তালব্যাদি ক্বচিৎ। তত্র দাস্যঃ সত্য ইতি যোজ্যং, কিন্তু ভগবান্ পৃথগেবানুবাদং করিষ্যতি। অধুনা ভেদং প্রযুঞ্জতে ধর্ম্মজ্ঞেত্যাদিনা। অন্যথা নগ্নস্ত্রীসন্দর্শনেন পরস্বহরণাদিনা চ ধর্ম্মতো ভয়মিতি ভাবঃ। অদৃষ্টাত্তস্য ভয়মনালোচ্য দৃষ্টভয়মুৎপাদয়ন্তি নোচেদিতি দ্বিবিধো ভেদঃ। রাজ্ঞে গোপরাজায়। শ্লেষেণ নন্দগোপসুতং অর্থাত্ত্বন্তৈব প্রিয়মিতি প্রিয়ত্বেন ন ত্বং কিঞ্চিদ্বলাচ্ছিক্ষিতোঽসি তথাহঙ্গেরেব ব্রজে শ্লাঘ্যং নতু গুণৈর্ধর্ম্মজ্ঞেতি সোল্লুণ্ঠোক্ত্যা ধর্ম্মপরিত্যাগ ইতি। অত্র তস্য তৎক্ষেলিতমিত্যারভ্যেতৎপর্য্যন্তেন কিলকিঞ্চিতাখ্যোঽনুভাবোঽনুসন্ধেয়ঃ। যথোক্তম্। গর্ব্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাম্। সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতমিতি॥ ১৫

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—সাক্ষাৎ বাগধিষ্ঠাত্রী দেবতা পর্য্যন্ত যাঁহার চরণধূলিকণিকা লাভের জন্য সর্ব্বদা লালায়িত, সেই বাগ্‌বৈদগ্ধীচতুরশিরোমণি শ্রীগোবিন্দের পক্ষে নানা ভাবে বাগ্‌বিন্যাস করা কিছুই

কঠিন নহে। যমুনানীরস্থিতা গোপকুমারীগণের সহিত পরিহাস করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি যে কত রকমে কত ভাবের কথাই না বলিলেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই, কিন্তু লজ্জাবনতা এবং পরমানন্দরসসিন্ধুনিমগ্না গোপ-কুমারীগণ, গোপেন্দ্রনন্দনের কোন কথারই উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন গোপরাজনন্দন, আবার নানাবিধ ভঙ্গি সহকারে গোপকুমারীগণকে বলিতে লাগিলেন—হে গোপকুমারীগণ। তোমাদের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছে যে তোমরা কদম্বমূলে আসিয়া নিজ নিজ বস্ত্র পরিচয় করিয়া গ্রহণ করিবে না; সুতরাং আমার আর কোনই দোষ নাই, আমি এই কদম্বশাখাস্থিত বস্ত্রসমূহ দ্বারা হিন্দোলন প্রস্তুত করিয়া এবং উপাধানাদি রচনা করিয়া কিছুক্ষণ নিদ্রা যাই। গত রাত্রিতে কোনও কারণ বশতঃ আমার নিদ্রাকর্ষণ না হওয়ায় সম্প্রতি বড়ই আলস্য বোধ হইতেছে। এতক্ষণ কেবলমাত্র তোমাদের বস্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্যই কদম্বৃক্ষে বসিয়াছিলাম। এই কথা বলিয়া যখন ব্রজরাজনন্দন কদম্বশাখাস্থিত বস্ত্রগুলি একত্র মিলিত করিতে উদ্যুক্ত হইলেন, তখন গোপ-কুমারীগণ একবার তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ইঙ্গিত-ভঙ্গিতে বলিলেন—হে গোপবালক। তোমার গো-সমূহ তৃণ লোভে দূর বনে প্রবেশ করিতেছে, অতএব তুমি সত্বর এখান হইতে চলিয়া গিয়া তাহাদিগকে নিবারণ কর। ইহাতে গোপরাজনন্দন বলিলেন—হে গোপবালিকাগণ। তোমরাও তাড়াতাড়ি যমুনানীর হইতে উঠিয়া নিজ নিজ গৃহাভিমুখে গমন করিয়া গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ কর। এত বেলা হইয়াছে, তথাপি তোমরা গৃহে উপস্থিত নাই বলিয়া তোমাদের পিতামাতা প্রভৃতি অভিভাবকবৃন্দ তোমাদের জন্য চিন্তিত হইয়া নানাস্থানে তোমাদের খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। এই কথা শুনিয়া গোপকুমারীগণ আবার হস্তমুখাদির ভঙ্গিতে ইঙ্গিত করিলেন—হে শিখণ্ডশেখর। আমরা আমাদের পিতামাতা প্রভৃতি অভিভাবকবর্গের অনুমতি লইয়াই যমুনাতীরে আসিয়াছি। আজ আমাদের কাত্যায়নীব্রতের অবসান হইয়াছে, তাহার পর আমরা আবার একমাসের জলবাসব্রত আরম্ভ করিয়াছি; আমরা এখন হইতে এক মাস পর্য্যন্ত এই যমুনানীরে থাকিয়া সেই ব্রতের অনুষ্ঠান করিব। ইহাতে ব্রজরাজনন্দন বলিলেন—হে তপস্বিনীগণ। আমারও তোমাদের সঙ্গপ্রভাবে গৃহাদিতে বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে, সেইজন্য মনে করিতেছি যে আর গোচারণাদিতে প্রয়োজন নাই, একমাস কাল এই বৃক্ষে অবস্থান করিয়া নভোবাস ব্রতের অনুষ্ঠান করা যাক। কিন্তু তোমাদের নিকট জলবাস ব্রতের কথা শুনিয়া মনে হইতেছে যে—তোমরা যখন অসংখ্য গোপকুমারী মিলিয়া জলবাস ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছ, সুতরাং নভোবাস ব্রত হইতে জলবাস ব্রতই শ্রেষ্ঠ। তোমরা যদি আমাকেও তোমাদের ব্রতের সঙ্গিরূপে গ্রহণ কর তাহা হইলে আমিও নভোবাস ব্রতের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে জলবাস ব্রতেই রত হইতে পারি। এই কথা বলিয়া যেন ব্রজরাজনন্দন বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিবার ভঙ্গি প্রকাশ করায়, গোপকুমারীগণ একেবারে প্রেমস্বভাব-সুলভ লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং সকলেই মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—আমাদের শ্যামসুন্দর যদি হঠবশতঃ আমাদের নিকটে আসিয়া পড়েন তাহা হইলে, না জানি, কি বিড়ম্বনায় পড়িতে হইবে। গোপকুমারীগণ তখন অত্যন্ত চঞ্চল ও ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং তাড়াতাড়ি কণ্ঠমগ্নজলে চলিয়া গেলেন ও শীতকম্পিতকলেবরে হস্তদ্বয় ঊর্দ্ধে অঞ্জলি বদ্ধ করিলেন এবং কদম্ববৃক্ষস্থিত কৃষ্ণের দিকে চাহিয়া বিনয়বচনে কিছু বলিতে আরম্ভ করিলেন।

কৃষ্ণানুরাগিণী গোপকুমারীগণ, কৃষ্ণের নানাবিধ পরিহাস বাক্য শুনিয়াও প্রেমস্বভাব-সুলভ লজ্জা, সঙ্কোচ এবং পরমানন্দে অভিভূত হইয়া তাহার প্রত্যুত্তর দানে সমর্থ হন নাই—কেবলমাত্র হস্তমুখ-নয়নাদির ভঙ্গি-সঙ্কেতে কোনপ্রকারে নিজ নিজ মনোভাবের ইঙ্গিত করিয়াই ব্রজরাজনন্দনের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন। তাঁহাদের

মুখের কথা শুনিবার জন্য ব্রজরাজনন্দন নানাভঙ্গিতে পরিহাসবাক্য প্রয়োগ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, কিন্তু পরিশেষে যখন ব্রজরাজনন্দন কদম্ববৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া যমুনানীরে যাইবার উপক্রম ভঙ্গি দেখাইলেন, তখন আর গোপকুমারীগণ স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কণ্ঠমগ্নজলে নামিলেন এবং কত কাকুতি মিনতি করিয়া ব্রজরাজনন্দনের নিকট নিজ নিজ পরিধেয় বসন চাহিতে লাগিলেন।

গোপকুমারীগণ, শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কোনও পরিহাস-বাক্যের উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। তাঁহারা নগ্নাবস্থায় যমুনানীরে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া তাঁহাদের পরিধেয় বসন গ্রহণ এবং লজ্জানিবারণের উপায়েই অধিকতর আগ্রহান্বিত হইয়া পড়িলেন। যদিও অনুরাগিণী গোপকুমারীগণের কৃষ্ণই চরম লক্ষ্য এবং কৃষ্ণসেবাই পরম প্রয়োজন, তথাপি যে তাঁহারা লজ্জানিবারণের জন্যই অধিকতর ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, তাহা তাঁহাদের প্রেমেরই রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাঁহাদের যদি কৃষ্ণে ভালবাসা না থাকিত, কিংবা তাঁহারা যদি কৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্বাদি অবগত থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের এপ্রকার লজ্জার কোনই অবসর থাকিত না। তাঁহারা পতিরূপে কৃষ্ণকে পাইবার আশায় উৎকণ্ঠিত হইয়া একমাস কাত্যায়নী ব্রতানুষ্ঠান করিয়া আজ ব্রতশেষদিনে কৃষ্ণকে নিজ নিজ নিকটে উপস্থিত দেখিয়া কৃষ্ণকে পতিরূপে বরণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন, কাজেই এই ভাব হইতেই তাঁহাদের লজ্জা সঙ্কোচাদি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহাদের অন্তরের ভাব অন্তরেই গুপ্ত আছে এবং তাহাতে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বসন হরণ করা দেখিয়া আনন্দিত ও আশান্বিতই হইয়াছেন; কিন্তু সেই ভাবেরই পরিকর রূপে যে লজ্জা-সঙ্কোচাদি আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা তাঁহাদের পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভবপর নহে; কাজেই প্রথমতঃ তাঁহারা লজ্জানিবারণের জন্যই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং নানাভাবে কৃষ্ণের নিকট পরিধেয় বসন যাজ্ঞা করিতে লাগিলেন।

গোপকুমারীগণ মনে করিলেন যে—কোনও কার্য্যসাধন করিতে হইলে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চতুর্বিধ উপায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তাহার মধ্যে দণ্ড প্রয়োগ করা অবলাগণের পক্ষে সম্ভবপর নহে। সাম, দান ও ভেদ এই তিন উপায়ের মধ্যেও সামই শ্রেষ্ঠ, কেননা মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিয়া কার্য্যসিদ্ধি করার নামই সাম। মিষ্টবাক্য প্রয়োগে শিষ্টগণকে যেমন তুষ্ট করা যায়, তেমন আর কিছুতেই করা যায় না। সুতরাং পরমশিষ্ট ব্রজরাজনন্দনকে মিষ্টকথায় যেমন তুষ্ট করা যাইবে, তেমন আর কোন উপায়েই তুষ্ট করা যাইবে না, অতএব আমাদের ক্রোধাদি প্রকাশ না করিয়া বিনীতভাবে মিষ্টবাক্যে ব্রজরাজনন্দনের নিকট পরিধেয় বসন প্রার্থনা করাই উচিত। এই কথা মনে করিয়া গোপকুমারীগণ করজোড়ে ধীরে ধীরে মধুর স্বরে বলিলেন—হে গোপরাজনন্দন। আমাদের সহিত কোন প্রকার অন্যায় ব্যবহার করা তোমার পক্ষে কখনই কর্ত্তব্য নহে, কেননা তুমিও গোপবালক, আমরাও গোপবালিকা, তাহাতে আমরা শিশুকাল হইতেই তোমাকে বড়ই ভালবাসি। অন্যায় ব্যবহার কি কখনও ভালবাসার প্রতিদান হইতে পারে? বিশেষতঃ তুমি রাজপুত্র, আমরা প্রজাকন্যা; এস্থলে আমাদের ধর্ম্ম লজ্জাদি রক্ষা করাই তোমার কর্ত্তব্য। কিন্তু হায়। আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে তুমি আমাদের ধর্ম লজ্জাদি রক্ষা করার পরিবর্ত্তে ধর্ম লজ্জাদি বিনাশ করিতেই উদ্যত হইয়াছ। এই ব্রজমধ্যে আমরা তোমাকে সর্ব্বতোভাবে শ্লাঘ্য অর্থাৎ প্রশংসনীয় বলিয়াই জানি, কিন্তু আজ তোমার এই নিন্দনীয় কার্য্যে প্রবৃত্তি দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়া যাইতেছি।

গোপকুমারীগণ এই প্রকারে নানাভাবে মিষ্টবাক্য প্রয়োগ করিয়া ব্রজরাজনন্দনকে তুষ্ট করিতে চেষ্টা

করিলেন, কিন্তু ইহাতে ব্রজরাজনন্দন কোনই উত্তর প্রদান করিলেন না, কেবল একদৃষ্টে গোপকুমারীগণের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহাদের বচনামৃত রসাস্বাদন করিতে লাগিলেন। গোপকুমারীগণ ব্রজরাজনন্দনকে মিষ্টভাবে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে অনুসন্ধান করিলে একটু বক্রোক্তিরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। "নন্দগোপসুতং প্রিয়ং জানীমঃ" এই অংশ আলোচনায় মনে হয় যে—হে কৃষ্ণ! তুমি নন্দগোপের একমাত্র পুত্র, শিশুকাল হইতে তোমার পিতা নন্দ তোমাকে কেবলমাত্র অত্যধিক আদরে লালন পালনই করিয়াছেন, কিন্তু কোন প্রকার শাসন করেন নাই, কিংবা নীতি শিক্ষা প্রদান করেন নাই। সেই জন্যই তুমি অত্যন্ত উদ্ধত, উচ্ছৃঙ্খল এবং দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া পড়িয়াছ, নচেৎ বালিকাগণের বসন হরণ করিয়া তাহাদিগকে লজ্জিত এবং এবং লাঞ্ছিত করিবার প্রবৃত্তি তোমার কিছুতেই হইতে পারিত না। "জানীমোঽঙ্গ ব্রজশ্লাঘ্যং" এই অংশ সমালোচনা করিলে মনে হয় যে গোপকুমারীগণ কৃষ্ণকে "ব্রজশ্লাঘ্য" বলিয়া স্তুতিচ্ছলে নিন্দাই করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদের বক্তব্য এই যে—যাহার মনে রমণীগণের বসনহরণাদি কুপ্রবৃত্তির উদয় হয়, তাহার মত প্রশংসাযোগ্য ব্যক্তি আর ব্রজে কে আছে? অথবা শ্লোকস্থ "অঙ্গ" শব্দটি সম্বোধনার্থে ব্যবহার না করিয়া যদি "ব্রজ-শ্লাঘ্য" পদের সহিত যোজনা করিয়া কৃষ্ণকে "অঙ্গ ব্রজশ্লাঘ্য" বলা যায়, তাহা হইলে—হে কৃষ্ণ! তুমি তোমার মনোহর অঙ্গ দ্বারাই ব্রজে প্রশংসা লাভ করিয়াছ; তোমার ঐ অঙ্গমাধুর্য্য যে একবার দেখে সে শতমুখে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে না, কিন্তু তোমার ব্যবহার কোন প্রকারেই প্রশংসনীয় নহে—এইরূপ অর্থ হয়।

গোপকুমারীগণের এই প্রকার মিষ্টবাক্য প্রয়োগে যদি শ্রীকৃষ্ণ বলেন—হে গোপকুমারীগণ! তোমরা আমাকে রাজপুত্র বলিয়া সম্বোধন ও সম্মাননা করিয়া কোন্ সাহসে আমার দুর্নীতি ঘোষণা করিতেছ? যদি বল, রাজপুত্র হইলেই যে দুর্নীতি-শূন্য হইবে এমন কথা বলা যায় না, কেননা কোন কোনও রাজপুত্রের দুর্নীতির কথা অনেক স্থানে শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোনও দুর্নীতিপরায়ণ রাজপুত্রকে কেহ "শ্লাঘ্য" বলে এরূপ কুত্রাপি শুনি নাই। আমি যদিও দুর্নীতিপরায়ণই হই, তবে তোমরা আমাকে "ব্রজশ্লাঘ্য" বলিলে কেন? এই কথা মনে করিয়া গোপকুমারীগণ, একটু সঙ্কুচিত ও শশব্যস্ত হইয়া বলিলেন "দেহি বাসাংসি বেপিতাঃ", হে ব্রজরাজনন্দন! আমরা একে স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃই বুদ্ধিহীনা, তাহাতে আবার বয়সে বালিকা, সুতরাং আমাদের বাক্যদোষের দিকে লক্ষ্য না করিয়া আমাদের এই শীতকম্পিত কলেবরের দিকে একবার কৃপাদৃষ্টিপাত কর এবং অনুগ্রহ পূর্ব্বক পরিধেয় বস্ত্রগুলি প্রত্যর্পণ করিয়া আমাদের জীবন রক্ষা কর। তুমি আমাদের রাজপুত্র, সুতরাং প্রজাকন্যাগণের দুঃখ দূর করা তোমার একান্ত কর্ত্তব্য।

গোপকুমারীগণ এই প্রকার মিষ্টবাক্যে কাকুতি মিনতি করিয়া কতবার তাঁহাদের পরিধেয় বসন প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু ব্রজরাজনন্দন তাহাতে তুষ্ট হইয়া গোপকুমারীগণের বসন প্রত্যর্পণ করিলেন না। তাহাতে গোপকুমারীগণ, "সাম" উপায় পরিত্যাগ করিয়া "দান" উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক বলিলেন—হে শ্যামসুন্দর! আমরা তোমার দাসী হইয়া তোমার সর্ব্ববিধ আজ্ঞাপালন করিব, তুমি আমাদের বসন প্রত্যর্পণ কর। (গোপকুমারীগণের দাসীভাবে আত্মসমর্পণের প্রতিজ্ঞা করায় "দান উপায়" প্রয়োগ করা হইল।) ইহাতে ব্রজরাজনন্দন বলিতে পারেন যে—আমার কি দাস দাসীর অভাব আছে যে তোমাদের দাসীরূপে পাইলে আমি লাভবান্ হইব? কিন্তু গোপকুমারীগণ, "শ্যামসুন্দর" বলিয়া সম্বোধন করিয়া নিগূঢ় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন যে—তোমার মত সুন্দরের যে ভাবে দাস্য করিলে প্রীতিবিধান হয়, আমরা সেই ভাবেই চির জীবনের জন্য তোমার দাসী হইলাম।

গোপকুমারীগণ এই ভাবে দাসীরূপে আত্মসমর্পণ করিতে অঙ্গীকার করিলেও ব্রজরাজনন্দন তাঁহাদের

বসন প্রত্যর্পণ করিলেন না দেখিয়া গোপকুমারীগণ দেখিলেন যে তাঁহাদের "দান" উপায় প্রয়োগেও কোনও প্রকার ফল হইল না। তখন তাঁহারা "ভেদ" উপায় প্রয়োগ করিয়া বলিলেন—হে ধর্ম্মজ্ঞ। তুমি যদি আমাদের বসন প্রত্যর্পণ না কর, তাহা হইলে আমরা গোপরাজ কিংবা কংসরাজের নিকট তোমার এই সমস্ত দুর্নীতির কথা জ্ঞাপন করিব। ভয় প্রদর্শন বাক্য প্রয়োগের নাম ভেদ। পরলোকের ভয় প্রদর্শন এবং ইহলোকের ভয় প্রদর্শন ভেদে ভেদবাক্য দ্বিবিধ। গোপকুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণকে "ধর্ম্মজ্ঞ" বলিয়া সম্বোধন করিয়' পরলোকের ভয় প্রদর্শন করিলেন। ইহাতে তাঁহাদের বক্তব্য এই যে—হে ধার্ম্মিকশিরোমণে। আমরা যদি নগ্নাবস্থায় কদম্বমূলে উপস্থিত হই, তাহা হইলে তোমার নগ্নস্ত্রীদর্শনে ধর্ম্মহানি হইবে এবং তাহাতে পারলৌকিক দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। তুমি আমাদের রাজপুত্র এবং শিশুকাল হইতেই পরম প্রিয়, সুতরাং তোমার যাহাতে ধর্ম্মহানি হয়, তাদৃশ কার্য্য করা আমাদের পক্ষে কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। এই প্রকার পারলৌকিক ভয় প্রদর্শনবাক্যে যখন শ্রীকৃষ্ণের কোন প্রকার ভীতিচিহ্ন পরিলক্ষিত হইল না, তখন গোপকুমারীগণ বলিলেন, হে ধৃষ্টশিরোমণে। তুমি যদি আমাদের সহিত এই প্রকার দুর্ব্যবহার কর, তাহা হইলে আমরা গোপরাজের নিকট তোমার এই দুর্ব্যবহারের কথা জ্ঞাপন করিব। গোপরাজ যদি প্রীতিবশতঃ তোমাকে কোন প্রকার শাসন না করেন, তাহা হইলে আমরা আমাদের পিতা পিতৃব্য প্রভৃতি অভিভাবক-বর্গ দ্বারা কংসরাজের নিকট তোমার এই দুর্ব্যবহারের কথা জানাইয়া তোমাকে সমুচিত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিব।

"তস্য তৎক্ষেলিতং দৃষ্ট্বা" প্রভৃতি শ্লোক হইতে "দেহি বাসাংসি ধর্ম্মজ্ঞ নোচেদ্রাজ্ঞে ব্রুবাম হে" এই শ্লোক পর্য্যন্ত সমালোচনা করিয়া ইহার অর্থের দিকে দৃষ্টি করিলে গোপকুমারীগণের "কিলকিঞ্চিত" ভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

গর্ব্বাভিলাষ-রুদিত-স্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাম্। সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্॥ ( উজ্জ্বলনীলমণিঃ )

কান্তদর্শনজনিত আনন্দে আত্মহারা নায়িকাগণের যদি যুগপৎ গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া ভয় ও ক্রোধের উদয় হইয়া পুষ্পস্তবকের ন্যায় একত্র মিলিতভাবে প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে কিলকিঞ্চিত ভাব বলে।

গোপকুমারীগণের বসনহারী হরি যখন কদম্ববৃক্ষে বসিয়া নানাভাবে গোপকুমারীগণের সহিত পরিহাস করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা সহাস্যবদনে পরস্পরের দিকে পরস্পর দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। কৃষ্ণের এই প্রকার পরি-হাসবাক্য শ্রবণে তাঁহাদের আন্তরিক অভিলাষ ছিল। তাঁহারা গর্ব্বসহকারে ব্রজরাজনন্দনকে বলিয়াছেন, হে কৃষ্ণ। এরূপ অন্যায় ব্যবহার করিও না। কৃষ্ণ কদম্ববৃক্ষ হইতে নামিয়া আসিয়া যমুনানীরে তাঁহাদের নিকটে যাইবেন মনে করিয়া তাঁহারা ভীত হইয়া কণ্ঠমগ্ন জলে গমন করিয়াছেন, ও "আমরা শীতে কম্পিত হইতেছি, আমাদের বস্ত্র প্রত্যর্পণ কর" এই কথা বলিয়া রোদন করিয়াছেন। "যদি আমাদের বস্ত্র প্রত্যর্পণ না কর তাহা হইলে রাজার নিকট বলিয়া দিব" এই কথা বলিয়া তাঁহারা ক্রোধও প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং এস্থলে শ্রীকৃষ্ণদর্শনে পরমানন্দে আত্মহারা প্রেমরসে পরিপ্লুতা গোপকুমারীগণের গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় এ ক্রোধের যুগপৎ প্রকাশ হওয়ায় "কিলকিঞ্চিত" ভাবের প্রকাশ হইয়াছে।

উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে—মহাভাববতী ব্রজরমণীগণের কৃষ্ণদর্শনজনিত আনন্দে হাব, ভাব, হেলা প্রভৃতি বিংশতি প্রকার ভাবের প্রকাশ দেখা যায়। কিলকিঞ্চিত এই বিংশতি প্রকারেরই অন্যতম। এই বিংশতি প্রকার ভাব, রসশাস্ত্রে "অলঙ্কার" নামে প্রসিদ্ধ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

ভবত্যো যদি মে দাস্যো ময়োক্তং চ করিষ্যথ । অত্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছত শুচিস্মিতাঃ ।
নোচেন্নাহং প্রদাস্যে কিং ক্রুদ্ধো রাজা করিষ্যতি ॥ ১৬
ততো জলাশয়াৎ সর্ব্বা দারিকাঃ শীতবেপিতাঃ ।
পাণিভ্যাং যোনিমাচ্ছাদ্য প্রোত্তেরুঃ শীতকর্শিতাঃ ॥ ১৭

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলায় দেখা যায় যে—শ্রীপাদ রামানন্দ রায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শ্রীরাধিকার স্বরূপ বর্ণনপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"কিলকিঞ্চিতাদি ভাব বিংশতি ভূষিত ।"

কৃষ্ণানুরাগিণী গোপকুমারীগণ, শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন ও তাঁহার মুখে নানাপ্রকার পরিহাসবচন শ্রবণে পরমানন্দে আত্মহারা এবং কিলকিঞ্চিত-ভাবালঙ্কারভূষিত হইয়া নানাভাবে অনুনয় বিনয় করিয়া বস্ত্র প্রার্থনা করিলেন এবং ব্রজরাজনন্দনও তাঁহাদের অনুরাগের বাণী শুনিয়া পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া অনিমিষলোচনে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন ॥ ১৩—১৫

অন্বয়ঃ ।—ভবত্যঃ ( যূয়ং ) যদি মে ( মম ) দাস্যঃ ময়া উক্তং ( কথিতং ) চ করিষ্যথ ( তদা ) অত্র ( মৎসন্নিধৌ কদম্বমূলে ) আগত্য শুচিস্মিতাঃ ( শুদ্ধহাস্যপরাঃ সত্যঃ ) স্ববাসাংসি ( নিজনিজপরিধেয়বস্ত্রানি ) প্রতীচ্ছত ( গৃহ্নীত ) নো চেৎ ( যদি অত্রাগত্য স্ববাসাংসি নৈব গ্রহীষ্যথ তদা ) অহং ন প্রদাস্যে , ক্রুদ্ধঃ ( গোপরাজঃ, কংসরাজো বা ময়ি কুপিতঃ সন্ ) কিং করিষ্যতি ( গোপরাজঃ স্নেহাৎ, কংসরাজশ্চ সামর্থ্যাভাবাৎ নৈব কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং শক্নোতীতি ভাবঃ ) ॥ ১৬

মূলানুবাদ ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে গোপকুমারীগণ । তোমরা যদি আমার দাসীই হইয়া থাক এবং আমার আদেশ পালন করিতেই প্রস্তুত হইয়া থাক, তাহা হইলে হাস্যবদনে আমার নিকটে উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ বস্ত্র গ্রহণ কর, নচেৎ আমি তোমাদের বস্ত্র প্রত্যর্পণ করিব না, রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া আমার কি করিবেন ? । ১৬

শ্রীধরটীকা ।—প্রোচ্য উচুঃ । নো চেৎ রাজ্ঞে নন্দায় কংসায় বা ব্রুবাম । হে কৃষ্ণেতি ॥ ১৫।১৬

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ।—তাসাং তথাঙ্গীকারেণৈবঃ পরাজয়ং করোতি ভবত্য ইতি সার্দ্ধকম্ । আদরব্যঞ্জক-ভবচ্ছব্দপ্রয়োগশ্চায়ং প্রোৎসাহনার্থঃ । স্বশব্দেন চ নিজপরিধানমবশ্যমাশু গৃহীতুমুপযুজ্যত ইতি ভাবঃ । হে শুচিস্মিতা ইতি ঈদৃশেন শুদ্ধস্মিতেনাবগম্যতে শীতাদিদুঃখং নাস্তি বেপনঞ্চ কপটেনৈবেতি । যদা । শুচিস্মিতাঃ সত্যঃ প্রতীচ্ছত । মুখম্লানৌ চ সত্যাং ন দাস্যামীতি ভাবঃ । নোচেদিত্যর্দ্ধঃ কাচিৎকম্ । ন প্রদাস্যে প্রকর্ষেণ ন দাস্যামীতি, যদি বা কিঞ্চিদন্যাং তদা খণ্ডশো বিদার্য্য কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদেব প্রত্যেব দাস্যামীতি সূচ্যতে । রাজা গোপরাজঃ ক্রুদ্ধোঽপি সন্ কিং করিষ্যতি অপিতু ন কিঞ্চিদেবেত্যর্থঃ পুত্রে ময়ি স্নেহবিশেষাৎ; ইত্যুক্ত্বা কানিচিত্তাসাং বস্ত্রাণি স্বস্যাসনাদি কৃত্বা কানিচিৎ শয্যাং রচয়িত্বা কানিচিৎ ধ্বজপতাকাবিতানাদিতয়া নীপশাখোপশাখাদিষু বদ্ধা কানিচিৎ দোলাং রচয়িত্বা দোলয়ন্ কানিচিদিতস্ততস্তদুপরি চিক্ষেপেতি উহ্যম্ । স্কন্ধে নিধায়েতি বিচিত্যৈকত্র নিধানস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ ॥ ১৬

অন্বয়ঃ ।—ততঃ ( শ্রীকৃষ্ণস্য তাদৃশবচনং শ্রুত্বা হঠমাগ্রহঞ্চ দৃষ্ট্বা ) শীতবেপিতাঃ ( শীতেন কম্পিতকলেবরাঃ ) শীতকর্ষিতাঃ ( শীতেন দুর্ব্বলা অপি ) সর্ব্বাঃ ( যমুনাজলে আকণ্ঠমগ্নাঃ ) দারিকাঃ ( গোপবালিকাঃ ) পাণিভ্যাং ( হস্তাভ্যাং ) যোনিম্ আচ্ছাদ্য ( কথঞ্চিৎ লজ্জানিবারণং কৃত্বা ) জলাশয়াৎ ( যমুনায়াঃ ) প্রোত্তেরুঃ ( নির্যযুঃ ) ॥ ১৭ ।

ভগবানাহতা বীক্ষ্য শুদ্ধভাবপ্রসাদিতঃ। স্কন্ধে নিধায় বাসাংসি প্রীতঃ প্রোবাচ সস্মিতম্ ॥ ১৮

যূযং বিবস্ত্রা যদপো ধৃতব্রতা ব্যগাহতৈতত্তদু দেবহেলনম্।
বদ্ধাঞ্জলিং মূর্দ্ধ্ন্যপনুত্তয়েঽংহসঃ কৃত্বা নমোঽধো বসনং প্রগৃহ্যতাম্ ॥ ১৯

**মূলানুবাদ।**—শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া শীতে কম্পিতকলেবরা ও শীতক্লিষ্টা গোপকুমারীগণ দুই হস্তে নিজাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া ( কথঞ্চিৎ লজ্জানিবারণপূর্ব্বক ) যমুনাজল হইতে তীরে আগমন করিলেন ॥ ১৭

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—ততস্তাঃ তদাগ্রহং দৃষ্ট্বা ইত্যর্থঃ। দারিকা বালাঃ শীতেনৈব বেপিতাঃ কম্পিতদেহা অপি পাণিভ্যামাচ্ছাদ্য। বেপনঞ্চ সাত্ত্বিকমেব প্রেমস্বভাবজম্। প্রোত্তরণে হেতুঃ শীতেন কৃশীকৃতা হীনবলত্ব-মাপাদিতা ইত্যর্থঃ ॥ ১৭

**অন্বয়ঃ।**—শুদ্ধভাবপ্রসাদিতঃ ( গোপবালিকানাং শুদ্ধপ্রেম্না পরমপ্রসন্নঃ ) ভগবান্ ( স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ ) আহতাঃ ( তদাদেশাদেব তৎসন্নিধাবাগতাঃ গোপবালিকাঃ ) বীক্ষ্য ( কদম্ববৃক্ষতো দৃষ্ট্বা ) প্রীতঃ ( তাসাং শুদ্ধব্যবহারেণ পরমসন্তুষ্টঃ সন্ ) বাসাংসি ( গোপবালিকানাং সর্ব্বাণ্যেব বাসাংসি কদম্বশাখাতঃ অবচিত্য ) [ স্বস্য কদম্ববৃক্ষস্য বা স্কন্ধে ] নিধায় ( আরোপ্য ) সস্মিতং ( যথা স্যাৎ তথা ) প্রোবাচ ( গোপবালিকাং প্রতি সস্নাবমুবাচ ) ॥ ১৮

**মূলানুবাদ।**—গোপবালিকাগণের নির্ম্মল ভালবাসায় পূর্ব্ব হইতেই শ্রীকৃষ্ণ পরম প্রীত ছিলেন; সম্প্রতি তিনি তাঁহাদের এইভাবে নিজ নিকটে সমাগত দেখিয়া আরও প্রীতিলাভ করিলেন এবং বৃক্ষশাখালগ্ন বস্ত্রগুলি স্কন্ধে স্থাপন করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৮

**শ্রীধরটীকা।**—প্রোত্তেরুঃ নির্গতাঃ ॥ ১৭ ॥ আহতাঃ ঈষদক্ষতযোনীর্বীক্ষ ॥ ১৮

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—শুদ্ধেন ভাবেন প্রেম্না প্রসাদিতঃ পূর্ব্বত এবাধুনা চ আহতাঃ হন্তের্গত্যর্থত্বাদাগতা বীক্ষ্য প্রীতঃ সন্ বাসাংসি সর্ব্বাণ্যেবাবচিত্য বৃক্ষস্য স্কন্ধে নিধায় প্রকর্ষেণ শিক্ষার্থমিব হাবপ্রদর্শনেনোবাচ সস্মিতমিতি তাসাং চিরং তথা স্থাপনে বক্ষ্যমাণেঽপি নর্ম্মসংস্পর্শাৎ। নম্বাহতা ইত্যত্রাগতা ইত্যর্থো ন যুক্তঃ অপ্রযুক্তত্বাদুচ্যতে কাব্যকূপবর্ত্তিনামিদং মতং নতু ক্লেশাদিশব্দমহোদধিবর্ত্তিনাং যথাহ,—মহাভাষ্যে সপ্তদ্বীপা বসুমতী ত্রয়ো লোকাশ্চ-ত্বারো বেদাঃ সাঙ্গাঃ সরহস্যাঃ অনেকধা ভিন্না একশতমধ্বর্য্যুশাখাঃ সহস্রবর্ত্মা সামবেদ একবিংশতির্বাহ্বৃচ্যং নবধাথর্ব্বণো বেদাঃ বাকোবাক্যমিতিহাসঃ পুরাণং বৈদ্যকমেতাবন্তং শব্দপ্রয়োগমনিশম্যাপ্রযুক্তাঃ শব্দা ইতি বচনং কেবলং সাহসমিত্যাদি। কোষকারমতেঽপ্যাহতা ইত্যস্যাগ্রার্থো ঘটতে যথা বিশ্বপ্রকাশে। আহতং গুণিতেঽপি স্যাত্তাডিতেঽপ্যানকেপি চ ইতি। গুণিতং চাত্র পূর্ব্বস্যাক্ষস্য ডোরিকাদের্বা সঙ্গরীকরণম্। তদ্বদত্রাপি লজ্জাতঃ স্বয়ম্ আত্মসু তথাকরণম্। কিন্ত্বাহতশব্দস্য ব্যাখ্যায়াং ক্ষীরস্বামী আহতমুদ্বোধিতমিতি প্রাহ, অত্র তাসাং বিখ্যাতত্বং গম্যতে তচ্চ তাসাং তথা বীক্ষণে চমৎকারাতিশয়দ্যোতকমিত্যলমেতবা কল্পনয়া ॥ ১৮

**অন্বয়ঃ।**—যূযং ( হে গোপবালিকাঃ ভবত্যঃ ) ধৃতব্রতাঃ ( ব্রতানুষ্ঠানপরা অপি সত্যঃ ) যৎ ( যতঃ ) বিবস্ত্রাঃ ( বিবসনতয়ৈব ) অপঃ ব্যগাহত ( যমুনাবগাহনং কৃতবত্যঃ ) তৎ এতৎ উ ( তদিদমেব ) দেবহেলনং ( দেবস্য জলাধিষ্ঠাতুঃ বরুণস্য জলশায়িনঃ শ্রীনারায়ণস্য বা ) হেলনং ( অবজ্ঞানং সংবৃত্তং ) অংহসঃ ( অস্যাপরাধস্য ) অপনুত্তয়ে ( নিবৃত্তয়ে ) মূর্দ্ধ্নি ( নিজমস্তকে ) অঞ্জলিং বদ্ধা অধঃ ( কদম্বতলে ) নমঃ ( প্রণামং কৃত্বা ) বসনং ( বস্ত্রং ) প্রগৃহ্যতাম্ ॥ ১৯

**মূলানুবাদ।**—হে গোপকুমারীগণ। তোমরা যে ব্রতানুষ্ঠানপরায়ণা অথচ বিবস্ত্রা হইয়া যমুনাজলে অবগাহন করিয়াছ, তাহাতে তোমাদের জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে অবজ্ঞা করা হইয়াছে। অতএব তোমরা প্রথমত

ইত্যচ্যুতেনাভিহিতং ব্রজাবলা মত্বা বিবস্ত্রাপ্লবনং ব্রতচ্যুতিম্‌।
তৎপূর্ত্তিকামাস্তদশেষকর্ম্মণাং সাক্ষাৎকৃতং নেমুববদ্যমৃগ্‌যতঃ ॥ ২০
তাস্তথাবনতা দৃষ্ট্বা ভগবান্‌ দেবকীসুতঃ।
বাসাংসি তাভ্যঃ প্রাযচ্ছৎ করুণস্তেন তোষিতঃ ॥ ২১

অঞ্জলিবদ্ধকর হস্ত মস্তকে স্থাপন পূর্ব্বক এই কদম্বতলে প্রণাম করিযা সেই মহাপরাধের নিবৃত্তি কর, তাহার পর স্ব স্ব বস্ত্র পরিধান কব ॥ ১৯

**শ্রীধরটীকা।**—ধৃতব্রতাঃ সত্যো বিবস্ত্রা অপো ব্যগাহত ; অপ্‌সু স্নাতা ইতি যৎ তদেতৎ উ এব দেবহেলন মপরাধ এবেত্যর্থঃ। ব্রতবৈগুণ্যভীতানাং প্রাযশ্চিত্তমিবাহ। অস্ত অংহসঃ পাপস্য নিবৃত্তয়ে মূর্দ্ধ্নি তঞ্জলিং বদ্ধা অধো নমঃ প্রণামং কুরুতেতি ॥ ১৯

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—নন্থ বাল্যে ন দোষ ইতি চেত্তত্রাহ ধৃতব্রতা ইতি। যদেতদিতি সাক্ষান্মমানুভূতত্বাদত্র প্রতারণং ন কিঞ্চিৎ সম্ভবেদিতি ভাবঃ। দেবস্য জলাধিষ্ঠাতুর্ব্বরুণস্য নারায়ণস্য বা হেলনমবজ্ঞা। অঞ্জলিং বদ্ধা তঞ্চ মূর্দ্ধনি নম্বস্তত্রেতি ভিন্নাভিপ্রাযম্‌। ততশ্চ নমঃ কুরুতেত্যুক্তে একহস্তেন নমনোত্থমমালক্ষ্য একহস্তপ্রণামশ্চেত্যাদি-বচনপাঠেনাঞ্জলিং বদ্ধেতি, তত্রাপ্যধোঽঞ্জলিবন্ধনমভিপ্রেত্য মূর্দ্ধীত্যুক্তমিত্যূহ্যম্‌। অধোবসনং পরিধানবস্ত্রমেব উত্তরীয়-বস্ত্রঞ্চ তথাপি ন প্রাপ্তব্যমেবেত্যর্থঃ ॥ ১৯

**অন্বযঃ।**—ব্রজবালাঃ (ব্রজকুমারিকাঃ) অচ্যুতেন (শ্রীকৃষ্ণেণ) ইতি (দোষত্বেন) অভিহিতং (কথিতং) বিবস্ত্রাপ্লবনং (বিবসনস্নানং) ব্রতচ্যুতিং (তাসামনুষ্ঠিতস্য কাত্যাযনার্চ্চনব্রতস্য চ্যুতিহেতুং) মত্বা (নিশ্চিত্য) তৎ পূর্ত্তিকামাঃ (তস্য ব্রতস্য পূর্ত্তিকামাঃ) তদশেষকর্ম্মণাং (তস্য ব্রতস্য অন্যেষামশেষকর্ম্মণাঞ্চ) সাক্ষাৎকৃতং (সাক্ষাৎ ফলস্বরূপং তং শ্রীকৃষ্ণমেব) নেমুঃ (প্রণামং চক্রুঃ) যতঃ (যস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণাদেবং) অবদ্যমৃক্‌ (অবদ্যস্য পাপস্য মৃক্‌ মার্জকঃ পাপশোধক ইতি ভাবঃ) ॥ ২০

**মূলানুবাদ।**—শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিযা ব্রজকুমারীগণের ধারণা হইল যে তাঁহাদের বিবস্ত্র হইযা যমুনাব-গাহনে ব্রতচ্যুতি ঘটিযাছে। তখন তাঁহারা তাঁহাদের ব্রতের পূর্ণতা সম্পাদন করিবার জন্য ব্রতের সাক্ষাৎ ফলস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন এবং তাহাতেই তাঁহাদের সর্ব্বদোষ নিবৃত্তি হইযা গেল ॥ ২০

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—অচ্যুতেনেতি কদাচিৎ কথঞ্চিৎ অপি তদ্বাক্যস্য সদর্থাচ্চ্যুতির্নাস্তীতি তাসামভিপ্রাযঃ সূচিতঃ। যতো ব্রজস্য অবলাঃ স্ত্রিযঃ তত্রচ অবলাশব্দেন কথঞ্চিদপি তদ্বাক্যমত্যেতুমশক্ত ইত্যর্থঃ, প্রেমবশত্বাদিতি ভাবঃ। মত্বেতি বস্তুতো দেশাচারবাল্যাচারপ্রাপ্তত্বেনাদোষাৎ, অতএবপ্রলব্ধা ইতি বক্ষ্যতে। সাক্ষাৎ কৃতং পতি-রূপং ফলং তদ্রূপত্বাদেবাবদ্যমৃগিতিতু তাসামভিপ্রাযঃ ॥ ২০

**অন্বযঃ।**—ভগবান্‌ (ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদিষড়ৈশ্বর্য্যশালী) দেবকীসুতঃ (যশোদানন্দনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) তাঃ (গোপ-বালিকাঃ) তথা (তদুক্তিপ্রকারেণৈব) অবনতাঃ (কৃতপ্রণামং দৃষ্ট্বা) তেন (প্রণামাদিনা) তোষিতঃ (পরমসন্তুষ্টঃ) করুণঃ (করুণাবশঃ সন্‌) তাভ্যঃ (গোপবালিকাভ্যঃ) বাসাংসি (বস্ত্রানি) প্রাযচ্ছৎ (অদাৎ) ॥ ২১

**মূলানুবাদ।**—ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গোপকুমারীগণকে তাঁহারই নির্দ্দিষ্টভাবে প্রণাম করিতে দেখিযা পরম প্রীত হইলেন এবং তাহাদের বস্ত্র তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিলেন ॥ ২১

**শ্রীধরটীকা।**—ইতি দোষত্বেনাচ্যুতেনাভিহিতং বিবস্ত্রাপ্লবনং ব্রতস্য চ্যুতিহেতুং মত্বা তস্য পূর্ত্তিকামা-স্তদশেষকর্ম্মণাং তস্য ব্রতস্য অন্যেষামশেষকর্ম্মণাঞ্চ সাক্ষাৎকৃতং ফলভূতং তমেব নেমুঃ। স এব আবদ্যমৃক্‌ পাপমার্জ্জকঃ ॥ ২০,২১

দৃঢ়ং প্রলব্ধাস্ত্রপয়াবহাপিতাঃ প্রস্তোভিতাঃ ক্রীড়নবচ্চ কারিতাঃ।
বস্ত্রাণি চৈবাপহৃতান্যথাপ্যমুং তা নাভ্যসূয়ন্ প্রিয়সঙ্গনির্বৃতাঃ॥ ২২

পরিধায় স্ববাসাংসি প্রেষ্ঠসঙ্গমসজ্জিতাঃ। গৃহীতচিত্তা নো চেলুস্তস্মিন্ লজ্জায়িতেক্ষণাঃ॥ ২৩

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—তথা তেন স্বোক্তেন প্রকারেণ বাসাংসি সর্ব্বাণ্যেব পরিধানীয়োত্তরীয়াদীন্ প্রকর্ষেণ প্রেমসম্বোধনাদিনা নীপাগ্রাদবরূঢ়ঃ সন্নিতি জ্ঞেয়ম্। স্বতঃ করুণাঃ স্বতএব সর্ব্বত্র দয়ালুঃ, বিশেষতশ্চ তেন তোষিতাঃ ষদ্দর্শনোৎকণ্ঠয়া নাগর-জনোচিত-ভাবাবির্ভাবেঽপি প্রাকৃতবালচাপল্যমিবেদমাবিষ্কৃতম্। তেন তাসামভিমানলজ্জাচ্ছেদরূপেণ পূর্ব্বানুরাগজেন পরমার্ত্তিময়েন দশাবিশেষেণ লব্ধমনোরথ ইত্যর্থঃ। দেবকীসুত ইতি শ্রীপরীক্ষিতং প্রতি মুনীন্দ্রোক্তিঃ। সা হি তত্রোচিতা শ্রীকুন্তীপ্রপৌত্রস্য তস্য তদ্রূপালম্বনেনৈব স্বখবিশেষাৎ তথৈব ভবতাং প্রপিতামহীতি শ্রীশুকোক্তিঃ। তথৈব চ দশমারম্ভে তৎপ্রেম্ন ইতি তস্মাদযোঽসৌ ভবতামালম্বনীভূতঃ সোঽপি যাসাং প্রেম্নৈবং চপলীকৃতস্তাসাং মহিম বিচার্য্যতামিতি ভাবঃ। এবমন্যত্রাপি জ্ঞেয়ম্। ২১

**অন্বয়ঃ।**—দৃঢ়ং (অত্যর্থং) প্রলব্ধাঃ ("যূয়ং বিবস্ত্রা" ইত্যাদিনা বঞ্চিতাঃ) ত্রপয়া (লজ্জয়া) অবহাপিতাঃ ("অত্রাগত্য স্ববাসাংসি" ইত্যাগ্রহেণ ত্যাজিতাঃ) প্রস্তোভিতাঃ ("সত্যং ব্রবাণি নো নর্ম্ম" ইত্যাদিনা উপহসিতাঃ) ক্রীড়নবৎ (বদ্ধাঞ্জলিমিত্যাদিনা যন্ত্রপুত্তলিকাবৎ কারিতাঃ) [তাসাং] বস্ত্রাণি (পরিধেয়বসনানি) অপহৃতানি (কৃষ্ণেন স্থানান্তরীকৃতানি) [তথাপি] প্রিয়সঙ্গনির্বৃতাঃ (প্রিয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য সঙ্গেন তাদৃশসঙ্গত্যৈব নির্বৃতাঃ পরমসুখিন্যঃ তাঃ ব্রজবালিকাঃ) অমুং (শ্রীকৃষ্ণং) ন অভ্যসূয়ন (দোষদৃষ্ট্যা ন অপশ্যন্)॥ ২২

**মূলানুবাদ।**—শ্রীকৃষ্ণ গোপকুমারীগণকে নানাভাবে বঞ্চনা করিয়াছেন, তাহাদের লজ্জা ত্যাগ করাইয়াছেন, নানাভাবে তাহাদের সঙ্গে পরিহাস করিয়াছেন, তাহাদিগকে ক্রীড়াপুত্তলিকার ন্যায় নাচাইয়াছেন, তাহাদের বস্ত্র হরণ করিয়াছেন, তথাপি তাহারা প্রেমবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের উপর কোন প্রকার দোষদৃষ্টি করে নাই॥ ২২

**শ্রীধরটীকা।**—দৃঢ়মত্যর্থং প্রলব্ধা বঞ্চিতা যূয়ং বিবস্ত্রা ইত্যাদিনা। ত্রপয়া লজ্জয়া হাপিতাস্ত্যাজিতাঃ অত্রাগত্য স্ববাসাংসীত্যাগ্রহেণ প্রস্তোভিতাঃ উপহসিতাঃ সত্যং ব্রবাণি নো নর্ম্মেত্যাদিনা ক্রীড়নবৎ কারিতাশ্চ। বদ্ধাঞ্জলিমিত্যাদিপ্রায়শ্চিত্তচ্ছলেন তা নাভ্যসূয়ন্ দোষদৃষ্ট্যা নাপশ্যন্॥ ২২

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—তেনেত্যুক্তমেব বিবৃণোতি দৃঢ়মিতি। ক্রীড়নং ক্রীড়োপকরণং যন্ত্রপুত্রিকাদি। প্রিয়স্য তস্য সঙ্গেন সঙ্গত্যৈব নির্বৃতাঃ। যদ্বা। প্রিয়সঙ্গেন প্রত্যুত নির্বৃতাশ্চ বভূবুঃ। অহো পশ্য গাঢ়প্রেমমাহাত্ম্যমিতি ভাবঃ॥ ২২

**অন্বয়ঃ।**—স্ববাসাংসি (কৃষ্ণেন পরিবর্ত্ত্যদত্তান্যপি পরিচিত্য গৃহীতানি স্বস্ববস্ত্রাণি) পরিধায় প্রেষ্ঠসঙ্গমসজ্জিতাঃ (প্রেষ্ঠসঙ্গমায় তদৈব রহঃপাণিগ্রহণায় সজ্জিতা ইব ব্যগ্রতয়া বর্ত্তমানাঃ) গৃহীতচিত্তাঃ (কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ) তস্মিন্ (শ্রীকৃষ্ণ এব) লজ্জায়িতেক্ষণাঃ (সলজ্জদৃষ্টয়স্তা ব্রজবালিকাঃ) নো চেলুঃ (কৃষ্ণনিকটাৎ ন স্বস্বগৃহং জগ্মুঃ)॥ ২৩

**মূলানুবাদ।**—কৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য পরমব্যগ্রা, কৃষ্ণার্পিতমানসা গোপকুমারীগণ, স্ব স্ব বস্ত্র পরিধান করিয়া পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণের দিকে সলজ্জ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃষ্ণচরণ-নিকট হইতে স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন না॥ ২৩

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—স্ববাসাংসি নিজনিজবস্ত্রাণি তেন পরিবর্ত্ত্য দত্তান্যপি পরিচিত্যাত্মোঽঙ্গং স্বীয়স্বীয়ান্যেব পরিধায়েত্যর্থঃ। অন্যৈস্তৈঃ। যদ্বা। প্রেষ্ঠস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সঙ্গমেন সজ্জিতা আসজ্জিতাস্তস্মিন্নেবাসক্তীকৃতাঃ। অত আকৃষ্টভগবচ্চিত্তাঃ। অতএব মিথোভাববিশেষোদয়েনাশ্বাসবাক্যপ্রসাদেন চ সলজ্জদৃষ্টয়ঃ সত্যস্তস্মিন্ স্থানে কৃষ্ণে বা স্থিরা ন

তাসাং বিজ্ঞায় ভগবান্ স্বপাদস্পর্শকাম্যয়া। ধৃতব্রতানাং সঙ্কল্পমাহ দামোদরোঽবলাঃ ॥ ২৪

চেলুস্তত এবেত্যর্থঃ। পঞ্চম্যর্থে বা সপ্তমী। যদ্বা। বাসঃপরিধানানন্তরং লজ্জাতিশয়াপগমে সতি গৃহীতচিত্তা উদিতভাবাঃ অতএব প্রেষ্ঠসঙ্গমায় তদৈব রহঃ পাণিগ্রহণায় সজ্জিতাঃ সজ্জা ইব বর্ত্তমানাঃ, অতএব তস্মিন লজ্জাস্নিগ্ধেক্ষণাঃ সত্যো ন চেলুঃ। লজ্জতে লজ্জ ইতি পচাদ্যজন্তং লজ্জস্নিগ্ধেতি ক্যঙন্তান্নিষ্ঠায়াং রূপং, বিকৃতাখ্যোয়মনুভাবো জ্ঞেয়ঃ। যথোক্তম্। ব্রীমানীর্ষ্যাদিভির্যত্র নোচ্যতে স্ববিবক্ষিতম্। ব্যজ্যতে চেষ্টয়ৈবেদং বিকৃতং তদ্বিদুর্বুধা ইতি ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—দামোদরঃ ( ভক্তবাৎসল্যাদেবাঙ্গীকৃতদামবন্ধনঃ ) ভগবান্ ( স এব শ্রীকৃষ্ণঃ ) স্বপাদস্পর্শকাম্যয়া ( স্বস্য পাদয়োঃ যঃ স্পর্শ পত্নীত্বেন ভক্ত্যাত্যন্তসান্নিধ্যং তস্য কাম্যয়া কামনয়া ) ধৃতব্রতানাং ( কৃতকাত্যায়ন্যর্চ্চনব্রতানাং) তাসাং ( গোপবালিকানাং ) সঙ্কল্পং ( গূঢ়াভিপ্রায়ং ) বিজ্ঞায় ( তাসাং ভঙ্গিবিশেষেণ জ্ঞাত্বা ) অবলাঃ ( বালিকাত্বেন স্বাতন্ত্র্যহীনাঃ তাঃ ) আহ ॥ ২৪

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবান্, তাঁহারই চরণপ্রাপ্তির আশায় ব্রতানুষ্ঠানকারিণী ব্রজকুমারীগণের মনোগত ভাব বুঝিয়া তাহাদের কিছু বলিতে লাগিলেন ॥ ২৪

শ্রীধরটীকা।—প্রেষ্ঠসঙ্গমেন সজ্জিতা বশীকৃতাঃ অতো গৃহীতচিত্তাঃ সত্যো নো চেলুঃ। গৃহীতচিত্তত্বমাহ তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে লজ্জাবিতেক্ষণাঃ লজ্জাবিলসিতমীক্ষণং যাসাং তা ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥ দামোদর ইতি ভক্তবাৎসল্যং দর্শয়তি অবলাঃ প্রতি ॥ ২৪

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—সঙ্কল্পং বিজ্ঞায় পূর্ব্বোক্তভাবাভিব্যক্ত্যা সাক্ষাদনুভূয় সঙ্কল্পমেব দর্শয়তি, স্বস্য পাদয়োঃ স্পর্শঃ পত্নীত্বেন ভক্ত্যাত্যন্তসান্নিধ্যমিত্যর্থ। যদ্বা। স্পর্শঃ স্পর্শনং পতিত্বেন তাসু স্বসমর্পণং তৎসন্তোষপাদনং তস্য কাম্যয়া ধৃতং নিয়মেনানুষ্ঠিতং রক্ষিতম্বা ব্রতং যাভিস্তাসাং স্বপাদস্পর্শেচ্ছাময়ং সঙ্কল্পম্। তত্র পাদস্পর্শশব্দেন প্রেমবিশেষেণ পতিত্বং সূচিতম্। দামোদর ইতি দামোদরত্বমারভ্যৈব তাসু প্রেমবান্ ইত্যর্থঃ। অবলাঃ কন্যাত্বাদিনা স্বাতন্ত্র্যহীনাঃ প্রতি ইত্যাত্মৈকসাধ্যাভীষ্টত্বং বিতর্ক্য তাসু তস্য তাদৃশী কৃপা যুক্তৈবেতি ভাবঃ ॥ ২৪

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—কৃষ্ণানুরাগিণী গোপকুমারীগণ, কত অনুনয় বিনয় করিয়া সাম, দান ও ভেদ নীতি প্রয়োগপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে কত কথাই বলিলেন, কিন্তু তাহাতে যেন শ্রীকৃষ্ণ কর্ণপাতই করিলেন না, তিনি কেবল একদৃষ্টে গোপকুমারীগণের দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং গোপকুমারীগণের আন্তরিক প্রীতিসমন্বিত বাক্য প্রয়োগকালীন অঙ্গমুখাদির ভঙ্গি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এইভাবে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে চিন্তা করিলেন যে—গোপকুমারীগণ ত কিছুতেই লজ্জা ত্যাগ করিয়া কদম্বমূলে আসিতে স্বীকৃত হইতেছে না, কিন্তু এইবারে তাহারা নিজের কথাতেই নিজেরা পরাজিত হইয়াছে; কেননা তাহারা এইমাত্র বলিল যে—"তাহারা আমার দাসী হইয়া আমার সর্ব্ববিধ আদেশ পালন করিবে"—তাহাদের এই বাক্যের সত্যতা পরীক্ষা করিতে গেলেই তাহারা লজ্জা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে, অতএব এতক্ষণে আমার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই। এই কথা মনে করিয়া রসিকেন্দ্রচূড়ামণি ব্রজরাজনন্দন, গোপকুমারীগণকে বলিলেন, হে গোপকুমারীগণ! তোমরা যে আমার দাসী হইয়া সর্ব্ববিধ আদেশ পালন করিবে বলিয়া এইমাত্র প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলে, তাহাতে আমি তোমাদের উপর অত্যন্ত প্রীত ও প্রসন্ন হইলাম। সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া এখনই আমার তোমাদের প্রতিশ্রুতির সত্যতা পরীক্ষা করা উচিত এবং তোমাদেরও নিজ প্রতিশ্রুতির সত্যতা রক্ষা করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হওয়া উচিত।

"অহো কদা দাস্যো ভবিষ্যথ কদা বা মামাসিতং করিষ্যথ তত্তু নোপলভামহে। যদিবেত্থং সত্যমেব তদা সত্যাত্তরসত্বরা জলাদুত্থায় সর্ব্বাসম্পদ্যুত্থায় স্থিতেন সনেতমেব নামেত। নতু সূক্ষ্মমপি রক্ষতয়া।" (শ্রীগোপালচম্পূঃ)

হে গোপকুমারীগণ। তোমরা কবে আমার দাসী হইবে এবং কবেই বা আমার আদেশ পালন করিবে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারা যাইতেছে না। যদি তোমাদের কথা সত্যই হয়, তোমরা যদি সত্যই আমার দাসী হইয়া আদেশ পালন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাক, তাহা হইলে উপস্থিত আমি আর কি আদেশ প্রদান করিব, তোমরা জল হইতে উত্থিত হইয়া বস্ত্রগ্রহণের জন্য হাসিতে হাসিতে সকলে মিলিয়া আমার নিকট আগমন কর। আগমনকালে তোমাদের অণুমাত্রও যেন ক্রোধ কিংবা অসন্তোষের ভাব প্রকাশ না হয়।

হে গোপকুমারীগণ। তোমরা যেরূপ মৃদু মৃদু হাস্য করিতে করিতে আমার নিকট বস্ত্র প্রার্থনা করিতেছ, তাহাতে তোমাদের যমুনার শীতলজলে অবস্থান জন্য কোন প্রকার ক্লেশ হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। তোমাদের দেহে যে কম্প দেখা যাইতেছে, তাহা তোমাদের স্বেচ্ছাকৃত বলিয়াই মনে হয়। কেননা যাহার দেহ শীতে কম্পিত হয়, তাহার মুখে এরূপ মধুর হাস্য দেখা যায় না। অতএব তোমরা ছলপূর্ব্বক আমার নিকট হইতে বস্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে না। যদি বস্ত্র গ্রহণের জন্য নিতান্তই তোমাদের আগ্রহ থাকে, তাহা হইলে তোমরা তোমাদেব প্রতিশ্রুতি মত আমার দাসীরূপে আদেশ পালন করিয়া এই কদম্বমূলে উপস্থিত হও এবং নিজ নিজ বস্ত্র পরিচয় করিয়া লইয়া পরিধান কর।

ব্রজরাজনন্দনের এই আদেশবাক্য শ্রবণ করিয়াও গোপকুমারীগণ সহসা যমুনানীর হইতে উত্থিত হইতে পারিলেন না। প্রবলতর লজ্জা আসিয়া যেন তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ অবশ করিয়া দিল, তাঁহারা যমুনানীরে কণ্ঠমগ্ন অবস্থায় অবস্থিত হইয়াই পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন— সখি। এখন আমাদের উপায় কি? ব্রজরাজনন্দন, গোপকুমারীগণকে নিরুত্তর এবং নিশ্চেষ্ট দেখিয়া যেন একটু কঠিন ভাব ধারণ করিলেন ও বলিলেন—

ন বয়ং বৃথা কৃতাশানাং কন্যাপাশানাং সম্বন্ধমনুরুধ্মহে।

ইদঞ্চ মে দয়ালুত্বমেব বুধ্যধ্বমঞ্জসা। নো চেন্নাহং প্রদাস্যে কিং ক্রুদ্ধো রাজা করিষ্যতি॥ (শ্রীগোপালচম্পূঃ)

হে গোপকুমারীগণ। বৃথা আশায় আশান্বিত দুঃশীল মিথ্যাবাদিনী কন্যাগণের সহিত আমরা কোন সম্বন্ধই রাখিতে ইচ্ছা করি না, তথাপি যে কদম্বমূলে আসিলে বস্ত্র প্রদান করিব বলিয়া আমি অঙ্গীকার করিয়াছি, তাহা আমার দয়ালুতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তোমরা যদি আমার আদেশ মত হাসিতে হাসিতে এই কদম্বমূলে আগমন না কর, তাহা হইলে আমি কিছুতেই তোমাদের বস্ত্র প্রদান করিব না। তোমরা যে রাজার নিকট বলিয়া দিবে বলিয়া আমাকে ভয় দেখাইতেছ, তাহাতে আমি কিছুমাত্র ভীত নহি। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া আমার কি করিবেন?

হে গোপকুমারীগণ। তোমরা যদি হাসিতে হাসিতে কদম্বমূলে আসিতে পার, তাহা হইলে নিজ নিজ বসন পরিধান করিয়া মনের আনন্দে হাসিতে হাসিতে গৃহে গমন করিতে পারিবে। যদি হঠ বশতঃ যমুনানীরেই অবস্থান কর, তাহা হইলে আমি তোমাদের বস্ত্রগুলি খণ্ড খণ্ড বিদীর্ণ করিয়া যমুনার জলে ভাসাইয়া দিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইব। তোমরা যে রাজাকে বলিয়া দেওয়ার ভয় দেখাইতেছ, তাহাতে আমার কোনই ক্ষতি হইবে না। কেননা তোমরা যদি গোপরাজের নিকট বলিয়া দাও, তাহা হইলে তিনি তোমাদের কথা শুনিয়াও স্নেহবশতঃ আমাকে কিছুই বলিবেন না। তোমরা যদি কংসরাজের নিকট বলিয়া দাও, তাহা হইলেও আমার কোনই ক্ষতি হইবে না; কেননা কংসরাজের এমন কোনই ক্ষমতা নাই যে তিনি আমার কোন প্রকার দণ্ড বিধান করিতে পারেন। অতএব বৃথা ভয় প্রদর্শনে কোনই লাভ হইবে না; বরং তোমরা যদি সরলচিত্তে হাসিমুখে কদম্বমূলে আসিতে পার, তাহা হইলে সবদিকেই সামঞ্জস্য রক্ষা হইবে। তোমরাও নিজ নিজ বস্ত্র পরিধান করিয়া মনের সুখে গৃহে যাইতে পারিবে,

আমিও তোমাদের বস্ত্র রক্ষা করিয়া তোমাদের প্রত্যর্পণ করিতে পারিলাম বলিয়া মনের সুখে স্থানান্তরে যাইতে পারিব।

এই কথা বলিয়া ব্রজরাজনন্দন কিছুক্ষণ গোপকুমারীগণের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া তাহাদের ভাব ভঙ্গি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে সম্ভাবনা করিলেন যে—এইবার গোপকুমারীগণ, নিশ্চয়ই লজ্জা ত্যাগ করিয়া যমুনানীর হইতে উঠিয়া আসিবেন। কিন্তু গোপকুমারীগণ কৃষ্ণের কথা শুনিয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় যমুনানীরেই দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং মনে মনে নানা কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন ব্রজরাজনন্দন, কদম্ববৃক্ষের শাখায় শাখায় নিবদ্ধ বস্ত্রগুলি একত্র করিলেন এবং তাহার কতকগুলি দ্বারা ধ্বজপতাকা ও চন্দ্রাতপ রচনা করিলেন, কতকগুলির দ্বারা কদম্ববৃক্ষের শাখায় দোলা রচনা করিয়া তাহাতে অবশিষ্ট বস্ত্রগুলি নিক্ষেপ করিলেন ও আরও যেন কিছু করিবেন, এই ভাবে ব্যস্ত হইয়া কখনও উপবেশন, কখনও বা কদম্ববৃক্ষের শাখা প্রশাখায় গমনাগমন করিতে লাগিলেন।

ব্রজরাজনন্দনের এই বিচিত্র ভঙ্গি দেখিয়াও লজ্জিতা গোপকুমারীগণ যমুনানীর হইতে তীরে উঠিতে পারিলেন না। লজ্জা যেন ক্রমশঃই বলবতী হইয়া গোপকুমারীগণকে যমুনানীরের দিকে এমনই আকর্ষণ করিতে লাগিল যে—যমুনাতীরস্থ কদম্বশাখায় সমাসীন ব্রজরাজনন্দন শত শত বাগ্‌ভঙ্গি, নয়নভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গি, লীলাভঙ্গি প্রভৃতি করিয়াও তাঁহাদিগকে যমুনাতীরে আকর্ষণ করিতে পারিলেন না—দেখিলে মনে হয় যেন একদিকে লজ্জা ও একদিকে কৃষ্ণ, গোপকুমারীগণকে নিজের বশীভূত করিয়া লইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কেহ কাহাকেও পরাজিত করিতে পারিতেছেন না। এই প্রকারে লজ্জা ও কৃষ্ণের আকর্ষণে সুদৃঢ়রূপে আকৃষ্টা গোপকুমারীগণ কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া যমুনানীরেই অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং নানাবিধ চিন্তার তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা কখনও মনে করিতেছেন—আমরা যদি দ্বিধা বিভক্ত হইতে পারিতাম তাহা হইলে আমাদের একাংশ লজ্জাকে অর্পণ করিয়া অপরাংশে কদম্বমূলে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণের আদেশ পালন করিতাম। কিন্তু হায়! বিধাতা আমাদের দ্বিধা বিভক্ত হইবার সামর্থ্য প্রদান করেন নাই; আমাদের একই দেহ লজ্জা কিংবা কৃষ্ণকে প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু আমরা লজ্জা ও কৃষ্ণ এই দুইএর কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না, কিংবা লজ্জা ও কৃষ্ণ এই দুইএর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিতেছি না। আমাদের লজ্জা রক্ষা করিতে হইলে কৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিতে হয় এবং কৃষ্ণের প্রীতি বিধান করিতে হইলে লজ্জাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। সুতরাং আমাদের এখন মরণই মঙ্গল। এই কথা মনে করিয়া, গোপকুমারীগণ পরস্পর পরস্পরের দিকে হতাশদৃষ্টি সঞ্চার করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইঙ্গিতে জানাইলেন যে—সখি! আমরা বড় আশা করিয়া কাত্যায়নীদেবীর অর্চ্চনা করিয়াছিলাম এবং তাঁহার কৃপায় একমাস কাল অপতিত নিয়মে ব্রত পালন করিয়া আজ ব্রত শেষ দিনে আমাদের চির আকাঙ্ক্ষিত ধন ব্রজরাজনন্দনকে পাইয়াছি এবং তিনি আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য বারে বারে আমাদের নিজ নিকটে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু লজ্জাই আমাদের সাধে বাদ সাধিল! আমরা ছার লজ্জার জন্যই আমাদের প্রাণের প্রাণ ব্রজরাজনন্দনের নিকটে যাইতে পারিতেছি না। লজ্জারও যেরূপ আকর্ষণ দেখিতেছি তাহাতে বোধ হয়, তাহাকে উপেক্ষা করিয়া ব্রজরাজনন্দনের নিকটে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। অতএব হে সখি! আমাদের আর ব্রজরাজনন্দনের সম্বন্ধবিহীন ব্যর্থজীবনে কি প্রয়োজন আছে? এস, আমরা সকলে মিলিয়া যমুনাজীবনে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া সকল তাপের শান্তি বিধান করি। ব্রজরাজনন্দনকে ছাড়িয়া আমরা লজ্জার বশীভূত হইয়া কিছুতেই বিফল জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব না।

গোপকুমারীগণ এইরূপে মরণসঙ্কল্পই জীবনের পূর্ণ শান্তিপ্রদ এবং চরম লক্ষ্য বলিয়া ধারণা করিয়া পরক্ষণেই

আবার মনে করিলেন যে—হায়। মরণেই বা আমাদের কি শান্তি হইবে? বিশেষতঃ ব্রজরাজনন্দনকে পতিরূপে পাইবার আশা মূর্ত্তিমতী হইয়া যে আমাদের মরণের দ্বার রোধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহাকে উপেক্ষা করিয়া আমাদের পক্ষে মরণের পথে অগ্রসর হওয়াও কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না। হায়! হায়! আমরা এখন কি করিব। আমাদের জীবন ও মরণ উভয়ই নিষ্ফল আমাদের জীবনে লজ্জার জন্য কৃষ্ণকে পাইবার উপায় নাই এবং কৃষ্ণপ্রাপ্তির আশায় আমাদের মরণও সম্ভবপর নহে, সুতরাং যদি জীবন ও মরণের অতীত কোনও পথ থাকে এবং আমরা যদি সেই পথে যাইতে পারি, তাহা হইলে বোধ হয় ব্রজরাজনন্দনকে পতিরূপে পাইয়া আমরা আমাদের চিরজন্মসঞ্চিত আকাঙ্ক্ষা ও উদ্বেগের শান্তিকেন্দ্রে উপস্থিত হইতে পারিব।

কৃষ্ণানুরাগিণী গোপকুমারীগণ এইরূপ নানাবিধ চিন্তায় আক্রান্ত হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় যমুনানীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং লজ্জা ও কৃষ্ণ দুইএর মধ্যে কাহাকে রাখিবেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। পরিশেষে তাঁহারা স্থির করিলেন যে—আমারা যখন লজ্জা ও কৃষ্ণ এই দুইএর কাহাকেও উপেক্ষা করিতে পারিতেছি না, তখন আমাদের আর কোন দিকেই যাওয়ার প্রয়োজন নাই, আমরা যেমন ভাবে যমুনানীরে দণ্ডায়মান আছি, এই ভাবেই জীবনের অন্তকাল পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান থাকিব এবং জীবনের জীবন ব্রজরাজনন্দনকে দর্শন করিব। ব্রজরাজনন্দনকে দর্শন করিতে করিতে আমাদের জীবনান্ত হইলে আমরা পরজীবনে নিশ্চয়ই ব্রজ-রাজনন্দনকে পতিরূপে পাইব। শুনিয়াছি নাকি, মরণকালে যাহা স্মৃতিপথে জাগরূক হয় মরণের পর তাহাকেই পাওয়া যায়। অতএব হে সখি। আর আমাদের এখন অন্য কোন ভাবনাতেই প্রয়োজন নাই; আমরা জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত যমুনাজীবনে অবস্থান করিয়া আমাদের জীবনের জীবন ব্রজরাজনন্দনকে নয়ন ভরিয়া দর্শন করিব।

এই কথা মনে করিয়া গোপকুমারীগণ, তাঁহাদের লজ্জাবনত বদন উন্নত করিয়া ব্রজরাজনন্দনের বদনপানে অনিমিষদৃষ্টি সংস্থাপন করিলেন এবং প্রাণ ভরিয়া সেই অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যরাশি আস্বাদন করিতে লাগিলেন। ব্রজরাজনন্দনও অনিমিষনয়নে প্রেমবতী গোপকুমারীগণের প্রেমমাধুরীমাখা বদনসৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে পরমানন্দরসসিন্ধুতে নিমগ্ন হইয়া গোপকুমারীগণ কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিলেন। ব্রজরাজনন্দনের বদনমাধুর্য্যরসাস্বাদন করিয়া যেন তাঁহারা পূর্ব্বের সব কথা ভুলিয়া গিয়া ভাবাবেশে আত্মহারা হইয়া গেলেন এবং এইরূপে জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত গোবিন্দমুখারবিন্দ দর্শনই তাঁহাদের জীবনের অবলম্বনীয় হইয়া উঠিল। এই প্রকারে কদম্ববৃক্ষে কৃষ্ণ এবং যমুনানীরে অসংখ্য গোপকুমারী কিছুক্ষণ পরস্পর পরস্পরের দিকে অনিমিষদৃষ্টি স্থাপন করিয়া অতিবাহিত করিলেন এবং পরস্পরের দৃষ্টিসম্পাতে পরস্পরের হৃদয়েই যেন কি এক অভিনব ভাবের লহরী খেলিয়া গেল। তখন কৃষ্ণের মনে হইল যে—এই সমস্ত গোপকুমারীগণ আমাকে বড়ই ভালবাসে এবং আমাকে পাইবার জন্য ইহারা বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে, আমি আর কেন বৃথা হঠ করিয়া ইহাদের দুঃখ দিই; সুতরাং ইহাদের বস্ত্রগুলি ইহাদের প্রদান করি, ইহারা বস্ত্র পরিধান করিয়া আমার নিকট আগমন করুক। এদিকে যমুনানীরস্থিতা গোপী-গণের মনে হইল যে এভাবে যমুনানীরে দণ্ডায়মান থাকিয়া আমাদের কি জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত গোবিন্দমুখারবিন্দ দর্শন সম্ভবপর হইবে? কোনও ব্রজবাসী যদি এখনই এই ঘাটে স্নান কিংবা জলাহরণাদির জন্য আগমন করে, তাহা হইলে আমাদের এই ভাবে ব্রজরাজনন্দনের সম্মুখে অবস্থিত দেখিলেই তাহারা আমাদের গুপ্ত কথা জানিতে পারিবে এবং তাহা গ্রামে রটনা হইয়া গেলে আমাদের পিতামাতা আর কখনও আমাদের ঘরের বাহির হইতে দিবেন না এবং আমরা চিরতরে কৃষ্ণদর্শনে বঞ্চিত হইয়া যাইব! অতএব আমাদের লজ্জা অধঃপাতে যাক্, আমরা এখনই কদম্বমূলে ব্রজরাজনন্দনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার আদেশ পালন এবং আনন্দবর্দ্ধন করি। বিশেষতঃ

ইতঃপূর্ব্বে আমরাই ব্রজরাজনন্দনের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে আমরা তাঁহার দাসী হইয়া তাঁহার সর্ব্ববিধ আদেশ পালন করিব। সেইজন্যই তিনি আমাদের আদেশ করিয়াছেন যে—হাসিতে হাসিতে কদম্বমূলে উপস্থিত হইয়া বস্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং নিজের কথাতেই আমরা ব্রজরাজনন্দনের নিকট পরাজিত হইয়াছি। কাজেই আর এখন আমাদের লজ্জা রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া কিছুই লাভ নাই। বিশেষতঃ যে লজ্জার জন্য আমরা আমাদের প্রাণের প্রাণ ব্রজরাজনন্দনকে হারাইতে বসিয়াছি, সেই পাপীয়সী লজ্জাকে প্রশ্রয় দেওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে। অতএব আমাদের লজ্জা রসাতলে যাক্, আমাদের হঠ রসাতলে যাক্ আমাদের কিছুতেই প্রয়োজন নাই। একমাত্র ব্রজরাজনন্দনকে পাইলেই আমাদের সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইবে।

গোপকুমারীগণ এই কথা মনে করিয়া একবার নয়ন ভঙ্গিতে সকলেই সকলকে ইঙ্গিত করিলেন, সখি! আর কেন বৃথা লজ্জায় বশীভূত হইয়া আমরা ব্রজরাজনন্দনের চরণপ্রাপ্তিতে বঞ্চিত হই, এস, আমরা সকলে মিলিয়া লজ্জাকে চির নির্ব্বাসিত করিয়া আমাদের চির আকাঙ্খার ধন ব্রজরাজনন্দনের চরণপ্রান্তে উপস্থিত হই। হায়! আমরা যদি লজ্জার অপেক্ষা না করিতাম, তাহা হইলে এতক্ষণ আমরা ব্রজরাজনন্দনের গলে বরমাল্য অর্পন করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিতাম। যাহা হইবার হইয়াছে, আর ক্ষণকালও বিলম্বের প্রয়োজন নাই, চল, আমরা এখনই ব্রজরাজনন্দনের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার আদেশ পালন করি। এই প্রকার স্থির নিশ্চয় করিয়া তখন অসংখ্য গোপকুমারীগণ যমুনানীর হইতে উঠিয়া সারি সারি ব্রজরাজনন্দনের চরণ নিকটে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

হস্তপল্লবকৃতাগ্রবস্ত্রিকাঃ কেশবিস্তৃতিধৃতাপরাম্বরাঃ। আদিনিষ্ঠিতকনিষ্ঠকারিকাঃ কুব্জিকাবদমিলন্ কুমারিকাঃ।

(শ্রীগোপালচম্পূঃ)

গোপকুমারীগণ যমুনানীর হইতে তীরে উঠিবার সময় এমনভাবে করপল্লব স্থাপন করিলেন যে তাহাতেই তাঁহাদের পরিধেয় বসনের কার্য্য হইয়া গেল এবং কবরী বন্ধন মুক্ত করিয়া এমন ভাবে বক্ষস্থলের উপর দিয়া কেশ পাশ লম্বিত করিয়াছিলেন যে তাহাতে তাঁহাদের উত্তরীয় বস্ত্রের কার্য্য হইয়া গেল। তাঁহারা এই ভাবে অধঃ এবং ঊর্দ্ধ অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কা গোপবালিকাগণকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া কুব্জিকার ন্যায় (ধনুকের মত বক্রদেহে) ধীরে ধীরে কদম্বমূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসিন্ধুনিমগ্না নগ্না গোপকুমারীগণের যমুনানীর হইতে উঠিয়া যমুনাতীরস্থ কদম্ববৃক্ষতলে কৃষ্ণের নিকট আগমন বড়ই মধুর। আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ গ্রন্থ দেখিলে এই মধুরতার কিঞ্চিৎ উপলব্ধি হইতে পারে—

স্কন্ধবন্ধাদুরসি লুলিতৈরাযতৈঃ কেশপাশৈ-রুরুস্তম্ভাবধিনিপতিতৈশ্ছাদয়ন্তী পুরোঽঙ্গম্॥
বালা মালা মিহিরতহিতুঃ প্রোত্ততারাম্বুকূলং। গাঢাশ্লিষ্টা তিমিরনিকরৈশ্চন্দ্রিকা মণ্ডলীব॥
স্বীযা শ্রীনযনেষু যৌতুকতযা নীলোৎপলৈরর্পিতা। হংসীভির্ব্যধিতৌপঢৌকনমিব প্রস্থানলীলায়িতম্॥
সৌন্দর্য্যঞ্চ সুসৌরভঞ্চ কমলৈস্তাসাং মুখেঘোহিতং। কালিন্দীপযসঃ প্রযানসমযে পূজৈব সর্ব্বৈঃ কৃতা॥

(আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ)

গোপকুমারীগণ যখন যমুনানীর হইতে কূলে উঠিলেন তখন তাঁহাদের দুই স্কন্ধ হইতে বক্ষো বেষ্টন করিয়া উরু পর্য্যন্ত কেশপাশ লম্বিত করিয়া দিলেন এবং তাহাতে তাঁহাদের অঙ্গের সম্মুখভাগ সম্পূর্ণ ভাবে আবৃত হইয়া গেল—দেখিলে মনে হয় যেন গাঢ় তিমিরসমাবৃত চন্দ্রকলা সমূহ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে।

গোপকুমারীগণ যখন যমুনানীর হইতে কদম্বমূলে যাইবার জন্য চেষ্টিত হইলেন, তখন তাঁহাদের অলোক-সামান্য কৃষ্ণপ্রেমব্যবহার দেখিয়া যেন যমুনানীরস্থিত নীল কমলরাজি তাঁহাদের নয়নে নিজ শোভা সমর্পণ করিল,

যমুনানীরবিহারিণী হংসীগণ তাঁহাদের গমনে নিজ গমনমাধুরী উপঢৌকন দিল এবং কমলরাজি নিজ সৌন্দর্য্য সদ্গন্ধ লইয়া তাঁহাদের মুখে অর্পণ করিল। এইভাবে সকলেই কৃষ্ণানুরাগিণী গোপকুমারীগণকে নানাভাবে পূজা করিতে লাগিল।

কৃষ্ণানুরাগিণী গোপকুমারীগণ কৃষ্ণপ্রাপ্তির প্রবল লালসায় আত্মহারা হইয়া লজ্জাকে চিরবিদায় দিলেও যেন লজ্জা তাঁহাদের ছাড়িয়া যাইতে চাহে না, সেজন্য যেন তাঁহারা লজ্জাকে কথঞ্চিৎ অঙ্গীকার করিলেন এবং কেশপাশ ও করপল্লবদ্বারা অঙ্গাচ্ছাদন করিয়া লজ্জার মর্য্যাদা কথঞ্চিৎ রক্ষা করিলেন। তাঁহারা যখন উন্মুক্ত কলেবরে ব্রজরাজনন্দনের নিকট অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন প্রেমাবেশে এবং যমুনার শীতল জলে অবস্থান জনিত শীতে তাঁহাদের অঙ্গ কম্পিত এবং প্রতি পদে পদে পদ স্খলিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও তাঁহারা গমনে বিরত না হইয়া ধীরে ধীরে স্খলিতচরণে ও কম্পিতকলেবরে কদম্বমূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ব্রজরাজনন্দনের সম্মুখবর্ত্তি স্থানে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন।

গোপকুমারীগণের এই ভাবে কৃষ্ণের নিকট আগমনের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া যদি কেহ স্থূলদৃষ্টিতে এই লীলার তত্ত্বানুসন্ধানে রত হন, তাহা হইলে তিনি গোপকুমারীগণের প্রেমসিন্ধুর বিন্দুস্পর্শেও বঞ্চিত থাকিবেন; বরং অশ্লীলতাবুদ্ধি পোষণ করিয়া অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া যাইবেন ও এ লীলা "প্রক্ষিপ্ত" "রূপক" প্রভৃতি কতকগুলি প্রলাপ বাক্য বর্ষণ করিবেন। যদি কেহ বর্ত্তমান রুচির বশীভূত হইয়া আধ্যাত্মিকতা করিতে যান, তাহা হইলে তিনিও যে কৃষ্ণলীলাসুখসিন্ধু হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া কোন্ অপসিদ্ধান্তের তপ্ত বালুকাময় মরুভূমিতে গিয়া পড়িবেন তাহাও ধারণা করা দুরূহ। কেবলমাত্র অচিন্ত্য অনন্তলীলামহোদধি, নিরবধিকরুণাপারাবার ব্রজরাজ-নন্দনের চরণে শরণাগত হইয়া যিনি এই লীলার তত্ত্বানুসন্ধানে রত হইবেন, তিনিই তাঁহার কৃপাবলে কিছু ধারণা করিতে পারিবেন।

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী, শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী, শ্রীপাদ জীব গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত সমালোচনা করিয়া তদনুসারে এই লীলার তত্ত্বানুসন্ধানে রত হইলে মনে হয় যে—"একাদশ সমাস্তত্র গূঢ়ার্চ্চিঃ সবলোঽবসৎ" প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতবচনে স্পষ্টই জানা যায় যে—শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার একাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকাল পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনে গো গোপ গোপীসহ বিবিধ লীলা করিয়া মথুরায় গমন করেন। সুতরাং বস্ত্রহরণ লীলা যে তাঁহার একাদশ বৎসর অপেক্ষা ন্যূনবয়ঃক্রমকালেই হইয়াছিল তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত গোপকুমারীগণের সহিত এই লীলা করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা অধিক বয়স্কা ত নহেনই বরং তাঁহারা যে অতি অল্পবয়স্কা তাহা "হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারীকাঃ" প্রভৃতি শ্লোক সমালোচনায় স্পষ্টই জানিতে পারা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে যে ভাবে এই লীলা বর্ণিত আছে, তাহাতে গোপকুমারীগণের যে বয়সের অনুমান হয়, তাহাতে তাঁহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির এমন কোনও পূর্ণতা হওয়া সম্ভবপর নহে, যাহাতে তাঁহারা অনাবৃত অঙ্গে থাকিতে কোন প্রকার লজ্জা বোধ করিতে পারেন। কাজেই গোপকুমারীগণের লজ্জার কথায় মনে হয় যে তাহা তাঁহাদের দৈহিক লজ্জা নহে, তাহা একমাত্র কৃষ্ণপ্রেমেরই বিলাস মাত্র। উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে সঞ্চারী-ভাবপ্রকরণে দেখা যায় যে লজ্জাও তেত্রিশ প্রকার সঞ্চারী ভাবের অন্যতম। সুতরাং গোপকুমারীগণের লজ্জা, প্রেমের সঞ্চারীভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে। গোপকুমারীগণের দৈহিক লজ্জা না থাকিলেও তাঁহারা প্রেমস্বভাবসুলভলজ্জায় অভিভূত হইয়া প্রথমতঃ অনাবৃতদেহে কৃষ্ণের নিকট যাইতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে যখন দেখিলেন যে লজ্জার বশীভূত হইয়া কৃষ্ণের নিকট গমনে আপত্তি করিলে তাঁহাদের পক্ষে কৃষ্ণপ্রাপ্তিও সুদুর্লভ হইবে, তখন তাঁহারা লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া কৃষ্ণের নিকটই উপস্থিত হইলেন।

গোপকুমারীগণ যে ভাবে লজ্জা ত্যাগ করিলেন, তাহা যে কুলধর্ম্মের ও স্ত্রীজাতির পক্ষে কত কঠিন ব্যাপার তাহা আর কি বলিব। কুলবতী রমণীগণ প্রাণত্যাগ করিয়াও লজ্জা রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকেন। যদি হঠাৎ কোনও কুলবতী রমণীর বস্ত্রে অগ্নি সংযোগ হয় এবং সেখানে কেহ উপস্থিত থাকে, তাহা হইলে তিনি বোধ হয় কোন প্রকারেই বস্ত্র ত্যাগ করিয়া প্রাণরক্ষা করিতে পারেন না, বরং প্রাণত্যাগ করিয়াই লজ্জা রক্ষা করিয়া থাকেন। সুতরাং কুলবতী রমণীগণের পক্ষে লজ্জা যে প্রাণ অপেক্ষাও অধিকতর প্রিয় বস্তু, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। কুলটা কিংবা দুঃশীলা রমণীর অনায়াসে লজ্জা ত্যাগ কিংবা নির্লজ্জভাবে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দেখিলে এই সমস্ত কুলবতী ও পরম সুশীলা গোপবালিকাগণের লজ্জা ত্যাগের মর্ম্ম বুঝিতে পারা যায় না বটে, কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে—কুলবতী রমণীগণের লজ্জার স্থান কোথায়। তাঁহাদের নিকট লর্জ্জার আদর প্রাণ অপেক্ষা অনেক অধিক, সেইজন্য তাঁহারা হাসিতে হাসিতে প্রাণত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু কিছুতেই লজ্জাত্যাগ করিতে সমর্থ হন না। কুলধর্ম্মবতী ও পরমসুশীলা গোপবালাগণ যে কৃষ্ণের জন্য হাসিতে হাসিতে লজ্জা ত্যাগ করিয়াছেন, ইহাতে বিবেচনা করা উচিত যে তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রীতি কতই গাঢ় এবং কতই গভীর। প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম লজ্জাকেও যাঁহারা কৃষ্ণের জন্য ত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাদের কৃষ্ণ যে কত প্রিয়তম তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিয়া এবং স্বার্থসিদ্ধির প্ররোচনায় পড়িয়া অনেকেই অনেককে ভালবাসিতে পারে, কিন্তু প্রাণ অপেক্ষাও আদরের বস্তু উপেক্ষা করিয়া কি কেহ কাহাকেও ভালবাসিতে পারে? জগতে সকলেই পুত্রবিত্তাদিকে ভালবাসে; কিন্তু যদি কখনও নিজের প্রাণহানি সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে সকলেই পুত্রবিত্তাদি পরিত্যাগ করিয়া নিজপ্রাণ রক্ষা করিয়া থাকে। প্রবল ভূমিকম্পে কিংবা গৃহে আগুন লাগিলে এমন অনেক দেখা যায় যে পুত্রবিত্তাদি পরিত্যাগ করিয়া নিজপ্রাণ রক্ষার জন্যই সকলে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রাণ অপেক্ষা জগতে কাহারও কোনও প্রিয় বস্তু আছে বলিয়া মনে হয় না। কুলবতী রমণীগণ এই প্রাণ দিয়াও লর্জ্জা রক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু লর্জ্জা বিসর্জ্জন দিয়াও কেহ কাহাকেও ভালবাসিয়াছেন কিনা তাহা একমাত্র গোপকুমারীগণ ব্যতীত অন্য কুত্রাপি শুনিতে পাওয়া যায় না।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ ত্রিপঞ্চাশৎ (৫৩) অধ্যায়ে দেখা যায় যে বিদর্ভরাজনন্দনী রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার লালসায় একজন ব্রাহ্মণকে দ্বারকায় কৃষ্ণনিকট পাঠাইয়াছিলেন এবং কৃষ্ণকে নিজ মনোভাব জ্ঞাপন করিবার জন্য ব্রাহ্মণের নিকট যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহাতে লেখা ছিল যে—

"যর্হ্যম্বুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎ প্রসাদং জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশান্ শতজন্মভিঃ স্যাৎ"—হে কমলনয়ন। আমার কোনও দুর্ভাগ্য বশতঃ যদি আপনার কৃপালাভে বঞ্চিত হই, তাহা হইলে আমি আপনার চরণ প্রাপ্তির আশায় দুশ্চর ব্রতানুষ্ঠান এবং উপবাসাদি করিয়া প্রাণত্যাগ করিব। এই প্রকার শত জন্ম পরিত্যাগ করিলেও যদি আপনার কৃপা পাওয়া যায়, আমি তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইব না।

রুক্মিণী দেবীর এই উক্তিতে স্পষ্টই জানা যায় যে তিনি কৃষ্ণপ্রাপ্তির আশায় শতবার প্রাণত্যাগ করিতেও প্রস্তুত আছেন, কিন্তু তিনি একবারও লর্জ্জা কিংবা কুলধর্ম্ম ত্যাগ করিতে স্বীকৃত নহেন। লজ্জা ও কুলধর্ম্ম রাখিয়া যদি কৃষ্ণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাতে তাঁহার কোনই আপত্তি নাই, কিন্তু লর্জ্জা, কুলধর্ম্ম ত্যাগে তাঁহার ঘোর আপত্তি। শতবার প্রাণত্যাগ করা অপেক্ষাও তাঁহার নিকট একবার লজ্জাত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন কর্ম্ম। কিন্তু গোপকুমারীগণের প্রেমের কি অপূর্ব্ব প্রভাব যে তাঁহারা হাসিতে হাসিতে লজ্জাত্যাগ করিয়াও কৃষ্ণপ্রাপ্তির আশায় উৎকণ্ঠিত হইয়া অনাবৃতদেহে কৃষ্ণের চরণ নিকটে উপস্থিত হইলেন।

কুলধর্ম্মনিরতা সুশীলা অবলাগণের পক্ষে লর্জ্জাত্যাগ ও কুলধর্ম্মত্যাগ প্রাণত্যাগ অপেক্ষাও দুঃখকর। সেজ ন্য

কুত্রাপি রমণীগণের কুলধর্ম্ম ত্যাগ কিংবা লজ্জা ত্যাগের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। গোপরমণীগণ কৃষ্ণসেবার লালসায় লজ্জা ও কুলধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারেন বলিয়াই তাঁহাদের ভালবাসার নাম মহাভাব। অন্য কেহ কৃষ্ণসেবার জন্য লজ্জা ও কুলধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারেন না বলিয়াই তাঁহাদের ভালবাসাকে মহাভাব বলা যায় না। গোপকুমারীগণ, কৃষ্ণানুরাগিণী হইয়াও যদি কৃষ্ণের প্রীতিবিধানার্থ লজ্জা ত্যাগ করিতে সমর্থ না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ভালবাসাকেও মহাভাব বলা যাইত না। তাঁহারা কৃষ্ণের আদেশে লজ্জা ত্যাগ করিতে পারিলেন বলিয়াই বুঝিতে পারা গেল যে,—তাঁহাদের ভালবাসা মহাভাবদশায় উপনীত হইয়াছে।

উজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থে যে প্রেম হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত প্রেম-পরিণতির লক্ষণ বর্ণিত আছে, তাহাতে দেখা যায় যে—যখন দেহগেহাদির মমতা ভুলিয়া, ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধির কামনা ভুলিয়া কেবলমাত্র আত্মহারা মমতা লইয়া কৃষ্ণসেবার জন্য লালায়িত হওয়া যায়, তখনকার অবস্থার নামই প্রেম। এই প্রেম কর্ম্মীর স্বর্গাদি ভোগবাসনা, যোগীর অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি প্রাপ্তির বাসনা এবং জ্ঞানীর সাযুজ্যাদি মুক্তিলাভের বাসনা অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরে অবস্থিত। ভুক্তি মুক্তি প্রাপ্তির বাসনা-গন্ধলেশও যাঁহার হৃদযে আছে, তিনি এই প্রেমের ধারণাও করিতে পারেন না।

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥ (ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ)

যতদিন ভোগস্পৃহা ও মোক্ষস্পৃহারূপ পিশাচী হৃদয়প্রাঙ্গনের একপার্শ্বেও বর্ত্তমান থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত প্রেমভক্তি লাভের সম্ভাবনাও করা যায় না।

ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা মনে যদি হয়। সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন না হয়॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

এই প্রেম ক্রমশঃ কৃষ্ণসেবাকাঙ্ক্ষায ঘনীভূত হইয়া স্নেহ, মান, প্রণয, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব পর্য্যন্ত পরিণতি লাভ করে।

স্যাদ্দৃঢ়েয়ং রতিঃ প্রেমা প্রোত্থন্ স্নেহঃ ক্রমাদয়ং। স্যান্মানঃ প্রণয়ো রাগোঽনুরাগো ভাব ইত্যপি॥ (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

ইহার মধ্যে প্রেমের যে অবস্থায় কৃষ্ণসেবার জন্য দুঃখকেও সুখ বলিয়া মনে হয়, সেই অবস্থার নাম রাগ, এবং যে অবস্থায় সর্ব্ববিধ দুঃখই সুখ বলিযা মনে হয সেই অবস্থার নাম মহাভাব। জগতে যতপ্রকার দুঃখ আছে, তাহার মধ্যে প্রাণত্যাগের দুঃখই সর্ব্বাধিক। কিন্তু কুলবতী রমণীর পক্ষে লজ্জা এবং কুলধর্ম্মত্যাগ, প্রাণত্যাগ অপেক্ষাও কষ্টকর। সুতরাং যাহারা কৃষ্ণসেবার জন্য লজ্জা ও কুলধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে, তাহাদের প্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং তাহাই মহাভাব নামে অভিহিত। একমাত্র গোপরমণীগণ ব্যতীত অন্য কুত্রাপি এই মহাভাব নামক প্রেম পরিণামের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। যাঁহারা সাধনপ্রভাবে একমাত্র শ্রীভগবান্‌কেই সত্য বলিয়া অনুভব করিতে পারেন এবং জগৎকে মিথ্যা বলিযা তুচ্ছভাবে উপেক্ষা করিতে পারেন, সেই সমস্ত জ্ঞানিশিরোমণিগণের তত্ত্বজ্ঞান আছে বটে, কিন্তু প্রেম নাই। প্রেম কখনও কর্ম্মী, যোগী কিংবা জ্ঞানীর ভাণ্ডারে থাকে না, ইহা একমাত্র ভক্তেরই সম্পদ। তাহার মধ্যেও দুঃখকে সুখজ্ঞানে অবলীলাক্রমে অঙ্গীকার করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যদি বা কাহারও কৃষ্ণসেবার জন্য দুঃখকেও সুখ বলিযা ধারণা হয়, তাহাও প্রাণত্যাগের দুঃখ পর্য্যন্তই শেষ। কিন্তু কুলধর্ম্ম ও লজ্জাত্যাগ প্রাণত্যাগ অপেক্ষাও কষ্টকর কার্য্য; এই দুঃখ স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া কৃষ্ণসেবার প্রবৃত্তি একমাত্র গোপীগণ ছাড়া আর কুত্রাপি দেখা যায না। এই জন্য গোপীপ্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রেই পরিগীত হইয়াছে।—

এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো গোবিন্দ এব অখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ সপ্তচত্বারিংশৎ (৪৭শ) অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণের সখা ভক্তচূড়ামণি উদ্ধব-

মহাশয়, শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া কৃষ্ণপ্রেমবতী গোপীগণের ভাব দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া বলিয়াছেন—যাঁহাদের সর্ব্বাত্ম-স্বরূপ ব্রজরাজনন্দনে এতাদৃশ গাঢ় ভাব, যাঁহারা কুলধর্ম্ম ও লজ্জাকে তুচ্ছ করিয়া ব্রজরাজনন্দনের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন, সেই গোপীগণের জন্মই জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—কেননা, মোক্ষাকাঙ্ক্ষী মুনিগণ এবং শ্রীকৃষ্ণচরণ-সেবাকাঙ্ক্ষী ভক্তগণ সর্ব্বদাই এই ভাবই প্রার্থনা করিয়া থাকেন, কিন্তু কাহারও ভাগ্যেই এই ভাবপ্রাপ্তি সম্ভবপর হয় না। যাঁহাদের এই প্রকার হরিকথা-রসাস্বাদনের শক্তি আছে, তাঁহাদের নিকট ব্রহ্মজন্মও ( ব্রহ্মপদ লাভ ) অতি অকিঞ্চিৎকর।

অতএব বস্ত্রহরণ লীলায় যে গোপকুমারীগণের লজ্জাত্যাগ দেখা যায়, তাহা সামান্য ব্যাপার নহে; তাহা একমাত্র গোপকুমারীগণই করিতে পারিয়াছেন। যদিও শ্রীভগবানের অনন্ত ভক্তের অনন্ত মহিমা অনন্ত শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, তথাপি এরূপ প্রেমমহিমা আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীভগবৎসেবার জন্য কেহ বা গৃহত্যাগ, কেহ বা দৈহিকসুখস্বাচ্ছন্দ্যাদি ত্যাগ, কেহ বা রাজ্য ত্যাগ, কেহ বা মানাপমানাদি ত্যাগ এবং রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণ প্রাণত্যাগেরও সঙ্কল্প করিয়াছেন বলিয়া শাস্ত্রে শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কুলধর্ম্ম ত্যাগ ও লজ্জা ত্যাগ একমাত্র গোপীগণ ব্যতীত আর কেহই করিতে পারেন নাই। গোপকুমারীগণের লজ্জাত্যাগ বৃত্তান্তে অন্য কোন প্রকার কুসিদ্ধান্ত স্থাপন না করিয়া ইহাতে তাঁহাদের প্রেমের গাঢ়তা উপলব্ধি করিতে পারিলেই প্রকৃত তত্ত্বের অনুভূতি হয়। বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ ইহাতে যাহাই বলুন না কেন, তাহাতে শ্রীভগবানের লীলারস-সিদ্ধান্ত জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ বিচলিত না হইয়া গোপীগণের প্রেমমহিমার অনুসন্ধানেই যে রত থাকিবেন তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। যাঁহারা পূর্ব্বজন্মসঞ্চিত দুষ্কৃতির ফলে শ্রীভগবানের চরণে শরণাগতিবিহীন, তাঁহাদের নিকট চিরদিনই এ তত্ত্ব গুপ্তভাবেই থাকিবে—

"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ" ( শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা )

গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—দুষ্কৃতিশালী নরাধম ব্যক্তিগণ কখনই আমার চরণে শরণাগত হইতে পারে না। সুতরাং এই সমস্ত প্রেমমহিমা কদাপি তাহাদের জ্ঞানগোচর হয় না।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণের চরণাঙ্কানুসরণ করিয়া বস্ত্রহরণ লীলা আলোচনা করিলে এই প্রকারে গোপকুমারীগণের প্রেমমহিমারই অনুভূতি হইয়া থাকে। গোপকুমারীগণের লজ্জাত্যাগ তাঁহাদের প্রেমেরই চূড়ান্ত ভূমিকা। কিন্তু এমন অনেক মহামনীষী আছেন, যাঁহারা ভক্তিসিদ্ধান্তের লেশমাত্রও স্পর্শ না করিয়া গোপকুমারীগণের এই লজ্জা ত্যাগ সম্বন্ধে এক অভিনব সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়া তাঁহাদের অমানুষিক মনীষার জয়ঢক্কা বাদন করিয়া থাকেন। অবশ্য ইহাতে ভক্তসম্প্রদায় কখনই বিচলিত হন না বা হইবেন না, কারণ অভক্তের বুদ্ধিবলে চিরকালই ভক্তিসিদ্ধান্ত বিকৃত হইয়া থাকে।

দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ। উলুকে না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ॥ ( শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্ )

যাঁহারা ভক্তিশাস্ত্র না দেখিয়া কিংবা ভক্তিসিদ্ধান্ত না বুঝিয়া গোপী সহ গোপীনাথের পরমমধুর লীলাবলী সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা বস্ত্রহরণ লীলায় গোপকুমারীগণের লজ্জাত্যাগ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করেন যে—যতদিন পর্য্যন্ত অষ্টপাশ মুক্তি না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কাহারও ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না। লজ্জা অষ্টপাশেরই অন্যতম; সুতরাং লজ্জা থাকিতে ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না বলিয়া শ্রীভগবান্ প্রথমতঃ গোপকুমারীগণের লজ্জাত্যাগ করাইলেন, তাহার পর রাসলীলায় তাঁহাদের সহিত শ্রীভগবানের মিলন হইল। এই সিদ্ধান্তে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে—শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ, পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি বহু পুরাণ ও ইতিহাসে ধ্রুব, প্রহ্লাদ, অম্বরীষ, দীলিপ সগর, নহুষ, রুক্মাঙ্গদ প্রভৃতি ভক্তগণের ভগবৎপ্রাপ্তির কথা বর্ণিত আছে, তাঁহারা কি সকলেই

উলঙ্গ হইয়া শ্রীভগবানের চরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? তাঁহাদের যদি গোপকুমারীগণের মত অনাবৃত দেহে শ্রীভগবানের নিকট যাইতে আপত্তি ছিল, তাহা হইলে শ্রীভগবান্ গোপকুমারীগণের মত তাঁহাদেরও বস্ত্রহরণ করিলেন না কেন? যদি বলেন যে পতিরূপে শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিতে হইলে লজ্জা ত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে সীতা, পার্ব্বতী, লক্ষ্মী, রুক্মিণী প্রভৃতি সকলেরই বস্ত্রহরণ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু শ্রীভগবান্ একমাত্র গোপকুমারীগণেরই বস্ত্রহরণ করিলেন কেন?

বিশেষতঃ তাঁহারা যে অষ্টপাশের কথা বলেন, তাহা কোন্ শাস্ত্রে কোন্ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, তাহা জানিলে বোধ হয় বস্ত্রহরণ লীলায় তাহা প্রয়োগ করিতে সাহসী হইতেন না। অষ্টপাশ সম্বন্ধে কুলার্ণবতন্ত্রে বর্ণিত আছে যে—

ঘৃণা শঙ্কা ভয়ং লজ্জা জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী। কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

ঘৃণা, শঙ্কা, ভয়, লজ্জা, জুগুপ্সা, কুল, শীল ও জাতি এই অষ্টবিধ পাশ। কুলার্ণবতন্ত্রে যে বীরাচারে শক্তি সাধনার পদ্ধতি আছে, ঘৃণা, শঙ্কা প্রভৃতি অষ্টবিধ পাশ মুক্তি না হইলে সেই সাধনানুষ্ঠান করা যায় না; ইহাই কুলার্ণবতন্ত্রের বক্তব্য। ঘৃণাহীন, নির্লজ্জ, জাতিহীন, কুলশীলহীন প্রভৃতি না হইলে যে ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না তাহা কুলার্ণবতন্ত্রের সিদ্ধান্ত নহে। অষ্টপাশ মুক্তি না হইলে যদি ভগবৎপ্রাপ্তি না হয়, তাহা হইলে কি জাতিহীন, কুলহীন, দুঃশীল, নির্লজ্জ, নির্ঘৃণ প্রভৃতি মহাসদাশয় ব্যক্তিগণই একমাত্র ভগবৎপ্রাপ্তির অধিকারী? অতএব শ্রীভগবানের পরমমধুর লীলা সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া এই সমস্ত কুসিদ্ধান্তের দিকে মনোনিবেশ না করিয়া ভক্তের প্রেম এবং ভক্তাধীন শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতির অনুসন্ধান করিয়া জীবন সার্থক করাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়।

কোনও কোনও মহাপুরুষ ইহাও বলিয়া থাকেন যে—শ্রীভগবান্ সকলেরই অন্তরে সর্ব্বদাই বিরাজমান। সুতরাং বস্ত্রের আবরণে দেহ আবৃত করিলেও সর্ব্বব্যাপী শ্রীভগবানের নিকট কিছুই গোপন করা যায় না। গোপীগণ বস্ত্রদ্বারা দেহ আচ্ছাদন করিয়া শ্রীভগবানের নিকট দেহ গোপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই শ্রীভগবান্ বস্ত্রহরণ করিয়া তাঁহাদের অজ্ঞান দূর করিলেন ইত্যাদি। ইহাতেও আমাদের অন্য কিছু বক্তব্য নাই, কেবল আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে—ভগবান্ এই ভাবে সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে উলঙ্গ করিয়া তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন না কেন?

মোটকথা শ্রীভগবানের এই সমস্ত পরমমধুর লীলাসিন্ধুর বিন্দুমাত্র স্পর্শেরও অনধিকারী অনেক মহাপুরুষ আছেন, যাঁহারা চিরকালই এইরূপ কুসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া অজ্ঞ সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহাদের এই বিষোদ্‌গারে বিজ্ঞ সমাজ চিরকালই ক্ষুব্ধ হইয়া আছেন। শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতীত ইহার কোনই প্রতিকার নাই। শ্রীভগবান্ যেদিন কৃপা করিয়া তাঁহার মধুর লীলাবলীর প্রকৃত সিদ্ধান্ত জানাইবেন, সেইদিনই জগৎ তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে। এই লীলায় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন আমরা কেবল তাহারই কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করিলাম।

যাহাহউক, গোপকুমারীগণ যখন লজ্জায় জলাঞ্জলী দিয়া কদম্বমূলে আসিয়া দাঁড়াইলেন তখন ব্রজরাজনন্দন তাঁহাদের এই শুদ্ধ ভাব দেখিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। যদিও কাত্যায়নীপূজা প্রভৃতি তাঁহাদের সকল কার্য্যই শুদ্ধ প্রেমেরই পরিচায়ক, তথাপি লজ্জাত্যাগ করিয়া তাঁহারা এই প্রেমের চরম পরিণতি প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ অনন্ত মূর্ত্তিতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হইয়া অনন্ত ভক্তের প্রেমোপহার গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি একমাত্র শ্রীবৃন্দাবন ব্যতীত আর কুত্রাপি এমন প্রেম দেখেন নাই যে, কুলধর্ম্মনিরতা রমণী হইয়াও তাঁহার জন্য

লজ্জা এবং কুলধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে। যিনিই যেখানে যেভাবে শ্রীভগবানের উপাসনা করুন না কেন, তাঁহাদের অধিকাংশেরই ভুক্তি মুক্তি কিংবা সিদ্ধিপ্রাপ্তির লালসা থাকে। নিষ্কাম ভাবে তাঁহার চরণ ভজনের অধিকারী অতীব বিরল, তাহার মধ্যে আবার গোপকুমারীগণের মত লজ্জা ধর্ম্মাদি সর্ব্বস্ব ত্যাগ তদপেক্ষা বিরল এবং সুদুর্ল্লভ। গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যে, আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী এই চতুর্ব্বিধ সুকৃতিমান্ ব্যক্তিগণ আমার চরণ ভজন করিয়া থাকেন। কিন্তু গোপকুমারীগণের ব্যবহার দেখিলে মনে হয় যে তাঁহারা আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী অথবা জ্ঞানী নহেন, তাঁহারা কেবলমাত্র কৃষ্ণের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্যই কৃষ্ণসেবা-প্রার্থিনী হইয়াছেন এবং সেজন্য প্রাণাপেক্ষাও অধিকতর যত্নের ধন লজ্জা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং এই ভাবের আর অন্যত্র তুলনা পাওয়া সম্ভব নহে—এই ভাব একমাত্র গোপীতেই সম্ভব। প্রেমাধীন শ্রীভগবান, গোপীগণের এই চরম প্রেম দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং এই প্রেমের অনুরূপ ভাবে তাঁহাদিগকে আত্মদান করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। শ্রীভগবান্ যখন ধ্রুব প্রহ্লাদাদি ভক্তগণের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা ভক্তিভরে শ্রীভগবানের স্তুতি প্রণতি করিয়াছেন এবং শ্রীভগবান্‌ও তাঁহাদের অভিলষিত বরদান করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন। কিন্তু গোপকুমারীগণের সহিত শ্রীভগবানের মিলনে স্তুতি প্রণতি কিংবা বর-দান নাই—ইহাতে আছে কেবল শুদ্ধপ্রেমে আত্মবিনিময়। তাই গোপকুমারীগণ শুদ্ধপ্রেমে আত্মদান করিয়া কৃষ্ণের নিকটে সারি সারি দণ্ডায়মান আছেন এবং শ্রীভগবান্‌ও তাঁহাদের প্রেমের অনুরূপভাবে তাঁহাদের আত্মদান করিবার জন্য অনিমিষনয়নে তাঁহাদের পানে চাহিয়া বিবেচনা করিতেছেন যে কি ভাবে আত্মদান করিলে ইহাদের প্রেমের অনুরূপ হয়।

"ভগবানহতা বীক্ষ্য শুদ্ধভাবপ্রসাদিতঃ" প্রভৃতি শ্লোকটির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় যে, টীকাকার শ্রীপাদ শ্রীধর স্বামী শ্লোকস্থ "আহতা" শব্দের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অন্য কোনও টীকাকারই গ্রহণ করেন নাই কিংবা সে বিষয়ে কোন প্রকার সমালোচনা করেন নাই। শ্রীধরস্বামিপাদের এই ব্যাখ্যায় কোন প্রকার দোষ কিংবা গুণ থাকিলে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী, শ্রীপাদ জীব গোস্বামী, শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ বীররাঘবাচার্য্য, শ্রীপাদ বিজয়ধ্বজাচার্য্য প্রভৃতি পরবর্ত্তি টীকাকারগণ অবশ্যই কিছু সমালোচনা করিতেন। তাঁহাদের কোন প্রকার আলোচনা না দেখিয়া এবং সকলেই গত্যর্থবাচক হন্ ধাতু নিষ্পন্ন "আহতা" শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া আমরাও সেই মতেরই অনুসরণ করিলাম। গত্যর্থবাচক হন্ ধাতুর বহুল প্রয়োগ দেখা যায় না বলিয়া যদি কাহারও কোন প্রকার সন্দেহ হয়, সেজন্য শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তাঁহার লঘুতোষণী টীকায় বলিয়াছেন যে, কেহ ত অনন্ত শাস্ত্রের সবগুলিই দেখেন নাই; সুতরাং কোন একটি শব্দ দেখিয়া তাহা "প্রসিদ্ধ কিংবা অপ্রসিদ্ধ" এ বিচার করা বড়ই কঠিন। শ্লোকস্থ "আহতা" শব্দের "শীতপীড়িতা এবং লজ্জাত্যাগে অত্যন্ত সঙ্কুচিতা কিংবা মৃততুল্য" এ প্রকার অর্থও কোন কোন টীকাকার করিয়াছেন। যাহা হউক, গোপকুমারীগণের পরমপ্রেম এবং সেজন্য প্রেমাধীন শ্রীভগবানের প্রসন্নভাবই এখানকার গ্রহণীয়, কাজেই বৃথা অবান্তর তর্কের অবতারণা করা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয় না।

পরম প্রেমবতী গোপকুমারীগণকে তাঁহারই আদেশক্রমে লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহারই নিকটে আগতা দেখিয়া শ্রীভগবান্ পরম প্রীত হইলেন এবং এই প্রেমের প্রতিদান দেওয়ার জন্য গোপকুমারীগণের সহিত আরও কিছু পরিহাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ গোপকুমারীগণকে কিছু না বলিয়া কদম্ব বৃক্ষের শাখা প্রশাখায় ইতস্ততঃ সুবিন্যস্ত বস্ত্রগুলি একত্র মিলিত করিলেন এবং তাহার কিয়দংশ নিজ স্কন্ধে স্থাপন করিলেন। ইহাতে শ্রীভগবান্ ইঙ্গিতে প্রকাশ করিলেন যে, যাহারা আমার প্রীতিবিধানার্থ এই প্রকারে লজ্জাত্যাগ করিতেও

কুণ্ঠিত হয় না, আমি সেই পরমপ্রেমবতী গোপকুমারীগণের অধোবসনও স্কন্ধে ধারণ করিতে কুণ্ঠিত হই না। তাহাদের অধোবসন স্কন্ধে ধারণ করিলেও বোধ হয় তাহাদের প্রেমের অনুরূপ প্রতিদান দেওয়া হয় কি না সন্দেহ। শ্রীভগবান্ গোপকুমারীগণের উত্তরীয় বসনগুলি বৃক্ষস্কন্ধে স্থাপন করিয়া পরিধেয় বসনগুলি নিজের দুই স্কন্ধে স্থাপন করিলেন এবং তাহার উপর দুই বাহু বেষ্টন করিয়া সেগুলি সযত্নে রক্ষা করিলেন। পরে তিনি এমন ভঙ্গিতে গোপকুমারীগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন যে তাহা দেখিয়া বোধ হয় যেন গোপকুমারীগণ কদম্বমূলে উপস্থিত হইয়াছে ; তাহারা যদি কোনক্রমে বৃক্ষশাখা হইতে তাহাদের বস্ত্রগুলি গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাঁহার যেন পরিহাসভঙ্গির কি ত্রুটি হইবে, সেইজন্য যেন তিনি তাড়াতাড়ি বস্ত্রগুলি একত্র মিলিত করিয়া বৃক্ষস্কন্ধে এবং নিজ স্কন্ধে স্থাপন করিলেন।

গোপকুমারীগণ, ব্রজরাজনন্দনের এইভাবে বৃক্ষস্কন্ধে ও নিজস্কন্ধে বস্ত্র স্থাপন দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং অনিমিষ নয়নে তাঁহার এই সমস্ত ভঙ্গি দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রেমাবেশে কণ্ঠ রুদ্ধ এবং সর্ব্বাঙ্গ স্তিমিত থাকায় তাঁহারা কিছু বলিতে কিংবা করিতে পারিলেন না। ব্রজরাজনন্দন তখন ধীর গম্ভীরস্বরে গোপকুমারীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হে গোপকুমারীগণ। তোমরা বড়ই অন্যায় কার্য্য করিয়াছ। ইহাতে তোমাদের কাত্যায়নীব্রতের ফলপ্রাপ্তির বাধা ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। "কাত্যায়নীব্রতের ফলপ্রাপ্তির বাধা" এই কথা কর্ণগোচর হওয়ামাত্রেই যেন গোপকুমারীগণের হৃদয়ে কি এক অভিনব ভাবের তড়িৎ প্রবাহ সঞ্চারিত হইয়া গেল, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ চকিতভাবে ব্রজরাজনন্দনের দিকে হতাশ মুগ্ধ দৃষ্টি সম্পাত করিলেন। যদিও তাঁহারা কোন কথাই বলিতে সমর্থ হইলেন না, তথাপি তাঁহাদের সুদীন দৃষ্টি যেন বলিতেছিল —হে ব্রজরাজনন্দন! আমরা কি এমন অন্যায় কার্য্য করিয়াছি যে, যাহার জন্য আমাদের ব্রতফল প্রাপ্তিতে বাধা ঘটিতে পারে? যদি কোন অন্যায় কার্য্য করিয়াই থাকি, তাহা হইলে তাহার কি কোনই প্রতিকার নাই?

গোপকুমারীগণের এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়া ব্রজরাজনন্দন বলিতে লাগিলেন—হে গোপকুমারীগণ! তোমরা যে বিবস্ত্রা হইয়া যমুনাবগাহন করিয়াছ তাহাতে তোমাদের জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণের নিকট এবং জলশায়ী শ্রীনারায়ণের নিকট অপরাধ হইয়াছে। বিবস্ত্রা হইয়া জলাবগাহন করিলে জলাধিদেবতাকে অবজ্ঞা করা হয়, সুতরাং তদপেক্ষা মহাপরাধ আর কি হইতে পারে? এ বিষয়ে শ্রুতি বচনও দেখা যায় যে—"অপ্সু,গ্নি-দেবতাশ্চ তিষ্ঠন্তি, অতো নাপ্সু মূত্রপুরীষে কুর্য্যাৎ ন নিষ্ঠিবেৎ ন বিবসনঃ স্নায়াৎ" "অগ্নি এবং দেবতাগণ জলে অবস্থান করেন, সেজন্য জলে মলমূত্র ত্যাগ করিতে নাই, থুথু ফেলিতে নাই এবং বিবস্ত্র হইয়া স্নান করিতে নাই।" অতএব হে গোপকুমারীগণ। তোমরা বিবস্ত্রা হইয়া যমুনায় স্নান করিয়া কি যে মহাপরাধ করিয়াছ তাহা আর কি বলিব! যদিও বিবস্ত্রা হইয়া স্নান করা এখানকার দেশাচার এবং তোমরা বালিকা বলিয়া তোমাদের পক্ষে দোষাবহ নহে, তথাপি তোমরা ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছ বলিয়া, ইহাতে তোমাদের পক্ষে অত্যন্ত হানির সম্ভাবনা আছে। কোনও ব্রতানুষ্ঠানরত ব্যক্তি যদি বিবস্ত্র হইয়া স্নান করেন, তাহা হইলে সে তাহার ব্রতের ফললাভে বঞ্চিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের মুখে এই কথা শ্রবণমাত্রেই গোপকুমারীগণ একেবারে বিবর্ণা হইয়া গেলেন এবং তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ হৃৎকম্প ও ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইল। তাঁহারা মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, হায়! আমরা যাহার জন্য মরণ অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশপ্রদ লজ্জাত্যাগকেও স্বচ্ছন্দে বরণ করিলাম, সেই ব্রতফল হইতে বঞ্চিত হইয়া কেমন করিয়া জীবন ধারণে সক্ষম হইব। আমাদের ব্রতের ফল ত অন্য কিছুই নহে, পতিরূপে ব্রজরাজনন্দনকে লাভ করাই আমাদের ব্রতফল। আমরা যদি তাহাতে বঞ্চিত হই, তাহা

হইলে আমাদের জীবনে আর কি প্রয়োজন আছে? এই কথা মনে করিয়া গোপকুমারীগণ যেন হতাশ হৃদয়ে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাণবায়ুকেও দেহ হইতে চির বিদায় দেওয়ার জন্য চেষ্টিত হইলেন। তাহা দেখিয়া ব্রজরাজনন্দন বলিলেন, হে গোপকুমারীগণ। তোমরা হতাশ হইও না, অপরাধমাত্রেরই কিছু না কিছু প্রায়শ্চিত্ত আছে। অতএব তোমরা তোমাদের অপরাধ নিষ্কৃতির জন্য জলশায়ী নারায়ণকে ভক্তিভরে প্রণাম কর, তাহার পর তোমাদের অধোবসন লইয়া পরিধান কর। (ব্রজরাজনন্দন এমন ভঙ্গিতে এই কথাটি বলিলেন যে, তাহাতে মনে হয় যেন গোপকুমারীগণের উত্তরীয় বসনগুলি তাঁহাদিগকে প্রদান না করিয়া কেবলমাত্র অধোবসনগুলিই প্রদান করিবেন। ইহাতে তাঁহার মনের ভাব এই যে স্ত্রীগণের পরিধেয় বসন আমাদের কোন কার্য্যে লাগিবে না, সুতরাং সেইগুলি তোমাদের প্রদান করিব, কিন্তু তোমাদের উত্তরীয় বসনগুলি আমরা উত্তরীয়রূপে ব্যবহার করিতে পারি। অতএব আমি এবং আমার সখা গোপবালকগণ সকলে মিলিয়া তোমার উত্তরীয় বসনগুলি বিভাগ করিয়া লইয়া প্রত্যেকেই ব্যবহার করিব।)

গোপকুমারীগণ যখন যমুনানীরে ছিলেন তখন ব্রজরাজনন্দন পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের বলিয়াছেন যে "তোমরা এই কদম্বমূলে আসিয়া তোমাদের বস্ত্র গ্রহণ কর" কিন্তু তাহাতে গোপকুমারীগণ সহসা লজ্জাত্যাগ করিয়া কদম্বমূলে আসিতে পারেন নাই। বরং তাঁহারা লজ্জা রক্ষা করিবার জন্য কত অনুনয় বিনয় করিয়া ব্রজরাজ-নন্দনের নিকট বস্ত্র প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহার পর যখন ব্রজরাজনন্দন কিছুতেই বস্ত্র প্রদান করিলেন না, তখন গোপকুমারীগণ কোন প্রকারে লম্বিত কেশপাশ ও করপল্লব দ্বারা দেহ আচ্ছাদন করিয়া নতদেহে কদম্বমূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ব্রজরাজনন্দন যখন বলিলেন যে "তোমরা যদি নারায়ণকে প্রণাম না কর, তাহা হইলে তোমরা ব্রত ফল পাইবে না" তখন আর গোপকুমারীগণ ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিলেন না। ব্রজরাজ-নন্দনের কথা শেষ হইতে না হইতেই তাঁহারা নারায়ণকে প্রণাম করিয়া অপরাধ নিষ্কৃতি ও ব্রতফল প্রাপ্তির জন্য চেষ্টিত হইলেন। ইহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে কোনপ্রকারে কৃষ্ণপ্রাপ্তির বাধা ঘটিলে তাহা দূর করিবার জন্য প্রেমবতী গোপকুমারীগণের পক্ষে কিছুই অসাধ্য বা অকর্ত্তব্য নাই।

শ্রীপাদ বীর রাঘবাচার্য্য এবং শ্রীপাদ বিজয়ধ্বজাচার্য্য ইহার পরে তিনটি অতিরিক্ত শ্লোকের সমাবেশ করিয়াছেন। শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী এবং শ্রীপাদ জীবগোস্বামী প্রভৃতির টীকা দেখিলে এই সমস্ত শ্লোকের উদ্দেশ পাওয়া যায় না। শ্লোক কয়েকটি বেশ রহস্যাবহ বলিয়া নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

ইত্যেতদ্বচনং শ্রুত্বা ধর্ম্মযুক্তং মহাত্মনঃ। একেন পাণিনা নেমুরেকেনাচ্ছাদ্য চাঙ্গনাঃ।
তদ্বীক্ষ্যোবাচ ভগবান্ ভূয়ো ধর্ম্ম্যমিদং বচঃ। একেন পাণিনা যো বৈ প্রণমেদ্দেবমচ্যুতম্।
তস্য দণ্ডঃ করচ্ছেদ ইতি বেদবিদো বিদুঃ॥
তস্মাদুভাভ্যাং পাণিভ্যাং প্রণমেৎ স্বামিনং নরঃ। তথাচ যূয়ং কুরুথ তন্মে প্রিয়তরং ভবেৎ॥

শ্রীকৃষ্ণের এই ধর্ম্মযুক্ত বচন শুনিয়া গোপকুমারীগণ, ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয়া বামহস্তে অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া দক্ষিণহস্ত ললাটে স্পর্শ করিয়া শ্রীনারায়ণের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। তাহা দেখিয়া ব্রজরাজনন্দন বলিলেন, হে গোপকুমারীগণ! তোমরা ত দেখিতেছি, আরও একটি অপরাধ করিলে, কেননা যদি কেহ এক হস্তে শ্রীনারায়ণকে প্রণাম করে, তাহা হইলে তাহার হস্ত ছেদন করিয়া এই অপরাধের দণ্ড প্রদান করিতে হয়। এই জন্য সকলেরই জোড়করে শ্রীনারায়ণকে প্রণাম করা উচিত। অতএব তোমরাও জোড়করে শ্রীনারায়ণকে প্রণাম কর; তাহা হইলে তোমাদের অপরাধ মুক্তি হইবে এবং আমিও তাহাতে আনন্দিত হইব।

গোপকুমারীগণ যখন যমুনানীর হইতে কদম্বমূলে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা বিবস্ত্রা হইয়া আসিলেও

লম্বিত কেশপাশ ও করদ্বয় দ্বারা কথঞ্চিৎ লজ্জা রক্ষাই করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের এমনভাবে প্রণাম করিতে বলিলেন যে, তাহাতে আর লজ্জার লেশগন্ধও থাকে না। ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া যদি অঞ্জলিবদ্ধ করদ্বয় মস্তকে স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে আর কোন অঙ্গই আবৃত রাখা যায় না। কাজেই ইহাতে একেবারে লজ্জাকে সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাসিত করা হয়। রসিকশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ গোপকুমারীগণকে বিবস্ত্রা হইয়া কদম্বমূলে আসিতে দেখিয়া মনে করিলেন যে ইহারা ত প্রায়ই লজ্জাত্যাগ করিয়াছে, তবে আর সামান্য একটু অবশেষ রাখিবার প্রয়োজন কি? অতএব ইহাদের সম্পূর্ণরূপে লজ্জাত্যাগ করাইতে হইবে। এই কথা মনে করিয়াই ব্রজ-রাজনন্দন, ব্রতফল প্রাপ্তির বাধার কথা উল্লেখ করিয়া গোপকুমারীগণকে জোড়করে প্রণাম করিতে বলিয়াছেন। ব্রজরাজনন্দনের এই ভঙ্গিতে কোন প্রকার আধ্যাত্মিক কিংবা তত্ত্ব কথার যোজনা করিলে লীলারস বিকৃত হইয়া যাইবে। পুরুষ-রমণীর মিলনে কোন কোনও ধৃষ্ট-স্বভাব রমণীকে নির্লজ্জ করিবার হঠ থাকে এবং রসাস্বাদনের পক্ষে তাহা পরমোপযোগী হয়। ব্রজরাজনন্দন সেই ভাবেই গোপকুমারীগণকে নির্লজ্জ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। কিন্তু গোপকুমারীগণের এইভাবে লজ্জাত্যাগে প্রেমের উৎকর্ষই খ্যাপিত হইয়াছে। "ব্রতের ফল প্রাপ্তিতে বাধা ঘটিবে" এইভাবে ভয় প্রদর্শন না করিলে বোধ হয় ব্রজরাজনন্দনের পক্ষে গোপকুমারীগণের লজ্জাত্যাগ করান সম্ভবপর হইত না। পরমপ্রেমবতী গোপকুমারীগণ কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য সবই করিতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা স্বভাবতঃই লজ্জাহীনা নহেন। যাহাদের স্বভাবতই লজ্জা নাই, পশুর মত নির্লজ্জ অবস্থাতেই সর্ব্বত্র স্বচ্ছন্দ বিচরণ করে, তাহাদের পক্ষে লজ্জাত্যাগ করা কোন প্রকার উল্লেখযোগ্য ব্যাপারই নহে। প্রকৃত পক্ষে যাহারা লজ্জাশীলা তাহাদের লজ্জাত্যাগই প্রেমের উৎকর্ষ খ্যাপন করে। গোপকুমারীগণ পরম সুশীলা, লজ্জা ধৈর্য্যাদি তাঁহাদের আভরণ স্বরূপ, কাজেই তাঁহাদের লজ্জাত্যাগ অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার, কিন্তু কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য তাঁহারা তাহাতেও পশ্চাৎপদ হন নাই।

রসিকেন্দ্রচূড়ামণি ব্রজরাজনন্দন, গোপকুমারীগণকে এমনভাবে বিবস্ত্রাবস্থায় জলবগাহনের দোষ সম্বন্ধে ধারণা জন্মাইয়া দিলেন যে তাঁহারা দেশাচারের কথা এবং নিজেদের বালিকাবস্থার কথা ভুলিয়া গিয়া প্রকৃত-পক্ষেই তাঁহারা মহাপরাধ করিয়াছেন এবং এজন্য তাঁহাদের ব্রতের বৈগুণ্য হইয়াছে বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইলেন। কৃষ্ণের কথার উপরে অবলাগণের কোনপ্রকার বল প্রদর্শন করা কিংবা আপত্তি ও অন্যথা করার শক্তি রহিল না। ব্রতের ফলপ্রাপ্তির বাধা ঘটিবে শুনিয়া তাঁহারা একেবারে বিবশ ও আত্মহারা হইয়া পড়িলেন এবং আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ সকলেই যুক্তকর মস্তকে স্থাপন করিলেন এবং কদম্ব-বৃক্ষস্থিত ব্রজরাজনন্দনকেই নারায়ণবুদ্ধিতে প্রণাম করিলেন। ব্রজের সকলেই জানে যে গর্গাচার্য্য যখন ব্রজ-রাজনন্দনের নামকরণ করিতে আসিয়াছিলেন, তখন তাহাকে "নারায়ণসমো গুণৈঃ" বলিয়া গিয়াছেন। সেজন্য গোপকুমারীগণ মনে করিলেন যে আমরা এই প্রত্যক্ষ নারায়ণ ছাড়িয়া আর কোন্ নারায়ণকে প্রণাম করিতে যাইব? বিশেষতঃ পতিব্রতা রমণীগণের ধর্ম্মই এই যে তাঁহাদের নারায়ণবুদ্ধিতে পতির সেবা করিতে হয়; সেজন্য গোপকুমারীগণ মনে করিলেন, কৃষ্ণ আমাদের পতি, আমরা পতিরূপে তাঁহাকে পাইবার জন্য একমাস কাল নানা-বিধ ক্লেশ স্বীকার করিয়া কাত্যায়নীদেবীর অর্চ্চনা করিয়াছি, সুতরাং আমাদের এই পতিনারায়ণের চরণেই প্রণাম করা উচিত। তাঁহাদের আরও মনে হইল যে—আমাদের কাত্যায়নীব্রতের ফল কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই নহে, সুতরাং কৃষ্ণ যদি প্রসন্ন হন, তাহা হইলেই আমাদের ব্রতের সর্ব্ববিধ বৈগুণ্য দূর হইয়া যাইবে। অতএব আমরা আর কিছু জানি না, ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝি না, আমরা কেবল কৃষ্ণকেই বুঝি। কৃষ্ণ যদি প্রসন্ন হন, তাহা হইলেই আমাদের সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইবে, অতএব আমাদের ভালই হউক আর মন্দই হউক, কৃষ্ণ যাহা আদেশ করিবেন তাহাই

পালন করিব এবং নিরন্তর কৃষ্ণচরণে প্রণাম করিয়া তাঁহারই চরণ সেবা যাচিয়া লইব, আমাদের অন্য কিছুতেই প্রয়োজন নাই। এই সমস্ত নানাকথা মনে করিয়া প্রেমবতী গোপকুমারীগণ মস্তকনিহিত জোড়করে শ্রীকৃষ্ণেরই চরণোদ্দেশে প্রণাম করিয়া অনিমেষনয়নে কৃষ্ণেরই চরণপানে চাহিয়া রহিলেন।

প্রেমবান্ ভক্তগণ প্রেমাবেশে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যাহাই কিছু ধারণা করুন না কেন, তাহা কখনই ভুল হয় না কিংবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয় না। প্রেমবতী গোপকুমারীগণ যে কৃষ্ণকে নারায়ণবুদ্ধিতে প্রণাম করিলেন এবং মনে করিলেন যে, কৃষ্ণ প্রসন্ন হইলেই আমাদের অনুষ্ঠিত ব্রতের সর্ব্ববিধ বৈগুণ্য সমাধান হইবে, ইহাতে কোনপ্রকার ভ্রান্তি কিংবা শাস্ত্রবিরোধ নাই। যদি কেহ কোনও জীবকে নারায়ণবুদ্ধিতে প্রণাম করে, কিংবা মনে করে যে, "ইনি প্রসন্ন হইলে আমার সর্ব্বসিদ্ধি হইবে" তাহা হইলে তাহার ধারণা ভ্রান্তমূল এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। পতিব্রতা রমণীগণের নারায়ণবুদ্ধিতে পতিসেবন করিতে হয় সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের পতি নারায়ণ নহে। শিষ্যগণের ভগবদ্‌বুদ্ধিতে গুরুসেবন করিতে হয় বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের গুরু সত্য সত্যই ভগবান্ নহেন। শ্রীভগবান্‌ই পতিরূপে পতিব্রতা পত্নীর সেবাগ্রহণ করিতেছেন এবং গুরুরূপে শ্রদ্ধাবান্ শিষ্যের সেবাগ্রহণ করিতেছেন ইহাই ইহার তাৎপর্য্য। পতিব্রতা রমণী কিংবা শ্রদ্ধাবান্ শিষ্য যদি মনে করেন, আমরা ভগবান্ চাই না, আমাদের পতি কিংবা গুরুই আমাদের সব, তাহা হইলে তাঁহাদের বিষম ভ্রমে পড়িতে হইবে। কিন্তু গোপকুমারীগণ যে মনে করিয়াছেন "আমাদের কৃষ্ণই সব, আমরা কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু চাই না" ইহাতে তাঁহাদের কোনপ্রকার ভ্রমে পড়িতে হয় নাই, কেননা সত্য সত্যই কৃষ্ণ সর্ব্বমূলাধার এবং কৃষ্ণ প্রসন্ন হইলেই সকলের সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। "তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ"।

সহজ-করুণার্দ্র হৃদয় ব্রজরাজনন্দন, গোপকুমারীগণকে তাঁহারই আদেশমত সর্ব্বতোভাবে লজ্জা ত্যাগ করিয়া মস্তকনিহিত জোড়করে প্রণাম করিতে দেখিয়া সর্ব্বতোভাবে প্রসন্ন হইলেন এবং করুণায় বিগলিত হইয়া মনে মনে তাঁহাদের মনোবাসনা পূরণ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বান্তর্যামী স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও তাঁহাদেরই প্রেমানুরূপ নাগরোচিত ভাবে নানাবিধ বাল্য চাপল্য প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের সহিত নানাভাবে হাস্য পরিহাসাদি করিয়া পরিশেষে লজ্জা, অভিমান প্রভৃতিতেও জলাঞ্জলি দেওয়াইয়া যেন পূর্ণ মনোরথ হইলেন। পূর্ণের এই অপূর্ণতার অভিনয় বড়ই মনোরম, বড়ই হৃদয়গ্রাহী! নিত্যতৃপ্ত স্বতঃপূর্ণ স্বয়ং ভগবানের গোপকুমারীগণের অনাবৃত দেহ দর্শনে যে কি স্বার্থসিদ্ধি হয়, তাহা কাহারও ধারণা করিবার সাধ্য নাই। সেজন্য কেবলমাত্র গোপকুমারীগণের আত্মত্যাগ এবং ভক্তবৎসল ভগবানের প্রেমাধীনতাই এখানকার আলোচ্য এবং অনুসন্ধেয়। এই জন্য পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেবও এখানে ব্রজরাজনন্দনকে "দেবকীসুত" বলিয়া মহারাজ পরীক্ষিতকে ইঙ্গিতে জানাইলেন, দেখ দেখ,—তোমাদের কুলাধিদেবতা, তোমাকে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র হইতে মুক্তিদাতা, কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে অর্জ্জুনের প্রতি তত্ত্বোপদেশপ্রদাতা দেবকীনন্দন গোপবালিকাগণের শুদ্ধপ্রেমে আত্মহারা হইয়া কেমন অভিনব খেলা খেলিতেছেন! কত কোটি কোটি চতুরানন পঞ্চানন শেষ সনক নারদাদি যাঁহার পাদপীঠাগ্রে মস্তক লুণ্ঠিত করিতে পারিলে জীবন ধন্য হইল মনে করেন, কত শত শত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ যাঁহার চরণধূলিকণিকার আশায় নির্জন বনে যোগধ্যানে কালক্ষেপণ করিতেছেন, সেই সর্ব্বারাধ্য-শিরোমণি ব্রজরাজনন্দন জন কতক অপ্রাপ্ত বয়স্কা গোপবালিকার প্রেমে বিভোর হইয়া কত ভঙ্গি করিয়া তাঁহাদের অনাবৃত দেহ দেখিলেন এবং মনে করলেন যে আমার সর্ব্ববিধ মনোরথ পূর্ণ হইল। যাঁহার চরণ-ধূলিকণিকা লাভ হইলে আর কাহারও কোন লাভের প্রত্যাশা থাকে না, তাঁহার যে এই সমস্ত বালিকা-গণের হাস্যকৌতুকাদিতে কি লাভ হয় তাহা কে বলিতে পারে? সুতরাং ইহাকে গোপবালিকাগণের প্রেম এবং ভগবানের প্রেমাধীনতার অনির্ব্বচনীয় মহিমা ছাড়া আর কি বলিব?

যাহা হউক, গোপকুমারীগণের এই আত্মনিবেদন এবং সর্ব্বত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া ব্রজরাজনন্দন আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিলেন না, তিনি তৎক্ষণাৎ গোপকুমারীগণের পরিধেয় বসন ও উত্তরীয় বসনগুলি গোপকুমারীগণকে প্রত্যর্পণ করিলেন এবং মনে মনে বলিলেন, হে গোপকুমারীগণ ! তোমাদের বসনের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনঃপ্রাণও চিরদিনের জন্য তোমাদিগকে সমর্পণ করিলাম এবং আজ হইতে অনন্তকালের জন্য তোমাদের প্রেমরজ্জুতে আবদ্ধ রহিলাম। ব্রজরাজনন্দন গোপকুমারীগণের বসন প্রত্যর্পণ করিয়া কদম্ববৃক্ষের উচ্চ শাখা হইতে নিম্নভাগস্থিত স্কন্ধ দেশে নামিয়া আসিলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে গোপকুমারীগণকে এই ভাবে লজ্জা ত্যাগ করাইলাম বলিয়া বোধ হয় তাহারা না জানি অন্তরে কতই রুষ্ট হইয়াছে। এই সমস্ত গোপকুমারীগণ আমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসে, কিন্তু আমি হঠ বশতঃ ইহাদিগকে বড়ই কষ্ট দিয়াছি। যমুনার শীতল জলে আকণ্ঠ মগ্ন করিয়া অবস্থানে এবং উন্মুক্ত বায়ু সঞ্চারযুক্ত কদম্বমূলে অনাবৃত গাত্রে অবস্থান করায় না জানি গোপকুমারীগণের কতই ক্লেশ হইয়াছে। এই প্রকার নানা কথা মনে করিয়া ব্রজরাজনন্দন অন্তরে ব্যথিত হইলেন এবং করুণা, ভালবাসা ও সহানুভূতিপূর্ণ নয়নে গোপকুমারীগণের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু কোন কথা বলিলেন না।

ব্রজরাজনন্দন সত্য সত্যই গোপকুমারীগণকে নানাভাবে বিড়ম্বিত করিয়াছেন। "তোমরা বিবস্ত্র হইয়া যমুনাবগাহন করিয়াছ বলিয়া তোমাদের জলাধিদেবতাকে অবজ্ঞা করা হইয়াছে" এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে প্রবঞ্চনা করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই অল্প বয়স্কা বালিকাগণের দেশপ্রথানুসারে বিবস্ত্র স্নানে কোন প্রকার ত্রুটি কিংবা জলাধিদেবতাকে অবজ্ঞা করা হয় নাই। তাহার পরে তিনি সেই পরম সুশীলা গোপবালাগণকে নানাভাবে ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহাদের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর লজ্জাত্যাগ করাইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে ; কত ভাবে যে তিনি তাহাদের সহিত হাস্য কৌতুকাদি করিয়াছেন তাহার ত ইয়ত্তাই নাই। "আমি তোমাদের সহিত পরিহাস করিতেছি না, আমি কখনও মিথ্যা কথা বলি না, কদম্বমূলে আসিলেই তোমাদের বস্ত্র প্রত্যর্পণ করিব" ইত্যাদি কত কথাই না তিনি তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কদম্বমূলে আসিলে তিনি বস্ত্রপ্রদান না করিয়া "তোমরা ব্রতের ফল পাইবে না, বিবস্ত্র স্নানে তোমাদের ব্রতবৈগুণ্য ঘটিয়াছে" এই প্রকার নানা কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে কতই না ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। অতঃপর তাঁহাদিগকে মস্তকনিহিত যোড়করে প্রণাম করাইয়া একেবারে সর্ব্বতোভাবে লজ্জাত্যাগ করাইয়াছেন। এক কথায় মনে হয় যে কোনও বালক যেমন কাষ্ঠপুত্তলিকায় সূত্র বন্ধন করিয়া তাহাকে মনের মত ভাবে যথেচ্ছরূপে কখনও নাচায়, কখনও স্থিরভাবে রাখে, কখনও শয়ন করায়, কখনও বা ভ্রমণ করায়, শ্রীকৃষ্ণও গোপবালিকাগণকে লইয়া ঠিক তাহাই করিয়াছেন। কিন্তু গোপকুমারীগণের কি প্রগাঢ় প্রেম যে তাঁহারা ইহাতে অণুমাত্রও ক্ষুব্ধ হন নাই কিংবা ব্রজরাজনন্দনের এই প্রকার অসঙ্গত ব্যবহারে কোন প্রকার দোষ দৃষ্টি করেন নাই। "কৃষ্ণের প্রীতিবর্দ্ধনও হইতেছে, কৃষ্ণের আদেশ পালন করাও হইতেছে" প্রভৃতি মনে করিয়া তাঁহারা ইহাতে প্রচুরতর আনন্দই উপভোগ করিয়াছেন। কৃষ্ণের যাহাতে সুখ হয়, তাহাতে প্রেমবতী গোপকুমারীগণের দুঃখের লেশ সম্পর্কও আসিতে পারে না। কৃষ্ণের সুখের জন্য তাঁহারা করিতে পারেন না এমন কোনও কার্য্য বিধাতার সৃষ্টিতে আছে বলিয়াও মনে হয় না। ধন্য তাঁহাদের প্রেমমহিমা।

প্রেমবতী গোপকুমারীগণ, তাঁহাদের প্রিয়তম ব্রজরাজনন্দনের প্রীতিবর্দ্ধনের জন্য সর্ব্ববিধ ক্লেশই স্বীকার করিতে পারেন এবং তাহাতে তাঁহাদের কোন প্রকার ক্রোধ কিংবা অসূয়াদির উদ্রেক হয় না। ব্রজরাজনন্দন তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্র হরণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত যমুনার শীতল জলে দাঁড়াইয়া থাকিলেন, তাহার পর ব্রজরাজনন্দন তাঁহাদের সহিত কত হাস্য কৌতুকাদি করিয়া পরিশেষে তাঁহাদিগকে বিবস্ত্রাবস্থায় কদম্বমূলে আনিয়া ব্রত ভঙ্গের ভয় প্রদর্শন করিলেন, মস্তকনিহিত যোড়করে তাঁহাদিগকে প্রণাম করাইলেন, কিন্তু

গোপকুমারীগণ ইহাতে একটুও ব্যথিত হইলেন না, ব্রজরাজনন্দনের প্রীতি সম্পাদন হইতেছে মনে করিয়া তাঁহারা মনের আনন্দে ব্রজরাজনন্দনের আদেশ পালন করিতে লাগিলেন। নিজের কোনও ক্লেশ না হইলে কিংবা অসুবিধা না হইলে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অনেকেই অনেককে ভালবাসিয়া থাকে, কিন্তু সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ স্বীকার এবং স্বার্থত্যাগ করিয়া কে কাহাকে ভালবাসিতে পারে? এই ভালবাসার দৃষ্টান্ত একমাত্র গোপীগণই প্রদর্শন করিয়াছেন এবং ইহাই তাঁহাদের পরম প্রেম।

সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে। যদ্ভাববন্ধনং যুনোর্ব্বৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥ ১

(উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

শত শত কারণ থাকা সত্বেও যে ভাববন্ধন কিছুতেই ছিন্ন হয় না, নায়ক নায়িকার সেই আন্তরিক ভাব-বন্ধনকেই বিজ্ঞগণ "প্রেম" বলিয়া থাকেন। সুতরাং ব্রজরাজনন্দন গোপকুমারীগণের সহিত যে ব্যবহার করিলেন, তাহা সাধারণ দৃষ্টিতে অতি রূঢ় হইলেও তাহাতে গোপকুমারীগণের ভাববন্ধন ছিন্ন হইবার নহে। ব্রজরাজনন্দনের তাদৃশ ব্যবহারে গোপকুমারীগণের ভাববন্ধন যেন আরও দৃঢ়তর হইয়া হইয়া উঠিল। ব্রজরাজনন্দন নানাভাবে তাঁহাদের সহিত হাস্য পরিহাস করিয়া এবং নানাভাবে তাঁহাদিগকে আদেশ করিয়া আনন্দিত হইতেছেন মনে করিয়া গোপকুমারীগণ একেবারে আনন্দ সাগরে ডুবিয়া গেলেন।

ব্রজরাজনন্দন যখন গোপকুমারীগণের বস্ত্রগুলি কদম্ববৃক্ষ হইতে ভূমিতে ফেলিয়া দিলেন, তখন গোপ-কুমারীগণ ধীরে ধীরে সেই বস্ত্রস্তূপের নিকটে আসিয়া নিজ নিজ বস্ত্র বাছিয়া লইলেন এবং পরিধেয় ও উত্তরীয় বসন পরিধান করিয়া ঘন ঘন মণ্ডলাকারে কদম্ববৃক্ষস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং দুই হস্তে বসনা-ঞ্চলাগ্র ধারণ করিয়া অধোমুখে বাম পদাঙ্গুষ্ঠে ভূমি লিখন করিতে লাগিলেন। যদিও তাঁহারা ইতঃপূর্ব্বে লজ্জাকে চির নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, তথাপি যেন তাঁহাদের বস্ত্র পরিধানের পর লজ্জা আবার ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্ব হইতেও অধিকতর ভাবে তাঁহাদের উপর অধিকার বিস্তার করিয়াছে। গোপকুমারীগণ লজ্জাকে নানাভাবে লাঞ্ছিত করিলেও লজ্জা যেন মনে করিল যে এই সমস্ত কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের নিকট যদি আমি স্থান না পাই, তাহা হইলে জগতে আর কে আমাকে আশ্রয় প্রদান করিবে? যাঁহাদের কৃষ্ণে ভক্তি থাকে, তাঁহাদের নিকটই সর্ব্বপ্রকার সদ্‌গুণের আশ্রয় প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে। কৃষ্ণভক্তিবিহীন স্বার্থপরায়ণ জীবগণ, তাহাদের স্বার্থ সাধনের জন্য সর্ব্ববিধ সদ্-গুণকে বিদায় দিয়া সর্ব্ববিধ দোষকেই নিজের সহচর করিয়া থাকে, অতএব গোপকুমারীগণ আমাকে যতই লাঞ্ছিত করুন না কেন, তথাপি কিছুতেই তাঁহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করা হইবে না। বিশেষতঃ গোপকুমারীগণ কৃষ্ণের প্রীতি বিধানের জন্যই লজ্জাকে তাদৃশভাবে লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা কোন প্রকার ভোগবিলাস কিংবা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য লজ্জা ত্যাগ করেন নাই। সেজন্য লজ্জা ইতঃপূর্ব্বে তাঁহাদের নিকট লাঞ্ছিত হইয়াও তাঁহাদের উপর রুষ্ট হয় নাই। গোকুমারীগণ যেমন বসন পরিধান করিলেন, তৎক্ষণাৎ লজ্জা আবার ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিল। গোপকুমারীগণ যখন যমুনানীর হইতে উঠিয়া আসিয়াছিলেন, তখন যদি তাঁহাদের লজ্জা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে কৃষ্ণের আদেশ পালন করা সম্ভবপর হইত না। কিন্তু কৃষ্ণের আদেশ পালনের পর তাঁহারা যখন বস্ত্র পরিধান করিলেন, তখন লজ্জাকে আশ্রয় দিলেও তাঁহাদের কোন প্রকারে কৃষ্ণসেবার ব্যাঘাত হইবে না, কাজেই তখন তাঁহারা আবার পরমাদরে লজ্জাকে আশ্রয় প্রদান করিলেন। বস্ত্রহরণের পর গোপকুমারীগণ কৃষ্ণের আদেশে উলঙ্গ হইয়া কদম্বমূলে আসিয়াছিলেন বলিয়া যে তাঁহারা লজ্জাহীনা কিংবা বস্ত্র-হরণের পর হইতে সর্ব্বদা উলঙ্গ হইয়াই থাকিতেন তাহা নহে, তাঁহারা চিরকালই ধৈর্য্য লজ্জাদি সদ্‌গুণের অক্ষয় ভাণ্ডার, তবে কৃষ্ণের প্রীতিবিধানার্থ তাঁহারা সর্ব্বত্যাগ করিতে পারেন বলিয়াই কৃষ্ণের আদেশে

সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চনম্। ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি ॥ ২৫

কিছুক্ষণের জন্য লজ্জাত্যাগ করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা লজ্জাহীনা স্বেচ্ছাচারিণী নহেন—তাঁহারা সর্ব্ববিধ সদ্গুণের মণিখনি, রমণীর শিরোমণি ও কৃষ্ণপ্রেমচিন্তামণি। যাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন যে—লজ্জা থাকিতে কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না বলিয়া কৃষ্ণ গোপকুমারীগণের লজ্জাত্যাগ করাইয়াছেন, তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যে গোপকুমারীগণ লজ্জা ত্যাগ করিয়া বস্ত্র পাইয়াছেন এবং বস্ত্র পরিধানের পরই কৃষ্ণ পাইয়াছেন।

কৃষ্ণানুরাগিণী গোপকুমারীগণ, বস্ত্র পরিধানের পর লজ্জাবনতবদনে কদম্বমূলেই দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণকে কি যেন বলিতে চাহিতেছেন কিন্তু তাহা মুখে ব্যক্ত হইতেছে না। তাঁহাদের ভঙ্গি দেখিলে মনে হয়, তাঁহারা যেন কৃষ্ণগলে বরমাল্য অর্পণ না করিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইতে সম্মত নহেন, কিন্তু তাহা তাঁহারা নিজ মুখে বলিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদের ভাব দেখিলে মনে হয় যেন, তাঁহাদের কোনও বিশেষ কার্য্য অপূর্ণ রহিয়াছে বলিয়াই তাঁহারা কদম্বমূল হইতে চলিয়া যাইতে পারিতেছেন না। গোপকুমারীগণের এই ভঙ্গি দেখিয়া ব্রজরাজনন্দন তাঁহাদের অন্তরের ভাব বুঝিয়া নয়ন ভঙ্গিতে ইঙ্গিত করিলেন—হে গোপকুমারীগণ। তোমরা ত তোমাদের বস্ত্র পাইয়াছ, তবে আর কেন বৃথা এখানে দাঁড়াইয়া আছ? তাহাতে গোপকুমারীগণ বস্ত্রাঞ্চলাগ্র ধারণ করিয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন, হে শ্যামসুন্দর। আমরা আমাদের বস্ত্রাঞ্চলে মনোরত্ন বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি তাহা হরণ করিয়া লইয়া কেবলমাত্র আমাদের বস্ত্রই প্রত্যার্পণ করিয়াছ, সেইজন্য আমরা গৃহে যাইতে পারিতেছি না। গোপকুমারীগণ এই প্রকার নানা ভঙ্গিতে ব্রজরাজনন্দনের নিকট অভীষ্ট জ্ঞাপন করিলেন, কিন্তু কেন যেন কিছুই বলিতে পারিলেন না। তাঁহাদের এইপ্রকার ভাব রসশাস্ত্রে "বিকৃত" নামে অভিহিত—

হ্রীমানের্ষ্যাদিভির্যত্র নোচ্যতে স্ববিবক্ষিতম্। ব্যজ্যতে চেষ্টয়ৈবেদং বিকৃতং তদ্বিদুর্বুধা॥ (উজ্জ্বলনীলমণিঃ)

লজ্জা, মান কিংবা ঈর্ষাবশতঃ যদি নায়িকাগণ নায়কের নিকট নিজ বক্তব্য বিষয় বলিতে না পারিয়া কেবল মাত্র অঙ্গভঙ্গি দ্বারাতেই ইঙ্গিত করেন, তাহা হইলে সেই ভাবকে রসজ্ঞগণ "বিকৃত" বলিয়া থাকেন।

গোপকুমারীগণের এই প্রকার নানাবিধ ভাব দেখিয়া ব্রজরাজনন্দন স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারা তাঁহারই চরণে চিরতরে আত্মসমর্পণ করিবার আশায় দাঁড়াইয়া আছেন, কিন্তু লজ্জাবশতঃ তাহা মুখে বলিতে পারিতেছেন না। অবলা গোপবালাগণ, পতিরূপে কৃষ্ণকে পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত, কিন্তু একথা স্পষ্ট করিয়া বলিলে রসাবহ হয় না, কাজেই কৃষ্ণ যদি কৃপা পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পত্নীরূপে গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের আর গতি নাই। তাই ভক্তবৎসল শ্রীগোবিন্দ আর তখন নির্ব্বাক হইয়া থাকিতে পারিলেন না, তিনি সুমিষ্টবচনে গোপকুমারীগণকে আশ্বস্ত করিবার জন্য কিছু বলিতে আরম্ভ করিলেন॥ ১৬-২৪

অন্বয়ঃ।—সাধ্ব্যঃ (হে পরমপ্রেমব্যবসায়রূপগুণবত্যঃ।) ভবতীনাং মদর্চ্চনং (পত্নীত্বেন ভক্ত্যা মৎসেবনমেব) সঙ্কল্পঃ (মনোরথঃ) ময়া বিদিতঃ, (লজ্জয়া যুষ্মাভিরকথিতোঽপি ময়া জ্ঞাত এব) সঃ (স চ সঙ্কল্পঃ) অনুমোদিতঃ (মম অনুজ্ঞাত এব) [অতঃ] অসৌ (ভবতীনাং সঙ্কল্পঃ) সত্যঃ (সুসিদ্ধফলঃ) ভবিতুম্ অর্হতি (যুজ্যত এব)॥ ২৫

**মূলানুবাদ**।—হে সাধ্বীগণ! পত্নীরূপে আমার সেবা করাই যে তোমাদের উদ্দেশ্য, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি; আমারও তাহাই অনুমোদিত, অতএব তোমাদের মনোরথ পূর্ণ হইবে॥ ২৫

**শ্রীধরটীকা**।—ভোঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চনমেব সঙ্কল্পো মনোরথঃ স চ লজ্জয়া যুষ্মাভিরকথিতোঽপি ময়া বিদিতঃ স ময়ানুমোদিতঃ, অতঃ সত্যো ভবিতুমর্হতি। অর্হতীতি সম্ভাবনোক্ত্যা আত্যন্তিকো ন ভবিষ্যতীতি সূচিতম্॥ ২৫

ন ময্যাবেশিতধিযাং কামঃ কামায় কল্পতে। ভর্জ্জিতা ক্বথিতা ধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেশতে ॥২৬
যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ। যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুরার্য্যার্চ্চনং সতীঃ ॥ ২৭

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—তত্র তদ্ভীষ্টপ্রাপ্তিং তথাপ্যন্যবৈলক্ষণ্যঞ্চ প্রতিপাদয়তি। হে সাধ্ব্যঃ পরমপ্রেম-ব্যবসায়রূপগুণবত্যঃ, তেন চ মদেকাপেক্ষিতেত্যর্থঃ। যদ্বা। সধ্ব্যো মদপেক্ষিকাঃ ভবতীনাং মদর্চ্চনং মদ্বিষয়কপতি-ভাবময়প্রেমাত্মকসঙ্কল্পো ময়া বিদিতঃ জ্ঞাতঃ সর্ব্বার্থঃ স চানুমোদিতঃ। ভদ্রং কুত্তমিতি স্বাভিলাষসিদ্ধ্যা সমাস্বাদিতঃ, অতো ভবতীনাং কামনান্তরাভাবান্ ময়ানুমোদিতত্বাচ্চ স চাসৌ সত্যঃ সদাপ্যব্যভিচার্য্যেব ভবিতুং যুজ্যত এব। কিং তত্র মমান্যস্য বা বরাদিপ্রয়াসেনেত্যর্থঃ। সম্ভাবনং যোগ্যতাধ্যবসানম্। অর্হত্বং যোগ্যত্বম্ ইতি কাশিকায়াম্। সম্ভাবনেঽলমিতি হি অর্হেকৃত্যেতি সূত্রয়োর্ভেদো বিবিক্তোঽস্তি, অধ্যবসানমারোপণং রূপকালঙ্কারাদৌ প্রসিদ্ধমেবেতি। সম্ভাবনার্থত্বে চ কল্পিতে মহতাং সম্ভাবিতং সত্যমেবেতি তথা ব্যাখ্যাতম্ ॥ ২৫

**অন্বয়ঃ**।—ময়ি আবেশিতধিয়াং (মনসাপি মাং সেবমানানাং কিমুত মৎসেবৈকপুরুষার্থানাং) কামঃ (রাজ্য-স্বারাজ্যাদিবিষয়কঃ কামঃ) কামায় (কামনান্তরায়) ন কল্পতে (নৈব পর্য্যবসতি) ভর্জ্জিতাঃ (দগ্ধাঃ) ক্বথিতাঃ (রন্ধি-তাশ্চ) ধানাঃ (যবাঃ) [প্রায়ঃ যথৈব] বীজায় (অঙ্কুরোদ্গমায়) ন ঈশতে (নৈব সমর্থা ভবন্তি) ॥ ২৬

**মূলানুবাদ**।—ভ্রষ্ট ও ক্বথিত (সিদ্ধ করা) যব হইতে যেমন আর অঙ্কুরোদ্গম হয় না, সেইরূপ যাহাদের চিত্ত আমাতে সমর্পিত, তাহাদের কোন কালেই আর কামনান্তরের উদ্ভব হয় না ॥ ২৬

**শ্রীধরটীকা**।—তৎ কুত ইত্যত আহ ন ময়ীতি। কামায় পুনঃ কামভোগায়। বিষয়মহিম্না কামস্যাপি শান্তিহেতুত্বাদিতি ভাবঃ। কামাপ্ররোহে দৃষ্টান্তঃ। ভর্জিতা দগ্ধা ক্বথিতা পক্বা ধানা যবাদি বীজায় অঙ্কুরোদ্গমায়। প্রায় ইতি স্বেচ্ছয়া পুনঃ প্ররোহমপি সূচযতি ধ্রুবাদীনাং তথা দর্শনাৎ ॥ ২৬

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—যুক্তত্বমেবাহ ন ময়ীতি। ময্যাবেশিতধিয়াং মনসাপি মাং সেবমানানাং তন্মাত্রাণাং কামো রাজ্যস্বারাজ্যাদিবিষয়ঃ কামায় কামত্বায় ন কল্পতে পর্য্যবসতি। "সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং" ইত্যাদৌ শ্রীকর্দ্দমাদৌ চ। শ্রীবিষ্ণুপাসনাবৎ কিং পুনর্মৎসেবৈকপুরুষার্থানাং ভবতীনামিত্যর্থঃ। কামত্বাকল্পনে দৃষ্টান্তো ভর্জিতা ইতি। প্রায়ো বিতর্কে। ধানা ভ্রষ্টযবাঃ। ধানা ভ্রষ্টযবা প্রোক্তা ধন্যাকেঽভিনবাঙ্কুরে ইতি বিশ্বঃ। তাঃ স্বরূপত এব ভর্জিতাঃ পুনঃ ক্বথিতা রন্ধিতাশ্চেত্যতিশযবিবক্ষযা, বীজায় বীজত্বায় নেশতে ন কল্পতে। অথবা ময্যাবেশিতধিয়াং মদেকপুরুষার্থমাত্রাণামিত্যর্থঃ। তেষাং যঃ কামঃ যঃ মৎপ্রেমসেবৈকবিষয়ঃ স কামায় কামনান্তরায় ন কল্পতে, কিন্তু স্বয়মেবাবাপ্তো ভবতীত্যর্থঃ। কিং পুনর্ভবতীনামিতি ভাবঃ। তত্র যোগ্যো দৃষ্টান্তঃ। ধানাঃ স্বতএব ভ্রষ্টা পুনঃ স্বাদবিশেষায় ঘৃতাদিনা ভর্জিতা গুড়াদিনা ক্বথিতা নিষ্পক্বাশ্চ বীজায় নেশতে ফলান্তরোৎপাদনায় ন সম্পাদনীযা ভবন্তি, তথা ভবতীনামপি কামনান্তররহিতভাববিশেষসংস্কৃতমৎপ্রেমসেবাকামোঽপীত্যর্থঃ। এতাদৃশী মম কাপি মাধুরীতি ভাবঃ, তথাচ তাভিরেবানুভূয় বক্ষ্যতে সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনমিতি। এবমাসাং ভাবস্য পরমপুরুষার্থ-শিরোমণিত্বং শ্রীভাগবতামৃতে বিবৃতমস্তি শ্রীভাগবতসন্দর্ভে চ। কিঞ্চ। বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চেতি ন্যায়েন পরমশান্তানাং তাসাং বাঞ্ছা বিষযাস্পদস্য কথং শাস্ত্রান্তরাপেক্ষা স্যাৎ। তস্মাৎ সত্যো ভবিতুমর্হত্যেব ইতি নিগমিতম্। এষা স্বগুণবিখ্যাপনময়ী মোহিনী নাগরচর্য্যাপি ভগবৎসম্বন্ধিত্বেন পারমার্থিক্যেব গম্যা। ক্বচিত্তর্জিতেত্যায় একবচনান্তা নেয়তে ইতে চ স চিৎসুখসম্মতঃ স্পষ্টার্থশ্চ ॥ ২৬

**অন্বয়ঃ**।—সতীঃ (হে সত্যঃ।) যৎ (ময়া সহ ক্রীড়নরূপং প্রয়োজনং) উদ্দিশ্য (লক্ষীকৃত্য) ইদং আর্য্যার্চ্চনং (কাত্যায়ন্যর্চ্চনরূপং) ব্রতং চেরুঃ (অনুষ্ঠিতবত্যঃ) অবলাঃ (হে স্বাতন্ত্র্যহীনা গোপবালিকাঃ) যূয়ং সিদ্ধাঃ (তস্মিন্ কৃতকৃত্যাঃ সংবৃত্তাঃ) [অতঃ] ব্রজং (স্ব স্ব গৃহান্) যাত (গচ্ছত) ময়া ইমাঃ (আগামিনীঃ) ক্ষপাঃ (রাত্রীঃ) রংস্যথ (রমণং করিষ্যথ) ॥ ২৭

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যাদিষ্টা ভগবতা লব্ধকামাঃ কুমারিকাঃ। ধ্যায়ন্ত্যস্তৎ পদাম্ভোজং কৃচ্ছ্রান্নির্বিবিশুর্ব্রজম্ ॥ ২৮

**মূলানুবাদ**।—হে গোপকুমারীগণ। তোমরা যে উদ্দেশ্যে কাত্যায়নীদেবীর অর্চ্চনা করিয়াছ, তাহা তোমাদের সিদ্ধ হইয়াছে, অতএব তোমরা এখন স্ব স্ব গৃহে গমন কর, আগামিনী রজনীতে (আগামী পূর্ণিমার রজনীতে) তোমরা আমার সহিত সুখবিহার করিতে পারিবে॥ ২৭

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—অভীষ্টং সম্পাদয়তি যাতেতি; যুষ্মদভীষ্টমঙ্গীকৃতমিতি ভাবঃ। তচ্চ ময়া এব সম্পাদ্যমিত্যভিপ্রায়েণাহ অবলা ইতি পূর্ব্ববৎ। তর্হি কুত্র যামেত্যপেক্ষয়ামাহ ব্রজমিতি। এবঞ্চেত্তর্হি কথমবলাস্বস্মাসু কারুণ্যমিত্যাশঙ্ক্য স্ফুটমেব তৎসম্পাদয়তি সিদ্ধা ইতি। যথাসঙ্কল্পং ময়াঙ্গীকৃতা এবেত্যর্থঃ। এবমঙ্গীকারময়ং বিবাহমেব সম্পাদ্য তদঙ্গভূতং ফলবিশেষমপি সম্পাদয়তি ময়েতি। ইমাঃ সন্নিহিতা এব তাদৃশপ্রাপ্ত্যাবশ্যকপ্রত্যার্পনার্থং সাধনসাধুবাদেনৈবোপসংহরতি যন্মৎপত্নীত্বং চেৎকর্ত্তব্যা ইতি শেষঃ। সতীঃ হে সত্যঃ। অতএব তা অপ্যাগ্রহেণ পত্যন্তরং নাঙ্গীকৃতবত্য এবেতি, তথাপি রহোবৃত্তচ্ছেনাহব্যুঢাবদ্গূঢমেবাহবমন্তেতি চ বুধ্যতে। এতদন্যা এব হি পরকীয়ায়মানা ইতি তদেবমুক্তম্। যুবতীর্গোপকন্যাশ্চেতি॥ ২৭

**অন্বয়ঃ**।—ভগবতা (শ্রীকৃষ্ণেণ) ইতি (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) আদিষ্টাঃ (আদেশং প্রাপ্তাঃ) [অতএব] লব্ধকামাঃ (পূর্ণমনোরথাঃ) কুমারিকাঃ (গোপবালিকাঃ) তৎপাদাম্ভোজং (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য চরণকমলং) ধ্যায়ন্ত্যঃ (হৃদি চিন্তয়ন্ত্যঃ) কৃচ্ছ্রাৎ (দুঃখেনৈব) ব্রজং (স্বস্ব গৃহান্) নির্বিবিশুঃ (প্রাবিশন্)॥ ২৮

**মূলানুবাদ**।—শ্রীশুকদেব বলিলেন—শ্রীভগবানের এই আদেশবচনে পূর্ণমনোরথ হইয়া গোপকুমারীগণ তাঁহার চরণ ধ্যান করিতে করিতে অতি দুঃখের সহিত নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন॥ ২৮

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—ইতি ব্রজং যাতেত্যাদিষ্টাঃ। লব্ধ কামো নিজবাঞ্ছিতং যাভিস্তা, অতএব দেবীং তদ্ব্রতোদ্যাপনাদিকমপি পরমানন্দাদ্বিস্মৃতবত্য ইতি ভাবঃ লব্ধকামত্বেঽপি কৃচ্ছ্রাদ্দুঃখেনৈব ব্রজং প্রাবিশন্। কুতঃ তস্য পদাম্ভোজং ধ্যায়ন্ত্য এব নতু সাক্ষাৎ পশ্যন্তঃ তদ্বিচ্ছেদাদিত্যর্থঃ। পদাম্ভোজমিতি বিশেষনির্দ্দেশঃ পতিভাবেন গৌরবাৎ। তদানীং লজ্জয়া নম্রীভূয় স্থিতানাং তন্মাত্রদর্শনেন তদনুস্মৃতেরেব প্রকৃতত্বাদ্বা, নিঃশঙ্কঃ পুনর্ব্রতার্থং ব্রজাদ্যমুনাগমনাভবাভিপ্রায়েণ॥ ২৮

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী**।—কৃষ্ণানুরাগিণী গোপকুমারীগণ, পতিরূপে কৃষ্ণপ্রাপ্তির প্রবল উৎকণ্ঠায় অধীর হইয়া একমাসকাল কাত্যায়নীব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রতশেষদিনে তাঁহাদের চির আকাঙ্ক্ষিত ধন ব্রজরাজনন্দনকে নিভৃত যমুনাতীরে পাইয়া বুঝিলেন যে তাঁহাদের ব্রতানুষ্ঠান নিষ্ফল হয় নাই। তাহার পর ব্রজরাজনন্দন যখন তাঁহাদেরই ভাবের অনুকূল ভাবে তাঁহাদের সহিত নানাবিধ হাস্য কৌতুকাদি করিলেন, তখন তাঁহারা কৃষ্ণপ্রাপ্তির আশায় নিঃসন্দেহ হইয়া পরমানন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। তাহার পর তাঁহারা তাঁহাদের প্রিয়তম ব্রজরাজনন্দনের প্রীতিবর্দ্ধনার্থ প্রাণাপেক্ষা আদরের বস্তু লজ্জাকেও বিসর্জ্জন দিয়া অনাবৃতদেহে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন, তাহাতে ব্রজরাজনন্দনও পরম প্রীত হইয়া তাঁহাদের পরিধেয় বসনগুলি তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন কিনা তাহা ব্যক্ত করিলেন না। ইহাতে গোপকুমারীগণ একরূপ অব্যক্ত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা হৃদয়ে পোষণ করিয়া বারে বারে ব্রজরাজনন্দনের দিকে সলজ্জ ও সকাজ্ঞ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ও চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় কদম্বমূলেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইহা দেখিয়া পরম করুণাময় প্রেমাধীন ব্রজরাজনন্দন আর নির্ব্বাক হইয়া থাকিতে পারিলেন না, তিনি তখন অনুরাগিণী গোপকুমারীগণকে সপ্রেম সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

হে পরম প্রেমব্যবহার-পরায়! গোপবালিকাগণ! তোমরা যে কেবলমাত্র আমারই জন্য নানাবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়াছ এবং আমাকে পতিরূপে পাইবার সঙ্কল্প লইয়াই যে তোমরা আমার নিকটে আসিয়াছ তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। হে পরমসুশীলা গোপবালাগণ! আমিও তোমাদের মত প্রেমবতী ও গুণবতীগণকে পত্নীরূপে পাইবার জন্য সর্ব্বদাই সমুৎকণ্ঠিত, সুতরাং তোমাদের আন্তরিক বাসনা সর্ব্বতোভাবে আমার অনুমোদিত। তোমরা আমাকে পতিরূপে পাইবার জন্য যেমন উৎকণ্ঠিত, আমিও সেইরূপ তোমাদের পত্নীরূপে পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত। সুতরাং এজন্য আমার কিংবা অন্য কাহারও বরদানাদির কোনই প্রয়োজন নাই। তোমাদের আত্মসমর্পণ এবং আমার গ্রহণেই তোমাদের অভীষ্ট পূর্ণ হইবে। তোমাদের অভীষ্ট আমার কোন প্রকারেই অনভীষ্ট নহে, বরং আমারও তাহাই পরমাভীষ্ট। হে গোপকুমারীগণ! তোমরা আর কোনপ্রকার চিন্তা করিও না, অচিরাৎ তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ হইবে।

শ্রীভগবান, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বান্তর্য্যামী এবং সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেও ব্রজের গোপগোপীগণের শুদ্ধ প্রেমের অধীন হইয়া তাঁহাদের ভাবানুরূপ ভাবেই তিনি লীলা করিয়া থাকেন। তাই তিনি ব্রজে কাহারও পুত্র, কাহারও সখা, কাহারও বা প্রাণবল্লভ হইয়া নিজের সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি গোপন করিয়া চঞ্চলতাপ্রযুক্ত গোপবালকের ন্যায় তাঁহাদের বস্ত্রহরণ, নানাভাবে হাস্য কৌতুকাদি ও শঠ করিয়া তাঁহাদের লজ্জানাশ প্রভৃতি লীলা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বান্তর্য্যামিত্ব প্রভৃতির প্রকাশ হয় নাই। সর্ব্বজ্ঞের এতাদৃশ মুগ্ধ লীলা, অখিল ব্রহ্মাণ্ডপালকের এতাদৃশ বালক ভাব, স্বয়ংপূর্ণের এতাদৃশ অপূর্ণতার অভিনয় যে পরম মনোহর তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু গোপকুমারীগণ যখন তাঁহাকে পতিরূপে পাইবার আশায় সুদীন সলজ্জনয়নে বারে বারে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং অমানুষিক উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাপূর্ণহৃদয়ে নানাবিধ ইঙ্গিত করিয়া তাঁহাকে মনোভাব জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন, তখন গোপকুমারীগণের কাত্যায়নীব্রতের মহাক্লেশ স্বীকার, একমাত্র কৃষ্ণপ্রাপ্তির লালসাতেই তাঁহাদের লজ্জাত্যাগ এবং পতিরূপে কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য ক্ষণবিলম্ব সহ্য করিবারও অক্ষমতা প্রভৃতি, প্রেমমুগ্ধ কৃষ্ণের জ্ঞানগোচর করাইবার জন্য তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা শক্তি প্রভৃতি কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্যের বিকাশ হইল। গোপকুমারীগণের কৃষ্ণপ্রাপ্তির লালসা, দৈন্যবিজড়িত বদন ও নির্ব্বাক ইঙ্গিতে প্রথমত তাঁহাদের উপর কৃষ্ণের আন্তরিক কৃপা সঞ্চার হয় এবং সেই কৃপাশক্তিই গোপকুমারীগণের মনোরথ পূরণের সহায়তা করিতে গিয়া কৃষ্ণের তাদৃশ ঐশ্বর্য্য বিকাশ করেন। এই প্রকার ক্ষণিক ঐশ্বর্য্য বিকাশে গোপকুমারীগণের প্রেমমুগ্ধ ব্রজরাজনন্দন, ঐশ্বর্য্যাবিষ্ট হইয়া গোপকুমারীগণকে বলিলেন "সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চনম্"। গোপকুমারীগণ তাঁহাদের প্রাণবল্লভ মুগ্ধ গোপবালকের মুখে এই প্রকার সর্ব্বজ্ঞতাবিজড়িত বাক্য শুনিয়া কোন প্রকার আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন না, কেননা তাঁহারা সকলেই জানেন যে গর্গাচার্য্য ব্রজরাজনন্দনের নামকরণ-সময়ে বলিয়া গিয়াছেন "নারায়ণসমো গুণৈঃ", ব্রজরাজনন্দন নারায়ণ তুল্য গুণশালী। কাজেই কোন লীলায় যদি কখনও ব্রজরাজনন্দনের কোন প্রকার সর্ব্বজ্ঞতাদি প্রকটিত হয়, তাহা হইলে ব্রজের গোপগোপীগণ কেহই আশ্চর্য্যান্বিত হন না, তাঁহারা তখন মনে ভাবেন—আমাদের কৃষ্ণের এই প্রকার নারায়ণতুল্য অচিন্ত্য শক্তি আছে, সুতরাং ইহাতে আমাদের অন্য কিছু মনে করা উচিত নহে, কৃষ্ণ আমাদেরই।

যাহা হউক, শ্রীভগবান্ তখন গোপকুমারীগণের আন্তরিক ভাব এবং তাঁহাদের কাত্যায়নীব্রতের ক্লেশ স্বীকার, সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ প্রভৃতি সমস্তই অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, হে গোপকুমারীগণ! তোমরা যাহা সঙ্কল্প করিয়াছ, তাহা আমারও অনুমোদিত, সুতরাং তাহা নিশ্চয়ই সফল হইবে, তোমরা সেজন্য অণুমাত্রও চিন্তিত কিংবা বিচলিত হইও না। যাহারা আমার সেবার জন্য উৎসুক, কিংবা যাহাদের

চিত্তবৃত্তি আমাতেই সমর্পিত, তাহাদের কোন বাসনাই অপূর্ণ থাকে না। তোমরা সর্ব্ববিধ কামনা বিসর্জন দিয়া কেবলমাত্র আমারই সেবা প্রাপ্তির জন্যই লালসান্বিত হইয়া কাত্যায়নীব্রত প্রভৃতি ক্লেশকর সাধনানুষ্ঠান করিয়াছ, সুতরাং তোমরা যে তোমাদের মনের মত ভাবে আমাকে পাইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি আছে? কেহ যদি কোনও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া কোনও কাম্য বস্তু ভোগে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহার আনুসঙ্গিকভাবে শত শত কামনার উদ্ভব হইয়া তাহাকে প্রকৃত কাম্যবস্তু হইতে অনেক দূরে সরাইয়া দেয়। কিন্তু যাহাদের আমার সেবা করিবার কামনা থাকে, তাহাদের আর অন্য কোনও কামনার জালে পড়িতে হয় না, তাহারা কেবল মাত্র আমার সেবাতেই আত্মনিয়োগ করিয়া অনন্তকাল আমার সেবাতেই রত থাকিতে পারে।

জগতে দেখা যায়, অন্নাদি ভোজন করিতে হইলে তাহার সহকারীরূপে ব্যঞ্জনাদির প্রয়োজন হয়, ব্যঞ্জনের সাহায্য না পাইলে শুধু অন্ন কাহারও আস্বাদ্য কিংবা রুচিকর হয় না। কিন্তু যদি ভ্রষ্ট যবাদি পুনরায় ঘৃতভ্রষ্ট ও ভাবিত করা হয়, তাহা হইলে তাহা আস্বাদের জন্য আর ব্যঞ্জনাদি উপকরণের প্রয়োজন হয় না। সেইরূপ ঐহিক কিংবা পারত্রিক যে কোনও কাম্যবস্তু ভোগ করিতে হইলেই তাহার সহকারীরূপে আরও কোনও কাম্য বস্তুর প্রয়োজন হয় যেমন পুত্রকাম ব্যক্তি পুত্র লাভ করিলে তাহার লালন পালনের জন্য তাহার অর্থাদির প্রয়োজন হয়, তাহাতে অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়, সেজন্য তদুপযুক্ত উপায়াবলম্বন করিতে হয়। এইভাবে এক কাম্যবস্তু ভোগ করিতে গিয়া তাহার সহচররূপে অনন্ত কামনার উদ্ভব হইয়া থাকে। কিন্তু যদি কাহারও শ্রীভগবৎসেবায় কামনা হয় এবং তাহা তীব্র আকাঙ্ক্ষায় ভর্জ্জিত ও নিষ্কাম ভাবে ভাবিত হয়, তাহা হইলে সেই প্রেমময় ভগবৎ-সেবা স্বয়ং আস্বাদ্য হয়, তাহার জন্য আর অন্য কোনও আয়োজনের প্রয়োজন হয় না। হে গোপকুমারীগণ! তোমরাও সর্ব্ববিধ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র আমার সেবা প্রাপ্তির জন্যই উৎকণ্ঠিত হইয়া কাত্যায়নী দেবীর অর্চ্চনা করিয়াছ এবং আমার জন্য বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়াছ, সুতরাং তোমাদের এই শুদ্ধপ্রেমময় সেবায় অন্য কোন আয়োজনেরই প্রয়োজন নাই, তোমরা আশ্বস্ত হও, তোমাদের কোন বাসনাই অপূর্ণ থাকিবে না। তোমরা যে উদ্দেশ্যে কাত্যায়নী দেবীর অর্চ্চনা করিয়াছ, তোমাদের সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, আমি তোমাদের অভীষ্ট পূর্ণ করিব, অতএব তোমরা এখন নিশ্চিন্ত মনে স্ব স্ব গৃহে গমন কর।

পরমকরুণাময় শ্রীব্রজরাজনন্দন গোপকুমারীগণের শুদ্ধপ্রেমে প্রসন্ন হইয়া এই ভাবে তাঁহাদের অঙ্গীকার করিলেই তাঁহাদিগকে পত্নীরূপে গ্রহণ করা সিদ্ধ হইল। যদিও এই সমস্ত গোপকুমারীগণের পিতা মাতা প্রভৃতি অভিভাবকবর্গ বিবাহবিধি অনুসারে তাঁহাদের ব্রজরাজনন্দনের করে সমর্পণ করেন নাই, তথাপি তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পতি বলিয়াই জানিতেন এবং তাঁহাদের অন্য কাহারও সহিত বিবাহও হয় নাই। তাঁহারা চিরদিনই এইভাবে ব্রজরাজনন্দনের সেবা করিয়া মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছেন। উজ্জ্বলনীলমণিতে বর্ণিত আছে যে—

তত্র দুর্গাব্রতপরাঃ কন্যা ধন্যাদয়ো মতাঃ। হরিণা পূরিতাভীষ্টাস্তেন তাস্তস্য বল্লভাঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীগণের মধ্যে ধন্যা প্রভৃতি দুর্গাব্রতপরায়ণা অসংখ্য কুমারী আছেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে পত্নী-রূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের অভীষ্ট পূরণ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারাও কৃষ্ণবল্লভা। শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে—শ্রীকৃষ্ণ গোপকুমারীগণের প্রেমব্যবহারে প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—

মিথঃ স্বীকারঃ স্যাৎ পরিণয়বিধিস্তৎপরিকরাঃ, পরে তে তে ধর্ম্মাঃ স পুনরুদবোধি স্বয়মিহ।

অতো যূয়ং সিদ্ধা ব্রজগমনমেবাদ্য কুরুত, কৃপায়াং কস্যাঞ্চিৎ কিল মিলনমপ্যাশু ভবিতা॥

হে গোপকুমারীগণ! তোমরাও আমাকে পতিরূপে স্বীকার করিয়াছ, আমিও তোমাদের পত্নীরূপে স্বীকার করিলাম। আমাদের এই পরস্পর স্বীকারেই বিবাহবিধি সুসম্পন্ন হইল। পরস্পর স্বীকারই প্রকৃত পক্ষে বিবাহ।

অথ গোপৈঃ পরিবৃতো ভগবান্ দেবকীসুতঃ। বৃন্দাবনাদ্গতো দূরং চারয়ন্ গাঃ সহাগ্রজঃ॥ ২৯

বিবাহের যে সমস্ত লৌকিক ও বৈদিক পদ্ধতি দেখা যায়, তাহাতে বর ও কন্যার পরস্পরের স্বীকারই সম্পাদিত হইয়া থাকে। আমাদের পরস্পর স্বীকার যখন সুসম্পন্ন হইয়াছে, তখন আর তোমরা কোনও চিন্তা করিও না; তোমাদের অভীষ্টসিদ্ধি হইয়াছে, এখন তোমরা স্ব স্ব গৃহে গমন কর। অবিলম্বে কোনও এক রজনীতে তোমাদের সহিত আমার মিলন হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের "যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধাঃ" প্রভৃতি শ্লোকেও এই ভাবই প্রকাশ হইয়াছে। শ্রীভগবান্ গোপ-কুমারীগণকে বলিলেন "আগামী রজনীতে তোমাদের সহিত আমার মিলন হইবে", তাহাতে গোপকুমারীগণ ধারণা করিলেন যে আগামী পূর্ণিমা রজনীতে তাঁহারা কৃষ্ণসঙ্গ পাইয়া কৃতার্থ হইবেন। ইহার পরে শরৎপূর্ণিমায় রাসলীলা প্রসঙ্গে এই সমস্ত গোপকুমারীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রথম মিলন সংঘটিত হইয়াছিল।

গোপকুমারীগণ এই প্রকারে শ্রীভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন এবং তাঁহাদের আজন্ম-সঞ্চিত অভীষ্ট পূরণ হইল। যদিও তাঁহারা তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শ সুখানুভব করিতে পারিলেন না, তথাপি তাঁহার স্বীকারোক্তিতেই তাঁহারা আশ্বস্ত হইলেন এবং মনে করিলেন যে কৃষ্ণ, যখন আমাদের পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন, তখন নিশ্চয়ই কোনদিন চরণসেবাধিকার দিয়া কৃতার্থ করিবেন। শ্রীকৃষ্ণের এই অনুগ্রহ পাইয়াই গোপ-কুমারীগণ, কাত্যায়নী ব্রতানুষ্ঠানের ক্লেশ এবং বিবস্ত্রভাবে যমুনাজলে অবস্থিতি, লজ্জাত্যাগ প্রভৃতি সমস্তই ভুলিয়া গেলেন এবং পতিরূপে কৃষ্ণপ্রাপ্তির আনন্দসিন্ধুতে ডুবিয়া গেলেন। তাহার পর তাঁহারা ধীরে ধীরে কৃষ্ণচরণ নিকট হইতে নিজ নিজ গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যদিও তাঁহাদের পক্ষে কৃষ্ণচরণ নিকট হইতে স্থানান্তরে গমন দুঃসহ ক্লেশজনক, তথাপি তাঁহারা কৃষ্ণের আদেশ পালন করিবার জন্য এবং পাছে কোনও লোক যমুনাতীরে আসিয়া তাঁহাদের এইভাবে কৃষ্ণ নিকটে অবস্থিতি জানিতে পায়, এই ভয়ে তাঁহারা দুঃসহ কৃষ্ণবিরহদুঃখভার বহন করিয়াও নিজ গৃহে যাইতে উদ্যত হইলেন। গমনকালে তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণচরণকমলস্মৃতি ফুটিয়া উঠিল এবং চিরদিনের জন্য তাঁহাদের হৃদয়ে আবাসস্থান পাতিয়া লইল। এই প্রকারে কৃষ্ণানুরাগিণী গোপকুমারীগণ কৃষ্ণ-চরণস্মৃতি বুকে লইয়া এবং আগামী রজনীতে কৃষ্ণ আমাদের চরণসেবাধিকার প্রদান করিবেন এই—আশায় আশ্বস্ত হইয়া নিজ নিজ গৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন॥ ২৫—২৮

**অন্বয়ঃ**।—অথ (শরদ্ধেমন্তাদীনামৃতূনামন্তে গ্রীষ্মকালে) সহাগ্রজঃ (শ্রীবলদেবেন সহিতঃ) ভগবান্ (স্বয়ং ভগবান্) দেবকীসুতঃ (যশোদানন্দনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) গোপৈঃ (শ্রীদামসুবলাদিভিঃ গোপবালকৈঃ) পরিবৃতঃ (পরিতো বৃতঃ সন্) বৃন্দাবনাৎ দূরং (দূরপ্রদেশস্থিতং গিরিব্রজময়ং কাম্যকবনং) গতঃ॥ ২৯

**মূলানুবাদ**।—অনন্তর একদিন গ্রীষ্মকালে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীযশোদানন্দন, বলদেব ও গোপবালকগণ পরিবৃত হইয়া গোচারণ করিতে করিতে বৃন্দাবন হইতে দূর প্রদেশে গমন করিলেন॥ ২৯

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—অধুনা গোপকন্যাসু প্রসাদমুক্ত্বা তত্তৎপ্রস্তাবসাদৃশ্যাদ্যজ্ঞপত্নীষু প্রসাদং বক্তু-মারভতে। অথ লীলান্তরারম্ভে স চ নিদাঘসময় ইতি বিজ্ঞেয়ং নিদাঘার্কাতপে তিগ্মে ইতি বক্ষ্যমাণাৎ। অতএব সহা-গ্রজঃ শ্রীবলদেবেন সহিতঃ, গোপকন্যাবস্ত্রহরণদিনে অগ্রজ তেন সাহিত্যাভাবাৎ, গোপৈঃ পরিতো বৃত ইতি প্রাগুক্তির্বক্ষ্যমাণলীলায়াং তেষামপেক্ষাবিশেষাৎ। দেবকীসুতঃ ইতি পূর্ব্ববদেবহেতোঃ। বৃন্দাবনাদ্গতো দূরমিতি। প্রথমং তাবদ্গিরিব্রজময়ং কাম্যকবনং গতঃ। তত এবাস্য ধাতুরাগময়-বেশো বর্ণয়িষ্যতে। পশ্চান্নিদাঘতৃষ্ণাগমিতধেনুজলপায়নার্থং ব্রজং দক্ষিণে নিধায় যমুনামাগতঃ, তচ্চ ব্রহ্মাদাগচ্ছন্মধ্যাহ্নভোজ্যাবকল্পনার্থং তচ্চ শ্রীযজ্ঞপত্নীবরপ্রার্থনারূপকৃপার্থমিতি জ্ঞেয়ম্॥ ২৯

নিদাঘার্কাতপে তিগ্মে ছায়াভিঃ স্বাভিরাত্মনঃ। আতপত্রায়িতান্ বীক্ষ্য দ্রুমানাহ ব্রজৌকসঃ ॥ ৩০
হে স্তোককৃষ্ণ হে অংশো শ্রীদামন্ সুবলার্জ্জুন। বিশাল বৃষভৌ জস্বিন্ দেবপ্রস্থ বরূথপ ॥ ৩১
পশ্যতৈতান্ মহাভাগান্ পরার্থৈকান্তজীবিতান্। বাতবর্ষাতপহিমান্ সহন্তো বারয়ন্তি নঃ ॥ ৩২
অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবনম্। সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ।—তিগ্মে (তীব্রে) নিদাঘার্কাতপে (গ্রীষ্মকালীনরৌদ্রে) স্বাভিঃ (স্বীয়াভিঃ ছায়াভিঃ) আত্মনঃ (স্বস্য সম্বন্ধে) আতপত্রায়িতান্ (ছত্রবদাচরিতান্) দ্রুমান্ (বৃক্ষান্) বীক্ষ্য (পরিতো দৃষ্টিসঞ্চারণেন নিভাল্য) ব্রজৌকসঃ (ব্রজবাসিনো গোপবালকান্) আহ (শ্রীকৃষ্ণ ইতি শেষঃ)॥ ৩০

মূলানুবাদ।—গ্রীষ্মকালীন প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে ছায়াবিস্তার করিয়া বৃক্ষগণ যেন শ্রীকৃষ্ণ ও গোপবালকগণের উপর ছত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণকে বলিলেন ॥ ৩০

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তত্র বৃন্দাবনক্রমণপ্রকারমাহ নিদাঘেতি সপ্তভিঃ। আত্মন ইত্যুপলক্ষণং স্বস্য স্বেষাঞ্চ ছত্রায়িতান্ ব্রজৌকসো ব্রজবনবর্ত্তিনঃ দ্রুমান্ বীক্ষ্যাহ ॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—হে স্তোককৃষ্ণ। হে অংশো। শ্রীদামন্। সুবল। অর্জ্জুন। বিশাল। বৃষভ। ওজস্বিন্। দেবপ্রস্থ। বরূথপ। পরার্থৈকান্তজীবিতান্ (পরার্থে পরোপকারার্থমেব একান্তং নিয়তং জীবিতং জীবনং যেষাং তান্) মহাভাগান্ (মহাভাগ্যশালিনঃ) এতান্ (সম্মুখবর্ত্তিনো বৃক্ষান্) পশ্যত [তে হি] বাতবর্ষাতপহিমান্ সহন্তঃ (স্বয়ং সহমানাঃ) নঃ (অস্মাকং) বারয়ন্তি (বাতবর্ষাদিকং নিবারয়ন্তি)॥ ৩১।৩২

মূলানুবাদ।—হে স্তোককৃষ্ণ। হে অংশো। হে শ্রীদামন্। হে সুবল। হে অর্জ্জুন। হে বিশাল। হে বৃষভ। হে ওজস্বিন্। হে দেবপ্রস্থ। হে বরূথপ। দেখ দেখ, এই সমস্ত বৃক্ষগণ কেমন সৌভাগ্যশালী। ইহাদের জীবন কেবল পরের জন্য। ইহারা নিজে বর্ষা, বায়ু, রৌদ্র, হিম প্রভৃতি সহ্য করিয়া আমাদের বর্ষা বায়ু প্রভৃতি নিবারণ করিয়া থাকে ॥ ৩১।৩২

শ্রীধরটীকা।—সিদ্ধাঃ পূর্ণমনোরথাঃ। তত্রাহ ইমা আগামিনীরাত্রীর্যয়া রংস্যথেতি। আর্য্যা কাত্যায়নী। সতীঃ সত্যঃ ॥ ২৭—৩১ ॥ ভক্ত্যানুকম্প্য কন্যাস্তাস্তদ্বিজ্জিতস্বজনাম্। পত্যনুগ্রহতস্তেষামহন্ কর্ম্ম মহামদম্ ॥ বিপ্রভার্য্যানুগ্রহায় যজ্ঞবাটং গচ্ছন্ বিপ্রাণাং কাঠিন্যমভিপ্রেত্য তেভ্যোঽপি দ্রুমাঃ শ্রেষ্ঠা ইতি তানভিনন্দতি চতুর্ভিঃ পশ্যতেতি। হে স্তোককৃষ্ণাদয়ো গোপাঃ এতান্ দ্রুমান্ পশ্যত। পরার্থমেবৈকান্তেন জীবিতং যেষাং তান্। তদাহ বাতবর্ষাদীন্ স্বয়ং সহন্তঃ সহমানা অস্মাকং বারয়ন্তি ॥ ৩২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অথ প্রার্থয়িতব্যান যাজ্ঞিকানপ্যনাদরণীয়তয়াবজ্ঞায় সখিমুখ্যানভিমুখীকৃত্য তান দ্রুমানস্তবদিত্যাহ হে স্তোকেতি যুগ্মকেন। সম্বোধনে ক্রমোঽয়ং যথাদৃষ্টিপ্রাপ্তমেব জ্ঞেয়ঃ। এতে দশ শ্রীকৃষ্ণস্য দশদিক্ষ্বেক্ষণার্থং প্রেম্না বর্ত্তন্ত ইতি কেচিৎ সম্ভাবয়ন্তি, দশসংখ্যাকত্বাৎ তত্র স্তোককৃষ্ণাদয়োঽষ্টাবষ্টদিক্ষু দেবপ্রস্থবরূথপৌ ছত্রধারণবর্ত্মশোধনাদিনোর্দ্ধাধোদেশয়োঃ। একাদশো ভদ্রসেনস্তু গোপসেনাধ্যক্ষঃ রামশ্চ সর্ব্বাপেক্ষকস্তদানীং দূরে স্থিত ইতি লভ্যতে॥ ৩১ ॥ মহান্ ভাগো ভাগ্যং যেষাং তান্। তল্লক্ষণমাহ পরেতি। নোঽস্মাকম্। কেচিদ্বাতাদীন্ স্বয়ং সহন্তে তপস্বিনঃ নত্বন্যেষাং বারয়ন্তি স্নিগ্ধাশয়াশ্চ দয়ালবো বা কেচিৎ পরেষাং বারয়ন্তি, স্বয়ন্তু ন সহন্তে কিন্তু তৎপ্রতীকারং কুর্ব্বতে। এতে চ স্বয়ং সহমানাঃ পরেষাং বারয়ন্তীতি মহাভাগত্বম্ ॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—অহো এষাং (বৃক্ষাণাং) সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবনং (সর্ব্বজীবানাং জীবিকাহেতুভূতং) জন্ম (জীবনং)

পত্রপুষ্পফলচ্ছায়া-মূলবল্কলদারুভিঃ। গন্ধনির্য্যাসভস্মাস্থি তোক্মৈঃ কামান্ বিতন্বতে॥ ৩৪
এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু। প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥ ৩৫
ইতি প্রবালস্তবক-ফলপুষ্পদলোৎকরৈঃ। তরূণাং নম্রশাখানাং মধ্যেন যমুনাং গতঃ॥ ৩৬

বরং ( মনুষ্যাদিভ্যঃ সর্ব্বেভ্য এব শ্রেষ্ঠং ) সুজনস্য ইব ( বদান্যস্যেব ) যেষাং ( যেভ্যঃ ) অর্থিনঃ ( প্রার্থিনঃ ) বিমুখাঃ ( অসৎকৃতাঃ সন্তঃ ) ন যান্তি ( নৈব পরাঙ্মুখা ভবন্তি ) [ প্রত্যুত ছায়াফলাদিভিঃ সৎকৃতা এব ভবন্তি ]॥ ৩৩

**মূলানুবাদ।**—অহো! এই সমস্ত বৃক্ষগণের জীবন অন্যের জীবন ধারণের হেতু; অতএব ইহাদের জীবনই ধন্য। কোনও সুজনের গৃহে কোনও যাচক গমন করিলে যমন কখনও বিমুখ হইয় ফিরিয়া আসে না, সে রূপ বৃক্ষ গণের নিকট হইতেও কেহ বিমুখ হইয়া ফিরিয়া আসে না॥ ৩৩

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—ন চ কেবলং বাতাদিদুঃখাৎ রক্ষন্তি সর্ব্বার্থঞ্চ সম্পাদয়ন্তীত্যাহ অহো ইতি দ্বাভ্যাম্। অহো ইতি বিস্ময়ে হর্ষে বা। বরং সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠং, কুতঃ সর্ব্বেষাং প্রাণিনামুপজীবনং জীবিকাহেতুঃ। জীবিনামিতি পাঠেঽপি স এবার্থ. হেতুণিজন্তাৎ ণিনিঃ। তদেবাহ যেষাং যেভ্যো বিমুখা ন যান্তি জনাঃ। বৈ প্রসিদ্ধৌ॥ ৩৩

**অন্বয়ঃ।**—পত্রপুষ্পফলচ্ছায়ামূলবল্কলদারুভিঃ ( পত্রৈঃ পুষ্পৈ ফলৈঃ ছায়াভিঃ মূলৈঃ ত্বগ্ভিঃ, দারুভিঃ কাষ্ঠৈশ্চ ) গন্ধনির্য্যাসভস্মাস্থিতোক্মৈঃ ( গন্ধৈঃ পত্রপুষ্প সাদিভবৈঃ সদ্গন্ধৈঃ নির্য্যাসৈঃ ঘনরসৈ ভস্মভিঃ অঙ্গারৈঃ অস্থিভিঃ সারাংশৈঃ তোক্মৈঃ পল্লবাঙ্কুরৈঃ ) কামান্ ( অর্থিনাং প্রার্থনানুরূপান্ কামান্ ) বিতন্বতে ( বিস্তরেণ দদতে ) ৩৪

**মূলানুবাদ।**—পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া, মূল, বল্কল, কাষ্ঠ, গন্ধ, নির্য্যাস, ( আঠা ) ভস্ম ( অঙ্গার ) অস্থি (কাষ্ঠের সারাংশ) ও অঙ্কুর প্রভৃতি দ্বারা বৃক্ষগণ নিরন্তর কত জীবের কতই না প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিয়া থাকে॥ ৩৪

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—তদেবাহ পত্রেতি। গন্ধো রসাদিভবঃ। অস্থি সারাংশঃ॥ ৩৪

**অন্বয়ঃ।** ইহ ( জগতি ) দেহিনাং ( জীবানাং ) প্রাণৈঃ ( প্রাণাদনেন পরোপকারকর্ম্মভিঃ দধীচ্যাদিবৎ প্রাণার্পণৈর্বা ) অর্থৈঃ ( ধনৈঃ ) ধিয়া ( পরেষামুপকারচিন্তয়া ) বাচা ( উপদেশাদিরূপয়া ) দেহিষু ( জীবেষু ) [ যৎ ] সদা শ্রেয় আচরণং ( হিতাচরণং ) এতাবৎ ( এতাবদেব ) জন্মসাফল্যং ( জীবনস্য সার্থকত্বম্ )॥ ৩৫

**মূলানুবাদ।**—প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা পরের হিতাচরণ করাই এই জগতে জীবগণের জীবনের সফলতা॥ ৩৫

**শ্রীধরটীকা।**—সুজনস্য কৃপালোরর্থিন ইব॥ ৩৩ নির্য্যাসো ঘনরসঃ। তোক্মাঃ পল্লবাঙ্কুরাঃ॥ ৩৪।৩৫

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—ফলিতমাহ এতাবদিতি। দেহিনাং বিচিত্রবহুলদেহভৃতাং কর্ত্তৃভূতানাং প্রাণাদিভিঃ কৃত্বা দেহিষু জীবেষু শ্রেয় আচরণং যৎ। পাঠান্তরে শ্রেয় এবাচরেৎ সদা ইতি যদেতাবজ্জন্মসাফল্যম্ ইতি তত্র প্রৈতোরিতি প্রাণানাদরেণ কর্ম্মভিরিত্যর্থঃ। ধিয়া সদুপায়চিন্তনাদিনা বাচা উপদেশাদিরূপয়া এষাং সমুচ্চয়শক্ত্যভাবে পরপরোপাদানঞ্চ জ্ঞেয়ম্॥ ৩৫

**অন্বয়ঃ।**—ইতি ( ইত্যনেন প্রকারেণ বৃক্ষজন্মনঃ অভিনন্দনং কৃত্বা ) প্রবালস্তবকফলপুষ্পদলোৎকরৈঃ ( প্রবালাঃ কোমলপত্রানি, স্তবকাঃ পুষ্পগুচ্ছাঃ, ফলানি চ পুষ্পানি চ দলানি পত্রানি চ তেষাম্ উৎকরৈঃ সমূহৈঃ ) নম্রশাখানাং ( নতশাখানাং ) তরূণাং ( বৃক্ষাণাং ) মধ্যতঃ ( মধ্যবর্ত্তিনা মধ্যেন পথা ইতি যাবৎ ) যমুনাং গতঃ ( যমুনাতীরবর্ত্তিভূভাগং প্রাপ্তঃ )॥ ৩৬

**মূলানুবাদ।**—এই প্রকারে নানাভাবে বৃক্ষগণের প্রশংসা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, কোমলপত্র, পুষ্পগুচ্ছ, ফল, পুষ্প ও পত্রাদিভারে নম্রশাখাসম্পন্ন বৃক্ষসমূহের মধ্যবর্ত্তি পথ দিয়া যমুনাতীরভূভাগে গমন করিলেন॥ ৩৬

তত্র গাঃ পায়য়িত্বাপঃ সুমৃষ্টাঃ শীতলাঃ শিবাঃ। ততো নৃপ স্বয়ং গোপাঃ কামং স্বাদু পপুর্জলম্ ॥৩৭
তস্যা উপবনে কামং চারয়ন্তঃ পশূন্ নৃপ। কৃষ্ণরামাবুপাগম্য ক্ষুধার্ত্তা ইদমব্রুবন্ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**—স্তবকাঃ পুষ্পাণাং গুচ্ছাঃ, মধ্যেন মধ্যবর্ত্তিনেত্যর্থঃ। এবং তিগ্মতাপ্রাপ্তিঃ ॥ ৩৬

**অন্বয়ঃ**।—নৃপ (হে মহারাজ!) তত্র (যমুনায়াং) সুমিষ্টাঃ (অতিস্বচ্ছাঃ) শীতলাঃ (সুখশৈত্যসম্পন্নাঃ) শিবাঃ (আরোগ্যকরত্বেন মঙ্গলপ্রদাঃ) অপঃ (জলানি) গাঃ (গোমহিষাদিপশুবর্গান্) পায়য়িত্বা ততঃ (তদনন্তরং) গোপাঃ (শ্রীকৃষ্ণবলদেব শ্রীদামসুবলাদয়ো গোপবালকাঃ) স্বয়ং স্বাদু (স্বচ্ছতাশৈত্যাদিগুণযুক্তং) জলং (যমুনা-জলং) কামং (যথেচ্ছং) পপুঃ (পীতবন্তঃ) ॥ ৩৭

**মূলানুবাদ**।—হে রাজন্! যমুনাতীরে গিয়া গোমহিষাদি পশুগণকে যমুনার স্বচ্ছ শীতল ও বলারোগ্য-প্রদ জল পান করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও গোপবালকগণও মনের সাধে যমুনায় জলপান করিলেন ॥ ৩৭

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**—তত্র তস্যাং সুমৃষ্টা অতিস্বচ্ছাঃ শিবা আরোগ্যকরত্বেন পুণ্যপ্রদত্বেন চ মঙ্গলকর্য্যঃ ততস্তদনন্তরমেব যতো গোপাঃ তাদৃশধর্ম্মা এব। হে নৃপেতি তব প্রজাপালনবত্তেষামপি গোপালনং ধর্ম্ম ইতি ভাবঃ। স্বাদু বহুপশুসত্ত্বৈস্তৎক্ষোভেঽপি সুমৃষ্টত্বাদিগুণযুক্তমেবেত্যর্থঃ। ইতি জলমাহাত্ম্যমুক্তম্। অতঃ কামং যথেষ্টম্ অতএব পুনর্জ্জলপদং সার্থকম্ ॥ ৩৭

**অন্বয়ঃ**।—নৃপ (হে মহারাজ!) তস্যাঃ (যমুনায়াঃ) উপবনে 'সমীপবর্ত্তিকানন-ভূমৌ' কামং (পশূনাং স্বেষাঞ্চ ইচ্ছানুসারেণ) পশূন্ (গবাদীন্) চারয়ন্তঃ (চারণং কুর্ব্বন্তঃ, গোপবালকাঃ) ক্ষুধার্ত্তাঃ (ক্ষুৎপীড়িতাঃ সন্তঃ) কৃষ্ণরামৌ উপাগম্য (তয়োঃ সমীপে সমাগত্য) ইদং (বক্ষ্যমাণং বচনজাতং) অব্রুবন্ (উচুঃ) ॥ ৩৮

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদগোস্বামি-
কৃতে শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে দশমস্কন্ধস্য দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২

**মূলানুবাদ**।—তদনন্তর শ্রীদামসুবলাদি গোপবালকগণ যমুনাসমীপবর্ত্তি কাননভূমিতে গোচারণ করিতে করিতে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের নিকট আসিলেন ও (পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বর্ণিত বাক্যাবলী) বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৮

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদগোস্বামি-
কৃতে শ্রীমদ্ভাগবতমূলানুবাদে দশমস্কন্ধস্য দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২২

**শ্রীধরটীকা**।—ইত্যভিনন্দন্ প্রবালাদিসমূহৈর্নতশাখানাং তরূণাং মধ্যেন যমুনাং প্রাপ্তঃ ॥ ৩৬। ৩৭ কুমারিকাভ্যঃ পূর্ব্বমেব তন্নর্ম্মাকুলতয়া অগৃহীতভোজ্যানামেব নির্গমাৎ ক্ষুধার্ত্তা ইত্যুক্তম্ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—উপবনে প্রায়োঽশোকতরুমণ্ডিত ইতি জ্ঞেয়ং অগ্রে তথোক্তেঃ। অতঃ ফলাদ্য-ভাবোঽপি সূচিতঃ। কামং পশূনামিচ্ছানুসারেণেত্যর্থঃ। ক্ষুধার্ত্তা ইতি শ্রীকৃষ্ণরামযোরপি তদনুমানেন বিশেষা-র্ত্তির্জ্ঞেয়া, নিজতদুল্লেখস্তু প্রেমপরিপাটী যাজ্ঞিকান্ প্রতি তু বক্ষ্যতে, রামাচ্যুতৌ বো লবতো বুভুক্ষিতাবিতি দিনা-ন্তরবর্ত্তিদিনে দধ্যোদনাহ্বানাবমনঞ্চ কেনচিন্নিমিত্তেন যজ্ঞপত্নীনামনুগ্রহায় শ্রীভগবতৈব ঘটিতং, যাসামুৎকর্ষার্থমেব যাজ্ঞি-কানাং নিকর্ষো দর্শয়িষ্যতে, তেষাং তদ্দর্শনার্থমেব বৃক্ষাঃ শ্লাঘিতা ইতি জ্ঞেয়ম্। উপ সমীপে আগত্য বক্ষ্যমাণং তু

গৌরবায় ইদং বক্ষ্যমানম্ অত্রানবসরেঽধ্যায়াপাতো বক্ষ্যমাণলীলাবিশেষং স্মৃত্যা পূর্ব্ববৎ ক্ষণং শ্রীবাদরায়ণেঃ স্তব্ধতয়া তৎকথাবিচ্ছেদাৎ, এবমগ্রত্রাপ্যূহ্যম্। হে নৃপেতি বক্ষ্যমাণাশ্চর্য্যলীলাশ্রবণেঽত্যন্তাবধানার্থম্॥ ৩৮

ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাং শ্রীদশমটিপ্পণ্যাং দ্বাবিংশঃ॥ ২২

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব, গোপকুমারীগণের উপর শ্রীকৃষ্ণের পরমানুগ্রহের কথা বর্ণনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্য কোনও লীলা বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার মনে শ্রীকৃষ্ণের যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণের প্রতি অনুগ্রহের কথা উদিত হইল এবং ভাবাবেশে তাহাই তিনি বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

কৃষ্ণানুরাগিণী গোপকুমারীগণ হেমন্ত ঋতুর প্রথম দিনে কাত্যায়নী ব্রতারম্ভ করিয়াছিলেন এবং তাহার একমাস পরে অগ্রহায়ণী পূর্ণিমাতিথিতে তাঁহাদের ব্রতপূর্ণদিনে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের বস্ত্রহরণ এবং তৎপ্রসঙ্গে তাঁহাদের উপর পরমানুগ্রহ বিতরণ করিয়া তাঁহাদিগকে নিজ প্রেয়সীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পর শীত ও বসন্ত ঋতুর অবসানে গ্রীষ্ম ঋতুতে শ্রীকৃষ্ণ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণকে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন।

গোপকুমারীগণের উপর শ্রীকৃষ্ণের অপার করুণাবর্ষণ লীলা বর্ণনা করিতে করিতে শ্রীশুকদেবের মনে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণের শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি এবং তজ্জন্য তাঁহাদের উপর শ্রীকৃষ্ণের কৃপাবিকাশের কথা জাগরূক হওয়ায় উভয় লীলায় অনেক দিনের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও শ্রীশুকদেব বস্ত্রহরণলীলার পরই এই লীলা বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এ লীলায় ইহাও দ্রষ্টব্য যে—প্রেমবতী রমণী হইলেই যে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে প্রেয়সীরূপে গ্রহণ করেন, এমন নহে। যাহারা গোপীগণের মত সর্ব্বত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রয় করিতে পারে, তাহারাই শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী হইয়া তাঁহার সেবাধিকার প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এ লীলা আলোচনা করিলে গোপীগণের শুদ্ধ প্রেমের বিশেষত্বও হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, বৃন্দাবনের গোপগোপীগণের শুদ্ধ প্রেমসিন্ধুতে ডুবিয়া নিজের সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া মুগ্ধ গোপবালকের ন্যায় কতই না মধুর লীলা করিতেছেন। তাঁহার এই মুগ্ধ লীলা অনুসন্ধান করিলে তাঁহার কোন ঐশ্বর্য্যের অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। এ লীলায় আছে কেবল তাঁহার পূর্ণ ভক্তবাৎসল্য ও প্রেমাধীনতা। শ্রীভগবান্ যদিও গোপগোপীগণের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া এই প্রকার আত্মবিস্মৃতির অনুকরণই করিয়া থাকেন, তথাপি কখন কখনও তাঁহার কৃপাশক্তি তাঁহাকে কোনও একনিষ্ঠ ভক্তের কথা মনে করিয়া দেয়। তাই আজ ব্রজরাজনন্দনের মনে ভক্তচূড়ামণি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণের কথা জাগিয়া উঠিয়াছে এবং সেজন্য তিনি নিজ বাসস্থান হইতে কিছু দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী স্থানাভিমুখে গোচারণ করিতে গমন করিলেন।

পূর্ব্বদিনের মত আজও তাঁহার সঙ্গে বলদেব এবং শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকগণ আছেন এবং সকলেই নিজ নিজ ধেনুপাল লইয়া শ্রীকৃষ্ণের ধেনুপালের সহিত মিলিত করিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণের কাছে কাছে থাকিয়া বনপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন গোচারণে যান, তখন তাঁহার পার্শ্বভাগে বলদেব এবং স্তোককৃষ্ণ, অংশু, শ্রীদাম, সুবল প্রভৃতি দশজন গোপবালক, শ্রীকৃষ্ণের দশদিক রক্ষার্থ শ্রীকৃষ্ণকে মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিয়া থাকেন এবং অন্যান্য অসংখ্য গোপবালকগণও ঘন ঘন মণ্ডলাকারে শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া থাকেন। এইরূপে অসংখ্য গোপবালক পরিবেষ্টিত হইয়া এবং বলদেবের স্কন্ধে দেহভার ন্যস্ত করিয়া ধেনুপালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বনাভিমুখে অগ্রসর হইলে শ্রীকৃষ্ণও বৃন্দাবন হইতে দূরবর্ত্তি ভূভাগে মথুরার সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন প্রায় মধ্যাহ্নকাল সমাগত; গ্রীষ্মকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড যেন সহস্রকরসম্পাতে ভূপৃষ্ঠ দগ্ধ করিবার উপক্রম করিয়াছেন। তাঁহার প্রখরতাপে দগ্ধপ্রায় জীব-নিকর শীতলতার অনুসন্ধানে বৃক্ষতলে আসিয়া আশ্রয়

গ্রহণ করিয়াছে, বৃক্ষগণও রৌদ্রতাপতপ্ত জীবগণকে নিজ ছায়াতলে আশ্রয় প্রদান করিয়া কোমল পত্রসমন্বিত পল্লব সঞ্চালন করিয়া মৃদুল বায়ুসঞ্চারে তাহাদের শ্রমাপনোদন করিতে চেষ্টা করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ দূর হইতে বৃক্ষগণের এই উদারতায় মুগ্ধ হইয়াই যেন সদলবলে বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকগণের নিকট বৃক্ষের গুণ বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন—বৃক্ষের মত উদার এবং মহাভাগ জগতে অতি বিরল, কেননা ইহারা স্বয়ং কত বৃষ্টি, রৌদ্র ও শীতবাতাদি সহ্য করিয়া আশ্রিতজনের রৌদ্র বৃষ্টি প্রভৃতি নিবারণ করিয়া থাকে। জগতে অনেক তপস্বী আছেন, তাঁহারা নিজে গহন বনে, পর্ব্বতগুহায় ও নদীতীরাদিতে অবস্থান করিয়া কত অনাহার, জাগরণ ও রৌদ্র, বৃষ্টি এবং শীতবাতাদি সহ্য করিয়া দুশ্চর তপস্যার অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু পরের রৌদ্র বৃষ্টি ও শীতবাতাদি ভোগজনিত দুঃখ নিবারণ করিতে পারেন না। জগতে অনেক পরদুঃখকাতর দয়ালু ও উদারচেতা মহানুভব ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা নানাভাবে পরের দুঃখ দূর করিবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টিত থাকেন, কিন্তু তাঁহারা নিজে কখনও দুঃখ ভোগ করেন না। জগতে অনেক উদারচেতা ধনী আছেন. তাঁহারা দরিদ্রের দুঃখ দূর করিবার জন্য অকাতরে ধন দান করেন, ক্ষুধিতকে অন্নদান করেন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করেন, কিন্তু নিজে কখনও দারিদ্র দুঃখ কিংবা অন্নবস্ত্রাদির অভাব ভোগ করেন না। কিন্তু বৃক্ষের উদারতার কথা আর কি বলিব। তাহারা শতশত পল্লবিত শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া নিজে রৌদ্র বৃষ্টি প্রভৃতি ভোগ করিয়া আশ্রিতজনের রৌদ্র বৃষ্টি প্রভৃতি নিবারণ করিয়া থাকে। বৃক্ষের জীবন যেন কেবলমাত্র পরোপকার সাধনের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। বৃক্ষের ছায়ায় বৃক্ষ কখনও নিজে বিশ্রাম করে না। বৃক্ষের ফলপুষ্পাদি কখনও বৃক্ষ নিজে উপভোগ করে না। তাহার যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই কেবলমাত্র পরের উপকারের জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জগতে বৃক্ষের মত পরোপকারনিষ্ঠ এবং জীবে দয়াশীল আর কেহই নাই। পরোপকার কিংবা জীবে দয়া করিতে হইলে সকলেই আগে আত্মতৃপ্তি এবং সুখ-সম্ভোগের ব্যবস্থা পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়া তাহার পর পরোপকারমহাব্রত কিংবা জীবে দয়া মহাধর্ম্মে নিযুক্ত হন, কিন্তু বৃক্ষের মত কেহ আত্মত্যাগ করিয়া কিংবা নিজের যথাসর্ব্বস্ব কেবল-মাত্র পরের জন্যই উৎসর্গ করিয়া পরোপকার করিতে পারে না। অতএব জগতে যদি কেহ পরোপকারী থাকে, তাহা হইলে একমাত্র বৃক্ষই আছে। যদি কাহারও পরোপকার ব্রতে দীক্ষিত হইতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তাহার বৃক্ষকে গুরুপদে বরণ করিয়া বৃক্ষকে আদর্শ রাখিয়া বৃক্ষের ব্যবহারেরই অনুকরণ করা উচিত।

অহো! বৃক্ষেরই জীবন সার্থক, কেননা তাহার জীবনে অনেক জীবের জীবন রক্ষা হইয়া থাকে। এমন অনেক জীব আছে যে, তাহারা যতদিন জীবিত থাকিবে, ততদিনই অন্য জীবের জীবনান্ত হইবে। যেমন ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশুগণ যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন তাহাদের জীবন ধারণের জন্য অন্য কোনও প্রাণীর জীবনান্ত হয়। মানুষের মধ্যেও এমন অনেক মানুষ আছে যে তাহারা যতদিন জীবিত থাকিবে, ততদিন তাহাদের কামনার তৃপ্তির জন্য অনেক জীবের জীবনান্ত হইবে; সুতরাং এই সমস্ত জীবের জীবনই অন্য জীবের মরণ সংঘটন করিয়া থাকে। কিন্তু বৃক্ষ যতদিন জীবিত থাকে, ততদিনই তাহার ফলাদি দ্বারা অন্য জীবের জীবন রক্ষা হয়। অতএব জীবের মধ্যে বৃক্ষের জীবনই সার্থক এবং বৃক্ষের জীবনই পরের জীবন রক্ষার হেতু। বৃক্ষের প্রধান গুণ এই যে তাহার নিকটে যদি কখনও প্রার্থী আগমন করে, তাহা হইলে সে কখনও বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায় না। সুজনের গৃহে অতিথির আগমন হইলে যেমন সুজনগণ যে কোন প্রকারেই হউক তাহাদের প্রীতিবিধান করিতে কুণ্ঠিত হন না, বৃক্ষও সেইরূপ তাহার নিকটে সমাগত জীবকে যে কোন প্রকারে অভ্যর্থনা করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

সজ্জনগৃহে অতিথির আগমন হইলে তাঁহাকে তাঁহার বাসস্থানাদি দিয়া সজ্জনগণ তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন। যদি তাঁহাদের অন্নাদি দানের সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে বিশ্রামের স্থান, হস্তমুখাদি প্রক্ষালনের জন্য, অন্ততঃপক্ষে মিষ্ট বাক্য দ্বারাও তাঁহারা অতিথির অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন। কিন্তু কোনও অতিথি কিংবা প্রার্থী যদি কখনও অট্টালিকাদি বৈভব দেখিয়া কিছু প্রাপ্তির আশায় দুর্জনগৃহে গমন করে, তাহা হইলে সেখানে তাহাদের কিছু প্রাপ্তির আশা ত নাইই, বরং দুর্জনের মুখে রূঢ় কথা শুনিয়া মনের ক্ষোভে ফিরিয়া আসিতে হয়। বৃক্ষও ঠিক সজ্জনগণের নীতিই অনুসরণ করিয়া থাকে, তাহার নিকটে কেহ আসিলে সে পত্র পুষ্প ফলাদি দ্বারা তাহার অভ্যর্থনা করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হয় না। যদি বৃক্ষে ফল পুষ্পাদি নাও থাকে, তাহা হইলে বৃক্ষ অন্ততঃ তাহাকে শীতল ছায়ায় বসাইয়া পল্লব সঞ্চালনে তাহার অঙ্গে ব্যজন করিয়াও তাহার প্রীতিবিধান করিয়া থাকে।

সেবিতব্যো মহাবৃক্ষঃ ফলচ্ছায়া সমন্বিতঃ। যদি দৈবাৎ ফলং নাস্তি ছায়া কেন নিবার্যতে॥ (নীতিশাস্ত্রম্)

নীতিশাস্ত্রকার বলিয়া থাকেন যে ফলচ্ছায়া সমন্বিত মহাবৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করাই কর্তব্য। কালক্রমে যদি মহাবৃক্ষের নিকটে গিয়া কেহ ফল না পায়, তাহা হইলেও সে কখনও ছায়ায় বঞ্চিত হয় না।

বৃক্ষ যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন তাহার পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া, মূল নির্য্যাস, (আঠা) গন্ধ পল্লব, অঙ্কুর, বল্কল প্রভৃতি দ্বারা জগতের নানা কার্য্য সাধিত হয়। কাষ্ঠ দগ্ধ করিলেও তাহার দ্বারা শীত নিবারণ ও অন্নাদি পাক হইয়া থাকে। কাষ্ঠ দগ্ধ হইলে যে ভস্ম ও অঙ্গারাদি উৎপন্ন হয়, তাহা দ্বারাও জগতের অনেক উপকার সাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং বৃক্ষের মত জীবনে ও মরণে পরহিতাচরণ করিতে আর কাহাকেও দেখা যায় না। অতএব বৃক্ষেরই জন্ম সার্থক এবং জগতে যদি কেহ মহাভাগ কিংবা উদারচেতা থাকে তাহা হইলে একমাত্র বৃক্ষই আছে।

কেবলমাত্র আত্মপোষণই জীবনের লক্ষ্য কিংবা উদ্দেশ্য নহে। প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা পরের হিতাচরণ করাই জীবনের চরম লক্ষ্য এবং পরম প্রয়োজন। কিন্তু কেবলমাত্র পরহিতাচরণের জন্য জীবনধারণ করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না, কেবলমাত্র আত্মীয়পোষণ ও আত্মীয় ভরণ করিতে করিতেই অনেকের নিরর্থক জীবনের যবনিকা পাত হইয়া যায়। যাঁহারা বৃক্ষের মত সৌভাগ্যশালী তাঁহারাই কেবল কায়মনঃপ্রাণে পরহিতাচরণ করিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হন। যাঁহারা প্রকৃত মানব তাঁহারা নিজের প্রাণ উপেক্ষা করিয়াও পরহিতকর কার্য্যানুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হন। অস্থিদ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ হইয়া তদ্দ্বারা অসুর বিনাশ ও জগতের শান্তি শৃঙ্খলা সংস্থাপন হইবে বলিয়া মহাত্মা দধীচিমুনি প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। যাঁহারা প্রাণ দিয়া পরোপকার করিতে অসমর্থ, তাঁহারা অন্ততঃ ধন দ্বারাও পরোপকার সাধন করিতে থাকেন। ধন না থাকিলে সদুপদেশ প্রদান এবং তাহাতেও ক্ষমতা না থাকিলে অন্ততঃ পরের হিতচিন্তা করিয়াও সজ্জনগণ জীবনের সফলতা সম্পাদন করিতে কুণ্ঠিত হন না। জগতে একমাত্র বৃক্ষকেই এই প্রকার সজ্জনশ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে এবং বৃক্ষের অনুকরণেই যাঁহারা পরহিতাচরণের জন্য জীবন গঠন করিতে অগ্রসর হইতে পারেন, তাঁহারাও এই প্রকার সদ্‌গুণশালী হইয়া থাকেন।

ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকারে শতমুখে বৃক্ষজীবনের প্রশংসা করিতে করিতে শ্রীদামসুবলাদি গোপবালকগণ ও বলদেবসহ দুইধারে সুবিন্যস্ত ফল পুষ্পাদি ভারনত বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যগত পথ দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া যমুনাতীরভূমিতে উপস্থিত হইলেন। যদিও তখন গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড গগন হইতে প্রখরকরসম্পাত করিয়া ভূপৃষ্ঠ ও ভূপৃষ্ঠবাসী জীবগণকে শ্রান্ত ক্লান্ত এবং দগ্ধপ্রায় করিয়া তুলিয়াছিলেন, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব ও গোপবালকগণ ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষাদির ছায়ায় ছায়ায় বহু পথ অতিক্রম করিয়াও শ্রান্ত ক্লান্ত হইলেন না। বৃক্ষগণ যে

তাঁহাদের সমস্ত পথে সহস্র শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া তাঁহাদের রৌদ্রতাপজনিত ক্লেশ নিবারণ করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব এবং শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকবৃন্দ এইরূপে অক্লেশে যমুনাতীরে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ গো মহিষাদি পশুগণকে যমুনার সুমিষ্ট শীতল জল পান করাইলেন, তৎপরে তাহাদিগকে যমুনাতীরবর্ত্তি সুকোমল তৃণপূর্ণ ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়া তাঁহারা যমুনায় অবতরণ করিলেন এবং সুশীতল যমুনানীরে হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন ও আকণ্ঠ পূরণ করিয়া জলপানে পরিতৃপ্ত হইলেন।

গো মহিষাদি পশুগণকে জলপান করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব এবং শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকগণ জলপানাদি করিলেন; তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব দুইজনে যমুনার তীরবর্ত্তী উপবনমধ্যে শিলাখণ্ডোপরি উপবেশন করিলেন। গোমহিষাদি পশুগণ নিকটবর্ত্তী সুকোমল তৃণপূর্ণ ক্ষেত্রে পরমানন্দে বিচরণ করিতে লাগিল এবং শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকগণ ফলপুষ্পাদি অন্বেষণে বন হইতে বনান্তরে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আজ তাঁহারা যেস্থানে আসিয়াছেন, সেখানে কেবলমাত্র অশোক বৃক্ষ ছাড়া আর কোনও বৃক্ষ নাই। গোপবালকগণ বনে বনে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া কুত্রাপি কোনও ফলের অনুসন্ধান পাইলেন না। তখন তাঁহারা মনে করিলেন যে—এতক্ষণ আমাদের ভাই কানাই না জানি ক্ষুধায় কতই কাতর হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু গোচারণ এবং ক্রীড়ারসে মত্ত হইয়া সে তাহা ধারণা করিতে পারিতেছে না। আমরা যদি তাহাকে এখন বাড়ী ফিরাইয়া লইয়া যাইতে চাই, তাহা হইলে সে তাহাতে কিছুতেই স্বীকৃত হইবে না, কিন্তু যদি আমরা আমাদের অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে বলিয়া তাহার নিকট কিছু খাইতে চাই, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই আমাদের খাওয়াইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইবে কিংবা যে বনে আম্র, পনস, কদলী প্রভৃতি ফল আছে, সেই বনের দিকে অগ্রসর হইবে। অতএব যে কোন ভাবেই হউক, এখন কিছু খাদ্য সংগ্রহ করিয়া ভাই কানাইকে খাওয়াইতে হইবে। ক্ষুধায় এবং দীর্ঘপথ অতিক্রমে আমাদের ভাই কানাই নিশ্চয়ই ক্ষুধিত এবং শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই সমস্ত কথা মনে করিয়া শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অত্যন্ত ক্ষুধিত ভাবের অনুকরণ করিয়া কৃষ্ণ ও বলদেবকে কিছু বলিতে আরম্ভ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপবালকগণ প্রত্যহই গোচারণ করিতে যাইবার সময় গৃহ হইতে খণ্ডলড্ডুকাদি নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য লইয়া আসেন এবং তাঁহারা যে বনে গোচারণ করিতে যান, সে বনেও অসংখ্য ফলবান বৃক্ষ থাকে। কৃষ্ণ যখন গোচারণে যান তখন মা যশোদা, বলদেব এবং শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকগণের প্রত্যেকের নিকট অনুরোধ করেন যে—বাপ্! তোমরা আমার জীবনের জীবন গোপালকে মধ্যে মধ্যে খাওয়াইবে। বাছা আমার একটুও ক্ষুধা সহ্য করিতে পারে না; সেইজন্য আমি তাহাকে দণ্ডে দণ্ডে ভোজন করাইয়া থাকি। আমার গোপাল তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া কতবার দধি, ক্ষীর নবনী ইত্যাদি চুরি করিয়া খায়। তাই বলিতেছি, বাপ্ বলাই। বাপ্ শ্রীদাম! বাপ্ সুবল। তোমরা আমার গোপালকে মধ্যে মধ্যে খাওয়াইতে ভুলিও না। মা যশোদার আদেশে শ্রীদামসুবলাদি গোপবালকগণ প্রত্যহই গোচারণে আসিয়া কৃষ্ণকে বারেবারে গৃহ হইতে আনিত খণ্ডলড্ডুকাদি এবং বন হইতে সংগৃহীত ফলাদি খাওয়াইয়া থাকেন। কিন্তু আজ শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তির প্রেরণায় কাহারও গৃহ হইতে খাদ্যদ্রব্য লইয়া আসিতে মনে নাই এবং যে বনে তাঁহারা গোচারণে আসিয়াছেন, সে বনে অসংখ্য অশোক বৃক্ষ ব্যতীত কোন প্রকার ফলবান বৃক্ষও নাই। পরমকরুণাময় অনন্তমধুরলীলাবারিধি শ্রীকৃষ্ণ আজ তাঁহার ভক্ত-চুড়ামণি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণের উপর অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের অন্ন যাচিয়া খাইবেন বলিয়াই তাঁহার লীলাশক্তি আজ সকলকেই গৃহ হইতে খণ্ডলড্ডুকাদি লইয়া আসার কথা ভুলাইয়া দিয়াছেন এবং তাঁহারা যে বনে আসিয়াছেন

সেখানে কিংবা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানেই একটিও ফলবান বৃক্ষ নাই। ইহাতে শ্রীদাম সুবলাদি গোপ-বালকগণ, অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং অনেকক্ষণ তাঁহাদের প্রাণের বান্ধব শ্রীকৃষ্ণকে কিছু খাওয়াইতে পারিলেন না বলিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন ও কিসে তাঁহাকে কিছু খাওয়ান যায় এই চিন্তাতেই অধীর হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা প্রথমতঃ কিছু বনের ফল খাওয়াইয়া শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুধা নিবারণ করিবেন মনে করিয়া বনে বনে খুঁজিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু কুত্রাপি একটিও ফলবান বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন না। সেজন্য তাঁহারা অগত্যা কৃষ্ণের নিকট আসিয়া নিজের ক্ষুধার কথা বলিয়া কৃষ্ণকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গোপ-বালকগণের দৃঢ় ধারণা যে—তাঁহাদের ক্ষুধার কথা শুনিলে তাঁহাদের ভাই কানাই কখনই নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারিবেন না, তিনি নিশ্চয়ই কোনরূপে খাদ্য সংগ্রহ কিংবা গৃহে ফিরিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিবেন। সেই জন্যই শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের নিকট আসিয়া যেন কতই ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছেন এই ভাবে নানা কথা বলিতে লাগিলেন।

এই পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়াই পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেবের মনে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণের কৃষ্ণপ্রেম এবং কৃষ্ণের অনন্যসাধারণ ভক্তবাৎসল্যের কথা জাগরূক হইয়া উঠিল। তাহাতে তিনি ভাবাবেশে এতই অধির হইয়া পড়িলেন যে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল এবং অশ্রুকম্পপুলকাদি সাত্ত্বিক ভাববিকারের আবির্ভাবে তিনি একেবারে বিভোর হইয়া পড়িলেন। সেজন্য এই অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই শ্রীশুকদেবের কথাচ্ছেদ হওয়ায় এই স্থানেই অধ্যায় শেষ হইয়া গেল। শ্রীশুকদেবের শ্রীকৃষ্ণকথা বলিতে বলিতে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই এইরূপ ভাবাবেশ দেখা যায়। যখনই শ্রীশুকদেবের এরূপ ভাবাবেশ হয় তখনই মহারাজ পরীক্ষিৎ ও গঙ্গাতীরস্থ শ্রোতৃবর্গ উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করেন এবং সভামধ্যে মৃদঙ্গ, শঙ্খ, করতালাদির ঘন রোল উঠে; তাহাতে শ্রীশুকদেব একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার বলিতে আরম্ভ করেন। এবারেও শ্রীশুকদেবের ভাবাবেশ দেখিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ এবং সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী পূর্ব্ববৎ ব্যবস্থা করিলে শ্রীশুকদেব আবার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এই লীলার অবশিষ্টাংশ বর্ণনা করিলেন। ২৯—৩৮

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথবংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামি কৃতায়াং
শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীসমাখ্যায়াং বঙ্গব্যাখ্যায়াং দশমস্কন্ধস্য দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২২

# দশমঃ স্কন্ধঃ

———(: * :)———

## ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

———(: * :)———

শ্রীগোপা ঊচুঃ।

রাম রাম মহাবীর্য্য কৃষ্ণ দুষ্টনিবর্হণ। এষা বৈ বাধতে ক্ষুন্নস্তচ্ছান্তিং কর্ত্তুমর্হথঃ॥ ১

শ্রীশুক উবাচ।

ইতি বিজ্ঞাপিতো গোপৈর্ভগবান্ জগদীশ্বরঃ। ভক্তায়া বিপ্রভার্য্যায়াঃ প্রসীদন্নিদমব্রবীৎ॥ ২

অন্বয়ঃ।—মহাবীর্য্য (হে মহাবলশালিন্) রাম রাম, দুষ্টনিবর্হণ (হে দুষ্টদমনকারিন্!) কৃষ্ণ, এষা বৈ ক্ষুৎ (ক্ষুধা) নঃ (অস্মান্) বাধতে (পীড়য়তি) তচ্ছান্তিং (তস্যাঃ ক্ষুধঃ প্রশমনং) কর্ত্তুম্ অর্হথঃ॥ ১

মূলানুবাদ।—গোপবালকগণ বলিলেন—হে মহাবীর্য্যশালী রাম। হে দুষ্টদমনকারী কৃষ্ণ! আমরা ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছি, তোমরা আমাদের ক্ষুধা শান্তির উপায় কর॥ ১

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।—ত্রয়োবিংশে ততো গোপৈরন্নযাজ্ঞাপদেশতঃ। তৎপত্ন্যনুগ্রহাৎ কৃষ্ণো দীক্ষিতা-নন্বতাপয়ৎ॥ ১

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অথ তে ক্ষুধার্ত্তা অপি সখ্যস্বভাবান্নর্মবিশেষমবলম্ব্য তেন প্রস্তুতাং বৃক্ষাণাং সর্ব্বার্থ-দত্তামমন্যমানাঃ সর্ব্বার্থদানার্থং মনুষ্যাণাং প্রচারং পরিত্যজ্যাস্মানিহানীতবন্তং তমেব প্রার্থয়ন্তে রামেতি। অস্মানপি রময়েতি ভাবঃ। বীপ্সা ক্ষুধার্ত্ত্যা। হে মহাবাহো ইতি সামর্থ্যমুক্তং, মহাবীর্য্যেতিপাঠে স এবার্থঃ। কৃষ্ণ হে পরমানন্দ-ঘনমূর্ত্তেঽতস্তদীয়ানাং ক্ষুদ্দুঃখ-মযুক্তমিতি ভাবঃ। বিশেষতশ্চ হে দুষ্টনিবর্হণেতি ক্ষুৎ খলু বৈ মনুষ্যস্য ভ্রাতৃব্য ইতি শ্রুতেঃ অস্মাকং দুঃখপ্রদমেতং ক্ষুদরি-মপি নাশয়েতি ভাবঃ। স্নেহবিশেষেণ তয়োরভেদাৎ দ্বৌ প্রত্যেব প্রার্থনম্। তত্রাদৌ রাম-সম্বোধনং তত্রৈবাম্রেড়িতঞ্চ লোকমর্য্যাদারূপেণ তদদ্গৌরবেণৈব শ্রীকৃষ্ণস্য সুখাৎ। স্বয়ঞ্চ বক্ষ্যতে কীর্ত্তয়ন্ত ইত্যাদি। এষা দুঃসহত্বেনানুভূয়মানা, অর্হথঃ যোগ্যৌ ভবথঃ। ইত্যাবশ্যকত্বমপি সূচিতম্। বস্তুত ইয়মপ্যেকা ক্রীড়ৈব॥ ১

অন্বয়ঃ।—ইতি (অনেন প্রকারেণ) গোপৈঃ (শ্রীদামসুবলাদিভির্গোপবালকৈঃ) বিজ্ঞাপিতঃ জগদীশ্বরঃ (সর্ব্ব-জগন্নিয়ন্তা) ভগবান্ (সর্ব্বশক্তিমান্) শ্রীকৃষ্ণঃ ভক্তায়াঃ (কৃষ্ণভক্তিপরায়ণাঃ) বিপ্রভার্য্যায়াঃ (যাজ্ঞিকব্রাহ্মণপত্ন্যাঃ) প্রসীদন্ (প্রসন্নো ভবন্) ইদং (বক্ষ্যমাণং) অব্রবীৎ (অকথয়ৎ)॥ ২

মূলানুবাদ।—শ্রীশুকদেব বলিলেন—শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকগণের এই কথা শুনিয়া জগদীশ্বর সর্ব্বশক্তি-মান্ শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তিপরায়ণা যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণের উপর প্রসন্ন হইয়া বলিলেন॥ ২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমানপি ইদং বক্ষ্যমাণমব্রবীৎ। বিপ্রভার্য্যায়া ইতি জাতৌ একত্বং, সর্ব্বাসাং তাসাম্ অবিশেষেণোপাদানার্থং, তাঃ প্রতি প্রসীদন্ অনুগ্রহং কর্ত্তুং, তত্র হেতুঃ-ভক্তায়াঃ চিরং ভগবতি জাত-রতেঃ তথাপ্যাদৌ বিপ্রেষু যাচনং তাসামেব মাহাত্ম্যপ্রদর্শনায়। তচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি। ননু তাসাং ভক্তত্বং কথং জ্ঞাতং

প্রযাত দেবযজনং ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ। সত্রমাঙ্গিরসং নাম হ্যাসতে স্বর্গকাম্যযা ॥ ৩
তত্র গত্বৌদনং গোপা যাচতাস্মদ্বিসর্জ্জিতাঃ। কীর্ত্তয়ন্তো ভগবত আর্য্যস্য মম চাভিধাম্ ॥৪

তত্রাহ জগদীশ্বরঃ তদানীং জগত্যাপি মধুরৈশ্বর্য্যং প্রকাশযতি তস্মিন্ পরমসুকোমলহৃদয়ানাং তাসাং ভক্তিঃ কথং ন জ্ঞাযতামিতি ভাবঃ। দেবকীসুত ইতি পাঠশ্চ ক্বচিৎ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—[ হে গোপবালকাঃ যূয়ং! ] দেবযজনং ( যজ্ঞস্থলীং ) প্রযাত ( গচ্ছত ) [ তত্র ] ব্রহ্মবাদিনঃ ( বেদমন্ত্রোচ্চারণপটবঃ) ব্রাহ্মণাঃ স্বর্গকাম্যযা (স্বর্গপ্রাপ্তিকামনয়া) আঙ্গিরসং নাম সত্রং (যজ্ঞং) আসতে ( অনুতিষ্ঠন্তি ) ॥ ৩

**মূলানুবাদ**।—(হে গোপবালকগণ।) তোমরা ঐ যজ্ঞশালায় গমন কর, সেখানে ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ স্বর্গপ্রাপ্তি কামনায় আঙ্গিরস নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন ॥ ৩

**শ্রীধরটীকা**।—ভক্তায়া ইত্যেকবচনং সত্যঃ সাযুজ্যাভিপ্রায়েণ ॥ ২,৩

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—দেবযজনং যজ্ঞবাটম্। ব্রহ্মবাদিনঃ বেদঘোষণশীলাঃ, নতু বেদার্থবিদ ইতি গূঢোঽভিপ্রায়ঃ। অতএব স্বর্গকাম্যযা সত্রং যজ্ঞমাসতে অনুতিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ। হি নিশ্চিতম্ ॥ ৩

অন্বয় ঃ।—গোপাঃ ( হে শ্রীদামসুবলাদয়ঃ! ) তত্র ( যজ্ঞস্থল্যাং ) গত্বা অস্মদ্বিসর্জ্জিতাঃ (আবাভ্যাং প্রেষিতা ইতি বদন্তঃ ) ভগবতঃ আর্য্যস্য ( অগ্রজস্য বলদেবস্য ) মম চ অভিধাং ( নাম ) কীর্ত্তয়ন্তঃ ( কথয়ন্তঃ ) ওদনং (অন্নং) যাচত ( যাচধ্বং ) ॥

**মূলানুবাদ**।—হে গোপবালকগণ। তোমরা আমাদের প্রেরিতরূপে সেখানে উপস্থিত হইয়া দাদা বলরাম ও আমার নাম করিয়া অন্ন যাচ্ঞা কর ॥ ৪

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—যদি তু সঙ্কোচং মন্যধ্বে, তর্হ্যাবয়োরেব নিদেশকারিত্বেনাত্মানং খ্যাপয়ত, নতু পিত্রাদিনান্নেত্যভিপ্রেত্যাহ অস্মদ্বিসর্জ্জিত ইতি। তত্র চ বিশেষমাহ কীর্ত্তয়ন্ত ইতি। ভগবতো মহাপ্রভাবস্যেতি তত্র যুক্তিশ্চোক্তা। মম চ তৎসম্বন্ধেন ইত্যর্থঃ ॥ ৪

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী**।—শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব দুইজনে যমুনাতীরস্থ অশোককাননে শিলাখণ্ডে উপবেশন করিয়া অশোক কাননের শোভা সন্দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকগণ নানাবিধ অঙ্গভঙ্গি করিয়া উদরে বামহস্ত মর্দ্দন করিতে করিতে তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন— ভাই কৃষ্ণ। দাদা বলাই। আমরা একেবারে ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িয়াছি। এখনই যদি আমাদের কিছু ভোজনের ব্যবস্থা না কর, তাহা হইলে আমরা আর গোচারণ কিংবা গোষ্ঠক্রীড়াদি কিছুই করিতে সমর্থ হইব না। ভাই কৃষ্ণ। তুমি ত এতক্ষণ বৃক্ষগণের উদারতা সম্বন্ধে খুব আলোচনা করিতেছিলে, কিন্তু তোমার সেই উদার বৃক্ষগণ আমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে পারিল না। আমরা বনে বনে কত অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু অসংখ্য অশোক বৃক্ষ ব্যতীত এ বনে একটিও ফলবান্ বৃক্ষ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল না। অশোক বৃক্ষে অগণিত পুষ্পবিকাশ হইয়াছে ও তাহা দেখিয়া তোমাদের বড়ই আনন্দ হইতেছে বলিয়া তোমরা নিশ্চিন্তভাবে শিলাখণ্ডে উপবেশন করিয়া অনিমিষনয়নে অশোক কাননের দিকে চাহিয়া আছ, কিন্তু ভাই, অশোকের পুষ্পশোভা দেখিয়া আমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি হইতেছে না, সেইজন্য বলিতেছি, তোমরা দুই জনে অচিরাৎ আমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির ব্যবস্থা কর। ব্রজে সকলেই জানে যে—আমাদের দাদা বলাই, মহাবলশালী, অতএব তিনি তাঁহার অসীম বল প্রকাশ করিয়া আমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির ব্যবস্থা করুন। ভাই কৃষ্ণ! তুমিও ত অনেকবার আমাদের রক্ষা করিবার জন্য অঘাসুর, বকাসুর প্রভৃতি অনেক দুষ্টকে দমন করিয়াছ, অতএব আজও তুমি এই মহাদুষ্ট ক্ষুধাকে দমন করিয়া আমাদের রক্ষা কর। "ক্ষুৎ খলু বৈ মনুষ্যস্য ভ্রাতৃব্যঃ"

এই শ্রুতি বচনেও জানা যায় যে—ক্ষুধার মত মানুষের প্রবল শত্রু আর কেহ নাই। ক্ষুধার পীড়নে মানুষ নানাবিধ অপকার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। অতএব হে কৃষ্ণ! হে দাদা বলাই! তোমরা থাকিতে আমাদের এরূপ ক্ষুধার পীড়ন সহ্য করিতে হইলে আর আমাদের গতি নাই। তাই বলিতেছি, যাহাতে আমাদের সত্বর ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় তাহার ব্যবস্থা কর।

পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব এই অভিনব লীলার অবতারণা করিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিলেন—হে মহারাজ! ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণের লীলাভঙ্গি কি চমৎকার তাহাই দেখ! যাঁহার চরণ স্মৃতিমাত্রে সংসার-ক্ষুধারও অবসান হইয়া যায়, সেই সর্ব্বতাপহারী হরির পরমবান্ধব শ্রীদামসুবলাদি গোপবালকগণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া তাঁহারই নিকটে আসিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য কত বিনীত নিবেদন জানাইতেছে। ভক্তবৎসল হরি ভক্তের সহিত কত মধুর খেলা যে খেলেন তাহার আর ইয়ত্তা নাই। গোপবালকগণের ক্ষুধার কথা শুনিয়া তাঁহার যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ পত্নীগণের কথা মনে পড়িল। তিনি মনে করিলেন যে এই সুযোগে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণকে কৃতার্থ করিতে হইবে। তাহারা অনেক দিন হইতে মনে মনে আমার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া আমারই কৃপালাভের প্রতীক্ষায় কালযাপন করিতেছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহারা আমাকে চক্ষে দেখিবারও সুযোগ পায় নাই। গোপবালকগণের ক্ষুধা নিবৃত্তি করার ছলে আজ তাহাদিগের বাসনা পূরণ করিতে হইবে। ভক্তবৎসল হরি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য এই প্রকার সঙ্কল্প করিয়া ধীর গম্ভীরস্বরে শ্রীদামসুবলাদি গোপবালকগণকে বলিলেন—ভাই শ্রীদাম! ভাই সুবল! তোমরা ক্ষুধিত হইয়াছ তাহাতে চিন্তা কি? এ বনে ফলবান্ বৃক্ষ নাই বলিয়া কি তোমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির কোনও উপায় হইবে না? তোমরা যদি ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য বনে বনে ফলবান্ বৃক্ষের অনুসন্ধানে ঘুরিয়া না বেড়াইয়া এতক্ষণ আমাকে বলিতে তাহা হইলে অনেক পূর্ব্বেই তোমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির ব্যবস্থা হইয়া যাইত।

যাহা হউক, তোমরা আর কালবিলম্ব না করিয়া ঐ অদূরবর্ত্তি যজ্ঞধূমব্যাপ্ত এবং বেদমন্ত্রমুখরিত স্থানে গমন কর। ঐ স্থানে বহু বেদবাদি ব্রাহ্মণগণ স্বর্গপ্রাপ্তির কামনায় আঙ্গিরস নামক যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন। তোমরা সেখানে গিয়া সেই সমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠানরত ও বেদমন্ত্রোচ্চারণপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের নিকট অন্নযাচ্ঞা কর, তাহা হইলে তাঁহারা তোমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে অন্ন দান করিবেন ও তাহাতে সকলেরই ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবে। তোমাদের যদি ব্রাহ্মণগণের নিকট অন্ন যাচ্ঞা করিতে লজ্জা কিংবা সঙ্কোচ বোধ হয়, তাহা হইলে আমার ও দাদা বলদেবের নাম করিয়া যাচ্ঞা কর, তাহা হইলে আর তোমাদের কোন লজ্জাদির কারণ থাকিবে না। যজ্ঞানুষ্ঠানে রত ব্রাহ্মণগণের অন্ন পরম পবিত্র; তাহা ভোজন করিলে আমাদের সকলেরই পরম কল্যাণ হইবে সন্দেহ নাই. অতএব আর কালবিলম্ব না করিয়া তোমরা সত্বরেই যজ্ঞস্থানে গমন কর। ব্রাহ্মণগণ স্বভাবতঃই দয়ালু হইয়া থাকেন, তাহাতে আবার তাঁহারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন, সুতরাং তোমরা যাচকরূপে সেখানে উপস্থিত হইলে তাঁহারা কিছুতেই তোমাদের বিমুখ করিবেন না।

অনন্তলীলাময় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাভঙ্গি এবং বচনভঙ্গি অতীব দুর্জ্ঞেয়। তিনি ব্রাহ্মণগণকে বেদজ্ঞ না বলিয়া "বেদবাদী" বলিয়া ইঙ্গিত করিলেন যে ইহারা সকলেই উদাত্ত অনুদাত্ত প্রভৃতি স্বরভেদে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন বটে, কিন্তু ইহাদের এখনও বেদার্থ হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। কেননা, যাঁহারা বেদার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা কদাপি বেদবেদ্য শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় কামনা না করিয়া স্বর্গাদি বিষয়ভোগ কামনা করেন না। এই ব্রাহ্মণগণ বেদার্থের উপলব্ধি করিতে পারেন নাই বলিয়াই স্বর্গপ্রাপ্তির কামনায় আঙ্গিরস যজ্ঞের অনুষ্ঠানে রত হইয়াছেন—তাঁহারা যদি বেদার্থের অনুসন্ধান করিতেন, তাহা হইলে যজ্ঞানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া ভক্তি যাজনে রত হইতেন। গোপবালকগণ, যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইলে যে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে অন্ন দান করিবেন না, তাহা সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণের অজ্ঞাত নহে, তথাপি তিনি গোপবালকগণকে সেখানে পাঠাইয়া দিয়া

ইত্যাদিষ্টা ভগবতা গত্বাযাচন্ত তে তথা। কৃতাঞ্জলিপুটা বিপ্রান্ দণ্ডবৎ পতিতা ভুবি ॥ ৫

হে ভূমিদেবাঃ শৃণুত কৃষ্ণস্যাদেশকারিণঃ।
প্রাপ্তান্ জানীত ভদ্রং বো গোপান্ নো রামচোদিতান্ ॥ ৬

জগৎকে জানাইলেন যে বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন কিংবা উচ্চারণ করিতে পারিলেই প্রকৃত ধর্ম্মের অনুসন্ধান পাওয়া যায় না, তাহা কেবল নিষ্কাম ভক্তিযাজনেই লাভ করা যাইতে পারে। ভুক্তি মুক্তি কিংবা সিদ্ধির কামনায় যতই কিছু বিরাট্ ব্যাপারের অনুষ্ঠান করা হউক না কেন, তাহাতে ভুক্তি মুক্তি প্রভৃতি পাইয়া স্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে সত্য, কিন্তু তাহাতে কাহারও হৃদয় শোধন হয় না। এই সমস্ত সাধনের উচ্চস্তরে উঠিতে পারিলে আত্মপর ভেদজ্ঞান রহিত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে পরহিতাচরণের প্রবৃত্তি পাওয়া যায় না, তাহা প্রাপ্তির উপায় একমাত্র নিষ্কাম ভক্তি। ভক্তি যোগের অনুষ্ঠানে যখন ভক্ত বুঝিতে পারেন যে তাঁহারই ভজনীয় শ্রীভগবান্ অন্তর্য্যামিরূপে স্থাবর জঙ্গমাদি সর্ব্বভূতেই অবস্থিত, তখনই তিনি পরহিতাচরণের প্রবৃত্তি লাভ করিতে পারেন। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ, বৃক্ষগণের প্রশংসা করিয়াও ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন যে বৃক্ষগণ স্থাবর হইয়াও নানাপ্রকারে পরহিতাচরণ করিয়া থাকে, সুতরাং ইহারা পরহিতাচরণবিমুখ হইতে নিকৃষ্ট নহে। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ বেদমন্ত্রের ঘোষণা এবং বিরাট্ যজ্ঞানুষ্ঠানে নিরত থাকিয়াও ক্ষুধিত অতিথিকে অন্নদান করিয়া তাহার হিতাচরণে বিমুখ, অতএব যজ্ঞানুষ্ঠান-বিহীন এবং বেদমন্ত্রোচ্চারণের শক্তিশূন্য বৃক্ষগণ ইহাদের চেয়ে অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ। এই প্রকার বিবিধ পরতত্ত্ব ঘোষণা করিবার জন্য ধর্ম্মসংস্থাপনকারী হরি, গোপবালকগণকে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের নিকটে পাঠাইলেন এবং লীলাভঙ্গিতে পরম ধর্ম্মের ইঙ্গিত করিলেন ॥ ১—৪

**অন্বয়ঃ**।—ভগবতা (শ্রীকৃষ্ণেন) ইতি (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) আদিষ্টাঃ (আদেশং প্রাপ্তাঃ) তে (শ্রীদাম-সুবলাদিগোপবালকাঃ) গত্বা (তত্র যজ্ঞশালায়াং গত্বা) ভুবি (ব্রাহ্মণানাং চরণাগ্রভূমৌ) দণ্ডবৎ পতিতাঃ (সাষ্টাঙ্গং প্রণতাঃ) কৃতাঞ্জলিপুটাঃ (বদ্ধাঞ্জলয়শ্চ সন্তঃ) বিপ্রান (যাজ্ঞিকব্রাহ্মণান্) তথা (কৃষ্ণোক্তপ্রকারেণ) অযাচন্ত (অন্নং যাচিতবন্তঃ) ॥ ৫

**মূলানুবাদ**।—গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের আদেশে যজ্ঞশালায় গিয়া দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদের নিকট অন্ন যাচ্ঞা করিলেন ॥ ৫

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—ইত্যাদিষ্টা ইতি তদাদেশগৌরবেণৈবেত্যর্থঃ। যাজ্ঞিকানাং দৌঃশীল্যং বিশেষয়িতুং তেষাং সৌশীল্যমাহ কৃতেতি ॥ ৫

**অন্বয়ঃ**।—হে ভূমিদেবাঃ (হে ভূসুরাঃ।) শৃণুত (অস্মাকং বচনানি আকর্ণয়ত) নঃ (অস্মান্) কৃষ্ণস্য (ব্রজরাজনন্দনস্য) আদেশকারিণঃ (আজ্ঞাবহান্) রামচোদিতান্ (বলদেবেন প্রেরিতাংশ্চ) প্রাপ্তান্ (ইহাগতান্) গোপান্ (গোপবালকান্) জানিত, বঃ (যুষ্মাকং) [ভদ্রং অনুষ্ঠিতে যজ্ঞে মঙ্গলম্ অস্তু] ॥ ৬

**মূলানুবাদ**।—হে ব্রাহ্মণগণ। আপনাদের মঙ্গল হউক। আপনারা আমাদের নিবেদন শ্রবণ করুন। আমরা শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাবহ গোপবালক, শ্রীবলদেব আমাদিগকে এখানে পাঠাইয়াছেন ॥ ৬

**শ্রীধরটীকা**।—অস্মদ্বিসর্জ্জিতা আবাভ্যাং প্রহিতাঃ সন্তো যাচধ্বম্। যুষ্মাকং কা তত্র লজ্জা, নহু তথাপ্যপাত্রত্বাদস্মভং কিমিতি দাস্যন্তীতি চেৎ তত্রাহ কীর্ত্তয়ন্ত ইতি ॥ ৪—৬

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—হে ভূমিদেবা ইতি ভক্ত্যা সম্বোধনং স্বভাবতঃ কৃষ্ণপ্রধানচেতস্তেনাহুঃ কৃষ্ণস্যেতি শ্রীকৃষ্ণোক্তিক্রমবিস্মৃতিময়ত্বভয়াহুঃ রামেতি। তত্র প্রেষণে তু রামাদেশ এব মুখ্য ইত্যর্থঃ। অতএব তৎসম্বরণার্থং মধ্যে ভদ্রং ব ইতি সসম্ভ্রমাদরোক্তিঃ ॥ ৬

গাশ্চারয়ন্তাববিদূর ওদনং রামাচ্যুতৌ বো লষতো বুভুক্ষিতৌ।
তয়োর্দ্বিজা ওদনমর্থিনোর্যদি শ্রদ্ধা চ বো যচ্ছত ধর্ম্মবিত্তমাঃ॥ ৭

দীক্ষায়াঃ পশুসংস্থায়াঃ সৌত্রামণ্যাশ্চ সত্তমাঃ। অন্যত্র দীক্ষিতস্যাপি নান্নমশ্নন্ হি দুষ্যতি॥ ৮

অন্বয়ঃ।—ধর্ম্মবিত্তমাঃ (হে ধার্ম্মিকশিরোমণয়ঃ।) দ্বিজাঃ (হে সংস্কারবন্তো ব্রাহ্মণাঃ।) অবিদূরে (ইতো নিকটবর্ত্তিনি যমুনাতীরভূভাগে) গাঃ (গবাদিপশূন্) চারয়ন্তৌ রামাচ্যুতৌ (বলদেবকৃষ্ণৌ) বুভুক্ষিতৌ (ক্ষুধিতৌ সন্তৌ) বঃ (যুষ্মাকং) ওদনং (অন্নং) লষতঃ (অভিলষতঃ), বঃ (যুষ্মাকং) যদি শ্রদ্ধা চ (যদি তাদৃশাতিথিসৎকারে শ্রদ্ধা বর্ত্ততে) [তর্হি] অর্থিনোঃ (অন্নার্থিনোঃ) তয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) ওদনং (অন্নং) যচ্ছত॥ ৭

মূলানুবাদ।—শ্রীবলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ এখান হইতে অনতিদূরে গোচারণ করিতে আসিয়াছেন এবং তাঁহারা ক্ষুধিত হইয়া আপনাদের নিকট অন্ন যাচ্ঞা করিতেছেন। হে ধর্ম্মবিৎ ব্রাহ্মণগণ। যদি আপনাদের শ্রদ্ধা হয়, তাহা হইলে অন্নপ্রার্থী শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবকে অন্ন প্রদান করুন॥ ৭

শ্রীধরটীকা।—অবিদূরে বর্ত্তমানৌ সন্তৌ বঃ যদন্নং তল্লষতঃ অভিলষতঃ। বঃ ওদনং শ্রদ্ধা চ যদ্যস্তি তর্হি যচ্ছতেতি॥ ৭

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—কিমর্থং প্রাপ্তাঃ স্থ তত্রাহ গা ইতি। নহু কথমবিদূরে তৌ তত্রাহ গাশ্চারয়ন্তাবিতি। মানরক্ষায়ৈ তত্রান্নার্থাগমনং পরিহৃতম্। অন্নমিতি স্বামিপাঠঃ। ওদনমিতি পাঠো বহুত্র অর্থস্তু সমানঃ। ভিস্সা স্ত্রী ভক্তমন্ধোঽন্নমোদনোঽস্ত্রী সদীদিবিরিত্যমরঃ। যদ্বা। কুতো বুভুক্ষিতৌ তত্রাহ গাশ্চারয়ন্তৌ গোচারণেন তত্র চ দূরাগমনেন পরিশ্রমাদিতার্থ্যঃ। বুভুক্ষিতাবিতি তয়োরেব বুভুক্ষয়াঽন্নপ্রাপ্তিসিদ্ধেঃ। যদ্বা। তৌ কুতোঽত্র নায়াতৌ তত্রাহ গা ইতি। তৌ বিনা গবাং রক্ষা ন ভবেদিতি। নহু সম্প্রতি কুত্র তৌ তিষ্ঠতঃ তত্রাহ অবিদূরে প্রায়োনিকট এবেত্যর্থঃ। ইদং নিজবচনপ্রামাণ্যায় তেষাং সঙ্কোচনায় চ। রামাচ্যুতাবিতি ব্রাহ্মণেভ্যো ভয়েন জ্যেষ্ঠক্রমেণ নির্দ্দিষ্টম্। লোকরমণাদ্রামঃ সর্ব্বগুণাচ্চ্যুতিরহিত ইতি মাহাত্ম্যমনলঙ্কয়ে ধ্বনিতম্। বো যুষ্মাকমেবান্নমিতি তদিতরান্নং নিরস্তম্। নহু তথাপি সত্রং পরিত্যজ্য গন্তুং ন শক্যতে তত্রাহ্যচ্ছত অস্মাস্বেব সমর্পয়ত ইতি। যচ্ছন্তীতি বিনয়ঃ, অথচ সতোঽর্থিভ্যোঽপ্রদানমধর্ম্ম এবেতি গূঢ়ো ভাবঃ। অতএবামধর্ম্মবিত্তমা ইতি। তমপ্রত্যয়ঃ স্তুত্যর্থমেব নতু তত্ত্বতঃ ধর্ম্মতত্ত্বাজ্ঞানাৎ এবমগ্রে সত্তমা ইতি চ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—সত্তমাঃ (হে শাস্ত্রানুশীলনতৎপরা।) দীক্ষায়াঃ (যজ্ঞীয়দীক্ষামারভ্য) পশুসংস্থায়াঃ (অগ্নিষোমীয়পশ্বালম্ভনাদূর্দ্ধং) সৌত্রামণ্যাঃ (সৌত্রামণীনামকাৎ যজ্ঞবিশেষাৎ) অন্যত্র (অন্যস্মিন্ যজ্ঞে) দীক্ষিতস্যাপি অন্নম্ অশ্নন্ (ভুঞ্জানো জনঃ) ন দুষ্যতি (নৈব দোষভাগ্ ভবেৎ)॥ ৮

মূলানুবাদ।—হে সত্তমগণ। কোনও যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়ার পর হইতে যজ্ঞীয় পশু বধের পরবর্ত্তিকালে এবং সৌত্রামণী যজ্ঞ ভিন্ন অন্য কোনও যজ্ঞে দীক্ষিত হইলে, দীক্ষিত ব্যক্তির অন্ন ভোজনে কোনও দোষ হয় না॥ ৮

শ্রীধরটীকা।—দীক্ষিতা বয়মভোজ্যান্না ইতি বদিষ্যন্তীতি স্বয়মেবাশঙ্ক্যাহঃ। দীক্ষায়া আরভ্যাগ্নীষোমীয়পশ্বালম্ভনাৎ পূর্ব্বং দোষঃ, ন ততোঽন্যত্র, তথা সৌত্রামণ্যাশ্চান্যত্র অন্যদা॥ ৮

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—দীক্ষায়া ইত্যাদ্যুক্তিস্তেষাং স্বাভাবিকপাণ্ডিত্যং ব্যনক্তি, অতঃ পশুসংস্থা চ জাতেতি অনুষ্ঠানবিশেষেণ পরিচিতম্। হীতি শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ্যা নিশ্চিন্বন্তি। দীক্ষামারভ্য পশুসংস্থাতঃ পূর্ব্বং দুষ্যতি ততোঽন্যত্র ততঃ পরং ন দুষ্যতি, সৌত্রামণ্যাশ্চান্যত্র ন দুষ্যতি সৌত্রামণ্যান্তু দুষ্যতীত্যর্থঃ। তদেবমপরমপি সময়াসময়াদিবিচারং জানন্ত এব যাচামহ ইতি ভাবঃ॥ ৮

ইতি তে ভগবদ্‌যাচ্ঞাং শৃণ্বন্তোঽপি ন শুশ্রুবুঃ। ক্ষুদ্রাশা ভূরিকর্ম্মাণো বালিশা বৃদ্ধমানিনঃ ॥ ৯
দেশঃ কালঃ পৃথগ্‌দ্রব্যং মন্ত্রতন্ত্রর্ত্বিজোঽগ্নয়ঃ। দেবতা যজমানশ্চ ক্রতুর্ধর্ম্মশ্চ যন্ময়ঃ ॥ ১০
তং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদ্‌ভগবন্তমধোক্ষজম্। মনুষ্যদৃষ্ট্যা দুষ্প্রজ্ঞা মর্ত্ত্যাত্মানো ন মেনিরে ॥ ১১
ন তে যদোমিতি প্রোচুর্ন নেতি চ পরন্তপ। গোপা নিরাশাঃ প্রত্যেত্য তথোচুঃ কৃষ্ণরাময়োঃ ॥১২

অন্বয়ঃ। - ক্ষুদ্রাশাঃ (ক্ষুদ্রে বিনশ্বরে স্বর্গাদৌ আশামাত্রং যেষাং, তে তুচ্ছফলাকাঙ্ক্ষিণ ইত্যর্থঃ) ভূরিকর্ম্মাণঃ (ভূরীণি ক্লেশসাধ্যানি যজ্ঞানুষ্ঠানরূপাণি কর্ম্মাণি যেষাং তে) বালিশাঃ (অল্পবুদ্ধয়ঃ) বৃদ্ধমানিনঃ (পণ্ডিতম্মন্যাঃ) তে (যাজ্ঞিকব্রাহ্মণাঃ) ইতি (ইত্থং প্রকারেণ) ভগবদ্‌যাচ্ঞাং (ভগবতঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণস্যাপি কৃপয়া অন্নভিক্ষাং) শৃণ্বন্তঃ (গোপবালকমুখাৎ শৃণ্বন্তঃ) অপি ন শুশ্রুবুঃ (নৈব তস্মিন্ কর্ণপাতং চক্রুঃ) ॥ ৯

**মূলানুবাদ।**—তুচ্ছ স্বর্গপ্রাপ্তির আশায় মহাধুমধামে যজ্ঞানুষ্ঠানরত, অজ্ঞ হইয়াও বিজ্ঞতাভিমানী, সেই সমস্ত ব্রাহ্মণগণ সাক্ষাৎ ভগবানের অন্ন যাচ্ঞার কথা শুনিয়াও তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। ॥ ৯

**শ্রীধরস্বামিটীকা।**—ক্ষুদ্রে স্বর্গাদৌ আশামাত্রং যেষাম্। ভূরীণি ক্লেশাধিকানি কর্ম্মাণি যেষাম্। অতোঽজ্ঞা বৃথা জ্ঞানবৃদ্ধা ইতি মানবতঃ ॥ ৯

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—ইতি শ্রীশুকোক্তির্ভগবতঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণস্যাপি কৃপয়া যাচ্ঞা তেনৈবান্নার্থং প্রেষিতত্বাৎ ন শুশ্রুবুঃ, মহাভিমানেন তাং নাদৃতবন্ত ইত্যর্থঃ। তত্র শ্রীভগবত্যনাদরেণ তান্ বিপ্রান্ সক্রোধং নিন্দন্তি ক্ষুদ্রেতি সার্দ্ধদ্বয়েন। ক্ষুদ্রাশা অপি ভূরিকর্ম্মাণঃ যতো বালিশা অল্পবুদ্ধয়ঃ তথাপি বৃদ্ধমানিনঃ। যদ্বা। স্বল্পশ্রমেণাপি ভগবদ্ভক্ত্যা মহার্থঃ সিদ্ধ্যেৎ তদজ্ঞানাৎ বালিশা এবেতি। ননু কথং তত্ত্বং নান্বিষ্যন্তি তত্রাহ বৃদ্ধেতি। আত্মানং জ্ঞানবৃদ্ধং মন্যন্ত ইতি ॥ ৯

অন্বয়ঃ। - দেশঃ (যজ্ঞানুষ্ঠানরূপং স্থানং) কালঃ (বসন্তাদি যজ্ঞীয়ঃ কালঃ) পৃথক্ (বহুবিধং) দ্রব্যং (চরু-পুরোডাশাদিকং) মন্ত্রতন্ত্রর্ত্বিজঃ (মন্ত্রঃ—ঋগাদিঃ, তন্ত্রং প্রয়োগঃ, ঋত্বিক্ - পুরোহিতশ্চ তে) অগ্নয়ঃ (যজ্ঞীয়হোমসাধনাগ্নয়ঃ) দেবতাঃ (যজ্ঞীয়দেবতা ইন্দ্রাদয়ঃ) যজমানঃ চ (যজ্ঞানুষ্ঠানকর্ত্তা চ) ক্রতুঃ (যজ্ঞঃ) ধর্ম্মঃ চ (যজ্ঞফলজনকাপূর্ব্বং চ) যন্ময়ঃ (যস্য শ্রীকৃষ্ণস্যৈব অংশাংশবিভূতিরূপঃ) সাক্ষাৎ (স্বয়মেব) পরমং (পরাৎপরং) ব্রহ্ম (সর্ব্বতো বৃহত্তমং) ভগবন্তং (ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনং) অধোক্ষজং (অবাঙ্‌মনসগোচরং) তং (শ্রীকৃষ্ণং) দুষ্প্রজ্ঞাঃ (বিচারবিহীনবুদ্ধয়ঃ) মর্ত্ত্যাত্মানঃ (দেহাভিমানিনঃ ব্রাহ্মণাঃ) মনুষ্যদৃষ্ট্যা (মানুষবুদ্ধ্যা) ন মেনিরে (নৈব সংকৃতবন্তঃ) ॥ ১০।১১

**মূলানুবাদ।** - যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত স্থান, কাল, চরুপুরোডাশাদি নানাবিধ যজ্ঞোপকরণ, মন্ত্র, তন্ত্র, পুরোহিত, অগ্নি, দেবতা, যজমান প্রভৃতি সমস্তই যাঁহার অংশবিভূতি মাত্র, সেই সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম, অধোক্ষজ শ্রীভগবান্‌কে মন্দমতি ব্রাহ্মণগণ সামান্য মনুষ্যবুদ্ধিতে যথাযোগ্য সমাদর করিতে পারিলেন না। ॥ ১০।১১

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—অথ তত্ত্বদৃষ্ট্যা তেষামজ্ঞত্বং জ্ঞাপয়ন্নাহ দেশ ইতি যুগ্মকেন। পৃথগ্বহুবিধং ॥ ১০ ॥ ভগবতো দেশাদিময়ত্বে হেতুঃ পরমং ব্রহ্মেতি। অতো ভগবন্তং সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণম্ অতঃ অধোক্ষজম্ ইন্দ্রিয়াগোচরমিত্যর্থঃ। তথাপি কৃপয়া সাক্ষাদ্ভূতম্। তমপি মনুষ্যদৃষ্ট্যা মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যা ন মেনিরে নাদৃতবন্ত ইত্যর্থঃ। কুতঃ দুষ্প্রজ্ঞাঃ বিচারহীনাঃ তদপি কুতঃ মর্ত্ত্যাত্মানঃ ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—পরন্তপ (হে দুষ্টদমনকারিন্!) [ইতি পরীক্ষিতঃ সম্বোধনং] যদা তে (ব্রাহ্মণাঃ) ন ওম্ ইতি (যুষ্মৎ প্রার্থিতমন্নং দাস্যাম ইতি) ন (নবা) ন ইতি (নৈব দাস্যাম ইতি বা) প্রোচুঃ (কথিতবন্তঃ) [তদা] গোপাঃ (শ্রীদামসুবলাদয়ো গোপবালকাঃ) নিরাশাঃ (ভগ্নমনোরথাঃ সন্তঃ) প্রত্যেত্য (যমুনাতীরং প্রত্যাগত্য) রামকৃষ্ণয়োঃ (বলদেবকৃষ্ণয়োঃ) [সমীপে] তথা (নিজোক্ত্যাদিকং বিপ্রাণাং চেষ্টিতঞ্চ) ঊচুঃ (কথিতবন্তঃ) ॥ ১২

মূলানুবাদ।—হে পরন্তপ। গোপবালকগণের কথা শুনিয়া যখন ব্রাহ্মণগণ "হাঁ কিংবা না" কিছুই বলিলেন না, তখন গোপবালকগণ নিরাশ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের নিকট ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন॥১২

শ্রীধরটীকা।—নন্থ কর্ম্মক্রমমুল্লঙ্ঘ্য আদেশকালে অন্যার্থসন্নমন্নস্মৈ কথং দেয়ং তত্রাহ দেশ ইতি। পৃথক্ চরু-পুরোডাশাদি দ্রব্যম্, তন্ত্রং প্রয়োগঃ। ধর্ম্মোঽপূর্ব্বম্ ॥১০॥ মহন্তোঽযমিতি দৃষ্টা মর্ত্ত্যাত্মানো ব্রাহ্মণা বয়ং মহান্ত ইতি মন্যমানাঃ॥ ১১। ১২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—ওমিতি স্বীকারে। দাস্যাম ইতি ন প্রোচুঃ। দুরভিমানগ্রস্ততয়াঽত্যন্তাবজ্ঞানাৎ। হে পরন্তপেতি পরং মদলক্ষণং শত্রুং ভবাদৃগেব নিয়ন্তুং শক্নোতি নত্বন্য ইতি ভাবঃ। তথেতি নিজোক্ত্যাদিকং বিপ্রচেষ্টিতঞ্চোচুঃ॥ ১২

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকগণকে অন্ন যাচ্ঞা করিবার জন্য যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞস্থলে যাইতে আদেশ করিলেন, তখন শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকগণ মনে মনে বড়ই আনন্দিত হইলেন। তাঁহারা মনে করিলেন যে আমাদের কৃষ্ণকে খাওয়াইবার জন্য যদি কেহ অন্ন প্রদান করে, তাহা হইলে তাহার নিকট যাচ্ঞা করা ত দূরের কথা, চিরজীবন তাহার দাসত্ব করিতেও আমাদের কোন আপত্তি নাই। যজ্ঞস্থলে গিয়া ব্রাহ্মণগণের নিকট অন্ন যাচ্ঞা করিলে নিশ্চয়ই তাঁহারা অন্নদান করিবেন এবং আমরা তাহা ভাই কানাইকে খাওয়াইয়া তাহার ক্ষুধা নিবৃত্তি করিব। এই আনন্দে আত্মহারা হইয়া গোপবালকগণ, শ্রীকৃষ্ণের আদেশ প্রাপ্তির পর আর ক্ষণকালও বিলম্ব না করিয়া সকলে মিলিয়া দ্রুতগতিতে যজ্ঞশালায় গমন করিলেন এবং সেখানে গিয়া দেখিলেন যে অসংখ্য যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ মিলিত হইয়া মহাধুমধামে যজ্ঞ করিতেছেন। যজ্ঞস্থলে শত শত বেদী, স্থণ্ডিল, হোমকুণ্ড প্রভৃতি শোভা পাইতেছে, অসংখ্য বেদবিৎ ব্রাহ্মণ মিলিত হইয়া কেহ বা বেদমন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন, কেহ বা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেছেন, কেহ বা জপ করিতেছেন, কেহ বা স্তুতি পাঠ করিতেছেন, কেহ বা সামগান করিতেছেন, যজ্ঞস্থল একেবারে বেদমন্ত্রে মুখরিত এবং হোমধুম ও আহুতি গন্ধে পরিব্যাপ্ত। নানাবিধ যজ্ঞ সম্ভারে পরিপূর্ণ যজ্ঞস্থল এবং যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞানুষ্ঠান দেখিয়া গোপবালকগণ পরম প্রীতিলাভ করিলেন এবং মনে করিলেন যে এই সমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠানরত ব্রাহ্মণগণের নিকট ক্ষুধার অন্ন প্রার্থনা করিলে আমারা কখনই বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যাইব না। যাঁহারা কলসে কলসে ঘৃত লইয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া দগ্ধ করিতেছেন, যাঁহারা রাশি রাশি চরু, পুরোডাশ প্রভৃতি অগ্নিতে সমর্পণ করিতেছেন, তাঁহারা কি ক্ষুধিত ব্যক্তিকে এক মুষ্টি অন্ন দান করিতে কুণ্ঠিত হইবেন?

গোপবালকগণ যজ্ঞানুষ্ঠান দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের অকাতরে অজস্র ঘৃত, চরু ও পুরোডাশাদি ব্যয় দেখিয়া বড়ই আশ্বস্ত হইলেন ও মনে করিলেন যে এমন উদার ও সদাশয় ব্যক্তি বোধ হয় জগতে আর নাই। কিন্তু হায়! তাঁহারা জানেন না যে—কৃষ্ণভক্তিবিহীন ব্যক্তিগণের বহু আড়ম্বর এবং বহুতর ব্যয় থাকিলেও তাহা দ্বারা জগতের কোনই উপকার সাধিত হয় না। ইহা তাহাদের আত্মপ্রীতি ও স্বার্থসিদ্ধিরই জয় পতাকা মাত্র। জগতেও অনেক কৃষ্ণভক্তিবিহীন ধনির গৃহ আছে, যেখানে ক্ষুধিত ভিক্ষুক গিয়া দেখে যে বিভিন্ন প্রকারের শত শত পালিত কুক্কুর সেখানে পরমাদরে বহুমূল্য খাদ্যবস্তু আহারে পরিতৃপ্ত হইতেছে, কত রকমের কত পক্ষী দ্রাক্ষা দাড়িম্বাদি ভোজনে রত রহিয়াছে। পালিত বানরগণ সুপক্ক কদলী ও অশ্বগণ আর্দ্র চনক ভোজনে রসনার তৃপ্তি সাধন করিতেছে। কত বহুমূল্য বস্তু যে ইতস্ততঃ অনাদরে ছড়ান রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সমস্ত ব্যাপারে ক্ষুধিত ভিক্ষুকদের মনে বড়ই আশা হয় যে—যেখানে নগণ্য কুক্কুর বানরাদির এত আদর, না জানি সেখানে মানুষ, বিশেষতঃ অনাহারক্লিষ্ট ভিক্ষুক কতই না আদর পাইবে। বড়ই আশায় বুক বাঁধিয়া ক্ষুধিত ভিক্ষুক যেমন ধনিগৃহে প্রবেশ করিতে যায়; অমনি সঙ্গে সঙ্গে দ্বাররক্ষকের রুক্ষ বচন ও অর্দ্ধচন্দ্রে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া মনের দুঃখে পথের পাশে

আসিয়া হতাশ হৃদয়ে দণ্ডায়মান হয়। অজ্ঞ ভিক্ষুক জানে না যে তাহাকে এক কপর্দ্দক ভিক্ষা দেওয়ার ভয়ে ধনিগৃহস্থ শত মুদ্রা ব্যয় করিয়া দ্বাররক্ষক নিযুক্ত রাখিয়াছে এবং তাহার ধন বানর কুকুরাদিরই ভোগ্য, তাহা মানুষের জন্য সৃষ্ট হয় নাই।

গোপবালকগণ যজ্ঞশালায় উপস্থিত হইয়া যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞানুষ্ঠান এবং ঘৃত, চরু পুরোডাশাদির অকাতরে ব্যয় দেখিয়া তাঁহাদিগকে পরম সদাশয় বলিয়াই মনে করিলেন এবং সকলেই যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের নিকটবর্ত্তি হইয়া তাঁহাদিগকে ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন এবং প্রার্থনা জানাইবার জন্য করজোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন। গোপ-বালকগণ সকলেই নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপার্ষদ এবং কৃষ্ণভক্তচূড়ামণি, সুতরাং স্বভাবতঃই তাঁহারা পরমসুশীল এবং সর্ব্ববিধ সদ্‌গুণের খনি। তাঁহারা বয়সে বালক হইলেও ব্রাহ্মণগণকে সমুচিত সম্মান প্রদান করা এবং তাঁহাদিগের নিকট বিনীত ভাবে অবস্থান করা তাঁহাদের শিখাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন নাই। তাঁহারা স্বভাবসিদ্ধ সদ্‌গুণ বশতঃই ব্রাহ্মণ-গণকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহাদের মনের ভাব এই যে ব্রাহ্মণগণ যখন মন্ত্রপাঠাদিতে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, সুতরাং তখন তাঁহাদিগকে বিরক্ত না করিয়া তাঁহারা যখন অবসর মত আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন, তখনই আমরা তাঁহাদের নিকট অন্ন যাজ্ঞা করিব।

গোপবালকগণ, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণের নিকটে করজোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন, ব্রাহ্মণগণেরও অনেকবার মন্ত্রপাঠাদির বিরামে অবসর হইল, তাঁহারা অনেকবার নিজের প্রয়োজনীয় কথা বলিলেন, কিন্তু একবারও গোপবালক গণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না, কিংবা তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন না। তাঁহারা সকলেই নয়ন-প্রান্ত নিক্ষিপ্ত দৃষ্টিতে গোপবালকগণকে দেখিয়াছেন, কিন্তু কেহই সেদিকে মনোনিবেশ করার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। পরম সুশীল গোপবালকগণ ইহাতে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হন নাই কিংবা ব্রাহ্মণগণের উপর কোন প্রকার দোষ-দৃষ্টি করেন নাই। তাঁহারা মনে করিলেন যে ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যস্ততা বশতঃই আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন না, কিংবা আমাদের আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছে না, বিশেষতঃ আমাদের বালক দেখিয়া তাঁহারা আমাদের সহিত কোন প্রকার আলাপাদিও করেন নাই এবং মনে করিয়াছেন যে—আমরা যজ্ঞ দেখিতে আসিয়াছি। আমরা যে অন্ন যাচ্ঞা করিতে আসিয়াছি, তাহা তাঁহাদের সম্ভাবনা করারও কোনই কারণ নাই; সুতরাং আমরাই তাঁহাদের অবসর সময়ে আমাদের মনোগত ভাব প্রকাশ করিব।

কৃষ্ণভক্তচূড়ামণিগণের স্বভাবই এই যে তাঁহারা কখনও পরের দোষ গ্রহণ করেন না এবং পরের দোষে তাঁহাদের দৃষ্টিও পড়ে না। গোপবালকগণ, ব্রাহ্মণগণের এতাদৃশ উপেক্ষা দেখিয়াও তাহা তাঁহারা দোষ রূপে গ্রহণ করিলেন না। বিশেষতঃ যাহারা যাচক, তাহাদের কোন প্রকার আত্মসম্মানে দৃষ্টি, উদ্ধত ভাবে অবস্থান, কিংবা দাতার দোষ দর্শন করা কোন প্রকারেই উচিত নহে। সেজন্য পরমসুশীল গোপবালকগণ, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত করজোড়ে দণ্ডায়মান থাকিয়া যখন দেখিলেন যে—ব্রাহ্মণগণের মন্ত্র পাঠের বিরাম হইয়াছে এবং তাঁহারা কিঞ্চিৎ অবসর পাইয়াছেন, তখন তাঁহারা বিনীতভাবে ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন—হে ভূদেববৃন্দ! আমরা আপনাদের চরণে প্রণাম করিতেছি। আপনাদের যজ্ঞানুষ্ঠানের মঙ্গল হউক! আপনারা কৃপাপূর্ব্বক আমাদের আবেদন শ্রবণ করুন। আমরা সকলেই গোপরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের আদেশে তাঁহার অগ্রজ শ্রীবলদেব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আপনাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব আজ গোচারণ করিতে করিতে আপনাদের এই যজ্ঞশালারই অনতিদূরবর্ত্তি স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং দীর্ঘ পথাতিক্রমণে অত্যন্ত শ্রান্ত ক্লান্ত এবং ক্ষুধিত হইয়া পড়িয়াছেন। আপনাদের যদি কোনও আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের দুইজনের উপযুক্ত অন্ন দান করিয়া তাঁহাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করুন।

প্রায় মধ্যাহ্নকাল সমাগত, এতক্ষণ ভোজন না করিয়া তাঁহারা দুই জনেই বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা নিকটে না থাকিলে গোমহিষাদি পশুগণ অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে, তাঁহারা তাহাদের ছাড়িয়া আসিতে পারিলেন না বলিয়া আমাদের পাঠাইয়া দিয়াছেন। আপনারা সকলেই ধার্ম্মিকচূড়ামণি; সুতরাং আপনাদের আমরা বেশী কি বলিব, সমাগত অতিথিকে অন্ন দান করা গৃহস্থগণের পরম ধর্ম্ম। গৃহস্থের গৃহ হইতে যদি ভগ্ন-মনোরথ হইয়া অতিথি ফিরিয়া যায়, তাহা হইলে তাহা গৃহস্থের পক্ষে কল্যাণকর হয় না।

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে। স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥

কোনও গৃহস্থের গৃহে অতিথি আসিয়া যদি যথোচিত অন্ন জল সমাদরাদি না পাইয়া ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায়, তাহা হইলে সেই অতিথি নিজকৃত পাপ গৃহস্থকে দিয়া গৃহস্থের অর্জ্জিত পুণ্য গ্রহণ করিয়া চলিয়া যায়। আমরা জাতিতে গোপ এবং বয়সেও বালক, সুতরাং আপনাদের নিকট কোনও ধর্ম্মকথা বলা আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তথাপি আপনারা যদি যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যস্ততায় অনবহিত থাকেন, সেইজন্য বলিলাম। বিশেষতঃ আমরা অতিথিরূপে আপনাদের গৃহে আসিয়া যদি বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে আমরাই আপনাদের পুণ্যক্ষয়ের হেতু হইব বলিয়া আপনাদিগকে অতিথি সৎকারের কর্ত্তব্যতার কথা স্মরণ করাইয়া দিতে বাধ্য হইলাম। ইহাতে আপনারা আমাদের অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।

গোপবালকগণ, এই প্রকার নানাভাবে প্রার্থনা করিয়াও যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের দৃষ্টি কিংবা মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিলেন না। যদিও গোপবালকগণ সকলেই ক্ষুধিত হইয়াছেন, তথাপি অসংখ্য গোপবালকসহ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের জন্য অন্ন প্রার্থনা করিলে ব্রাহ্মণগণের উপর বহু লোকের উদর পূরণের ভার সমর্পণ করা হইবে ও তাহা ব্রাহ্মণগণের উদ্বেগের কারণ হইতে পারে বলিয়া, গোপবালকগণ কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম এই দুই জনের উপযুক্ত অন্নই প্রার্থনা করিয়াছেন। যজ্ঞস্থলে অসংখ্য ব্রাহ্মণের ভোজনের আয়োজন আছে; তাহা হইতে দুই জনের উপযুক্ত অন্ন ভিক্ষা দিতে তাঁহাদের কোনই উদ্বেগ কিংবা অসুবিধা হইবে না এবং যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ তাহা অক্লেশেই দান করিতে পারিবেন মনে করিয়া গোপবালকগণ অতি সামান্য অন্নই যাচ্ঞা করিয়াছেন। ইহা তাঁহাদের কৃষ্ণভক্তজনোচিত সুশীলতারই পরিচায়ক।

গোপবালকগণের বিনীত প্রার্থনা শুনিয়াও যখন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ কোনই উত্তর দিলেন না, কিংবা অন্ন দানেরও ব্যবস্থা করিলেন না, তখন গোপবালকগণ বলিলেন, হে পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণবৃন্দ। "দীক্ষিতান্নং ন ভুঞ্জীত" এই শ্রুতিবচনে জানা যায় যে যাঁহারা কোন যজ্ঞে দীক্ষিত হন, তাঁহাদের অন্ন ভোজন করিতে নাই। আপনাদিগকে যজ্ঞে দীক্ষিত দেখিয়াও যে আমরাও আপনাদের নিকট অন্ন যাচ্ঞা করিতেছি, তাহার কারণ এই যে যাঁহারা সৌত্রামণী নামক যজ্ঞে দীক্ষিত হন, তাঁহাদের অন্নই শাস্ত্রে অভক্ষ্য বলিয়া নির্ণীত আছে। কিন্তু যাঁহারা সৌত্রামণী ব্যতীত অন্য কোনও যজ্ঞে দীক্ষিত হন, তাঁহাদের অন্ন সকল সময়ে অভক্ষ্য নহে। অগ্নীসোমীয় পশুবধের পর তাঁহাদের অন্ন ভোজন করিলে কোনও দোষ হয় না। আপনাদের যজ্ঞানুষ্ঠান দেখিয়া জানা যাইতেছে যে আপনারা সৌত্রামণী যজ্ঞে দীক্ষিত নহেন এবং আপনাদের এই "আঙ্গিরস" নামক যজ্ঞে অগ্নি-সোমীয় পশুবধ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এখন আপনাদের অন্ন ভোজন করিলে শাস্ত্রানুসারে কোনই দোষ হয় না। অতএব আপনাদের নিকট অন্ন যাচ্ঞা করা আমাদের পক্ষে কিছুমাত্র দোষাবহ হয় নাই।

গোপবালকগণ অতি অল্পবয়স্ক এবং তাঁহারা কোনদিনই বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন নাই, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা অজ্ঞ নহেন, প্রয়োজন হইলে তাঁহারা সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সমালোচনা এবং উপদেশ প্রদান করিতে পারেন, কেননা তাঁহারা সকলেই নিত্যসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণপার্ষদ এবং কৃষ্ণভক্তচূড়ামণি। তাঁহাদের দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি সমস্তই

অপ্রাকৃত, সর্ব্ববিধ জ্ঞানই তাঁহাদের স্বতঃসিদ্ধ, তাঁহারা স্বয়ংই জ্ঞানময়। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব হইয়াও যেমন লীলাবেশে অজ্ঞের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্ষদবর্গও সেইরূপ সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণসেবার উপযুক্ত জ্ঞানই প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা ছাড়া তাঁহাদের সর্ব্ববিধ জ্ঞানই বিলুপ্তাবস্থায় থাকে। গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্যই অন্ন ভিক্ষা করিতে আসিয়াছেন, সুতরাং অন্ন ভিক্ষার প্রয়োজনীয় বোধে তাঁহারা বৈদিক যজ্ঞের বিষয় আলোচনা করিলেন এবং যজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তির অন্নও যে সময় মত ভোজন করিতে পারা যায় তাহাই প্রতিপাদন করিলেন। কৃষ্ণভক্তিবিহীন ব্যক্তিগণ অজ্ঞ হইয়াও নিজেকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন না, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞের মত ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি কৃষ্ণসেবার জন্য তাঁহাদের জ্ঞান, বল, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তাঁহারা তাহাতে পশ্চাৎপদ হন না। গোপবালকগণ কেবলমাত্র গোচারণ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানার্থ নানাবিধ গোষ্ঠক্রীড়াদি করিয়া থাকেন, ইহা ছাড়া তাঁহাদের অন্য কোনও বিষয়ে যে জ্ঞান আছে, তাহা কুত্রাপি প্রকাশ হয় না। কিন্তু আজ কৃষ্ণ-সেবার জন্য অন্ন যাচ্ঞা করিতে আসিয়া তাঁহারা বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণের সভাতেও বেদার্থ সমালোচনা করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। গোপবালকগণ "সৌত্রামণী" যাগের কথা বলিলেন, তাহার বিধিপদ্ধতি যজুর্ব্বেদের কাণ্বশাখায় লিপিবদ্ধ আছে এবং তাঁহারা যে পশুবধের কথা বলিয়াছেন তাহা "অগ্নিসোমীয়ং পশুমালভেত" প্রভৃতি শ্রুতি-বাক্য সম্মত। অগ্নি ও সোমদেবতার প্রীত্যর্থে পশুমাংস দ্বারা আহুতি প্রদান করিতে হয় বলিয়া যজ্ঞে অগ্নিসোমীয় পশুবধ করিতে হয়। এই অগ্নিসোমীয় পশুবধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তির অন্ন ভোজন করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। গোপবালকগণ যজ্ঞানুষ্ঠান দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন যে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের অনুষ্ঠিত "আঙ্গিরস" যাগে অগ্নিসোমীয় পশুবধ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, সেইজন্য তাঁহারা যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞে দীক্ষিত জানিয়াও তাঁহাদের নিকট অন্ন যাচ্ঞা করিয়াছেন।

গোপবালকগণ, দৈন্য, বিনয়, সদাচার, ধর্ম্ম ও বেদবাক্য প্রদর্শন করিয়া নানাভাবে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের নিকট অন্ন যাচ্ঞা করিলেন। তাঁহারা স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছেন এবং তাঁহারাই তাহাদের অন্ন ভিক্ষা করিতে পাঠাইয়াছেন। সুতরাং গোপবালকগণের এই ভিক্ষা ভগবানেরই ভিক্ষা সন্দেহ নাই। কিন্তু যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ, গোপবালকগণের কথা শুনিয়াও যেন শুনিলেন না, শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের যাচ্ঞা শুনিয়াও তাঁহাদের চৈতন্য হইল না, তাঁহারা যেমন আপন মনে যজ্ঞানুষ্ঠানে রত ছিলেন, তেমনই থাকিলেন। গোপবালকগণের সহিত বাক্যালাপ ত দূরের কথা, তাঁহারা তাঁহাদের প্রতি একবার দৃষ্টিপাতও করিলেন না। যাহারা ক্ষুদ্র লাভের প্রত্যাশায় বৃহৎ কর্ম্মানুষ্ঠান করে, এবং অল্পবুদ্ধি হইয়াও নিজেকে বুদ্ধিমান বলিয়া ধারণা রাখে, তাঁহাদের কার্য্যে ও ব্যবহারে এইরূপ ত্রুটি থাকাই স্বাভাবিক। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ অনিত্য স্বর্গলাভের আশায় "আঙ্গিরস" যজ্ঞের বিরাট্ আয়োজন এবং অনুষ্ঠান করিয়াছেন, বেদবেদ্য শ্রীভগবান্‌কে উপেক্ষা করিয়া নিরন্তর বেদমন্ত্র ঘোষণা করিতেছেন। শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিপূর্ব্বক পুষ্প ফল জলাদি সমর্পণ করিলে যে অক্ষয় ফল লাভ হয়, তাহার তুলনায় কোটি কোটি যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলও অতি তুচ্ছ। কিন্তু যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ সেই পরম সুলভ অথচ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ ভক্তিসাধনকে উপেক্ষা করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানের বিরাট্ আয়োজন পরম কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা অজ্ঞতার চরম পরিচয় প্রদান করিয়াও বিজ্ঞতার অভিমানে পরিপূর্ণ। তাঁহারা যজ্ঞে রাশি রাশি চরুপুরোডাশাদি অর্পণ করিতেছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের প্রার্থনা জানিয়াও একমুষ্টি অন্ন দান করিতে সমর্থ হইলেন না।

এই সমস্ত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ, নিরন্তর বেদ পাঠ করেন, কিন্তু যদি তাঁহারা বেদের অর্থ বিচার করিতে

তদুপাকর্ণ্য ভগবান্ প্রহস্য জগদীশ্বরঃ। ব্যাজহার পুনর্গোপান্ দর্শযন্ লৌকিকীং গতিম্ ॥ ১৩

পারিতেন, তাহা হইলে জানিতে পারিতেন যে—তাঁহারা স্বর্গপ্রাপ্তির কামনায় যে-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, সেই যজ্ঞ, যজ্ঞের উপকরণ এবং যজ্ঞের আরাধ্য ও যজ্ঞের ফলদাতা সমস্তই শ্রীকৃষ্ণ। যজ্ঞীয় দেশ, কাল, চরু, পুরোডাশ, হবিঃ প্রভৃতি যজ্ঞীয় দ্রব্য—মন্ত্র তন্ত্র, পুরোহিত, অগ্নিসোমাদি দেবতা ও যজমান প্রভৃতি সমস্তই যজ্ঞমূর্ত্তি শ্রীভগবানেরই বিভূতি। কিন্তু স্বার্থমূঢ় এবং কর্ম্মজড যাজ্ঞিকব্রাহ্মণগণ, সেই স্বয়ং ভগবানের নরলীলার অযাচিত কৃপার ধারণা করিতে পারিলেন না। অবাঙ্মনসগোচর সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীভগবান্, মায়ামুগ্ধ জীবগণকে কৃতার্থ করিবার জন্য নরলোকে অবতীর্ণ হইয়া নরলীলার অনুকরণ করিয়া অযাচিতভাবে করুণা বিতরণ করেন, কিন্তু মূঢ়গণ তাঁহাকে সামান্য মনুষ্যবুদ্ধিতে উপেক্ষা করিয়া সেই করুণালাভে বঞ্চিত হইয়া যায়। যদিও শ্রীভগবান্ নরলীলাই করিতেছেন, তথাপি তাহাতে যে অবশ্যই কিছু অসাধারণ বিশেষত্ব আছে তাহা মূঢ় ব্যক্তিগণের ধারণায় আসে না। "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতং" প্রভৃতি গীতাবাক্যও জানা যায় যে—শ্রীভগবান্ যখন তাঁহার নরাকৃতি প্রকাশ করিয়া নরলোকে লীলা করেন, তখন বিবেকহীন মূঢ়গণ তাঁহাকে সামান্য মানব মনে করিয়া তাঁহার বিশেষত্ব গ্রহণ করিতে পারে না। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণও সর্ব্বদা বেদপাঠে নিরত থাকিয়াও সাক্ষাৎ বেদবেদ্য পরমপুরুষকে নিকটে পাইয়াও তাঁহার তত্ত্ব জানিতে পারিলেন না—যাঁহার উদ্দেশ্যে যজ্ঞে চরুপুরোডাশাদি সমর্পণ করিতেছেন, তাঁহার প্রার্থনা জানিয়াও তাঁহাকে একমুষ্টি অন্ন দান করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিলেন না। ধন্য মায়ার মোহিনীশক্তি। ধন্য অজ্ঞতার মহাপ্রভাব ॥

গোপবালকগণের শত শত প্রার্থনা, দৈন্য বিজ্ঞাপন এবং ধর্ম্ম ও বেদবাক্য প্রদর্শনেও যখন যাজ্ঞিকব্রাহ্মণগণের চৈতন্য হইল না এবং তাঁহারা গোপবালকগণের কথায় হাঁ কিংবা না কিছুই বলিলেন না, তখন গোপবালকগণ নিরাশ হইয়া আবার শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের নিকটে ফিরিয়া আসিলেন ॥ ৫—১২

**অন্বয়ঃ**।—ভগবান্ ( সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী ) জগদীশ্বরঃ ( সর্ব্বজগন্নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণঃ ) তৎ ( গোপবালকানাং বাক্যং ) উপাকর্ণ্য ( শ্রুত্বা ) প্রহস্য লৌকিকীং গতিং ("নহি কার্য্যার্থিনো নির্ব্বিণ্ণন্তে কো বা যাচকঃ ন পরা ভূয়তে" ইতি লোকস্থিতিং ) দর্শয়ন্ গোপান্ ( গোপবালকান্ ) পুনঃ ব্যাজহার ( উবাচ ) ॥ ১৩

**মূলানুবাদ**।—সর্ব্বনিবন্তা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, গোপবালকগণের কথা শুনিয়া, ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং লোকাচারানুসারে আবার তাহাদিগকে বলিলেন ॥ ১৩

**শ্রীধরটীকা**।—লৌকিকীং গতিং "নহি কার্য্যার্থিনো নির্ব্বিণ্ণন্তে কো বা যাচকো ন পরাভূয়ত" ইত্যাদি লোকস্থিতিং দর্শয়ন্ ॥ ১৩

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—যদ্যপি দ্বাবেব প্রতি গোপৈরুক্তং, তথাপি শ্রীরামঃ শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞাঽনাদরজাতক্রোধাৎ শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়াজ্ঞানাদ্বা নৈবাবদৎ শ্রীকৃষ্ণ এব প্রত্যাহেত্যাহ তদিতি। উপ সমীপ এবাকর্ণ্য তদনাদরদুঃখেন গোপৈঃ শনৈরেবোক্তেঃ। প্রহস্য উচ্চৈর্হসিত্বা তত্র হেতুর্জগদীশ্বরঃ সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণশ্চ, অতঃ কৌতুকমাত্রার্থং তথা যাচনং, তন্নিরাশে চ হাস এবোচিত ইতি ভাবঃ। অন্যৈস্তৈঃ। যদ্বা। যত্রপুরুষেষু যাচিতং ন সিদ্ধ্যেত্তত্র তৎপত্নীষু যাচিতব্যমিতি যাচকান্ শিক্ষয়ন্নিত্যর্থঃ। সেয়মপ্যেকা কৌতুকময়ী লীলৈব ; বস্তুতস্তু পূর্ব্ব-নিজপ্রোক্তরীত্যা বৃক্ষেভ্যো মনুষ্যাণাং নিকর্ষে জ্ঞাপিতে বিশেষোঽপ্যত্রাস্তীত্যভিপ্রেত্য স্বস্মিন্নভক্তানাং বেদপাঠ-যাগৈকপরত্বাদিকং দুরভিমানাদিদোষায় দুঃখায়ৈব চ কল্পতে, নচ ক্ষেমায অতস্তদ্রহিতা অপি মদ্ভক্তাঃ পরমোত্তমা ইতি তদ্বিপ্রপত্নীব্যবহারেণ লোকে দর্শয়িতুমিত্যর্থঃ ॥১৩

মাং জ্ঞাপয়ত পত্নীভ্যঃ সসঙ্কর্ষণমাগতম্ । দাস্যন্তি কামমন্নং বঃ স্নিগ্ধা ময্যুষিতা ধিয়া ॥ ১৪
গত্বাথ পত্নীশালায়াং দৃষ্ট্বাসীনাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ । নত্বা দ্বিজসতীর্গোপাঃ প্রশ্রিতা ইদমব্রুবন্ ॥ ১৫
নমো বো বিপ্রপত্নীভ্যো নিবোধত বচাংসি নঃ । ইতোঽবিদূরে চরতা কৃষ্ণেনেহেষিতা বয়ম্ ॥১৬

অন্বয়ঃ।—সসঙ্কর্ষণং (বলদেবসহিতং) আগতং (অত্রোপস্থিতং) মাং পত্নীভ্যঃ (যাজ্ঞিকব্রাহ্মণপত্নীভ্যঃ) জ্ঞাপয়ত (নিবোধয়ত), [তাস্ত] ধিয়া (নিরন্তরচিন্তয়া) ময়ি (মন্নিকট এব) উষিতাঃ (নিবসন্ত্যঃ) স্নিগ্ধাঃ (ময়ি প্রেমব্যাপৃত বর্ত্তন্তে) বঃ (যুষ্মাকং) কামং (যথেষ্টং) অন্নঃ দাস্যন্তি ॥ ১৪

মূলানুবাদ।—"শ্রীবলদেব এবং আমি এই স্থানে আসিয়াছি" এই কথা ব্রাহ্মণপত্নীগণের নিকটে জানাও, তাঁহারা নিরন্তরই আমার কথা ভাবনা করেন এবং আমাকে খুব ভালবাসেন ; তাঁহারা তোমাদের যথেষ্ট পরিমাণে অন্ন দান করিবেন ॥ ১৪

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—মামাগতমেব জ্ঞাপয়ত নচ বুভুক্ষিতং নাপ্যন্নযাচনাদিকং কুরুত, যতো মদাগমন-জ্ঞাপনাদেব দাস্যন্তীত্যর্থঃ। পত্নীভ্যস্তেষাং যজ্ঞসম্বন্ধিনীভ্যো পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগ ইতি স্মরণাৎ। অনেন ধর্ম্মসম্বন্ধ এব তৈঃ সহ তাসাম্ অবশিষ্টোঽস্তি নতু কামসম্বন্ধঃ, যদি গাঢ়ভাবত্বাদিতি মতম্। কিঞ্চ ; স্বস্মিংস্তাসাং ভাববিশেষেণ তত্র শ্রীবলদেবস্য গৌণতয়া সঙ্কর্ষণসহিতমিত্যুক্তম্। সঙ্কর্ষণেতি তস্য মহিম-নামত্বাৎ সাক্ষাৎ গ্রহণম্। নন্ন পতীনামননুজ্ঞাং বিনা কথং তা অপি দদ্যুঃ, কথঞ্চিদ্দানা অপি পতিভির্বারয়িতব্যা এব, তত্রাহ স্নিগ্ধা ইতি। মদপেক্ষয়া তাসাং তেষু নাদর ইতি ভাবঃ ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—অথ (কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বৈব তে গোপবালকাঃ) পত্নীশালায়াং (যাজ্ঞিকব্রাহ্মণানামন্তঃপুরে) গত্বা স্বলঙ্কৃতাঃ (সধবোচিতশঙ্খসিন্দুরাদিমণ্ডিতাঃ) আসীনাঃ (অন্যোন্যং মিলিত্বা কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গেন একত্র সমাসীনাঃ) দ্বিজসতীঃ (পরমভক্তিমত্ত্বাৎ দ্বিজেভ্যোঽপি সাধ্বীসমাঃ ব্রাহ্মণীঃ) দৃষ্ট্বা (দূরাদেব নিভাল্য, নিকটং গত্বা) প্রশ্রিত্যঃ (বিনয়াবনতাঃ সন্তঃ) নত্বা (তাঃ প্রণম্য চ) ইদম্ অব্রুবম্ (গোপবালকাঃ বক্ষ্যমাণং বাক্যং কথয়ামাসুঃ) ॥ ১৪।১৫

মূলানুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া গোপবালকগণ তৎক্ষণাৎ সেই যাজ্ঞিকব্রাহ্মণগণের অন্তঃপুরে গমন করিলেন এবং শঙ্খসিন্দুরাদিসমলঙ্কৃতা ব্রাহ্মণপত্নীগণকে একত্র সমাসীন দেখিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন ও সবিনয়ে বলিলেন ॥ ১৫

শ্রীধরটীকা।—কেবলং দেহেন গৃহে বসন্তি, ধিয়া চ ময্যেবোষিতা যতো ময়ি স্নিগ্ধা অতো দাস্যন্তীতি ॥ ২৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অথ স্নিগ্ধা ইত্যাদিশ্রীভগবদ্বচনামন্তরমেব, অন্যথা পুনর্যাচনার্থং যানমযুক্তং স্যাৎ। তাসাং তদবসর এব তেষাং গমনং জাতম্ ইত্যাহ আসীনা ইতি। সম্ভাষ্যত্বং খলু ত্রিধা সুখায় স্যাৎ, অব্যগ্রচিত্তত্বেন সুবেশত্বেন সদ্ব্যবহারত্বেন চ। তত্রাসীনা ইতি পতিপারবশ্যেনাবশ্যকং পাকাদি বৈষগ্রামুত্তীর্য্য স্নানাদিপূর্ব্বকং পরস্পরং ভগবৎকথাবেশেন নিশ্চলযত্না কৃতোপবেশা ইত্যর্থঃ। স্বলঙ্কৃতা ইতি সধবার্হব্যবহারাত্তাবদলঙ্কৃতা এব, শ্রীভগবৎপ্রেমাবেশময়পুলকাদিভিস্তু সুষ্ঠুচালঙ্কৃতা ইত্যর্থঃ। পরমসত্ত্বমায়াং দ্বিজজাতাবপি সতীরিতি ভগবদ্ভক্ত্যা জাতেন সর্ব্বগুণোদয়েন পরমসদ্ব্যবহারগুণযুক্তাশ্চেত্যর্থঃ। প্রশ্রিতাস্তে স্বভাবত এব কিংবা তাসাং শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়কস্নেহবিশেষশ্রবণেন ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—বিপ্রপত্নীভ্যঃ বঃ (যুষ্মভ্যং) নমঃ (বয়ং প্রণমামঃ) নঃ (অস্মাকং) বচাংসি (বাক্যানি) নিবোধত (শৃণুত), ইতঃ (অস্মাৎ স্থানাৎ) (অবিদূরে অদূরবর্ত্তিস্থানে) চরতা (বিচরতা) কৃষ্ণেন (গোপরাজ-নন্দনেন) বয়ম্ ইহ (যুষ্মাক সমীপে) ইষিতাঃ (প্রেরিতাঃ) ॥ ১৬

গাশ্চাবয়ন্ স গোপালৈঃ সরামো দূরমাগতঃ। বুভুক্ষিতস্য তস্যান্নং সানুগস্য প্রদীয়তাম্ ॥ ১৭

মূলানুবাদ।—হে ব্রাহ্মণপত্নীগণ। আপনাদের চরণে প্রণাম। আমাদের কথা শ্রবণ করুন। এই স্থান হইতে অনতিদূরে ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, গোচারণার্থ বিচরণ করিতেছেন এবং তিনিই আমাদের এখানে পাঠাইয়াছেন ॥ ১৬

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—স্নিগ্ধা ময্যুষিতা ধিয়া ইতি শ্রীকৃষ্ণবচনাদেব বীক্ষ্য তাঃ সম্রবংশগন্ধস্তি নমো বো যুষ্মভ্যমিতি। বিপ্রপত্নীভ্য ইতি নমস্কারযোগ্যতোক্তা, তথাপি পূর্ব্ববদেব নাভিবহিশ্চিত্তাঃ প্রত্যাহুঃ নিবোধতেতি। বচাংসীতি বহুত্বমর্থগৌরবেণ, অবিদূরে নিকট এব কৃষ্ণেন যুষ্মচ্চিত্তাকর্ষকেণেতি ভাবঃ ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—গোপালৈঃ (অস্মাভির্গোপবালকৈঃ সহ) সরামঃ (বলদেবসহিতঃ) সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) গাঃ চারয়ন্ দূরং (গোপাবাসতোদূরবর্ত্তিস্থানং ভবতীনাং নিকটমেব) আগতঃ, বুভুক্ষিতস্য (বনভ্রমণগোচারণাদিশ্রমেণ ক্ষুধিতস্য) সানুগস্য (শ্রীবলদেবগোপবালকাদিসহিতস্য) তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) অন্নং প্রদীয়তাম্ ॥ ১৭

মূলানুবাদ।—তিনি, বলদেব ও গোপবালকগণের সহিত গোচারণ করিতে করিতে এই দূরপ্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়াছেন। আপনারা সহচরবালকগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুধা নিবৃত্তির উপযুক্ত অন্ন প্রদান করুন ॥ ১৭

শ্রীধরটীকা—ঈষিতাঃ প্রেষিতাঃ ॥ ১৬ ॥ স কৃষ্ণো গোপালৈঃ সহ ॥ ১৭

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—সদা শ্রীকৃষ্ণং রময়তীতি ইতি তস্মাৎ সঙ্কোচো নিরস্তঃ, স্বয়ং ভগবতা মাহাত্ম্য-খ্যাপনায় পূর্ব্বং সঙ্কর্ষণ-নামোক্তং, এভিস্তু এতন্নাম্না অদভিকচিত্বখ্যাপনায়েতি তদ্যুক্তমেব। সর্ব্বত্র গৌরবাধিক্যস্যৈবৌচিত্যাৎ। উত্তরত্র তু পত্নীনাং তথৈবাভিরুচেঃ। অদূরমিতঃ। পুনরুক্তিঃ অতিনৈকট্যেন তাসামাগমনার্থম্। সানুগস্য শ্রীরামগোপবর্গসহিতস্য। প্রকর্ষেণ সরসমিষ্টান্নপানভৃতপাত্রাদিদ্বারা দীয়তাং, পূর্ব্বং তদাদেশেন কেবলং দ্বয়োরেবান্ন-প্রার্থনং; অধুনা তু তদাদেশং বিনাপি সানুগস্যেতি। তত্রাপি প্রকর্ষেণেতি তাসাং ভগবতি ভক্তিবিশেষশ্রবণাদেঃ সনর্ম্মৈব। ত্বরযান্নত্যাগেনাপ্যাগমনসম্ভাবনপূর্ব্বকঞ্চ ॥ ১৭

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ, যখন শ্রীদাম সুবলাদির কথায় কর্ণপাতও করিলেন না কিংবা তাঁহাদের প্রার্থনানুসারে শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব এই দুই জনের উপযুক্ত অন্নও দান করিলেন না, তখন গোপ-বালকগণ নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া ব্যথিতান্তঃকরণে ফিরিয়া আসিলেন। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ যে তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাদিগকে অবমাননা করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাদের কোনই ক্ষোভ নাই; কিন্তু তাঁহারা যে সেখানে অন্ন ভিক্ষা পাইলেন না এবং তাঁহাদের জীবনের জীবন কৃষ্ণকে খাওয়াইতে পারিলেন না এই-ই তাঁহাদের ক্ষোভ। তাঁহারা যখন শ্রীকৃষ্ণের আদেশে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের নিকট অন্ন যাচ্ঞা করিতে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের যে কত বল ও উৎসাহ দেখা গিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। শ্রীতাঁহারা কৃষ্ণের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে খাওয়াইবার উপযুক্ত অন্ন প্রাপ্তির লালসায় অতি দ্রুতবেগে গমন করিয়া নিমিষমধ্যে যজ্ঞশালায় উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যখন ব্রাহ্মণগণের নিকটে অন্ন ভিক্ষা পাইলেন না, তখন যেন হতাশ্বাসে তাঁহাদের দেহ ভগ্ন হইয়া পড়িল; তাঁহারা হতাশ হৃদয়ে ধীর পদবিক্ষেপে কোনওক্রমে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং রুদ্ধকণ্ঠে ও ক্রন্দন জড়িতস্বরে ব্রাহ্মণগণের সমস্ত ব্যবহারের কথা কৃষ্ণ ও বলদেবের নিকট জানাইলেন ও বলিলেন ভাই কৃষ্ণ। তোমাকে যাহারা ভালবাসে না, তোমাকে ক্ষুধিত জানিয়াও যাহারা অন্ন দানে কুণ্ঠিত, আজ যে আমাদের ভাগ্যে তাহাদের মুখদর্শন সংঘটিত হইল, ইহা বড়ই ক্ষোভের বিষয়। হায়। হায়। না জানি আমরা কোন্ মহাপাপ করিয়াছিলাম যে, তাহার ফলে আজ আমাদের কৃষ্ণপ্রীতিবিহীন নরাধমগণের মুখদর্শন ও তাহাদের সহিত

আলাপ করিতে হইল। ভাই কৃষ্ণ। তুমি কেন আমাদের সেই পাষণ্ডগণের নিকট পাঠাইয়াছিলে? এতক্ষণ যদি আমরা গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতাম, তাহা হইলে মা যশোদার স্নেহাদরে প্রদত্ত অন্নাদি ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারিতাম। যাহা হউক, ভাই, যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে; আর আমরা এস্থানে ক্ষণকালও অবস্থান করিব না। যে গ্রামে এই যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের ন্যায় কৃষ্ণপ্রীতিহীন ব্যক্তির বাসস্থান, আমরা সে গ্রামে ক্ষণকালও থাকিতে চাই না। চল, আমরা এখনই এই পাপময় স্থান পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হই।

অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, গোপবালকগণের কথা শুনিয়া একটু হাস্য করিলেন; কিন্তু যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের উপর রুষ্ট হইলেন না। বহির্মুখ ব্যক্তিগণ শ্রীভগবানে প্রীতিবিহীন বলিয়া শ্রীভগবানের ভক্তগণও তাহাদের উপর রুষ্ট হন, তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন, তাহাদের মুখদর্শন করেন না; কিন্তু শ্রীভগবান তাহাদের উপর রুষ্ট হন না কিংবা তাহাদের উপেক্ষা করেন না—তিনি জানেন যে তাঁহারই কৃপায় তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাকে ভালবাসে এবং নিরন্তর তাঁহার সেবা করিয়া জীবন ধন্য করে ও তাঁহারই মায়ায় বহির্মুখগণ তাঁহাকে ভুলিয়া দেহগেহাদিতে আসক্ত হইয়া থাকে। কাজেই তিনি বহির্মুখগণের উপর রুষ্ট না হইয়া তাহাদিগকে মায়ামুক্ত করিবার জন্যই সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকেন। তিনি যে যুগে যুগে এই বহির্মুখ জীবসমাকুল জড় জগতে তাঁহার সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ প্রকট করেন, তাহার কারণও একমাত্র বহির্মুখ জীবগণকে মুক্ত করা। তাঁহার ভক্তগণ ত নিরন্তর তাঁহার সেবা করিয়াই থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের জন্য শ্রীভগবানের কোন চিন্তা নাই; কিন্তু বহির্মুখ জীবগণ তাঁহাকে ভুলিয়া সংসারপাশে আবদ্ধ হইয়া নিরন্তর কামনা বাসনার কশাঘাত সহ্য করিতেছে বলিয়া, পরমকরুণাময় বিশ্বনিয়ন্তা শ্রীভগবান্ তাহাদের উদ্ধার করিবার জন্য নানাবিধ উপায় করিয়া থাকেন। তিনি যে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণকে বহির্মুখ জানিয়াও তাঁহাদের নিকটে শ্রীদামসুবলাদি গোপবালকগণকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহার কারণও তাঁহাদের উদ্ধারসাধন করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। যদিও যাজ্ঞিকব্রাহ্মণগণ, শ্রীসুদামসুবলাদি গোপবালকগণের কথায় কর্ণপাত করেন নাই এবং তাঁহাদের প্রার্থিত অন্নদান করিয়া তাঁহাদের প্রীতিবর্দ্ধনও করেন নাই, তথাপি তাঁহাদের সঙ্গ লাভ কখনও নিষ্ফল হইবে না; যাজ্ঞিকব্রাহ্মণগণ গোপবালকগণের সহিত বাক্যালাপ না করিলেও গোপবালকগণের দর্শনেই তাঁহাদের অনেক কল্যাণ হইয়াছে এবং ক্রমশঃ তাহা প্রকাশ পাইবে।

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের দুর্ব্যবহারে গোপবালকগণ অত্যন্ত দুঃখ এবং রুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ ও বলদেবের নিকটে কত কথাই বলিলেন, তাহা শুনিয়া বলদেব একটু বিচলিত হইলেন এবং কৃষ্ণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু তাহাতে ভক্তবৎসল দীনোদ্ধারী হরি একটুও বিচলিত হইলেন না—বরং তিনি একটু হাস্য করিলেন। তিনি যেন হাস্যভঙ্গিতে ইঙ্গিত করিলেন যে—ইতঃপূর্ব্বে ত বৃক্ষগণের প্রশংসা করিয়া তোমাদের বুঝাইয়া দিয়াছি যে—পরোপকার ব্রতনিষ্ঠ বৃক্ষগণ স্থাবর হইলেও তাহারা পরোপকারবিমুখ মনুষ্য অপেক্ষাও কোটি কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু তোমরা সে ভঙ্গি বুঝিতে পার নাই। স্বর্গাদি সুখভোগের লালসায় বিরাট্ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে কিংবা ঐহিক প্রতিষ্ঠাদি লাভের আশায় রাশি রাশি শাস্ত্র পাঠ করিলেই যে জীবের হৃদয় শোধন হয় না, তাহাই প্রত্যক্ষ দেখাইবার জন্য তোমাদিগকে যাজ্ঞিকব্রাহ্মণগণের নিকট পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা তাহাদের বহির্মুখতার দুরবস্থা দেখিয়াও তাহাদের উপর কৃপা না করিয়া রুষ্ট হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছ। যাহা হউক, তোমরা একবার কর্ম্মজড় ব্রাহ্মণগণকে দেখিয়া আসিয়াছ, আর একবার গিয়া তাহাদের ভক্তিমতী পত্নীগণকে দেখিয়া আইস। এই প্রকার নানা কথা মনে করিয়া ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ, গোপবালকগণের কথা শুনিয়া একটু হাস্য করিলেন ও বলিলেন—হে গোপবালকগণ। তোমরা অন্ন ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলে বটে, কিন্তু তোমরা

ভিক্ষার রীতি জান না। ভিক্ষুক যদি দাতার দুর্ব্যবহারে কষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার ভাগ্যে ভিক্ষাপ্রাপ্তি ঘটে না। ভিক্ষা করিতে হইলে সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের নিকটেই যাইতে হয় এবং সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ প্রায়ই সদ্ব্যবহারশীল হইতে পারে না। কাজেই ভিক্ষুকগণের এমন ক্ষমাশীল হইতে হয় যে—দাতার সকল প্রকার দুর্ব্যবহারই যেন অম্লানবদনে সহ্য করিতে পারা যায়। বিশেষতঃ পুরুষ হৃদয় স্বভাবতঃই একটু কঠিন হয় বলিয়া, সম্পৎশালী পুরুষগণ সম্পদের মোহে কঠিনতর হইয়া উঠে। কাজেই তাহাদের নিকট প্রার্থনা করিয়া কোনও যাচকের অভীষ্ট পূরণ হওয়া প্রায়ই দুর্ঘট হইয়া থাকে, কিন্তু যদি যাচকগণ তাহাদের দুর্ব্যবহারে রুষ্ট না হইয়া তাহাদের পত্নীগণের নিকট গমন করিয়া প্রার্থনা জানায়, তাহা হইলে স্বভাবকোমলহৃদয়া রমণীগণ, নিশ্চয়ই তাহাদের প্রার্থনা পূরণ করিয়া থাকেন। অতএব হে গোপবালকগণ! তোমরা যদি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের দুর্ব্যবহারে কষ্ট হইয়া ফিরিয়া না আসিয়া তাঁহাদের পত্নীগণের নিকট গিয়া অন্ন যাজ্ঞা করিতে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই করুণস্বভাবা ব্রাহ্মণপত্নীগণ তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিতেন। সুতরাং তোমরা যজ্ঞস্থল হইতে ফিরিয়া আসিয়া বড়ই ভুল করিয়াছ। এখন যদি আমরা এখান হইতে গৃহাভিমুখে গমন করি, তাহা হইলে আমাদের গৃহে উপস্থিত হইতে প্রায় অপরাহ্ণ অতীত হইয়া যাইবে। অতএব তোমরা আবার যজ্ঞস্থানে গমন কর এবং দয়াময়ী ব্রাহ্মণপত্নীগণের নিকট দাদা বলদেব সহ আমার আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন কর। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ যেমন যজ্ঞানুষ্ঠান ও বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞানের গর্ব্বে অন্ধ হইয়া তোমাদিগকে উপেক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের পত্নীগণ সেরূপ করিবেন না। তাঁহারা যদিও কোন দিন আমাকে দেখেন নাই, তথাপি তাঁহারা আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন, তাঁহাদের নিকট গিয়া যদি তোমরা কেবলমাত্র আমাদের আগমন বৃত্তান্ত জানাও, তাহা হইলে তাঁহারা তোমাদের প্রচুর পরিমাণে অন্নদান করিবেন। দয়াময়ী ব্রাহ্মণপত্নীগণের নিকট আমাদের ক্ষুধার কথা জানাইয়া অন্ন যাজ্ঞা করার প্রয়োজন হইবে না; এই মধ্যাহ্নকালে তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইলেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে আমরা ক্ষুধিত এবং তাঁহারা ক্ষণকালও বিলম্ব না করিয়া আমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য অযাচিতভাবেই প্রচুরতর অন্ন দান করিবেন। অতএব আর কালবিলম্ব না করিয়া তোমরা এখনই যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণের নিকটে গিয়া আমাদের আগমন বৃত্তান্ত জানাও। এখন প্রায় মধ্যাহ্নকাল অতীত, আমাদের সঙ্গে কিছু খাদ্যদ্রব্য নাই, এখানকার বনেও ফলমূলাদি কিছুই পাওয়া যায় না, সুতরাং যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণের নিকট গমন না করিলে আমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির আর কোনও উপায় নাই।

ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তচূড়ামণি ব্রাহ্মণপত্নীগণের নানাপ্রকার প্রশংসা করিয়া গোপবালকগণকে পুনরায় যজ্ঞস্থলে যাইতে অনুরোধ করিলে তাঁহারা কোন প্রকার আপত্তি কিংবা দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ পুনরায় যজ্ঞশালাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণ কৃষ্ণকে ভালবাসেন জানিয়া গোপবালকগণের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং সেখানে গেলেই প্রচুর পরিমাণে অন্ন পাওয়া যাইবে, এবং তাহা শ্রীকৃষ্ণকে খাওয়াইয়া তাঁহার ক্ষুধা নিবৃত্তি করা যাইবে—এই কথা মনে করিয়া আনন্দস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে গোপবালকগণ দ্রুত পদবিক্ষেপে যজ্ঞশালার দিকে অগ্রসর হইয়া অত্যল্প কালের মধ্যেই সেখানে উপনীত হইলেন এবং যে দিকে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন, সেদিকে দৃষ্টিপাতও না করিয়া একেবারে অন্তঃপুরে গমন করিলেন ও ব্রাহ্মণপত্নীগণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সারি সারি বিনীত ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন।

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ যে গ্রামে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছিলেন তাঁহারা সেই গ্রামেই বাস করিতেন এবং তাঁহারা সকলেই মথুরারাজধানীতে পৌরোহিত্য করিতেন। যজ্ঞানুষ্ঠানকালে সমস্ত ব্রাহ্মণগণই যজ্ঞস্থলে একত্র মিলিত হইতেন এবং তাঁহাদের পত্নীগণও একত্র মিলিত হইয়া যজ্ঞস্থলের পশ্চাদ্ভাগের নিভৃতস্থানে রন্ধনশালায় রন্ধন

করিতেন ও তাহা দ্বারা যজ্ঞের ব্রাহ্মণভোজনাদি নির্ব্বাহ হইত, প্রয়োজন মত যজ্ঞ কার্য্যেও তাহা ব্যবহৃত হইত। ব্রাহ্মণপত্নীগণ প্রত্যহই তাঁহাদের আবশ্যকীয় গৃহকার্য্য সমাপন করিয়া মধ্যাহ্নকালীন স্নানান্তে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান ও শঙ্খ সিন্দূরাদি সধবা রমণীগণের অবশ্য ব্যবহার্য্য অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া পাকশালার অলিন্দে উপবেশন করিতেন এবং সকলে মিলিয়া মনের সুখে কৃষ্ণকথালাপ করিতেন। তাঁহারা যদিও কোন দিন কৃষ্ণকে দর্শন করেন নাই কিংবা সেই অন্তঃপুরচারিণী পতিসেবাপরায়ণা পরমসুশীলা ব্রাহ্মণীগণের পক্ষে বৃন্দাবনে গিয়া কৃষ্ণদর্শন করা সম্ভবপর হইত না; অথবা কৃষ্ণের কোনদিন গোচরণার্থ এই মথুরা সীমান্ত প্রদেশে আগমন হয় নাই, তথাপি ব্রাহ্মণপত্নীগণ লোকের মুখে কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য লীলা-বিলাসাদির কথা শুনিয়া মনে মনে তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন গৃহকার্য্য করিতেন, তখন মনে মনে কৃষ্ণ-কথাই ভাবনা করিতেন এবং যখন অবসর পাইতেন তখন সকলে মিলিয়া পরস্পর কৃষ্ণকথারই আলাপন করিতেন এবং এ জন্মে আর কৃষ্ণচরণ দর্শন হইল না বলিয়া সর্ব্বদাই কাতর হইতেন। ভক্তবৎসল ব্রজরাজনন্দন এই সমস্ত ভক্তচূড়ামণি ও কৃষ্ণদর্শনাকাঙ্ক্ষিণী ব্রাহ্মণরমণীগণকে কৃতার্থ করিবার জন্যই আজ এই মথুরা সীমান্ত প্রদেশে অশোক কাননে গোচারণ করিতে আসিয়াছেন এবং তাঁহাদের মনোরথ পূরণ করিবার জন্য অন্ন ভিক্ষাচ্ছলে গোপবালকগণকে তাঁহাদের নিকটে পাঠাইয়া দিয়া নিজের আগমনবার্ত্তা জানাইয়াছেন।

গোপবালকগণ যখন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণের নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখনও তাঁহারা রন্ধন ও মধ্যাহ্ন-কালীন স্নানাদি সমাপন করিয়া সকলে মিলিয়া কৃষ্ণকথালাপ করিতেছিলেন। গোপবালকগণ তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেও তাঁহারা কৃষ্ণকথাবেশে আত্মহারা হইয়া তাহা ধারণা করিতে পারেন নাই। গোপবালকগণ তাঁহাদের এই প্রকার কৃষ্ণকথাভিনিবেশ দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, হে দ্বিজপত্নীগণ! আপনাদের চরণে প্রণাম করি। গোপবালকগণের মধুর কণ্ঠধ্বনি কর্ণগোচর হইবা-মাত্র ব্রাহ্মণপত্নীগণের হৃদয়ে যেন কি এক অভিনব ভাবের আবির্ভাব হইল এবং সকলেই সচকিতে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে গুঞ্জ, বেত্র, বিষাণ, বেণু, নূপুর ও বনমালাদিতে পরিশোভিত অসংখ্য গোপবালক তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান। তাঁহারা মনে করিলেন, আমরা কি কৃষ্ণকথালাপ করিতে করিতে কোনও অপ্রাকৃত আনন্দ রাজ্যে উপস্থিত হইলাম। ইহারা কে? এমন ভুবনমোহন মূর্ত্তি ত কোন দিন দেখি নাই। কৃষ্ণের যেমন বেশভূষাদির কথা লোকমুখে শুনিয়াছি, ইহাদের বেশভূষাও ত দেখিতেছি ঠিক সেইরূপ। তবে কি ইহারা কৃষ্ণেরই কেহ হইবে? তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে আজ আমাদের জীবন ধন্য হইল, কেননা আমাদের ভাগ্যে কোন দিন কৃষ্ণদর্শন ত ঘটেই নাই, কোনও দিন যে ঘটিবে তাহারও কোনও সম্ভাবনা নাই, অতএব এই কৃষ্ণ-দর্শন-সৌভাগ্যবিহীন ব্যর্থজীবনে যদি যাহার সঙ্গে কৃষ্ণের কোনও সম্বন্ধ আছে, তাহাদেরও দেখিতে পাই, তাহা হইলে সেই সৌভাগ্যবলে কোনও না কোনও দিন অন্ততঃ জন্মান্তরেও কৃষ্ণদর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিব। ব্রাহ্মণপত্নীগণ মনে মনে এই প্রকার নানাবিধ সম্ভাবনা করিতেছেন এবং অনিমিষনয়নে গোপবালকগণের দিকে চাহিয়া আছেন, এমন সময় গোপবালকগণ বলিলেন, হে ব্রাহ্মণপত্নীগণ! আমাদের ব্রজরাজনন্দন কৃষ্ণ, গোচারণ করিতে করিতে ঐ সম্মুখস্থ অশোককাননে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং তিনি আমাদের এখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তিনি অন্য কোন দিনই এত দূরদেশে গোচারণ করিতে আসেন না; আজ হঠাৎ বনশোভা দেখিতে দেখিতে বনাভ্যন্তর মধ্যপথে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করায় শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব ও সমস্ত গোপবালকগণ অত্যন্ত শ্রান্ত ও ক্ষুধিত হইয়া পড়িয়াছেন। সেই জন্য আপনাদের নিকট আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন, আপনারা যদি কিছু অন্ন দান করেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব এবং

শ্রুত্বাচ্যুতমুপায়াতং নিত্যং তদ্দর্শনোৎসুকাঃ। তৎকথাক্ষিপ্তমনসো বভূবুর্জাতসম্ভ্রমাঃ॥ ১৮
চতুর্ব্বিধং বহুগুণমন্নমাদায় ভাজনৈঃ। অভিসস্রুঃ প্রিয়ং সর্ব্বাঃ সমুদ্রমিব নিম্নগাঃ॥ ১৯
নিষিধ্যমানাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ। ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে দীর্ঘশ্রুতধৃতাশয়াঃ॥ ২০

তাঁহাদের সঙ্গে গোপবালকগণেরও ক্ষুধা নিবৃত্তি হইতে পারে। আমরা বনে বনে কত অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু কোন বনেই ফলবান্ বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম না, সেজন্য ক্ষুধায় কাতর হইয়া আপনাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। গোপবালকগণ, এইরূপ অসঙ্কুচিতচিত্তে ব্রাহ্মণপত্নীগণের নিকট অন্ন যাঞ্চা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। কিন্তু তাঁহারা যখন ব্রাহ্মণগণের নিকট অন্ন যাঞ্চা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের ভাব দেখিয়া মনে হয়, তাঁহারা কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের জন্যই অন্ন যাঞ্চা করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণপত্নীগণের কৃষ্ণানুরাগ দেখিয়া কৃষ্ণপার্ষদ গোপবালকগণ তাঁহাদের পরমাত্মীয়রূপে ধারণা করিলেন, সেজন্য তাঁহারা সর্ব্ববিধ লজ্জা সঙ্কোচাদি পরিত্যাগ করিয়া সকলের জন্যই অন্ন যাঞ্চা করিলেন॥ ১৩—১৭

অন্বয়ঃ।—তৎকথাক্ষিপ্তমনসঃ ( তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য কথয়া নামরূপগুণলীলাদি-বার্ত্তয়া আক্ষিপ্তানি আহৃতানি মনাংসি যাসাং তথাভূতাঃ, অথবা তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য কথয়া গোপবালকমুখাৎ শ্রুতয়া বুভুক্ষাবার্ত্তয়া আক্ষিপ্তানি তিরস্কৃতানি মনাংসি যাসাং তথাভূতাঃ) নিত্যং তদ্দর্শনোৎসুকাঃ ( সর্ব্বদৈব শ্রীকৃষ্ণদর্শনোৎকণ্ঠয়া-পরমব্যাকুলাঃ ব্রাহ্মণপত্ন্যঃ ) অচ্যুতং ( শ্রীকৃষ্ণং) উপায়াতং (নিকট এব সাক্ষাদাগতং) শ্রুত্বা, জাতসম্ভ্রমাঃ (সঞ্জাতমনোমহোৎসবা, বভূবুঃ ) ॥ ১৮

**মূলানুবাদ**।—দ্বিজপত্নীগণ পূর্ব্ব হইতেই শ্রীকৃষ্ণকথায় আকৃষ্টচিত্তা এবং সর্ব্বদাই কৃষ্ণদর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিতা ছিলেন। সম্প্রতি গোপবালকগণের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া তাঁহারা একেবারে পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন॥ ১৮॥

**শ্রীধরটীকা**।—তৎকথাক্ষিপ্তমনস্ত্বাৎ তদ্দর্শনোৎসুকাঃ। অতএব তমুপাগতং শ্রুত্বা জাতসম্ভ্রমা বভূবুঃ ১৮॥

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—হৃদয়াৎ কদাচিদপি ন চ্যুতো ভবতীত্যচ্যুতস্তম্ উপায়াতং সমীপ এব সাক্ষাদায়াতম্। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা। বিশেষতশ্চ তৎকথয়া তস্য বুভুক্ষাবার্ত্তয়াক্ষিপ্তমনসঃ॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—নিম্নগাঃ ( নদ্যঃ ) সমুদ্রমিবঃ (সাগরমিব, নদ্যো যথা সমুদ্রং প্রতি অপ্রতিবদ্ধাঃ সত্যো ধাবন্তি তদ্বৎ ) উত্তমঃশ্লোকে ( বিবিধবিচিত্রলীলাযশঃশালিনি ) ভগবতি ( সর্ব্বৈশ্বর্য্যনিধানে শ্রীব্রজরাজনন্দনে ) দীর্ঘশ্রুতধৃতাশয়াঃ (দীর্ঘশ্রুতেন বহুকালং ব্যাপ্য শ্রীকৃষ্ণস্য নামরূপগুণলীলাদি-কথা-শ্রবণেন ধৃতাঃ তস্মিন্নেব সমর্পিতাঃ আশয়াঃ চিত্তবৃত্তয়ো যাসাং তাঃ) সর্ব্বাঃ (সর্ব্বা এব দ্বিজপত্ন্যঃ) পতিভিঃ ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ (ভ্রাতৃভিঃ বন্ধুভিশ্চ) নিষিধ্যমানাঃ (পুনঃ পুনঃ নিবার্য্যমানা অপি) ভাজনৈঃ (স্বর্ণাদিপাত্রৈঃ কৃত্বা) বহুগুণং (বহবো গুণাঃ ঔষ্ণ্য-শৈত্য-মার্দ্দব-সৌরভ্যাদয়ো যত্র তাদৃশং) চতুর্ব্বিধং (চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয়ভেদৈঃ চতুর্ব্বিধং) অন্নম্ আদায় ( গৃহীত্বা ) প্রিয়ং -(প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়তমং শ্রীকৃষ্ণং) অভিসস্রুঃ (অভিজগ্মুঃ ) ॥ ১৯।২০

**মূলানুবাদ**।—নিরন্তর ব্রজরাজনন্দনের অসমোর্দ্ধ রূপ-গুণ-সৌন্দর্য্যাদি যশঃ শ্রবণে তাঁহাতে সমর্পিতচিত্তা দ্বিজপত্নীগণ, তাঁহাদের পতি, পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুগণের পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও, নদী যেমন সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হয়, সেইরূপ সর্ব্ববাধা অগ্রাহ্য করিয়া চর্ব্ব্য চুষ্যাদি চতুর্ব্বিধ সুরসাল অন্নাদিপূর্ণ ভোজনপাত্র লইয়া পরম প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে ধাবিত হইলেন॥ ১৯।২০॥

**শ্রীধরটীকা**।—ভোক্ষ্যভোজ্যলেহ্যচোষ্যভেদৈশ্চতুর্ব্বিধম্। বহুগুণং সংস্কারবিশেষৈর্ব্বহবো গুণা রসসৌরভ্যাদয়ো যস্মিংস্তং। ভাজনৈঃ পাত্রৈর্ভাণ্ডৈর্ব্বা পত্যাদিভির্ব্বার্য্যমাণা অপি প্রিয়ং শ্রীকৃষ্ণম্ অভিসস্রুঃ অভিজগ্মুঃ।

যমুনোপবনেঽশোকনবপল্লবমণ্ডিতে। বিচরন্তং বৃতং গোপৈঃ দদৃশুঃ সাগ্রজং স্ত্রিয়ঃ ॥ ২১

শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ-ধাতুপ্রবালনটবেশমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং কর্ণোৎপলালক-কপোলমুখাব্জহাসম্ ॥ ২২

অপ্রতিবন্ধে দৃষ্টান্তঃ, সমুদ্রং নিমগ্না নদ্য ইবেতি ॥ ১৯ ॥ অত্র হেতুঃ ভগবতীতি। দীর্ঘং বহুকালং শ্রুতেন শ্রবণেন ধৃত আশয়ো যাভিস্তাঃ ॥ ২০ ॥

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—চতুরিতি যুগ্মকম্। ভাজনৈঃ ভোজনপাত্রৈঃ পাকপাত্রৈর্বা কৃত্বা অন্নোপহৃতাদিস্থিত্যর্থং সম্ভ্রমাদেব বা অভিসম্রব্রিত্যাদিনা তদেকাভিমুখং সূচিতম্। টীকায়াং ভক্ষ্যং চর্ব্ব্যং চোষ্যম্ ইতি। পতিভিরিত্যাদিকং যথা নিকটং জ্ঞেয়ম্। নিষিধ্যমানা ইতি তস্মৈ দেয়ঞ্চেদন্নং প্রস্থাপ্যতাং, স্বয়ন্তু মা যাতেতি তাসাং গমনমেব বর্জ্যতে স্ম ইত্যর্থঃ। শ্রীভগবতা তদন্নস্বীকারাৎ ॥ ১৯।২০ ॥

**অন্বয়ঃ।**—স্ত্রিয়ঃ (দ্বিজপত্ন্যঃ) অশোকনবপল্লবমণ্ডিতে (অশোকানাং তন্নামকবৃক্ষাণাং নবপল্লবৈঃ নবোদ্গতপত্রৈঃ মণ্ডিতে সুশোভিতে) যমুনোপবনে (যমুনাসমীপবর্ত্তিনি বনে) বিচরন্তং (বিবিধমনোরমভঙ্গিবিশেষেণ ক্রীড়ন্তং) গোপৈঃ (গোপবালকৈঃ) বৃতং (পরিবেষ্টিতং) সাগ্রজং (বলদেবসহিতং) শ্যামং (দিব্যাতিদিব্যনীলকান্তমণিবৎ শ্যামলাঙ্গং) হিরণ্যপরিধিং (হিরণ্যবৎ পরিধিঃ পরিধানং যস্য, তং পীতাম্বরমিত্যর্থঃ) বনমাল্যবর্হ-ধাতুপ্রবাল-নটবেশং (বনমাল্যৈঃ বনজকুসুমগ্রথিতমাল্যৈঃ আপাদলম্বিমাল্যৈর্বা, বর্হৈঃ চূড়াগ্রবর্ত্তীময়ূরপুচ্ছৈঃ, ধাতুভিঃ গৈরিকাদিভিঃ প্রবালৈঃ নবপল্লবৈশ্চ রচিতো নটবেশো যস্য তং) অনুব্রতাংসে (অনুব্রতস্য নিরন্তরপার্শ্ববর্ত্তি-গোপবালক-বিশেষস্য অংসে স্কন্ধদেশে) বিন্যস্তহস্তং (বিনিহিত-বামবাহুমূলং) ইতরেণ (দক্ষিণেন হস্তেন) অব্জং (লীলাকমলং) ধুনানং (ঘূর্ণয়ন্তং) কর্ণোৎপলালক-কপোল-মুখাব্জহাসং (কর্ণয়োঃ উৎপলে যস্য তং, কপোলয়োঃ অলকাঃ যস্য তং, মুখাব্জে হাসো যস্য তঞ্চ শ্রীকৃষ্ণং) দদৃশুঃ (দূরাদেব দৃষ্টবত্যঃ) ॥ ২১ ॥

**মূলানুবাদ।**—দ্বিজপত্নীগণ যমুনাতীরবর্ত্তী নব নব অশোক-পল্লব-পরিশোভিত কাননভূমিতে, বলদেব ও গোপবালকগণ সহ বিবিধ বিচিত্র ক্রীড়াপরায়ণ, ইন্দ্রনীলমণিবৎ শ্যামলবর্ণ, পীতবসনপরিহিত, বনমালা, ময়ূরপুচ্ছ, গৈরিকধাতু ও নবপল্লবাদি দ্বারা সুরচিত নটবরবেশধারী, পার্শ্বস্থিত গোপবালকস্কন্ধে বাম বাহুমূল ন্যস্ত করিয়া দক্ষিণ হস্তে লীলাকমল সঞ্চালন-পরায়ণ, দুই কর্ণে উৎপল, দুই কপোলে অলকরাজি ও মুখকমলে মধুর হাস্য পরিশোভিত ব্রজরাজনন্দনকে দর্শন করিলেন ॥ ২১।২২

**শ্রীধরটীকা।**—তথা গতাঃ সত্যো দদৃশুঃ ॥ ২১ ॥ হিরণ্যবৎ পরিধিঃ পরিধানং যস্য তং পীতাম্বরমিত্যর্থঃ। বনমাল্যৈর্বর্হৈর্ধাতুভিঃ প্রবালৈশ্চ নটবদ্বেষো যস্য তম্। অনুব্রতস্য সখ্যুরংসে বিন্যস্তো নিহিতো হস্তো যেন তম্। ইতরেণ হস্তেন লীলয়া অব্জং ধুনানং ভ্রাময়ন্তম্। কর্ণয়োরুৎপলে যস্য, অলকাঃ কপোলয়োর্যস্য, মুখাব্জে হাসো যস্য তঞ্চ তঞ্চ তঞ্চ ॥ ২২

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—যমুনেতি যুগ্মকম্। দদৃশুঃ কৃষ্ণমিতি শেষঃ। ন তিষ্ঠতি শোকো যস্মাদিতি শ্লেষেণ তস্য বনস্য তাসাং তদপ্রাপ্তিশোকহারিত্বঞ্চ ধ্বনিতম্। বিচরন্তং ক্রীড়ন্তং গোপৈস্তত্রৈব স্থিতৈঃ অন্যৈর্বৃতমিতি শোভাবিশেষঃ সূচিতঃ। কিম্বা বৃতমপি দদৃশুঃ, তস্যৈবাধিকং প্রকাশমানত্বাৎ। সাগ্রজমিতিসর্ব্বসুন্দরাত্ততোঽপি তস্য সৌন্দর্য্যবিশেষং জ্ঞাপয়তি, অগ্রজেন সহেতি বিগ্রহে সহার্থযোগে তৃতীয়য়া অপ্রধানে বিহিতত্বাৎ। স্ত্রিয় ইতি তৎপত্নীনামভাগ্যং সূচিতম্ ॥ ২১ ॥ হিরণ্যপরিধিং নটবেশমিতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ সুবর্ণরসরঞ্জিতভক্তিচ্ছেদকুঞ্চিতকটিবেষ্টনবস্ত্রং নটোচিতমেব। বনমাল্যং বনসম্বন্ধিমাল্যং বন্যবিবিধপুষ্পৈরচিতম্। দক্ষিণবামস্কন্ধাদাবভ্য বৈকক্ষিকদ্বয়ং বর্হাণি প্রবালাশ্চ

প্রায়ঃ শ্রুতপ্রিয়তমোদয়কর্ণপূরৈর্যস্মিন্নিমগ্নমনসস্তমথাক্ষিরন্ধ্রৈঃ।
অন্তঃ প্রবেশ্য সুচিরং পরিরভ্য তাপং, প্রাজ্ঞং যথাভিমতয়ো বিজহুর্নরেন্দ্র॥ ২৩
তাস্তথা ত্যক্তসর্ব্বাশাঃ প্রাপ্তা আত্মদিদৃক্ষয়া। বিজ্ঞায়াখিলদৃগ্‌দ্রষ্টা প্রাহ প্রহসিতাননঃ॥ ২৪

মৌলিভূষনানি ধাতবঃ সৌগন্ধিকনাম্নঃ কাম্যকবনপর্ব্বতবিশেষাল্লব্ধাশ্চিত্রাঙ্গতয়া রচিতাঃ তৈর্নটবেশধরম্। অনুব্রতস্য নিরন্তরপার্শ্বস্থিতসখিবিশেষস্য স্কন্ধে বিন্যস্তহস্তম্। ইতরেণ দক্ষিণহস্তেন লীলাকমলং ভ্রাময়ন্তম্। কর্ণোৎপলয়োরলকানাং কপোলয়োর্মুখাব্জস্য চ হাসঃ প্রকাশো যত্র তমিতি॥ ২২

অন্বয়ঃ।—নরেন্দ্র (হে রাজন্!) প্রায়ঃ শ্রুতপ্রিয়তমোদয়কর্ণপূরৈঃ (প্রায়ঃ বহুশঃ শ্রুতাঃ আকর্ণিতাঃ যে প্রিয়তমস্য উদয়াঃ রূপগুণাদ্যুৎকর্ষাঃ ত এব কর্ণপূরাঃ কর্ণৌ পূরয়ন্তি বৃথার্থৌ কুর্ব্বন্তী তথা তৈঃ, কর্ণাভরণরূপৈরিতি বা) যস্মিন্ (শ্রীকৃষ্ণে) নিমগ্নমনসঃ (আবিষ্টচিত্তাঃ দ্বিজপত্ন্যঃ) তং (চিত্তাকর্ষকং শ্রীকৃষ্ণং) অথ (যমুনাতীরে আগমনানন্তরং সদ্য এব) অক্ষিরন্ধ্রৈঃ (লোচনদ্বারৈঃ) অন্তঃ (হৃদয়াভ্যন্তরে) প্রবেশ্য সুচিরং (স্বচ্ছন্দেনৈব) দৃঢ়ং পরিরভ্য (অন্তরেবালিঙ্গ্য) প্রাজ্ঞং (সুষুপ্তিসাক্ষিণং চৈতন্যং প্রাপ্য) অভিমতং যথা (অহং বৃত্তয়ঃ ইব) তাপং (শ্রীকৃষ্ণবিরহজং তাপং) বিজহুঃ (নিঃশেষং ত্যক্তবত্যঃ)॥ ২৩

মূলানুবাদ।—দ্বিজপত্নীগণ, নিরন্তর যে-প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাসৌন্দর্য্যাদি কথাই কর্ণের আভরণস্বরূপ করিয়াছিলেন এবং যাঁহাতে তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি সর্ব্বদাই নিমগ্ন থাকিত, সেই শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া তাঁহারা নয়নদ্বারা তাঁহাকে হৃদয়ে প্রবিষ্ট করাইলেন এবং অন্তরে অন্তরে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, অহং মমাভিমানযুক্ত জীবগণ যেমন সুষুপ্তিকালে সর্ব্ববিধ তাপমুক্ত হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণবিরহজনিত তাপ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন॥ ২৩

শ্রীধরটীকা।—বৃত্তেরপি লয়েন সামরস্যমাহ প্রায় ইতি। বহুশঃ শ্রুতা যে প্রিয়তমস্যোদয়া উৎকর্ষাঃ ত এব কর্ণপূরাঃ কর্ণৌ পূরয়ন্তি বৃতার্থৌ কর্ব্বন্তীতি তথা তৈঃ কর্ণাভরণৈরিতি বা। যস্মিন্ কৃষ্ণে নিমগ্নমনস আবিষ্টচেতসস্তং লোচনদ্বারৈরন্তঃ প্রবেশ্য সুচিরমুপগুহ্য তাপং জহুঃ। অভিমতয়োঽহংবৃত্তয়ঃ প্রাজ্ঞং সুষুপ্তিসাক্ষিণং পরিরভ্য তস্মিন্ লয়ং প্রাপ্য যথেতি॥ ২৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অথানন্তরং সদ্য এবাক্ষিরন্ধ্ররূপগ্রহণে সাধক-তমনেত্ররন্ধ্রেন্দ্রিয়ৈর্দ্বারভূতৈরন্তর্মনসি প্রবেশ্য তেনৈব মনসা সুচিরং পরিরভ্য লজ্জয়া নেত্রাণি তানি দ্বারাণীবাবৃণ্বানাঃ স্বাচ্ছন্দ্যেন তস্মিন্নিলীয়েত্যর্থঃ। তাপং তদস্পর্শজং ক্লেশং বিজহুঃ। বিশব্দেন পুনস্তদাপাতো নিরস্তঃ। হা ন স্পৃষ্টোঽসাবিত্যংশস্য ধ্বংসাৎ। অন্যৈস্তৈঃ। তত্র সামরস্যং যথাপূর্ব্বরসত্বমিত্যর্থঃ। বৃত্তেরপীতি বহির্বৃত্তেরপীত্যর্থঃ। যদ্বা। অভিপ্রায়াঽভিমুখী মতির্যেষাং তে যথা প্রাজ্ঞং পরমভাগবতং পরিরভ্য নেত্রাদিভিরাশ্লিষ্য তাপং সর্ব্বং জহতি তদ্বৎ॥ ২৩॥

অন্বয়ঃ।—অখিলদৃগ্‌দ্রষ্টা (অখিলানাং সর্ব্বেষামেব দৃশাং সর্ব্ববুদ্ধীনাং দ্রষ্টা পরমাত্মরূপেণ সাক্ষী শ্রীকৃষ্ণঃ) আত্মদিদৃক্ষয়া (স্বস্যৈব দর্শনেচ্ছয়া) তক্ত্যসর্ব্বাশাঃ (ত্যক্তৈহিকপারলৌকিকসুখসম্পদঃ) তাঃ (দ্বিজপত্ন্যঃ) তথা (পরমানুরাগেণ) প্রাপ্তাঃ (সন্নিকটমাগতাঃ) বিজ্ঞায় প্রহসিতাননঃ (স্মিতমুখঃ সন্) প্রাহ (তাঃ প্রতি বক্ষ্যমাণং বাক্যমাহ)॥ ২৪॥

মূলানুবাদ।—অখিল-জীবান্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ, দ্বিজপত্নীগণকে তাঁহারই চরণদর্শনাকাঙ্ক্ষায় সর্ব্বত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকটে আগমন করিতে দেখিয়া সহাস্য বদনে বলিলেন॥ ২৪

শ্রীধরটীকা।—অখিলদৃগ্‌দ্রষ্টা সর্ব্ববুদ্ধিসাক্ষী তাস্তথা প্রাপ্তা বিজ্ঞায়াপি তথেত্যেতদ্বিবৃণোতি। ত্যক্তসর্ব্বাশাঃ ত্যক্তাঃ সর্ব্বা আশা যাভিস্তাঃ কেবলমাত্মনঃ স্বস্যৈব দিদৃক্ষয়েতি॥ ২৪

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ।—আত্মদিদৃক্ষণেতি প্রথমং তন্মাত্রাভিলাষাৎ অখিলদৃশাং সর্ব্ববুদ্ধীনাং দ্রষ্টা সাক্ষীতি বিজ্ঞানেত্যত্র হেতুঃ । যদ্বা । অখিলদৃশাং বুদ্ধ্যাদি দ্রষ্টৄণাং জীবানামপি দ্রষ্টা । প্রহসিতাননম্ ইতি মাধুর্য্যময়-বঞ্চনাচাতুর্য্যন্ ॥ ২৪

শ্রীভাগবতভাগ্যতবর্ষিণী ।—গোপবালকগণের মুখে শ্রীকৃষ্ণের আগমনবার্ত্তা এবং ক্ষুধিত হইয়া অন্ন বাঞ্চার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণপত্নীগণের যে কি অবস্থা হইল, তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই। তাঁহারা যেদিন প্রথম কৃষ্ণনাম শুনিয়াছেন ও কৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীলাদির কথা শুনিয়াছেন, সেই দিন হইতেই কৃষ্ণ যেন তাঁহাদের হৃদয়ে লীন হইয়া আছেন। তাঁহারা সেইদিন হইতেই এক নিমেষের জন্যও কৃষ্ণকথা ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহারা অভ্যাসবশতঃ ও কর্ত্তব্য জ্ঞানের অধীন হইয়া দেহ দৈহিকাদির সেবা করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মনঃ প্রাণ সর্ব্বদাই কৃষ্ণচরণেই সমর্পিত থাকে। তাঁহাদের হৃদয়ে সর্বদাই অচ্যুতভাবে অবস্থান করিয়াই যেন কৃষ্ণ তাঁহার অচ্যুত নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। ব্রাহ্মণপত্নীগণ তাঁহাদের হৃদয়ে অচ্যুতভাবে সর্ব্বদা অবস্থিত কৃষ্ণকে পাইয়াও যেন সন্তুষ্ট হইতে পারেন না ; সেইজন্য তাঁহারা একবার তাঁহাকে নয়নে দেখিবার জন্য সর্বদাই উৎসুক, কিন্তু কি ভাবে যে তাঁহাদের সেই বাসনা পূর্ণ হইবে, তাহা তাঁহারা ধারণা করিতে পারেন না। কৃষ্ণকে ধ্যানযোগে হৃদয়াসনে বসাইতে পারিলেই অনেক যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ তাঁহাদের সাধনার চরম ফললাভ হইবে মনে করিয়া চিরতরে কৃতার্থ হইতে পারেন বটে, কিন্তু তাহাতে ভক্তের তৃপ্তিসম্পাদন হয় না। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণ তাঁহাকে নয়ন ভরিয়া দেখিতে চান এবং সাক্ষাৎ চরণসেবন করিবার জন্য সর্ব্বদাই লালায়িত থাকেন। সেজন্য ভক্তচূড়ামণি ব্রাহ্মণপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদা ধ্যান-যোগে হৃদয়ে অনুভব করিলেও তাঁহারা সাক্ষাৎ কৃষ্ণ দর্শনের জন্য সকল সময়েই উৎকণ্ঠিত থাকেন এবং সকলে মিলিয়া সর্ব্বদা নানাভাবে কৃষ্ণের কথাই আলাপন করিয়া থাকেন। কৃষ্ণকথালাপ করিতে করিতে তাঁহাদের চিত্ত এমনই বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠে যে তাঁহারা মনে করেন, এই ছার কুল, শীল, ধৈর্য্য লজ্জাদির মোহে পড়িয়া নিরন্তর কৃষ্ণবিরহ ভোগ করিয়া আমাদের কি লাভ হইতেছে, আমরা কুলশীলাদিতে জলাঞ্জলি দিয়া এখনই কৃষ্ণচরণ নিকটে উপস্থিত হইব এবং চিরতরে সেই চরণে আত্মসমর্পণ করিব। আবার কি যেন এক প্রতিবন্ধকতায় পড়িয়া তাঁহাদের তাহা করা হয় না এবং "এ জীবনে আমাদের ভাগ্যে কৃষ্ণদর্শন ঘটিল না" বলিয়া তাঁহারা অশ্রুজলে বক্ষ প্লাবিত করেন।

কৃষ্ণানুরাগিণী, কৃষ্ণচরণদর্শনাকাঙ্ক্ষিণী ব্রাহ্মণরমণীগণের এই ভাবের তরঙ্গে জীবনের কতক্ষণ, কত দণ্ড, কত প্রহর, কত দিন ও কত মাস সংবৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু তাঁহাদের কৃষ্ণচরণ দর্শনের ভাবনা ও কল্পনা এ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কিন্তু কোনও ভক্তের ঐকান্তিক ভাবনা কিংবা কল্পনা কখনও ব্যর্থ হয় না, ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ কোন না কোনও ভাবে তাহা নিশ্চয়ই সফল করিয়া থাকেন। তাই আজ গোচারণচ্ছলে ব্রজের কৃষ্ণ মথুরা-সীমান্ত-প্রদেশে উপস্থিত হইয়াছেন এবং অনুরাগিণী ব্রাহ্মণপত্নীগণকে দর্শন দেওয়ার জন্য ব্যাকুল হইয়া অন্নভিক্ষাচ্ছলে গোপবালকগণকে সেখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন। ব্রাহ্মণরমণীগণ যখন শুনিলেন যে, তাঁহাদের চির আকাঙ্ক্ষিত ধন ব্রজরাজনন্দন তাঁহাদের বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী স্থানে আসিয়াছেন এবং ক্ষুধিত হইয়া তাঁহাদেরই নিকট অন্নযাঞা করিতেছেন, তখন যে তাঁহারা কি করিবেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া একেবারে অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন যে—প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুধিত হইয়া অন্ন যাঞা করিতেছেন, অতএব আগে গোপবালকগণ দ্বারা অন্ন পাঠাইয়া দিই, তাহার পর অন্য যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতেছি। আবার মনে করিতেছেন যে—গোপবালকগণ অন্ন লইয়া কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেই যদি তিনি গোচারণ করিতে করিতে কোনও দূরবর্ত্তিস্থানে চলিয়া যান, তাহা হইলে আমাদের ভাগ্যে আর তাঁহার চরণদর্শন ঘটিবে না—অতএব আগে একবার নয়ন ভরিয়া কৃষ্ণবদন দেখিয়া আসি, তাহার পর গোপবালকগণ দ্বারা প্রচুর পরিমাণে অন্ন পাঠাইয়া দিব। আবার পরক্ষণেই

তাঁহারা মনে করিলেন যে আমাদের প্রাণের প্রাণ ব্রজরাজনন্দন ক্ষুধাক্লিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন, আর আমরা আত্মসুখের লালসায় আগে তাঁহাকে দেখিতে যাইব, ইহা কি সম্ভব ? অতএব ব্রজরাজনন্দনের ক্ষুধা নিবৃত্তি এবং আমাদের তাঁহার চরণদর্শন এই দুই কার্য্যই যাহাতে একই সময়ে সংঘটিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলেই সর্ব্বতোভাবে আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ হইতে পারে। এই কথা মনে করিয়া কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রাহ্মণরমণীগণ তৎক্ষণাৎ পাকশালায় প্রবেশ করিলেন এবং স্বর্ণপাত্রে করিয়া বিবিধ অন্ন ব্যঞ্জনাদি ও চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয়াদি যত কিছু সুখাদ্য দ্রব্য তাঁহাদের ভাণ্ডারে ছিল, তাহা থরে থরে সাজাইয়া লইলেন এবং প্রাণবল্লভ ব্রজরাজনন্দনের চরণারবিন্দ দর্শন ও তাঁহাকে অন্নদান এই উভয় কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য সেই অন্তঃপুরচারিণী ব্রাহ্মণরমণীগণ কৃষ্ণানুরাগের প্রবল বন্যায় ভাসিতে ভাসিতে গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। গৃহ হইতে নির্গমনকালে তাঁহাদের ধৈর্য্য লজ্জা কুল শীল মান ভয়াদির কথা সমস্ত ভুল হইয়া গেল। নদী যখন পর্ব্বতগুহা হইতে নির্গত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হয়, তখন সে যেমন কোনও বাধা বিঘ্ন না মানিয়া, অপথ বিপথ বিচার না করিয়া, গন্তব্য পথের খবর না লইয়া কেবল তর তর বেগে অগ্রসর হয় এবং তাহার মনে তখন সমুদ্রের সহিত-মিলনাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত আর কোন আকাঙ্ক্ষাই থাকে না, সেইরূপ কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রাহ্মণ-রমণীগণও যখন কৃষ্ণসমুদ্রে মিলিত হইবার জন্য ধাবিত হইলেন, তখন তাঁহারা কোথায় কৃষ্ণ আছেন, কোন্ পথে গেলে কৃষ্ণের নিকট যাওয়া যাইবে, অন্তঃপুরচারিণী রমণী হইয়া কুল শীলাদি বিসর্জ্জন দিয়া কেমন করিয়া ঘরের বাহির হইবেন ইত্যাদি প্রকার কোন বিবেচনা না করিয়া অন্নপাত্র মাথায় লইয়া ভাবাবেশে স্খলিত চরণে, উদ্ভ্রান্তগতিতে সারি সারি হইয়া কৃষ্ণের উদ্দেশে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গোপবালকগণ তাঁহাদের পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মণ-রমণীগণের অভূতপূর্ব্ব ভাবের গতি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং ধীরে ধীরে তাঁহাদের পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রাহ্মণরমণীগণ যখন কৃষ্ণের নিকট যাইবার জন্য অন্নপাত্র মাথায় করিয়া অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইলেন এবং দ্রুতগতিতে যমুনাতীরস্থ অশোক কাননের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞশালা হইতে তাঁহাদের এই অসম্ভব কার্য্য দেখিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার। যে সমস্ত কুলধর্ম্মনিরতা এবং পতিব্রতা ব্রাহ্মণ-রমণীগণ, স্বপ্নেও কোনদিন অন্তঃপুরের বাহিরে যায় নাই, আজ তাহারা অন্নপাত্র মাথায় করিয়া দ্রুতগতিতে যমুনাতীরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে কেন ? তাহার পর তাঁহারা দেখিলেন যে অসংখ্য গোপবালকগণও ব্রাহ্মণ-রমণীগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যমুনাভিমুখে যাইতেছে। তখন আর তাঁহাদের প্রকৃত ঘটনা বুঝিতে বাকি রহিল না, তাঁহারা মনে করিলেন যে গোপবালকগণ আমাদের নিকট অন্নযাঞা করিয়া অন্ন পায় নাই, সেজন্য তাহারা অন্তঃপুরে গিয়া ব্রাহ্মণীগণের নিকট অন্ন যাঞা করিয়াছিল এবং রমণীহৃদয় স্বভাবতঃই কোমল এবং গোপবালকগণের আকৃতিও মনোহর, তাই তাহাদের ক্ষুধিত জানিয়া ব্রাহ্মণীগণ দয়া পরবশ হইয়া তাহাদের ভোজনের জন্য অন্নদান করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের অন্ন লইয়া যমুনাতীরাভিমুখে যাওয়ার প্রয়োজন কি ? গোপবালকগণ কি কোনও মোহিনীবিদ্যা জানে যে তাহারা ব্রাহ্মণীগণকে ভুলাইয়া লইয়া যাইতেছে ? তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে গোপবালকগণ তাহাদের পথ দেখাইয়া লইয়া না গিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছে কেন ? মনে মনে এই প্রকার নানা তর্ক বিতর্ক করিয়াও যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ যেন কোনই মীমাংসা করিতে পারিলেন না। এ দিকে কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রাহ্মণীগণ ক্রমশঃ যমুনার দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ যজ্ঞকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণীগণকে নিবারণ করিবার জন্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইলেন ও উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, হে ব্রাহ্মণীগণ। তোমরা কুলধর্ম্মরতা ও পরম পতিব্রতা হইয়াও আজ এ কি দুর্ব্যবহারে রত হইয়াছ ? তোমাদের যদি গোপবালক-

গণকে খাওয়াইতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তাহাদের নিকট অন্ন পাঠাইয়া দাও, কিংবা তাহাদের এখানে ডাকিয়া আনিয়া ভোজন করাও। তোমাদের এ ভাবে ঘরের বাহির হওয়া কি ভাল হইতেছে? যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ এইরূপ কত কথাইনা বলিলেন, কিন্তু কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রাহ্মণরমণীগণ তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না, তাঁহারা আপন মনে যমুনা-তীরাভিমুখেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন আর যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা কেহ বা ব্রাহ্মণীগণের পতি, কেহ বা পিতা, কেহ বা ভ্রাতা, কেহ বা আত্মীয়; সুতরাং তাঁহারা যথাযোগ্য পত্নী, কন্যা, ভগ্নী প্রভৃতিকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য দ্রুতবেগে তাঁহাদের অগ্রে গিয়া সকলেই দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তাঁহাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রাহ্মণরমণীগণের গতিরোধ করে কাহার সাধ্য। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের জীব মিলিত হইলেও বোধ হয় তাঁহাদের গতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহারা বহুদিন হইতেই নিরন্তর কৃষ্ণকথা আলাপন এবং কৃষ্ণচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি সর্ব্বদাই কৃষ্ণচরণে সমর্পিত এবং কৃষ্ণের দিকে আকৃষ্ট, তথাপি তাঁহারা এতদিন কেন যে কৃষ্ণচরণনিকটে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাহার কারণ দুর্জ্ঞেয়। আজ ভক্তবৎসল কৃষ্ণ যমুনাতীরস্থ অশোক কাননে আসিয়া তাঁহাদের দর্শনদান ও মনোরথ পূরণ করিবার জন্য আকর্ষণ করিয়াছেন; সুতরাং আজ আর কে তাঁহাদের গতিরোধ করিতে পারে? কুল শীল মান মর্য্যাদা প্রভৃতি যে কিছু বন্ধন ছিল, সবই কৃষ্ণের দৃঢ়তর আকর্ষণে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। পতি, পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয় প্রভৃতি পথরোধ করিয়াও তাঁহাদের গমনে বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না, কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রাহ্মণীগণ কৃষ্ণানুরাগের প্রবল স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কৃষ্ণের পরমানুগ্রহের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া সকল বাধা সকল বিপত্তি অতিক্রম করিয়া যমুনাতীরস্থ অশোককাননে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের পত্নী, কন্যা, ভগ্নী প্রভৃতির গমনে বাধা দেওয়ার জন্য প্রথমত বহু চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু শ্রীভগবানের লীলাশক্তির প্রেরণায় পরিশেষে তাঁহারা ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। তাঁহাদের কোনও যজ্ঞীয় কার্য্যের কথা মনে হইল এবং তাঁহারা তৎকালে হঠাৎ নিজ নিজ পত্নী, কন্যা, ভগ্নী প্রভৃতির কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেলেন। সেজন্য তাঁহারা আর কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রাহ্মণরমণীগণের গমনে বাধা না দিয়া কিংবা তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে যমুনাতীর পর্য্যন্ত ধাবিত না হইয়া অন্যমনস্কভাবে যজ্ঞস্থলেই ফিরিয়া আসিলেন এবং যজ্ঞকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রাহ্মণরমণীগণ, যমুনাতীরবর্ত্তী অশোককাননে আসিয়া দূর হইতে তাঁহাদের চিত্তাকর্ষক কৃষ্ণকে দেখিয়া পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন এবং তাঁহাদের এতদিনের কৃষ্ণচরণদর্শনাকাঙ্খা পরিপূর্ণ হইয়া তীব্র বিরহতাপের অবসান হইল। অশোককাননে আসিয়া তাঁহাদের মনে হইল যে, এই সমস্ত বৃক্ষগণের অশোক নাম সার্থক—কেননা এই বনে আসিয়াই আমাদের সর্ব্ববিধ শোকের অবসান হইল।

যত্র ভূসুর ভার্য্যাস্তং সুরভাব্যপদং যযুঃ। অশোককাননং তত্তু বভূবাশোক-কাননং॥ (শ্রীগোপালচম্পূঃ)

যে বনে আসিয়া ব্রাহ্মণপত্নীগণ, দেববৃন্দবন্দিত-কৃষ্ণচরণ দর্শন করিলেন সেই অশোককানন তাঁহাদের পক্ষে সত্য সত্যই অশোককাননে পরিণত হইল।

কৃষ্ণানুরাগিণী, ব্রাহ্মণরমণীগণ দূর হইতে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে—শ্রীকৃষ্ণের আগমনে আজ যেন অশোক কানন অভিনব সাজে সজ্জিত হইয়াছে, সমস্ত অশোক বৃক্ষই নব নব পল্লব, পুষ্প ও পুষ্পকোরকে তাহাদের ঊর্দ্ধভাগ সুশোভিত করিয়া তাহা ছত্রাকারে ক্রমনত করিয়া সারি সারি দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং দীর্ঘ পথাতিক্রম-শ্রান্ত ব্রজরাজনন্দনের অঙ্গে মৃদু মৃদু পল্লব সঞ্চালন করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণও বলদেব এবং গোপবালকবৃন্দ সহ সেই অশোককাননে মৃদু মৃদু পদসঞ্চার করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে সম্মুখস্থ সুকোমল তৃণক্ষেত্রে বিচরণরত ধেনুপালের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

ব্রজরাজনন্দনের দিব্যাতিদিব্য ইন্দ্রনীলমণিবিনিন্দিত অঙ্গচ্ছটায় যেন অশোককানন নীলজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া এক অভিনব শোভা ধারণ করিয়াছে। ব্রজরাজনন্দনের একে ত নয়নমনোমুগ্ধকর শ্যামল বর্ণ, তাহাতে আবার পীতবসন পরিধান করায় হেমমণিবিজরিত নীলমণির শোভাকেও পরাজিত করিয়া অনুরাগিণী ব্রাহ্মণরমণীগণের অনুরাগ-বিভাবিত হৃদয়ে ভাবের বন্যা প্রবাহিত করিতেছে। ব্রাহ্মণরমণীগণ, ব্রজরাজনন্দনের সুনীল অঙ্গকান্তিতেই আত্মহারা হইয়া যেমন তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, অমনি দেখিলেন যে তাঁহার পরিসর বক্ষঃস্থলে বনমালা দোদুল্যমান, মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ মৃদুল পবনান্দোলনে আন্দোলিত; বিবিধ পুষ্পগুচ্ছ ও গৈরিক ধাতুচিত্রে সেই শ্যাম কলেবরের শোভা সম্বর্দ্ধিত হইতেছে। তাঁহারা আরও দেখিলেন যে—ব্রজরাজনন্দন, তাঁহার বামবাহু দ্বারা বলদেবের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া দক্ষিণ হস্তে লীলাকমল সঞ্চালন করিতেছেন এবং তাঁহার কর্ণস্থিত উৎপল নির্মিত অবতংস, ললাটোপরি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কেশকল্প এবং নীলমণিদর্পণবিনিন্দিত কপোলদ্বয় মুখকমলের শোভা বিস্তার করিতেছে ও তাঁহার বদনকমলের হাস্যসুধাবৃষ্টিতে সকলেই পরমানন্দসাগরে ভাসিতেছে।

কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রাহ্মণরমণীগণ, বহুদিন হইতেই একবার কৃষ্ণচরণ দর্শনের জন্য লালায়িত ছিলেন, কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত একদিনও তাঁহাদের ভাগ্যে কৃষ্ণদর্শন সংঘটিত হয় নাই। তাঁহারা নিরন্তরই শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ রূপ গুণ লীলাদির কথা শ্রবণ কীর্ত্তন করিতেন, কৃষ্ণকথাই তাঁহাদের কর্ণের আভরণ ছিল এবং কৃষ্ণকথাসুধাধারাতেই সর্ব্বদাই তাঁহাদের কর্ণবিবর পরিপূর্ণ থাকিত। যদিও তাঁহারা পতিসেবন ও গার্হস্থ্য কর্ম্ম প্রভৃতি কোন কর্ত্তব্যেরই কখনও উপেক্ষা করেন নাই, তথাপি তাঁহাদের কর্ণে কৃষ্ণকথা ব্যতীত অন্য কোন কথাই প্রবিষ্ট হইত না, কিংবা তাঁহারা মুখে কৃষ্ণকথা ব্যতীত অন্য কোন কথাই উচ্চারণ করিতেন না। কৃষ্ণকথা শ্রবণ কীর্ত্তন এবং অন্তরে নিরন্তর কৃষ্ণচরণ-ভাবনাই তাঁহাদের একমাত্র মুখ্যকৃত্য ছিল। নিরন্তর কৃষ্ণকথা শ্রবণ কীর্ত্তনে তাঁহাদের চিত্ত সর্ব্বদাই কৃষ্ণানুরাগ-সিন্ধুতেই নিমগ্ন থাকিত, কিন্তু সাক্ষাৎ কৃষ্ণদর্শন না পাওয়ায় তাঁহাদের অন্তরে সর্ব্বদাই এমন এক অভাবের অনুভূতি হইত, যে তাঁহারা কিছুতেই তাহা পূরণ করিতে পারিতেন না। নিরন্তর কৃষ্ণকথা শ্রবণ কীর্ত্তন ও কৃষ্ণচরণ ভাবনারসে সর্ব্বদা ডুবিয়া থাকিয়াও শ্রীকৃষ্ণচরণ-দর্শনাকাঙ্খার তীব্র বহ্নিজ্বালায় তাঁহারা সর্ব্বদাই দগ্ধ হইতেন এবং সর্ব্বদাই তাঁহারা প্রত্যেকেই মনে করিতেন যে কৃষ্ণদর্শনাভাবে আমাদের জীবন ব্যর্থভাবেই অতিবাহিত হইবে। আজ তাঁহারা কৃষ্ণের কৃপায় তাঁহারই প্রেরিত গোপবালকগণের নিকট, তাঁহার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া যেমন যমুনাতীরস্থ অশোককাননে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, অমনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের দীর্ঘকালের ভাবনার নিধি, চিরকালের আকাঙ্খিত বস্তু, জীবনের যথাসর্ব্বস্ব, তাঁহাদের নয়নগোচর হইয়া গেল।

দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণদর্শনমাত্রেই অনুরাগিণী ব্রাহ্মণরমণীগণের চির আঁধার হৃদয়মন্দির উদ্ভাসিত করিয়া, বিরহ-তাপতপ্ত হৃদয়ক্ষেত্রে পরমানন্দের বন্যা প্রবাহিত করিয়া, নিরাশার রঙ্গক্ষেত্রে আশার সঙ্গীত গাহিয়া সর্ব্বচিত্তাকর্ষক পরমানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের ভুবনমোহন রূপমাধুরী ফুটিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণরমণীগণ দীর্ঘকাল সঞ্চিত উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, আকাঙ্খা ও নিরাশার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের পরমপ্রিয় ব্রজরাজনন্দনকে নির্জন হৃদয়মন্দিরে পাইয়া পরমানন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং মনে করিলেন যে আমাদের নয়নরঞ্জন, শ্যামসুন্দর দীর্ঘবিরহজনিত অশ্রু-প্রবাহসিক্ত নয়নপথেই আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছেন, আবার বোধ হয় আমাদের হৃদয় আঁধার করিয়া নয়নের পথেই নির্গত হইয়া যাইবেন। অতএব আমাদের এখন নয়নদ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখাই কর্ত্তব্য। এই কথা মনে করিয়া সেই অনুরাগিণী ব্রাহ্মণরমণীগণ নয়ন মুদ্রিত করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ের ধন ব্রজরাজনন্দনকে হৃদয়াসনে বসাইয়া মনের সাধে আলিঙ্গন করিলেন এবং দীর্ঘসঞ্চিত বিরহতাপ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রাহ্মণরমণী-গণ, অন্তরে অন্তরে কৃষ্ণালিঙ্গন পাইয়া পরমানন্দাবেশে এমনই আত্মহারা হইয়া গেলেন যে, তখন আর তাঁহাদের

স্বাগতং বো মহাভাগা আস্যতাং করবাম কিম্। যন্নো দিদৃক্ষয়া প্রাপ্তা উপপন্নমিদং হি বঃ॥ ২৫

স্মৃতিপথে একমাত্র কৃষ্ণ ছাড়া আর কোন বস্তুরই অস্তিত্ব রহিল না। জগৎ আছে কি না, তাঁহাদের পতি পুত্রাদি আছে কি না, এমন কি তাঁহারাও আছেন কি না—তাহা আর তাঁহাদের ধারণার গোচর রহিল না। নদী যেমন পর্ব্বত গুহা হইতে নির্গত হইয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে আসিয়া পড়ে এবং আত্মহারা হইয়া সমুদ্রে মিশিয়া যায়, সেইরূপ ব্রাহ্মণরমণীগণও যেন তাঁহাদের গৃহ হইতে নির্গত হইয়া প্রবলবেগে ধাবিত হইয়া কৃষ্ণসিন্ধুতে আসিয়া পড়িলেন এবং আত্মহারা হইয়া তাঁহাতেই বিলীন হইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণরমণীগণ যদিও অন্নপাত্র মাথায় করিয়া কৃষ্ণের সম্মুখেই দাঁড়াইয়া আছেন, তথাপি তাঁহারা একেবারে বহির্জগৎ ছাড়িয়া, কোন অজানা আনন্দের জগতে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নাসিকায় শ্বাস নাই, হৃদয়ে স্পন্দন নাই, হস্তপদাদি অচল, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ নিষ্ক্রিয়। তাঁহাদের বাহ্য দেহমাত্রই চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান আছে, তাঁহারা দেহদৈহিকাদি সব ছাড়িয়া সব ভুলিয়া তাঁহাদের প্রাণের প্রাণ ব্রজরাজনন্দনের সহিত প্রাণে প্রাণে মিশিয়া গিয়াছেন।

"আনন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞঃ" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে জানা যায় যে—দেহদৈহিকাদিতে অভিনিবেশবিশিষ্ট জীব, জাগ্রত এবং স্বপ্নাবস্থায় নানাবিধ স্থূল ও সূক্ষ্ম বিষয়সংসর্গে নানাবিধ সুখদুঃখাদির পীড়নে ব্যতিব্যস্তভাবে অবস্থান করে, কিন্তু যেমন সে সুষুপ্তিদশায় উপনীত হয়, অমনি সে বিষয় ভুলিয়া সুষুপ্তি-সাক্ষী প্রাজ্ঞচৈতন্যকে পাইয়া পরমানন্দে কালযাপন করে। কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রাহ্মণরমণীগণ, যখন অন্তরে অন্তরে কৃষ্ণালিঙ্গন-সুখসিন্ধুতে নিমগ্ন হইলেন, তখন তাঁহারাও বাহ্য জগতের সকল দুঃখ ভুলিয়া, কৃষ্ণবিরহের দারুণ যন্ত্রণা ভুলিয়া, কুল, শীল, ধর্ম্ম, লজ্জাদির বন্ধনজনিত হতাশ ভাব ভুলিয়া—কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গসুখে আত্মহারা হইয়া গেলেন। (অথবা) সংসারতাপতপ্ত বহির্ম্মুখ জীবগণ যদি কখনও "প্রাজ্ঞ" অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তচূড়ামণিগণের সঙ্গ লাভ করেন, তাহা হইলে যেমন তাঁহারা কৃষ্ণচরণাশ্রয় পাইয়া কৃতার্থ হন, সেইরূপ ব্রাহ্মণরমণীগণ, প্রথমতঃ কৃষ্ণভক্তচূড়ামণি গোপবালকগণের সঙ্গলাভ করিলেন ও তাহার পরে যমুনাতীরে অশোক কাননে আসিয়া কৃষ্ণদর্শন এবং অন্তরে কৃষ্ণালিঙ্গন পাইয়া কৃতার্থ হইলেন।

সর্ব্বান্তর্য্যামী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ব্রাহ্মণরমণীগণকে এইভাবে সর্ব্বত্যাগ করিয়া কেবল তাঁহারই চরণ দর্শনের জন্য তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতে দেখিয়া তাঁহাদের প্রতি পরম প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহাদের মনোরথ পূরণ করিবার জন্য সহাস্যবদনে তাঁহাদিগকে কিছু বলিতে লাগিলেন। অনুরাগিণী ব্রাহ্মণপত্নীগণের, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের মত স্বর্গাদি প্রাপ্তির আশা নাই, কিংবা তাঁহাদের যোগী ও জ্ঞানীগণের মত সিদ্ধি কিংবা মুক্তিলাভের আশা নাই, তাঁহাদের আশা কেবলমাত্র কৃষ্ণচরণদর্শন এবং সেবন। কাজেই ভক্তবৎসল ব্রজরাজনন্দন তাঁহাদের নিষ্কাম ভক্তিতে তাঁহাদের অধীন হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাদের মনোরথ পরিপূরণের জন্য ব্যগ্র হইয়া, তাঁহাদের আনন্দবর্দ্ধনার্থ তাঁহাদের সহিত পরমমধুর বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ১৮—২৪

অন্বয়ঃ।—মহাভাগাঃ (হে মহাভাগ্যবত্যঃ!) বঃ (যুষ্মাকং) স্বাগতং (শুভমাগমনং সংবৃত্তং), যৎ (যস্মাৎ) নঃ (অস্মাকং) দিদৃক্ষয়া (দর্শনেচ্ছয়া) প্রাপ্তাঃ (পত্যাদিপরিত্যাগেন মন্নিকটমেবাভ্যাগতাঃ) বঃ (প্রেমবতীনাং যুষ্মাকং) ইদং হি (ঈদৃশমাগমনং) উপপন্নং (যুক্তমেব)। আস্যতাং (ক্ষণমিহোপবিশ্যতাং) কিং করবাম (বয়ং যুষ্মাকং কমাদেশং প্রতিপালয়ামঃ?)॥ ২৫

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে ভাগ্যবতী দ্বিজপত্নীগণ! আপনারা আমাদের দেখিবার জন্য সর্ব্বত্যাগ করিয়া এখানে আগমন করিয়াছেন, সুতরাং আপনাদের আগমন পরম শুভকর। আপনাদের ন্যায় প্রেম-বতীর পক্ষে ইহা উপযুক্তই হইয়াছে। যাহা হউক, আপনারা ক্ষণকাল উপবেশন করুন এবং আমরা আপনাদের কোন্ আদেশ পালন করিব তাহা বলুন॥ ২৫

নন্বদ্ধা ময়ি কুর্ব্বন্তি কুশলাঃ স্বার্থদর্শিনঃ। অহৈতুক্যব্যবহিতাং ভক্তিমাত্মপ্রিয়ে যথা ॥ ২৬
প্রাণবুদ্ধিমনঃস্বাত্ম-দারাপত্যধনাদয়ঃ। যৎ সম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংস্ততঃ কোহন্যপরঃ প্রিয়ঃ ॥২৭
তদ্‌যাত দেবযজনং পতয়ো বোদ্বিজাতয়ঃ। স্বসত্রং পারয়িষ্যন্তি যুষ্মাভির্গৃহমেধিনঃ ॥ ২৮

**শ্রীধরটীকা**।—হে মহাভাগাঃ। বঃ স্বাগতং শুভাগমনম্। তদেবাহ যদ্‌যস্মাৎ প্রতিবন্ধতিরস্কারেণাস্মাকং দিদৃক্ষয়া প্রাপ্তা ইতি ইদং ব উপপন্নং সম্পন্নং যুক্তমিতি বা ॥ ২৫

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—তথৈব সাদরমাহ স্বাগতমিতি। আস্যতাং বিশ্রাম্যতাম্। ততশ্চ কিং করবামেতি আদিশ্যতামিত্যর্থঃ। তথাচ করবামেতি নোঽস্মাকমিতি চ বহুত্বনির্দ্দেশঃ সাধারণ্যাপাদনেন স্বৈকনিষ্ঠতাচ্ছাদনার্থমৌদাসীন্যার্থঞ্চ। দিদৃক্ষয়েতি দর্শনাজ্জাতমিচ্ছাস্তবং নিরস্যতি। ২৫

**অন্বয়ঃ**।—ননু ( হে দ্বিজপত্ন্যঃ। ) কুশলাঃ (আত্মহিতবিচারপরায়ণাঃ) স্বার্থদর্শিনঃ ( স্বপ্রয়োজনাভিজ্ঞাঃ জনাঃ ) আত্মপ্রিয়ে ( আত্মনঃ স্বস্মাদপি প্রিয়ে ) ময়ি ( পরমাত্মস্বরূপে ময়ি ) অদ্ধা ( সাক্ষাদেব ) অহৈতুক্যব্যবহিতাং ( ফলানুসন্ধানরহিতাম্ অবিচ্ছিন্নাং চ ) যথা ( যথাবৎ ) ভক্তিং ( প্রীতিং )কুর্ব্বন্তি ॥ ২৬

**মূলানুবাদ**।—হে দ্বিজপত্নীগণ। আমি আত্মা হইতেও পরম প্রিয় পরমাত্মা বলিয়া আত্মহিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ আমাতেই যথারীতি অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন ॥ ২৬

**শ্রীধরটীকা**।—যুক্তত্বমাহ নন্বিতি। আত্মপ্রিয়ে আত্মা চ প্রিয়শ্চ তস্মিন্ ময়ি। কুশলা বিবেকিনঃ। অতএব স্বস্য আত্মনোঽর্থং পুরুষার্থঃ পশ্যন্তি যে তে। যথা যথাবদ্ভক্তিং কুর্ব্বন্তি। যথাবত্ত্বমাহ অদ্ধা সাক্ষাৎ। তত্র হেতুঃ অহৈতুক্যব্যবহিতাং ফলাভিসন্ধিরহিতাম্ অতএব অব্যবহিতাং নিরন্তরাম্ ॥ ২৬

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—তত্র তাসাং নিজসঙ্গতিপ্রাপ্ত্যিচ্ছাং সম্প্রতি বক্তুমাহ নন্বদ্ধেতি। অদ্ধা সাক্ষাদেব বিশুদ্ধামিত্যর্থঃ। যতোঽহৈতুক্যিত্যাদিনা। তত্র ভক্তের্যথা বহুত্বমেবাহ অহৈতুকীতি। আত্মনঃ সকাশাদপি প্রিয়ে পরমাত্মত্বাৎ। পরমাত্মত্বেন চ মম নিরন্তরযুষ্মৎসঙ্গিত্বান্ন সর্ব্বপ্রত্যক্ষসঙ্গাগ্রহঃ কর্ত্তব্য ইতি ভাবঃ ॥ ২৬

**অন্বয়ঃ**।—যৎ সম্পর্কাৎ ( যস্য মম পরমাত্মনঃ সম্পর্কাৎ ) প্রাণবুদ্ধিমনঃস্বাত্মদারাপত্যধনাদয়ঃ ( প্রাণাশ্চ বুদ্ধিশ্চ মনশ্চ স্বাঃ আত্মীয়াশ্চ আত্মা জীবশ্চ দারাশ্চ অপত্যঞ্চ ধনাদিশ্চ তে সর্ব্ব এব ) প্রিয়াঃ ( প্রীত্যাস্পদাঃ ) আসন্ ততঃ ( পরমাত্মনো মত্তঃ ) কঃ পরঃ ( অন্যঃ ) প্রিয়ঃ নু ( প্রিয়ো ভবিতুমর্হতি ) ॥ ২৭

**মূলানুবাদ**।—যে পরমাত্মার সম্বন্ধবশতঃ প্রাণ, বুদ্ধি, মনঃ, আত্মীয়, জীবাত্মা, পত্নী, পুত্র, ধন, প্রভৃতি সমস্তই প্রিয় হইয়া থাকে, তদপেক্ষা প্রিয় জগতে আর কে আছে ? ॥ ২৭

**শ্রীধরটীকা**।—আত্মন, সর্ব্বতঃ প্রেষ্ঠত্বমুপপাদয়তি প্রাণেতি। স্বা জ্ঞাতয়ঃ। আত্মা দেহঃ, এতে সর্ব্বে যৎসম্পর্কাৎ যস্যাধ্যাসেনোপকরণত্বেন বা ॥ ২৭

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—পরমাত্মন এবাত্মনঃ সকাশাৎ প্রিয়ত্বং সাধয়তি প্রাণেতি। আত্মাত্র জীবঃ। যস্য মম পরমাত্মনঃ সম্পর্কাৎ আত্মনোঽপি মদংশত্বেনৈব তথাত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ২৭

**অন্বয়ঃ**।—তৎ ( যতঃ পরমাত্মনি ময়ি প্রেমবত্যো যূয়ং ) [ তস্মাৎ ] দেবযজনং ( যজ্ঞবাটং ) যাত ( গচ্ছত ) বঃ ( যুষ্মাকং ) গৃহমেধিনঃ ( গার্হস্থ্যধর্ম্মপালনপরাঃ ) পতয়ঃ দ্বিজাতয়ঃ ( ব্রাহ্মণাঃ ) যুষ্মাভিঃ ( ভবতীভিঃ পত্নীভিঃ সহ ) স্বসত্রং (স্বারব্ধযজ্ঞং ) পারয়িষ্যন্তি ( সমাপয়িষ্যন্তি ) ॥ ২৮

**মূলানুবাদ**।—অতএব হে দ্বিজপত্নীগণ। আপনারা যজ্ঞস্থলে গমন করুন। আপনাদের পতিগণ গার্হস্থ্য ধর্ম্মপরায়ণ এবং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, তাঁহারা আপনাদের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের আরব্ধ যজ্ঞ সমাপন করিবেন ॥ ২৮

**শ্রীধরটীকা** ।—৩৫ তস্মাৎ কৃতার্থা যূয়ং দেবযজনং যজ্ঞবাটং যাত গচ্ছত। ননু কৃতার্থাঃ কিমিতি যাস্যাম ইতি চেদত আহ পতয় ইতি। পারয়িষ্যন্তি সমাপয়িষ্যন্তি পত্নীনামনুগ্রহায়েত্যর্থঃ॥ ২৮

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী** ।—তস্মাত দেবযজনমিতি তু পাঠস্তেষাং সম্মতো লক্ষ্যতে তথৈব পাঠধারণাৎ। তস্মাত সাধ্ব্যো যজনমিতি তু পাঠ প্রায়ঃ সর্ব্বত্রাপি। স্বসত্রং স্বীয়ত্বাৎ অবশ্যসমাপনীয়ং সত্রং যজ্ঞং পারয়িষ্যন্তি আরব্ধং সমাপয়িষ্যন্তি। স্বশব্দেন অন্যথা কথঞ্চিৎ পরকীয়মেব কারয়িতুমর্হন্তি নত্বাত্মন ইত্যর্থঃ। যতো গৃহমেধিনঃ যুষ্মাভির্বিনা গার্হস্থ্যাভাবেন যজ্ঞানুপপত্তেঃ, অতএব তদপেক্ষয়া দেবযজনং যাতেত্যুক্তং নচ গৃহানিতি। অতঃ শ্রীভগবদাজ্ঞয়া এব তাসাং বহির্ম্মুখপতিপার্শ্বে গমনম্। তথা তদাজ্ঞা চ সর্ব্বসুহৃত্ত্বাৎ গোব্রাহ্মণহিতত্বাচ্চ তাসাং সম্বন্ধেনানুজিঘৃক্ষুত্বাচ্চেতি জ্ঞেয়ম্। ২৮

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী** ।—কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রাহ্মণরমণীগণ যমুনাতীরস্থ অশোককাননে কৃষ্ণের আগমন সংবাদ শুনিয়া পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া পতি পুত্র গৃহ দেহাদি ভুলিয়া, কুল, শীল, ধৈর্য্য, লজ্জাদি বিসর্জ্জন দিয়া, স্বজনগণের শত শত অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করিয়া কৃষ্ণনিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং কৃষ্ণদর্শনমাত্রেই তাঁহাদের হৃদয়ে কৃষ্ণের ভুবনমোহন রূপমাধুরী ফুটিয়া রহিয়াছে বলিয়া তাঁহারা নয়ন মুদ্রিত করিয়া অন্তরের ধনকে অন্তরে লইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাদের সকলেরই মাথায় অন্নপাত্র, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি কৃষ্ণদর্শনানন্দে পুলকিত এবং হৃদয়ে পরমানন্দের ধারা প্রবাহিত—দেখিলে বোধ হয় যে অনুরাগই যেন ঘনীভূত হইয়া ব্রাহ্মণ-রমণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে এবং সারি সারি কৃষ্ণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

সর্ব্বান্তর্যামী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অনুরাগিণী ব্রাহ্মণরমণীগণের অন্তরের ভাব জানিয়াই গোচারণচ্ছলে অশোককাননে আসিয়াছেন এবং তাঁহাদের আন্তরিক বাসনা পূরণ করিবার জন্য অন্নভিক্ষাচ্ছলে গোপবালকগণকে তাঁহাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার আগমনবার্ত্তা জানাইয়াছেন। ব্রাহ্মণ-রমণীগণ যখন কৃষ্ণের আগমনবার্ত্তা জানিয়া সর্ব্বত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের নিকট আসিলেন, তখন কৃষ্ণ তাঁহাদের বাহ্য প্রেমব্যবহারও স্বচক্ষে দেখিলেন। অতএব ব্রাহ্মণ-রমণীগণের অন্তরের ভাব এবং বাহিরের ব্যবহার উভয়ই অতি মনোরম এবং উভয়ই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিপ্রদ। পূতনা প্রভৃতি রাক্ষসীগণের বাহিরের ব্যবহার বাৎসল্যবতী গোপীগণের মত দেখা গিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের অন্তরের ভাব অতীব কলুষিত। অনেক যোগী জ্ঞানী প্রভৃতি আছেন যাঁহাদের অন্তরের ভাব ব্রহ্মনিষ্ঠায় পরিপূর্ণ, কিন্তু তাঁহাদের বাহ্য ব্যবহারে কোন প্রকার কৃষ্ণসেবার আভাস পাওয়া যায় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যাহারা কৃষ্ণদ্বেষী তাহারাও বাহ্যপ্রেমব্যবহারের অনুকরণ করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহাদের অন্তর শুদ্ধ নহে এবং যাহারা তত্ত্বজ্ঞানী কিংবা তত্ত্বজ্ঞানলিপ্সু, তাহাদের অন্তরের ভাব বিশুদ্ধ হইলেও তাহাদের বাহ্য ব্যবহার কৃষ্ণসেবার অনুকূল নহে। একমাত্র ভক্তচূড়ামণিগণেরই অন্তর ও বাহ্য কৃষ্ণপ্রেম ও কৃষ্ণসেবা ব্যবহারে ভাবিত থাকে। সেইজন্য ভক্তাধীন ভগবান্ এই সমস্ত ভক্তচূড়ামণিগণেরই মনোবাসনা পূরণ করিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত হইয়া থাকেন।

সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণের নিকট কাহারও অন্তরের ভাব গোপন করিবার সাধ্য নাই, সুতরাং তিনি ব্রাহ্মণ-রমণীগণের অন্তরের ভাব চিরদিনই জানেন। আজ তাঁহাদের বাহ্যব্যবহারেও কৃষ্ণসেবার জন্য সর্ব্বত্যাগ, কৃষ্ণদর্শনের জন্য পতি, পুত্র, গৃহ, কুল, শীলাদির উপেক্ষা দেখিয়া ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ পরম প্রীত হইলেন এবং চিরতরে তাঁহাদের প্রেমে বশীভূত থাকিবার জন্য পরমাদরে, পরমস্নিগ্ধবচনে তাঁহাদিগকে বলিলেন, "স্বাগতং বো মহাভাগাঃ" "হে ভাগ্যবতী ব্রাহ্মণ-রমণীগণ। তোমাদের আগমন পরম মঙ্গলকর"। জগতে অনেকেই আমার নিকট আগমন করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশেরই ভুক্তি, মুক্তি কিংবা সিদ্ধি প্রাপ্তির কামনায় হৃদয় পরিপূর্ণ

থাকে। কিন্তু তোমাদের মত বিশুদ্ধ প্রেমপূর্ণহৃদয়ে সর্ববিধ বন্ধন ছিন্ন করিয়া অতি অল্প লোকই আমার নিকট আগমন করিতে পারে। অতএব তোমাদের এই আগমন পরম মঙ্গলকর। তোমাদের এই আগমনে আমি চিরদিনের জন্য তোমাদের নিকট বাঁধা থাকিলাম এবং জগতের জীবেরও শিক্ষা হইলে যে—কি ভাবে আমার নিকট আগমন করিলে আমাকে বশীভূত করিতে পারা যায়। ভুক্তি মুক্তি কিংবা সিদ্ধিপ্রাপ্তির কামনা লইয়া যদি কেহ আমার নিকটে আগমন করে, তাহা হইলে তাহার ভুক্তি, মুক্তি কিংবা সিদ্ধিলাভ হয় বটে, কিন্তু আমি তাহাদের বশীভূত হই না। যাহারা পরম সৌভাগ্যশালী তাহারাই তোমাদের মত সর্ব্বত্যাগ করিয়া আমার নিকট আগমন করিতে পারে। অতএব তোমরাই পরম ভাগ্যবতী এবং তোমাদের আগমনই পরম মঙ্গলকর। পতি পুত্রাদির অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া এইভাবে দ্রুতগতিতে আমার নিকটে আগমন করিতে না জানি তোমাদের কতই না ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাই বলিতেছি "আস্যতাং", এই স্থানে ক্ষণকাল উপবেশন করিয়া শ্রান্তি দূর কর এবং আমরা তোমাদের কি আদেশ পালন করিব তাহাই বল। অথবা তোমরা কোন্ প্রয়োজনে এখানে আসিয়াছ তাহা জানিবার জন্য আমরা বড়ই-কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছি, আমাদের নিকট প্রকাশ করিলে আমাদের দ্বারা যদি তোমাদের কোনও উপকার সাধিত হয়, তাহা করিতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই।

প্রেমবতী ব্রাহ্মণ-রমণীগণ, যখন কৃষ্ণনিকটে আসিয়াছেন তখন তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণদর্শনমাত্রেই শ্রীকৃষ্ণের ভুবনমোহন রূপমাধুর্য্যে অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং তখন হইতেই তাঁহারা নয়ন মুদ্রিত করিয়া অন্তরের ধনকে অন্তরে লইয়া পরমানন্দে আত্মহারা ও বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া অবস্থান করিতেছেন। এইভাবে যদি যুগ-যুগান্তর অতিবাহিত হইয়া যাইত, তাহা হইলেও বোধ হয় আর প্রেমবতী ব্রাহ্মণ-রমণীগণের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিত না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন "স্বাগতং বো মহাভাগাঃ" বলিয়া তাঁহাদের সম্বোধন করিলেন এবং তাঁহাদের আগমনের অভিনন্দন করিলেন ও কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন কৃষ্ণের সুমধুর কণ্ঠস্বর তাঁহাদের কর্ণদ্বারা হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ের মধ্যে কি যেন এক অভিনব আনন্দের সুর বাজাইয়া দিল এবং বলিয়া দিল যে, হে প্রেমবতী ব্রাহ্মণ-রমণীগণ। তোমরা তোমাদের চির বাঞ্ছিত ধন ব্রজরাজনন্দনকে সম্মুখে পাইয়াও তাঁহার সহিত আলাপাদিতে বঞ্চিত হইয়া যোগীর মত তাঁহাকে অন্তরে লইয়া কি সুখ অনুভব করিতেছ? যাহারা সর্ব্বত্যাগ করিয়া কৃষ্ণসেবাকাঙ্ক্ষায় কৃষ্ণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাদের পক্ষে কেবলমাত্র অন্তরের অনুভূতি অতীব অকিঞ্চিৎকর। তাহারা অন্তরে ও বাহিরে উভয় ভাবেই কৃষ্ণকে লইয়া নানাভাবে আস্বাদন করিয়া থাকে। অতএব তোমাদের অন্তরের ধন ত অন্তরেই আছেন, একবার নয়ন মেলিয়া বাহিরেও তাঁহাকে আস্বাদন কর। তোমরা প্রেমবতী হইয়াও যোগীর প্রাপ্য আনন্দ পাইয়াই ভুলিয়া যাইতেছ কেন? তোমাদের প্রাপ্য ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক। অতএব তোমরা নয়নের দ্বার উন্মুক্ত কর, তোমাদের অন্তরের ধন, কখনই তোমাদের অন্তর ছাড়িয়া দূরান্তরে যাইতে পারিবে না। শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর কণ্ঠস্বর যেন এইরূপে প্রেমবতী ব্রাহ্মণ-রমণীগণের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাদের নয়নের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল। তখন তাঁহারা অনিমিষনয়নে শ্রীকৃষ্ণের ভুবনমোহন-রূপ-মাধুরী নিরীক্ষণ, সুমধুর কণ্ঠস্বর শ্রবণ এবং অন্তরে পূর্ণানন্দাস্বাদন করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রেমবতী ব্রাহ্মণ-রমণীগণকে বলিলেন—হে ভাগ্যবতী ব্রাহ্মণ-রমণীগণ। তোমাদের আগমন বড়ই মঙ্গলকর, তোমরা কি জন্য এখানে আসিয়াছ? আমরা তোমাদের কি আদেশ পালন করিব?—তখন তাঁহাদের কৃষ্ণমুখলগ্ন অনিমিষ দৃষ্টিই কৃষ্ণকে বলিয়া দিল—হে অন্তর্য্যামিন্! আমরা কি জন্য তোমার নিকটে আসিয়াছি, তাহা তোমাকে না বলিয়া দিলে কি তুমি তাহা জানিতে পারিবে না? নিরন্তর আমাদের অন্তরে

বাস করিয়াও কি তুমি আমাদের উৎকণ্ঠিত অন্তরের ভাষা বুঝিতে পার নাই? তোমার তীব্র বিরহতাপে সন্তপ্ত অন্তর কি তোমাকে আত্মনিবেদন করিতে ভুলিয়া গিয়াছে? যাহাদের অন্তর তোমাকে দূরান্তরে রাখিয়া বাহিরে চলিয়া আসে এবং দেহগেহাদির সুখে মত্ত হইয়া যায়, তাহাদের অন্তরে তুমি নির্লিপ্ত ও নিশ্চিন্ত হইয়া অবস্থান কর বটে, কিন্তু যাহাদের অন্তর, বাহিরের কাজ ছাড়িয়া দিয়া তোমার সেবা পাইবার জন্যই নিরন্তর উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও মনোবেদনা লইয়া তোমাকে সর্ব্বদাই বিরক্ত করে, তাহাদের অন্তরেও কি তুমি নির্লিপ্ত ভাবে বাস করিতে পার? তোমার কথা শুনিয়া মনে হইতেছে যে - আমাদের অন্তর বুঝি কোন দিনই তোমাকে কিছু বলে নাই, তাই তুমি আমাদের জিজ্ঞাসা করিতেছ যে—আমরা কোন্ প্রয়োজনে তোমার নিকটে আসিয়াছি। যদি আমাদের অন্তর তোমাকে কিছু না বলিয়া থাকে কিংবা তুমি যদি অন্তরের কথা শুনিয়াও ভুলিয়া গিয়া থাক, তাহা হইলে আবার আমরা বলিতেছি, শুন—আমরা কিছুই চাই না—আমাদের কোনই প্রয়োজন নাই, আমরা কেবলমাত্র তোমার ভুবনমোহন রূপমাধুরী দর্শন করিবার জন্যই সব ছাড়িয়া তোমার চরণ নিকটে আসিয়াছি। ব্রাহ্মণ-রমণীগণের অনিমিষ-মুগ্ধ দৃষ্টিতে ব্রজরাজনন্দন, এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন—হে ব্রাহ্মণ-রমণীগণ। তোমরা যে আমাদের দেখিবার জন্যই সর্ব্বত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছ, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। তোমাদের মত প্রেমবতীগণের পক্ষে এই প্রকার আগমন অতীব সুসঙ্গতই হইয়াছে।

স্বজন-প্রেমবিবর্দ্ধনচতুর ব্রজরাজনন্দনের লীলাভঙ্গি এবং প্রেমবান্ ভক্তের সহিত ব্যবহারভঙ্গি অতীব মনোরম, কিন্তু তাহার প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধানে রত হইলে বিজ্ঞগণেরও দিশাহারা হইয়া যাইতে হয়। সেই জন্যই প্রেমাধীন শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের লীলা লইয়া কতই না মতভেদ এবং কতই বিভিন্ন প্রকারের সিদ্ধান্ত দেখা যায়। শ্রীভগবান্ অন্তর্য্যামিরূপে সকলের হৃদয়ের সর্ব্ববিধ বার্ত্তা জানিয়াও প্রেমবতী ব্রাহ্মণ-রমণীগণের তাঁহার নিকটে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন—তাহাও আবার এমন মুগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহা শুনিয়া মনে হয়—তিনি যেন প্রকৃতপক্ষেই কিছুই জানেন না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ব্রাহ্মণ-রমণীগণের হৃদয়ের ভাব জানিয়াই আজ এই সুদূর অশোককাননে গোচারণ করিতে আসিয়াছেন এবং অন্নযাজ্ঞাচ্ছলে তাঁহাদের নিকটে গোপবালকগণকে পাঠাইয়া দিয়া নিজের আগমন বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণরমণীগণের হৃদয়ের ভাব জানিয়াও এবং তাঁহাদের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়াও তাঁহাদের আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন কেন—ইহা তাঁহার প্রেম পরীক্ষার প্রণালী কিংবা প্রেম বর্দ্ধনের পদ্ধতি তাহা তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রাহ্মণ-রমণীগণের আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তাঁহারা এমন ব্যাকুলতাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিলেন, তাহাতে তিনি স্বীকার করিলেন যে—ব্রাহ্মণরমণীগণ, তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্যই আসিয়াছেন এবং তিনিও তাহা বুঝিয়াছেন, কিন্তু তিনি তাহাতেও এমন ভাব প্রকাশ করিলেন যে—ব্রাহ্মণ-রমণীগণের যে তাঁহার সঙ্গে কোন প্রকার প্রেমসম্বন্ধ আছে তাহা বুঝিতে পারা গেল না। তিনি ব্রাহ্মণ-রমণীগণকে বলিলেন—"তোমরা আমাদের দেখিতে আসিয়াছ", তিনি যদি বলিতেন—"তোমরা আমাকে দেখিতে আসিয়াছ" তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গে ব্রাহ্মণরমণীগণের প্রেমসম্বন্ধের ইঙ্গিত প্রকাশ পাইত, কিন্তু "আমাদের দেখিতে আসিয়াছ" বলায় জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণ এবং সমস্ত গোপবালকগণের সহিত ব্রাহ্মণ-রমণীগণের একই সম্বন্ধ; তাই তাঁহারা সকলকেই দেখিতে আসিয়াছেন। প্রেমাধীন শ্রীভগবান্ প্রেমবান্ ভক্তগণের প্রেমসম্বন্ধ পরীক্ষা করিয়া তাহা আরও সুদৃঢ় করিয়া দেওয়ার জন্য প্রথমতঃ প্রেমবান্ ভক্তগণের সহিত এই প্রকার আলাপই করিয়া থাকেন—তিনি যেন সহসা প্রেমের ফাঁদে পদার্পণ করিতেই চান না। তাঁহার এই প্রকার

উপেক্ষার ভাষা শুনিয়াও যাঁহারা কিছুতেই তাঁহার চরণ ছাড়িতে চান না, তাঁহাদিগকেই তিনি সম্পূর্ণভাবে আত্মদান করিয়া চিরতরে তাঁহাদের প্রেমে বাঁধা থাকেন।

ব্রাহ্মণরমণীগণের প্রেমের বার্ত্তা জানিয়াও প্রেমাধীন শ্রীকৃষ্ণ, একেবারে যেন প্রেমসম্বন্ধ মুছিয়া ফেলিয়া ব্রাহ্মণরমণীগণকে বলিলেন—তোমারা যে আমাদের দেখিতে আসিয়াছ, তাহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে, কেননা যাহারা আত্মহিতাহিত বিচারবিজ্ঞ এবং প্রকৃত প্রয়োজনাভিজ্ঞ তাহারা সর্ব্বত্যাগ করিয়া আমাকেই ভালবাসিয়া থাকে। জগতে সকলেই আত্মার হিত প্রার্থনা করে, কিন্তু তাহারা নানাবিধ কামনাবাসনা জালে জড়িত হইয়া স্ত্রী, পুত্র, পরিজন ও বিষয়বৈভবাদি জড় বস্তুতে আসক্ত হইয়া আত্মার হিত করিতে গিয়া অনিষ্ট সাধনই করিয়া থাকে। কেননা বিষয়বৈভবাদি আপাততঃ বেশ মনোরম মনে হইলেও তাহাতে আসক্ত জীবগণ পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর কবলগ্রস্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং জগতের সর্ব্বজীবই আত্মহিতাকাঙ্খী হইলেও তাহারা প্রকৃত হিতের উপায় না জানিয়া অহিতকে হিত বলিয়া ধারণা করে এবং কোন দিনই প্রকৃত সুখশান্তির মুখদর্শন করিতে পারে না। যাহারা হিতাহিত বিচারে সমর্থ, তাহারা আপাতমনোরম বিষয় ভোগ পরিত্যাগ করিয়া আমাকেই ভালবাসিয়া থাকে। তাহাতে প্রথমত বিষয়ভোগ ত্যাগ জনিত কষ্ট স্বীকার করিতে হইলেও পরিণামে পরমানন্দসাগরে ডুবিতে পারা যায়। তোমাদের ব্যবহার দেখিয়া মনে হইতেছে যে—তোমরাই প্রকৃতপক্ষে আত্মহিতাহিত বিচারবিজ্ঞ। কেননা তোমরা আপাতমনোরম—গৃহ, দেহ, পতিপুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া আমারই নিকটে উপস্থিত হইয়াছ এবং সব ছাড়িয়া আমাকেই ভালবাসিতে পারিয়াছ।

জগতে সকলেই কোন না কোন প্রয়োজন লক্ষ্য করিয়া নানাবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, কিন্তু প্রকৃত প্রয়োজন কি তাহা বোধ হয় কেহই লক্ষ্য করিতে পারে না। কেননা, জগতের প্রায় সকল জীবই নানাভাবে দেহ পোষণ, স্ত্রী পুত্রাদি পালন, বিত্ত সম্পাদন প্রভৃতি তুচ্ছ কার্য্যেই আত্মনিয়োগ করিয়া জীবন যাপন করিয়া থাকে, তাহারা মনে করে তাহাদের বুঝি এই জন্যই জগতে আসা এবং ইহাই বুঝি জীবনের পরমপ্রয়োজন এবং চরম লক্ষ্য। কিন্তু জীবনান্তকালে সকলেরই দেখিতে হয় যে—চিরজীবনে যে প্রয়োজন সাধন করিয়াছিলাম, তাহা সমস্তই ত্যাগ করিয়া আবার কোন্ অজানা প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে কোন্ অজানা দেশে যাইতে হইতেছে। তাহাদের তখন চিরজীবনের পরিশ্রম এবং চিরজীবনের প্রয়োজনানুসন্ধান একেবারেই ব্যর্থ বলিয়া ধারণা হয়। কিন্তু যাহারা প্রকৃত প্রয়োজনের তত্ত্ব জানে, তাহাদের এ প্রকার মহাভ্রমে পড়িতে হয় না। জগতের একমাত্র প্রয়োজন আনন্দ, সে আনন্দও অস্থির এবং অল্প হইলে কাহারও আশার নিবৃত্তি হয় না। কাজেই নিত্য এবং পরিপূর্ণ আনন্দই জীবের প্রধানতম প্রয়োজন। দেহগেহাদি কোন বস্তুই এই নিত্য পরিপূর্ণ আনন্দের সংবাদ দিতে জানে না। ভ্রান্ত জীবগণ মনে করে যে—দেহ, গেহ, বিষয়বৈভবাদিই বুঝি তাহাদের নিত্য পরিপূর্ণ আনন্দের জগতে লইয়া যাইবে যাহারা এই নিত্য ও পরিপূর্ণ আনন্দের উদ্দেশ্যে দেহ, কেহ বিষয়বৈভবাদি জড় বস্তু পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাগত হয়, তাহাদেরই প্রকৃত প্রয়োজনসিদ্ধি হইয়া থাকে। তোমরা প্রকৃত প্রয়োজনের অনুসন্ধান জান বলিয়াই নিতান্ত প্রয়োজনীয় বোধে—পতি, পুত্র, গৃহ, সম্পদ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া আমারই নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ।

জগতে যাহাদের তোমাদের মত আত্মহিতাহিত বিচারবুদ্ধি আছে এবং তোমাদের মত নিজের প্রকৃত প্রয়োজনে লক্ষ্য আছে, তাহারা আমাকেই ভালবাসিয়া থাকে। যদি সাধারণতঃ সকলের ভালবাসার রীতি বিচার করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে আত্মাই সকলের ভালবাসার আস্পদ; সে জন্য সকলেই নিজ নিজ আত্মাকে যেমন ভালবাসে, তেমন আর কাহাকেও ভালবাসে না। আপাততঃ পুত্র বিত্তাদিই সকলের পরম প্রিয় বলিয়া মনে

হয় বটে, কিন্তু যদি গৃহে অগ্নিসংযোগ কিংবা প্রবল ভূমিকম্প প্রভৃতি কোনও আকস্মিক দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আত্মরক্ষার জন্য ব্যগ্র হইয়া পুত্র বিত্তাদি পরম প্রিয় বস্তুকে পরিত্যাগ করিতেও কেহ কুণ্ঠিত হয় না। "নবা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি" এই শ্রুতিবাক্য সমালোচনা করিলেও জানা যায় যে, অনেককেই অনেক বস্তু ভালবাসিতে দেখা যায়, কিন্তু সে ভালবাসার আত্মপ্রীতিই একমাত্র মূল। আত্মাকে সকলেই ভালবাসে বলিয়া আত্মপ্রীতি সাধনের জন্য আত্মার সুখকর বস্তুকে সকলেই ভালবাসিয়া থাকে। সুতরাং আত্মাই যে সর্ব্বজীবের ভালবাসার পাত্র তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। যাহাদের আত্মার প্রকৃত হিতাচরণের উপায় সম্বন্ধে ধারণা আছে, তাহারা সর্ব্ববিধ জড়বস্তুর অভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া আত্মানুসন্ধানেই রত হইয়া থাকে। দেহ দৈহিকাদি জড় বস্তুতে "আমি" "আমার" বুদ্ধিই আত্মার পক্ষে অহিতকর এবং তাহাতেই আত্মার বন্ধন হইয়া থাকে, যাহারা প্রকৃত পক্ষে আত্মহিতাকাঙ্ক্ষী, তাহাদের পক্ষে আত্মার বন্ধন মোচনের চেষ্টা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এইরূপ যাহারা তোমাদের মত আত্মার প্রকৃত প্রয়োজনের অনুসন্ধান করিতে পারে, তাহারা জানে যে সুখই সর্ব্বজীবের প্রধান প্রয়োজন। বিষয়বৈভবাদি প্রাকৃত বস্তুতে অভিনিবেশের হেতু একমাত্র সুখাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাহারা প্রকৃত সুখের তত্ত্ব জানে, তাহারা বিষয়সম্বন্ধশূন্য নিরাবিল সুখভোগই একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া ধারণা করিতে পারে। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ আত্মহিতাহিত এবং প্রকৃত প্রয়োজন বিচার করিয়া আত্মাই পরম প্রেমাস্পদ এবং সুখই একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করেন এবং "কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাং" "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" প্রভৃতি শ্রুতি পুরাণাদি সমালোচনা করিয়া আমাকেই আত্মার আত্মা এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলিয়া নির্দ্ধারণপূর্ব্বক সর্ব্ববিধ ফলাকাঙ্ক্ষা ছাড়িয়া নিরবচ্ছিন্ন ভক্তিযোগে আমারই উপাসনা করেন এবং আমাকেই আত্মা হইতেও পরম প্রেমাস্পদ জানিয়া আমাকেই ভালবাসিয়া থাকেন।

প্রাণ, বুদ্ধি, মন, জীবাত্মা, পত্নী, পুত্র, ধন প্রভৃতি নানাবিধ বস্তুই জীবের পরমপ্রিয়রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং সকলেই এই সমস্ত বস্তুকে যত ভালবাসে, তত আর কাহাকেও ভালবাসে না। ইহার মধ্যে জীবাত্মাই জীবের মুখ্য প্রেমাস্পদ এবং প্রাণ, বুদ্ধি প্রভৃতি জীবাত্মার সুখ হেতু বলিয়াই প্রেমাস্পদ হইয়া থাকে। কিন্তু ভ্রান্ত জীবগণ বুঝিতে পারে না যে জীবাত্মা আমারই অংশ বলিয়া জীবের এত প্রিয় হয়। ("মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" এই গীতবাক্যে জানা যায় যে জীবাত্মা শ্রীভগবানেরই অংশ।) আমারই অংশ বলিয়া জীবাত্মা জীবের প্রিয় এবং জীবাত্মার সুখহেতু বলিয়া প্রাণ বুদ্ধি পুত্র ধনাদি জীবের প্রিয় হইয়া থাকে। সুতরাং প্রকৃত তত্ত্ব বিচার করিলে স্পষ্টই ধারণা হয় যে আমার সম্বন্ধেই সকল বস্তু সকলের প্রিয় হয়, অতএব আমিই সকলের মুখ্য প্রিয় বস্তু। এই জন্যই বিবেকি ব্যক্তিগণ সর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া আমাকেই ভালবাসিয়া থাকেন। তোমরাও পরম ভাগ্যবতী বলিয়াই পতি পুত্র গৃহ ধনাদি সর্ব্বত্যাগ করিয়া আমাকে ভালবাসিতে পার এবং আমাকে দেখিবার জন্য নানাবিধ ক্লেশ স্বীকার করিয়া এবং নানাবিধ বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ।

হে প্রেমবতী ব্রাহ্মণ রমণীগণ। তোমরা নিশ্চয়ই গর্গাচার্য্য প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকটে শুনিয়াছ যে আমিই সকল আত্মার আত্মা এবং পরম প্রিয়তম, নচেৎ তোমাদের আমার উপর এতাদৃশ ভালবাসা হওয়া সম্ভবপর হইত না। তোমরা যে আমাকে পরমাত্মা বলিয়া ধারণা করিতে পারিয়াছ, তাহা তোমাদের ব্যবহার দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। তোমরা যদি আমাকে পরমাত্মা বলিয়া ধারণা করিতে না পারিতে, তাহা হইলে কিছুতেই পতি পুত্র গৃহ ধনাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র আমার দর্শনলাভের আশায়

শ্রীপত্ন্য ঊচুঃ।

মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং সত্যং কুরুষ্ব নিগমং তব পাদমূলম্।
প্রাপ্তা বয়ং তুলসিদাম-পদাবসৃষ্টং কেশৈর্নিবোঢ়ুমতিলঙ্ঘ্য সমস্তবন্ধূন্॥২৯

এই অশোককাননে আসিতে পারিতে না। তোমরা যখন সর্বত্যাগ করিয়া আমার নিকটে আসিতে পারিয়াছ এবং দর্শনলাভ করিয়াছ, তখন আর বোধ হয় তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ হইতে কিছুই অবশিষ্ট নাই। তোমরা যখন আমাকে পরমাত্মা বলিয়া ধারণা করিতে পারিয়াছ, তখন আর তোমাদের সহিত কখনও আমার বিচ্ছেদ সম্ভাবনা নাই, কেননা আমি পরমাত্মারূপে সর্বজীবের হৃদয়েই সর্বদা অবস্থান করিয়া থাকি; কিন্তু যাহারা অজ্ঞ তাহারা আমার অবস্থানের ধারণা করিতে পারে না। যাহারা তোমাদের মত সর্বত্যাগ করিয়া আমার দর্শনাকাঙ্ক্ষাতেই ব্যাকুল হয়, তাহারাই আমাকে জানিতে পারে। আমাকে পরমাত্মারূপে নিজ হৃদয়ে অনুভব করিবার জন্য কত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ কত তীব্র সাধনার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং নিজ হৃদয়ে আমার অনুসন্ধান পাইলেই তাঁহারা সাধনার সিদ্ধি এবং জীবনের কৃতার্থতা জ্ঞান করিয়া থাকেন। তোমরা আমাকে পরমাত্মারূপে হৃদয়ে অনুভব করিয়াছ এবং আমার নিকটে আসিয়া আমাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছ, সুতরাং তোমাদের সর্ববিধ অভীষ্ট পূরণ হইয়াছে। অতএব তোমাদের আর এখানে অবস্থান করিবার কোনই প্রয়োজন নাই, তোমরা এখন সকলে মিলিয়া যজ্ঞশালায় গমন কর। যদিও তোমাদের যজ্ঞাদিতে কোনই প্রয়োজন নাই, তথাপি তোমাদের পতিগণ, যজ্ঞফল লাভের আশায় বহুদিন হইতে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে রত আছেন। তোমরা যদি যজ্ঞশালায় না যাও তাহা হইলে তাঁহাদের যজ্ঞ পূর্ণ হইবে না। "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" প্রভৃতি শাস্ত্র-বচনে স্পষ্টই জানা যায় যে গৃহস্থগণের যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইলে সস্ত্রীক হইয়াই করিতে হয়। যদি তোমরা তোমাদের পতিগণের নিকট না যাও তাহা হইলে তাঁহারা সস্ত্রীক হইয়া তাঁহাদের আরব্ধ যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করিতে পারিবেন না। যাহারা আমাকে ভালবাসে, তাহারা স্বভাবতঃই দয়ালু হইয়া থাকে, সুতরাং যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণগণের উপর দয়া করিয়া তাঁহাদের যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ণ করিবার জন্যও তোমাদের যজ্ঞস্থলে গমন করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। অতএব হে পরম দয়াবতী ব্রাহ্মণপত্নীগণ। যজ্ঞানুষ্ঠানের কাল প্রায় অতীত হইয়া গেল, তোমরা আর ক্ষণকালও এখানে বিলম্ব না করিয়া সত্বর যজ্ঞস্থলে গমন কর। তোমরা আমাকে ভালবাস বলিয়া তোমাদের গৃহাদিতে আসক্তি না থাকিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের বহু ক্লেশে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ-কার্য্য পণ্ড করা তোমাদের মত সুশীলা রমণীগণের পক্ষে কখনই কর্ত্তব্য নহে॥ ২৫—২৮

অন্বয়ঃ।—বিভো (হে বহিরন্তর্ব্যাপক।) ভবান্ এবং (ঈদৃশং) নৃশংসং (ক্রূরবচনং) গদিতুং (বক্তুং) মা (ন) অর্হতি, নিগমং ("ন স পুনরাবর্ত্ততে" ইত্যাদিকং বেদবচনং) সত্যং কুরুষ, বয়ং সমস্তবন্ধূন্ (পতিপিতৃ-ভ্রাত্রাদীন্) অতিলঙ্ঘ্য (অনাদৃত্য) পদাবসৃষ্টং (ত্বয়া অবজ্ঞয়াপি দত্তং চরণতশ্চ্যুতমিতি বা) তুলসীদাম কেশৈঃ নিবোঢ়ুং তব পাদমূলং (চরণনিকটং) প্রাপ্তাঃ (আগতাঃ)॥ ২৯

মূলানুবাদ।—দ্বিজপত্নীগণ বলিলেন—হে বিভো। আপনার এরূপ নিষ্ঠুর বচন প্রয়োগ করা উচিত নহে। আপনি আপনারই বেদাদিতে উক্ত আদেশ সত্য করুন। আমরা আমাদের পতি পিতা বন্ধু প্রভৃতি সকলকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার চরণচ্যুত তুলসীদাম মস্তকে বহন করিবার জন্য আপনার চরণনিকটে উপস্থিত হইয়াছি॥ ২৯

শ্রীধরটীকা।— নৃশংসং পরুষম্। নিগমং প্রতিজ্ঞাং ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতীতি বেদং বা ন স পুনরাবর্ত্তত ইতি। পদাবসৃষ্টম্ অবজ্ঞয়াপি দত্তম্। বহুমানেন কেশৈর্নিবোঢ়ুং দাসীভবিতুম্॥ ২৯

গৃহ্ণন্তি নো ন পতয়ঃ পিতরৌ সুতা বা ন ভ্রাতৃবন্ধুসুহৃদঃ কুত এব চান্যে।
তস্মাদ্ভবৎপ্রপদয়োঃ পতিতাত্মনাং নো নান্যা ভবেদ্গতিররিন্দম তদ্বিধেহি॥ ৩০

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—এবমীদৃশং বিভো হে বহিরন্তর্ব্যাপকেতি অস্মাকং বাহ্যমান্তরং চ সর্ব্বং ত্বমেব বেৎসীতি ভাবঃ। ভবানিত্যন্যো বদতু নাম, কৃপাকোমলচিত্তো ভবাংস্তু বক্তুমপি ন যোগ্যো ভবতীত্যর্থঃ। যতো নৃশংসং ক্রূরম্। যদ্বা। রসার্ণবচন্দ্রো ভবান্ নৃশংসং কঠিনং নীরসং বক্তুং নার্হতীত্যর্থঃ। ন চ কেবলমেবং তব বচসো নৃশংসতা মিথ্যাত্বমপি স্যাদিত্যাশয়েনাহুঃ সন্ত্যমিতি কবয়ায় কিমিত্যেব বা নিগমো জ্ঞেয়ঃ। প্রাক্ ভবানিতি ভক্ত্যাস্বনয়ার্থং পশ্চাৎ কুরব ত্বমিতি প্রেম্ণেতি জ্ঞেয়ম্। অত্র তাভির্ভগবতো ব্রহ্মা নতিক্রমরূপা নিগম-মর্য্যাদাত্যাৎকর্থয়া নাবহিতেতি জ্ঞেয়ম্। নন্বু মদর্থং কথমিব কুটুম্বানি ত্যক্তাস্থে তত্রাহুরতিলজ্যেতি তত্তু জ্ঞাতমিতি ভাবঃ। নন্বু ব্রাহ্মণীনাং যুষ্মাকং পত্যাদিপরিত্যাগো ন যুক্ত ইত্যাহুঃ প্রাপ্তা ইতি। অত্যন্তবিবক্ষতবাচ্যাধ্বনিরয়ং বাচ্যার্থং পরিত্যজ্য ব্যঙ্গ্যার্থমেব বোধয়তি, ততশ্চ সর্ব্বং ত্যক্ত্বা দাস্যমেবাঙ্গীকৃতবত্য ইত্যর্থ। তত্র তুলসীদাম্নঃ পদাবসৃষ্টত্বং তস্মিন্নৈশ্বর্য্যং নিশ্চিত্য সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ইত্যেতদ্বিধতদ্বাক্যরীত্যা স্বদোষঃ প্রত্যাখ্যানঃ। ২৯

**অন্বয়ঃ।**—অরিন্দম (হে কামলোভপাপাদিমহাশত্রুদমন।) পতয়ঃ (ভর্ত্তারঃ) পিতরৌ (মাতাপিতরৌ) সুতাঃ (পুত্রাঃ) বা নঃ (অস্মান্) ন গৃহ্ণন্তি (ত্বেবাজ্ঞোল্লঙ্ঘনাৎ ন তে অস্মান্ স্বীকরিষ্যন্তি।) ভ্রাতৃবন্ধুসুহৃদঃ (ভ্রাতরঃ বান্ধবাঃ সুহৃদশ্চ) ন (নৈব গৃহ্ণন্তি) অন্যে (প্রতিবেশ্যাদয়শ্চ) কুতএব (তে তু সম্ভাষণমপি ন করিষ্যন্তীতি) তস্মাৎ (সর্ব্বৈস্ত্যক্তত্বাদেব) ভবৎপ্রপদয়োঃ (ভবতঃ পাদাগ্রসমীপে) পতিতাত্মনাং (পতিতদেহানাং) নঃ (অস্মাকং) অন্যাগতিঃ (ভবতশ্চরণয়োঃ শরণাগতিং বিনা অন্যা কাপি গতিঃ) ন (নৈব) সম্ভবেৎ [অতঃ] (তবচরণয়োঃ দাস্যমেব) বিধেহি (সম্পাদয়)॥ ৩০

**মূলানুবাদ।**—হে অরিন্দম! অন্যের কথা দূরে থাক, আমাদের পিতা, মাতা, পতি, ভ্রাতা, বান্ধব, সুহৃৎ প্রভৃতি কেহই আর আমাদের গ্রহণ করিবে না। অতএব আমরা আপনার চরণে শরণাগত হইলাম, আমাদের আর অন্য গতি নাই, আমাদের চরণসেবাধিকার দিয়া কৃতার্থ করুন॥ ৩০

**শ্রীধরটীকা।**—কিঞ্চ ন গৃহ্ণন্তি নোঽস্মান্। হে অরিন্দম। কামলোভপাপাদিদমন। ভবতঃ প্রপদয়োঃ পাদাগ্রয়োঃ পতিতদেহানামন্যা স্বর্গাদিগতিরপি ন ভবেন্মাভূৎ তৎ দাস্যমেব বিধেহীতি॥ ৩০

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—নন্বু সাধবো দীনবৎসলা ইতি তেষাং হিতার্থং যাত। যদ্বা। মদাজ্ঞাতোঽকৃত্যমপি কর্ত্তুমুপযুজ্যতে তত্রাহুর্গৃহ্ণন্তীতি। নিজনিষেধোল্লঙ্ঘনাৎ তত্র গতান্ অপাস্মান্ অতএব ন স্বীকরিষ্যন্তীত্যর্থঃ। অন্যে তু প্রতিবেশ্যাদয়ঃ সম্ভাষণমপি ন করিষ্যন্তীত্যর্থঃ। তস্মাৎ পত্যাদিভিরগ্রহণাৎ প্রপদয়োঃ পাদাগ্রসমীপে পতিতাত্মনামনন্যগতিত্বেন তদেকাশ্রিতানামিত্যর্থঃ॥ ৩০

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রাহ্মণরমণীগণ, গোপবালকগণের মুখে শ্রীকৃষ্ণের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া পতি, পুত্র গৃহ ও বিত্তাদি সর্ব্বত্যাগ করিয়া বড় আশায় কৃষ্ণের নিকটে আসিয়াছিলেন যে—তাঁহারা চিরজীবনের মত কৃষ্ণচরণে আত্মবিক্রয় করিবেন এবং কৃষ্ণের চরণ সেবনই জীবনের সার সম্বলরূপে অবলম্বন করিবেন। কিন্তু কৃষ্ণ, পরমকরুণাময় হইয়াও এবং তাঁহাদের হৃদয়ের সকল ভাব জানিয়াও তাঁহাদের চরণ-সেবাধিকার দানে কৃতার্থ করিলেন না। তিনি তাঁহাদের ভালবাসার প্রশংসা করিয়া এবং তাঁহাদের পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারে কৃতার্থতার উপদেশ দিয়া তাঁহাদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। যদিও তাঁহারা কৃষ্ণদর্শনে জীবনের কৃতার্থতা অনুভব করিয়াছেন এবং তাঁহাদের হৃদয়ের ধন কৃষ্ণকে তাঁহারা নয়নদ্বার দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া অন্তরালিঙ্গনে

তীব্র বিরহ-তাপ মুক্ত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহারা সাক্ষাৎ সেবাধিকার না পাইয়া যেন পূর্ণরূপে কৃতার্থ হইতে পারিতেছেন না। কৃষ্ণের চরণ ছাড়িয়া যজ্ঞস্থলে গমন করা তাঁহাদের পক্ষে অতীব ক্লেশকর বলিয়া মনে হইতে লাগিল, তাঁহারা যে তখন কি করিবেন, তাহাও যেন খুঁজিয়া না পাইয়া একেবারে অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণের সেবাধিকার পাইবার জন্য কৃষ্ণের চরণ ধরিয়া প্রার্থনা করিবেন, কিংবা কৃষ্ণের আদেশে তাঁহারা আবার যজ্ঞস্থলেই গমন করিবেন তাহা তাঁহারা কিছুতেই নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া অপার চিন্তা পারাবারে ভাসমান হইলেন।

যদিও কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রাহ্মণরমণীগণ আজই প্রথম কৃষ্ণচরণ দর্শন করিলেন, তথাপি তাঁহারা বহুদিন হইতে কৃষ্ণের চরণপ্রাপ্তির বাসনায় ব্যাকুল হইয়া বহু অশ্রুজল বর্ষণ এবং দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়াছেন। আজ তাঁহাদের কৃষ্ণদর্শনে কিয়ৎ পরিমাণে মনোবাসনা পূর্ণ হইলেও তাঁহারা এই পর্য্যন্তই তাঁহাদের বাসনার শেষ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলেন না। কৃষ্ণচরণ দর্শনের পর তাঁহাদের কৃষ্ণচরণ সেবনের আশা যেন কোটি গুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা যোগীর মত হৃদয়ে কৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া কিংবা ব্রজের পশুপক্ষীর মত দূর হইতে কৃষ্ণচরণ দর্শন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না, তাঁহারা চিরজীবনের মত কৃষ্ণচরণে বিকাইয়া, দেহ মনঃ প্রাণ জীবন যৌবন সমর্পণ করিয়া, প্রেয়সীভাবে কৃষ্ণের সেবা পাইবার জন্য সমুৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু কৃষ্ণের আদেশ বাণী শুনিয়া তাঁহাদের সেই আশালতা যেন একেবারে শুষ্ক প্রায় হইয়া উঠিল। তাঁহারা মনে করিলেন যে—কৃষ্ণ যদি আমাদের যজ্ঞস্থলে ফিরিয়া যাইতে না বলিতেন, তাহা হইলে আমরা চিরতরে বনবাসিনী হইয়া থাকিতাম এবং কৃষ্ণ যখন গোচারণে আসিতেন, তাঁহার চরণ দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক করিতাম। কৃষ্ণ পরম দয়ালু হইয়াও আমাদের ভাগ্যদোষেই আমাদের উপর এই প্রকার নিষ্ঠুর বাক্যবজ্রপাত করিয়াছেন সন্দেহ নাই। হায়! আমরা যাঁহার চরণ সেবনের আশায় পতি পুত্রাদি সর্ব্বত্যাগ করিয়া আসিলাম, তিনিই যে আবার আমাদের এতাদৃশ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিয়া সেই সমস্ত পরিত্যক্ত পতি পুত্রাদির নিকট ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা দুঃখের কথা আর কি হইতে পারে! ব্রাহ্মণরমণীগণ, এইপ্রকার নানাবিধ চিন্তা করিয়া পরিশেষে স্থির করিলেন যে, যদিও আমরা কৃষ্ণচরণ সেবনাধিকারে বঞ্চিতই হইলাম, তথাপি কৃষ্ণের চরণে দুই একটি কথা নিবেদন করিয়া দেখি, কৃষ্ণ আমাদের দাসীরূপে গ্রহণ করেন কি না। কৃষ্ণের এই উপেক্ষাভাবে আমাদের যে কি গতি হইবে, তাহা আমরা এখনও ধারণা করিতে পারিতেছি না, আমাদের নিবেদন শুনিয়া কৃষ্ণ কি বলেন তাহা শুনিয়া তখন আমরা আমাদের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইতে চেষ্টা করিব।

এই কথা মনে করিয়া ব্রাহ্মণরমণীগণ, শ্রীকৃষ্ণের বদনে সতৃষ্ণ ও সজল দৃষ্টিপাত করিয়া গদ্‌গদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—হে বিভো! আমরা আর আপনাকে কি বলিব, আপনি আমাদের অন্তর এবং বাহিরের সমস্ত অবস্থাই পরিজ্ঞাত আছেন। আমাদের অন্তর কি চায় এবং আমরা কিসের জন্য সর্ব্বত্যাগ করিয়া আপনার চরণপ্রান্তে আসিয়াছি, তাহা কি আপনি সর্ব্বান্তর্যামী হইয়াও বুঝিতে পারিতেছেন না? আপনি যদি আমাদের এইপ্রকার নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে আর আমাদের কোনই গতি নাই। যে আমাদের হৃদয়ের ভাব জানে না, আমাদের হৃদয়ে যে চিরতরে অধিষ্ঠিত এবং প্রতিষ্ঠিত নহে, সে যাহা ইচ্ছা বলিতে পারে, কিন্তু হে হৃদয়বল্লভ! আপনার মুখে এই নিষ্ঠুর বাক্য শুনিবার জন্যই কি আমরা আপনাকে হৃদয়াসনে স্থাপন করিয়াছি এবং সর্ব্বত্যাগ করিয়া আপনার নিকটে আসিয়াছি? আপনি যে আমাদের যজ্ঞস্থলে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন, তাহা যেমন অতীব নিষ্ঠুর সেইরূপ তাহাতে আপনার বাক্যের অসত্যতাও প্রতিপাদিত হয়। কেননা "ন স পুনরাবর্ত্ততে" প্রভৃতি বেদবাক্যে আপনিই ঘোষণা করিয়াছেন যে, আপনার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইতে পারিলে আর ফিরিয়া যাইতে

হয় না। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" "যৎ প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম" প্রভৃতি শাস্ত্র বাক্য আপনারই আদেশবাণী। আপনিই নিজমুখে বলিয়াছেন যে—আপনাকে যে যেভাবে ভজন করে, আপনি সেইভাবেই তাহার মনোবাসনা পুরণ করেন এবং আপনার নিকটে যাইতে পারিলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না। কিন্তু আজ আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ কি আপনার শ্রীমুখের বাণীও মিথ্যায় পরিণত হইবে? আমরা কোন প্রকারেই আপনার চরণ সেবাধিকার প্রাপ্তির যোগ্য নই বলিয়া আপনি আমাদের উপেক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু আমাদের যদি আপনার চরণপ্রান্তে আসিয়া আবার ফিরিয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে আপনার শ্রীমুখের আদেশবাণীতে আর কেহ আস্থা স্থাপন করিতে পারিবে না। আজ হইতে সকলেই বলিবে "ন স পুনরাবর্ত্ততে" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে জানা যায় যে শ্রীকৃষ্ণের চরণ নিকটে উপস্থিত হইলে কাহারও ফিরিতে হয় না, কিন্তু পরম দুর্ভাগ্যশালিনী ব্রাহ্মণ রমণীগণ কৃষ্ণের চরণ নিকটে উপস্থিত হইয়াও ফিরিয়া আসিয়াছে, সুতরাং শ্রীভগবান্ বেদপুরাণাদিশাস্ত্রে যে কি দুর্বোধ্য প্রহেলিকা বচন বলিয়াছেন, তাহা কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। অতএব হে ব্রজরাজনন্দন। আমাদের উপর অন্য যে দণ্ডবিধান করিতে ইচ্ছা হয় তাহাই করুন, আমাদের ফিরিয়া যাইতে বলিয়া আপনি আপনার শ্রীমুখের আদেশবাণীর অসত্যতা প্রতিপাদন করিবেন না।

স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্বান্তর্য্যামী ব্রজরাজনন্দন প্রেমবতী ব্রাহ্মণরমণীগণের হৃদয়ের ভাব জানিয়াও যখন তাহাদের চরণ সেবাধিকার প্রদান না করিয়া যজ্ঞস্থলেই ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন, তখন তাঁহারা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া কত অনুনয় বিনয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে সর্ব্বান্তর্য্যামিন্। আমরা আপনার চরণ সেবাধিকার প্রাপ্তির যোগ্য না হইলেও আপনার মত করুণাবারিধি হইতে যে এইরূপ নিষ্ঠুর বচনের তরঙ্গ প্রকাশ হইবে, তাহা আমরা কোন দিন স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি নাই। "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" "আমার ভক্ত কদাপি আমার সেবাধিকার হইতে ভ্রষ্ট হয় না" ইহা আপনারই প্রতিজ্ঞা। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, আপনি করুণার নিধি হইয়াও আমাদের উপর নিষ্ঠুর বচন প্রয়োগ করিলেন এবং আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ হইলেও আমাদের নিকট আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়া গেল। আমাদের পতি পুত্র গৃহ ধন আত্মীয় বান্ধব প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল, সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়া আমরা আপনার চরণ নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমাদের আর আপনার চরণ নিকট হইতে ফিরিয়া যাইবার শক্তি নাই। আমরা চিরতরে আপনার দাসী হইয়া আপনার চরণ-নির্ম্মাল্য-তুলসীদাম মস্তকে বহন করিয়া জীবন ধন্য করিব বলিয়া বড়ই আশা করিয়া আপনার চরণ প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, আপনি আমাদের হতাশ করিবেন না, সেবাধিকার দিয়া আমাদের মনোবাসনা পুরণ করুন। আমাদের পতি পুত্রাদি পরিত্যাগে যদি কিছু অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনার চরণাশ্রয় পাইলেই আমাদের সে অপরাধ খণ্ডন হইয়া যাইবে। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ইহা আপনারই শ্রীমুখের আদেশ, সুতরাং আমাদের পতি সেবাদি সর্ব্ববিধ ধর্ম্মত্যাগ করিয়া আপনার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হওয়ায় আপনারই আদেশ পালন করা হইয়াছে। ইহাতে আমাদের যদি কোনও পাপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা সেজন্য কিছুমাত্র ভীত নহি। আপনার চরণ সেবাধিকার পাইলেই আমাদের সর্ব্ববিধ ত্রুটি মার্জ্জনা হইয়া যাইবে।

আপনি আমাদের যজ্ঞস্থলে ফিরিয়া যাইবার জন্য আদেশ করিয়াছেন বলিয়া আপনার আদেশ পালনের জন্য আমাদের যজ্ঞস্থলে ফিরিয়া যাওয়া উচিত, কেননা আমরা আপনার দাসী হইয়া আপনার আদেশ লঙ্ঘন করা আমাদের পক্ষে কোনরূপেই কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ আমরা যদি যজ্ঞস্থলে না যাই, তাহা হইলে আমাদের পতিগণ যজ্ঞ সমাপন করিতে না পারিয়া, যজ্ঞফললাভে বঞ্চিত হইবেন বলিয়া তাঁহাদের যজ্ঞ পূর্ণ করিবার জন্যও আমাদের যাওয়া উচিত। কিন্তু হে যজ্ঞেশ্বর। আমরা যখন যজ্ঞস্থল পরিত্যাগ করিয়া আপনার চরণ নিকটে আসিতে

শ্রীভগবানুবাচ।

পতয়ো নাভ্যসূয়েরন্ পিতৃভ্রাতৃসুতাদয়ঃ। লোকশ্চ বো ময়োপেতা দেবা অপ্যনুমন্বতে॥ ৩১

প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, সে সময়ে আমাদের পতি, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু প্রভৃতি সকলেই আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছিলেন এবং আমাদের গতিরোধ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা একমাত্র আপনার চরণদর্শনাকাঙ্ক্ষায় তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া আসিয়াছি। আমরা যদি এখন যজ্ঞস্থলে ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে আমাদের পতিগণ আমাদের পতিতা মনে করিয়া গ্রহণ করিবেন না। আমাদের আত্মীয়গণ আমাদের দেখিলে ঘৃণায় মুখ ফিরাইবেন, এমনকি প্রতিবাসীগণ পর্য্যন্ত আমাদের সহিত আর বাক্যালাপও করিবে না। সুতরাং আমাদের আপনার চরণ ছাড়া আর কোনই গতি নাই। আমরা সর্ব্বত্যাগ করিয়া আপনার চরণাগ্রে আসিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছি,আপনি যদি আমাদের গ্রহণ না করেন,তাহা হইলে আমরা কোথায় যাইব? একমাত্র আপনি ছাড়া আমাদের আর কেহই নাই। আমাদের পতি পুত্র আত্মীয় বান্ধবাদি যাহারা ছিল, তাহারা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিযাছে এবং আমরাও তাহাদের এজীবনের মত পরিত্যাগ করিয়া আপনার চরণ সেবাকাঙ্ক্ষায় আপনার চরণপ্রান্তে আসিয়াছি। আপনিও যদি আমাদের পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমরা আর কোথায় যাইব? অতএব হে অরিন্দম। আপনি অরি (শত্রু) দমন করেন বলিয়াই আপনার নাম অরিন্দম, আপনার চরণ সেবা প্রাপ্তির প্রতিবন্ধকরূপে আমাদের যে সমস্ত দুর্ভাগ্যরূপ অরি (শত্রু) আছে, আপনি কৃপাপূর্ব্বক তাহাদের দমন করুন এবং আমাদের নিজ দাসী বলিয়া গ্রহণ করুন। বিজ্ঞগণের মুখে শুনিয়াছি যে—যাহার কোন গতি নাই, তাহার আপনিই একমাত্র গতি। জগতে আমাদের মত গতিহীন আর কেহই নাই, সুতরাং আমাদের চরণে স্থান দিয়া অগতির গতি প্রদান করুন।

কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রাহ্মণরমণীগণ, কৃষ্ণের চরণ সেবাধিকার প্রাপ্তির আশায় বঞ্চিত হইয়া কৃষ্ণের চরণাগ্র-ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া করজোড়ে অনুনয় বিনয় করিয়া এই প্রকার নানাবিধ দৈন্য বিজ্ঞাপন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের কাতরোক্তি শুনিয়া ভক্তানুগ্রহকাতর ব্রজরাজনন্দন কি আদেশ করেন তাহা শুনিবার জন্য অনিমিষনয়নে তাঁহারা তাঁহার বদন পানে চাহিয়া রহিলেন॥ ২৯। ৩০

অন্বয়ঃ।—ময়া উপেতাঃ (অনুজ্ঞাতাঃ) বঃ (যুবান্) পতয়ঃ পিতৃভ্রাতৃসুতাদয়ঃ লোকাঃ ( অন্যে চ সুহৃৎ প্রতিবেশি প্রভৃতয়ঃ সর্ব্বেঽপি) ন অভ্যসূয়েরন্ ( নৈব দোষদৃষ্টি কুর্য্যুঃ) দেবা অপি (যজ্ঞে প্রত্যক্ষীভূতা দেবা অপি) অনুমন্বতে ( ময়ানুজ্ঞাতা যুষ্মান্ অনুমোদন্তে )॥ ৩১

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে দ্বিজপত্নীগণ। তোমরা যদি আমার আদেশে যজ্ঞস্থলে গমন কর, তাহা হইলে তোমাদের পতি, পিতা, ভ্রাতা ও পুত্র কিংবা অন্যান্য কোন আত্মীয়গণই তোমাদের উপর দোষদৃষ্টি করিবে না। এমন কি যজ্ঞীয় দেবতাগণ পর্য্যন্ত তোমাদের পরম সমাদরে গ্রহণ করিবেন॥ ৩১

শ্রীধরটীকা।—ময়া উপেতা অনুজ্ঞাতাঃ। প্রত্যক্ষং দেবান্ প্রদর্শ্যাহ দেবা অপীতি॥ ৩১

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—বো যুষ্মান্ ইতি যুষ্মভ্যমিত্যর্থঃ। নাভ্যসূয়েরন্ দোষদৃষ্টিমপি ন কুর্য্যুঃ,কথং ন গৃহ্ণীয়ুরিত্যর্থ। অন্যে সর্ব্বে লোকাশ্চ নাভ্যসূয়েরন্ কিমুত স্নিগ্ধাস্তেঽপীত্যর্থঃ। কীদৃশীর্ময়া উপেতাঃ অনুজ্ঞাতাঃ মমানুজ্ঞাপ্রভাবেণৈতি ভাবঃ। অন্যৈস্তৈঃ। তত্রানুজ্ঞাতা ইতি সঙ্গে ভগবতা দোষস্যৈব স্বীকারাৎ তাদৃশস্যৈব চার্থস্য যুক্তেঃ। প্রত্যক্ষমিতি সম্ভাবনায়াংপ্রকৃতলিঙ্ পরিত্যাগেন বর্ত্তমানসমলট্ প্রয়োগাৎ প্রত্যক্ষমেবেত্যর্থঃ। যদ্বা। ময়া সহ উপেতাঃ সমীপং সঙ্গতা বো যুষ্মান্ পত্যাদয়ো নাভ্যসূয়েরন্। অহমীশ্বর ইতি তৈরপি জ্ঞাস্যমানত্বাদিতি ভাবঃ। যতো যজ্ঞকর্ম্মণি তৈঃ প্রত্যক্ষীকৃতা দেবা অপি অনুমন্বতে স্পৃষ্টাঃ সন্তো মামীশ্বরত্বেন মন্যন্ত ইত্যর্থঃ॥ ৩১

ন প্রীতয়েঽনুরাগায় হ্যঙ্গসঙ্গো নৃণামিহ। তন্মনো ময়ি যুঞ্জানা অচিরান্মামবাপ্স্যথ ॥ ৩২

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যুক্তা দ্বিজপত্ন্যস্তা যজ্ঞবাটং পুনর্গতাঃ। তে চানসূয়বস্তাভিঃ স্ত্রীভিঃ সত্রমপারয়ন্ ॥ ৩৩

তত্রৈকা বিধৃতা ভর্ত্রা ভগবন্তং যথাশ্রুতম্। হৃদোপগুহ্য বিজহৌ দেহং কর্ম্মানুবন্ধনম্ ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—হি (যতঃ) ইহ (ব্রাহ্মণজন্মনি) [যুষ্মাভিঃ সহ মম] অঙ্গসঙ্গঃ (যুষ্মদুদ্দিষ্টাদাস্যময়সান্নিধ্যং) নৃণাং (জনমাত্রাণামপি) প্রীতয়ে (সুখায়), অনুরাগায় (স্নেহবৃদ্ধয়ে বা) ন (নৈব ভবেৎ)। তৎ (তস্মাৎ) [অঙ্গসঙ্গস্য লোকবিদ্বিষ্টত্বাদেব] ময়ি মনঃ যুঞ্জানাঃ (নিজভাবেন সমর্পিতচিত্তা যূয়ং) অচিরাৎ (দেহান্তে) মাম্ অবাপ্স্যথ (প্রাপ্স্যথ) ॥৩২

মূলানুবাদ।—তোমরা যদি এই ব্রাহ্মণজন্মে আমার দাস্য স্বীকার কর, তাহা হইলে তাহা লোকদৃষ্টিতে সুখকর ও প্রশংসনীয় হইবে না, অতএব তোমরা মনে মনে আমার সেবা কর, জন্মান্তরে আমাকে পাইবে ॥৩২

শ্রীধরটীকা।—তথাপি ত্বাং ত্যক্তুং ন শক্নুম ইতি চেৎ তত্রাহ নেতি। প্রীতয়ে সুখায়। অনুরাগায় স্নেহবৃদ্ধয়ে। অঙ্গসঙ্গোঽঙ্গাভ্যাং সঙ্গঃ ॥ ৩২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—নন্বস্মৎপ্রার্থিতস্য কা বার্ত্তেত্যাশঙ্ক্য সমাধত্তে। ইহ ব্রাহ্মণজন্মনি যুষ্মাভির্মমাঙ্গসঙ্গো যুষ্মদুদ্দিষ্টদাস্যময়সান্নিধ্যম্। নৃণাং জীবমাত্রাণাং প্রীতয়ে সুখমাত্রায় ন ভবেৎ নিতরামনুরাগায়েত্যর্থঃ। তত্তস্মাৎ লোকবিদ্বিষ্টত্বাৎ ময়ি নিজভাবেন মন এব যুঞ্জানাঃ অচিরাদ্দেহান্ত এবেতি। অত্রেদন্তু বিবেক্তব্যম্। শ্রীকৃষ্ণস্য ভক্তাঃ খলু দ্বিবিধাঃ। তটস্থাঃ লীলান্তঃপাতিনশ্চ। অত্র তটস্থাঃ পরোক্ষস্যাপি তস্য পারমৈশ্বর্য্যমালম্ব্যাষ্টবিধাসু তৎপ্রতিমাস্বেকতরাং সেবমানা জানন্তো বা অজানন্তো বা চ যে ব্রাহ্মণাদ্যাস্তে চরণসেবাচরণোদকগ্রহণাদিনিজভক্তিষু পরোক্ষমনুমোদন্তে। লীলান্তঃপাতিনশ্চ দ্বিবিধাঃ। তত্র প্রথমাস্তস্য পারমৈশ্বর্য্যমাজানমানা দেবাদ্যাস্তেন পারমৈশ্বর্য্যেণৈব ব্যবহ্রিয়ন্তে। অথ পারমৈশ্বর্য্যান্তর্ভবেঽপি তস্য নরলীলামবলম্বমানা ব্রাহ্মণাদ্যা নরাঃ পিত্রাদ্যাশ্চ। নরলীলায়ু যথা স্বস্বমর্য্যাদং ব্যবহরন্তঃ স্বেন চ তথ্যবহ্রিয়ন্তে। তস্মান্নরলীলাকৃষ্টচিত্তানাং ব্রাহ্মণীনামাসাং স্বযোগ্যমেব তৎপরিচরণং কর্ত্তুং তৎসঙ্গং প্রাপ্তুমিচ্ছুনাং সম্প্রত্যুপেক্ষা যুক্তৈবেতি ॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—ইত্যুক্তাঃ (শ্রীভগবতা এবমাদিষ্টাঃ) তাঃ (শ্রীকৃষ্ণচরণসমীপমাগতাঃ) দ্বিজপত্ন্যঃ (যাজ্ঞিকব্রাহ্মণপত্ন্যঃ) পুনঃ যজ্ঞবাটং (যজ্ঞস্থলং) গতাঃ, তে চ (তাসাং পতয়ো ব্রাহ্মণাঃ) অনসূয়বঃ (স্বস্বপত্নীষু দোষদৃষ্টিবিহীনাঃ সন্তঃ) তাভিঃ (শ্রীভগবদনুগৃহীতাভিঃ তাভিঃ পত্নীভিঃ সহ) সত্রং (যজ্ঞং) অপারয়ন (সমাপিতবন্তঃ) ॥ ৩৩

মূলানুবাদ।—শ্রীশুকদেব বলিলেন—শ্রীভগবানের এই আদেশে ব্রাহ্মণপত্নীগণ পুনর্ব্বার যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন এবং ব্রাহ্মণগণ কোন প্রকার দোষদৃষ্টি না করিয়া তাঁহাদের সহিত নিজ নিজ যজ্ঞ সমাপন করিলেন ॥ ৩৩

শ্রীধরটীকা।—অনসূয়বঃ অদোষদৃষ্টয়ঃ ॥ ৩৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তাভিঃ শ্রীভগবদনুগৃহীতাভিরিতি সত্রস্য শ্রীভগবদুপেক্ষাদোষঃ পরিহৃতঃ, সাদ্গুণ্য বিশেষশ্চাভিপ্রেতঃ। স্বাভিরিতি পাঠে নিজনিজাভিঃ ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ।—তত্র (যজ্ঞবাটে) একা (সর্ব্বাসামতিপশ্চাৎস্থিতা ব্রাহ্মণী) ভর্ত্রা (স্বপতিনা) বিধৃতা (হস্তধারণাদিনা) [বিশেষতো ধৃতা সতী] যথাশ্রুতং (লোকমুখাৎশ্রবণানুরূপমেব নতু সাক্ষাদ্দৃষ্টং) ভগবন্তং (সর্ব্বাতিশায়িরূপগুণলীলাদিমাধুর্য্যবন্তং শ্রীকৃষ্ণং) হৃদা (প্রেমময়সঙ্কল্পেন) উপগুহ্য (অন্তরালিঙ্গ্য) কর্ম্মানুবন্ধনং (কর্ম্মাবদ্ধং) দেহং (শরীরং) বিজহৌ (তত্যাজ) ॥ ৩৪

মূলানুবাদ।—দ্বিজপত্নীগণ যখন যজ্ঞবাট হইতে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন করেন, তখন একজন দ্বিজপত্নী

ভগবানপি গোবিন্দস্তেনৈবান্নেন গোপকান্। চতুর্ব্বিধেনাশয়িত্বা স্বয়ঞ্চ বুভুজে প্রভুঃ ॥ ৩৫
এবং লীলানরবপুর্নৃলোকমনুশীলয়ন্। রেমে গোগোপগোপীনাং রময়ন্ রূপবাক্কৃতৈঃ ॥ ৩৬

সকলের পশ্চাতে একাকিনী থাকায় তাঁহাকে তাঁহার পতি দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহাতে সেই দ্বিজপত্নী মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া কর্ম্মাধীন দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ৩৪

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ঃ**- অচিরান্মামবপ্স্যথেত্যুক্তম্। তচ্চ কেবলং নাখাসনায়ৈব কিন্তু বাঢ়মঙ্গীকারায়েতি দৃষ্টান্তেনাহ তত্রেতি। তত্র যজ্ঞবাটে একা সর্ব্বাসামতিপশ্চাৎস্থিতা বিশেষেণ বলাদ্ধৃতা ভগবন্তমিতি সর্ব্বাতিশয়ি গুণ-রূপাদিকং সূচিতম্। যথাশ্রুতমিতি তত্রাপি শ্রীকৃষ্ণরূপম্। হৃদা প্রেমময়নবকল্পসিদ্ধেন দেহান্তরেণোপগুহ্য ভয়ার্ত্তত্বয়া সঙ্কোচপরিত্যাগেন শরণাগতাং মাং রক্ষ রক্ষ ইতি গৃহীত্বেত্যর্থ.। তস্য চ দেহস্য ভগবৎপ্রেমময়ত্বেন ভগবৎসম্বন্ধ-সিদ্ধেস্তদঙ্গসামিত্বাৎ সিদ্ধত্বমপি। ততঃ কর্ম্মানুবন্ধনমেব দেহং জহাবিতি সবিশেষণোক্তেনৈতু তদালিঙ্গনসাধনং প্রেমানু-বন্ধনমপীত্যর্থঃ বিশব্দঃ পুনরাবৃত্তিং নিষেধয়তি। অতঃ পতিসম্বন্ধিনঃ দেহং পত্যু এব দত্ত্বা বা শ্রীভগবৎপ্রেমসিদ্ধেন দেহেন তং প্রাপ্তমীতি বিবক্ষিতম্। যং যং বাপি স্মরন্ ভাবমিত্যাদেঃ, যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে ইত্যাদেশ্চ শ্রীগীতাত। প্রাপ্তিশ্চেয়ং শ্রীগোলোকাখ্যগোকুলস্যৈব প্রকাশবিশেষে জ্ঞেয়া। পূতনামোক্ষে নিরূপিতত্বাৎ অগ্রে চ নিরূপয়িতব্যত্বাচ্চেতি ॥ ৩৪

**অন্বয়ঃ ঃ**—গোবিন্দঃ (গোপালনলীলঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) ভগবান্ (সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী), প্রভুঃ (সর্ব্বেষাং নিয়ন্তা) অপি তেনৈব (স্বভক্তদত্তেন) চতুর্ব্বিধেন (চর্ব্ব্যচুষ্যাদিরূপেণ) অন্নেন গোপকান্ (শ্রীদামসুবলাদিগোপবালকান্) আশয়িত্বা (ভোজয়িত্বা) স্বয়ং চ বুভুজে (তদন্নং ভুক্তবান্) ॥ ৩৫

**মূলানুবাদ ঃ**- শ্রীকৃষ্ণ, সেই যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণের পরম শ্রদ্ধায় সমর্পিত অন্নব্যঞ্জনাদি পরমাদরে গোপবালকগণকে ভোজন করাইলেন এবং নিজেও পরমানন্দে ভোজন করিলেন ॥ ৩৫

**শ্রীধরটীকা ঃ**—দেহমিতি তদীয়ং দেহং তত্র বিহায় চৈতন্যেন ভগবন্তং প্রাপেত্যর্থঃ ॥ ৩৪। ৩৫

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ঃ**- ইত্থং তাসাং ভক্তিবিশেষো ব্যঞ্জিতঃ, তাসু শ্রীভগবদনুগ্রহবিশেষঞ্চাহ ভগবানিতি। তত্রৈবং বৃত্তং জাতং শ্রীভগবানপ্যেবমকরোদিত্যপিশব্দার্থঃ। গোবিন্দঃ শ্রীগোকুলেন্দ্র ইতি গোপপালনে যুক্ততা। তেনৈবেতি গোপাপেক্ষয়ান্নস্যাল্পত্বং বোধ্যতে তথাপি পূর্ব্বোক্তৈর্হেতুর্ভগবান্ সর্ব্বসম্পত্ত্যাশ্রয়ঃ। গোপকানিতি তদনুকম্পিতত্বং বোধয়তি। তেষু শ্রীরামোঽপি গৃহীতঃ, তেষিব তস্মিন্নপি তদাগ্রহসম্ভবাৎ। যতঃ প্রভুবলজ্যেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। স্বয়ঞ্চ তান্ প্রতি পরিবেষ্য স্বয়মপীতি তাসু তাদৃশপ্রসাদে শ্রীমুনীন্দ্রস্য চমৎকারঃ। অত্রাপ্যর্থে হেতুঃ প্রভুঃ নিরর্গলানুগ্রহ ইত্যর্থঃ ॥৩৪

**অন্বয়ঃ ঃ** লীলানরবপুঃ (লীলায়া প্রকটিতনরাকৃতিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) এবং (বিবিধলীলাভিঃ) নৃলোকং (মনুষ্যলোকং) অনুশীলয়ন্ (অনুশিক্ষয়ন্, মনুষ্যলোকে নিজভক্তিং প্রবর্ত্তয়ন্নিত্যর্থঃ)। রূপবাক্কৃতৈঃ (রূপেণ বাচা চরিতৈশ্চ) গো-গোপগোপীনাং রময়ন্ (তাসাং প্রেমানন্দং বর্দ্ধয়ন, তা রময়িতুমিতি বা) রেমে (ঈদৃশং বিবিধবিহারং চকার) ॥৩৬

**মূলানুবাদ ঃ**—নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার বিবিধ লীলায় নরলোকে প্রেমভক্তি প্রচার এবং রূপ, বাক্য ও বিবিধ আচরণে গো, গোপ ও গোপীগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন ॥৩৬

**শ্রীধরটীকা ঃ**—অনুশীলয়ন্ অনুকুর্ব্বন্। গোপগোপীনামিতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী। রূপবাক্কৃতৈঃ রূপেণ বাচা কৃতৈশ্চরিত্রৈশ্চ রময়ন্ তা রময়িতুং রেম ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ঃ**—এতচ্চ যজ্ঞপত্ন্যনুগ্রহাদিকং তস্যাখিলং চেষ্টিতং সৌন্দর্য্যাদিকঞ্চ শ্রীব্রজজন-প্রমোদনায়ৈবেত্যুপসংহরতি, এবমিতি। অনেনেদৃশং বহুলং লীলান্তরমপ্যস্তীতি সূচিতম্। লীলায়ানরাকারবপুরনু-শীলয়ন্ অনুশিক্ষয়ন্ মনুষ্যলোকে নিজভক্তিং প্রবর্ত্তয়ন্নিত্যর্থঃ। যদ্বা নৃলোকং তদ্ব্যবহারম্ অনুশীলয়ন্ সদাচরন্নিত্যর্থঃ ॥৩৬

**শ্রীভাগবতভাগ্যভবর্দ্ধিনী।**—কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রাহ্মণরমণীগণ, নানাভাবে কৃষ্ণচরণে দৈন্য বিজ্ঞাপন করিয়া পরিশেষে যখন বলিলেন—"হে কৃষ্ণ। আমরা পতিপুত্রাদি সকলকে উপেক্ষা করিয়া তোমার চরণ নিকটে উপস্থিত হইয়াছি, সুতরাং পতিগণ আর আমাদের গ্রহণ করিবে না, পুত্রাদি আত্মীয়গণ সকলেই আমাদের ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিবে; অতএব তোমার চরণ ছাড়া আমাদের আর অন্য গতি নাই"—তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের কথার উত্তর প্রদান করিতে প্রস্তুত হইলেন। ব্রাহ্মণরমণীগণের কথায় তিনি বুঝিলেন যে—ব্রাহ্মণরমণীগণ তাঁহার আদেশে যজ্ঞস্থলে ফিরিয়া যাইতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু তাঁহাদের পতিগণ, তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিবেন না বলিয়াই তাঁহারা যজ্ঞস্থলে ফিরিয়া যাইতে স্বীকৃত হইতেছেন না। ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার চরণাগ্রভূমিতে নিপতিতা ব্রাহ্মণরমণীগণকে বলিলেন—হে পরমসৌভাগ্যশালিনী ব্রাহ্মণরমণীগণ। তোমাদের পতিগণ, তোমাদের গ্রহণ করিবেন না বলিয়া তোমরা চিন্তিত হইও না, তোমরা যদি আমার আদেশে যজ্ঞশালায় গমন কর, তাহা হইলে তোমাদের পতিগণ তোমাদিগকে পরমাদরে গ্রহণ করিবেন এবং তোমরা তাঁহাদের উপেক্ষা করিয়া আমার নিকটে চলিয়া আসিয়াছ বলিয়া তাঁহারা তোমাদের উপর কিছুমাত্র দোষদৃষ্টি করিবেন না। তোমাদের পুত্র, ভ্রাতা, বান্ধব প্রভৃতি যাঁহারা আছেন, তাঁহারাও তোমাদের উপর কোন প্রকার দোষদৃষ্টি করিবেন না, বরং পরমসমাদরে তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন। এমন কি তোমাদের পতিগণ, তাঁহাদের যজ্ঞে যে সমস্ত দেবতার আরাধনা করিতেছেন, সেই দেবতাগণ পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষরূপে তোমাদিগকে পরম সমাদর করিবেন। তোমরা আমার নিকটে আসিয়া আবার আমার আদেশেই যজ্ঞশালায় যাইতেছ, সুতরাং ইহাতে কাহারও কোন প্রকার দোষদৃষ্টি আসিবে না, প্রত্যুত তোমরা আমার অনুগ্রহপ্রাপ্ত বলিয়া সকলেই তোমাদের পরমাদরে গ্রহণ করিবে। তোমাদের পতিগণও তোমাদের সঙ্গপ্রভাবে আমাকে পরমেশ্বর বলিয়া ধারণা করিতে পারিবেন এবং তোমরা আমার অনুগৃহীত বলিয়া তাঁহারা তোমাদের পরমভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিবেন। অতএব তোমরা আর কালবিলম্ব না করিয়া সত্বর যজ্ঞশালায় গমন কর এবং তোমাদের পতিগণের অনুষ্ঠিত যজ্ঞের পূর্ণতা সম্পাদন কর।

শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণরমণীগণ, দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন এবং দীননয়নে কৃষ্ণের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন—হে সর্ব্বান্তর্য্যামিন্। আপনি আমাদের যজ্ঞশালায় ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন এবং যাহাতে আমাদের পতিগণ আমাদের অবাধে গ্রহণ করেন, সেইরূপ বরপ্রদান করিলেন, সুতরাং আমাদের পতিগণ যে আমাদের উপেক্ষা করিবেন না, সে বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু হে ভক্তবাঞ্ছপূর্ণকারিন্! আমাদের কি আপনার চরণ সেবাধিকার প্রাপ্তির বাসনা অপূর্ণই থাকিবে? আমরা কি কল্পবৃক্ষের নিকটে প্রার্থনা জানাইয়াও বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইব? ব্রাহ্মণরমণীগণের এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে প্রেমবতী ব্রাহ্মণরমণীগণ। তোমাদের এই ব্রাহ্মণ জন্মে তোমরা আমার দাসী হইয়া আমার সেবাধিকার লাভ করিতে পারিবে না। তোমরা যদি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমার দাসী হইয়া আমার সেবায় রত হও, তাহা হইলে তাহা জগতের দৃষ্টিতে বড়ই দোষাবহ হইবে এবং তাহাতে তোমাদের ভালবাসারও ন্যূনতা প্রকাশ পাইবে। কেননা যে যাহাকে ভালবাসে, তাহার যাহাতে অপযশ হয় তাহা তাহার কখনও করা কর্ত্তব্য নহে। তোমরা যদি ব্রাহ্মণী হইয়াও আমার অঙ্গসঙ্গ কর, তাহা হইলে সকলেই আমার নিন্দাবাদ করিবে। তোমাদের ভালবাসায় যদি আমার নিন্দা ঘোষণা হয়, তাহা হইলে তাহাতে তোমাদের ভালবাসারই ন্যূনতা প্রকাশ হয় না কি? অতএব তোমরা নিজ নিজ গৃহে গমন করিয়া যথাসম্ভব নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন কর এবং তোমাদের আন্তরিক ভাবানুসারে আমাকে নিরন্তর ভাবনা কর। তোমাদের আন্তরিক প্রীতি এবং তীব্র ভাবনার ফলে তোমরা এই দেহান্তে আমাকে প্রাপ্ত হইবে এবং তোমাদের অভিলাষানুসারে আমার সেবাধিকার পাইয়া কৃতার্থ হইবে।

তোমরা যদি মনে মনে আমার দাস্য ভাবনা কর, তাহাতে তোমাদের অনুরাগ দিন দিন বৃদ্ধি হইবে, কিন্তু যদি তোমরা আমার অঙ্গসঙ্গ লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া এই ব্রাহ্মজন্মেই আমার সেবায় রত হও, তাহা হইলে তাহা অত্যন্ত লোক বিগর্হিত এবং অনুরাগ হানিকর হইবে। অতএব তোমরা আমার দৈহিক সঙ্গ লাভ করিতে পারিলে না বলিয়া দুঃখিত হইও না, আমাতে সর্ব্বদা মনোনিবেশ রাখিতে পারিলেই তোমরা নিরন্তর আমার সঙ্গসুখ অনুভব করিতে পারিবে এবং দেহান্তে আমার সাক্ষাৎ সেবা পাইয়া কৃতার্থ হইবে।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, পরম ভক্তবৎসল হইয়াও যে ব্রাহ্মণরমণীগণকে এইভাবে কেবলমাত্র মানসিক সঙ্গ দান করিয়াই বিদায় দিলেন এবং কিছুতেই তাঁহাদের দৈহিক সেবা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না কেন, তাহার কারণানুসন্ধান করিলে জানা যায় যে—লীলান্তঃপাতী এবং তটস্থ ভেদে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। তাহার মধ্যে তটস্থ ভক্তগণ, সাক্ষাৎ কৃষ্ণকে দর্শন করিতে পান না, তাঁহারা প্রতিমাদিতে পরোক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ যদিও প্রকট লীলায় গোপবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বিবিধ লীলা করিয়াছেন, তথাপি তটস্থ ভক্তগণ ব্রাহ্মণাদি উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও তাঁহাকে পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রসাদ চরণামৃতাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন। তটস্থ ভক্তগণ, শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলার তত্ত্ব জানুন, বা না জানুন, তাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীভগবানের প্রতিমারই সেবা করিয়া থাকেন এবং শ্রীভগবান্‌ও প্রতিমারূপেই তাঁহাদের সর্ব্ববিধ সেবা অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাদের নিষ্ঠানুসারে যথাযথ ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবানের প্রকট লীলায় যাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকে, সেই সমস্ত ভক্তগণ লীলান্তঃপাতী। লীলান্তঃপাতী ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রকট লীলাতেও তাঁহাকে পরমেশ্বর বলিয়াই জানেন এবং তদনুরূপ ব্যবহারও করিয়া থাকেন। যেমন ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ, কুবের-পুত্র নকুলবর ও মনিগ্রীব প্রভৃতি দেবগণ তাঁহাকে নন্দগোপসুত জানিয়াও তাঁহার চরণে প্রণাম ও স্তবাদি করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ইহা ছাড়া প্রকট লীলায় গর্গাচার্য্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ এবং ব্রজের নন্দাদি গোপগণ, তাঁহাকে পরমেশ্বর বলিয়া জানিয়াও নরলীলার সম্বন্ধানুসারেই তাঁহার সঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়াছেন, পদধূলি গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহারা আপত্তি করেন নাই, বরং চিরজীবি হও বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে- যে সমস্ত ভক্তগণ,শ্রীকৃষ্ণের নরলীলার সহিত বিশেষভাবে সম্বন্ধযুক্ত, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের যথাযোগ্য মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াই তাঁহাদের সঙ্গে সর্ব্ববিধ ব্যবহার করিয়াছেন। যাঁহাদের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের নরলীলায় আকৃষ্ট, তাঁহাদের প্রায়ই ঈশ্বরত্বের অনুসন্ধান থাকে না। তাঁহাদের সহিত নরলীলায় যে সম্বন্ধ থাকে, তাঁহারা সর্ব্বদা সেই সম্বন্ধেরই ধারণা রাখেন এবং সেই সম্বন্ধানুসারেই তাঁহারা জগৎপূজ্য শ্রীকৃষ্ণেরও পূজ্য হইয়াও তাঁহার প্রণামাদি গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের প্রেমময় সম্বন্ধের মর্য্যাদা রাখিয়া নিজের সর্ব্বৈশ্বর্য্য ভুলিয়া সর্ব্বসেব্য হইয়াও তাঁহাদের যথাযোগ্য সেবা করিয়া থাকেন। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ, কৃষ্ণকে বিশেষ ভাল না বাসিলেও তাঁহারা মথুরাবাসি যাদবগণের পুরোহিত এবং নন্দাদি ব্রজবাসি গোপগণও তাঁহাদের বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। কৃষ্ণের পিতা নন্দ, যখন কৃষ্ণের কল্যাণার্থ কোনও মাঙ্গল্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তখন এই সমস্ত ব্রাহ্মণগণ নন্দালয়ে নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করেন। ইঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে ভগবদ্বুদ্ধিও নাই, অত্যন্ত প্রীতিও নাই, ইঁহারা কৃষ্ণকে সাধারণ গোপবালক বলিয়াই ধারণা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে কোন প্রকার দ্বেষও নাই। ইঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে ভালবাসা কিংবা দ্বেষ না থাকায় ইঁহাদিগকে অভক্ত শ্রেণীতে গণনা করা যাইতে পারে। এই সমস্ত স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ শ্রীকৃষ্ণের নরলীলায় সংশ্লিষ্ট এবং নরলীলায় শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত ব্রাহ্মণগণকে যথাযোগ্য সম্মান করিয়া থাকেন। এই সমস্ত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের পত্নীগণকে যদি শ্রীকৃষ্ণ দাসীরূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার নরলীলার বিশেষ অসামঞ্জস্য হয়; কাজেই তিনি ব্রাহ্মণরমণী

গণের পূর্ণ অনুরাগ এবং তাঁহার চরণসেবাধিকার প্রাপ্তির জন্য তীব্র উৎকণ্ঠা জানিয়াও কেবল মাত্র নরলীলার মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি প্রেমবতী ব্রাহ্মণরমণীগণকে চিরদিনের জন্য উপেক্ষা করেন নাই কিংবা সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষা করেন নাই। ব্রাহ্মণরমণীগণ তাঁহাদের বর্ত্তমান দেহে শ্রীকৃষ্ণের কোন সেবা করিতে পারিবেন না, কেবলমাত্র মনে মনেই তাঁহার চরণ চিন্তা করিবেন। বর্ত্তমান দেহের অবসানে তাঁহারা সেবাযোগ্য দেহ পাইয়া যথাভিলষিতভাবে সেবা করিতে পারিবেন। শ্রীভগবানের ভক্তগণ, শ্রীভগবানকে অন্তরে ও বাহিরে সাক্ষাৎকার করিতে পারেন এবং কায়, মন, বাক্য এই তিনের দ্বারাতেই শ্রীভগবানের সেবা করিতে পারেন। প্রেমবতী ব্রাহ্মণরমণীগণ, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাঁহার বাচিক ও মানসিক সেবায় বঞ্চিত হইলেন না, কেবলমাত্র বর্ত্তমান জন্মের মত তাঁহাদের দৈহিক সেবাপ্রাপ্তি স্থগিত থাকিল। শ্রীভগবান্ সর্ব্বজীবেরই হিতকারী এবং বিশেষতঃ গো ব্রাহ্মণের উপর তাঁহার অধিক প্রীতি। প্রেমবতী ব্রাহ্মণরমণীগণ, শ্রীভগবানের কৃপাদেশ পাইয়া যজ্ঞশালায় গমন করিলে তাঁহাদের সঙ্গবশতঃ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণেরও ভক্তিলাভ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণরমণীগণ যদি কৃষ্ণের সেবাধিকার পাইয়া আর যজ্ঞশালায় ফিরিয়া না যাইতেন, তাহা হইলে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের ভক্তিলাভ করিবার কোনই সম্ভাবনা থাকিত না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ, ব্রাহ্মণরমণীগণকে বর্ত্তমান জন্মে সেবাধিকার না দেওয়াতেই যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের প্রভূত কল্যাণ সাধন হইয়াছে। পরম করুণাময় ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ, যে ভাবেই লীলা করুন না কেন, তাহাতে ভক্তানুগ্রহ এবং বহির্ম্মুখ জীবের কল্যাণসাধন অবশ্যম্ভাবী। তিনি অনুরাগিণী ব্রাহ্মণরমণীগণের নিকট অন্ন যাচ্ঞা করিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন দান করিলেন, পরজন্মে সেবাধিকার লাভের জন্য বর প্রদান করিলেন এবং তাঁহাদিগকে যজ্ঞশালায় ফিরাইয়া দিয়া যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণেরও ভক্তিলাভের ব্যবস্থা করিলেন।

এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের পরমানুগ্রহপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণরমণীগণ, যজ্ঞশালায় গমন করাই শ্রীকৃষ্ণের একান্ত অভিপ্রেত জানিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণাভূমিতে তাঁহাদের মস্তকস্থিত অন্নপাত্র নামাইয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে যজ্ঞশালার দিকে অগ্রসর হইলেন। যদ্যপি সেই প্রেমবতী ব্রাহ্মণরমণীগণের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে অন্যত্র গমন নিতান্ত ক্লেশকর হইয়াছিল, তথাপি তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালনই একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন যে আমরা যাঁহার দাসী হইয়া চরণ সেবাধিকার প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে আমাদের দাস্যভাবই অসিদ্ধ হইবে। তাঁহার আদেশ পালন করিবার জন্য আমাদের চির জীবন তাঁহার বিরহ দুঃখভোগ করিতে হইলেও আমাদের তাহাই একমাত্র কর্ত্তব্য। আত্মসুখের জন্য তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করা অপেক্ষা কৃষ্ণের প্রীতিবর্দ্ধনের জন্য চিরজীবন তাঁহার বিরহ দুঃখসাগরে ভাসমান থাকাও কোটি কোটি গুণে শ্রেয়স্কর। অতএব আমাদের ভাগ্যে যাহা থাকে, তাহাই হইবে, আমরা শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালনেই সতত আত্মনিয়োগ করিব। এই সমস্ত কথা মনে করিয়া কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রাহ্মণরমণীগণ, প্রতিপদক্ষেপে শত শত বার ফিরিয়া ফিরিয়া সতৃষ্ণ দুদীন নয়নে কৃষ্ণবদনারবিন্দ দেখিতে দেখিতে ধীর পদবিক্ষেপে যজ্ঞশালার দিকে অগ্রসর হইলেন। এইরূপে তাঁহারা যখন যজ্ঞশালার নিকটবর্ত্তিনী হইলেন, তখন তাঁহাদের পতিগণ দূর হইতে তাঁহাদের দেখিয়া পরমানন্দসাগরে ভাসমান হইলেন এবং তাঁহারা তাঁহাদের দিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে পরম সমাদরে যজ্ঞশালায় লইয়া গেলেন।

কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রাহ্মণরমণীগণ যে কৃষ্ণ দর্শনের প্রবল আকাঙ্ক্ষায় তাঁহাদের পতি, পুত্র, ভ্রাতা, আত্মীয় প্রভৃতিকে অতি তুচ্ছবোধে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের পতি প্রভৃতির স্মৃতিপথ হইতে চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া গেল, তাঁহারা ব্রাহ্মণরমণীগণকে পাইয়া পরমানন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন এবং মনে করিলেন যে এতদিনে আমাদের যজ্ঞানুষ্ঠান সফল হইল। যাঁহাদের কৃষ্ণচরণে পূর্ণ অনুরাগ এবং কৃষ্ণ যাঁহাদের উপর প্রসন্ন, তাঁহাদের উপর যে সকলেই প্রসন্ন হইবে এবং সকলেই তাঁহাদিগকে পরম সমাদর করিবে ইহাতে আর বিচিত্রতা কি?

যেনার্চ্চিতো হরিস্তেন তর্পিতানি জগন্ত্যপি। রজ্যন্তি জন্তবস্তত্র নিম্নগাপ ইব স্বয়ম্॥
অরির্মিত্রং বিষং পথ্যমজ্ঞানং জ্ঞানতাং ব্রজেৎ। সুপ্রসন্নে হৃষীকেশে বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ॥ (পদ্মপুরাণ্)

এই সমস্ত শাস্ত্রবচনে জানা যায় যে—যিনি সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দের চরণারবিন্দ পূজন করেন, তাঁহার সর্ব্বজগতেরই প্রীতি সম্পাদন করা হয় এবং জল যেমন স্বভাবতঃই নিম্নদিকে গমন করে, সেইরূপ সকলেরই প্রীতি তাঁহার দিকে ধাবিত হয় ও জগতের সর্ব্বজীবই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয়। যাঁহার অনুরাগে এবং সেবাবিধানে শ্রীভগবান্ প্রীত হন, তাঁহার শত্রুও মিত্র হইয়া যায়, বিষও অমৃতে পরিণত হয় এবং অজ্ঞানও জ্ঞানে পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু যিনি শ্রীভগবানের প্রীতিবিধান করিতে পারেন না, তাঁহার মিত্রও শত্রুভাব ধারণ করে, অমৃতও বিষক্রিয়া করে এবং পূর্ণ জ্ঞানও অজ্ঞান আঁধারে ডুবিয়া যায়। কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রাহ্মণরমণীগণ, কৃষ্ণদর্শনাকাঙ্ক্ষায় সর্ব্বত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের চরণনিকটে উপস্থিত হইয়া দাসীরূপে তাঁহার চরণসেবাধিকার পাইবার জন্য লালায়িত হইয়া কত প্রার্থনা ও দৈন্য জ্ঞাপন করিয়াছেন, সেজন্য কৃষ্ণ তাঁহাদের উপর পরম প্রীত হইয়াছেন, কেবলমাত্র নরলীলার মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের যজ্ঞশালায় ফিরাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু তিনি অনুগ্রহামৃতবর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে সিক্ত করিয়াছেন এবং চিরদিনের জন্য তাঁহাদের হৃদয়ে অবরুদ্ধ আছেন। কাজেই যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ আর তাঁহাদের উপর কোন প্রকার দোষ দৃষ্টি করিতে পারিলেন না, প্রত্যুত তাঁহাদের উপর অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পরম সমাদরে তাঁহাদিগকে যজ্ঞশালায় লইয়া গেলেন এবং সকলেই নিজ নিজ পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করিলেন।

ভক্তবৎসল ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণের অপার করুণার কথা আর কি বলিব। তিনি এইরূপে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞের দোষ ক্ষালন করিয়া তাঁহাদিগকে যজ্ঞফল লাভের অধিকারী করিলেন। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ শ্রীকৃষ্ণের অন্ন যাচ্ঞা উপেক্ষা করিয়া এবং কৃষ্ণভক্তচূড়ামণি গোপবালকগণের যথাযোগ্য সমাদর না করিয়া মহাপরাধ সঞ্চয় করিয়াছিলেন ও সেজন্য তাঁহাদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞের বিশেষ ত্রুটি ঘটিয়াছিল।

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশোধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ। হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

এই ভাগবতবচনে জানা যায় যে—কেহ যদি কোনও মহৎ ব্যক্তির মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে তাহার আয়ুঃ, সম্পদ, যশঃ, ধর্ম্ম, স্বর্গাদি পারলৌকিক ফল এবং ঐহিক সুখসম্পদ প্রভৃতি সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ, সাক্ষাৎ যজ্ঞেশ্বর এবং তাঁহার অনুচরবর্গের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া যে অপরাধ সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাদের যজ্ঞ পূর্ণ হইবার কিংবা যজ্ঞফল লাভ করিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। শ্রীকৃষ্ণের পরমানুগ্রহপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণরমণীগণ, যজ্ঞে যোগদান করিলেন বলিয়া তাঁহাদের সঙ্গমহিমাতেই যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের সর্ব্ববিধ ত্রুটি মার্জ্জনা হইয়া গেল এবং তাঁহারা পরমানন্দে যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া যজ্ঞ সমাপন করিলেন ও যজ্ঞানুষ্ঠানজনিত শুভাদৃষ্টের অধিকারী হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ, যে সময়ে ব্রাহ্মণরমণীগণকে যজ্ঞশালায় ফিরিয়া যাইবার জন্য আদেশ করেন, তখন তাঁহাদের বলিয়া দিয়াছিলেন যে—তোমরা নিরন্তর আমাকে অন্তরে ভাবনা করিবে এবং তাহাতে অচিরাৎ আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ব্রাহ্মণরমণীগণের মধ্যে একজন, শ্রীকৃষ্ণের নিকট আগমন সময়েই শ্রীকৃষ্ণের এই আদেশ বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রাহ্মণরমণীগণ, যখন পতি পুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতগতিতে যমুনা-তীরের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, সে সময়ে তাঁহাদের পতি পুত্রাদি আত্মীয়বর্গ, তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক তাঁহাদের পথরোধ করিয়াছিলেন এবং নানা কথা বলিয়া তাঁহাদের গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রাহ্মণীগণের কৃষ্ণের নিকটে গমন করায় কোনও বাধা হয় নাই

কৃষ্ণচরণ দর্শনের তীব্র উৎকণ্ঠায় এবং ভক্তবৎসল কৃষ্ণের প্রবল আকর্ষণে তাঁহারা সকলেই তৎক্ষণাৎ সর্ব্ববাধা অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণনিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে সকলের পশ্চাদ্বর্ত্তিনী একজন ব্রাহ্মণ রমণী কোনও অজ্ঞাত ক্রটিবশতঃ কৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইতে সক্ষম হন নাই। তিনি যখন কৃষ্ণদর্শন লালসায় অশোক কাননের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, সেইসময়ে তাঁহার পতি পুত্রাদি আত্মীয়বর্গ আসিয়া চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন এবং তিনি তাহা অতিক্রম করিয়া কিছুতেই যাইতে পারিলেন না। তখন তিনি এই মহাবিপদে পড়িয়া "হে কৃষ্ণ! হে করুণাসিন্ধো। আমি তোমার চরণে শরণাগত হইলাম, আমাকে এই মহাবিপদ হইতে উদ্ধার কর" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং লোকমুখে শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ রূপবর্ণনা শুনিয়াছিলেন, তাহাই একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাঁহার তীব্র ধ্যান প্রভাবে ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন এবং তিনি অন্তশ্চিন্তিত প্রেমময়দেহে ধ্যানপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া কর্ম্মানুবন্ধন দেহ পরিত্যাগ করিলেন।

এস্থলে বিবেচ্য এই যে—সর্ব্বজীবই স্ব স্ব কর্ম্মফলানুসারে মনুষ্য পশু পক্ষী দেব দানবাদি নানাপ্রকার দেহ ধারণ করে এবং সেই দেহ দ্বারা যথাযোগ্য পতি পুত্র বিষয় বৈভবাদির সহিত সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ হইয়া নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করে। জীবের এই দেহের নাম কর্ম্মানুবন্ধন দেহ। কর্ম্মফল ভোগের অবসান হইলেই এই দেহ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং কর্ম্মফলানুসারে অন্য দেহ ধারণ করিয়া পুনরায় যথাযোগ্য কর্ম্মফল ভোগ করিতে আরম্ভ করে। এইরূপে কর্ম্মবাধ্য জীবগণ অনাদিকাল হইতে দেহ ধারণ ও দেহত্যাগ করিয়া আসিতেছে। তাহাদের এই জন্ম মৃত্যু ও কর্ম্মফল ভোগের প্রবাহ কদাপি স্থগিত হয় না। তাহার মধ্যে যদি কোনও ভাগ্যবান্ জীব শ্রীভগবানের অপার কৃপায় শ্রীভগবৎ সেবায় প্রবৃত্তি লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে সে শ্রীভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গ বশতঃ শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণবন্দনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিতে করিতে প্রেমময় দেহ লাভ করে এবং সেই দেহে শ্রীভগবানের সেবাধিকার পাইয়া কৃতার্থ হয়। সাধক ভক্তগণ, তাঁহাদের কর্ম্মানুবন্ধন দেহেই শ্রীভগবানের যথাযোগ্য সেবা এবং অন্তরে তাঁহার চরণচিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেই তাঁহাদের ভাবনানুসারে শ্রীভগবানের চরণ-সেবনোপযোগী প্রেমময় দেহের সূচনা হয় এবং যত যত প্রাকৃত কর্ম্মের অভিনিবেশ হ্রাস হইয়া শ্রীভগবৎ সেবার অভিনিবেশ বৃদ্ধি হয়, তত তত্তই সেই অন্তশ্চিন্তিত প্রেমময় দেহ পরিপুষ্ট হয়। তাহার পর যখন শ্রীভগবানের সেবা-ভাবনা ছাড়া অন্য কোনও প্রাকৃত ভাবনাই হৃদয়ে স্থান পায় না, তখন সাধক ভক্তগণের সর্ব্বদা প্রেমময় দেহেই আবেশ জন্মিয়া থাকে এবং তখন তাঁহারা তাঁহাদের কর্ম্মানুবন্ধন দেহের কথা ক্রমশঃ বিস্মৃত হইয়া যান। এই ভাবে যখন কর্ম্মানুবন্ধন দেহের পূর্ণ বিস্মৃতি এবং শ্রীভগবৎসেবা ভাবনার পূর্ণাভিনিবেশ লাভ হয়, সেই সময় কর্ম্মানুবন্ধন দেহের নিবৃত্তি এবং প্রেমময় দেহে শ্রীভগবৎ সেবাপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণও তাঁহাদের কর্ম্মানুবন্ধন দেহে, যথাযোগ্য পতিসেবনাদি গার্হস্থ্য ধর্ম্মে রত ছিলেন, তাহার পর তাঁহারা যখন লোকমুখে ব্রজরাজনন্দনের রূপ গুণ লীলাদি-বার্ত্তা শ্রবণ করেন, তখন হইতে অন্তরে তাঁহার চরণ চিন্তা করিতে করিতে বাহ্যদেহের ব্যবহার হইতে প্রায়ই মুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের কর্ম্মানুবন্ধন দেহে যাহা কিছু অভিনিবেশ ছিল তাহাও শ্রীকৃষ্ণচরণ দর্শনে এবং শ্রীকৃষ্ণের আদেশে নিরন্তর ধ্যানযোগে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ব্রাহ্মণরমণীগণের মধ্যে যিনি কৃষ্ণদর্শনের আশায় গৃহ হইতে নির্গত হইয়াও পতি পুত্রাদির প্রতিবন্ধকতায় কৃষ্ণ নিকটে যাইতে পারিলেন না, তিনি কৃষ্ণচরণদর্শনলাভে হতাশ হইয়া তীব্র ভাবে কৃষ্ণচরণে শরণাগত হইলেন এবং নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের যে-মূর্ত্তি হৃদয়ে চিন্তা করিতেন, তাহাই তীব্রভাবে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন, সেজন্য তাঁহার তৎক্ষণাৎ কর্ম্মানুবন্ধন দেহের সহিত সম্বন্ধ ছাড়িয়া গেল এবং প্রেমময় দেহে তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণচরণ সেবাধিকার প্রাপ্তি হইল। যদিও সমস্ত ব্রাহ্মণরমণীগণেরই তীব্র কৃষ্ণানুরাগ

এবং নিরন্তর-কৃষ্ণচরণ ভাবনা ছিল, তথাপি যে ব্রাহ্মণরমণী, কৃষ্ণের নিকটে গমনে বাধা পাইয়াছিলেন, তাঁহার সেই বাধাজনিত নিরাশা এবং তীব্র শরণাগতিতে তৎক্ষণাৎ তাঁহার কর্ম্মানুবন্ধন দেহ মুক্ত হইয়া গিয়াছিল। অন্যান্য ব্রাহ্মণরমণীগণেরও শ্রীকৃষ্ণচরণদর্শনের পর হইতেই আর কর্ম্মানুবন্ধন দেহে আবেশ না থাকিলেও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন করিবার জন্য যজ্ঞশালায় গমন ও নিজ নিজ পতি সহ যজ্ঞ সমাপনাদি করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় যে, তাঁহাদের আরও কিছুদিন কর্ম্মানুবন্ধন দেহে অভিনিবেশের আভাস মাত্র ছিল। তাঁহারাও এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া কর্ম্মানুবন্ধন দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রেমময় দেহে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবাধিকার পাইয়াছিলেন। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণ, অতি অল্পকালের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের সেবাধিকার পাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা কৃপাসিদ্ধ ভক্তের মধ্যে পরিগণিত। "কৃপাসিদ্ধা যজ্ঞপত্ন্যো বৈরোচনিশুকাদয়ঃ" এই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবচনে জানা যায় যে, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণ, বলি এবং শ্রীশুকদেব প্রভৃতিকে কৃপাসিদ্ধ ভক্ত বলা হয়।

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণের মধ্যে যিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাইতে পারেন নাই, তিনি তৎক্ষণাৎ কর্ম্মানুবন্ধন দেহ পরিত্যাগ করিলেও যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ, কেহই তাঁহার মৃতদেহ দেখিতে পান নাই। ইহাতে মনে হয় যে—শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়া শক্তিপ্রভাবে তাঁহার ত্যক্ত দেহ অন্তর্হিত হইয়াছেন কিংবা যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণের কর্ম্মানুবন্ধন দেহে অভিনিবেশ পরিত্যাগ করাকেও দেহত্যাগ করা বলা যাইতে পারে। মোট কথা পরমমঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় কোন প্রকার অমঙ্গল সংঘটনে কাহারও দুঃখিত হওয়া সম্ভবপর নহে। সুতরাং যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে একজন যে পত্নী-বিয়োগ-দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন তাহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের পর যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণ যত দিন জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁহাদের আর বাহ্যদেহে কোন কার্য্য করিবারই শক্তি ছিল না; তাঁহারা সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণচরণ-চিন্তারসে নিমগ্ন হইয়া গ্রহগ্রস্তের ন্যায় অবস্থান করিতেন এবং তাঁহাদের পতিগণও আর কদাপি তাঁহাদের কৃষ্ণচিন্তায় বাধা দিতেন না। ভক্তচূড়ামণি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণের সঙ্গমহিমায় তাঁহাদের পতিগণও যে পরে ভক্তচূড়ামণি হইয়াছিলেন তাহা এই অধ্যায়ের শেষভাগে বর্ণিত আছে; সুতরাং তাঁহাদের আর পত্নীগণের কৃষ্ণচিন্তায় বাধা দেওবার সম্ভাবনাও ছিল না।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী, তাঁহার বৈষ্ণবতোষণী টীকায় বলিয়াছেন যে—এই সমস্ত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবাধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা সকলেই দেহান্তে প্রেমময় দেহে গোলোকে গমন করিয়াছিলেন এবং সেখানে গিয়া যথাভিলষিত ভাবে শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবাধিকার পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। কেহ যদি কোনও বক্তার মুখে শুনিয়া থাকেন যে—"যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণ অশোককাননে গিয়া দেখিলেন যে—তাঁহাদের মধ্যে একজন তাঁহাদের আগমনের পূর্ব্বেই অশোককাননে আসিয়া কৃষ্ণের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন এবং ইনিই পতিগণের বাধায় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন" তাহা হইলে জানিবেন যে সে কথা বৃথা বাগাড়ম্বর ব্যতীত আর কিছুই নহে।

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণের কৃষ্ণদর্শনের উৎকণ্ঠা, কৃষ্ণদর্শনের জন্য পতি পুত্রাদি ত্যাগ করিয়া অশোক-কাননে আগমন, সেখানে কৃষ্ণদর্শন, অন্তরে অন্তরে কৃষ্ণালিঙ্গন, কৃষ্ণচরণ সেবাপ্রাপ্তির জন্য কৃষ্ণচরণে দৈন্য বিজ্ঞাপন, কৃষ্ণের আদেশে পুনরায় যজ্ঞশালার প্রত্যাবর্ত্তন প্রভৃতি সমালোচনা করিলে স্পষ্টই জানা যায় যে—তাঁহারা কৃষ্ণ-ভক্তচূড়ামণি এবং তাঁহাদের কৃষ্ণানুরাগ চরম দশায় পরিণত। শ্রীকৃষ্ণও যে তাঁহাদের পরমানুরাগের উপযুক্ত পরমানুগ্রহ প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের অনুরাগের প্রতিদান-দেন নাই, তাহাও নহে। ব্রাহ্মণরমণীগণ, যখন শ্রীকৃষ্ণের আদেশে যজ্ঞশালায় গমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের জন্য আনীত অন্নব্যঞ্জনাদির পাত্রগুলি

অথানুস্মৃত্য বিপ্রাস্তে অন্বতপ্যন্ কৃতাগসঃ। যদ্বিশ্বেশ্বরয়োর্যাচ্ঞামহন্ম নৃবিড়ম্বয়োঃ॥ ৩৭

মস্তক হইতে নামাইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণাগ্রভূমিতে স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সে অন্নব্যঞ্জনাদি শ্রীকৃষ্ণ ভোজন করিবেন কিনা তাহা তাঁহারা বিচার করেন নাই কিংবা ভোজনের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধও করেন নাই। তাঁহারা যেন শ্রীকৃষ্ণচরণাগ্রে মাথার বোঝা নামাইয়া দিয়া শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন করিতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু ভক্তাধীন শ্রীভগবানের কি অপার অনুগ্রহ! তিনি ব্রাহ্মণরমণীগণের সমানীত এবং তাঁহার চরণাগ্র ভূমিতে স্থাপিত অন্নব্যঞ্জনাদি উপেক্ষা করিলেন না। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ, কত বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যাঁহার উদ্দেশ্যে যজ্ঞাগ্নিতে চরুপুরোডাশাদি সমর্পন করিলেও যিনি স্বয়ং স্বহস্তে তাহা গ্রহণ করেন না, দেবগণ যাঁহার অর্চ্চনা করিয়া অমৃতের নৈবেদ্য সমর্পণ করিলেও যিনি কখনও প্রত্যক্ষরূপে তাহা গ্রহণ করেন না, সেই সর্ব্বারাধ্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সমর্পণের অপেক্ষা না রাখিয়া—এমন কি তাহা ভোজনের জন্য অনুরোধের অপেক্ষাও না রাখিয়া প্রেমবতী ব্রাহ্মণরমণীগণের সমানীত অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং শ্রীদামসুবলাদি গোপবালকগণকে বলিলেন—তোমরা ক্ষুধায় কাতর হইয়া আমার নিকট কিছু খাইতে চাহিয়াছিলে, এই দেখ, তোমাদের ভোজনের জন্য কেমন সুরসাল অন্নব্যঞ্জনাদি পাওয়া গিয়াছে। প্রেমবতী ব্রাহ্মণরমণীগণ, পরমাদরে মস্তকে বহন করিয়া এই অন্নব্যঞ্জনাদি আনয়ন করিয়াছেন, অতএব এস, আর কালবিলম্ব না করিয়া আমরা সকলে মিলিয়া প্রেমবতী ব্রাহ্মণরমণীগণের প্রেমের দান গ্রহণ করি। এই বলিয়া বলদেব এবং সমস্ত গোপবালকগণকে সারি সারি বসাইয়া দিয়া সেই সমস্ত অন্নব্যঞ্জনাদি শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে পরিবেশন করিলেন। যদিও ব্রাহ্মণরমণীগণের সমানীত অন্নব্যঞ্জনাদি অসংখ্য গোপবালকগণের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে, তথাপি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হস্তস্পর্শে সেই সমস্ত অন্নব্যঞ্জনাদি কোটি কোটি গুণিত হইয়া গেল এবং সমস্ত গোপবালকগণ তাহা উদর পূর্ণ করিয়া ভোজন করিয়াও শেষ করিতে পারিলেন না। নিরর্গল করুণাপারাবার ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তচূড়ামণি ব্রাহ্মণরমণীগণের সমানীত অন্ন দ্বারা এইরূপে অসংখ্য গোপবালক এবং বলদেবের তৃপ্তিসাধন করিয়া পরিশেষে স্বয়ং পরমানন্দে সেই সমস্ত অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলেন ও ব্রাহ্মণরমণীগণকে কৃতার্থ করিলেন।

পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট শ্রীকৃষ্ণের এই পরমকরুণার লীলা বর্ণনা করিয়া বলিলেন,—হে মহারাজ! নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীব্রজরাজনন্দন, নরলোকে তাঁহার লীলাবিগ্রহ প্রকট করিয়া এইরূপ কতই যে করুণার লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। তাঁহার সর্ব্ববিধ লীলামাধুর্য্য ও শ্রীঅঙ্গসৌন্দর্য্যাদি একমাত্র ব্রজবাসিগণেরই উপভোগ্য এবং আনন্দবর্দ্ধক। এইরূপ কত শত শত লীলা প্রকাশ করিয়া যে তিনি নরলোকে তাঁহার ভক্তাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন তাহা কাহারও বর্ণনা করিবার সাধ্য নাই। তাঁহার সর্ব্ববিধ লীলাই সাধক ভক্তগণের ভক্তি শিক্ষার দৃষ্টান্ত স্বরূপ। শুদ্ধ ভক্তিতে শ্রীভগবান্ যে কি ভাবে ভক্তের বশীভূত হইয়া থাকেন তাহা তাঁহার প্রত্যেক লীলা অনুসন্ধান করিলেই স্পষ্টরূপে জানিতে পারা যায়। তিনি এই মর্ত্ত্যলোকে তাঁহার লীলাবিগ্রহ প্রকট করিয়া এইরূপ কত যে করুণার লীলা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কাহারও গণনা করার সাধ্য নাই। তাঁহার রূপ, বাক্য, লীলা ব্রজবাসী গোপগোপীগণের পরমানন্দপ্রদ। গোপগোপীগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিবার জন্য তিনি যে কত ভাবেই লীলা করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। অনন্ত লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত পরম করুণা-লীলাসিন্ধুর বিন্দুকণিকা স্পর্শ করিতে পারিলেও মানব জীবন ধন্য হইয়া যায়॥ ৩১—৩৬

অন্বয়ঃ।—অথ (যজ্ঞসমাপনানন্তরং) যৎ (যস্মাৎ) নৃবিড়ম্বয়োঃ (লৌকীকিং লীলাং বিস্তারয়তোঃ)

দৃষ্ট্বা স্ত্রীণাং ভগবতি কৃষ্ণে ভক্তিমলৌকিকীম্। আত্মানঞ্চ তয়া হীনমনুতপ্তা ব্যগর্হযন্ ॥ ৩৮

ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্বিদ্যাং ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে ॥ ৩৯

নূনং ভগবতো মায়া যোগিনামপি মোহিনী। যদ্বযং গুরবো নৃণাং স্বার্থে মুহ্যামহে দ্বিজা ॥ ৪০

বিশ্বেশ্বরযোঃ (জগদীশ্বরযোঃ শ্রীরামকৃষ্ণয়োঃ যাজ্ঞাং (অন্নভিক্ষাং) অহন্ম (হতবন্তঃ [তস্মাৎ] কৃতাগসঃ (কৃতাপরাধা বযম্ ইতি) অনুস্মৃত্য (পুনঃ পুনঃ স্মৃত্বা) তে (দুরভিমানগ্রস্তা অপি) বিপ্রাঃ (যাজ্ঞিকব্রাহ্মণাঃ) অতপ্যন্ (অনুতপ্তা অভবন্) ॥ ৩৭

**মূলানুবাদ।**—অনন্তর সেই যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ নররূপী শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের অন্ন যাচ্ঞা অবহেলা করিয়াছেন বলিয়া নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী মনে করিয়া বিশেষ প্রকারে অনুতপ্ত হইলেন ॥ ৩৭

**শ্রীধরটীকা।**—অনুস্মৃতিপ্রকারমাহ। নরানুকরণতোর্বিশ্বেশ্বরয়োর্যাচ্ঞাং যদহন্ম হতবন্তস্তৎ কৃতাগসো বয়মিত্যনুস্মৃত্যেতি ॥ ৩৭

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—পতয়ো নাভ্যসূয়েরন্ ইত্যাদিনা লব্ধতাদৃক্ভগবৎপ্রসাদানাং পত্নীনাং সঙ্গপ্রভাবেন তৎপতিনামপি সদ্বৃদ্ধির্জাতেতি তাসাং মহাত্ম্যমেব দর্শয়িতুমাহ অথেত্যাদিনা যাবৎসমাপ্তি। অথ তৎ প্রঘট্টকানন্তরং তে দুরভিমানগ্রস্তা অপি অন্বতপ্যন্। ননু বিশ্বেশ্বরয়োর্যাচ্ঞা কথং সম্ভবেত্তত্রাহন বিড়ম্বয়োর্লৌকিক লীলাং বিস্তারয়তোরিত্যর্থঃ। যদ্বা। ন নস্মানুতন্তক্তিহীনান্ বিড়ম্বত উপহসত ইতি তথা তয়োঃ। অন্যথাচ্যপ্রয়োগস্তদানীমপি দুরভিমানগন্ধানুবৃত্তের্জ্ঞাতো বা ॥ ৩৭

**অন্বয়ঃ।**—স্ত্রীণাং (স্বস্বপত্নীণাং) ভগবতি (সাক্ষাৎ পরমেশ্বরে) কৃষ্ণে (সর্ব্বাকর্ষকপরমানন্দঘনবিগ্রহে শ্রীনন্দনন্দনে) অলৌকিকীং (লোকাতীতাং) ভক্তিং (প্রেমলক্ষণাং ভক্তিং) দৃষ্ট্বা (আলোচ্য) তয়া (ভক্ত্যা) হীনং (রহিতং) আত্মানং। স্বং চ আলোচ্য) অনুতপ্তাঃ (জাতানুতাপাঃ সন্তঃ) ব্যগর্হযন্ (ধিগ্ধিগিতি অনিন্দন্) ॥ ৩৮

**মূলানুবাদ।**—তাঁহারা তাঁহাদের পত্নীগণের অলৌকিক কৃষ্ণভক্তি দেখিয়া এবং নিজেদের ভক্তিহীনতার কথা মনে করিয়া অনুতপ্ত হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ নিজেকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮

**শ্রীধরটীকা।**—তদা চ ভার্য্যা গুরুনিব মানয়ন্তো ভগবদ্ভক্তিরহিতমাত্মানং ব্যনিন্দন্নিত্যাহ দৃষ্ট্বেতি। অলৌকিকীং লোকাতীতাম্ ॥ ৩৮

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—ভগবতি সাক্ষাৎ পরমেশ্বরে তত্রাপি কৃষ্ণে নিজাশেষৈশ্বর্য্যপ্রকটনেন সর্ব্বচিত্তাকর্ষকে। ন কেবলমন্বতপ্যন্ কিন্ত্বনুতপ্তাঃ সন্তো বিশেষেণ নিজাশেষাভিমানত্যাগাদিনা অগর্হযংশ্চ ইত্যর্থঃ। অলৌকীকিং লোকদ্বয়াপেক্ষাত্যাগাৎ কৃষ্ণাপ্রাপ্ত্যা সদ্যোদেহত্যাগাচ্চ ॥ ৩৮

**অন্বয়ঃ।**—যে (যে তু বয়ং) অধোক্ষজে (ভগবতি শ্রীকৃষ্ণে) বিমুখাঃ (অনাদরণশীলাঃ ন (তেষামস্মাকং) ত্রিবৃৎ (শৌক্রং সাবিত্রং দৈক্ষকেতি ত্রিগুণিতং) যৎ জন্ম তৎ (ধিক্) ব্রতং (ব্রহ্মচর্য্যাদিকং) ধিক্, বহুজ্ঞতাং (বহুদর্শিতাং, ধিক্, কুলং (সৎকুলেজন্মগ্রহণং) ধিক্, ক্রিয়াদাক্ষ্যং (ক্রিয়াসু যাগাদিষু দাক্ষ্যং কুশলতাং চ) ধিক্ ॥ ৩৯

**মূলানুবাদ।**—আমরা কৃষ্ণবিমুখ, সুতরাং আমাদের শৌক্র, সাবিত্র্য এবং দৈক্ষ এই ত্রিবিধ জন্মে ধিক্! আমাদের বেদাধ্যয়নাদিতে ধিক্। আমাদের বহুতর শাস্ত্রজ্ঞানে ধিক্! আমাদের সৎকুলে জন্মগ্রহণে ধিক্ এবং যাগাদি কর্ম্মকুশলতায় ধিক্ ॥ ৩৯

অহো পশ্যত নারীণামপি কৃষ্ণে জগদ্গুরৌ। দুরন্তভাবং যোঽবিধ্যন্মৃত্যুপাশান্ গৃহাভিধান্ ॥৪১
নাসাং দ্বিজাতিসংস্কারো ন নিবাসো গুরাবপি। ন তপো নাত্মমীমাংসা ন শৌচং ন ক্রিয়াঃ শুভাঃ॥৪২
অথাপি হ্যুত্তমঃশ্লোকে কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে। ভক্তির্দৃঢ়া ন চাস্মাকং সংস্কারাদিমতামপি ॥ ৪৩

অন্বয়ঃ।—ভগবতঃ মায়া ( ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তিঃ ) নূনং ( নিশ্চিতমেব ) যোগিণাং ( তৎস্বরূপধ্যান-পরায়ণানামষ্টাঙ্গযোগানুষ্ঠানবতাং ) অপি মোহিনী ( মোহসম্পাদিকা, কিং পুনরস্মাকং কর্ম্মানুষ্ঠানবতামিত্যর্থঃ)। যৎ ( যস্মাৎ ) বয় দ্বিজাঃ ( ব্রাহ্মণাঃ ) নৃণাং গুরবঃ ( বর্ণশ্রেষ্ঠত্বাৎ সর্ব্বেষাং পূজ্যা অপি ) স্বার্থে ( শ্রীভগবৎসেবা-লক্ষণাত্মহিতকরকার্য্যে ) মুহ্যামহে ( মুগ্ধা অভবাম ) ॥ ৪০

**মূলানুবাদ**।—শ্রীভগবানের মায়া যোগিগণেরও বুদ্ধিমোহনে সমর্থ—যে-মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আমরা ব্রাহ্মণোচিত সংস্কারশালী এবং সর্ব্ববর্ণের পূজ্য হইয়াও আত্মহিতকর কার্য্যে ভ্রান্ত হইয়া পড়িলাম ॥ ৪০

**শ্রীধরটীকা**।—ত্রিবৃৎ শৌক্রং সাবিত্রং দৈক্ষমিতি ত্রিগুণিতং জন্ম। ব্রতং ব্রহ্মচর্য্যম্। ক্রিয়াঃ কর্ম্মাণি দাক্ষ্যঞ্চ। ক্রিয়াদাক্ষ্যমিত্যেকং বা পদম্। ধিগিত্যধিক্ষেপে। যে বয়ন্ত অধোক্ষজে বিমুখাস্তেষাং জন্মাদি তৎ সর্ব্বং ধিগিতি বাগর্হযন্নিত্যর্থঃ ॥ ৩৯।৪০

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—যেঽধোক্ষজে প্রত্যগ্‌ভূতৌ প্রাদুর্ভাবিনি পরমাত্মন্যপি বিমুখাস্তেষাং জন্মাদিনী ধিগিতি শৌক্রস্য জন্মনঃ। "কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা" ইতি ন্যায়েন তদুক্তৌ উপযুক্ততমত্বেঽপি অনুযোজনাৎ। সাবিত্রস্য তদভিধায়িত্বেন গায়ত্র্যজ্ঞানাৎ। গায়ত্র্যাস্তৎ পরত্বঞ্চ তদর্থবিস্তাররূপস্য শ্রীমদ্ভাগবতস্য তৎপরত্বাৎ। তদুক্তং গায়ত্রীং ভগবৎপরত্বেন ব্যাখ্যায়াগ্নিপুরাণেঽপি। "যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তর" ইত্যাদি। দৈক্ষস্যাপি "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। নতু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে" ইতি তত্ত্বাজ্ঞানাৎ। এবং ব্রতাদীনামপি। কুলং বংশপরম্পরাম্। অহো কষ্টং মায়ামোহিতানা-ময়মেব ইত্যাহুঃ নয়মিতি। যোগিনাং কর্ম্মষ্টাঙ্গজ্ঞানযোগনিষ্ঠানামপি ইত্যাত্মনো যোগিত্বাভিমানাৎ। যদ্বা। যোগিনামপি কিমুতাস্মাকং কর্ম্মিণামিদম্। নৃণাং যোগত্রয়জিজ্ঞাসূনা সর্ব্বেষামপীত্যর্থঃ। তদুক্তং তানুদ্দিশ্য শ্রীশুকেন "বালিশা বৃদ্ধমানিন" ইতি। গুরবঃ শ্রেষ্ঠা অপীত্যর্থঃ। 'বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুরিতি' ন্যায়াৎ। উপদেষ্টারোঽপীতি বা। মুহ্যাম মোহং প্রাপ্নুম। হে দ্বিজা ইত্যনুতাপেনান্যোন্যং সম্বোধয়ন্তি। যদ্বা। বয়ং মুহ্যামহে ইত্যাত্মনেপদমার্ষম্ ॥ ৩৯।৪০

অন্বয়ঃ।—অহো নারীণামপি ( বেদপাঠাদিরহিতানাং স্ত্রীণামপি ) জগদ্গুরৌ ( জগৎপতৌ ) কৃষ্ণে ( নন্দ-নন্দনে ) দুরন্তভাবং ( দুরন্তঃ হ্রাসশূন্যঃ যো ভাবঃ প্রেমা তং ) পশ্যত ( বিচারয়ত ), যঃ ( য এব তাসাং ভাবঃ ) গৃহাভিধান্ ( গৃহাত্যাসক্তিরূপান্ ) মৃত্যুপাশান্ ( দুঃখময়বন্ধনানি ) অবিধ্যৎ ( অচ্ছিনৎ )॥ ৪১

**মূলানুবাদ**।—অহো। আমাদের পত্নীগণের জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণে কি প্রগাঢ়-ভক্তি, দেখ। এই ভক্তি বলেই তাহাদের দেহ-গেহাসক্তিরূপ মৃত্যুপাশ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে ॥ ৪১

**শ্রীধরটীকা**।—যোঽবিধ্যৎ অচ্ছিনৎ তং দুরন্তং ভাবং ভক্তিং পশ্যতেতি ॥ ৪১

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—অহো বত স্ত্রীভ্যোঽপি বয়ং নিকৃষ্টা ইতি শোচন্তি অহো ইতি ত্রিভিঃ। অহো আশ্চর্য্যে। নন্ত স্ত্রীণাং পত্যুরিতরস্মিন্ ভাবোঽনুচিতঃ, তত্রাহুর্জগদ্গুরৌ পতিভ্যোঽপ্যসৌ পরমাপেক্ষ্য ইতি ভাবঃ। দুরন্তং সর্ব্ববাধকং ভাবং প্রেম। অবিধ্যদিতি অতীতনির্দ্দেশস্তাসাং সদ্য এব গৃহাদ্যাসক্ত্যপগমাভিপ্রায়েণ ॥ ৪১

অন্বয়ঃ।—আসাং ( স্ত্রীণাং ) দ্বিজাতিসংস্কারঃ (উপনয়নসংস্কারঃ) ন (নৈবাস্তি) গুরাবপি নিবাসঃ (গুরুগৃহে

নন্বু স্বার্থবিমূঢ়ানাং প্রমত্তানাং গৃহেহয়া। অহো নঃ স্মারযামাস গোপবাক্যৈঃ সতাং গতিঃ ॥ ৪৪
অন্যথা পূর্ণকামস্য কৈবল্যাদ্যাশিষাং পতেঃ। ঈশিতব্যৈঃ কিমস্মাভিরীশস্যৈতদ্বিড়ম্বনম্ ॥ ৪৫

বাসরূপঃ ব্রহ্মচারিধর্ম্মঃ ) ন ( নৈবাস্তি ) তপঃ ( তপোরূপঃ বানপ্রস্থধর্ম্মঃ ) ন ( নৈবাস্তি ) আত্মমীমাংসা আত্মবিচার-রূপঃ যতিধর্ম্মঃ ) ন ( নৈবাস্তি ) শৌচং ( যথাশাস্ত্রং স্নানাচমনাদিকং ) ন ( নৈবাস্তি ) শুভাঃ ক্রিয়াঃ ( সন্ধ্যোপাসনাদ্যাঃ যজ্ঞেশ্বরার্চ্চনাদ্যাশ্চ ) ন ( নৈব সন্তি ) তথাপি ( তাসাং দ্বিজাতিসংস্কারাদিরহিতত্বেঽপি ) উত্তমঃশ্লোকে ( কারুণ্যভক্তবাৎসল্যাদিনা প্রথিতযশসি ) যোগেশ্বরেশ্বরে ( যোগেশ্বরাণাং শেষসনকাদীনামপি ঈশ্বরে পরমপূজ্যে ) কৃষ্ণে ( স্বয়ং ভগবতি শ্রীনন্দনন্দনে ) দৃঢ়া ( নিশ্চলা ) ভক্তিঃ ( প্রেমা বর্ত্ততে ); সংস্কারাদিমতাং ( দ্বিজাতিসংস্কারাদিমতাং ) অস্মাকং ( ব্রাহ্মণানামস্মাকন্তু ) ন ( নৈব ভক্তিলেশোঽপি বর্ত্তত ইতি ভাবঃ ) ॥ ৪২।৪৩

**মূলানুবাদ**।—আমাদের পত্নীগণের উপনয়নাদি সংস্কার, বেদাধ্যয়নার্থ গুরুগৃহে বাস, তপস্যা, আত্মবিচার, শৌচ কিংবা কোনপ্রকার শুভক্রিয়ার অনুষ্ঠান নাই, কিন্তু তথাপি তাহাদের যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে যে গাঢ় ভক্তি দেখা যায়, উপনয়ন সংস্কারাদি সর্ব্বগুণযুক্ত আমাদের তাহার লেশগন্ধমাত্রও নাই ॥ ৪২।৪৩

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—আশ্চর্য্যত্বমেব ব্যনক্তি নাসামিতি যুগ্মকেন। দ্বিজাতিসংস্কার উপনয়নাদিস্তদ্ধর্ম্মদ্বারং তথা শৌচং সামান্যধর্ম্মঃ। গুরুনিবাসাদয়শ্চ ক্রমেণ ব্রহ্মচারিবানপ্রস্থযতিগৃহিধর্ম্মাঃ। তত্র চ শোকাবেশেন ক্রমাতিক্রমঃ। কিম্বা। গার্হস্থ্যধর্ম্মস্য বহুমানেন পশ্চান্নির্দ্দেশঃ, অতএব শুভা ইত্যুক্তিঃ। অথাপি তত্তদ্রহিতত্বেঽপি কৃষ্ণে দৃঢ়া ভক্তিরাসাং জাতা। তস্য মাহাত্ম্যেন তদ্ভক্তেরপি মাহাত্ম্যং বোধয়িতুং তং বিশিংষন্তি। উত্তমঃশ্লোকে বৈরিণামপি মোক্ষাদিদানাৎ পরমসংখ্যাতিমতি। যোগানামীশ্বরা ভক্তিযোগবন্তস্তেষামীশ্বরে সেব্যত্বেন লভ্যে। ভক্তির্দৃঢ়া কৃতবিরোধৈরস্মাভিরপি পরিচ্ছেত্তুমশক্যা। পুনরাশ্চর্য্যমেব ব্যতিরেকেণ দ্রঢয়তি। নচেতি। অত্র দ্বিজাতিসংস্কারাদয়ঃ স্বয়ং ভক্তেঃ কারণানি ন ভবন্ত্যেব, তদ্গুণকসৎসঙ্গস্ত্বাসাং তৎকারণতয়া ন অমীভিরনুমাতুং শক্ত ইতি শ্রীশুকদেবাভিপ্রায়ঃ ॥ ৪২।৪৩

**অন্বয়ঃ**।—অহো সতাং ( ভক্তানাং ) গতিঃ ( আশ্রয়ঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ) গোপবাক্যৈঃ ( গোপজনোচিতবাক্যৈঃ, গোপবালকানান্ অন্নপ্রার্থনরূপবাক্যৈর্ব্বা) স্বার্থবিমূঢ়ানাং ( ভক্তিহীনানাং পরমাজ্ঞানাং ) গৃহেহয়া ( গৃহদেহাদ্যাশক্ত্যা তস্যৈব ভোগচেষ্টয়া ) প্রমত্তানাং ( অনবহিতাত্মনাং ) নঃ ( অস্মাকং ) স্মারয়ামাস ( আত্মানং স্মারয়ামাস ) ॥ ৪৪

**মূলানুবাদ**।—আমরা আত্মহিতকর কার্য্য ভুলিয়া কেবলমাত্র দেহ গেহাদি লইয়াই মত্ত ছিলাম, সেইজন্য ভক্তজনপরিপালক শ্রীকৃষ্ণ, গোপবাক্য দ্বারা আমাদের স্বচরণ স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন ॥ ৪৪

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—উত্তমঃশ্লোকত্বমেব দর্শয়ন্তি নূনং নিশ্চিতং "সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চ্চনম্" ইতি ন্যায়েন তদ্ভক্তিং বিনা সর্ব্বস্যাপ্যর্থস্যাসিদ্ধেঃ স্বার্থে বিমূঢ়ানাং অত্যন্তাজ্ঞানাং যতো গৃহেহয়া গৃহকৃত্যেন প্রমত্তানাম্ অনবহিতানাং নোঽস্মান্ স্মারয়ামাস আত্মানম্। যতঃ সতাং স্বস্বাধিকারপ্রাপ্তবেদোক্ততৎপরাণাং গতিঃ। যদ্বা সতাং ভক্তানাং গতিরপি কেবলকারুণ্যেনৈবেত্যর্থঃ। যদ্বা সন্ত এব তাবৎ পরমদয়ালবঃ। স তু তেষামপি গতিরাশ্রয় ইতি। অহো আশ্চর্য্যং উত্তমঃশ্লোকত্বাত্তেন বোধিতা অপি বয়মবিবেকা ন বুদ্ধবন্ত ইতি ভাবঃ ॥ ৪৪

**অন্বয়ঃ**।—অন্যথা ( অস্মাসু কৃপাবিতরণমন্তরেণ ) পূর্ণকামস্য ( নিত্যতৃপ্তস্য ) কৈবল্যাদ্যাশিষাং পতেঃ ( কৈবল্যাদিসর্ব্ববিধপুরুষার্থপ্রদানসমর্থস্য ) ঈশস্য ( সর্ব্বেশ্বরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ) ঈশিতব্যৈঃ ( সদৈব পরতন্ত্রৈঃ ) অস্মাভিঃ ( জীবৈঃ ) কিং ( কিং প্রয়োজনং ? ) এতৎ ( অন্নপ্রার্থনং তু ) বিড়ম্বনং ( কৃপয়া তদনুকরণমেব ভবতি নৈবান্যৎ কিঞ্চিদিতি ভাবঃ ) ॥ ৪৫

হিত্বান্যান্ ভজতে যং শ্রীঃ পাদস্পর্শাশয়াসকৃৎ। স্বাত্মদোষাপবর্গেণ তদ্‌যাচ্ঞা-জনমোহিনী ॥৪৬
দেশঃ কালঃ পৃথগ্‌দ্রব্যং মন্ত্রতন্ত্রর্ত্বিজোঽগ্নয়ঃ। দেবতা যজমানশ্চ ক্রতুর্ধর্ম্মশ্চ যন্ময়ঃ ॥ ৪৭
স এব ভগবান্ সাক্ষাৎ বিষ্ণুর্যোগেশ্বরেশ্বরঃ। জাতো যদুষ্বিত্যাশৃণ্ম হ্যপি মূঢা ন বিদ্মহে ॥ ৪৮

মূলানুবাদ। - নচেৎ পূর্ণকাম ও সর্ব্বপুরুষার্থপ্রদাতা সর্ব্বেশ্বরের আমাদের মত ক্ষুদ্র জীবের নিকট অন্ন যাচ্ঞা করার কি প্রয়োজন ছিল ? ॥ ৪৫

শ্রীধরটীকা।- দ্বিজাতিসংস্কার উপনয়নম্। ক্রিয়াঃ সন্ধ্যোপাসনাদয়ঃ ॥ ৪২—৪৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—নন্থ গোপবাক্যেরন্নমেবাস্মান্ন অযাচত নচ স্মারয়ামাস তত্রাহুঃ। অন্যথান্নগ্রহ-ময়াত্মস্মারণমন্তরেণ। নন্থ পূর্ণকামত্বেন তস্যান্নে প্রযোজনং মাস্ত ক্ষুধার্ত্তগোপনিমিত্তং যুজ্যত এব তত্রাহুঃ কৈবল্যেতি। কৈবল্যং মোক্ষঃ প্রেম বা ফলান্তররাহিত্যসম্বন্ধেন শুদ্ধভাবরূপত্বাৎ। তদাদীনামাশিষাম্ অর্থানাং পতেঃ পত্যুরীশস্য তত্তৎপ্রদানে সমর্থস্যেত্যর্থঃ। ঈশিতব্যৈর্নিয়ম্যৈঃ কিঞ্চিৎ কর্ত্তুমশক্যস্যেত্যর্থঃ। কিং ন কিঞ্চিদপি প্রযোজনমিত্যর্থঃ। কিন্ত্বীশস্যাপ্যেতদ্বিডম্বনং দয়ামাত্রেণানুকরণমেব ভবতীতি ॥ ৪৫

অন্বয়ঃ।—শ্রীঃ (সর্ব্বসম্পদধিষ্ঠাত্রীদেবতা লক্ষ্মীঃ) অন্যান্ (ব্রহ্মাদীন্ স্বসেবকান্) হিত্বা (পরিত্যজ্য) পাদস্পর্শাশয়া (চরণসেবাবাঞ্ছয়া) আত্মদোষাপবর্গেণ (চাঞ্চল্যগর্ব্বাদি নিজস্বাভাবিকদোষত্যাগেন) যং (শ্রীভগবন্তং) অসকৃৎ (নিরন্তরং) ভজতে (সেবতে), তৎ (তস্য কমলাসেবিতপাদপদ্মস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) যাচ্ঞা (অস্মৎ সমীপে অন্নপ্রার্থনা) জনমোহিনী (জনানাং মাদৃশানাং সর্ব্বেষামেব বিমুখজনানাং মোহিনী নায়মীশ্বর ইতি মোহোৎপাদিকৈব) ॥ ৪৬

মূলানুবাদ।-যাঁহার চরণ প্রাপ্তির আশায় সর্ব্বসম্পদধিষ্ঠাত্রী দেবতা লক্ষ্মী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্যাগ করিয়া এবং নিজ স্বভাবসিদ্ধ চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর সেবা করিতেছেন, তিনি যে আমাদের নিকট অন্নযাচ্ঞা করিয়াছেন তাহা কেবলমাত্র মাদৃশ বিমুখ জনের মোহ উৎপাদনের হেতুমাত্র ॥ ৪৬

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—নন্থ যদ্যপ্যসৌ স্মারয়ামাস তর্হি ভবন্তঃ কথং ন সম্যকস্তত্রাহুর্হিত্বেতি। অন্যান্-হিত্বেতি ক্ষীরোদমথনান্তে তস্যা নবমিবাবিভূতায়াঃ স্বয়ম্বরলীলায়াং করুণদৃষ্ট্যা প্রোক্তাম্। অসকৃদ্ভজতে;সেবতে। স্বং স্বয়মেবাত্মা যস্যাস্তস্যাস্তদংশাভাসভূতায়া জগল্লক্ষ্ম্যা যে দোষাস্তদস্পর্শেন ইত্যর্থঃ। এবং কথমপি তদযাচ্ঞা ন ঘটেতৈবেতি বোধিতম্। তথাপি তস্য যাচ্ঞা জনানামস্মদ্বিধানাং সর্ব্বেষামেব জীবানাং মোহিনী নায়মীশ্বর ইতি মোহমুৎপাদয়তীত্যর্থঃ ॥ ৪৬

অন্বয়ঃ।—দেশঃ (যজ্ঞীয়ো দেশঃ) কালঃ (যজ্ঞানুষ্ঠানযোগ্যঃ কালঃ) পৃথক্ দ্রব্যং (চরুপুরোডাশাদি বিবিধদ্রব্যং) মন্ত্রতন্ত্রর্ত্বিজঃ (মন্ত্রঃ ঋগাদিঃ, তন্ত্রঃ প্রয়োগঃ, ঋত্বিক হোত্রাদিশ্চ তে) অগ্নয়ঃ (যজ্ঞাগ্নয়ঃ) দেবতাঃ (অগ্নিসোমাদয়ঃ) যজমানঃ (যজ্ঞানুষ্ঠাতা) ক্রতুঃ (যজ্ঞঃ) ধর্ম্মঃ (যজ্ঞলভ্যাপূর্ব্বশ্চ) যন্ময়ঃ (যদাত্মক এব), স এব (অস্মদ্দৃষ্টিগোচরঃ) ভগবান্ (সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী) যোগেশ্বরেশ্বরঃ (যোগেশ্বরাণাং শিবসনকাদীনামপি পরমসেব্যঃ) সাক্ষাদ্বিষ্ণুঃ (স্বরূপৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যাদিভিঃ সর্ব্বব্যাপকঃ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ) যদুষু (যদূনাং কুলে) জাতঃ (আবির্ভূতঃ) ইতি অশৃণ্ম (এবং সর্ব্বত্র শ্রুতবন্তো বয়ং) অপি মূঢাঃ (তথাপি মূঢা বয়ং) ন বিদ্মহে (অয়মেব স ইতি নৈব জানীমঃ) ॥ ৪৭-৪৮

মূলানুবাদ।—দেশ, কাল, চরুপুরোডাশাদি যজ্ঞীয় দ্রব্য, মন্ত্র, তন্ত্র, পুরোহিত, অগ্নি, দেবতা, যজমান, যজ্ঞ, যজ্ঞফল প্রভৃতি সমস্তই যাঁহার বিভূতিমাত্র, সেই যজ্ঞেশ্বরেশ্বর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এ কথা শুনিয়াও আমরা মূঢ় বলিয়া তাহা বিশ্বাস করিতে পারি নাই ॥ ৪৭।৪৮

অহো বয়ং ধন্যতমা যেষাং নস্তাদৃশীঃ স্ত্রিয়ঃ। ভক্ত্যা যাসাং মতির্জাতা অস্মাকং নিশ্চলা হরৌ ॥৪৯
তস্মৈ নমো ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে। যন্মায়ামোহিতধিয়ো ভ্রমামঃ কর্ম্মবর্ত্মসু ॥ ৫০
স বৈ ন আদ্যঃ পুরুষঃ স্বমায়ামোহিতাত্মনাম্। অবিজ্ঞাতানুভাবানাং ক্ষন্তুমর্হত্যতিক্রমম্ ॥ ৫১

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—স্বতোঽপি মোহং দর্শয়ন্তি দেশ ইতি যুগ্মকেন। স এব সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীনারায়ণঃ তস্য দেহাদিময়ত্বে হেতুঃ বিষ্ণুঃ সর্ব্বব্যাপক ইতি। তস্য চ সর্ব্বৈরেবোপাস্যত্বমাহর্যোগেশ্বরাণাং মুক্তানামপীশ্বরঃ, অতো যজ্ঞাদীনামস্মাকমপি স এব সেব্য ইতি ভাবঃ। যদ্বা। স এব সাক্ষাৎ ভূত এব অতএব ভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণস্তত্রাপি অশেষৈশ্বর্য্যপ্রকটনেন বিশ্বব্যাপকত্বাদ্বিষ্ণুঃ, অতো যোগেশ্বরাণামপীশ্বরঃ সেব্য ইত্যর্থঃ। যদ্বা। কিমর্থং জাতস্তত্রাহুঃ। যোগেশ্বরঃ সুসিদ্ধভক্তির্যোগস্তেষামীশ্বরঃ। নিজভক্তসুখার্থমিত্যর্থঃ। হি শব্দেন তত্র শাস্ত্রাদি প্রমাণং সূচয়ন্তি। তচ্চ প্রসিদ্ধমেব মদ্ভক্তানাং 'বিনোদার্থমিত্যাদি বচনেভ্যঃ। মূঢ়াঃ শাস্ত্রার্থানভিজ্ঞাঃ। আভ্যাং বাক্যাভ্যাং যথা পূর্ব্বমস্মাভির্নিরূপিতং তথা তৈরপি বিচারিতমিতি শ্রীশুকদেবাভিপ্রায়ঃ ॥ ৪৭।৪৮

**অন্বয়ঃ**।— যাসাং ( পরমভক্তিমতীনাং স্ত্রাণাং ) ভক্ত্যা (শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠপ্রেমবিশেষেণ ) অস্মাকং (বিমুখানামপ্যস্মাকং ) হরৌ ( সর্ব্বমনোহরে শ্রীব্রজরাজনন্দনে ) নিশ্চলা ( দৃঢবিশ্বাসময়ী ) ভক্তিঃ জাতা ( উৎপন্না ), যেষাং নঃ ( অস্মাকং ) তাদৃশীঃ ( ভক্তচূড়ামণয়ঃ ) স্ত্রিয়ঃ ( ভার্য্যাঃ ) অহো বয়ং ( হরিবিমুখা অপি বয়ং ) ধন্যতমাঃ ( তাদৃশীনাং স্ত্রীণাং সম্বন্ধেনৈব ভাগ্যবন্তো জাতাঃ ) ॥ ৪৯

**মূলানুবাদ**।—যাহাদের ভক্তিবলে আমাদের শ্রীকৃষ্ণে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তাহারা আমাদেরই পত্নী বলিয়া আমরাও কৃতার্থ হইয়াছি ॥ ৪৯

**অন্বয়ঃ**।—অকুণ্ঠমেধসে ( অলুপ্তজ্ঞানায় ), ভগবতে ( অচিন্ত্যানন্তৈশ্বর্য্যায় ) তস্মৈ ( নন্দনন্দনায় ) কৃষ্ণায় ( সর্ব্বচিত্তাকর্ষকায় স্বয়ং ভগবতে ) নমঃ, যন্মায়ামোহিতধিয়ঃ ( যস্য মায়াশক্তিপ্রভাবেনৈব ব্যামোহিতবুদ্ধয়ো বয়ং ) কর্ম্মবর্ত্মসু ( স্বস্বকর্ম্মার্জ্জিতমার্গেষু ) ভ্রমাম, ( পুনঃপুনরভিনিবেশং প্রাপ্নুমঃ ) ॥ ৫০

**মূলানুবাদ**।—যাঁহার মায়াপ্রভাবে আমরা নিরন্তর কর্ম্মমার্গে ভ্রাম্যমাণ, সেই অলুপ্তজ্ঞানস্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণে আমরা প্রণাম করি ॥ ৫০

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—মূঢত্বমেবদর্শয়ন্তস্তৎকারণমায়াপ্রভাবেন বিস্মিতাঃ সন্তস্তদপগমায় ভক্ত্যা সর্ব্বজ্ঞং তদীশ্বরমেব প্রণমন্তি নম ইতি। ভগবতেঽচিন্ত্যানন্তৈশ্বর্য্যায়। অকুণ্ঠমেধসে অলুপ্তজ্ঞানায়। যেষাং তদ্বৈপরীত্যমাহ যন্মায়য়েতি ভ্রমামঃ পুনঃ পুনস্তত্রৈবাভিনিবেশং প্রাপ্নুমঃ, জলাবর্ত্তাদিব কদাচিদপি ততো নির্গন্তুং ন শক্নুম ইত্যর্থ ॥৪৯ ৫০

**অন্বয়ঃ**।—স বৈ আদ্যঃ ( সর্ব্বকারণকারণঃ ) পুরুষঃ ( সর্ব্বনিয়ন্তা-শ্রীকৃষ্ণঃ ) স্বমায়ামোহিতধিয়াং ( তস্যৈব মায়য়া মোহিতবুদ্ধীনাং ) অবিজ্ঞাতানুভাবানাং ( অবিজ্ঞাততন্মাহাত্ম্যানাং ) নঃ ( অস্মাকং ) অতিক্রমং ( হেলনরূপমপরাধং ) ক্ষন্তুম্ অর্হতি ॥ ৫১

**মূলানুবাদ**।—সেই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহারই মায়ার মোহিতবুদ্ধি এবং তাঁহার তত্ত্বমাহাত্ম্যাদিতে অনভিজ্ঞগণের অপরাধ ক্ষমা করুন ॥ ৫১

**শ্রীধরটীকা**।— আত্মনো দোষাপবর্গেণ চাঞ্চল্যগর্ব্বাদিত্যাগেন ॥ ৪৬,৪৭॥ ইত্যশৃণ্ণ এবং সর্ব্বত্র শ্রুতবন্তো বয়ং, হি তথাপীতি ॥ ৪৮—৫১

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—এবং পরমদৈন্যং গতাঃ শ্রীভগবন্তং ক্ষময়ন্তি স ইতি। স কৃষ্ণঃ নোঽস্মাকং অতিক্রমমপরাধং ক্ষন্তুমর্হতি যোগ্যো ভবতি। তত্র হেতুঃ। স্বস্য তস্যৈব মায়য়া মোহিতচিত্তানাম্ অতএব ন বিজ্ঞাতোঽ-

ইতি স্বাঘমনুস্মৃত্য কৃষ্ণে তে কৃতহেলনাঃ। দিদৃক্ষবোঽপ্যচ্যুতয়োঃ কংসাদ্ভীতা ন চাচলন্ ॥৫২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে যজ্ঞপত্ন্যুদ্ধরণং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩

স্তাবকমাহাত্ম্যং বৈষ্ণবাম্। যদি চাস্মাকমপরাধস্তথাপি স আদ্যঃ পুরুষঃ সহস্রশীর্ষাদিরূপঃ তন্মুখাদেবোৎপন্নানাং বিপ্রাণাং পিতৃবদপরাধক্ষমা যুক্তেতি ভাবঃ। যদ্বা। আদ্যঃ সর্বশ্রেষ্ঠঃ অতো নিকৃষ্টানামস্মাকমপরাধং ক্ষন্তুমর্হত্যেব। কিঞ্চ পুরি শয়নাৎ পুরুষোঽন্তর্যামী অতস্তেন তথা নিযুক্তাঃ স্মঃ তথৈব কৃতবন্তো বয়মিতি। যদ্বা—আদ্যঃ পুরুষঃ পুরুষোত্তমঃ ইত্যর্থঃ। দীনবাৎসল্যাব্রহ্মণ্যদেবত্বাদিতি নিজস্বাভাবিকমাহাত্ম্যাৎ ক্ষন্তুমর্হত্যেবেতি ভাবঃ ॥ ৫১

অন্বয়ঃ।- কৃষ্ণে (ব্রজরাজনন্দনে) কৃতহেলনাঃ (মনুষ্যদৃষ্ট্যা কৃতাবজ্ঞাঃ) তে (ব্রাহ্মণাঃ) ইতি (এবং) স্বাঘং (নিজকৃতমপরাধং) অনুস্মৃত্য (পুনঃ পুনঃ স্মৃত্বা) অচ্যুতয়োঃ (শ্রীকৃষ্ণরাময়োঃ) দিদৃক্ষবঃ (দর্শনপ্রণামাদিনা স্বাপরাধং ক্ষমাপয়িতুমিচ্ছবঃ) অপি কংসাৎ (ভোজরাজাৎ) ভীতাঃ ন চ অচলন্ (স্বস্থানাৎ নৈব শ্রীকৃষ্ণরামদর্শনায় চলিতবন্তঃ কিন্তু মনসৈব তচ্চরণং ধ্যাতবন্ত ইতি ভাবঃ) ॥ ৫২

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামি-কৃতে শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে দশমস্কন্ধস্য ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩

**মূলানুবাদ**।—শ্রীকৃষ্ণের অবজ্ঞাকারী ব্রাহ্মণগণ এইরূপে নিজাপরাধ স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের চরণদর্শন এবং অপরাধের ক্ষমাপনেচ্ছু হইয়াও কংসভয়ে ভীত হইয়া স্বস্থান পরিত্যাগ করিলেন না ॥ ৫২

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি কৃতে শ্রীমদ্ভাগবতানুবাদে দশমস্কন্ধস্য ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩

**শ্রীধরটীকা**।—ন চ অচলন্ তয়োর্দর্শনায় ন জগ্মুঃ ॥ ৫২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৩

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—স্বমসাধারণম্ অঘমপরাধম্ তদেব দর্শয়তি। কৃতং হেলনং মনুষ্যদৃষ্ট্যাবজ্ঞা যৈস্তে। অতএব দিদৃক্ষবোঽপি স্বাঘক্ষমাপণায় মিলিতুমিচ্ছবোঽপি ব্রজং প্রতি নাচাচলন্ সকৃদপি পাদবিক্ষেপং ন কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুত্বেন কার্পণ্যেন কংসাদ্ভীতাঃ শ্রীভগবতি দৃঢবিশ্বাসাভাবাৎ নিজানিষ্টশঙ্কয়েত্যর্থঃ ॥৫২

॥ * ॥ ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাং দশমটিপ্পন্যাং ত্রয়োবিংশঃ ॥ * ॥ ২৩

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী**।—পরমকরুণাময় শ্রীব্রজরাজনন্দনের অপার করুণায় যাজ্ঞিকব্রাহ্মণপত্নীগণ নানা ভাবে কৃতার্থ হইলেন। তাঁহারা চিরজীবনের জন্য অক্ষুণ্ণ ভগবৎস্মৃতি এবং দেহান্তে যথাভিলষিতভাবে সেবাধিকার-প্রাপ্তির জন্য ব্রজরাজনন্দনের নিকট যে প্রতিশ্রুতি পাইয়াছেন, তাহা অতি অল্প ভাগ্যবানের ভাগ্যেই সংঘটিত হইয়া থাকে। তাঁহারা পতি, পুত্র, ভ্রাতা ও বান্ধবাদি সকলকেই অতি তুচ্ছ জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়া ব্রজরাজনন্দনের চরণ-দর্শনাশায় যমুনাতীরে আগমন করিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহারা আবার যখন ব্রজরাজনন্দনের আদেশে যজ্ঞশালায় ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের পরিত্যক্ত পতি পুত্রাদির নিকট যেরূপ পরম সমাদর লাভ করিলেন, তাহা তাঁহারা যখন নিরন্তর পতি পুত্রাদির সেবাতেই নিযুক্ত থাকিতেন, তখন কোন দিন তাহা সম্ভাবনাও করিতে পারেন নাই। ইহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে—তাঁহাদের এতাদৃশ সমাদরপ্রাপ্তি কৃষ্ণেরই অনুগ্রহের দান ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাঁহারা ব্রজরাজনন্দনের যেরূপ অযাচিত কৃপা লাভ করিয়াছেন, তাহার ত তুলনাই নাই, তাঁহাদের সঙ্গমহিমায় তাঁহাদের পতিগণ পর্য্যন্ত যে ভাবে কৃতার্থ হইয়াছেন, তাহারও দৃষ্টান্ত জগতে অতি বিরল।

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণের পতি পুত্রাদি সমস্ত আত্মীয়গণ উচ্চকুলে জন্ম, বেদাধ্যয়ন, স্বধর্ম্মাচরণ, যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণে ভূষিত হইয়াও একমাত্র কৃষ্ণভক্তির অভাবে অতি অসার এবং দুরভিমানের লীলাক্ষেত্র ছিলেন। দুগ্ধপানে যেমন সর্পের বিষবর্দ্ধনই হইয়া থাকে, সেইরূপ কৃষ্ণভক্তিহীন ব্যক্তির বিদ্যা, কুল, ধন, মান, তপস্যা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী কেবলমাত্র দুরভিমান মহাবিষই সৃজন করিয়া থাকে। যাহার কৃষ্ণভক্তি নাই, তাহার জাতি, কুল, বিদ্যা প্রভৃতি সকলই তুচ্ছ, সকলই বিফল।

ভগবদ্ভক্তিহীনানাং জাতিঃ শাস্ত্রং কুলং তপঃ। অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্॥ (স্কন্দপুরাণম্)

মৃতদেহ নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত করিলে তাহা যেমন দর্শকের মনোরঞ্জনেরই হেতু হয়, কিন্তু তাহাতে মৃত দেহের কোন প্রকার তৃপ্তি কিংবা উপকার হয় না, সেইরূপ কৃষ্ণভক্তিবিহীন ব্যক্তিরও জাতি, শাস্ত্রজ্ঞান, কুল, তপস্যা প্রভৃতি সমস্তই দর্শকের দৃষ্টিতে ভাল বলিয়া বোধ হইলেও তাহাতে তাহার কোনই উপকার হয় না। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ বহু সদ্‌গুণে বিভূষিত ছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণভক্তির অভাবে সে সমস্ত সদ্‌গুণে তাঁহাদের কোনই উপকার হইত না, বরং দিন দিন দুরভিমান বৃদ্ধি করিয়া সেই সমস্ত সদ্‌গুণই তাঁহাদের অধঃপাতের পথে অগ্রসর করিয়া দিত। কিন্তু কৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তগণের সঙ্গের কি অপূর্ব্ব মহিমা। এই সমস্ত দুরভিমানগ্রস্ত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ, একমাত্র ভক্তসঙ্গের ফলেই দুরভিমানমুক্ত ও চিরকৃতার্থ হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পত্নীগণ যখন কৃষ্ণের আদেশে যজ্ঞশালায় ফিরিয়া আসিলেন, তখন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের আরব্ধ যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করিলেন এবং তাঁহাদের দর্শন, তাঁহাদের সহিত আলাপ, একই গৃহে বাস প্রভৃতিতে ক্রমশঃ তাঁহাদের হৃদয় শোধন হইয়া গেল, দুরভিমান দূর হইল এবং নিজ নিজ পূর্ব্বকৃত অপরাধের কথা মনে হইয়া অনুতাপানলে হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহাদের বেদাধ্যয়ন, স্বর্ম্মাচরণ এবং যজ্ঞানুষ্ঠানে দীর্ঘকালেও যে ফললাভ হয় নাই, তাহা তাঁহাদের কৃষ্ণভক্তচূড়ামণি পত্নীগণের সঙ্গপ্রভাবে অল্প কালের মধ্যেই লাভ হইয়া গেল।

নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ। তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

গঙ্গা যমুনাদি জলময় তীর্থ এবং মৃন্ময়, শিলাময় প্রভৃতি প্রতিমা সেবনে জীব, বহুদিনে কৃতার্থ হইতে পারে; কিন্তু শ্রীভগবদ্ভক্তচূড়ামণির দর্শনমাত্রেই জীবের হৃদয় শোধন হয় এবং অচিরাৎ কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। কৃষ্ণভক্তের সঙ্গলাভই একমাত্র কৃষ্ণভক্তি লাভের উপায়; ইহা ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই কেহ কোন দিন কৃতার্থ হইতে পারে না।

কৃষ্ণভক্তি-জন্ম মূল হয় সাধুসঙ্গ। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তিঁহ হয় মুখ্য অঙ্গ॥ (চৈতন্যচরিতামৃতম্)

কৃষ্ণানুরাগিণী ব্রাহ্মণরমণীগণের সঙ্গপ্রভাবে যখন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের দুরভিমান দূর হইয়া গেল, তখন তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বকৃত অপরাধের কথা মনে করিয়া, হায়। হায়। করিতে লাগিলেন এবং নানা ভাবে নিজেকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের তখন মনে হইল—হায় আমরা কি মূঢ়। সাক্ষাৎ জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম নরলীলার অনুকরণ করিয়া নরলোক কৃতার্থ করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়া নানা ভাবে করুণা বিতরণ করিতেছেন এবং আমাদেরও কৃতার্থ করিবার জন্য আমাদের নিকট অন্নযাচ্ঞা করিলেন, কিন্তু আমরা এমনই অজ্ঞ এবং আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে—আমরা তাঁহাদের প্রার্থনায় কর্ণপাতও করিলাম না, কিন্তু আমাদের পত্নীগণের কি অলৌকিক কৃষ্ণপ্রেম, তাহারা ইহলোক এবং পরলোকের অপেক্ষা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের নিকট গমন করিল এবং তাঁহাকে অন্নদান করিয়া কৃতার্থ হইল। যদিও তাহারা স্ত্রীজাতি, তথাপি একমাত্র ভক্তিবলেই তাহারা আমাদের অপেক্ষা কোটি কোটী গুণে ভাগ্যবতী। আমাদের কৃষ্ণভক্তি নাই বলিয়া আমরা কৃষ্ণের অযাচিত করুণা লাভেও বঞ্চিত হইয়া রহিলাম। আমাদের ভক্তিহীনতাই আমাদিগকে অনর্থসাগরে ডুবাইয়া দিয়াছে এবং দুরভিমানের বশবর্ত্তী করিয়া আমাদিগকে কৃষ্ণের অযাচিত কৃপা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। আমরা ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি,

সুতরাং আমাদের শৌক্রজন্ম কৃষ্ণসেবা প্রাপ্তির অযোগ্য নহে। যাহারা ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের কৃষ্ণচরণাশ্রয়ে কৃতার্থ হইবার জন্য শ্রীভগবান্ জন্মগত অধিকার প্রদান করিয়াছেন। যদিও কৃষ্ণচরণাশ্রয়ে সর্ব্বজীবই কৃতার্থ হয়, তথাপি শ্রীভগবান্ ব্রাহ্মণের জন্য যে পৃথক ব্যবস্থা রাখিয়াছেন, তাহা তাঁহার শ্রীমুখের বাণীতেই স্পষ্ট ধারণা করিতে পারা যায়—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ। স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্।
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—হে অর্জ্জুন। যাহারা পাপযোনি অর্থাৎ অন্ত্যজাদি কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারাও যদি আমার চরণাশ্রয় করে, তাহা হইলে অনায়াসে পরমাগতি লাভ করিতে পারে। স্ত্রী শূদ্র বৈশ্য প্রভৃতি যে কোনও ব্যক্তিই আমার চরণাশ্রয়ে কৃতার্থ হয় এবং পরমাগতি লাভ করে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। যাঁহারা পূর্ব্বজন্মের বহু পুণ্যবলে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা ভক্তিমান্ এবং রাজর্ষি, তাঁহারা যে আমার চরণাশ্রয়ে কৃতার্থ হইবেন তাহা ত বলাই বাহুল্য। শ্রীভগবান্ স্বভাবতঃই গো-ব্রাহ্মণ-হিতকারী, তিনি নানা লীলায় নানাভাবে ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, সুতরাং পরম পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যাহারা শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে বঞ্চিত হয়, তাহাদের মত দুর্ভাগা আর ত্রিজগতে নাই। হায়। হায়! আমাদের শৌক্রজন্মে স্বাভাবিক কৃষ্ণসেবাধিকার থাকা সত্ত্বেও আমরা দুরভিমানবশতঃ তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। তাহার পর আমরা উপনয়ন সংস্কারে যে সাবিত্র-জন্ম লাভ করিলাম, তাহাতেও আমরা গায়ত্রীমন্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইতে না পারিয়া শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে বঞ্চিত হইলাম। উপনয়ন সংস্কারে আচার্য্যের নিকট যে গায়ত্রী মন্ত্র লাভ হয় তাহার প্রকৃত মর্ম্ম যাহারা জানিতে পারে, তাহাদের ভগবানই যে গায়ত্রী মন্ত্রের প্রতিপাদ্য তাহাতে আর কোনই সন্দেহ থাকে না। কাজেই তাহারা সাবিত্র-জন্ম লাভের পর গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা গায়ত্রী-প্রতিপাদ্য শ্রীভগবানের উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হয়। কিন্তু হায়। আমরা ভক্তিহীন বলিয়া আমাদের সাবিত্র-জন্মও ব্যর্থ হইয়া গেল, আমরা চিরজীবন গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিয়াও গায়ত্রী মন্ত্রের প্রতিপাদ্য শ্রীভগবান্‌কে জানিতে পারিলাম না। তাহার পর আমরা আঙ্গিরস যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া যে দৈক্ষ-জন্ম লাভ করিলাম, তাহাতেও আমরা যজ্ঞেশ্বর শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় করিতে পারিলাম না। আমরা বহু পরিশ্রম করিয়া যজ্ঞোপকরণ সংগ্রহ এবং যজ্ঞের বিবিধ প্রকার অনুষ্ঠান করিয়াও জানিতে পারিলাম না যে যজ্ঞের ফলদাতা কে এবং যজ্ঞে কাহার আরাধনা হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন যে—

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—আমিই সর্ব্বযজ্ঞের উপাস্য এবং ফলদাতা। মূঢ় ব্যক্তিগণ আমার তত্ত্ব না জানিয়া বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করা সত্ত্বেও পরমার্থ লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। আমরা কৃষ্ণভক্তিবিহীন বলিয়া আমাদেরও এইরূপ দশাই ঘটিয়াছে। আমরা বহু পরিশ্রম করিয়া এবং বহুবিধ যজ্ঞোপকরণ সংগ্রহ করিয়া আঙ্গিরস যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলাম, কিন্তু সাক্ষাৎ যজ্ঞেশ্বরকে চিনিতে পারিলাম না। একমাত্র কৃষ্ণভক্তির অভাবে আমাদের শৌক্র, সাবিত্র এবং দৈক্ষ এই ত্রিবিধ জন্মই ব্যর্থ হইয়া গেল। যদিও আমাদের এই ত্রিবিধ জন্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তথাপি কৃষ্ণভক্তির অভাবে আমাদের ত্রিবিধ জন্মেই ধিক্! আমরা বেদাদি নানা শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া যে বিদ্যালাভ করিয়াছি, সে বিদ্যায় আমাদের বেদবেদ্য শ্রীভগবান্ সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই লাভ হয় নাই, সুতরাং আমাদের কেবলমাত্র জ্ঞানগর্ব্ব-পোষণকারিণী বিদ্যায় শত শত ধিক্। যাহারা কৃষ্ণভক্তিবিহীন তাহাদের যতই কিছু সদ্‌গুণ, কিংবা সদাচারাদি থাকুক না কেন, তাহাদের জাতি কুল বিদ্যা ধন প্রভৃতি যতই শ্রেষ্ঠ হউক না কেন, কৃষ্ণভক্তির অভাবে তাহাদের সব তুচ্ছ, সব ব্যর্থ!

আমরা বেদাদি নানা শাস্ত্রাধ্যয়ন ও স্বধর্ম্মাচাররত হইয়াও যে সাক্ষাৎ যজ্ঞেশ্বরকে চিনিতে পারিলাম না ইহাতে মনে হয় যে, তাঁহার মায়ার প্রভাব হইতে কাহারও মুক্তি লাভ করিবার সাধ্য নাই। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত শ্রীভগবানের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া যান, সুতরাং আমরা যে তাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হইব ইহাতে বিচিত্রতা কি?

তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ। মহামায়া হরশ্চৈতত্তয়া সংমোহ্যতে জগৎ॥

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা। বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥ (মার্কণ্ডেয়পুরাণম্)

মার্কণ্ডেয় পুরাণে (শ্রীশ্রীচণ্ডীতে) বর্ণিত আছে যে-মেধস মুনি সুরথ রাজাকে বলিয়াছেন—শ্রীভগবানের মায়াশক্তির প্রভাবে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নাই, তিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতির অখণ্ড ঐশ্বর্য্য সমন্বিত মোহিনী শক্তি। তাঁহার প্রভাবে সমস্ত জগতের জীবগণ মুগ্ধ হইয়া থাকে। সাধারণ জীবের কথা দূরে থাক, সেই মহাশক্তিশালিনী মহামায়া জ্ঞানিগণের চিত্তও আকর্ষণ করিয়া মোহজালে জড়িত করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের চরণে শরণাগতি ব্যতীত কিছুতেই এই মায়ার প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করা যায় না—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ (শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা)

গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—আমার ত্রিগুণময়ী মায়াশক্তির প্রভাব হইতে মুক্তি লাভ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। একমাত্র যাহারা আমার চরণে শরণাগত হয়, তাহারাই এই মায়ার প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে।

আমরা শ্রীভগবানের চরণে কোনদিনই শরণাগত হই নাই কিংবা কোনদিনই তাঁহাতে আমাদের প্রীতি নাই। আমরা স্বর্গপ্রাপ্তির লালসায় এই বিরাট্ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে রত হইয়াছিলাম এবং চিরজীবন বেদাদি শাস্ত্রপাঠজনিত জ্ঞানগর্ব্বে এবং স্বধর্ম্মাচরণের অভিমানে স্ফীত হইয়া জগৎকে তুচ্ছজ্ঞান করিতাম। সুতরাং আমাদের পক্ষে কি সেই জগন্নিয়ন্তার জগন্মোহিনী মায়ার প্রভাবমুক্ত হওয়া সম্ভবপর? "বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ" এই শাস্ত্রবচনে জানা যায় যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র এই চারিবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বপূজ্য। আমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বপূজ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও, বেদাধ্যয়নাদি সর্ব্বগুণযুক্ত হইয়াও একমাত্র কৃষ্ণভক্তির অভাবে উচ্চ হইয়াও নীচ মধ্যে পরিগণিত হইলাম।

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ-পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনে হিতার্থপ্রাণং পুনাতি সকুলং নতু ভূরিমানঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

"ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চামাৎসর্য্য-হ্রীস্তিতিক্ষানসূয়া। যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ শ্রুতঞ্চ ব্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য" এই মহাভারত বচনে জানা যায় যে, ধর্ম্ম, সত্য, দম, তপস্যা, মাৎসর্য্যহীনতা, লজ্জা, ক্ষমা, অনসূয়া, যজ্ঞ, দান, ধৈর্য্য ও বেদজ্ঞান এই দ্বাদশ গুণ ব্রাহ্মণের ভূষণস্বরূপ। কিন্তু এই দ্বাদশগুণযুক্ত ব্রাহ্মণও যদি শ্রীভগবদ্ভজন-বহির্ম্মুখ হন, তাহা হইলে তাঁহাদের চেয়ে শ্রীভগবদ্ভজনশীল চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ। কেননা শ্রীভগবদ্ভক্তগণ, তাঁহাদের কায়, মনঃ, বাক্য, ধন ও প্রাণ প্রভৃতি সমস্তই শ্রীভগবানের চরণে সমর্পণ করেন, কিন্তু শ্রীভগবদ্ভক্তিহীন ব্যক্তির যদি কোনও গুণ থাকে, তাহা হইলে তাহাতে তাহার গর্ব্ব সঞ্চয় হয় এবং সেই গর্ব্ববশতঃ সে তাহার আত্মাকে কদাপি পবিত্র করিতে পারে না।

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ এই প্রকার নানাভাবে অনুশোচনা ও আত্মধিক্কার প্রদান করিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—দেখ, আমরা একমাত্র কৃষ্ণভক্তির অভাবেই পরম পুরুষার্থ লাভে বঞ্চিত হইলাম। আমরা বহু পরিশ্রমে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া যে ফল লাভের আশা করিয়াছিলাম, প্রীতিপূর্ব্বক কৃষ্ণকে অন্নদান করিলে তদপেক্ষা কত গুণ যে ফল লাভ করিতে পারিতাম, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু আমরা গর্ব্ববশতঃ কৃষ্ণকে সামান্য গোপবালক জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়া পরম পুরুষার্থ লাভে বঞ্চিত হইলাম। কিন্তু আমাদের পত্নীগণের কি অপূর্ব্ব সৌভাগ্য। তাহাদের অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীকৃষ্ণে এমনই গাঢ় প্রেম যে অনায়াসে সাক্ষাৎ মৃত্যুতুল্য সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া

শ্রীকৃষ্ণের চরণ-নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহারা চির কৃতার্থতা লাভ করিল। যদিও "পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং" প্রভৃতি শ স্ত্রবাক্যে জানা যায় যে, স্ত্রীগণের পতিই একমাত্র গুরু এবং একমাত্র সেব্য, তথাপি তাহাদের জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ দোষাবহ নহে। কেননা শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বজীবের মুখ্যতম পতি, তাঁহার সম্বন্ধেই পতির পতিত্ব, পিতার পিতৃত্ব, মাতার মাতৃত্ব প্রভৃতি সংঘটিত হইয়া থাকে। তিনি যতদিন আত্মা ও অন্তর্য্যামিরূপে জীবহৃদয়ে অবস্থান করেন, ততদিনই পতি, পিতা, মাতা প্রভৃতি নানা ভাবে জীবগণের সহিত সম্বন্ধ থাকে। তিনি যখন জীবহৃদয় হইতে চলিয়া যান তখন আর কাহারও কোনই সম্বন্ধ থাকে না। সুতরাং তিনিই সর্ব্বজীবের মুখ্য পতি, মুখ্য পিতা ও মুখ্য মাতা। "পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ" প্রভৃতি গীতাবাক্যে ইহা স্পষ্টই জানিতে পারা যায়। পতিব্রতা রমণীগণ জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিরূপে জাগতিক পতির সেবা করিয়া থাকে। আমাদের ভাগ্যবতী পত্নীগণ, প্রতিনিধি ছাড়িয়া মূল পতির নিকট গমন করিয়াছে বলিয়া তাহাদের এ কার্য্য কিছুতেই দূষণীয় হয় নাই, বরং ইহা তাহাদের পরম সৌভাগ্যই সূচনা করিতেছে। জগৎপতির চরণাশ্রয় পাইবার জন্যই পতিব্রতা রমণীগণ, তাহাদের জাগতিক পতির সেবাদি করিয়া থাকে। সুতরাং যাঁহার চরণাশ্রয় পাইবার জন্য পতিসেবা, তাঁহাকেই যদি পাওয়া যায়, তবে আর প্রতিনিধিতে কি প্রয়োজন? সুতরাং আমাদের পত্নীগণের মত ভাগ্যবতী আর ত্রিজগতে নাই। ধন্য তাহাদের কৃষ্ণপ্রেম। ধন্য তাহাদের কৃষ্ণদর্শনের লালসা॥ এই প্রেমবলেই তাহারা পতি পুত্র গৃহ দেহাদির বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিয়াছে।

এই সমস্ত ব্রাহ্মণরমণীগণের কৃষ্ণভক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়, কিন্তু ইহারা কোন্ সাধনে যে এই-রূপ অচলা ও অচ্ছেদ্যা কৃষ্ণভক্তি লাভ করিল, তাহা আমরা কিছুতেই ধারণা করিতে পারি না। ইহারা স্ত্রীজাতি, সুতরাং ইহাদের উপনয়ন সংস্কার কিংবা কোন প্রকার শৌচাচারাদি নাই। (অন্তঃশৌচ এবং বাহ্যশৌচভেদে শৌচ দ্বিবিধ। তাহার মধ্যে প্রাণায়াম এবং চিত্তের সদ্ভাবাদি দ্বারা অন্তঃশৌচ এবং মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা শাস্ত্রীয় নিয়মে বাহ্য শৌচ সম্পন্ন হইয়া থাকে। কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি সর্ব্ববিধ সাধনপথেই শৌচের আবশ্যকতা আছে, স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক ও আতুরগণের শৌচ অতি সংক্ষিপ্ত। সেই জন্যই ব্রাহ্মণগণ, তাঁহাদের পত্নীগণকে শৌচ-বিবর্জ্জিত বলিলেন।) স্ত্রীগণের সন্ধ্যোপাসনাদি কোন প্রকার নিত্যনৈমিত্তিক শুভক্রিয়ার অনুষ্ঠানও নাই। ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য প্রভৃতি কোন প্রকার আশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠানও স্ত্রীগণের পক্ষে বিহিত নাই, সেজন্য তাহাদের গুরুগৃহে বাস, বেদা-ধ্যয়ন প্রভৃতি ব্রহ্মচারি ধর্ম্ম, পঞ্চমহাযজ্ঞাদি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, তপস্যাদি বানপ্রস্থ ধর্ম্ম এবং আত্মবিচারাদি যতিধর্ম্মও অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায় না। আমাদের পত্নীগণও এইরূপ সর্ব্ববিধ সংস্কার বিবর্জ্জিত, বেদজ্ঞানবিহীন এবং শৌচাচারাদি শূন্য হইলেও তাহাদের কৃষ্ণপ্রেমের ব্যবহার এবং কৃষ্ণসেবাকাঙ্ক্ষার দৃঢ়তা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইতে হয়। তাহারা যখন কৃষ্ণকে অন্ন দান করিবার জন্য গৃহ হইতে নির্গত হইল, তখন আমরা সকলে মিলিত হইয়াও কিছুতেই তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিলাম না, তাহারা কৃষ্ণদর্শনের প্রবল আকাঙ্ক্ষার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কৃষ্ণনিকটে চলিয়া গেল। কিন্তু হায়! আমাদের কি দুর্ভাগ্য! আমরা উপনয়নাদি সর্ব্ববিধ সংস্কারে সংস্কৃত, সন্ধ্যাবন্দনাদিতে পরম পূত, বেদাধ্যয়ন এবং বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিয়াও কৃষ্ণভক্তির লেশ মাত্রও লাভ করিতে পারিলাম না। ইহারা যে কোন্ পুণ্যবলে কিংবা কোন্ সাধনে এইরূপ কৃষ্ণভক্তি লাভ করিল তাহা আমরা কিছুতেই ধারণা করিতে পারিতেছি না।

কর্ম্মজড় যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ, কৃষ্ণভক্তির মাহাত্ম্য কিংবা কৃষ্ণভক্তিলাভের উপায় সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, সেইজন্য তাঁহারা তাঁহাদের পত্নীগণের কৃষ্ণভক্তির মহাপ্রভাব দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন এবং উপনয়ন সংস্কার, বেদাধ্যয়ন, স্বধর্ম্মাচরণ কিংবা শৌচাচারাদি কিছু না থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদের পত্নীগণ কেমন করিয়া কৃষ্ণভক্তি লাভ

করিল এবং তাঁহারা উপনয়ন-সংস্কার, বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি সর্ব্ববিধ গুণযুক্ত হইয়াও কেন কৃষ্ণভক্তির অধিকারী হইলেন না তাহা নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না।

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ। সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা। (শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ)

তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে অনায়াসে মুক্তি প্রাপ্তি হয়, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে ইন্দ্রপদ ব্রহ্মপদ প্রভৃতি লাভ করা যায়, কিন্তু এই প্রকার শত সাধনানুষ্ঠানেও হরিভক্তি লাভ করা যায় না। হরিভক্তি লাভের একমাত্র উপায় হরিভক্তের সঙ্গ। যাঁহারা ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি প্রভৃতি কোন প্রকার কামনার অধীন নহেন, যাঁহাদের শ্রীভগবৎসেবা-প্রাপ্তিই একমাত্র লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য, সেই সমস্ত ভক্তচূড়ামণিগণের সঙ্গই ভক্তিলাভের একমাত্র উপায়।

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ জনস্য তর্হ্যচ্যুতসৎসমাগমঃ,
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ। (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ একপঞ্চাশৎ (৫১) অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে—সূর্য্যবংশীয় রাজা মুচুকুন্দ শ্রীভগবানের স্তুতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—হে ভগবন্! সংসার-মরুভূমিতে ভ্রাম্যমান জীবের যখন এই অযথা ভ্রমণের নিবৃত্তি কাল উপস্থিত হয়, তখনই তাহাদের আপনার ভক্তগণের সহিত সঙ্গ হইয়া থাকে। ভক্তসঙ্গের কি অপূর্ব্ব মহিমা! ভক্তসঙ্গ লাভ হইলেই জীবের আপনার চরণাশ্রয় করিবার লালসা জন্মিয়া থাকে। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ, স্বর্গাদি লাভের আশায় নিরন্তর স্বধর্ম্মানুষ্ঠান এবং যজ্ঞাদি ক্রিয়ায় রত থাকেন, কৃষ্ণভক্তির মহিমা তাঁহাদের বুদ্ধির অগোচর; কাজেই তাঁহারা তাঁহাদের পত্নীগণের কৃষ্ণভক্তির প্রভাব দেখিয়া তাহার কারণানুসন্ধানে রত হইয়াও কিছুতেই তাহা ধারণা করিতে পারিতেছেন না এবং সেই ভক্তচূড়ামণি-পত্নীগণের সঙ্গ প্রভাবেই যে তাঁহাদেরও কৃষ্ণভক্তি লাভ হইয়াছে তাহাও বুঝিতে পারিতেছেন না।

পত্নীগণের কৃষ্ণভক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন এবং ভক্তিলাভের কারণানুসন্ধান করিতে করিতে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের মনে কৃষ্ণের দীনবাৎসল্য গুণের স্ফূর্ত্তি হইল। তাহাতে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের গুণে আকৃষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন—শ্রীকৃষ্ণের দীনবাৎসল্য গুণের তুলনা নাই, তিনি তাঁহার শত্রুগণকে পর্য্যন্ত মোক্ষদান করিয়া থাকেন। তাঁহার হস্তে যে যে অসুর নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা সকলেই মোক্ষলাভ করিয়া চিরদিনের মত কৃতার্থ হইয়াছে, তাহা নানা শাস্ত্রেই বর্ণিত আছে। এই জন্যই শ্রীভগবান্‌কে বিজ্ঞগণ, উত্তমঃশ্লোক বলিয়া থাকেন। আমরা যদিও তাঁহার সহিত কোন প্রকার শত্রুতা করি নাই, তথাপি আমরা তাঁহার মহিমা জানি না বলিয়াই যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া স্বর্গলাভের জন্য লালসান্বিত ছিলাম। কিন্তু তাঁহার চরণ সেবাধিকার প্রাপ্তির সহিত তুলনা করিলে স্বর্গলাভ কিংবা মুক্তিলাভ যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর তাহা আমরা ইতঃপূর্ব্বে ধারণা করিতে পারি নাই। তাঁহার চরণে ভক্তিলাভই জীবের পরম পুরুষার্থ। আমরা প্রকৃত পরমার্থের অনুসন্ধান জানি না বলিয়াই তুচ্ছ স্বর্গলাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমরা আমাদের গার্হস্থ্য সুখের লালসায় এমনই মত্ত যে আমরা সাক্ষাৎ পরমেশ্বরকেও চিনতে পারি নাই। "সর্ব্বাসামেব সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চ্চনং" প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্যে স্পষ্টই জানা যায় যে, যিনি যে সাধনাতেই যে প্রকার সিদ্ধি লাভ করিতে ইচ্ছা করুন না কেন, একমাত্র শ্রীভগবানের চরণার্চ্চনই তাহার মূল কারণ। শ্রীভগবানের চরণসেবন-বিমুখ ব্যক্তি ঐহিক কিংবা পারলৌকিক যে কোন ফললাভের জন্য যে কোন সাধনানুষ্ঠানই করুক না কেন, সে তাহাতে কিছুতেই সুফল লাভ করিতে পারে না। আমরা এমনই মূঢ় যে, আমরা তাঁহার চরণ সেবন ভুলিয়া স্বধর্ম্মাচরণ, যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি ব্যর্থ কার্য্যে রত ছিলাম। কিন্তু সেই দীনবৎসল শ্রীভগবানের কি অহৈতুকী কৃপা! তিনি আমাদের মূঢ় বলিয়া উপেক্ষা করেন নাই। তিনি আমাদের মত স্বার্থ বিমূঢ় কর্ম্মজড় জীবগণকেও কৃতার্থ করিবার জন্য অন্নভিক্ষাচ্ছলে তাঁহার পার্ষদ গোপবালকগণকে আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়া আমাদের

কৃতার্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু হায়! আমরা পরম মূঢ় বলিয়াই তাহা ধারণা করিতে পারি নাই। যাহারা নিজ নিজ অধিকারানুরূপ বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকে তাহারা মূঢ় হইলেও সজ্জনপালক দীনবৎসল ভগবান্ তাহাদিগকে কৃতার্থ করিবার জন্য নানাভাবে তাহাদের উপর কৃপাবর্ষণ করিয়া থাকেন। অসুররাজ বলি, যজ্ঞানুষ্ঠান রত ছিল, কিন্তু সে আসুরিক স্বভাব বশতঃ শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় করিবার উপযুক্ত প্রবৃত্তি কিংবা সামর্থ লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু সজ্জনপালক শ্রীভগবান্ তাহাকে বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানে রত দেখিয়া বামনরূপে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং ত্রিপাদ ভূমি যাজ্ঞা করিয়া তাহা গ্রহণচ্ছলে বলির সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ-করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। এইরূপ বৃত্র, বাণবলি প্রভৃতি অনেক অসুরের নাম বামন পুরাণাদিতে পাওয়া যায়, তাহারাও বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানে রত ছিল, কিন্তু বেদবেদ্য শ্রীভগবানে ভক্তিসম্পন্ন ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া শ্রীভগবান্ তাহাদেরও উপেক্ষা করেন নাই। তিনি যাজ্ঞাচ্ছলে তাহাদেরও যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগ-কেও কৃতার্থ করিয়াছিলেন। আমরাও যদিও বেদবেদ্য শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত কিংবা তাঁহাতে ভক্তিসম্পন্ন নহি, তথাপি বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানরত ছিলাম বলিয়াই সেই ভগবানের আমাদের উপরও অযাচিত কৃপা করিয়া আমাদের নিকট অন্নযাজ্ঞাচ্ছলে গোপবালকগণকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং যাজ্ঞা করিয়া আমাদের অন্ন গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়। বহির্ম্মুখতার কি প্রবল প্রতাপ। আমরা সেই যজ্ঞেশ্বরের অন্নযাজ্ঞার তত্ত্ব জানিতে পারি নাই, এমন কি তাঁহাকে আমরা সর্ব্বেশ্বর বলিয়া ধারণাও করিতে না পারিয়া সামান্য গোপবালক জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়াছি।

ভক্তচূড়ামণি পত্নীগণের সঙ্গপ্রভাবে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে ও সেজন্য তাঁহারা পূর্ব্বকৃত অপরাধের অনুশোচনা, পত্নীগণের কৃষ্ণভক্তির প্রশংসা ও ভক্তিলাভের কারণানুসন্ধান করিয়া পরিশেষে শ্রীভগবানের গুণমুগ্ধ হইয়া তাঁহার অযাচিত কৃপার কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন—শ্রীভগবান্ যে গোপ-বালকগণকে আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়া অন্ন যাজ্ঞা করিলেন তাহা তাঁহার কৃপা ব্যতীত আর কিছুই নহে, কেননা তিনি সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ, সুতরাং স্বতঃপূর্ণ, তাঁহার ক্ষুধা পিপাসা প্রভৃতি কোনপ্রকার অভাবই হওয়া সম্ভব-পর নহে। তিনি যে নিজে ক্ষুধা পিপাসা শূন্য হইয়াও গোপবালকগণের জন্য অন্ন যাজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাও বলা যায় না, কেননা তিনি সকলের সর্ব্ববিধ ভুক্তি মুক্তি প্রভৃতি সর্ব্বফলপ্রদাতা, তাঁহার কৃপাদৃষ্টি মাত্রেই গোপবালকগণের ক্ষুধা নিবৃত্তি হইয়া যাইতে পারিত। সুতরাং গোপবালকগণের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যও তাঁহার অন্ন যাজ্ঞা করার কোনই প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ তিনিই সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা, তিনি যাহাকে দিয়া যাহা করান সে তাহাই করিতে বাধ্য হয়। এ অবস্থায় তাঁহার আমাদের মত ক্ষুদ্রাদপি-ক্ষুদ্র জীবের নিকট অন্ন যাজ্ঞা করার কি প্রয়োজন ছিল? তিনি ইচ্ছা করিলেই ত আমাদের গোপবালকগণকে অন্ন দান করিবার প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারিত, সুতরাং তাঁহার এ অন্ন যাজ্ঞা আমাদিগকে তাঁহার কথা মনে করাইয়া দেওয়ার জন্য যাজ্ঞার অনুকরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমাদের কৃতার্থ করিবার জন্যই তাঁহার এই করুণার অভিনয়। সর্ব্বসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা লক্ষ্মী পরম চঞ্চলা হইয়াও নিরন্তর নিশ্চলভাবে যাঁহার চরণসেবন করেন, তিনি যে সামান্য অন্নপ্রাপ্তির আশায় আমাদের মত তুচ্ছ জীবের নিকট যাজ্ঞা করিলেন, তাহা তাঁহার কৃপা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? কিংবা আমাদের মত মূঢ় জীবের নিকট আত্মগোপন করিবার জন্য তিনি সাধারণ গোপবালকের ন্যায় অন্ন যাজ্ঞা করিয়া আমাদের বুদ্ধি মোহন করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ নানাভাবে আমাদের উপর অযাচিতভাবে কৃপাবর্ষণ করিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু আমরা আমাদের বহির্ম্মুখতা দোষেই হউক, কিংবা তাঁহার মায়ার প্রভাবেই হউক, অথবা তাঁহার জনমোহিনী নরলীলার স্বভাব বশতঃই হউক, আমরা তাঁহাকে পাইয়াও কৃতার্থ হইতে পারিলাম না। সুতরাং আমাদের দুর্ভাগ্যের যে সীমা নাই তাহা আর কি বলিব।

আমরা এমনই মূঢ় যে, এতদিন যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াও সাক্ষাৎ যজ্ঞেশ্বরকে চিনিতে পারিলাম না। যজ্ঞীয় দেশ, কাল, যজ্ঞোপকরণ, মন্ত্র, তন্ত্র, পুরোহিত, যজমান, যজ্ঞাগ্নি প্রভৃতি সমস্তই যাঁহার বিভূতিমাত্র—সেই সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বব্যাপী শ্রীভগবান, তাঁহার ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধনার্থ যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, একথা আমরা অনেক দিন হইতেই লোকমুখে শুনিতেছি, কিন্তু আমরা ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, স্বধর্ম্মাচরণ, যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতির মহাগর্ব্বে স্ফীত হইয়া তাহা গ্রাহ্য করি নাই। পরম করুণাময়, শ্রীভগবান্ তাঁহার স্বাভাবিক করুণাবশতঃ আমাদের মত মূঢ় জীবগণকে কৃতার্থ করিবার জন্য কতই করুণার লীলা করেন, কিন্তু আমাদের মূঢ়তারও এমনই মহাপ্রভাব যে আমরা কিছুতেই তাঁহার অযাচিত করুণার ধারণা করিতে পারি না। তিনি যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়া নানাবিধ লীলায় নিরন্তর করুণা বিতরণ করিতেছেন, যাহারা ভাগ্যবান তাহারা তাঁহার এই অযাচিত করুণায় কৃতার্থ হইতেছে। আমরা পরম দুর্ভাগ্যশালী হইলেও তিনি আমাদের কৃতার্থ করিবার জন্য অন্নযাচ্ঞাচ্ছলে আমাদের নিকটেও আসিয়াছিলেন এবং গোপবালকগণকে পাঠাইয়া দিয়া আমাদিগকে মোহ নিদ্রা হইতে জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা অনাদি জন্মসঞ্চিত বহির্ম্মুখতার মোহে এমনই মুগ্ধ যে, কিছুতেই আমাদের চৈতন্য সঞ্চার হইল না। আমাদের অনন্ত দুর্ভাগ্যের মধ্যে এক মহাসৌভাগ্য এই যে, আমাদের পত্নীগণ সকলেই কৃষ্ণভক্তিপরায়ণা এবং তাঁহারা সকলেই পরিপূর্ণ রূপে কৃষ্ণের অনুগ্রহ লাভে কৃতার্থা। আমরা মূঢ় এবং কৃষ্ণভজনবিহীন হইলেও আমরা সেই ভক্তচূড়ামণি পত্নীগণের পতি বলিয়াই নিশ্চয়ই জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভ করিতে পারিব। আমরা মহামোহসমুদ্রে নিমগ্ন থাকিয়াও যে বুঝিতে পারিতেছি যে "কৃষ্ণই জগদীশ্বর এবং তাঁহার চরণাশ্রয়ই জীবের একমাত্র গতি" তাহা সেই ভক্তচূড়ামণি পত্নীগণের সঙ্গপ্রভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমরা ত কৃষ্ণচরণ ভুলিয়া নানাবিধ কাম্যবস্তু ভোগের আশাতেই চিরজীবন অতিবাহিত করিলাম, কিন্তু আমাদের পত্নীগণ যে একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রয় করিতে পারিয়াছে, ইহাও আমাদের জন্মান্তরীণ সুকৃতিলভ্য কিংবা কৃষ্ণেরই অযাচিত কৃপালভ্য সৌভাগ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমরা আমাদের ভক্তচূড়ামণি পত্নীগণের সঙ্গ প্রভাবেই কৃষ্ণের মাহাত্ম্য এবং আমাদের মহা দৌরাত্ম্য বুঝিতে পারিলাম, সুতরাং আমরা পরম মূঢ় এবং কৃষ্ণভক্তিবিহীন হইয়াও পরম সৌভাগ্যবান্। আমাদের পত্নীগণের কৃষ্ণভজন প্রভাবেই আজ আমরা ধন্য হইলাম। অতএব কৃষ্ণচরণে প্রার্থনা করি, আমাদের পত্নীগণের কৃষ্ণভজনানুরাগ বর্দ্ধিত হউক, তাহাতে আমরা পর্য্যন্ত এইভাবে কৃতার্থ হইতে পারিব।

ভক্তচূড়ামণি ব্রাহ্মণপত্নীগণের সঙ্গপ্রভাবে তাঁহাদের পতিগণ এই প্রকারে সর্ব্ববিধ অপরাধ মুক্ত হইয়া কৃষ্ণচরণাশ্রয় করিবার সৌভাগ্য লাভ করিলেন এবং নানাভাবে নিজ নিজ কৃতকর্ম্মের নিন্দাবাদ এবং আত্মধিক্কার প্রদান করিয়া পত্নীগণের কৃষ্ণভজনের প্রশংসা করিলেন ও তাঁহাদের সঙ্গ লাভ করিয়া নিজেকেও সৌভাগ্যবান্ মনে করিলেন। এইরূপে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের সর্ব্ববিধ অভিমান চূর্ণ হইয়া যখন হৃদয় শোধন হইল, তখন তাঁহারা মনে করিলেন যে, আমরা যাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া এই অনন্ত কর্ম্মপথের পথিক হইয়াছি এবং দেহ দৈহিকাদি লইয়া মত্ত হইয়া গিয়াছি, তাঁহার চরণে শরণাগতি ব্যতীত আমাদের আর কোনই গতি নাই। তিনি নিজমুখে বলিয়াছেন—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"—যে আমার চরণে শরণাগত হয়, সে ই এই মহামায়া হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। অতএব তাঁহার চরণে শরণাগতি ব্যতীত আমাদের মায়াপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিবার আর কোনই উপায় নাই। এই কথা মনে করিয়া সেই অভিমানের প্রতিমূর্ত্তি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ, সর্ব্ববিধ অভিমান ভুলিয়া গিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণোদ্দেশে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন, আর বলিলেন—সেই সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি স্বয়ং ভগবান্ ব্রজরাজনন্দন সকলেরই অন্তর্য্যামী এবং সকলেরই নিয়ন্তা। তিনি

যাহাকে দিয়া যাহা করাইবেন, তাহার তাহাই করিতে হইবে। আমরা যে তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই এবং গোপবালকগণের নিকট তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াছি, তাহাও তাঁহারই মায়া এবং তাঁহার প্রেরণা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমরা অস্বতন্ত্র এবং মায়ামুগ্ধ জীব, আমাদের নিজশক্তিতে কিছু করিবার সাধ্য নাই। আজ যে আমরা তাঁহার চরণে শরণাগত হইতে চাহিতেছি, ইহাও তাঁহারই কৃপা এবং তাঁহারই প্রেরণা। তিনিই তাঁহার ভক্তচূড়ামণি ব্রাহ্মণীগণের সহিত আমাদের সম্বন্ধ করাইয়া আমাদের হৃদয় শোধন করাইয়াছেন এবং আমাদের অভিমান-পর্ব্বত হইতে নামাইয়া আনিয়া তাঁহার চরণে নত করিয়াছেন। অতএব আমরা আর কি বলিব। সেই স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্বনিয়ন্তা ব্রজরাজনন্দনের চরণে আমাদের কোটি কোটি প্রণাম।

ভক্তচূড়ামণি পত্নীগণের সঙ্গমহিমায় যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ যেন পুনর্জ্জন্ম লাভ করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে তাঁহারা জাতি, কুল, বিদ্যা, স্বধর্ম্মাচরণ প্রভৃতির গর্ব্বে অন্ধ হইয়া যে-কৃষ্ণকে সামান্য গোপবালক জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়াছেন এখন তাঁহারা তাঁহাকেই সর্ব্বেশ্বর বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং তাঁহার চরণোদ্দেশে অসংখ্য প্রণাম করিলেন। তাহার পর তাঁহারা অতি বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন যে, আমরা এতদিন মোহান্ধ দৃষ্টিতে ব্রজরাজনন্দনকে চিনিতে পারি নাই, কিন্তু আজ আমরা ভক্তচূড়ামণি ব্রাহ্মণীগণের সঙ্গপ্রভাবে বুঝিতে পারিতেছি যে তিনিই সর্ব্বকারণকারণ স্বয়ং ভগবান্। প্রাকৃতাপ্রাকৃত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ও বৈকুণ্ঠের তিনিই মূলকারণ এবং তিনিই সকলেরই অন্তর্য্যামী। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের জীবগণ, তাঁহারই মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার তত্ত্ব জানিতে পারে না এবং দেহ দৈহিকাদিতে অভিমানবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভুলিয়া যায়, আর নানাবিধ বিষয়ভোগে ব্যাপৃত থাকে। আমরাও তাঁহারই মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য এবং লীলামাধুর্য্যের তত্ত্বজ্ঞানে বঞ্চিত হইয়া তাঁহার চরণে মহাপরাধ করিয়াছি, কাজেই আমাদের এই অপরাধ যদি তিনি ক্ষমা না করেন, তাহা হইলে আমাদের আর কোনই গতি নাই। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া" এই গীতাবাক্যে জানা যায় যে, শ্রীভগবানই সর্ব্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যাহাকে দিয়া যাহা করান, যন্ত্রের পুত্তলিকার ন্যায় বিবশ হইয়া সে তাহাই করিয়া থাকে; সুতরাং তাঁহার চরণে আমরা যে অপরাধ করিয়াছি, তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র কর্ত্তৃত্ব নাই। তিনি আমাদের মায়ারজ্জুতে বদ্ধ করিয়া আমাদের দ্বারা যাহা করাইয়াছেন, আমরা বিবশভাবে তাহাই করিতে বাধ্য হইয়াছি। বিশেষতঃ তিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডপালক হইয়াও মুগ্ধ গোপবালকরূপে যে লীলা করেন, তাহা দেখিয়া কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই যে, তিনিই সর্ব্বেশ্বর এবং তিনিই সর্ব্বনিয়ন্তা। আমরা মায়ামুগ্ধ জীব হইয়া তাঁহার এই মুগ্ধ বাল্যলীলার তত্ত্ব কেমন করিয়া অবগত হইতে পারিব? সুতরাং সেই সর্ব্বেশ্বর ব্রজরাজনন্দনের পক্ষে মাদৃশ ক্ষুদ্র জীবের কোটি কোটি অপরাধও ক্ষমা করা উচিত। আমরা যদি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াও অপরাধ করিতাম, কিংবা আমরা যদি স্বাধীনভাবে কোন কার্য্য করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমাদের কৃত অপরাধের জন্য আমরাই দায়ী হইতাম; কিন্তু আমরা তাঁহার স্বরূপ না জানিয়া এবং তাঁহারই অন্তঃপ্রেরণায় তাঁহার চরণে যে অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছি, তাহা যদি তিনি ক্ষমা না করেন, তাহা হইলে আমাদের আর কোনই গতি নাই। আমরা আমাদের বহির্ম্মুখতা দোষে যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা শ্রীভগবান্ তাঁহার দীনবাৎসল্যগুণে অবশ্যই ক্ষমা করিবেন। বিশেষতঃ তিনি ব্রহ্মণ্যদেব হইয়াও কি ব্রাহ্মণের উপর কৃপাদৃষ্টিপাত করিতে কুণ্ঠিত হইবেন?

এইরূপে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের পরম ভাগ্যবতী কৃষ্ণভক্তচূড়ামণি পত্নীগণের সঙ্গপ্রভাবে যখন ভক্তি লাভ করিলেন, তখন নিজকৃত অপরাধ স্মরণ করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন এবং নানাভাবে অনুশোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, হায় হায়! আমরা কি মহাপরাধ-সমুদ্রেই না নিমগ্ন হইলাম।

আমাদের বোধ হয় এই অপরাধ হইতে মুক্তিলাভ করিবার কোনই উপায় নাই, কেননা আমরা অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীব্রজরাজনন্দনকে সামান্য গোপবালক জ্ঞান করিয়া কতই অনাদর করিয়াছি এবং অতি তুচ্ছ জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়াছি। আমরা বেদাদি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও বেদবেদ্য শ্রীভগবান্‌কে জানিতে পারিলাম না, আমরা বহুদিন যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াও স্বয়ং যজ্ঞেশ্বরকে চিনিতে পারিলাম না। না জানি আমাদের এই মহাপরাধের ফলে কতই নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে এবং কত শত শত বার সংসারে গতাগতি করিতে হইবে। পরম করুণাময় শ্রীব্রজরাজনন্দন যদি নিজ স্বভাবসিদ্ধ করুণাগুণে আমাদিগকে উদ্ধার করেন, তাহা হইলেই আমাদের নিষ্কৃতি লাভ হইতে পারে, নতুবা আমাদের আর কোনই গতি নাই! যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ, এইরূপ নানাভাবে অনুতাপ করিয়া শত শত আত্মধিক্কার প্রদান করিলেন এবং অপরাধের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া মনে করিলেন যে—তাহারা সকলে মিলিয়া নন্দালয়ে গমন করিবেন এবং নন্দনন্দনের চরণে পড়িয়া দৈন্য বিজ্ঞাপন করিয়া নিজকৃত অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করিবেন। কিন্তু তাঁহারা কংসভয়ে ভীত হইয়া তাঁহাদের এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না। তাঁহারা মনে করিলেন যে—কংস, নন্দাদি গোপগণের উপর আন্তরিক বিদ্বেষ পোষণ করে এবং নন্দনন্দনকে সে নিজ প্রাণহন্তা মনে করিয়া তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে না। আমরা তাহার রাজ্যে বাস করিয়া যদি তাহারই শত্রুগৃহে গমন করি এবং তাহারই প্রাণহন্তা ব্রজরাজনন্দনের চরণে শরণাগত হই, তাহা হইলে সে আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া নানাবিধ অত্যাচার করিবে। তাহারই রাজ্যে বাস করিয়া তাহারই সহিত শত্রুতা করিয়া আমাদের কখনই মঙ্গল হইবে না। বিশেষতঃ কংস এখন অসুর রাক্ষস প্রভৃতির সঙ্গবশতঃ অসুরপ্রকৃতি এবং পরম দুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, গোব্রাহ্মণাদির হিংসাই আজকাল তাহার নিত্যকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে; সুতরাং আমাদের এখন একদিনের জন্য কৃষ্ণদর্শন করিতে গিয়া চিরদিন কংসের নিকট লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া কোনই লাভ নাই। বরং আমরা যদি গোপনে নিজগৃহে কৃষ্ণচরণার্চ্চন করি, তাহা হইলে পরম করুণাময় কৃষ্ণ নিশ্চয়ই আমাদের সর্ব্ববিধ অপরাধ ক্ষমা করিবেন এবং নিজ চরণপ্রান্তে আশ্রয় প্রদান করিবেন। আমরা যদি কোন প্রকারে আমাদের কৃষ্ণভজনের কথা প্রকাশ করিয়া ফেলি, তাহা হইলে কংস এবং তাহার অনুচরবর্গের অত্যাচারে আমাদের আর কৃষ্ণভজন করা ঘটিবে না। অতএব মনের কথা মনে রাখিয়াই গোপনে কৃষ্ণভজনানুষ্ঠান করাই এখন আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। কৃষ্ণ সর্ব্বজীবেরই অন্তর্য্যামী, সুতরাং তিনি ত আমাদের অন্তরের কথা সমস্তই জানিতে পারিতেছেন। কাজেই আমরা তাঁহার চরণ-নিকটে উপস্থিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে না পারিলেও তিনি আমাদের অন্তরের ভাব বুঝিয়া নিশ্চয়ই আমাদের উপর কৃপা করিবেন। এই প্রকার নানাবিধ চিন্তা করিয়া যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ, কৃষ্ণচরণ নিকটে যাওয়া স্থগিত রাখিলেন এবং কংসভয়ে ভীত হইয়া গোপনে কৃষ্ণভজন করাই শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে করিলেন। যদিও তাঁহারা কৃষ্ণচরণে শরণাগত হইলে কৃষ্ণের কৃপাবলেই কংসভয় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিতেন, তথাপি তাঁহাদের দৃঢ়বিশ্বাস এবং একান্ত শরণাগতি না থাকায় তাঁহারা তাহাতে সাহসী হইলেন না। শ্রীভগবানের অপার করুণায় জীবের কোনও অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যবলে যখন শ্রীভগবদ্ভজনে শ্রদ্ধালাভ হয়, তখন সে শ্রদ্ধা এতই কোমল হয় যে, তাহাতে শ্রীভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিতে সাহস হয় না। যাঁহার চরণাশ্রয় করিলে সাক্ষাৎ শমনভয় পর্য্যন্ত তুচ্ছ হইয়া যায়, তাঁহার চরণাশ্রয়ে কি কংসভয়ের সম্ভাবনা থাকে? কিন্তু যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ, তখনও এমন দৃঢ় শ্রদ্ধালাভ করিতে পারেন নাই যে যাহার বলে তাঁহারা কংসভীতি উপেক্ষা করিয়া কৃষ্ণের চরণাশ্রয় করিতে পারেন। কাজেই তাঁহারা নিজেকে অপরাধী জানিয়াও কৃষ্ণচরণ-নিকটে উপস্থিত হইতে পারিলেন না, কিন্তু তদবধি তাঁহাদের আর কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন, কৃষ্ণলীলা স্মরণ কিংবা কৃষ্ণচরণার্চ্চনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজনের কোনও ত্রুটি হয় নাই।

অশেষকল্যাণগুণমহোদধি, অনন্ত লীলাময় শ্রীব্রজরাজনন্দন এইরূপে শ্রীবৃন্দাবনে কতই যে মধুর লীলা-বিলাস করিয়াছেন তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এই লীলায় ভাগ্যবতী ব্রাহ্মণরমণীগণকে চির কৃতার্থ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গপ্রভাবে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণকে পর্য্যন্ত তিনি অভিমানের মহাপর্ব্বত হইতে নামাইয়া ভক্তিসাগরে ভাসমান করিয়াছেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বর্ণিত আছে যে- ব্রাহ্মণরমণীগণ যখন পতিপুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ নিকটে গমন করিলেন এবং নানাভাবে কৃষ্ণের স্তুতি করিলেন, তখনই তাঁহারা দিব্যদেহ ধারণ করিয়া গোলোকে গমন করিলেন। যোগমায়া প্রভাবে সেই ভক্তচূড়ামণি ব্রাহ্মণরমণীগণের ছায়ামূর্ত্তি প্রকাশ হইয়া তাহাই যজ্ঞশালায় ফিরিয়া আসিল, আর যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদেরই সহিত তাঁহাদের সমারব্ধ যজ্ঞের পূর্ণাহুতি সম্পাদন করিলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গপ্রভাবেই ব্রাহ্মণগণের কৃষ্ণভক্তি লাভ হইল। শ্রীমদ্ভাগবতে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণের তৎক্ষণাৎ গোলোকে গমনের কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। "ইত্যুক্তা যজ্ঞপত্ন্যস্তা যজ্ঞবাটং পুনর্গতাঃ" প্রভৃতি শ্লোকে দেখা যায় যে—"যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের আদেশে পুনরায় যজ্ঞশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।" ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে এই সময়ে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণের দিব্যদেহে গোলোকে গমন এবং যোগমায়াকল্পিত ছায়ামূর্ত্তিতে যজ্ঞশালায় প্রত্যাবর্ত্তন স্বীকার করিতে হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বর্ণিত আছে যে—যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণ কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার স্তুতি প্রণামাদি করিলে, তিনি প্রসন্ন হইয়া যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণকে বর দিতে চাহিলেন—

"তাঃ পদাম্ভোজপতিতা দৃষ্ট্বা শ্রীমধুসূদনঃ। বরং বৃণুত কল্যাণং ভবিতা চেত্যুবাচ হ॥ শ্রীকৃষ্ণস্য বচঃ শ্রুত্বা বিপ্রপত্ন্যো মুদান্বিতাঃ। তমূচুর্বচনং ভক্ত্যা ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরাঃ॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্)

শ্রীভগবান্ বিপ্রপত্নীগণকে তাঁহার চরণ-কমলে পতিত দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন ও তাঁহাদিগকে বলিলেন—তোমরা বর প্রার্থনা কর, তোমাদের কল্যাণ হইবে। শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া বিপ্রপত্নীগণ পরমানন্দ লাভ করিলেন এবং ভক্তিনম্রকন্ধরে শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন—

"বরং বয়ং ন গৃহ্লীমো নঃ স্পৃহা ত্বৎপদাম্বুজে। দেহি ত্বদাস্যমস্মভ্যং দৃঢ়াং ভক্তিং সুদুর্লভাম্॥ পশ্যামোঽহর্নিশং বক্ত্রসরোজং তব কেশব। অনুগ্রহং কুরু বিভো ন যাস্যামো গৃহং পুনঃ॥ দ্বিজপত্নীবচঃ শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণ করুণানিধিঃ। ওমিত্যুক্ত্বা ত্রিলোকেশস্তস্থৌ বালকসংসদি॥ প্রদত্তং বিপ্রপত্নীভির্মিষ্টমন্নং সুধোপমম্। বালকান্ ভোজয়িত্বা তু স্বয়ঞ্চ বুভুজে হরিঃ॥ এতস্মিন্নন্তরে তত্র শাতকুম্ভরথং বরম্। দদৃশুর্বিপ্রপত্ন্যশ্চ পতন্তং গগনাদহো॥ রত্নদর্পণসংযুক্তং রত্নসারপরিচ্ছদম্। রত্নস্তম্ভৈর্নিবদ্ধঞ্চ সদ্রত্নকলসোজ্জ্বলম্॥ পারিজাতপ্রসূনানাং মালাজালৈর্বিরাজিতম্। শ্বেতচামরসংযুক্তং বহ্নিশুদ্ধং শুকাম্বিতম্॥ শতচন্দ্রসমাযুক্তং মনোযায়ি মনোহরম্। বেষ্টিতং পার্ষদৈর্দিব্যৈর্বনমালাবিভূষিতৈঃ॥ পীতবস্ত্রপরিধানৈরত্নালঙ্কারভূষিতৈঃ। দ্বিভুজৈর্মুরলীহস্তৈর্গোপবেশধরৈর্বরৈঃ॥ শিখিপুচ্ছগুঞ্জমালাবদ্ধ-বঙ্কিমচূড়কৈঃ॥ অবরুহ্য রথাৎ তূর্ণং তে প্রণম্য হরেঃ পদম্॥ রথমারোহণং কর্ত্তুমূচুর্ব্রাহ্মণকামিনীঃ॥ বিপ্রভার্য্যা হরিং নত্বা জগ্মুর্গোলোকমীপ্সিতম্। বভূর্গোপিকাঃ সদ্যস্ত্যক্ত্বা মানুষবিগ্রহান্॥ হরিশ্ছায়াং বিনির্মায় তাসাঞ্চ বিষ্ণুমায়য়া। প্রস্থাপয়ামাস গৃহান্ ব্রাহ্মণানাং স্বয়ং বিভুঃ॥ (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্)

হে ভগবন্! আমরা আপনার কোনও বর গ্রহণ করিতে চাহি না। আমরা আপনার চরণকমল সেবন করিবার জন্য বড়ই লালসান্বিত হইয়াছি। আমাদিগকে আপনার সেবাধিকার এবং সর্ব্বসাধনানুষ্ঠানেও সুদুর্লভ ভক্তি প্রদান করুন। হে কেশব! আমরা নিরন্তর আপনার বদন কমল দর্শন করিব। হে অন্তর্য্যামিন্! আমাদের উপর এই অনুগ্রহ করুন, আমাদের যেন আর ফিরিয়া যাইতে না হয়। দ্বিজপত্নীগণের এই কথা

শুনিয়া পরম করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ হইবে। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ গোপবালক-মণ্ডলী মধ্যে অবস্থিত হইয়া সেই প্রেমবতী ব্রাহ্মণীগণের প্রদত্ত সুধাসম সুরসাল অন্ন লইয়া গোপবালকগণকে ভোজন করাইলেন এবং নিজেও পরমানন্দে ভোজন করিলেন।

এই সময়ে ব্রাহ্মণপত্নীগণ দেখিলেন যে—আকাশ হইতে অতি মনোহর এক স্বর্ণ বিমান নামিয়া আসিতেছে। সেই অনুপম স্বর্ণ বিমানের শোভা আর কত বলিব, তাহা অসংখ্য রত্নদর্পণ এবং রত্নপরিচ্ছদে সুশোভিত, বিমানের চতুর্দ্দিকে সারি সারি রত্ন, স্তম্ভ এবং উপরিভাগে অসংখ্য রত্ন কলস শোভা পাইতেছে। পারিজাত কুসুম মালা, শ্বেত চামর ও উজ্জলবর্ণ বসনাবলীতে বিমানখানি সজ্জিত রহিয়াছে। সেই শত চন্দ্র সমাযুক্ত রথখানির গতি দেখিলে মনে হয়, মনের গতিও তদপেক্ষা মৃদু। ব্রাহ্মণপত্নীগণ আরও দেখিলেন যে—সেই মনোহর স্বর্ণ বিমানে অসংখ্য শ্রীভগবৎপার্ষদ অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদের সকলেরই গলে বনমালা, পরিধানে পীতবসন এবং সর্ব্বাঙ্গে বহুবিধ রত্নালঙ্কার শোভা পাইতেছে। তাঁহারা সকলেই গোপবেশ এবং সকলেরই হস্তে মুরলী এবং মস্তকে গুঞ্জামালাবেষ্টিত শিখিপুচ্ছ-রচিত বঙ্কিম্ চূড়া বিরাজিত। তাঁহারা সকলেই সেই স্বর্ণ বিমান হইতে অবরোহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রণাম করিলেন এবং ব্রাহ্মণপত্নীগণকে স্বর্ণ বিমানে আরোহণ করিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণপত্নীগণ তখন ভক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণাম করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মনুষ্যদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক গোপীদেহ ধারণ করিলেন ও সেই স্বর্ণ বিমানে আরোহণ করিয়া গোলোক ধামে গমন করিলেন। শ্রীভগবান্ তখন যোগমায়া প্রভাবে সেই সমস্ত ব্রাহ্মণপত্নীগণের অনুরূপ ছায়ামূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে যজ্ঞশালায় প্রেরণ করিলেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের এই সমস্ত বচনে জানা যায় যে—যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ, এই সমস্ত ছায়ামূর্ত্তির সহিত মিলিত হইয়াই, তাঁহাদের যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন এবং এই সমস্ত ছায়ামূর্ত্তির সঙ্গপ্রভাবেই তাঁহাদের কৃষ্ণ-ভক্তি লাভ হইয়াছিল।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে যে যজ্ঞপত্নীগণের উপর শ্রীকৃষ্ণের পরমানুগ্রহময়ী লীলা বর্ণিত আছে, তাহা দেবর্ষি নারদ শ্রীনারায়ণ ঋষির নিকট শ্রবণ করিয়াছিলেন। দেবর্ষি নারদ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণের এই প্রকার পরম সৌভাগ্যের কথা শ্রবণ করিয়া অতীব বিস্মিত হন এবং তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত জানিবার জন্য শ্রীনারায়ণ ঋষির নিকট প্রশ্ন করেন। তাহাতে শ্রীনারায়ণ ঋষি দেবর্ষি নারদের নিকট যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত পরমাশ্চর্য্যময় বলিয়া নিম্নে উহা উদ্ধৃত হইল—

নারদ উবাচ—"ঋষীন্দ্র কেন পুণ্যেন বভূব বিপ্রযোষিতাম্। মুনীন্দ্রাণাঞ্চ সিদ্ধানাং দুর্লভা গতিরীদৃশী॥ ইমাঃ কা বা পুণ্যবত্যঃ পুরা তন্মুর্মহীতলম্॥ আজগ্মুঃ কেন দোষেণ বদ সন্দেহভঞ্জন॥"

শ্রীনারদ ঋষি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণের কৃষ্ণকৃপা প্রাপ্তির কথা শুনিয়া পরমাশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং নারায়ণ ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! কোন্ পুণ্যবলে ব্রাহ্মণপত্নীগণের এইরূপ মুনীন্দ্র ও সিদ্ধগণেরও সুদুর্লভ গতি লাভ হইয়াছিল এবং এই সমস্ত পুণ্যবতী ব্রাহ্মণপত্নীগণ কে এবং কোন্ দোষেই বা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকটে বর্ণনা করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন!

নারায়ণ উবাচ—"সপ্তর্ষীণাং রমণ্যশ্চ রূপেণাপ্রতিমাঃ পরাঃ। গুণবত্যঃ সুশীলাশ্চ স্বধর্ম্মিষ্ঠাঃ পতিব্রতাঃ॥ নবীনযৌবনাঃ সর্ব্বাঃ পীনশ্রোণিপয়োধরাঃ। দিব্যবস্ত্রপরীধানা রত্নালঙ্কারশোভিতাঃ॥ তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাঃ স্মেরাননসরোরুহাঃ। মুনীনাং মানসং শক্তা মোহিতুং বক্রচক্ষুষা॥ দৃষ্ট্বা তাসাং স্তনশ্রোণি মুখানি সুন্দরাণি চ। অনলশ্চকমে তাশ্চ মদনানলপীড়িতঃ॥ অগ্নিস্থানস্থিতানাঞ্চ শিখয়া সুরতোন্মুখঃ। পস্পর্শাঙ্গানি

তাসাঞ্চ বভুব হতচেতনঃ॥ পতিব্রতা ন জানন্তি পতিপাদাব্জমানসাঃ। অগ্নিরঙ্গানি তাসাঞ্চ দর্শং স্পর্শং মুমোহ চ॥ বহ্নেশ্চ মানসং জ্ঞাত্বা ভগবানঙ্গিরাঃ স্বয়ম্। শশাপ তমিত্যুবাচ সর্ব্বভক্ষো বভুব হ॥ বহ্নিঃ সচেতনো ভূত্বা তুষ্টাব মুনিপুঙ্গবম্। ব্রীড়য়া নম্রবদনশ্চকম্পে ব্রহ্মতেজসা॥ ক্রুদ্ধো মুনিঃ পরস্পৃষ্টকামিনীশ্চ শশাপ হ। যাত যূয়ং পাপযুক্তা মানুষীং যোনিমেব চ॥ ভারতে ব্রাহ্মণানাঞ্চ গৃহে লভত জন্ম বৈ। করিষ্যন্তি বিবাহঞ্চ যুষ্মান্ নঃ কুলজা দ্বিজাঃ॥” (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্)

শ্রীনারায়ণ ঋষি বলিলেন—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা প্রভৃতি সপ্তর্ষিগণের অনেকগুলি পত্নী ছিলেন, তাঁহারা সকলেই রূপে গুণে অনুপমা, সুশীলা, স্বধর্ম্মরতা এবং পতিব্রতা। তাঁহারা সকলেই নবযৌবনসম্পন্না, নিবিড়নিতম্বা এবং পয়োধর-শোভাশালিনী, দিব্য বস্ত্রপরিহিতা, রত্নালঙ্কারশোভিতা, তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় সমুজ্জলবর্ণা এবং সহাস্যবদন-কমলা ছিলেন। তাঁহারা বক্র দৃষ্টিপাত করিলে মুনিগণেরও মনোমোহন করিতে পারেন। তাঁহারা একদিন হোমকুণ্ডের নিকটবর্ত্তি স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন, সেই সময় অগ্নি, তাঁহাদের সুন্দর মুখ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির শোভা দেখিয়া মদনমোহিত হইয়া পড়িলেন এবং হোমকুণ্ডের মধ্য হইতেই বহুতর শিখা বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহাদের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া কামাবেগে আত্মহারা ও অচেতন হইয়া গেলেন। পতিব্রতা সপ্তর্ষিপত্নীগণ, তাঁহাদের পতির চরণ ছাড়া আর কিছুই জানেন না, তাঁহারা অগ্নির মনোভাব কিংবা তাঁহাদের দর্শনে ও অঙ্গস্পর্শে অগ্নির কামবিকার প্রভৃতি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু সপ্তর্ষিগণের অন্যতম, মহাতেজা অঙ্গিরা ঋষি অগ্নির মনোভাব জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ অগ্নিকে শাপ প্রদান করিলেন—“তুমি সর্ব্বভক্ষক হও।” অঙ্গিরার শাপবাক্য শ্রবণে অগ্নির চৈতন্য লাভ হইল এবং নানাভাবে অঙ্গিরা ঋষির স্তুতি করিয়া অগ্নি তখন লজ্জাবনত বদনে হোমকুণ্ডে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্মতেজে কম্পিত হইতে লাগিলেন।

ক্রুদ্ধ ঋষি অঙ্গিরা তখন, অগ্নিস্পৃষ্ট রমণীগণকে বলিলেন—তোমরা সকলে পাপযুক্তা হইয়াছ, অতএব তোমরা মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ কর। তোমরা ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিবে এবং আমাদেরই কুলোৎপন্ন ব্রাহ্মণগণ তোমাদের বিবাহ করিবেন।

“শ্রুত্বা বাক্যং মুনেস্তাশ্চ রুরুদুঃ প্রেমবিহ্বলাঃ। পুটাঞ্জলিযুতাঃ সর্ব্বা ইত্যূচুস্তং বিদাংবরম্॥”

মুনিপত্ন্য উচুঃ—ন ত্যজামান্ মুনিশ্রেষ্ঠ নিষ্পাপাশ্চ পতিব্রতাঃ। অজ্ঞানস্তাঃ পরস্পৃষ্টা নচ নস্ত্যক্তুমর্হতি॥ ভক্তানাং কিঙ্করীণাঞ্চ ন দণ্ডং কর্ত্তুমর্হতি। যুষ্মাকং চরণাম্ভোজং কদা দ্রক্ষ্যামহে বয়ম্॥ খড়্গাচ্ছেদাদ্বজ্রপাতাৎ সর্ব্বপ্রহরণান্মুনে। দারুণঃ কান্তবিচ্ছেদঃ সাধ্বীনাং দুঃসহঃ সদা॥ যাস্যামো যদি বিপ্রেন্দ্র কদাত্রাগমনং বদ। অজ্ঞান-স্পর্শদোষানাং ন ত্যাগো বিধিবোধিতঃ॥ অহল্যয়া পুনঃ প্রাপ্তঃ স্বামীন্দ্রস্য প্রধর্ষণাৎ। সা সম্ভোগাৎ পুনঃ শুদ্ধা স্পর্শাৎ কিং বর্জ্জিতা বয়ম্॥ বিচারং কুরু ধর্মিষ্ঠ বেদবেদাঙ্গপারগ। বেদকর্ত্তুশ্চ পুত্রস্ত্বং সর্ব্ববেদবিদাং বরঃ॥”

মহাতেজা অঙ্গিরা ঋষির শাপবাক্য শ্রবণ করিয়া পত্নীগণ রোদন করিতে লাগিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে অঙ্গিরা ঋষিকে বলিতে লাগিলেন—হে মুনিশ্রেষ্ঠ। আমরা আপনার চরণে কোনই অপরাধ করি নাই, আমরা যদি অজ্ঞানতঃ পরপুরুষস্পৃষ্টা হইয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদের পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। আমরা আপনাদের ভক্ত ও কিঙ্করী, অতএব আমাদের উপর এরূপ কঠোর দণ্ড বিধান করা উচিত নহে। হায়! আমরা কি আবার আপনাদের চরণ দর্শন করিতে পারিব? খড়্গাচ্ছেদ, বজ্রপাত এবং সর্ব্ববিধ অস্ত্রশস্ত্রের আঘাত হইতেও পতিব্রতা রমণীগণের পক্ষে কান্ত-বিচ্ছেদ-দুঃখ অতীব গুরুতর। অতএব হে ঋষিশ্রেষ্ঠ। আমাদের যদি পৃথিবীতে যাইতে হয় তাহা হইলে আবার আমরা কবে আপনাদের নিকট আসিতে পারিব তাহা আদেশ করুন। আমরা অজ্ঞানতঃ পরপুরুষস্পৃষ্টা হইয়াছি, সুতরাং আমাদের একেবারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। ইন্দ্র অহল্যাকে ধর্ষণ করিয়া

ছিলেন, তথাপি অহল্যা কিছুদিন পাষাণী হইয়া থাকিয়া আবার পতির চরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং পুনরায় বিশুদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আমরা কি অগ্নির স্পর্শমাত্রেই চিরকালের জন্য পরিত্যক্তা হইব? আপনি বেদকর্ত্তা ব্রহ্মার পুত্র এবং ধর্ম্মিষ্ঠ ও বেদবেদাঙ্গপারগ, অতএব আপনি বিচারপূর্ব্বক আমাদিগকে দণ্ডপ্রদান করুন।

"কামিনীনাং বচঃ শ্রুত্বা দয়ালুর্মুনিপুঙ্গবঃ। প্রেম্না রুরোদ তাসাঞ্চ নিরীক্ষ্য মুখপঙ্কজম্। কৃত্বা বিলাপং সুচিরং সর্ব্ববেদবিদাং বরঃ। ভ্রাতৃভিশ্চ সহালোচ্য তা উবাচ শুচাতুরঃ॥

অঙ্গিরা উবাচ।—"যূয়ং শৃণুত বক্ষ্যামি বচনং সত্যমেব চ। স্বকর্ম্মভোগিনাং ভোগমাকর্ম্মান্তং শ্রুতৌ শ্রুতম্॥ গতো ভোগশ্চ যুষ্মাকমস্মাভিঃ সহ নিশ্চিতম্। গতে ভোগে পুনর্ভোগো নহি বেদে নিরূপিতঃ॥ শুভাশুভঞ্চ যৎ কর্ম্ম ভারতে কৃতিভিঃ কৃতম্। মাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম জন্মকোটিশতৈরপি॥ পরভুক্তাঞ্চ কান্তাঞ্চ যো ভুঙ্ক্তে স নরাধমঃ। স পচ্যতে কালসূত্রে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥ স্বচ্ছন্দগামিনী যা চ স্বতন্ত্রা শূকরীসমা। অন্তর্দুষ্টা সদা সৈব নিশ্চিতং পরগামিনী॥ যাত যূয়ঞ্চ পৃথিবীং মানুষীং যোনিমীপ্সিতাম্। কৃষ্ণদর্শনমাত্রেণ গোলোকং যাস্যথ ধ্রুবম্॥ হরিণা নির্ম্মিতা ছায়া যুষ্মাকং যোগমায়য়া। তা বিপ্রমন্দিরে স্থিত্বা চাগমিষ্যন্তি নো গৃহম্॥ পুনরংশেন নঃ পত্ন্যো ভবিষ্যথ ন সংশয়ঃ। যুষ্মাকং মম শাপশ্চ বভূব চ বরাধিকঃ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা স মুনির্বিররাম শুচান্বিতঃ। তাশ্চাগত্য মহীং শাপাদ্বভূবুর্বিপ্রযোষিতঃ॥ দত্বান্নং হরয়ে ভক্ত্যা প্রজগ্মুর্হরিমন্দিরম্। বভূব নিশ্চিতং তাসাং শাপশ্চ সম্পদোঽধিকঃ॥ নিন্দনীযাচ্চ সম্পত্তের্বিপত্তির্মহতো বরা। অহো সন্তঃ সতাং কোপশ্চোপকারায় কল্পতে॥ বিনা বিপত্তের্মহিমা কুতঃ কস্য ভবেদ্ভুবি। ভূতাঃ কান্তপরিত্যাগান্মুক্তা ব্রাহ্মণযোষিতঃ। ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং হরেশ্চরিতমুত্তমম্। অহো পুণ্যবতীনাঞ্চ মোক্ষাখ্যানং মনোহরম্॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্)

পরম দয়ালু অঙ্গিরা ঋষি ব্রাহ্মণীগণের করুণ বচন শ্রবণ করিয়া প্রেমপরিপ্লুত হৃদয়ে তাহাদের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সর্ব্ববেদবেত্তা অঙ্গিরা ঋষি বহুক্ষণ ধরিয়া মরীচি অত্রি প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের সহিত ব্রাহ্মণীগণের বিষয় সমালোচনা করিয়া দুঃখিত চিত্তে তাহাদিগকে বলিলেন—হে ব্রাহ্মণীগণ। তোমাদিগকে সত্য বাক্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। জীবমাত্রেরই কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় এবং যেমন কর্ম্ম, তাহার ফলও তদনুরূপ হইয়া থাকে। তোমাদের আমাদের সহিত একত্র বাস-জনিত সুখভোগ সমাপ্ত হইয়াছে, একবার ভোগ সমাপ্ত হইলে সে ভোগ আর পুনরায় পাওয়া যায় না ইহাই বেদাদি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। শুভ কিংবা অশুভ যে কোন কর্ম্মই হউক না কেন, তাহার ফল ভোগ না করিলে কোটি জন্মেও সে কর্ম্মের ক্ষয় হয় না।

যে নরাধম পরভুক্তা কান্তাকে ভোগ করে, তাহার সেই কর্ম্মফলে যত দিন চন্দ্র সূর্য্যের স্থিতি, ততদিন পর্য্যন্ত কালসূত্র নামক নরক ভোগ করিতে হয়। রমণীগণের মধ্যেও যাহারা স্বচ্ছন্দচারিণী স্বাধীনা তাহারা শূকরীর তুল্য। তাহাদের এই স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে নিশ্চয়ই তাহাদের অন্তর কলুষিত হয় এবং তাহারা পরপুরুষ-গামিনী হইয়া থাকে। (অতএব আমাদের পক্ষে আর তোমাদের সহিত একত্র বাস করা উচিত নহে, কিংবা তোমাদেরও আমাদের নিকট হইতে অন্যত্র গমন করিয়া স্বচ্ছন্দে বাস করা উচিত নহে।) তোমরা এখন পৃথিবীতে গমন করিয়া মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ কর, যখন গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন, তখন তাঁহাকে দর্শন করামাত্র তোমাদের গোলোকে গতি হইবে। শ্রীভগবান্ যোগমায়া শক্তি প্রভাবে তোমাদের ছায়ামূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবেন এবং সেই মূর্ত্তি কিছুদিন ব্রাহ্মণগৃহে থাকিয়া আমাদের নিকটে আগমন করিবে, তখন তোমরা সেই মূর্ত্তিতে আবার আমাদের পত্নী হইতে পারিবে। অতএব তোমাদের পক্ষে আমার এই শাপ, বরদান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ হইবে। এই কথা বলিয়া মহর্ষি অঙ্গিরা দুঃচিতচিত্তে মৌনাবলম্বন করিলেন।

তাহার পর সেই ব্রাহ্মীগণ পৃথিবীতে আসিয়া যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের পত্নী হইলেন এবং ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে অন্নদান করিয়া গোলোকধামে গমন করিলেন। অতএব তাঁহাদের পক্ষে অঙ্গিরা ঋষির শাপ, বরদান হইতেও শ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ হইল, ইহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। মহৎ ব্যক্তিগণের সম্পদই নিন্দনীয় এবং বিপদই প্রশংসনীয়, মহৎ ব্যক্তির শাপেও জীবের সন্থ উপকার সাধিত হইয়া থাকে। বিপদে পতিত না হইলে জগতে কাহারও মহিমা প্রকাশ কিংবা সম্পদ লাভ হয় না। দেখ, ব্রাহ্মণরমণীগণ পতিপরিত্যক্তা হইয়া কেমন অনায়াসে পরমাগতি লাভ করিলেন।

হে দেবর্ষে। তোমার নিকট এই শ্রীকৃষ্ণের মনোহর লীলাকথা এবং পুণ্যবতী ব্রাহ্মণরমণীগণের সংসার-মুক্তির কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিলাম॥

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথবংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীসমাখ্যায়াং বঙ্গব্যাখ্যায়াং দশমস্কন্ধস্য ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩

# দশমঃ স্কন্ধঃ

—-—(:*:)—-—

## চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ

—-(:*:)—-

শ্রীশুক উবাচ।

ভগবানপি তত্রৈব বলদেবেন সংযুতঃ। অপশ্যন্নিবসন্ গোপানিন্দ্রযাগকৃতোদ্যমান্ ॥ ১

তদভিজ্ঞোঽপি ভগবান্ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদর্শনঃ। প্রশ্রয়াবনতোঽপৃচ্ছদ্‌বৃদ্ধান্ নন্দপুরোগমান্ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—তত্রৈব (ইন্দ্রযাগানুষ্ঠানস্থানাৎ কিঞ্চিদ্দূরবর্ত্তি-স্থানে) নিবসন্ বলদেবেন সংযুত (শ্রীবলদেব-সহিতঃ) ভগবান্ 'সর্ব্বৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যনিকেতনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) অপি ইন্দ্রযাগকৃতোদ্যমান্ (ইন্দ্রযাগার্থং কৃতপ্রযত্নান্) গোপান্ (নন্দাদীন্) অপশ্যৎ ॥ ১

**মূলানুবাদ।**—শ্রীশুকদেব বলিলেন—শ্রীভগবান্ বলদেবসহ কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তিস্থান হইতে দেখিলেন যে নন্দাদি গোপগণ, ইন্দ্রযাগের আয়োজন করিতেছেন ॥ ১

**শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।**—চতুর্ব্বিংশে মহেন্দ্রস্য মখং ব্যাবর্ত্ত্য হেতুভিঃ। কৃষ্ণ প্রবর্ত্তয়ামাস গোবর্দ্ধনমখোৎসবম্ ॥ ভূসুরাণাং ক্রিয়াগর্ব্বং নিরস্য স্বঃসুরেষু চ। মঘবন্মদভঙ্গায় তন্মখঃ সমবারয়ৎ ॥০॥ ব্রাহ্মণাঃ কংসাদ্ভীতাঃ স্বাশ্রমস্থা এব ভগবন্তমভজন্। ভগবানপি তত্রৈব নিবসন্ ইন্দ্রযাগকৃতোদ্যমান্ গোপানপশ্যদিতি সম্বন্ধঃ ॥ ১। ২

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—পূর্ব্বং ব্রজকুমারীঃ প্রতি "যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপা" ইতি হেমন্তগতা যা নিজাঙ্গীকৃতাস্তাসু শরদ্রাত্রিষু তাভিঃ সহ শ্রীভগবানরমত, তাঃ খলু শরদন্তরা ব্যবহিতশরৎসম্বন্ধিন্য এব সম্ভবন্তি। তদ্রমণারম্ভশ্চ শরৎপূর্ণিমায়ামেব নির্দ্দেক্ষ্যতে, সা চ শরন্মধ্যস্থাশ্বিনপূর্ণিমৈব সম্বধ্যতে। কার্ত্তিকশুক্লপ্রতিপদি ত্বেষাং গোবর্দ্ধনপূজা সা চ রাসলীলায়াং ব্রজদেবীভিরনুকৃতা। গোবর্দ্ধনপূজানন্তরমেব বরুণলোকগমনং, ততঃ পূর্ব্বাং শরদমেবারভ্যাগামিনীং যাবৎক্রমাদ্গোবর্দ্ধনপূজা, বরুণলোকগমনবস্ত্রহরণযজ্ঞপত্ন্যুপচর্য্যাগ্রহণরাসলীলা জ্ঞেয়াঃ। তত্র তত্তদ্বর্ষনির্ণয়ঃ কংসবধান্তে করিষ্যতে। বৈপরীত্যোক্তিস্তু প্রেমবৈবশ্যাৎ ক্বচিৎ সজাতীয়ত্ব'চ্চ। অথ ভগবানপি তত্রৈবেত্যস্যায়মর্থঃ। অত্র তদ্যাগযোগ্যগোষ্ঠনিকট এব স্থানবিশেষে সঙ্গম্য নিবসন্তো গোপাঃ কৃতোদ্যমা বভূবুঃ, তত্র ভগবানপি তত্রৈব বলদেবেন সংযুতো নিবসন্ ইন্দ্রযাগকৃতোদ্যমান্ গোপানস্তৎ পশ্যন্নেবাসীৎ। তদ্দুরোণ যাগান্তরসাধনেচ্ছয়া নতু প্রথমং কিঞ্চিদুক্তবান্ ইত্যর্থঃ। যত্তু শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—"বিগলাহয়নক্ষত্রে কালে চাভ্যাগতো ব্রজম্। দদর্শেন্দ্রমহারম্ভায়োদ্যতাংস্তান্ ব্রজৌকস" ইতি। শ্রীহরিবংশে—"ব্রজমাজগতুস্তৌ তু ব্রজে শুশ্রুবতুস্তদা। প্রাপ্তং শক্রং মহাবীরৌ গোপাংশ্চোৎসবলালসা" নিতি। তৎ খলু সামান্যতো দর্শনমত্র তু বিশেষ ইতি ভেদঃ। এষা ক্রীড়াকার্ত্তিকশুক্লপ্রতিপদ্যেব কার্ত্তিকবিধানস্য মধ্যদেশীয়ানামাচারস্য চ তত এব প্রবৃত্তেঃ। অপর্ত্তুত্বারণং বর্ষমিতি বক্ষ্যমাণাচ্চ। তথাচোক্তং পাদ্মে দীপান্বিতা অমাবস্যাকৃত্যান্তে—"প্রাতর্গোবর্দ্ধনঃ পূজ্যো রাত্রৌ দ্যূতং প্রবর্ত্তত" ইতি। তস্মাৎ শ্রীহরিবংশে বর্ষাশরৎসম্বন্ধিপ্রায়বর্ণনং সমুদ্রতীরাদিবৎ মধ্যদেশেঽপি তদানীং বর্ষাণাং বাহুল্যেন কদাচিৎ সর্ব্বাশ্বিনব্যাপ্ত্যপেক্ষয়া ॥ ১

অন্বয়ঃ।—সর্ব্বাত্মা (সর্ব্বস্যৈব মূলস্বরূপঃ) সর্ব্বদর্শনঃ (অন্তর্য্যামিরূপেণ সর্ব্বসাক্ষী) ভগবান্ (সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী

কথ্যতাং মে পিতঃ কোঽয়ং সম্ভ্রমো ব উপাগতঃ।
কিং ফলং কস্য বোদ্দেশঃ কেন বা সাধ্যতে মখঃ॥ ৩
এতদ্ব্রূহি মহান্ কামো মহ্যং শুশ্রূষবে পিতঃ।
ন হি গোপ্যং হি সাধূনাং কৃত্যং সর্ব্বাত্মনামিহ॥ ৪
অস্ত্যস্বপরদৃষ্টীনামমিত্রোদাস্তবিদ্বিষাম্। উদাসীনোঽরিবদ্বর্জ্য আত্মবৎ সুহৃদুচ্যতে॥ ৫

শ্রীকৃষ্ণঃ) তৎ (নন্দাদিগোপানাং যাগোদ্যমং) অভিজ্ঞঃ অপি (সর্ব্বতোভাবেন জানন্নপি) প্রশ্রয়াবনতঃ (বিনয়াবনতঃ সন্) নন্দপুরোগমান্ (নন্দপ্রমুখান্) বৃদ্ধান্ (গোপবৃদ্ধান্) অপৃচ্ছৎ (জিজ্ঞাসয়ামাস)॥ ২

**মূলানুবাদ।**—যদিও সর্ব্বাত্মা সর্ব্বান্তর্য্যামী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, নন্দাদি গোপগণের মনের ভাব সমস্তই জানেন, তথাপি তিনি নন্দ প্রভৃতি বৃদ্ধগোপগণকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ২

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—ততশ্চ তস্য পূর্ব্বপূর্ব্বদৃষ্টস্য ইন্দ্রমখস্য তথা শ্রীব্রজরাজেন প্রত্যুত্তরমিয়মাণস্য তদধিকস্য চার্থস্যাভিজ্ঞোঽপি অপৃচ্ছৎ। তত্র চ ভগবানপি সর্ব্বসদ্গুণনিধিত্বেন বিনয়াবনত্র এব সন্নপৃচ্ছৎ। অভিজ্ঞানে হেতুঃ সর্ব্বস্যাত্মা পরমাত্মেতি। প্রশ্নে হেতুঃ সর্ব্বান্ দর্শয়ন্তি স্বার্থে প্রবর্ত্তয়ন্তি ইতি তথা সঃ। ভবতু নাম পূর্ব্বেষাং মদব্যবহিতানাং মদ্ব্যতিরিক্তদেবতাপূজাদিকং কিন্ত্বেষাং মৎসন্নিহিতানাং মদন্তরঙ্গপূজৈব মৎসুখকরী মৎপিত্রাদীনান্তু তদ্ভূরিভাগ্যমিত্যাদি লক্ষণমহামহিমত্বাদতিক্ষুদ্রস্য তত্রাপি মহাগর্ব্বস্যেন্দ্রস্য পূজা মম দুঃখকরীতি সম্প্রতি পরমান্তরঙ্গগোবর্দ্ধনপূজাপ্রবর্ত্তনেচ্ছয়ৈব বৃদ্ধেষু তত্রৈব মুখ্যতাত্মীয়তাপেক্ষয়া বিশেষতঃ স্বপিতরি প্রশ্ন এব জ্ঞেয়ঃ॥ ২

**অন্বয়ঃ।**—পিতঃ বঃ (যুষ্মাকং সর্ব্বেষামেব) অয়ং কঃ সম্ভ্রমঃ (বৈয়গ্র্যং) উপাগতঃ (উপস্থিতঃ) মে (মহ্যং) কথ্যতাম্। কিং ফলং (অস্য কর্ম্মানুষ্ঠানস্য কিং ফলং) কস্য বা উদ্দেশঃ (কস্য দেবস্যোদ্দেশেন কর্ম্মেদং বিধীয়তে) মখঃ (অয়ং যজ্ঞঃ) কেন বা সাধ্যতে (কেনাধিকারিণা কেন সাধনেন চ সাধ্যতে)॥ ৩

**মূলানুবাদ।**—হে পিতঃ। আপনারা এত ব্যস্ত হইয়া কোন্ কর্ম্মের আযোজন করিতেছেন? এই কার্য্যে কি ফল লাভ হয়? কোন্ দেবতার উদ্দেশেই বা এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়? কি ভাবেই বা এই কার্য্য নির্ব্বাহ হয়?॥ ৩

**শ্রীধরটীকা।**—বৃথা সম্ভ্রমো ন ভবতি মখোঽয়মিত্যেবং চেৎ কিমত্র ফলং কা দেবতা কেনাধিকারিণা কেন বা সাধনেন সাধ্যতে এতদ্ব্রূহি, মহান্ কামো মম শ্রবণে বর্ত্ততে। যদ্বা তব মহান্ কামো দৃশ্যত ইতি॥ ৩॥ তূষ্ণীং স্থিতং প্রত্যাহ নেতি। সর্ব্বাত্মনাং সর্ব্বত্রাত্মদৃষ্টীনাম্॥ ৪

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—কথ্যতামিত্যর্দ্ধকম্। মে মহ্যং কথ্যতামিতি সর্ব্বেঽন্যে জানন্তি কেবলং ময়ৈব ন জ্ঞায়তে ইতি মাং প্রত্যেব কথ্যতামিতি ভাবঃ। এষা চ পিতৃন্‌সন্তোষার্থমৌগ্ধ্যপ্রায়লীলৈব আবশ্যকতৎশ্রবণায়। বো যুষ্মাকং সর্ব্বেষামেব নতু কেষাঞ্চিৎ। অত্র চ সম্ভ্রমস্ত্বরাবিশেষঃ বৈয়গ্র্যং বা। শ্লেষেণ সম্যক্ ভ্রম এবেত্যর্থঃ। উপাগতঃ দূরে স্থাতুং যোগ্যোঽপি সমীপং প্রাপ্ত উপর্য্যাপতিত ইতি বা॥ ৩

**অন্বয়ঃ।**—পিতঃ মহান্ কামঃ (মমাত্র শ্রবণে মহান্ কৌতূহলো বর্ত্ততে) [অতঃ] শুশ্রূষবে মহ্যং (শুশ্রূষুং মাং প্রীণয়িতুং) এতৎ (ভবতাং মহদনুষ্ঠানবৃত্তান্তং) ব্রূহি (কথয়) হি (যতঃ) ইহ (জগতি) সর্ব্বাত্মনাং (সর্ব্বত্রাত্মদৃষ্টীনাং) অস্বপরদৃষ্টীনাং (আত্মপরভেদদৃষ্টিরহিতানাং) অমিত্রোদাস্তবিদ্বিষাং (লোকেষু শত্রুরিতি মিত্র ইতি উদাসীন ইতি ত্রিবিধভেদদৃষ্টিশূন্যানাং) সাধূনাং (সমচিত্তানাং মহাত্মনাং) কৃত্যং (কর্ম্ম) ন গোপ্যং (নহি কিঞ্চিৎ গোপনীয়ং বর্ত্ততে) [যেষান্তু ভেদদৃষ্টিরস্তি তেষামপি] উদাসীনঃ (তটস্থো জনঃ) অরিবৎ (শত্রুবদেব) বর্জ্যঃ (মন্ত্রগুপ্তবৎ

জ্ঞাত্বাঽজ্ঞাত্বা চ কর্ম্মাণি জনোঽয়মনুতিষ্ঠতি। বিদুষঃ কর্ম্মসিদ্ধিঃ স্যাৎ যথা নাবিদুষো ভবেৎ ॥৬
তত্র তাবৎ ক্রিয়াযোগো ভবতাং কিং বিচারিতঃ। অথবা লৌকিকস্তন্মে পৃচ্ছতঃ সাধু ভণ্যতাম্॥৭

ত্যাজ্য এব ভবতি) [ কিন্তু ] সুহৃৎ ( আত্মীয়ো জনঃ ) আত্মবৎ ( আত্মতুল্য এব বিশ্বাস্যঃ ) উচ্যতে ( কথ্যতে বিজ্ঞৈরিতি শেষঃ ) ॥ ৪।৫

মূলানুবাদ।—হে পিতঃ। আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে, আমার নিকটে সবিস্তারে সমস্ত কথা বর্ণনা করুন। যাঁহারা সর্ব্বত্র সমজ্ঞানসম্পন্ন, আত্মপরভেদদৃষ্টিরহিত এবং যাঁহাদের নিকট শত্রু, মিত্র ও উদাসীন ভেদ নাই, সেই সমস্ত সাধুস্বরূপ ব্যক্তিগণের কোন কার্য্যই গোপনীয়ভাবে অনুষ্ঠিত হয় না। আত্মপর ভেদদৃষ্টি থাকিলেও কার্য্যসিদ্ধির বিঘ্ন সম্ভাবনায় শত্রু ও উদাসীনের নিকট কার্য্য গোপন করা উচিত, কিন্তু মিত্রগণকে আত্মবৎ বিশ্বাস করা সঙ্গত ॥ ৪ ৫

শ্রীধরটীকা।—অতএব ন বিদ্যতে স্বঃ পর ইতি দৃষ্টির্যেষামিতি। স্বপরদৃষ্ট্যভাবাদেব তত্তদ্ভেদো অমিত্রাদয়োঽপি তেষাং ন সন্তীত্যাহ—অমিত্রেতি। ন মিত্রমুদাস্ত উদাসীনো বিদ্বিড্ চ যেষাং তেষাং কৃত্যং সর্ব্বং কর্ম্ম ন গোপনীয়ং কিঞ্চিদস্তীত্যর্থঃ। সত্যপি ভেদদর্শনে উদাসীনঃ শত্রুবদ্বর্জ্জ্যঃ আত্মতুল্যত্বাৎ, সুহৃৎ মন্ত্রেষু ন বর্জ্জনীয় ইত্যাহ উদাসীন ইতি ॥ ৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—কেনেতি তৃতীয়ান্তপদেন কর্ত্তৃকরণয়োঃ প্রশ্নঃ। এতদ্ব্রূহীতি পুনরুক্তির্নিজ-শুশ্রূষাতিশয়বোধনায়। মহ্যং মাং প্রীণয়িতুমিত্যর্থঃ। যদ্বা নন্থ বালকে ত্বয়ি তৎকথনেন কিং তত্রাহ। শুশ্রূষবে পুত্র-স্নেহ্যাং পূরয়িতুমবশ্যং যুজ্যত ইতি ভাবঃ। শ্লেষেণ শুশ্রূষুং ধর্ম্মমাত্রস্যাৎ ইতি ন্যায়েনাবশ্যকতোক্তা। পিতরিত পুনঃ সম্বোধনং স্নেহবিশেষজননায়। পূর্ব্বপূর্ব্বমপ্যযং জানাত্যেব তথাপি যৎ পৃচ্ছতি তত্রচ সোল্লুণ্ঠমিব যৎ পৃচ্ছতি তৎ পুনরিন্দ্রং প্রতি অনাদরেণৈবেতি গম্যতে, নারায়ণসমগুণত্বাৎ তজ্জন্মিদানবৃন্দাঘাতিত্বাচ্চ ইতি সংশয্য তূষ্ণীং স্থিতং প্রত্যাহ নহীতি সার্দ্ধেন। তত্র নহীত্যেকম্ উদাসীন ইত্যর্দ্ধকম্। সাধূনামিতি তেষাং বিকর্ম্মপ্রবৃত্ত্যা গোপ্যত্বা-ভাবাৎ। সাধূনামেব লক্ষণং সর্ব্বাত্মনামিত্যাদিবিশেষণত্রয়েণ পরমাত্মা তদ্দৃষ্টীনাম্, ইহ জগতি কুত্রাপীত্যর্থঃ। অতস্তত্তল্লক্ষণবদ্ভির্ভবদ্ভির্ন গোপয়িতুং যুজ্যত ইতি ভাবঃ। নহু নিজহিতার্থং দেবতারাধকানাং কুতঃ সর্ব্বাত্মতা যুক্তা, অতোঽস্বপরদৃষ্ট্যাদিকং তব নাস্ত্যেব ইতি ভবতু তথাপি ময়ি গোপয়িতুং ন যুজ্যত এবেত্যাহ উদাসীন ইতি। বর্জ্জ্যঃ মন্ত্রভঙ্গভয়াৎ, অহন্তু সুহৃৎসু পরমান্তরঙ্গঃ পুত্র এবেত্যতো ন বর্জ্জ্য এবেতি ভাবঃ ॥ ৪।৫

অন্বয়ঃ।—অয়ং জনঃ ( সর্ব্ব এব লোকঃ ) জ্ঞাত্বা ( সুহৃদ্ভিঃ সহ বিচার্য্য ) অজ্ঞাত্বা ( তৈঃ সহ বিচারং বিনৈব দৃষ্টপরম্পরয়া চ ) কর্ম্মাণি ( দৃষ্টাদৃষ্টফলানি কৃষিবাণিজ্যাদীনি যাগাদীনি চ ) অনুতিষ্ঠতি, বিদুষঃ ( তত্র বিচার-পরায়ণস্য বিজ্ঞস্যৈব ) যথা ( যথাবৎ ) কর্ম্মসিদ্ধিঃ ( কর্ম্মফলপ্রাপ্তিঃ ) স্যাৎ, অবিদুষঃ ( বিচারবিহীনস্য দৃষ্টপরম্পরয়ৈব কর্ম্মানুষ্ঠানশীলস্যাজ্ঞস্য ) তথা ন ভবেৎ ( নৈব কর্ম্মসিদ্ধিঃ স্যাৎ ) ॥ ৬

মূলানুবাদ।—সাধারণতঃ দেখা যায় যে—কেহ বা সুহৃদ্গণের সহিত পরামর্শ করিয়া এবং কেহ বা কেবল-মাত্র লোকপরম্পরানুসারে কোন পরামর্শাদি না করিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে যাঁহারা বিচারপূর্ব্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদেরই কার্য্যসিদ্ধি হয়, কিন্তু অবিচারে প্রবৃত্ত কার্য্যের প্রায়ই কুফল দেখা যায়॥৬

শ্রীধরটীকা।—কিঞ্চ সুহৃদ্ভিঃ সহ বিচার্য্য জ্ঞাত্বৈব কর্ম্ম কর্ত্তব্যং, নতু গতানুগতিকত্বমাত্রেণেত্যাহ জ্ঞাত্বেতি অজ্ঞাত্বা চ। তত্র বিদুষো যথা তৎ কর্ম্মফলং স্যাৎ তথা নাবিদুষঃ ॥ ৬

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অজ্ঞাত্বা চ দৃষ্টপরম্পরয়েত্যর্থঃ। কর্ম্মাণি দৃষ্টাদৃষ্টফলানি কৃষ্যাদিযাগাদীনি যথাবৎ॥৬

অন্বয়ঃ।—তত্র ( তেষু কর্ম্মসু মধ্যে ) তাবৎ ভবতাং ক্রিয়াযোগঃ ( কর্ম্মানুষ্ঠানপ্রকারঃ ) কিং বিচারিতঃ ( কিং শাস্ত্রদৃষ্ট্যা বিচারিতঃ ? ) অথবা লৌকিকঃ (লোকপরম্পরয়া এব প্রাপ্তঃ ? ) [ ইতি ] তৎ পৃচ্ছতঃ (জিজ্ঞাসোঃ) মে ( মম সমীপে ) সাধু ( সোপপত্তিকং যথা স্যাৎ তথা ) ভণ্যতাং ( কথ্যতাম্) ॥ ৭

মূলানুবাদ। আপনাদের এই অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম কি যথাশাস্ত্র বিচারিত, অথবা লোকপরম্পরাপ্রাপ্ত—তাহা আমার নিকট যুক্তি পূর্ব্বক বর্ণনা করুন ॥ ৭

শ্রীধরটীকা।—ভবতাময়ং ক্রিয়াযোগঃ শাস্ত্রতোঽপি কিং বিচারিতঃ প্রবৃত্তো লৌকিকাচারপ্রাপ্তো বেতি সাধু সোপপত্তিকং ভণ্যতাং কথ্যতামিতি ॥ ৭

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।– তত্র তেষু কর্ম্মসু ক্রিয়াযোগঃ ইদমদৃষ্টফলং কর্ম্ম ভবতাং কিং খলু বিচারিতঃ ? শাস্ত্রৈকপ্রমাণত্বাত্তদ্বিচারপ্রাপ্তঃ, কিমথবা লোকপরম্পরয়ৈব প্রাপ্ত ইতি সাধু সোপপত্তিকং ভণ্যতাম্। তাবদিতি প্রশ্নান্তরং পশ্চাৎ কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। অনেন তত্তদভিজ্ঞত্বমপি সূচিতং নিজোক্তিগ্রহণায় ॥ ৭

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব, অনন্ত-মধুর-লীলারসবিগ্রহ শ্রীব্রজরাজ-নন্দনের শরদ্বিহার বর্ণন প্রসঙ্গে গোপরমণীগণের পূর্ব্বরাগ বর্ণনা করিয়াই গোপকুমারীগণের বস্ত্রহরণ এবং যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণের নিকট অন্নভিক্ষাচ্ছলে পরমানুগ্রহ বিতরণ লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যে শরৎকালের শেষভাগে কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষে গোবর্দ্ধনধারণলীলা করিয়াছেন, তাহা তিনি ভাবাবেশে বর্ণনা করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন। অথবা গোপরমণীগণের পূর্ব্বরাগ বর্ণনা করিয়াই শ্রীশুকদেবের মনে কান্তাভাবময় প্রেমেরই কথাই সমধিক রূপে স্ফূর্ত্তি হওয়ায় তিনি গোপকুমারীগণের কাত্যায়নী পূজা ও বস্ত্রহরণ এবং যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণের নিকট অন্নভিক্ষা ও তৎপ্রসঙ্গে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণের উপর শ্রীকৃষ্ণের পরমানুগ্রহ বিতরণ এই তিনটি কান্তাভাব-ময় প্রেমের লীলাই পর পর বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এই তিনটি লীলা পর পর ভাবে আস্বাদন করেন নাই, ইহার মধ্যে তাঁহার গোবর্দ্ধনধারণ প্রভৃতি আরও কয়েকটি লীলা আছে, তবে শ্রীশুকদেব প্রেমাবেশে এই সমস্ত লীলা যথাক্রমে বর্ণনা করিতে পারেন নাই।

"হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারীকাঃ" প্রভৃতি শ্লোকে জানা যায় যে—গোপকুমারীগণ হেমন্ত ঋতুর প্রথম দিনে অর্থাৎ চান্দ্র অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিনে কৃষ্ণ প্রতিপদে কাত্যায়নীব্রতারম্ভ করিয়াছিলেন ও অগ্রহায়ণী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তাঁহারা এই ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই ব্রতের শেষদিন অর্থাৎ অগ্রহায়ণী পূর্ণিমার দিন, শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের বস্ত্রহরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে বরদান করিয়াছিলেন যে আগামী পূর্ণিমা রজনীতে তোমাদের সহিত আমার মিলন হইবে। "ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ" প্রভৃতি শ্লোকে জানা যায় যে, শরৎ পূর্ণিমা রজনীতে শ্রীভগবান্ গোপীগণের সহিত রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন এবং এই দিনই তিনি গোপকুমারীগণেরও মনোবাসনা পূরণ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রাচীন মতানুসারে আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই দুই মাসকে শরৎঋতু এবং অগ্রহায়ণ ও পৌষ এই দুই মাসকে হেমন্তঋতু বলিয়া থাকেন। সুতরাং বস্ত্রহরণলীলা হেমন্তের প্রথম মাসে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে এবং রাসলীলা শরতের প্রথম মাসে অর্থাৎ আশ্বিন মাসের পূর্ণিমায় হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ ত্রিংশাধ্যায়স্থিত "মাভৈষ্ট বাতবর্ষাভ্যাং তত্ত্রাণং বিহিতং ময়া। ইত্যুক্তৈকেন হস্তেন যতন্ত্যুন্নিদধেঽম্বরম্"। প্রভৃতি শ্লোকটি সমালোচনা করিলে জানা যায় যে—শ্রীকৃষ্ণ, গোপীগণের সহিত রাস-ক্রীড়া করিতে করিতে অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইলেন। কৃষ্ণবিরহাতুরা গোপীগণ বনে বনে কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে লাগি-লেন এবং বিরহে আত্মহারা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ লীলানুকরণ করিতে করিতে গোবর্দ্ধনধারণ লীলার অনুকরণ করিয়া বলিলেন—হে ব্রজবাসিগণ! তোমরা প্রবল বায়ু ও বৃষ্টি দেখিয়া ভয় করিও না, আমি তোমাদের রক্ষা

এই বলিয়া বামহস্তে নিজ উত্তরীয় বস্ত্র ধারণ করিলেন। অতএব গোবর্দ্ধনধারণ লীলা,
ৎ বলিয়া মনে হয়। গোবর্দ্ধনধারণ লীলা যদি রাসলীলার পরে হইত, তাহা হইলে
লীলার অনুকরণ করা সম্ভবপর হইত না। বৈষ্ণব সমাজে যে গোবর্দ্ধনপূজা ও অন্ন-
ছ এবং হরিভক্তিবিলাসাদি গ্রন্থে যে ব্যবস্থা দেখা যায় তাহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে,
মাসের শুক্ল পক্ষেই হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ, যে বৎসরে কার্ত্তিক মাসের শুক্লা তৃতীয়া হইতে
করিয়াছিলেন, সে বৎসরে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় রাসক্রীড়া সম্ভবপর নহে। কেননা
হইতে নবমী পর্য্যন্ত গোবর্দ্ধনধারণ, একাদশী দিনে ইন্দ্র কর্তৃক কৃষ্ণস্তুতি ও গোবিন্দা-
াকে গমন এবং পূর্ণিমায় ব্রহ্মহ্রদাবগাহন—এইভাবে শ্রীমদ্ভাগবতে লীলাক্রম দেখিতে
ষ্ণ যে বৎসর হেমন্তকালে গোপকুমারীগণের বস্ত্রহরণ করেন, সেই বৎসরেরই কার্ত্তিক
রণ করিয়াছিলেন, সুতরাং গোবর্দ্ধনধারণ লীলা, বস্ত্রহরণ ও রাসলীলার পূর্ব্ববর্ত্তী।
না করিয়া যদি শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত লীলার কাল নিরূপণ করা যায়, তাহা হইলে মনে
ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে সাত বৎসর বয়স পূর্ণ হইয়াছে, সেই বৎসরের আশ্বিন মাসে
র্ত্তিক মাসে গোবর্দ্ধনধারণ, অগ্রহায়ণ মাসে বস্ত্রহরণ, গ্রীষ্মকালে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ পত্নী-
লা এবং তাহারই অব্যবহিত পরবর্ত্তি শরৎকালে রাসক্রীড়ারম্ভ হইয়াছিল।
দ্রিবিধারণম্" প্রভৃতি শ্লোকে জানা যায় যে—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সাত বৎসর বয়সে গোবর্দ্ধন
লিয়া ব্রজের গোপগণ অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। যে বৎসর ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমীতে
পূর্ণ হয়, সেই বৎসরেই কার্ত্তিক মাসে শুক্ল পক্ষীয় তৃতীয়া তিথি হইতে গোবর্দ্ধনধারণ
র শ্রীকৃষ্ণের সাত বৎসর দুই মাস দশ দিন বয়স হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের বয়ঃক্রম গণনায়
বর্দ্ধন ধারণের সময় সপ্তম বৎসর পূর্ণ হইয়া দুই মাস দশদিন মাত্র অধিক হওয়ায়
শ্রীকৃষ্ণকে "সাত বৎসরের বালকই" বলিতেন। যাহা হউক. এই সমস্ত আলোচনায়
অষ্টম বৎসর বয়সে গোবর্দ্ধন ধারণ, বস্ত্রহরণ এবং যজ্ঞপত্নীগণের নিকট অন্ন ভিক্ষা
শ।৫ আট বৎসর পূর্ণ হইলে নবম বৎসরের আরম্ভে শরৎ পূর্ণিমায় রাসক্রীড়া
.স শিরোমণি শ্রীশুকদেব প্রেমাবেশে আত্মবিস্মৃত হইয়াই লীলার কাল-ক্রমের দিকে
ম ি ৫।ম, বেণুগীত এবং তৎপ্রসঙ্গে গোপরমণীগণের পূর্ব্বরাগ বর্ণনার পর তাহার
। . লীলা বর্ণনা না করিয়াই বস্ত্রহরণ এবং যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণের নিকট অন্নভিক্ষা
ই ভাবে এই তিনটি কান্তাভাবময় প্রেমের লীলা বর্ণনার পর শ্রীশুকদেবের গোবর্দ্ধন-
। তিনি ভাবাবেশে তাহাই বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

. লীলা বড়ই মনোরম! এই লীলায় তিনি বহুকাল হইতে ব্রজে প্রচলিত ইন্দ্রযাগের
করেন এবং তাহাতে দেবরাজ ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রজভূমি ধ্বংস করিবার জন্য প্রবল
পাত প্রভৃতি করিতে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বামকরে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়া
প ও গোপীগণকে আশ্রয় প্রদান করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করেন এবং ইন্দ্রের দর্প
'ভগবানের ভক্তবাৎসল্য এবং অহঙ্কারীর অহংকার মোচন করার কথা মনে করিয়া
বলিলেন—

। পর্জ্জন্যগোপ যখন গোকুলে আসিয়া রাজত্ব স্থাপন করেন, সেই সময় হইতেই প্রতি

বৎসরেই কার্ত্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদে ব্রজের সমস্ত গোপগণ গোবর্দ্ধন তটে মিলিত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের প্রীতি-বিধানার্থ ইন্দ্রযাগের অনুষ্ঠান করিতেন। পর্জ্জন্য গোপ নিজ পুত্র নন্দের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বনে গমন করিলে গোপরাজ নন্দও চিরকালই তাঁহার পৈতৃক প্রথানুসারে প্রতি বৎসরেই কার্ত্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদে এই যাগের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের যখন সাত বৎসর বয়স পূর্ণ হইয়াছে, সে বারও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় কার্ত্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদে ইন্দ্রযাগানুষ্ঠান করিবার জন্য নন্দাদি গোপগণ গোবর্দ্ধন তটে মিলিত হইয়াছেন এবং সকলেই নানাভাবে যাগের আয়োজন, স্থানসংস্কার, উপকরণ সংগ্রহ প্রভৃতি বিবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব এবং শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকগণ গোচারণ করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন ও নন্দাদি গোপগণকে ইন্দ্রযাগের আয়োজনে নিযুক্ত দেখিলেন। এই দিনে প্রতি বৎসরেই এইভাবে গোবর্দ্ধন তটে যজ্ঞের আয়োজন হয়, তাহা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার জ্ঞানোদয় কাল হইতেই দেখিয়া আসিতেছেন, কিন্তু এবার যেন কি জন্য তাঁহার কৌতূহল হইল যে তিনি নন্দাদি গোপগণের এই সুমহদনুষ্ঠানের তত্ত্ব জানিবেন। সেজন্য তিনি অতি বিনীত ভাবে নন্দাদি গোপগণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কিছুক্ষণ বালকোচিত বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক সেই মহা ধুমধাম দেখিলেন ও পরিশেষে প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য ধীরে ধীরে নন্দ মহারাজকে এই যাগ সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্য্যামিরূপে সকলেরই হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া যাহাকে দিয়া যাহা করান সে তাহাই করিতে বাধ্য হয়, সুতরাং তাঁহার পক্ষে কাহারও হৃদয়ের ভাব অজ্ঞাত থাকা সম্ভব নহে, তিনিই সর্ব্বাত্মা এবং সকলের নিয়ন্তা। কাজেই নন্দাদি গোপগণ কোন্ প্রয়োজনে কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠানে রত আছেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণ সবই জানেন, কিন্তু তিনি এমনই মুগ্ধ বাল্যভাবের অনুকরণ করিয়া নন্দমহারাজের নিকট উপস্থিত হইলেন যে, তাঁহাকে দেখিলে মনে হয় যেন তিনি সত্য সত্যই কিছু জানেন না। সর্ব্বজ্ঞশিরোমণির এই অজ্ঞতার অভিনয় বড়ই মনোরম। শ্রীভগবান্ যে কেবলমাত্র সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা তাহাই নহে, তিনি সর্ব্বনিয়ন্তা এবং সর্ব্বদর্শন। তিনি সর্ব্বজীবের হৃদয়ে থাকিয়া সকলের সর্ব্ববিধ মনোবৃত্তি দর্শন করেন এবং সকলকে তাঁহাদের প্রকৃত পরমার্থ জানাইবার চেষ্টা করেন। আজও নন্দাদি গোপগণকে নিমিত্ত করিয়া জগতে প্রকৃত পরমার্থের পথ প্রদর্শন করিবার জন্যই তিনি নন্দাদি গোপগণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের অনুষ্ঠেয় যজ্ঞের তথ্য জানিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের মনের ভাব এই যে, যাঁহারা কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্ত, তাঁহারা কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্তের সেবাতেই কালাতিপাত করিয়া থাকেন, তাঁহাদের একমাত্র কৃষ্ণসেবা ছাড়া অন্য কোন প্রকার কামনা বাসনাদি না থাকায় তাঁহাদের কৃষ্ণ কিংবা কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত অন্য কাহারও সেবা করিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যাহাদের ধন ধান্যাদি বিষয় ভোগের কামনা থাকে, তাহাদের সেই সমস্ত কাম্যফল প্রাপ্তির জন্য ইন্দ্রাদি দেবতার সেবা করিবার প্রয়োজন হয়। যদিও এই সমস্ত দেবতাগণ, সর্ব্বাত্মক শ্রীভগবান্ হইতে পৃথক্ নহেন, তথাপি তাঁহাদের উপাসনায় কাহারও মোক্ষ লাভের সম্ভাবনা নাই। গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

হে অর্জ্জুন! যাহারা ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসনা করে, তাহাদেরও আমাকেই উপাসনা করা হয়, কিন্তু সে উপাসনা অবিধিপূর্ব্বক হয় অর্থাৎ তাহাতে কাহারও মোক্ষলাভ হয় না। ভোগ্যবস্তু পাইয়া কাহারও কোনদিন ভোগবাসনার নিবৃত্তি হয় না; সেজন্য বিজ্ঞব্যক্তিগণ শ্রীগোবিন্দসেবা করিয়া নানাবিধ ভোগবাসনা হইতে চির-মুক্তি লাভের জন্যই সতত চেষ্টিত থাকেন। যাহা হউক,—নন্দাদি গোপগণের ইন্দ্রযাগের আয়োজন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন যে—আমার পিতা নন্দ এবং আত্মীয় গোপগণের পক্ষে একমাত্র আমার সেবা ব্যতীত অন্য কোনও

দেবতার আরাধনা করার কোনই প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ যে সমস্ত ব্রজবাসিগণের চরণধূলিকণিকা লাভ করিবার জন্য স্বয়ং ব্রহ্মা পর্য্যন্ত লালসান্বিত হইয়া বলিয়াছেন—"তদ্ভূরি ভাগ্যমিহজন্ম কিমপ্যটব্যাং যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকম্" "আমি যদি গোকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সমস্ত গোকুলবাসির চরণ ধূলিতে অভিষিক্ত হইতে পারি, তাহা হইলে আমার মহাসৌভাগ্য বলিয়া মনে করিব"—কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র এমনই মূঢ় যে তিনি প্রতিবৎসর এই সমস্ত গোপগণের পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন, সুতরাং আমার পরমান্তরঙ্গ গোপগণদ্বারা আমার পরমভক্ত গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের আরাধনা প্রবর্ত্তন এবং ইন্দ্রের গর্ব্বখণ্ডন এই দুই কার্য্য অবশ্যই করা উচিত। এই সমস্ত নানাকথা মনে করিয়া সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণ, নন্দাদি গোপগণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং অতি বিনীতভাবে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ! আপনাদের এই মহাআড়ম্বর দেখিয়া আমি কিছুই ধারণা করিতে পারিতেছি না। আপনারা সকলে মিলিয়া কোন্ মহৎকার্য্যানুষ্ঠানে ব্যাপৃত হইয়াছেন, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিন। আপনারা যে কার্য্যের আয়োজন করিতেছেন, তাহা করিলে কি হয়, কোন্ দেবতার উদ্দেশে এই আয়োজন হইতেছে, এবং কি প্রকারেই বা এই যজ্ঞ নির্ব্বাহ হইবে, তাহা জানিবার জন্য আমার বড়ই কৌতুহল হইতেছে, অতএব কৃপাপূর্ব্বক আমার নিকট সমস্ত কথা বলিয়া আমার কৌতুহল নিবৃত্তি করুন। বিশেষতঃ আপনি যে সমস্ত অনুষ্ঠান করেন, ভবিষ্যতে ত আমাকেই সেই সমস্ত অনুষ্ঠানের ভার গ্রহণ করিতে হইবে, সুতরাং আমার পক্ষে আপনার সমস্ত অনুষ্ঠানেরই তত্ত্ব জানিয়া রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়।

শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত কথা শুনিয়া গোপরাজ নন্দ প্রথমতঃ কোনই উত্তর প্রদান করিলেন না। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে আমার পুত্র কৃষ্ণ, সাত বৎসরের বালক হইয়াও এই সমস্ত যুক্তিপূর্ণ প্রশ্ন করিতে সমর্থ হইল কেমন করিয়া? "কিং ফলং কস্য বোদ্দেশঃ" প্রভৃতি যে সমস্ত কথা, কৃষ্ণ সাত বৎসরের বালক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাহা কোনও বয়ঃপ্রাপ্ত বিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও জিজ্ঞাসা করা সম্ভবপর কিনা সন্দেহ। সাত বৎসরের বালকের মুখে এই সমস্ত সযৌক্তিক প্রশ্ন শুনিয়া মনে হয় যে, এই বালকের নামকরণ সময়ে মহাতপা গর্গাচার্য্য যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন তাহার এক অক্ষরও মিথ্যা কিংবা অতিরঞ্জিত নহে। গর্গাচার্য্য বলিয়াছিলেন—"তস্মান্নন্দাত্মজোঽয়ং তে নারায়ণসমো গুণৈঃ। শ্রিয়া কীর্ত্ত্যানুভাবেন গোপায়স্ব সমাহিতঃ।" হে নন্দ! তোমার এই পুত্র, নানাবিধ অলৌকিক গুণাবলী, দেবের দুর্লভ সম্পদ, অলোকসামান্য এবং অচিন্ত্য মহাপ্রভাবে নারায়ণতুল্য; অতএব পরম সাবধানে এই পুত্র পালন কর। কৃষ্ণের সাত বৎসর বয়সেই যে সমস্ত অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে মনে হয় যে কৃষ্ণ সত্যসত্যই নারায়ণতুল্য। অঘাসুর, বকাসুর, বৎসাসুর প্রভৃতি অসুর গণ, অমর-বিজয়ী ছিল, দেবগণ পর্য্যন্ত তাহাদের ভয় করিতেন, কিন্তু কৃষ্ণ অবলীলাক্রমে তাহাদের বধ করিয়াছে, কাজেই মনে হয় যে আমি নারায়ণের অপার কৃপায় নারায়ণতুল্য পুত্রই লাভ করিয়াছি। কৃষ্ণ যে সাত বৎসরের বালক হইয়াও মহাবিজ্ঞের মত প্রশ্ন করিতেছে, ইহাও তাহার সেই অলৌকিক শক্তিরই পরিচায়ক। আমরা প্রতি বৎসরেই এইদিনে ইন্দ্রযাগের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, তাহা কৃষ্ণের অজ্ঞাত নহে এবং এই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বালক যে তাহার তত্ত্ব কিছুই জানে না তাহাও বলা যায় না, তথাপি তাহার এই ভাবে জিজ্ঞাসা দেখিয়া মনে হয় যে ইন্দ্রেরও অজেয় অঘাসুরাদি বিনাশকারী কৃষ্ণ, বোধ হয় "ইন্দ্র প্রতিবৎসর গোকুলবাসীর পূজা গ্রহণ করিয়াও গোকুলে অসুরের উৎপাত দমন করিতে পারেন না, সুতরাং তাঁহার পূজায় আমাদের কোনই প্রয়োজন নাই" এই কথা মনে করিয়াই এমন করিয়া বারে বারে ইন্দ্রযাগ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছে। দেখা যাক, এই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বালক আরও কি বলে।

গোপরাজ নন্দ, এক দৃষ্টে কৃষ্ণের মুখের দিকে চাহিয়া এই সমস্ত নানা কথা চিন্তা করিতেছেন, কিন্তু কৃষ্ণের

শ্রীনন্দ উবাচ।

পর্জ্জন্যো ভগবানিন্দ্রো মেঘাস্তস্যাত্মমূর্ত্তয়ঃ। তেঽভিবর্ষন্তি ভূতানাং প্রীণনং জীবনং পয়ঃ॥ ৮
তং তাত বয়মন্যে চ বার্মুচাং পতিমীশ্বরম্। দ্রব্যৈস্তদ্রেতসা সিদ্ধৈর্যজন্তে ক্রতুভির্নরাঃ॥ ৯

কিংবা নির্ম্মূল গতানুগতিকতার অনুসরণ করিতে যায় এবং কার্য্যের ফলাফল ও অনুষ্ঠানাদি সম্বন্ধে কোন প্রকার ধারণা রাখে না, তাহাদের কখনও কার্য্যসিদ্ধি হইতে দেখা যায় না। সেই জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছি যে আপনাদের এই অনুষ্ঠেয় কার্য্য কি বিজ্ঞ সুহৃদ্‌গণের সহিত শাস্ত্রতঃ বিচার ও বিবেচনাপূর্ব্বক আরম্ভ করা হইয়াছে, অথবা কেবলমাত্র নির্ম্মূল অন্ধ পরম্পরার অনুসরণ করা হইয়াছে, তাহা আমার নিকট সবিস্তারে প্রকাশ করুন। আপনার অনুষ্ঠেয় কার্য্য সম্বন্ধে কোন প্রকার অজ্ঞান থাকা আমার পক্ষে অত্যন্ত ত্রুটি বলিয়া মনে হয়, কাজেই এই কার্য্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে সমস্ত তথ্য জানিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল হইয়াছে আপনাদের মত বিজ্ঞব্যক্তিগণ যে কেবল অন্ধপরম্পরারই অনুসরণ করিয়া সন্তুষ্ট হইতেছেন, তাহা আমার মনে হয় না; সুতরাং আপনাদের এই কার্য্যে নিশ্চয়ই শাস্ত্রীয় যুক্তি আছে। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি যে কোন্ শাস্ত্রের কোন্ মতানুসারে কোন্ ফলের আকাঙ্ক্ষায় এই কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে এবং সেই কার্য্যের আপনারা অধিকারী কি না, যে ভাবে অনুষ্ঠান হইতেছে তাহাই শাস্ত্রের সম্মত কিনা এবং এই কার্য্যের অনুষ্ঠান দেশকালাদি শাস্ত্রসম্মত কি না, এই সমস্ত বিষয় আমাকে আনুপূর্ব্বিক বুঝাইয়া দিয়া আমাকেও ভবিষ্যতে এই অনুষ্ঠানের যোগ্যতা প্রদান করুন। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া কেবল মাত্র কোন প্রতারকের প্ররোচনায় পড়িয়া কোন প্রকার উচ্চফললাভের আকাঙ্ক্ষায় অনেকেই অনেক প্রকার কার্য্যারম্ভ করিয়া পরিশেষে কেবলমাত্র পরিতাপেরই ভাগী হইয়া থাকে। সেই জন্য বলিতেছি, হে পিতঃ। আমাদের কোন প্রকারেই যেন সেইরূপ কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে না হয়। আমরা সকলে মিলিয়া যথাশাস্ত্র আলোচনা করিয়াই সর্ব্ববিধ কার্য্যানুষ্ঠান করিব ইহাই আমার একান্ত অভিপ্রেত। অতএব এই কার্য্য সম্বন্ধে আমি যে যে প্রশ্ন করিলাম কৃপাপূর্ব্বক তাহার সকল কথার উত্তর প্রদান করিয়া আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করুন॥১-৭

অন্বয়ঃ।—ভগবান্ (দিব্যৈশ্বর্য্যশালী) ইন্দ্রঃ (দেবরাজঃ) পর্জ্জন্যঃ (বর্ষাধিদেবতা) মেঘাঃ (সম্বর্ত্তকাদয়ো মেঘসমূহাঃ) তস্য (ইন্দ্রস্য) আত্মমূর্ত্তয়ঃ (স্বশরীরতুল্যাপ্রিয়াঃ) তে (মেঘাঃ) ভূতানাং (প্রাণিনাং) প্রীণনং (প্রীতিপ্রদং) জীবনং (প্রাণরক্ষকং) পয়ঃ (জলং) অভিবর্ষন্তি॥ ৮

**মূলানুবাদ।**—শ্রীনন্দ বলিলেন—ভগবান্ ইন্দ্র বর্ষাধিদেবতা এবং মেঘসমূহ তাঁহারই নিজ দেহতুল্য প্রিয়। সেই সমস্ত মেঘই জীবগণের প্রীতিপ্রদ এবং জীবনধারণের উপায়স্বরূপ জল বর্ষণ করিয়া থাকে॥ ৮

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—পর্জ্জন্যো বৃষ্টিধারা, ভগবানীশ্বর ইতি ভক্তিবিশেষেণ। প্রীণনং সন্তর্পকম্। জীবনং মৃতপ্রায়াণাং তৃণাদীনাং প্রাণদম্॥ ৮

অন্বয়ঃ।—তাত (হে বৎস!) বয়ং (ব্রজবাসিনো গোপাঃ) অন্যে চ নরাঃ বার্মুচাং (মেঘানাং) পতিং (প্রভুং) ঈশ্বরং (নিয়ন্তারঞ্চ) তং (ইন্দ্রং) তদ্রেতসা (তদ্‌বৃষ্টপয়সা) সিদ্ধৈঃ (উৎপন্নৈঃ) দ্রব্যৈঃ (ব্রীহি-যবাদিভির্যজ্ঞোপকরণসাধ্যৈঃ) ক্রতুভিঃ (যজ্ঞৈঃ) যজন্তে॥ ৯

**মূলানুবাদ।**—হে বৎস! বহু বিজ্ঞব্যক্তি এবং আমরা সেই মেঘগণের নিয়ন্তা ইন্দ্রদেবকে তাঁহারই প্রদত্ত জলে উৎপন্ন ব্রীহিযবাদি দ্রব্যে যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা আরাধনা করিয়া থাকি॥ ৯

**শ্রীধরটীকা।**—আচারপ্রাপ্ত এবেতি সহেতুকমাহ পর্জ্জন্য ইতি। আত্মমূর্ত্তয়ঃ প্রিয়মূর্ত্তয়ঃ॥ ৮॥ ততঃ কিমিত্যত আহ তমিতি। তমিন্দ্রং বার্মুচাং পতিং স্বামিনম্ ঈশ্বরং নিয়ন্তারং তদ্রেতসা তদ্‌বৃষ্টপয়সা॥ ৯

তচ্ছেষেণোপজীবন্তি ত্রিবর্গফলহেতবে। পুংসাং পুরুষকারাণাং পর্জ্জন্যঃ ফলভাবনঃ ॥ ১০
য এবং বিসৃজেদ্ধর্ম্মং পারম্পর্য্যাগতং নরঃ। কামাল্লোভাদ্ভয়াদ্দ্বেষাৎ স বৈ নাপ্নোতি শোভনম্ ॥ ১১

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—তাতেতি সলালনং সম্বোধনং নিজোক্তৌ প্রত্যর্থং তদর্থাবগমার্থঞ্চ। বয়ং গোপাঃ নচ গোপালনার্থং কেবলং বয়মেব কিন্তন্যে চ নরাঃ সর্ব্বে। নচ সূর্য্যঃ স্বরশ্মিভির্ভৌমং রসমাকৃষ্য বর্ষতীত্যাদি বচনাৎ সূর্য্যাদ্বৃষ্টিঃ প্রসিদ্ধা তত্রাহ—বার্মুচাং মেঘানাং পতিং মেঘরূপানাং সূর্য্যাদ্যধীনানামপি স এবেশ্বর ইত্যর্থঃ। তথাচ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—"ভৌমমেতৎ পয়োদুগ্ধং গোভিঃ সূর্য্যস্য বারিদৈঃ। পর্জ্জন্যঃ সর্ব্বলোকস্য ভবায় ভুবি বর্ষতীতি।" কুতঃ ঈশ্বরঃ দেবেন্দ্রত্বাদিত্যর্থঃ। অন্যথা ভয়মুৎপাদয়েদপীতি ভাবঃ। যদ্বা বৈষ্ণবপ্রবরাণাং ভবতাং নান্যদেবতাপূজা যুক্তা, তত্রাহ ঈশ্বরম্ অন্তর্য্যামিদৃষ্ট্যেত্যর্থঃ। অন্যৎ সমানম্। তদ্রেতসা সিদ্ধৈরিতি তত্তত্তেজোঽস্মাকং স্বাম্যাভাবেনাদৌ তৈস্তৎপূজৈব যুক্তেতি ভাবঃ। অন্যথাঽকৃতজ্ঞত্বাদিদোষপ্রসঙ্গেঃ। যজন্ত ইতি প্রথমপুরুষত্বমার্ষং, যজাম ইত্যর্থঃ। এমবগ্রে চোপজীবন্তীতি। যদ্বা—পুত্রাভিপ্রায়জ্ঞানেন তস্য গুরুস্থত্বান্নিজদোষপরিহারার্থমন্যেষাং প্রাধান্যবিবক্ষয়া তৈঃ সহ বিশেষসম্বন্ধেন প্রথমপুরুষত্বম্ ॥ ৯

**অন্বয়ঃ**।—পর্জ্জন্যঃ (ইন্দ্র এব) পুংসাং (নরাণাং) পুরুষকারাণাং (কৃষিবাণিজ্যাদিসর্ব্ববিধপ্রযত্নানাং) ফলভাবনঃ (স্বাধস্তবৃষ্ট্যাদিদ্বারা ফলপ্রাপকঃ) [অতঃ] ত্রিবর্গফলহেতবে (ধর্ম্মার্থকামরূপত্রিবর্গফলপ্রাপ্ত্যর্থং) তচ্ছেষেণ (তদ্যজ্ঞাবশিষ্টান্নেন) উপজীবন্তি (জীবিকামুপকল্পয়ন্তি, পুরুষা ইতি শেষঃ) ॥ ১০

**মূলানুবাদ**।—মানবগণ, কৃষিবাণিজ্য প্রভৃতি যে কোন পুরুষকারই অবলম্বন করুক না কেন, দেবরাজ ইন্দ্রই বৃষ্টি বর্ষণ দ্বারা তাহার ফল উৎপাদন করিয়া থাকেন। এই জন্য সকলেই ত্রিবর্গফলপ্রাপ্তির আশায় যজ্ঞাদি দ্বারা ইন্দ্রের আরাধনা করিয়া সেই যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নে জীবন ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ১০

**অন্বয়ঃ**।—যঃ নরঃ কামাৎ (স্বেচ্ছাচারতঃ) দ্বেষাৎ (দেবতাবিষয়ে অবিশ্বাসাদিজনিতদ্বেষাৎ) ভয়াৎ (দেবতাবিরোধিজনহেতুকাৎ ভয়াৎ) লোভাৎ (বিত্তসঞ্চয়লোভাদ্বা) এবং পারম্পর্য্যাগতং (শিষ্টাচারপরম্পরাপ্রাপ্তং) ধর্ম্মং (যাগাদিরূপং) বিসৃজেৎ (ত্যজেৎ) স বৈ (স তু) শোভনং (ঐহিকপারত্রিকমঙ্গলং) ন আপ্নোতি (নৈব প্রাপ্নোতি) ॥ ১১

**মূলানুবাদ**।—যে ব্যক্তি কাম, দ্বেষ, ভয় কিংবা লোভবশতঃ এই শিষ্টপরম্পরাপ্রাপ্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, তাহার ইহকালে কিংবা পরকালে মঙ্গল লাভ হয় না ॥ ১১

**শ্রীধরটীকা**।—উপজীবন্তি উপজীবিকাং কল্পয়ন্তি, ধর্ম্মার্থকামসিদ্ধয়ে। নন্ু কৃষ্যাদিভির্জীবন্তি কিমিন্দ্রেণ তত্রাহ পুংসামিতি। ফলভাবনঃ ফলসাধকঃ। পর্জ্জন্যং বিনা কৃষ্যাদিবৈফল্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১০।১১

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—নন্ু তর্হি তৈরস্মাকং কো নামোপকারঃ, তত্রাহ তচ্ছেষেণেতি। ত্রিবর্গঃ ধর্ম্মার্থকামাঃ স এব ফলং তস্য হেতবে সিদ্ধ্যর্থম্। এবং দৃষ্টাদৃষ্টফলহেতুত্বোক্তা। পুংসামিতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। যদ্বা নন্ু পুরুষপ্রযত্নৈর্ধর্ম্মাদিকং সেৎস্যতি তত্রাহ পুংসামিতি। দেবতাপ্রসাদেনৈব ধর্ম্মাদিসিদ্ধেঃ। পর্জ্জন্যস্য চ দেবরাজত্বাদিতি ভাবঃ। পুরুষকারাণাং উদ্যমানাম্ ॥ ১০ ॥ ব্যতিরেকে দোষমপ্যাহ য ইতি। কামাৎ অদৃষ্টবিষয়াৎ, দ্বেষাৎ দেবতাবিষয়াৎ তদুপাসকবিষয়াদ্বা। ভয়াদ্বিরোধিজনহেতুকত্বাৎ। লোভাৎ দৃষ্টবিষয়াৎ। বাশব্দোঽত্রাধ্যাহার্য্যঃ। শোভনং নাপ্নোতীহামুত্র চ তস্য ক্ষেমঃ ন স্যাদিত্যর্থঃ। তত্রৈষাং শ্রীব্রজবাসিনাং ত্রিবর্গলিপ্সা তদ্দোষজিহীর্ষা চ শ্রীকৃষ্ণৈকনিবন্ধনেতি প্রতিপাদিতমেব। ততঃ সর্ব্বসম্বাদনাশিরোমণিতামেব ধত্তে ইতি বিবেচনীয়ম্ ॥ ১১

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী**।—গোপরাজ নন্দ, তাঁহার সাত বৎসর বয়স্ক পুত্রের মুখে এই সমস্ত যুক্তিপূর্ণ

কথা শুনিয়া আপাততঃ বিস্মিত হইলেন বটে, কিন্তু গর্গাচার্য্যের কথা মনে করিয়া তাঁহার আর কোনও বিস্ময় রহিল না, বরং পুত্রের কথায় তাঁহার তখন আনন্দই হইল ও এই পুত্রের নিকট সকল কথাই বলা নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে হইল। গোপরাজ নন্দ মনে করিলেন যে—গর্গাচার্য্য এই বালককে নারায়ণতুল্য গুণশালী বলিয়াছেন, কিন্তু আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে আমার মত ব্যক্তির পক্ষে নারায়ণতুল্য গুণশালী পুত্র লাভ করা কি সম্ভবপর ? কিন্তু এখন দেখিতেছি যে—আমার পুত্র সত্য সত্যই নারায়ণতুল্য গুণশালী। তাহা না হইলে কি এই সাত বৎসরের বালকের মুখে এই প্রকার যুক্তিতর্কপূর্ণ কথা প্রকাশ হওয়া সম্ভবপর হয় ? যাহা হউক, বালক বলিয়া কৃষ্ণকে উপেক্ষা না করিয়া আমাদের যজ্ঞের আমূল বৃত্তান্ত প্রকাশ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই সমস্ত নানা কথা মনে করিয়া গোপরাজ নন্দ এবং অন্যান্য সমস্ত গোপগণ কৃষ্ণের কথার যথাযথ উত্তর প্রদানের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন ও গোপরাজ নন্দই অগ্রণী হইয়া কৃষ্ণের কথার উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন।

গোপরাজ নন্দ পরমাগ্রহে শ্রীকৃষ্ণকে সলালন সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বাপ্। কৃষ্ণ। আমাদের এই অনুষ্ঠেয় কার্য্যের সর্ব্ববিধ বৃত্তান্ত তোমাকে বলি, শুন। দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীভগবানের বিভূতি সম্পন্ন এবং তিনি মেঘগণের অধিপতি। মেঘগণ তাঁহার এত প্রিয় এবং মেঘগণের সহিত তাঁহার এমনই সম্বন্ধ যে, মেঘগণকে তাঁহার আত্মমূর্ত্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই মেঘগণের জল বর্ষণেই সর্ব্বজীবের জীবন রক্ষা হয় এবং ক্ষেত্রে তৃণাদির উদ্গম হইয়া থাকে। যদিও "আদিত্যাজ্জায়তেবৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ" এই বচনে জানা যায় যে—সূর্য্য হইতেই বৃষ্টির উদ্ভব হয় এবং বৃষ্টি হইতেই শস্যাদির জন্ম ও তাহাতে জগতের জীবের প্রাণ ধারণ হইয়া থাকে, তথাপি সূর্য্যরশ্মিতে সমাকৃষ্ট পৃথিবীর রস, মেঘরূপে পরিণত হইলে দেবরাজ ইন্দ্রের কর্ত্তৃত্বেই তাহা হইতে জল বর্ষণ হইয়া থাকে বলিয়া ইন্দ্রকেই সকলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বর্ষাধিদেবতা বা পর্জ্জন্য বলিয়া থাকেন। "ভৌমমেতৎ পয়োদুগ্ধং গোভিঃ সূর্য্যস্য বারিদৈঃ। পর্জ্জন্য সর্ব্বলোকস্য ভবায় ভুবি বর্ষতি।" এই বিষ্ণুপুরাণ বচনেও জানা যায় যে—সূর্য্যরশ্মি দ্বারা পার্থিব রস আকৃষ্ট হইয়া মেঘরূপে পরিণত হইলে দেবরাজ ইন্দ্রই সর্ব্বলোকের হিতার্থ মেঘ দ্বারা সেই জল পৃথিবীতে বর্ষণ করিয়া থাকেন, সূর্য্যরশ্মিদ্বারা পৃথিবীর রস আকৃষ্ট হইয়া মেঘরূপে পরিণত হয় বলিয়া কোনও শাস্ত্রে সূর্য্যকেও পর্জ্জন্য বলা হইয়াছে এবং "আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ" প্রভৃতি মনুবচনেরও তাহাই অর্থ। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্রই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মেঘগণকে আকাশে সঞ্চারিত করিয়া যথানিয়মে সুবৃষ্টি বর্ষণ করিয়া থাকেন বলিয়া বর্ষাধিদেবতা দেবরাজ ইন্দ্র শিষ্ট সমাজে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

বাপ্ কৃষ্ণ। তুমি আমাদের যে কার্য্যের আয়োজন দেখিতেছ, তাহা ইন্দ্রযাগেরই অনুষ্ঠান। আমি এবং ব্রজবাসি গোপগণ সকলে মিলিয়া প্রতি বৎসরই এইদিনে বর্ষাধিদেবতা ইন্দ্রের প্রীত্যর্থে এই যাগের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। গোপালন এবং কৃষি কার্য্যই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। বর্ষাধিদেবতা ইন্দ্র যদি সময় মত সুবৃষ্টি প্রদান না করেন, তাহা হইলে তৃণ ও শস্যাদির উদ্গম হইতে পারে না এবং তাহাতে আমাদের গো রক্ষা ও পরিবার পালনাদিও অসম্ভব হইয়া উঠে। বর্ষাধিদেবতা দেবরাজ ইন্দ্রের কৃপাদৃষ্টিতেই আমরা ব্রজবাসি গোপগণ, স্ত্রী পুত্র ও গো মহিষাদি পশুগণসহ পরমানন্দে কালযাপন করিতেছি। তাঁহার সুবৃষ্টি বর্ষণেই ক্ষেত্রে শস্য এবং তৃণাদি উৎপন্ন হয়, আমরা তাহা দ্বারাই জীবন ধারণ করিয়া থাকি। সুতরাং দেবরাজ ইন্দ্রের কৃপাই আমাদের সর্ব্ববিধ সমৃদ্ধির মূল। সেইজন্য আমরা প্রতি বৎসরেই তাঁহারই প্রদত্ত সুবৃষ্টিতে উৎপন্ন ধান্য যব গোধূমাদি শস্য এবং তাঁহারই প্রদত্ত সুবৃষ্টিতে উৎপন্ন তৃণ ভোজনে পরিপুষ্ট গাভীর দুগ্ধ ও তাহা হইতে জাত দধি ক্ষীর নবনীত ঘৃতাদি দ্বারা তাঁহারই প্রীত্যর্থে এই যাগের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি।

শ্রীশুক উবাচ।

বচো নিশম্য নন্দস্য তথান্যেষাং ব্রজৌকসাম্।
ইন্দ্রায় মন্যুং জনয়ন্ পিতরং প্রাহ কেশবঃ॥ ১২

বর্ষাধিদেবতা ইন্দ্র যদি যথাকালে সুবৃষ্টি প্রদান না করেন, তাহা হইলে কেহ শত সহস্র চেষ্টা করিয়াও তৃণ শস্যাদি উৎপন্ন করিতে পারে না, কাজেই কাহারও পক্ষে গোরক্ষা কিংবা পরিবার পোষণ করা সম্ভবপর হয় না। "দৈবকার্য্যে কোনই প্রয়োজন নাই, কেবলমাত্র পুরুষকার দ্বারাই সকলের সর্ব্ববিধ কার্য্যসিদ্ধি হয়" এই প্রকার ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তি হইয়া যাঁহারা দৈবকার্য্যে অবহেলা করেন, তাঁহারা একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন যে—যদি বর্ষাধিদেবতা ইন্দ্র, জলবর্ষণ না করেন, তাহা হইলে কেবলমাত্র পুরুষকার অবলম্বন করিয়া হল কর্ষণে আত্মনিয়োগ করিলে তৃণ শস্যাদি উৎপাদন করিতে পারা যায় না। সুতরাং দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট আমরা প্রকৃত প্রস্তাবেই নানাভাবে ঋণী, তিনিই আমাদের ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ ফল ভোগের প্রধান সহায়। অতএব তাঁহাকে যদি যথাযোগ্য পূজাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করা না হয়, তাহা হইলে সত্য সত্যই অকৃতজ্ঞগণের মধ্যে গণনীয় হইতে হয়। "দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ। পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ।" এই গীতাবাক্যেও জানা যায় যে—যজ্ঞানুষ্ঠানাদি দ্বারা দেবতাগণকে সম্বর্দ্ধনা করিলে তাঁহারাও সুবৃষ্টি প্রদানাদি দ্বারা মর্ত্তবাসিগণকে সম্বর্দ্ধনা করেন। দেবতা ও মনুষ্যের এইরূপ পরস্পর প্রীতিতে জগতের পরম কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। এইজন্য সর্ব্বত্র শিষ্টসমাজে পুরুষপরম্পরাক্রমে নানাবিধ দেবার্চ্চনার ব্যবস্থা ও প্রচলন দেখা যায়। যাহারা দৈহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কামনায় এই সমস্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে বিরত থাকে, কিংবা যাহারা অর্থ সঞ্চয়ের লোভে দেবকার্য্যে অর্থব্যয় করিতে ইচ্ছুক নহে, অথবা যাহারা দেবতা-বিদ্বেষ ও কোন প্রকার ভয়াদি বশতঃ দৈবকার্য্যে হস্তক্ষেপ করে না, তাহাদের কিছুতেই কল্যাণ হয় না। নানা-বিধ রোগাদি কিংবা পারিবারিক ও বৈষয়িক অশান্তি বশতঃ দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অভাব অঘটন সকলেরই ভাগ্যে হইয়া থাকে, কিন্তু কেহই বুঝিতে পারে না যে—দৈহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যাদির কামনায় দৈবকার্য্যে অবহেলা করার ফলেই তাহাদের এই প্রকারে দুঃখ ভোগ করিতে হইতেছে। এইরূপ যাহারা দৈবকার্য্যে অর্থব্যয় না করিয়া অর্থ সঞ্চয় করে, তাহাদেরও কোন প্রকার অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়া প্রচুর পরিমাণে অর্থব্যয় হইয়া যায়। যাহারা দেবতা বিদ্বেষী, তাহাদের সেই পাপে নানাবিধ ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় এবং যাহারা রাজভয় কিংবা কোন-প্রকার পরিহাসাদির ভয়ে দৈবকার্য্যে বিমুখ হয়, তাহাদেরও নানাভাবে নানাপ্রকার ভয় আসিয়া আক্রমণ করে, অতএব কোন রূপেই কাহারও এই সমস্ত শিষ্টপরম্পরা প্রচলিত দৈবকার্য্যানুষ্ঠানে বিরত হওয়া উচিত নহে॥ ৮—১১

অন্বয়ঃ :—কেশবঃ (ব্রহ্মরুদ্রাদীনামপি নিয়ন্তা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ) নন্দস্য (স্বপিতুঃ) তথা অন্যেষাং ব্রজৌকসাং (ব্রজবাসিনাং) বচঃ (পূর্ব্বোক্তং বাক্যজাতং) নিশম্য (শ্রুত্বা) ইন্দ্রায় মন্যু জনয়ন্ (ইন্দ্রং প্রতি ব্রজবাসিনাং কোপজননায়) পিতরং (নন্দং) প্রাহ (উবাচ)॥ ১২

**মূলানুবাদ ঃ** স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, নন্দ এবং ব্রজবাসি গোপগণের এই সমস্ত কথা শুনিয়া ইন্দ্রের প্রতি তাঁহাদের বিদ্বেষ জন্মাইয়া দেওয়ার জন্য নন্দকে বলিলেন॥ ১২

**শ্রীধরটীকা ঃ**—ইন্দ্রায় মন্যুং জনয়ন্নিতি কোপজননদ্বারা গর্ব্বপর্ব্বতাদিন্দ্রমবতারয়িতুং দেবতানিরাকরণং নত্বমেবাভিপ্রায় ইত্যর্থঃ॥ ১২

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ঃ**—তথান্যেষাং ব্রজৌকসাং বচো নিশম্যেতি তেঽপি স্বয়ং শ্রীনন্দেনৈব প্রমাণিত বা

শ্রীভগবানুবাচ।

কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে। সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে ॥ ১৩

অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ ফলরূপ্যন্যকর্ম্মণাম্। কর্ত্তারং ভজতে সোঽপি নহ্যকর্ত্তুঃ প্রভুর্হি সঃ॥ ১৪

কিমিন্দ্রেণেহ ভূতানাং স্বস্বকর্ম্মানুবর্ত্তিনাম্। অনীশেনান্যথা কর্ত্তুং স্বভাববিহিতং নৃণাম্ ॥ ১৫

তথৈবোত্তুচুরিতি। ইন্দ্রায় মহ্যং জনয়ন্নিতি তস্য বহিরঙ্গত্বমনাদরণীয়ত্বঞ্চ জ্ঞাপিতম্। পিতরমিত্যস্য পরমান্তরঙ্গত্বং পরমাদরণীয়ত্বঞ্চ ব্যঞ্জিতম্। কো ব্রহ্মা ঈশো রুদ্রস্তৌ যয়তে নিজমহিম্না ব্যাপ্নোতীতি কস্তত্র বরাক ইন্দ্র ইতি বোধয়তি ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—জন্তুঃ (সর্ব্ব এব জীবঃ) কর্ম্মণা (প্রাক্তনজন্মার্জিতকর্ম্মফলেন) জায়তে (উচ্চাবচান্ দেহান্ ধত্তে) কর্ম্মণা এব প্রলীয়তে (দেহান্ ত্যজতি চ) কর্ম্মণা এব (স্ব স্ব কর্ম্মফলানুসারেণৈব) সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং (কুশলানি চ) অভিপদ্যতে (প্রাপ্নোতি) [জীব ইতি শেষ'] ॥ ১৩

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন—সকল জীবই নিজ নিজ কর্ম্মফলে দেহধারণ ও দেহত্যাগ করিয়া থাকে এবং সকলেরই নিজ নিজ কর্ম্মফলেই সুখ দুঃখ, ভয় ও মঙ্গলাদি লাভ হইয়া থাকে। ১৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—এষাং মৎপিত্রাদিরূপনিত্যপরিকরাণাং পূজাগ্রহণে কো নাম ইন্দ্র ইতি তন্মদহরণং যদ্যপি মনসি বর্ত্ততে তথাপি নরলীলাপালনায় তদহুদ্ঘাট্য কর্ম্মবাদস্য সর্ব্বত্রাতিপ্রসিদ্ধত্বাৎ তন্মতাশ্রয়ণেনৈব প্রথমং পিত্রোক্তং পরিহরতি কর্ম্মণেতি। প্রলীয়তে ম্রিয়তে। অত্র তু কর্ম্মণেত্যত্র কর্ত্তরি তৃতীয়া। প্রলীয়ত ইতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। হিলীয়ত ইতি পাঠে তু হেতাবেব, হি নিশ্চিতে। এবং জন্মমরণে উক্তে জন্মমরণানন্তরঞ্চ কর্ম্মণৈব সুখাদিকমাহ সুখমিতি। ক্ষেমম্ অভয়ম্। কর্ম্মণেতি পুনঃ পুনরুক্তিস্তদেকহেতুতাবিবক্ষয়া তদ্দার্ঢ্যার্থমেব শব্দদ্বয়ঞ্চ ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—অন্যকর্ম্মণাং (জীবকৃতকর্ম্মণাং) ফলরূপী (ফলং রূপয়তি যথাযোগ্যং বিভজতে ইতি যগদাতেত্যর্থঃ) ঈশ্বরঃ (কর্ম্মনিয়ন্তা) চেৎ (যদি) অস্তি (বর্ত্ততে তর্হি) সোঽপি (ঈশ্বরোঽপি) কর্ত্তারং (কর্ম্মকৃতমেব) ভজতে (কর্ম্মানুরূপমেব ফলং দদাতি) হি (যতঃ) সঃ (ঈশ্বরঃ) অকর্ত্তুঃ (কর্ম্মাণ্যকুর্ব্বতো জনস্য) ন প্রভুঃ (নৈব ফলদানে সমর্থঃ) ॥ ১৪

মূলানুবাদ।—জীবকৃত কর্ম্মের যদি কেহ ফলদাতা ও নিয়ন্তা থাকেন, তাহা হইলে তিনিও, যে কর্ম্ম করে, তাহাকেই ফলপ্রদান করিয়া থাকেন, কর্ম্ম না করিলে তিনিও ফলপ্রদান করিতে সমর্থ হ'ন না। ১৪

শ্রীধরটীকা।—প্রথমং তাবৎ কর্ম্মবাদেন দেবান্ নিরাকরোতি কর্ম্মণেতি। নন্থ জড়াৎ কর্ম্মণঃ কেবলাৎ কথং ফলসিদ্ধিঃ স্যাদিতি চেৎ; অহো অশীলিতমীমাংসানাং স্বমতিবিলসিতা শ্রদ্ধা। কর্ম্মণাং ফলকারণত্বে বচনতোঽবগতে কিং ততোঽনুপপন্নং নাম ॥ ১৩ ॥ কেচিৎ পুনরতিসাহসভীতঃ কর্ম্মপরতন্ত্রমীশ্বরং মন্যতে, তন্মতমনূদ্য নিরাকরোতি অস্তি চেদিতি। স্বয়ং কর্ম্মভিরলিপ্তোঽন্যেষাং জীবানাং কর্ম্মণাং ফলরূপী ফলদাতা। কর্ত্তারং ভজতে তত্তৎকর্ম্মফলদানেন ॥ ১৪

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—ফলং রূপয়িতুং দর্শয়িতুং দাতুং শীলম্ অস্যেতি ফলরূপী। ভজতে অনুসরতি। কর্ম্মানুসারেণৈব ফলদানাৎ। ব্যতিরেকেন দৃঢ়য়তি নেতি। হি যতঃ কর্ম্মাভাবে ফলং দাতুং ন শক্ত ইত্যর্থঃ ॥১৪

অন্বয়ঃ।—নৃণাং (জীবানাং) স্বভাববিহিতং (স্বভাবেন প্রাক্তনসংস্কারেণৈব বিহিতং যৎ কর্ম্ম তৎ) অন্যথা কর্ত্তুম্ অনীশেন (অসমর্থেন) ইন্দ্রেণ (দেবরাজেন) স্বস্বকর্ম্মানুবর্ত্তিনাং (স্বস্বপ্রাক্তনকর্ম্মানুসারেণ সুখং দুঃখং বা ভুঞ্জানানাং) ভূতানাং (প্রাণিনাং) কিম্ ॥ ১৫

স্বভাবতন্ত্রো হি জনঃ স্বভাবমনুবর্ত্ততে। স্বভাবস্থমিদং সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্॥ ১৬

দেহানুচ্চাবচান্ জন্তুঃ প্রাপ্যোৎসৃজতি কর্ম্মণা। শত্রুর্মিত্রমুদাসীনঃ কর্ম্মৈব গুরুরীশ্বরঃ॥ ১৭

তস্মাৎ সম্পূজয়েৎ কর্ম্ম স্বভাবস্থঃ স্বকর্ম্মকৃৎ। অঞ্জসা যেন বর্ত্তেত তদেবাস্য হি দৈবতম্॥ ১৮

মূলানুবাদ।—ইন্দ্র কাহারও পূর্ব্বজন্মার্জিত কর্ম্মফলের অন্যথা করিতে পারেন না। সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মফলানুসারে সুখ দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে, সুতরাং ইন্দ্র কাহার কি করিতে পারেন? ॥ ১৫

শ্রীধরটীকা।—অতঃ কর্ম্মণ এব ফলসিদ্ধেস্তৎপারতন্ত্র্যো চাঙ্গাগলস্তনতুল্যত্বান্ন দেবতয়া কৃত্যমিত্যাহ কিমিন্দ্রেণেতি। নমু কর্ম্মণোঽপি প্রবৃত্তিরন্তর্য্যাম্যপেক্ষৈব, কথং সর্ব্বথা দেবতায়া অনুপযোগ ইত্যাশঙ্ক্যাহ স্বভাববিহিতমিতি। স্বভাবেন প্রাক্তনসংস্কারেণৈব বিহিতং যৎ কর্ম্ম তদন্যথা কর্ত্তুমনীশেন॥ ১৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তত্রাপি ভূতানাং প্রাণিমাত্রাণাং কর্ম্মানুবর্ত্তিনাং প্রাক্তনকর্ম্মানুসারেণ সুখদুঃখং ভুঞ্জানানামিন্দ্রেণ কিং কর্ম্মণ এব তত্তদ্ভোগকারণত্বাৎ। তেষু নৃণাঞ্চ কর্ম্মান্তরোপার্জকানাং স্বং স্বং স্বভাববিহিতমন্যথা কর্ত্তুমনীশেন তেন কিং, স্বভাবস্যৈব তত্তৎকর্ম্মপ্রবৃত্তিকারণত্বাৎ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—জন (সর্ব্ব এব জীবঃ) স্বভাবতন্ত্রঃ (প্রাক্তনকর্ম্মসংস্কারাধীনঃ) হি (যতঃ) স্বভাবং (নিজনিজসংস্কারানুরূপসাত্ত্বিকরাজসাদিপ্রকৃতিং) অনুবর্ত্ততে (সর্ব্ব এব জীবঃ অনুসরতি)। সদেবাসুরমানুষং (দেবাসুরমনুষ্যপশুপক্ষ্যাদিসমন্বিতং) ইদং সর্ব্বং (সর্ব্বমেব জগৎ স্বভাবস্থং (স্বভাব এব তিষ্ঠতি)॥ ১৬

মূলানুবাদ।—সকল জীবই প্রাক্তন কর্ম্মসংস্কারের অধীন এবং তদনুসারেই সাত্ত্বিক রাজসিকাদি প্রকৃতি সম্পন্ন হইয়া থাকে। দেবতা, অসুর ও মনুষ্যাদি সর্ব্বজীব এবং সর্ব্বজগৎ নিজ নিজ স্বভাবানুসারেই কার্য্য করিয়া থাকে॥ ১৬

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—সর্ব্বমিত্যনেন গৃহীতানামপি দেবাদীনাং পৃথগুক্তির্বিচারাদিসদ্ভাবেঽপি তদতিক্রমণাশক্তেঃ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—জন্তুঃ (সর্ব্ব এব জীবঃ) কর্ম্মণা (স্ব স্ব প্রাক্তনকর্ম্মানুসারেণৈব) উচ্চাবচান্ (দেবমনুষ্যতির্য্যগাদিরূপান্) দেহান্ প্রাপ্য উৎসৃজতি (কর্ম্মফলানুসারেণৈব ভোগান্তে তান্ ত্যজতি)। কর্ম্মৈব (স্ব স্ব কর্ম্মৈব) শত্রুঃ মিত্রম্ উদাসীনঃ গুরুঃ (উপদেশকঃ) ঈশ্বরঃ (নিয়ামকশ্চ)॥ ১৭

মূলানুবাদ।—সকল জীবই প্রাক্তন কর্ম্মফলানুসারে দেব মনুষ্য পশু প্রভৃতি দেহ ধারণ করিয়া থাকে। কর্ম্মই সকলের শত্রু, মিত্র, মধ্যস্থ, গুরু এবং নিয়ন্তা॥ ১৭

শ্রীধরটীকা।—এতদ্বিবৃণোতি স্বভাবতন্ত্র ইতি। প্রবৃত্তেঃ সংস্কারাধীনত্বাৎ কিমন্তর্য্যামিণেত্যর্থঃ॥ ৬ তস্মাৎ স্বভাবতো নিষ্পন্নস্য কর্ম্মণ এব সর্ব্বকারণত্বাৎ কর্ম্মৈব পূজ্যমিত্যাহ দেহানিতি সার্দ্ধেন॥ ১৭

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—প্রাপ্যোৎসৃজতি প্রাপ্নোতি ত্যজতি চেত্যর্থঃ। শত্রাদয়োঽপি কর্ম্মৈব একস্যৈব কদাচিচ্ছত্রুতায়াঃ কদাচিন্মিত্রতায়াঃ কদাচিদুদাসীনতায়াশ্চ দর্শনাৎ। নমু জ্ঞানং বিনা কর্ম্মসু অপ্রবৃত্তেঃ জ্ঞানার্থমুপদেষ্টারমবশ্যমপেক্ষতে তত্রাহ গুরুরিতি। অদৃষ্টং বিনোপদেশাপ্রাপ্তেঃ প্রাপ্তেঽপ্যুপদেশে তৎফলাসিদ্ধেঃ। নমু কর্ম্মণো জড়ত্বেন তৎফলদাতা প্রভুরপেক্ষ্যতে তত্রাহ ঈশ্বরশ্চেতি। ঈশ্বরস্যাপি কর্ম্মানুগত্বাৎ অন্যস্যৈব তাদৃশশক্তেঃ॥ ১৭

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (কর্ম্মণ এব সর্ব্বকর্ত্তৃত্বাৎ সর্ব্বময়ত্বাচ্চ) স্বভাবস্থঃ (সংস্কারত এব স্বয়ং কর্ম্ম নিষ্পদ্যতে ইত্যেতদ্দৃষ্টিঃ) স্বকর্ম্মকৃৎ (স্বস্বভাবানুরূপকর্ম্মশীলশ্চ সন্) কর্ম্ম (স্ব স্ব কর্ম্মৈব) সংপূজয়েৎ (বহু মন্যেত)। যেন (কর্ম্মণা) অঞ্জসা (সুখেন) বর্ত্তেত (জীবেত) তদেব (তৎ কর্ম্মৈব) হি অস্য (জিজীবিষোঃ) দৈবতং (দৈবতত্বেন দ্রষ্টব্যম্)॥ ১৮

আজীব্যৈকতরং ভাবং যস্ত্বন্যমুপজীবতি। ন তস্মাদ্বিন্দতে ক্ষেমং জারাৎ নার্য্যসতী যথা ॥ ১৯
বর্ত্তেত ব্রহ্মণা বিপ্রো রাজন্যো রক্ষয়া ভুবঃ। বৈশ্যস্তু বার্ত্তয়া জীবেচ্ছূদ্রস্তু দ্বিজসেবয়া ॥ ২০
কৃষিবাণিজ্যগোরক্ষা কুসীদং তূর্য্যমুচ্যতে। বার্ত্তা চতুর্ব্বিধা তত্র বয়ং গোবৃত্তয়োঽনিশম্ ॥ ২১

**মূলানুবাদ।**—অতএব কর্ম্মই সকলের মূল এবং প্রাক্তন সংস্কারানুসারে সকলেরই সকল কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং স্ব স্ব স্বভাবানুরূপ কর্ম্মে রত থাকিয়া কর্ম্মকেই আদর করা উচিত। যাহার যে কর্ম্মানুষ্ঠানে জীবিকা সম্পাদন করিতে হয়, তাহার পক্ষে সেই কর্ম্মকেই পরমদেবতা মনে করা উচিত। ১৮

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—তস্মাদ্গুরুত্বেশ্বরত্বা দেহেঁতোঃ স্বভাবস্থ সংস্কারত এব স্বয়ং কর্ম নিষ্পন্ততে ইত্যেত-দৃষ্টিঃ সন্নিত্যর্থঃ। যদ্বা। যস্মাৎ স্বভাব এব কর্ম্মান্তরপ্রবর্ত্তকঃ কর্ম্মৈব ফলদাতৃ তস্মাৎ কেনচিদ্দোষেণ ব্রাহ্মণাদ্য-নর্হভাবান্তরানুগমেঽপি যত্নাৎ স্বভাবস্থস্তদর্হভাবস্থ এব সন্ স্বকর্ম্মকৃৎ তদর্হকর্ম্মকৃদেব চ সন্ কর্ম্মেতি কর্ম্মাজীবমেব সংপূজয়েৎ নতু বহিরঙ্গদেবাদীনিত্যর্থঃ, অগ্রে তথৈব ব্যক্তেঃ। তদেবাহ অঞ্জসেতি। হি যতঃ সুখপূর্ব্বকং যেন যো বর্ত্তেত যৎ য আজীব্যেং তদেবাস্য জনস্য দৈবতম্ ॥ ১৮

**অন্বয়ঃ।**—অসতী নারী যথা জারাৎ (উপপতিসেবনাৎ) ক্ষেমং (ঐহিকামুষ্মিকমঙ্গলং নৈব লভতে তথা) যস্তু (যো হি জনঃ) একতরং ভাবং (পদার্থং) আজীব্য (জীবনোপায়ত্বেন গৃহীত্বা) অন্যং (অন্যতরং) উপজীবতি (সেবতে সঃ) তস্মাৎ (সেব্যমাণাৎ পদার্থাৎ) ক্ষেমং (ঐহিকামুষ্মিকমঙ্গলং) ন বিন্দতে (নৈব লভতে) ॥ ১৯

**মূলানুবাদ।**—অসতী রমণী যেমন উপপতি সেবনে কদাপি মঙ্গললাভ করিতে পারে না, সেইরূপ যাহাকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করিতে হয়, তাহা ছাড়া অন্যকে সেবন করিলে কাহারও কোন দিন মঙ্গল হয় না ॥ ১৯

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—একতরং ভাবম্ এবং পদার্থম্ আজীব্য জীবোনোপায়ং কৃত্বা তস্মাদন্যস্মাৎ জারাদিতি তৎসমানাধিকরণ্যেন দৃষ্টান্তঃ। জারমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ, তথাপি তদেব তাৎপর্য্যম্। পিত্রাদিদ্বয়স্তোদ্দত্যমিদং তৎ কর্ত্তৃকনীচারাধনজেন কোপেনৈব ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৯

**অন্বয়ঃ।**—বিপ্রঃ (ব্রাহ্মণঃ) ব্রহ্মণা (বেদাধ্যাপনাদিনা) বর্ত্তেত (উপজীবেৎ) রাজন্যঃ (ক্ষত্রিয়ঃ) ভুবঃ (পৃথিব্যাঃ) রক্ষয়া (পালনাদিনা জীবেৎ,) বৈশ্যঃ বার্ত্তয়া (কৃষিবাণিজ্যাদিনা) জীবেৎ, শূদ্রস্তু দ্বিজসেবয়া (ব্রাহ্মণাদিত্রিবর্ণানাং সেবয়া) জীবেৎ ॥ ২০

**মূলানুবাদ।**—ব্রাহ্মণগণ, বেদাধ্যাপনাদির দ্বারা, ক্ষত্রিয়গণ পৃথিবী পালনাদি দ্বারা, বৈশ্যগণ বার্ত্তা (কৃষিবাণিজ্যাদি) দ্বারা এবং শূদ্রগণ ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের সেবা দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ২০

**শ্রীশ্রীধরটীকা।**—সম্পূজয়েৎ সম্মানয়েৎ। নন্ন দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগাত্মকত্বাৎ কর্ম্মণঃ কথং দেবতাং বিনা সিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্য কর্ম্মাঙ্গমাত্রং দেবতেতি পক্ষমুপসংহরন্নিব হেতুবাদমাশ্রিত্যান্যামেব দেবতাং সমর্থয়তে অঞ্জ-সেতি ॥ ১৮ ॥ হেতুবলেনৈব বিপক্ষে দোষমাহ আজীব্যেতি। উপজীবতি সেবতে ॥ ১৯ ॥ স্ববৃত্তিং বক্তুং দৃষ্টান্তত্বেন বর্ণানাং বৃত্তিভেদমাহ বর্ত্তেতেতি। ব্রহ্মণা বেদাধ্যাপনাদিনা ॥ ২০

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—অধুনা স্বকর্ম্মাজীব্যপূজামেব সাধয়িতুমাদাবাত্মনো গোবৃত্তিত্বমাহ বর্ত্তেতেতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ২০ ॥

**অন্বয়ঃ।**—কৃষিবাণিজ্যগোরক্ষা (কৃষিবাণিজ্যসহিতা গোরক্ষা কৃষিকার্য্যং বাণিজ্যং গোরক্ষণঞ্চেতি-ত্রয়মিত্যর্থঃ) তূর্য্যং (চতুর্থং) কুসীদং (বৃদ্ধ্যর্থং দ্রব্যপ্রয়োগশ্চেতি) বার্ত্তা চতুর্ব্বিধা (উচ্যতে) তত্র (চতুর্ব্বিধানাং বার্ত্তানাং মধ্যে) বয়ং (ব্রজবাসিনো গোপাঃ) অনিশং (নিরন্তরং) গোবৃত্তয়ঃ (গোরক্ষণপরা এব) ॥ ২১

সত্ত্বং রজস্তম ইতি স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতবঃ। রজসোৎপদ্যতে বিশ্বমন্যোন্যং বিবিধং জগৎ॥ ২২
রজসা চোদিতা মেঘা বর্ষন্ত্যম্বূনি সর্ব্বতঃ। প্রজাস্তৈরেব সিধ্যন্তি মহেন্দ্রঃ কিং করিষ্যতি॥ ২৩
ন নঃ পুরো জনপদা ন গ্রামা ন গৃহা বয়ম্। বনৌকসস্তাত নিত্যং বনশৈলনিবাসিনঃ॥ ২৪

**মূলানুবাদ**।—কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা এবং কুসীদ (অর্থাদি ধার দিয়া সুদ গ্রহণ) ভেদে বার্তা চতুর্ব্বিধ। তাহার মধ্যে আমরা ব্রজবাসি গোপগণ, কেবলমাত্র গোরক্ষাই করিয়া থাকি॥ ২১

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—অনিশমিতি বৈশ্যেষ্বপি গোপত্বাৎ ন কৃষ্যাদি কাপি বৃত্তিরিতি ভাবঃ॥ ২১

অন্বয়ঃ।—সত্ত্বং রজস্তম ইতি (সত্ত্বাদয়স্ত্রয়োগুণা এব) স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতবঃ (যথাক্রমং জগতাং স্থিতিসৃষ্টি-নাশকারণানি ভবন্তি)। রজসা (রজোগুণেন) অন্যোন্যং (স্ত্রীপুরুষাদিযোগেন) বিবিধং (দেবাসুরাদিভেদেন জরায়ুজাদিভেদেন চ নানাপ্রকারং) বিশ্বং (সমস্তং জগৎ) উপপদ্যতে (উৎপন্নং ভবতি)॥ ২২

**মূলানুবাদ**।—সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই ত্রিগুণ হইতে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় সংঘটিত হইয়া থাকে। রজোগুণ প্রেরিত স্ত্রী পুরুষাদির মিলনে দেবাসুর মনুষ্যাদি জীবজগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে॥ ২২

**শ্রীধরটীকা**।—বৈশ্যবৃত্তেশ্চাতুর্বিধ্যমাহ কৃষিবাণিজ্যসহিতা গোরক্ষা এবং ত্রয়ম্। কুসীদং বৃদ্ধি-জীবনং চতুর্থম্॥ ২১॥ ননু গবামপি বৃত্তির্মহেন্দ্রাধীনৈবেত্যাশঙ্ক্য নিরীশ্বরসাংখ্যমতাগ্রহেণ নিরাকরোতি সত্ত্বমিতি শ্লোকদ্বয়েন। অন্যোন্যং স্ত্রীপুরুষযোগেন॥ ২২

অন্বয়ঃ।—রজসা (রজোগুণেন) চোদিতাঃ (প্রেরিতাঃ) মেঘাঃ সর্ব্বতঃ (সর্ব্বত্র) অম্বূনি (জলানি) বর্ষন্তি, তৈরেব (মেঘমুক্তজলৈরেব) প্রজাঃ (জীবাঃ) সিধ্যন্তি (অন্নপানাদিনা দেহধারণং কুর্ব্বন্তি) মহেন্দ্রঃ (দেবরাজঃ) কিং (উপকারম্ অপকারং বা) করিষ্যতি (কর্ত্তুং সমর্থো ভবিষ্যতি)॥ ২৩

**মূলানুবাদ**।—মেঘ সমূহও রজোগুণ প্রেরিত হইয়া সর্ব্বত্র জল বর্ষণ করিয়া থাকে এবং তাহাতে সর্ব্ব জীবের অন্নপানাদি নিষ্পন্ন হয়, সুতরাং তাহাতে ইন্দ্রের কি কর্তৃত্ব আছে?॥ ২৩

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—পূর্ব্বপূর্ব্বং কারণরূপং বিবিধং বিশ্বমন্যোন্যং স্ত্রীপুরুষাদিযোগেন বিবিধং জগদ্রূপং সমুৎপদ্যতে। সত্ত্বাদীনাং স্থিত্যাদিহেতুত্বং স্বভাবত এবেতি জ্ঞেয়ম্॥ ২২॥ মহেন্দ্র ইতি সোপহাসং মেঘানাং তস্যাপি রজোধীনত্বাৎ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—তাত (হে পিতঃ)। নঃ (অস্মাকং) পুরঃ (পত্তনানি) ন (নৈব সন্তি,) জনপদাঃ (দেশাঃ) ন (নৈব সন্তি) গ্রামাঃ ন (নৈব সন্তি) গৃহা চ ন (নৈব সন্তি,) বয়ং (গোপা বয়ং) বনৌকসঃ (বনান্যেব ওকাংসি গৃহা যেষাং তে তথাবিধাঃ) নিত্যং (পূর্ব্যাদিবৃহদ্বর্ত্তমানেঽপি) বনশৈলনিবাসিনঃ (গোচারণার্থং বন-শৈলাদিষ্বেব নিবাসপরাঃ)॥ ২৪

**মূলানুবাদ**।—হে পিতঃ! আমাদের নগর, জনপদ কিংবা গ্রামাদি কিছুই নাই। আমরা গোপ, সুতরাং বনই আমাদের গৃহ এবং গোচারণাদির জন্য আমরা সর্ব্বদাই বন পর্ব্বতাদিতেই বাস করিয়া থাকি। ২৪

**শ্রীধরটীকা**।—সর্ব্বত ইতি। সমুদ্রশিলোষরাদিষ্বপি বৃষ্টিদর্শনাৎ প্রেক্ষাবৎপূর্ব্বকত্বং বৃষ্টেরিতি ভাবঃ। তৈরেব মেঘৈরেব সিধ্যন্তি জীবন্তি॥ ২৩॥ তথাপি যোগক্ষেমার্থং দেবতাপেক্ষেতি চেদত আহ ন নঃ পুরঃ ইতি। পুরঃ পত্তনানি। জনপদা দেশাঃ। অস্মাকং যোগক্ষেমহেতুর্বনশৈলাদয় এবেতি ভাবঃ॥ ২৪

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—বনান্যেব ওকাংসি যেষাং তথাভূতা জাত্যৈব বয়ম্ অতএব ন কদাপ্যন্যত্র প্রযাম ইত্যাহ নিত্যমিতি। হে তাতেতি তস্মাদ্র্ম্মতি এবং শ্রীগোবর্দ্ধনসমীপে নিজবাসশ্চ সূচিতঃ॥ ২৪

তস্মাদ্গবাং ব্রাহ্মণানামদ্রেশ্চারভ্যতাং মখঃ। য ইন্দ্রযাগসম্ভারাস্তৈরয়ং সাধ্যতাং মখঃ॥ ২৫
পচ্যন্তাং বিবিধাঃ পাকাঃ সূপান্তাঃ পায়সাদয়ঃ। সংযাবাপূপশষ্কুল্যঃ সর্ব্বদোহশ্চ গৃহ্যতাম্॥ ২৬
হূয়ন্তামগ্নয়ঃ সম্যগ্ ব্রাহ্মণৈর্ব্রহ্মবাদিভিঃ। অন্নং বহুগুণং তেভ্যো দেয়ং বো ধেনুদক্ষিণাঃ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—তস্মাৎ ( যতোহস্মাকং গবাদয় এব উপজীব্যাস্তস্মাৎ ) গবাং ব্রাহ্মণানাম্ অদ্রেঃ (গোবর্দ্ধনস্য চ ) মখঃ (যজ্ঞঃ) আরভ্যতাং, যে ইন্দ্রযাগসম্ভারাঃ (ইন্দ্রযাগার্থং সংগৃহীতানি উপকরণানি বর্ত্তন্তে) তৈঃ (তদুপকরণৈরেব) অয়ং মখঃ ( গোবর্দ্ধনযাগঃ ) সাধ্যতাং ( নিষ্পাদ্যতাম্ )॥ ২৫

মূলানুবাদ।—অতএব আপনারা গো, ব্রাহ্মণ এবং গোবর্দ্ধন পর্বতের প্রীত্যর্থে যজ্ঞারম্ভ করুন। ইন্দ্রযাগের জন্য যে সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ হইয়াছে, তাহা দ্বারাই গোবর্দ্ধন যাগ নিষ্পন্ন হইবে॥ ২৫

শ্রীধরটীকা।—ব্রাহ্মণানপি সংগৃহ্ণন্ নিগময়তি তস্মাদিতি। স্বয়মুৎপ্রেক্ষিতযাগপ্রয়োগকল্পনামাহ য ইন্দ্রযাগসম্ভারা ইতি সার্দ্ধপঙ্ক্তিভিঃ। সম্ভারাঃ সাধনানি॥ ২৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তস্মাদাজীব্যত্বাৎ তত্র ব্রাহ্মণানাং গবাদিবৎপ্রাগম্যুক্তিঃ সর্ব্বাজীব্যতয়া সামান্যত এব প্রাপ্তেরিতি ভাবঃ। তথাচ মনুঃ। উত্তমাঙ্গোদ্ভবাজ্জ্যৈষ্ঠ্যাদ্ ব্রহ্মণশ্চৈব ধারণাৎ। সর্ব্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্ম্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুরিতি। আজীব্যত্বয়োক্তত্বেঽপি বনস্যাহুক্তির্দেবতাত্বা প্রসিদ্ধেঃ। অত্রাদ্রেরেব্ বা মুখ্যত্বাৎ। যথা স্কান্দে। অহো বৃন্দাবনং রম্যং যত্র গোবর্দ্ধনো গিরিরিতি। অত্র দেবতানাং সমুচ্চয়াৎ। মখস্য চৈকবচনোক্তের্দেবতাত্রয়ারাধনাত্মক এক এবায়ং মখো জ্ঞেয়ঃ। বক্ষ্যতে চ তদ্দ্ব্যোণ গিরিবিজ্ঞানিত্যাদি। ইত্যদ্রিগোদ্বিজমখমিতি চ। তথাপি কৃষ্ণস্ত্বন্য-তময়ং রূপমিত্যাদিনা তস্যৈব মহিমদর্শনাৎ তদভেদদর্শনাচ্চ শৈলস্যৈব মুখ্যত্বম্ অবগম্যতে। যদ্যপি শ্রীবৃন্দাবনভূমৌ নন্দীশ্বরাষ্টকূটবরসানুধবলসৌগন্ধিকাদয়ো বহবোঽদ্রয়ো বর্ত্তন্তে। তথাপ্যত্রাদ্রিঃ শ্রীগোবর্দ্ধন এব তন্নামনিরুক্তি-বলাৎ। পঞ্চমে কুলাচলমধ্যে গণনেন তৎ পাদস্বরূপতত্তদদ্রেস্তস্যৈব মুখ্যত্বাৎ লোকশাস্ত্রয়োস্তস্যৈব পূজনপ্রসিদ্ধেঃ, পূজিতস্য তস্যৈবাগ্রে সমুদ্ধরণাত্তত্রৈকদেশেষেবান্নকূটেত্যাদিপ্রসিদ্ধেশ্চ। তন্নামগ্রহণম্ অতিসন্নিহিতত্বেন ব্রজাগ্রিমদেশে তস্যৈব স্থিতত্বেন চ তস্যৈব জ্ঞেয়ত্বাৎ। তৈরেব সাধ্যতামিতি দেবতানিরাকরণেন ইন্দ্রস্যাপ্রয়োজকতোক্তেঃ। এবং দ্রব্যাহরণপরিশ্রমাভাবশ্চ সূচিতঃ। এতচ্চ তস্যাধিককোপজননার্থমেব। এবং পারম্পর্য্যাগতধর্ম্মপরিপালনমপি বৃত্তম্। অযোগ্যসম্প্রদানপরিত্যাগপূর্ব্বকযোগ্যসম্প্রদানমাত্রগ্রহণেনাবিশেষাৎ প্রত্যুত বৈশিষ্ট্যাৎ॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—সূপান্তাঃ ( ব্যঞ্জনান্তাঃ ) পায়সাদয়ঃ বিবিধাঃ (নানাপ্রকারাঃ) পাকাঃ (ভোজ্যদ্রব্যানি) সংযাবা-পূপশষ্কুল্যঃ ( সংযাবাঃ গোধূমকণান্নানি, অপূপাঃ গুড়মিশ্রিতগোধূমচূর্ণনিষ্পাদিতখাদ্যবিশেষাঃ, শষ্কুল্যঃ পিষ্টক-বিশেষাশ্চ ) পচ্যন্তাং, সর্ব্বদোহশ্চ ( সর্ব্বেষাং ব্রজবাসিনাং দোহঃ দধিদুগ্ধাদি চ ) গৃহ্যতাং ( সংগৃহ্যতাম্ )॥ ২৬

মূলানুবাদ।—গোবর্দ্ধন যাগের জন্য—পায়স, পিষ্টক, শষ্কুলী, সংযাব, অপূপ প্রভৃতি বিবিধ ভোজ্য দ্রব্য প্রস্তুত করান হউক এবং সমস্ত ব্রজবাসিগণের নিকট হইতে দধি দুগ্ধাদি সংগ্রহ করা হউক॥ ২৬

শ্রীধরটীকা।—সূপং মৌদ্গম্। পায়সং কেবলে পয়সি পক্বম্। সংযাবাদয়ো গোধূমাদিবিক্রিয়াঃ। ক্রমশ্চ সূপপায়সয়োঃ শ্রুত্যা, দোহস্যার্থতোঽন্যেষাং পাঠতঃ॥ ২৬

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—মহেন্দ্রযাগাদপ্যয়ং মখো বিশেষতঃ সংপাদ্য ইত্যাশয়েন তদ্বিধিবিশেষমুপদিশতি পচ্যন্তামিতি চতুর্ভিঃ। পাকাঃ পচনীয়া অন্নব্যঞ্জনাদয়ঃ। সূপা ব্যঞ্জনানি। আদিশব্দেন গৃহীতানামপি সংযাবাদীনাং পৃথগুক্তিঃ প্রাচুর্য্যাপেক্ষয়া। সর্ব্বদোহস্য বিবরণং যথা হরিবংশে। ত্রিরাত্রঞ্চৈব সন্দোহঃ সর্ব্বঘোষস্য গৃহ্যতামিতি। অগ্রৈস্তৈঃ। তত্র শ্রুত্যা আমন্ত্র্যশব্দশ্রবণানুরূপমিত্যর্থঃ। দোহস্য দুগ্ধস্য অর্থতঃ প্রয়োজনবশাৎ প্রথমত ইত্যর্থঃ॥ ২৬

অন্যেভ্যশ্চাশ্বচাণ্ডাল-পতিতেভ্যো যথার্হতঃ। যবসঞ্চ গবাং দত্ত্বা গিরয়ে দীয়তাং বলিঃ ॥ ২৮
স্বলঙ্কৃতা ভুক্তবন্তঃ স্বনুলিপ্তাঃ সুবাসসঃ। প্রদক্ষিণঞ্চ কুরুত গোবিপ্রানলপর্ব্বতান্ ॥ ২৯
এতন্মম মতং তাত ক্রিয়তাং যদি রোচতে। অয়ং গোব্রাহ্মণাদ্রীণাং মহ্যঞ্চ দয়িতো মখঃ ॥৩০

অন্বয়ঃ :—ব্রহ্মবাদিভিঃ ( বেদাভ্যাসপরৈঃ ) ব্রাহ্মণৈঃ সম্যক্ ( যথাবিধি ) অগ্নয়ঃ হূয়ন্তাং বঃ ( যুষ্মাভিঃ ) তেভ্যঃ ( ব্রাহ্মণেভ্যঃ ) বহুগুণং ( ষড়্‌রসোপেতং ) অন্নং ধেনুদক্ষিণাঃ ( ধেনুসহিতা দক্ষিণাশ্চ দেয়াঃ ) ॥ ২৭

মূলানুবাদ।—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা যথাবিধি সংস্কৃত হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদান করা হউক এবং তাঁহাদের অন্ন ধেনু ও দক্ষিণা দান করা হউক ॥ ২৭

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—ক্রমবিধিমাহ হূয়ন্তামিতি। বেদাভ্যাসপরৈর্ব্রাহ্মণৈরগ্নয়ঃ সম্যক্ হূয়ন্তাম্। যদ্বা সম্যগ্‌ভির্ব্রাহ্মণৈর্বৈষ্ণবব্রাহ্মণৈরিত্যর্থঃ। বহুত্বং গার্হপত্যাদিত্রয়াপেক্ষয়া দক্ষিণাগ্নেরপি তত্র হব্য আদিহননাপেক্ষয়া গ্রহণাৎ। বহুগুণমিতি বহুবিধমিতি বা পাঠঃ ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—অন্যেভ্যঃ ( ব্রাহ্মণেতরেভ্যঃ ) দীনেভ্যঃ ( যাচকেভ্যশ্চ ) আশ্বচণ্ডালপতিতেভ্যঃ (কুক্কুরচণ্ডালাদি-সর্ব্বেভ্য এব) যথার্হতঃ ( যথাযোগ্যম্ অন্নাদিকং দেয়ং ) গবাং ( গোভ্যঃ) যবসং ( তৃণং ) দত্ত্বা গিরয়ে ( গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতায় ) বলিঃ ( পূজোপচারঃ ) দীয়তাং ( সমর্প্যতাম্ ) ॥ ২৮

মূলানুবাদ।—যজ্ঞস্থলে সমাগত অতিথিগণকে এবং কুক্কুর, চণ্ডাল ও পতিত প্রভৃতি সর্ব্বজীবকে যথাযোগ্য অন্ন বস্ত্রাদি দান করা হউক এবং গোগণকে তৃণ ভোজন করাইয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে গন্ধ পুষ্পাদি উপচার প্রদান করা হউক ॥ ২৮

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অন্যেভ্যো ঋত্বিগিতরেভ্যো বিপ্রেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো দীনেভ্যো যাচকেভ্যশ্চ। কিং বিশেষনির্দ্দেশেন শ্বাদীনভিব্যাপ্যৈবান্নাদিকং দেয়ম্। যথার্হতো যথাযোগ্যং দেয়ং কেবলমিন্দ্রং বর্জয়িত্বেতি ভাবঃ। গবাং গোভ্যঃ। বলির্গন্ধপুষ্পাদ্যুপচারঃ ॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—স্বলঙ্কৃতাঃ ( কৃতালঙ্করণাঃ ) ভুক্তবন্তঃ ( কৃতভোজনাঃ ) স্বনুলিপ্তাঃ ( চন্দনকুঙ্কুমাদিলিপ্তদেহাঃ ), সুবাসসঃ ( পরিহিতশোভনবস্ত্রাশ্চ সন্তঃ ) গোবিপ্রানলপর্ব্বতান্ ( গোবিপ্রহোমাগ্নিসহিতং গোবর্দ্ধনপর্ব্বতং ) প্রদক্ষিণং ( পরিক্রমং ) কুরুত ॥ ২৯

মূলানুবাদ।—তদনন্তর সকলে নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া চন্দনাদি দ্বারা অঙ্গলেপন, বিচিত্র বস্ত্র পরিধান, এবং ভোজনাদি সমাপ্ত করিয়া গো, ব্রাহ্মণ, হোমাগ্নি এবং গোবর্দ্ধন পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করুন ॥ ২৯

শ্রীধরটীকা।—যাগশোভার্থং শ্রদ্ধোৎপাদনার্থঞ্চাহ হূয়ন্তামিতি ধেনুদক্ষিণাঃ ধেনুসহিতা দক্ষিণাঃ, তা এব বা দক্ষিণাঃ। বো যুষ্মাভিঃ ॥ ২৭ ॥ যবসং তৃণম্ ॥ ২৮ ॥ ২৯

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—নচায়ং কৃত্যবদিদং দুঃখসাধ্যং কিন্তু পরমসুখময়মেবেত্যাহ স্বলমিতি। ভুক্তবন্ত ইত্যত্র প্রাক্ পশ্চাৎ ইব শব্দাপ্রয়োগো দরিদ্রং প্রত্যেব তদ্বচনৌচিত্যাৎ। যদ্যপ্যেকদৈবাত্র গবাদীনাং পরিক্রমবিধানং তথাপি তত্তৎপূজান্তে পৃথক্ পৃথগেব জ্ঞেয়ম্। পূজান্তকর্ত্তব্যত্বাত্তস্য। অতএব গোধনানি পুরস্কৃত্য গিরিঞ্চক্রুঃ প্রদক্ষিণম্ ইতি গিরেঃ পরিক্রমঃ পৃথগেব বক্ষ্যতে। উদাহরিষ্যমাণহরিবংশবচনেন চ নান্যথার্থঃ কল্প্যতে। স্বলঙ্কৃতা ইত্যাদিকানি তু নতু বিশেষণানি কিন্তু প্ররোচনার্থমুপলক্ষণানি,ততো নাঙ্গত্বে প্রবিশন্তি তদভাবেঽপি তন্নিঃস্পৃহত্বেঽপি তৎসিদ্ধেঃ। তস্মাদ্‌গবাদীনাং ভোজনং পূর্ব্বমেব পরিক্রমঃ। অগ্রেস্তু মহাভোজনসমাধানায়ৈব তৎপশ্চাদিতি। গবাঞ্চ পূজা ন সর্ব্বাসাম্ অসংখ্যত্বাৎ কিন্তু মুখ্যানামেব। ততস্তাসাং পরিক্রমশ্চাপ্ন ইতি। হে তাতেতি যদি ময়ি স্নেহো বর্ত্ততে তর্হি ক্রিয়তা-

মিতি গূঢ়োঽভিপ্রায়ঃ। যদি রোচত ইতি পূজ্যেষু তথৈবোক্তের্যোগ্যত্বাৎ। তেন চ বিনয়বিশেষেণ তৎকৃত্যতামেব সম্পাদয়তি ॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—তাতঃ (হে পিতঃ।) এতৎ মম মতং (এবম্বিধং কর্ম অস্মাভিঃ কর্তব্যত্বেন মম সম্মতং) যদি রোচতে (যদি ইদং ভবতামপি সম্মতং স্যাৎ তর্হি) ক্রিয়তাং (ইদমেবানুষ্ঠীয়তাম্) অয়ং (মদুক্ত) মখঃ (গোবর্দ্ধন-যাগরূপঃ) গোব্রাহ্মণাদ্রীনাং (গবাং ব্রাহ্মণানাং গোবর্দ্ধনস্য চ) মহ্যং (মম চ) দয়িতঃ (প্রিয়ঃ হিতশ্চ ভবেৎ। অথবা অয়ং গোব্রাহ্মণাদ্রীনাং মখঃ মম, সর্ব্বেষাং গোপানাঞ্চ হিতো ভবতি) ॥ ৩০

**মূলানুবাদ।**—হে পিতঃ! আমার মতে এই ভাবেই যজ্ঞ নির্ব্বাহ করা সমীচীন বলিয়া মনে হয়, আপনাদের যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আপনারা এই ভাবে গো, ব্রাহ্মণ, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত এবং আমার পরম প্রীতিজনক এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারেন ॥ ৩০

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী** —কিন্তু অয়ং গোব্রাহ্মণাদ্রীণাং মখো মহ্যং চ দয়িতো হিত ইত্যর্থঃ। হিতার্থযোগে হি চতুর্থী ভবতি। কথমপি স্বহিতং জ্ঞাত্বা মদ্ধিতস্তৈব চ ভবদেককর্ত্তব্যতামনুভূয় ভবন্তমিদং প্রার্থয়ে, ন কেবলং যুক্ততামেব নিশ্চিত্যেতি ভাবঃ ॥ ৩০

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, গোপরাজ নন্দ ও ব্রজবাসি গোপগণকে ইন্দ্রযাগের আয়োজনে ব্যাপৃত দেখিয়া মুগ্ধ বালকের মত সে সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রশ্ন করিলেন, তাহা বালকের প্রশ্ন বলিয়া নন্দ ও ব্রজবাসি গোপগণ উপেক্ষা করিলেন না, বরং তাঁহারা নানাবিধ যুক্তি তর্ক এবং সদাচার প্রদর্শন করিয়া তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন বাল্যচাপল্য পরিত্যাগ করিয়া ধীর ও গম্ভীর ভাবে মনো-যোগ সহকারে তাঁহাদের সমস্ত কথাই শ্রবণ করিলেন এবং ধীর ও বিনীত ভাষায় নানাবিধ যুক্তি তর্ক প্রদর্শন করিয়া এমন ভাবে তাঁহাদের কথার উত্তর প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন—যেন গোপরাজ নন্দ এবং ব্রজবাসি গোপগণের ইন্দ্রযাগানুষ্ঠানে বিশ্বাস শিথিল হইয়া যায় এবং ইন্দ্রকেই সুবৃষ্টি প্রদানের কর্ত্তা বলিয়া ধারণা না থাকে। শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রের প্রতি কোন প্রকার বিদ্বেষ নাই কিংবা ব্রজবাসিগণকে দেবতাবিদ্বেষী করা শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত নহে। তথাপি তিনি ব্রজবাসিগণের ইন্দ্রযাগানুষ্ঠানে বাধা প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া মনে হয় যে—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরমপ্রিয় ব্রজবাসিগণের সাধারণ লোকের ন্যায় তুচ্ছ ফল কামনায় ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসনা করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন না। যাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কৃষ্ণের আত্মীয় এবং শুদ্ধ বাৎসল্যপ্রেমে কৃষ্ণের সেবা করিতে-ছেন, তাঁহাদের পক্ষে কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কোন দেবতারই আরাধনার প্রয়োজন নাই। শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত দেবতার মূল এবং সমস্ত দেবতাই শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি। যাহাদের কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ নাই, তাহারাই নানাবিধ তুচ্ছ ফল কামনা করিয়া নানা দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকেই সর্ব্বমূলস্বরূপ বলিয়া ধারণা করিতে পারেন, কিংবা যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসেন, তাঁহাদের আর কাহারও উপাসনা করার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এ সম্বন্ধে গীতায় উক্ত আছে "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে" ॥ শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—আমি সর্ব্বযজ্ঞের আরাধ্য এবং ফলদাতা। মূঢ় ব্যক্তিগণ আমার তত্ত্ব জানে না বলিয়াই পরমার্থলাভে বঞ্চিত হয়। মূঢ় ব্যক্তিগণ যাহার নিকট হইতে কোনও বস্তু লাভ করে, তাহাকেই দাতা মনে করিয়া মূল দাতা শ্রীভগবানকে ভুলিয়া যায়। "কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্য দেবতাঃ। তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥" মূঢ় ব্যক্তিগণ নানাবিধ কামনা বাসনার তাড়নায় বিবেক হারাইয়া নিজ প্রকৃতির অনুরূপ নানাবিধ রাজস ও তামস্ দেবতার আরাধনা করে এবং সেই দেবতার আরাধনার অনুরূপ নিয়মাদি পালন করে। পরম করুণাময় শ্রীভগবান্ এই সমস্ত মূঢ় ব্যক্তিগণের আরাধ্য দেবতার উপরেই তাহাদের শ্রদ্ধা প্রদান করিয়া থাকেন এবং সেই সেই দেবতা দ্বারাই তাহাদের কাম্যফল প্রদান করিয়া থাকেন। "স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধন-

মীহতে। লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥ অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।"
শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—আমারই প্রদত্ত শ্রদ্ধাবশতঃ মূঢ় ব্যক্তিগণ সেই সেই দেবতার আরাধনা করিয়া তাহাদের কাম্য ফল লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমিই সেই সেই রূপে তাহাদের কর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকি এবং সেই সমস্ত মূঢ় ব্যক্তিগণের প্রাপ্যফল অত্যন্ত তুচ্ছ ও অনিত্য।

গোপরাজ নন্দ এবং ব্রজবাসি গোপগণ, সর্ব্বযজ্ঞফলদাতা এবং সর্ব্বারাধ্য শ্রীকৃষ্ণকে শুদ্ধবাৎসল্যে পুত্র বলিয়া জানেন এবং তাঁহার সঙ্গে পুত্রোচিত ব্যবহারই করিয়া থাকেন, কাজেই তাঁহারা সাধারণ লোকের ন্যায় রাজ্যের কল্যাণ কামনায় ইন্দ্রযাগের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের ধনধান্যাদি বৃদ্ধি হইলে একমাত্র কৃষ্ণই তাহা ভোগ করিবেন, কাজেই তাঁহাদের এই ইন্দ্রযাগানুষ্ঠানও কৃষ্ণপ্রেমেরই রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু কৃষ্ণ, তাঁহার পিতা ও পিতৃতুল্য আত্মীয়বর্গের ইন্দ্রপূজা এবং দেবরাজাভিমানী ইন্দ্রের নন্দাদি গোপগণের পূজা গ্রহণ সমীচীন মনে করেন না বলিয়াই এই অভিনব লীলার অবতারণা করিলেন। ইন্দ্রের গর্ব্ব খণ্ডন এবং ভক্তশ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধনের পূজা প্রবর্ত্তনই এই লীলার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়।

গোপরাজ নন্দ এবং ব্রজবাসি গোপগণের ইন্দ্রযাগে অনাস্থা জন্মাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ, প্রধানতঃ কর্ম্মবাদের যুক্তি তর্কই অবলম্বন করিলেন। কর্ম্মবাদ জৈমিনি ঋষির প্রবর্ত্তিত এবং ইহা সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ। এই মতে একমাত্র কর্ম্মই জীবের সর্ব্ববিধ সুখ দুঃখের হেতু, অতএব কর্ম্মই ঈশ্বর। যাগাদিতে যে ইন্দ্রাদি দেবতাদির উদ্দেশে আহুতি প্রভৃতি প্রদান করিতে হয়, সে সমস্ত দেবগণ এই মতে কর্ম্মেরই অঙ্গবিশেষ, ইহাদের কোন প্রকার কর্তৃত্ব কিংবা স্বতন্ত্রতা নাই। অনাদি কর্ম্মপরম্পরা হইতেই জীবের যাবতীয় ভোগ সম্পাদন হইয়া থাকে। এই মতে, সুবৃষ্টি প্রদানের কর্ত্তা বলিয়া ইন্দ্রের আরাধনায় কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই, জীবগণ নিজ শুভাদৃষ্ট বশতঃই সুবৃষ্টি প্রভৃতি সর্ব্ববিধ শুভফলই লাভ করিতে পারে, দেবরাজ ইন্দ্রের তুষ্টি কিংবা রোষে তাহাদের কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ এই প্রকার কর্ম্মবাদের যুক্তি অবলম্বন করিয়া গোপরাজ নন্দকে বলিলেন, পিতঃ। আপনারা যে দেবরাজ ইন্দ্রকেই একমাত্র সুবৃষ্টি প্রদানের কর্ত্তা বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং প্রতিবৎসরে তাঁহার পূজা না করিলে তিনি রুষ্ট হইয়া যথা সময়ে সুবৃষ্টি প্রদান করিবেন না বলিয়া সুদৃঢ় ধারণা পোষণ করিতেছেন, তাহা আমার যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না, কেননা—জীবমাত্রেই অনাদি কর্ম্মচক্রে ভ্রাম্যমান, এবং সকলেই নিজ নিজ প্রাক্তন কর্ম্মফলে যথাযোগ্য দেবতা মনুষ্য পশু পক্ষী প্রভৃতি যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কর্ম্মানুসারে কেহ বা সুখে কেহ বা দুঃখে জীবনযাপন করিয়া নিজ নিজ কর্ম্মফলে যথাসময়ে দেহত্যাগ করে এবং আবার নবীন দেহ ধারণ করিয়া নবীন কর্ম্মফল ভোগের প্রেরণায় নবীন কর্ম্মপথে চলিয়া যায়। অনাদি অসীম কর্ম্মচক্রে সমারূঢ় জীব এইরূপে অনাদিকাল হইতে পুনঃপুনঃ গতায়াত করিয়াও কোন দিনই কর্ম্মচক্রের শেষ দেখিতে পায় না। সুখ, দুঃখ, রোগ, শোক, ভয়, দৈন্য, মঙ্গল, অমঙ্গল প্রভৃতি যাহা কিছু জীবজগতে ভোগ্যবস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সমস্তই একমাত্র অনাদি কর্ম্মেরই অখণ্ডনীয় অবদান। কর্ম্মফল লভ্য বস্তু সকলেরই ভোগ করিতে হইবে, সুতরাং আমাদের কর্ম্মফলে যদি সুবৃষ্টি ও সুশস্যাদি লভ্য থাকে, তাহা হইলে দেবরাজ ইন্দ্র রুষ্ট হইলেও তিনি কদাপি তাহা নিবারণ করিতে পারিবেন না। কর্ম্মই জগতের একমাত্র মূল ও নিয়ন্তা; আমাদের কর্ম্মফলে যাহা ভোগ্য আছে, তাহা আমরা সকলে অবাধে ভোগ করিতে পারিব, অতএব আপনাদের সুবৃষ্টি লাভের প্রত্যাশায় দেবরাজ ইন্দ্রের আরাধনা ব্যর্থ বলিয়া মনে হয়। যদি মনে করেন যে "জীবগণ কর্ম্মফলানুসারে সুখ দুঃখাদি ভোগ করিলেও কর্ম্ম স্বয়ং কাহাকেও ফলদান করিতে সমর্থ নহে, কেননা কর্ম্ম জড় পদার্থ, সুতরাং কর্ম্মফলদাতা বলিয়া একজনকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, এই কর্ম্মফলদাতাই জগদীশ্বর এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহারই বিভূতি। অতএব যথাযথ কর্ম্মফল লাভ করিবার জন্য কর্ম্মফলদাতার আরাধনা

করা সকলের পক্ষেই একান্ত কর্তব্য। দেবরাজ ইন্দ্র জীবের কর্মফলানুসারে সুবৃষ্টি দান করেন বলিয়া আমরা তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।" তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে—জীবের কৃত ও পূর্ব সঞ্চিত কর্মের ফলদান এবং যথাযোগ্য ফল বিভাগের কর্তা বলিয়া আপনারা যাঁহাকে স্বীকার করিয়া থাকেন—তিনি স্বয়ং কর্মাধীন কিনা? তিনি যদি কর্মাধীন হন, তাহা হইলে তাঁহার কর্মফল কে প্রদান করিয়া থাকে? তিনি যদি স্বয়ং কর্মাধীন না হন, তাহা হইলে তিনি কি যাহাকে তাহাকে যাহা তাহা ফলপ্রদান করিতে পারেন? যদি জগৎকর্তা যাহাকে তাহাকে যাহা তাহা ফল প্রদান করিতে পারেন ও করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে স্বেচ্ছাচারী বলিতে হয় এবং জগতের কোন প্রকার নিয়ম বা শৃঙ্খলা রক্ষা হওয়া সম্ভবপর হয় না। এজন্য স্বীকার করিতে হইবে যে, যদি জগৎকর্তা বলিয়া কেহ থাকেন তাহা হইলে তিনি জীবগণের কর্মানুসারেই যথাযোগ্য ফল দান করিয়া থাকেন, কিন্তু কাহারও সৎকর্ম থাকিলে জগৎকর্তা তাহাকে কুফল, কিংবা কাহারও কুকর্ম থাকিলে জগৎকর্তা তাহাকে সুফল প্রদান করিতে পারেন না। অতএব কর্মই সকলের মূল এবং কর্মানুসারেই সকলে সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে। কাজেই ইন্দ্রের পূজা করিলেই যে সুবৃষ্টি হইবে এবং তাহাতে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইয়া ব্রজবাসিগণ পরমসুখে কালযাপন করিবে তাহা বলা যায় না। ব্রজবাসিগণের যদি সুখ ভোগ করার উপযুক্ত কর্মফল থাকে, তাহা হইলে তাহারা ইন্দ্রের পূজা না করিলেও সুখ ভোগ করিতে পারিবে, কিন্তু তাহাদের যদি সুখ ভোগের কর্মফল সঞ্চিত না থাকে, তাহা হইলে তাহারা শত শত ইন্দ্রের পূজা করিলেও সুখ ভোগ করিতে পারিবে না।

শ্রীকৃষ্ণের এই কথায় নন্দাদি গোপগণ বলিতে পারেন—জগতে দেখা যায় যে কেহ ইচ্ছা করিলেই সুকর্ম কিংবা কুকর্ম করিতে পারে না, এইজন্য মনে হয় যে নিশ্চয়ই কেহ কর্মের নিয়ন্তা আছেন, তিনি যাহাকে সৎকর্ম করিবার প্রবৃত্তি দান করেন, সে-ই সৎকর্মানুষ্ঠান করে এবং যাহাকে কুকর্মের প্রবৃত্তি দান করেন সে কুকর্ম করিয়া থাকে। কাজেই কর্মকেই সুখ দুঃখ ভোগের মূল কারণ বলা যাইতে পারে না। ঈশ্বর প্রেরিত প্রবৃত্তি বশতঃ যে সৎকর্মের অনুষ্ঠান করে, জগতে সে-ই সুখ ভোগ করিতে পারে এবং ঈশ্বর প্রেরিত প্রবৃত্তি বশতঃ যে কুকর্ম করে তাহার নিরন্তর দুঃখ ভোগ করিতে হয়। অতএব ঈশ্বরই জগতের মূল কারণ, কর্ম তাঁহারই অধীন ভাবে জীবের সুখ দুঃখাদি সম্পাদন করিয়া থাকে, "এষ হ্যেব সাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্যো উন্নিনীষত, এষ উতবাসাধু কর্মকারয়তি তং যমধো নিনীষতে"(কৌষীতকি ব্রাহ্মণং)এই শ্রুতি বাক্যে জানা যায় যে—ঈশ্বর যাহাকে ঊর্দ্ধগতি প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন,তাহার দ্বারা সৎকর্মের অনুষ্ঠান করান এবং যাহাকে অধোগতি প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার দ্বারা কুকর্মের অনুষ্ঠান করান। সুতরাং একমাত্র কর্মকেই জীবের সুখ দুঃখ ভোগের মূল কারণ বলা যায় না, ঈশ্বরই অন্তর্য্যামিরূপে অন্তরে প্রেরণা করিলে জীবগণ যথাযোগ্য সৎ ও অসৎ কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে যথাযোগ্য সুখ দুঃখাদিও ভোগ করিয়া থাকে। ঈশ্বরই ইন্দ্রের দ্বারা সুবৃষ্টি বর্ষণ করান এবং জীবগণ তাহাতে শস্যাদি উৎপাদন করিয়া তাহা দ্বারা সুখ ভোগ করিয়া থাকে, অতএব ইন্দ্রের পূজা ব্যর্থ নহে।

এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ আবার বলিলেন—হে পিতঃ! আপনারা মনে করিতে পারেন যে—জগতে কেহই ইচ্ছা করিলেই সৎকর্ম কিংবা কুকর্ম করিতে পারেনা বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে—কর্মেরও একজন নিয়ন্তা আছেন এবং তাঁহারই প্রেরণা বশতঃ জীবগণের কর্মপ্রবৃত্তি হয় ও তাহাতে তাহারা যথাযোগ্য সৎ বা অসৎ কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে—জীবগণের সৎ এবং অসৎ কর্মের প্রবৃত্তিদাতা যদি কেহ থাকেন, তাহা হইলে তিনি কাহাকেও সৎকর্মের প্রবৃত্তি এবং কাহাকেও বা অসৎ কর্মের প্রবৃত্তি দান করেন কেন? তিনি যদি স্বেচ্ছাবশতঃকাহাকেও সৎকর্মের প্রবৃত্তি এবং কাহাকেও অসৎকর্মের প্রবৃত্তিদান করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে স্বেচ্ছাচারী বলিতে হয় এবং পরিদৃশ্যমান জগৎকেও স্বেচ্ছাচারেরই পরিণতি বলিতে হয়। কাজেই যদি কেহ কর্মের

নিবদ্ধ থাকেন, তাহা হইলে তিনিও জীবের অনাদি কর্ম্মসংস্কারানুসারেই সৎ এবং অসৎ কর্ম্মের প্রবৃত্তি দান করিয়া থাকেন—ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব "স্বভাবতন্ত্রো হি জন স্বভাবমনুবর্ত্ততে"—স্বভাব অর্থাৎ প্রাক্তনকর্ম্মই জীবের কর্ম্ম প্রবৃত্তির হেতু এবং এই অনাদি কর্ম্মসংস্কারই সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা। অনাদি কর্ম্মসংস্কার বশতঃ জীবের নানাবিধ কর্ম্মের প্রবৃত্তি হয় এবং তদনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া তাহার ফলরূপে জীবগণ সুখ দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে। দেবতা অসুর মনুষ্য প্রভৃতি সকলের বিবিধ বিচারবুদ্ধি আছে, কিন্তু তাহারা কেহই সেই সেই বিচারবুদ্ধি বলে নিজ নিজ স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্মপ্রবৃত্তি লঙ্ঘন করিতে পারে না। এই স্বভাব বা কর্ম্মসংস্কার অনাদি। ইহার আদি স্বীকার করিতে গেলে বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন কর্ম্মসংস্কারের কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। যদি কেহ বলেন যে জগদীশ্বরই জগতের জীবের বিভিন্ন কর্ম্মসংস্কার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি কাহারও সৎসংস্কার এবং কাহারও বা অসৎসংস্কার সৃষ্টি করিলেন কেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে পক্ষপাতী কিংবা স্বেচ্ছাচারী না বলিয়া গতি নাই। অতএব অনাদি কর্ম্মসংস্কার বশতঃই জীবের বিবিধ কর্ম্মপ্রবৃত্তি এবং তাহাতে বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠানে বিবিধ ফলভোগ করিতে হয় ইহাই প্রকৃত সিদ্ধান্ত। ঈশ্বরের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিলে তিনিও অনাদি কর্ম্মসংস্কার অনুসারেই জগৎ এবং জগতের জীবগণকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন, সুতরাং কর্ম্মই সকলের মূল। কর্ম্মানুসারেই জীবগণ দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি নানাবিধ উচ্চ নীচ দেহ ধারণ এবং কর্ম্মফল ভোগান্তে সেই সেই দেহত্যাগ করিয়া থাকে। জগতে যে সমস্ত শত্রুতা মিত্রতা প্রভৃতির ব্যবহার দেখা যায়, তাহারও একমাত্র কর্ম্মই কারণ। প্রাক্তন কর্ম্মফলই জীবের ইহজন্মের অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের পথ প্রদর্শন করিয়া থাকে। জগতে দেখা যায় যে—কেহ বা শত শত গুরুপদেশেও কোনও কর্ম্ম করিতে পারে না এবং কেহ বা বিনা উপদেশেই নানাবিধ কর্ম্মশক্তি লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং কাহারও উপদেশ কিংবা শিক্ষাবলেই যে কর্ম্মশক্তি লাভ হয় তাহাও বলা যায় না। যাহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে যাহা কর্ত্তব্য ও শিক্ষণীয় আছে, সে যে কোনও প্রকারে তাহা শিক্ষা করিতে পারে। অতএব কর্ম্মই জীবের প্রকৃত গুরু এবং কর্ম্মই জগতের ঈশ্বর।

এই প্রকার নানাবিধ যুক্তিতে স্পষ্টই জানা যায় যে কর্ম্ম বিনা জীবের কোনই গতি নাই, কর্ম্মই জীবের সর্ব্ববিধ সুখদুঃখাদি ভোগের একমাত্র কারণ। কাজেই সকলেরই স্বস্ব সংস্কারানুরূপ কর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানা উচিত এবং কর্ম্মেরই আদর করা উচিত। যে যাহার উপজীব্য অর্থাৎ যাহাকে আশ্রয় না করিলে জীবনের কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না এবং প্রকৃতপক্ষে যাহা জীবনোপায়, তাহাকেই সর্ব্বতোভাবে আদর করা উচিত এবং সে-ই তাহার পূজ্য ও দেবতা। বিচার করিলে দেখা যায় যে কর্ম্মই জীবের একমাত্র উপজীব্য, সুতরাং কর্ম্মই সকলের দেবতা এবং সকলের পক্ষে কর্ম্মের আদর করাই শ্রেয়স্কর। সকল জীবেরই প্রধান উপজীব্য কর্ম্মকে আদর না করিয়া যদি কেহ অন্য কাহারও সেবা করে, কিংবা অন্য কাহাকেও উপজীব্য বলিয়া মনে করে, তাহা হইলে তাহার কোনদিনই মঙ্গল হয় না। অসতী রমণীগণ যেমন পতির অন্নে প্রতিপালিত হইয়াও পতিকে আদর না করিয়া উপপতিতে আসক্ত হয় এবং তাহার ফলে ইহলোকে ও পরলোকে বিবিধ দুর্গতি ভোগ করে, সেইরূপ মূঢ় জীবগণও কর্ম্মবলে সর্ব্ববিধ সুখ সৌভাগ্যাদি লাভ করিয়াও কর্ম্মের আদর ভুলিয়া গিয়া নানাবিধ দেবতাদির উপাসনা করে এবং সেজন্য তাহারা ইহজীবনে সর্ব্ববিধ ভোগে বঞ্চিত হয় ও পরলোকে কোন সুখই লাভ করিতে পারে না। অতএব কর্ম্মাধীন, কর্ম্মবাধ্য এবং কর্ম্মফল ভোগ নিরত জীবের পক্ষে নিরন্তর কর্ম্মেরই আদর করা উচিত। এই কর্ম্ম সকলের পক্ষে একরূপ না হইলেও শাস্ত্রে ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদে কর্ম্মের ভেদব্যবস্থা দেখা যায়। ব্রাহ্মণগণ বেদাদি শাস্ত্রের পঠন পাঠন এবং তদুক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, ক্ষত্রিয়গণ রাজ্য পালন, শাসন ও করগ্রহণাদি গ্রহণ, বৈশ্যগণ কৃষি বাণিজ্যাদি বার্ত্তাবৃত্তি এবং শূদ্রগণ ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের সেবাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া

থাকে। কৃষি, বাণিজ্য, গোপালন এবং কুসীদ (অর্থাদি ধার দিয়া সুদ গ্রহণ) ভেদে বৈশ্যগণের বার্ত্তা চতুর্বিধ। তাহার মধ্যে আমরা ব্রজের গোপগণ একমাত্র গোপালন বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই পুরুষানুক্রমে জীবন ধারণ করিয়া আসিতেছি। অতএব গোপালন কর্ম্মই আমাদের একমাত্র উপজীব্য এবং আমাদের সর্ব্বতোভাবে গোপালন কর্ম্মেরই আদর ও পূজা করা উচিত।

যদিও গোপালন করিতে হইলে প্রচুর পরিমাণে তৃণাদির প্রয়োজন হয় এবং যথাকালে বৃষ্টি বর্ষণ না হইলে তৃণাদি উৎপন্ন হয় না বলিয়া আপাততঃ সকলের মনে হইতে পারে যে বর্ষাধিদেবতা ইন্দ্র প্রসন্ন না হইলে গোপালন কার্য্য সম্ভবপর নহে, তথাপি আমি বলিতেছি যে সুবৃষ্টিলাভের জন্য বর্ষাধিদেবতা ইন্দ্রের প্রসন্নতা কিংবা অপ্রসন্নতার কোনই কার্য্যকারিতা নাই। জীবগণ নিজ নিজ জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলানুসারে সর্ব্ববিধ সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে এবং সেই সেই সুখ দুঃখাদি ভোগের আনুসঙ্গিকরূপে যাহা প্রয়োজন হয়, তাহা কর্ম্মফলানুসারেই লাভ হইয়া থাকে ইহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিশেষতঃ—নিরীশ্বর সাংখ্যমত সমালোচনা করিলে স্পষ্টই জানা যায় যে—সত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি হইতেই জগতের সর্ব্ববিধ কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। প্রকৃতির রজোগুণে জগতের সৃষ্টি, সত্বগুণে স্থিতি এবং তমোগুণে বিনাশ হয়, অতএব ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিই জগৎকারণ। প্রকৃতির রজোগুণে সৃষ্ট জগতে যে সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গমাদি জীব আছে তাহারাও রজোগুণ প্রভাবে স্ত্রী ও পুরুষে সংশ্লিষ্ট হয় ও তাহাতে নিরন্তর বহু জীব সৃষ্টি হইয়া জগৎ পরিপূর্ণ থাকে। মূল প্রকৃতি এবং চৈতন্য স্বরূপ পুরুষের মিলনে, কিংবা সৃষ্ট জগতের স্ত্রী-পুরুষের মিলনে স্বাভাবিক প্রেরণা ব্যতীত নিয়ন্তার অন্য কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। জীবের ভোগ সাধনের জন্য জগতে যাহা প্রয়োজন হয়, তাহাও ত্রিগুণাত্মক জগতের ত্রিগুণপ্রেরণাতেই সিদ্ধ হইতে পারে। আমাদের গোপালনাদি কার্য্যের জন্য যে বৃষ্টির প্রয়োজন হয়, তাহাও রজোগুণের প্রেরণায় বিচালিত মেঘ হইতেই লাভ হইয়া থাকে এবং তাহাতেই জগতে তৃণ শস্যাদির উৎপত্তি হইয়া গোপালনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ইহাতে ইন্দ্রের কোনও কর্ত্তৃত্ব আছে কিংবা ইন্দ্রের পূজা না করিলে যথাসময়ে বৃষ্টি পাওয়া যাইবে না এ ধারণা সত্য বলিয়া মনে হয় না। ইন্দ্রই যদি বৃষ্টি প্রদানের কর্ত্তা হইতেন, কিংবা তিনি যাহাদের পূজায় প্রসন্ন হন কেবল মাত্র তাহাদিগকেই যদি বৃষ্টি প্রদান করিতেন, তাহা হইলে মরুভূমি, সমুদ্রবক্ষঃ, পর্ব্বতাগ্র প্রভৃতি স্থানে জল বর্ষণ হইত না। অতএব দেখা যাইতেছে যে জগতের জীবের জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার জন্য ইন্দ্রাদি কোন দেবতারই প্রসন্নতার প্রয়োজন নাই। জীবগণ নিজ নিজ প্রাক্তন কর্ম্মফলানুসারে স্বভাব প্রসূত যাবতীয় বস্তু ভোগ দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে। তবে যে যাহার সাক্ষাৎ জীবিকা-হেতু, তাহার পক্ষে তাহাকে পূজা করা একান্ত কর্ত্তব্য এবং তাহাতে যথেষ্ট সুফলও লাভ হয়। যেমন—কৃষিকার্য্য করিতে হইলে হলকর্ষণ করিবার জন্য বলীবর্দ্দের প্রয়োজন হয়, কিন্তু যদি কেহ সেই বলীবর্দ্দকে যথাযোগ্য আদর না করে, কিংবা প্রচুর পরিমাণে তৃণাদি ভোজন না করায়, তাহা হইলে সেই বলীবর্দ্দ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং প্রয়োজন মত হলকর্ষণ করিতে পারে না। সুতরাং আমরা প্রত্যক্ষ ভাবে যাহা দ্বারা উপকৃত হইতেছি, তাহারই যথাযোগ্য পূজা বিধান করাই আমাদের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য। প্রত্যক্ষ উপকারককে আদর না করিয়া আমরা যদি পরোক্ষ ভাবে কাহাকেও উপকারক মনে করিয়া তাহাকে আদর করিতে যাই, তাহা হইলে আমাদের লাভ অপেক্ষা ক্ষতিরই সম্ভাবনা অধিক।

আমাদের অবস্থা সমালোচনা করিলে দেখা যায় যে—আমরা ব্রজবাসি গোপগণ, বনে বনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে বিচরণ করিয়া গোচারণ করি, ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে কৃষিকার্য্য করি এবং আত্মীয় বান্ধবাদি সহ এই বনভূমিতেই গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করি। আমরা রাজার ন্যায় রাজপুরে বাস কিংবা জনপদের আধিপত্য করি না, কিংবা কোন সমৃদ্ধ গ্রামে বাস করিয়া গ্রামাধ্যক্ষতাও করি না। আমাদের একমাত্র বন, পর্ব্বত, গো, ব্রাহ্মণ এবং

কৃষিক্ষেত্রাদি সম্বল। অতএব আমাদের উপজীব্য রূপে যদি কাহারও পূজা করিতে হয়, তাহা হইলে নিত্যাশীর্ব্বাদক ব্রাহ্মণ, পালনীয় গোগণ, এবং তৃণ শস্য ফল মূলাদি দানে নিত্য উপকারক গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের পূজা করাই কর্ত্তব্য।

আপনারা যে দেবরাজ ইন্দ্রের পূজা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, তাহার কারণানুসন্ধান করিলে মনে হয় যে—আপনারা ইন্দ্রকে সুবৃষ্টি দানের কর্ত্তা মনে করিয়াছেন এবং তাঁহারই সুবৃষ্টিপ্রদানে তৃণ শস্যাদি উদ্গম হয় বলিয়া আপনারা তাঁহাকে আপনাদের উপজীব্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু যদি আমরা আমাদের প্রত্যক্ষ উপকারকের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে স্পষ্টই জানা যাইবে যে—ব্রাহ্মণ, গো এবং গোবর্দ্ধনই আমাদের প্রত্যক্ষ ও প্রধান উপকারক। সুতরাং পরোক্ষ এবং অবিচার-সম্ভাবিত উপকারক দেবরাজ ইন্দ্রের পূজা না করিয়া প্রত্যক্ষ এবং বিচার-লব্ধ পরমোপকারক ব্রাহ্মণ, গো এবং গোবর্দ্ধনের পূজা করাই আমাদের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য এবং যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে হয়।

আমাদের উপজীব্য এবং প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া যদি ব্রাহ্মণ, গো এবং গোবর্দ্ধনের পূজা করাই আপনাদের অভিমত হয়, তাহা হইলে সেজন্য কোনই উদ্বেগ কিংবা অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। ইন্দ্রযাগের জন্য যে সমস্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহা দ্বারাই অনায়াসে গোবর্দ্ধন যাগ নিষ্পন্ন হইবে। আপনারা ইন্দ্রযাগের জন্য যে সমস্ত ঘৃত, তণ্ডুল, শর্করাখণ্ড, গোধূমচূর্ণ, যবচূর্ণ ও ফল মূল শাকাদি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা দ্বারা সূপ, পায়স, শষ্কুলী, অপূপ, সংযাব প্রভৃতি বিবিধ ভোজ্যদ্রব্য প্রস্তুত করান হউক এবং সমস্ত ব্রজবাসিগণের গৃহ হইতে দধি দুগ্ধাদি সংগ্রহ করা হউক। তাহার পর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা যথাবিধি অগ্নি স্থাপন করিয়া তাহাতে আহুতি প্রদান এবং নানাবিধ উপচার সমর্পণ করিয়া যথাবিধি গোবর্দ্ধন যাগের অনুষ্ঠান করা হউক। যাগ সমাপনান্তে ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণগণকে অলঙ্কৃত ধেনু ও বস্ত্রালঙ্কারাদি দক্ষিণা প্রদান করা হউক। ঋত্বিক ব্যতীত আহূত কিংবা অনাহূত ব্রাহ্মণগণকেও যথাসাধ্য বস্ত্রালঙ্কারাদি দান করিয়া সন্তুষ্ট করা হউক এবং সমাগত অতিথিগণ, এমন কি কুক্কুর চণ্ডাল পতিত দুরাচার প্রভৃতি যে কেহ উপস্থিত হউক না কেন, সকলকেই যথাযোগ্য ভোজনাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হউক এবং গোবর্দ্ধনগিরির প্রীতিবিধানার্থ গোগণকে কোমল তৃণাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হউক।

তদনন্তর নিজ নিজ পালনীয় গাভীবৃন্দের মধ্যে যাহারা মুখ্য তাহাদের পূজা করিয়া প্রদক্ষিণও করা হউক। বস্ত্র অলঙ্কার এবং সুগন্ধি অনুলেপনে পরিশোভিত হইয়া হোমাগ্নি ও ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম প্রদক্ষিণাদি দ্বারা সম্মান করিয়া সকলে মিলিয়া গোবর্দ্ধনগিরি প্রদক্ষিণ করুন। অন্যান্য যাগের অনুষ্ঠান যেমন মহাক্লেশকর, গোবর্দ্ধনযাগের অনুষ্ঠান সেরূপ নহে। ইহাতে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবাদি সহ গোপূজন, হোমাগ্নি ও ব্রাহ্মণগণের সম্মাননা, অতিথি সেবন, গোবর্দ্ধন প্রদক্ষিণ প্রভৃতি যাহা কিছু অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা সমস্তই পরমানন্দময়। হে পিতঃ! আমাদের মনে হয় যে—আপনারা যে প্রতি বৎসর ইন্দ্রযাগের অনুষ্ঠান করেন, তৎপরিবর্ত্তে এই ভাবে গোবর্দ্ধনযাগের অনুষ্ঠান করাই ব্রজবাসিগণের পক্ষে পরম হিতকর হইবে। কেননা, গোবর্দ্ধন আমাদের প্রত্যক্ষভাবে তৃণ শস্য ফল মূলাদি দ্বারা পালন করিতেছেন, গোগণ আমাদের একমাত্র উপজীব্য, ব্রাহ্মণগণ নিত্যাশীর্ব্বাদক এবং অগ্নি সমস্ত দেবতারই পূজা গ্রহণের দ্বার স্বরূপ। অতএব এই সমস্ত প্রত্যক্ষ দেবতা এবং প্রত্যক্ষ উপজীব্য ও উপকারকগণকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গবাসি দেবরাজ ইন্দ্রের পূজা করার কোনই প্রয়োজন নাই। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা ধারণা হয় তাহা আমি আপনাদের নিকট নিবেদন করিলাম, এখন আপনারা যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন তাহাই অনুষ্ঠান করিতে পারেন। ১৩—৩০

শ্রীশুক উবাচ।

কালাত্মনা ভগবতা শক্রদর্পজিঘাংসয়া। প্রোক্তং নিশম্য নন্দাদ্যাঃ সাধ্বগৃহ্নন্ত তদ্বচঃ॥ ৩১
তথা চ ব্যদধুঃ সর্ব্বং যদাহ মধুসূদনঃ। বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং তদ্দ্রব্যেণ গিরিদ্বিজান্॥ ৩২
উপহৃত্য বলীন্ সম্যগাদৃতা যবসং গবাম্। গোধনানি পুরস্কৃত্য গিরিং চক্রুঃ প্রদক্ষিণম্॥ ৩৩

অন্বয়ঃ।—কালাত্মনা (সর্ব্বনিয়ন্তঃ কালস্যাপি নিয়ামকেন, ইচ্ছামাত্রেণ সর্ব্বং কর্ত্তুং সমর্থেনেত্যর্থঃ) ভগবতা (স্বয়ং ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন) শক্রদর্পজিঘাংসয়া (ইন্দ্রস্য গর্ব্বখণ্ডনাভিপ্রায়েণ) প্রোক্তং (পূর্ব্বোক্তযুক্তিমদ্‌-বচনজাতং) নিশম্য (অবধার্য্য) নন্দাদ্যাঃ (নন্দপ্রভৃতয়ো গোপাঃ) তদ্বচঃ (পূর্ব্বোক্তং শ্রীকৃষ্ণস্য বাক্যং) সাধু (সর্ব্বথা সমীচীনমিতি) অগৃহ্নন্ত (অঙ্গীকৃতবন্তঃ)॥ ৩১

মূলানুবাদ।—সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীভগবান্ ইন্দ্রের গর্ব্বখণ্ডনের জন্য এই সমস্ত কথা বলিলে, নন্দাদি গোপগণ তাহা অতি সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিলেন॥ ৩১

শ্রীধরটীকা—সর্ব্বান্ শিরঃকম্পেনানুমোদয়ন্ আহ গোব্রাহ্মণাগ্নীণামিতি। মহ্যং চ মম চ॥ ৩০।৩১

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—কালস্যাপ্যাত্মনা প্রবর্ত্তকেনেতি সর্ব্বেষাং তদেকাধীনত্বং সূচিতম্। অয়ং তদ্বচোগ্রহণে হেতুঃ। যদ্বা। পরমশক্তিমত্ত্বম্, অত ইন্দ্রদর্পস্তস্যৈবৎকর ইতি ভাবঃ। যদ্বা। যদা শক্রযাগ প্রবর্ত্তি-তস্তদানীং স এব প্রবৃত্তঃ। অধুনা চায়মেবেতি তদিচ্ছয়ৈব সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে, তামতিক্রমিতুং কঃ শক্নোতীতি ভাবঃ। যদ্বা। কালঃ শ্যামল আত্মা দেহো যস্যেতি শ্যামসুন্দরেণেত্যর্থঃ। তৎসৌন্দর্য্যেণৈব সর্ব্বে বশীকৃতাঃ কিং পুনর্ব্বচনেনেতি ভাবঃ। যদ্বা। কলয়তি জগচ্চিত্তমাকর্ষতীতি কাল আত্মা স্বভাবো যস্য তত্তদ্বচনাঙ্গীকরণমিদং ন চিত্রমিতি ভাবঃ। শক্রস্য যো দর্পঃ পূজ্যমানস্যাপি স্বপিত্রাদিষু প্রাকৃতগোপদৃষ্ট্যা তেষাং সম্বন্ধেন স্বস্মিন্নপি মর্ত্ত্যদৃষ্ট্যা বাঙ্মনাদরাত্মকঃ। স এব "অহো শ্রীমদ-মাহাত্ম্যং গোপানাং কাননৌকসাম্। কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য যে চক্রুর্দেবহেলনমিতি" প্রাকট্যং কল্প্যমানঃ তস্য স্বয়ং জায়মানস্য জিঘাংসয়া, অতএব মন্যুং জনয়ন্নিত্যুক্তম্। অন্যথা ভয়মেব স্যান্নমন্যুঃ। মন্যুজননঞ্চেদং তন্মন্যুসম্বন্ধেনৈব তদত্যন্তকদর্থনেচ্ছয়েতি॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—মধুসূদনঃ (মধুনামকদৈত্যবিনাশকারী শ্রীকৃষ্ণঃ) যৎ (যেন প্রকারেণ) আহ (নবপ্রবর্ত্তিতযজ্ঞস্য বিধানমবদৎ) তথা চ (তেনৈব প্রকারেণ) সর্ব্বং (সর্ব্বমেবানুষ্ঠানং) ব্যদধুঃ (নন্দাদয়ো গোপা বিধানপূর্ব্বকং কৃতবন্তঃ) স্বস্ত্যয়নং বাচয়িত্বা (ব্রাহ্মণৈঃ কারয়িত্বা) তদ্দ্রব্যেণ (ইন্দ্রযাগার্থং সংগৃহীতদ্রব্যজাতেন) গিরিদ্বিজান্ (গোবর্দ্ধনপর্ব্বতং ব্রাহ্মণাংশ্চ) বলীন্ (পূজোপচারান্) উপহৃত্য (সমর্প্য) গবাং (গোভ্যঃ) যবসং (কোমলতৃণানি চ উপাহৃত্য) সম্যগাদৃতাঃ (সর্ব্বান্ প্রতি সম্যক্ সমাদরণশীলাশ্চ সন্তঃ) গোধনানি পুরস্কৃত্য (অগ্রতঃ কৃত্বা) গিরিং (গোবর্দ্ধনপর্ব্বতং) প্রদক্ষিণং চক্রুঃ॥ ৩২।৩৩

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবান্ যাহা বলিলেন, নন্দাদি গোপগণ তদনুসারেই গোবর্দ্ধন যাগের ব্যবস্থা করি-লেন। তাঁহারা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্ত্যয়নাদি করাইয়া ইন্দ্রযাগের জন্য সংগৃহীত উপকরণ দ্বারা গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ও ব্রাহ্মণগণকে পূজোপহার প্রদান করিলেন এবং গোগণকে যবস প্রদান পূর্ব্বক সকলকে যথাবিধি সমাদর করিয়া গোগণকে অগ্রে লইয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিলেন॥ ৩২।৩৩

শ্রীধরটীকা।—তদ্দ্রব্যেণ তেন মহেন্দ্রমখদ্রব্যেণ গিরিদ্বিজান্ প্রতি যথাযথম্॥ ৩২॥ বলীনুপহৃত্য দত্ত্বা। আদৃতাঃ সাদরাঃ॥ ৩৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অতএবাহ তথা চেত্যর্দ্ধকেন। তদ্বিশেষশ্চ শ্রীহরিবংশে। "আনন্দজননো ঘোষো

অনাংস্যনডুদ্‌যুক্তানি তে চারুহ্য স্বলঙ্কৃতাঃ । গোপ্যশ্চ কৃষ্ণবীর্য্যাণি গায়ন্তঃ সদ্বিজাশিষঃ ॥ ৩৪
কৃষ্ণস্ত্বন্যতমং রূপং গোপবিশ্রম্ভণং গতঃ । শৈলোঽস্মীতি ব্রুবন্ ভূরি বলিমাদদ্‌বৃহদ্বপুঃ ॥ ৩৫

মহামুদিতগোকুলঃ । তূর্য্যপ্রণাদঘোষশ্চ বৃষভাণাঞ্চ গর্জ্জিতৈঃ । হম্বারবৈশ্চ বৎসানাং গোপানাং হর্ষবর্দ্ধনঃ । দধ্নো হ্রদঃ সরাবর্ত্তঃ পয়ঃকুল্যা সমাকুল" ইত্যাদি । মধুসূদন ইতি পরমসামর্থ্যসূচনেন শক্রাত্তেবাং ভয়াভাবং বোধয়তি । শ্লেষেণ মধুপবৎ সারগ্রাহী মিষ্টরসস্য বিশেষেণ ভোক্তা চেতি । তস্য প্রিয়তমদাসবর্য্য মখপ্রবর্ত্তনং তত্র চ বক্ষ্যমাণ-তদ্বলিভোজনাদিকং যুজ্যত এবেতি ভাবঃ । বাচয়িত্বেত্যাদি সার্দ্ধদ্বয়কেন সকলযোবানুষ্ঠতে, ক্রমস্তু শ্রীকৃষ্ণোক্ত-বিধ্যনুসারেণৈব জ্ঞেয়ঃ । সাদৃতা ইতি কর্ত্তর্য্যার্ষম্ ॥ ৩২।৩৩

অন্বয়ঃ ।—স্বলঙ্কৃতাঃ ( বিচিত্রবসনভূষণাদিপরিশোভিতাঃ ) সদ্বিজাশিষঃ ( দ্বিজানামাশীর্ব্বচনসহিতাঃ ) তে চ ( নন্দাদয়ো গোপাঃ ) কৃষ্ণবীর্য্যাণি ( কৃষ্ণস্য বিবিধচেষ্টিতানি ) গায়ন্ত্যঃ ( গায়মানাঃ ) গোপ্যশ্চ ( যশোদাদ্যা গোপরমণ্যশ্চ ) অনডুদ্‌যুক্তানি ( বলীবর্দ্দযোজিতানি ) অনাংসি ( শকটানি ) আরুহ্য [ গিরিং প্রদক্ষিণং চক্রুরিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ । ] ॥ ৩৪

**মূলানুবাদ** ।—বসন ভূষণাদিতে সুশোভিত গোপ ও গোপীগণ কৃষ্ণগুণগান করিতে করিতে গো-শকটে আরোহণ করিয়া ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বচনে অভিনন্দিত হইয়া [ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিলেন ] । ৩৪

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী** ।—কথং চক্রুস্তত্রাহ অনাংসীতি । তদ্বিশেষশ্চোক্তো হরিবংশে । "ততো নীরা-জনার্থং বৈ বৃন্দশো গোকুলানি বৈ । পরিবক্রুর্গিরিবরং সবৃষাণি সমন্ততঃ । তা গাবঃ প্রক্রুতা হৃষ্টাঃ সাপীড়কনকাঙ্গদাঃ । সহস্রশাপীড়াশৃঙ্গাগ্রাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ । অনুজগ্মুশ্চ গোপালাঃ কালয়ন্তো ধনানি চ । ভক্তিচ্ছেদানুলিপ্তাঙ্গা রক্তপীতসিতাম্বরাঃ । ময়ূরচিত্রাঙ্গদিনো ভুজৈঃ প্রহরণাবৃতৈঃ । ময়ূরপত্রচিত্রৈশ্চ কেশবন্ধৈঃ সুযোজিতৈঃ । বভ্রাজুরধিকং গোপাঃ সমবায়ে তদাতু তে । অন্যে বৃষানারুহ্য তত্র ভান্তি স্ম পরে মুদা । গোপালাস্ত্বপরে গা বৈ জগৃহুর্বেগগামিন" ইতি । অত্র গোকুলানীতি গোকুলস্থা জনা ইত্যর্থঃ । সবৃষাণীতি তানি চ নিজনিজপ্রেষ্ঠৈঃ সহ বর্ত্তমানানীত্যর্থঃ । গোপাশ্চানাংস্যারুহ্য প্রদক্ষিণং চক্রুঃ চকারাভ্যামুভয়েষামপি প্রাধান্যেন পরিক্রমণে নির্ব্বিশেষ-মুক্তা শ্রীগোপীনাং কঞ্চিদ্বিশেষমাহ কৃষ্ণস্য বীর্য্যাণি শ্রীগোবর্দ্ধনযজ্ঞপ্রবর্ত্তনাদ্যানি গায়ন্ত্য ইতি । সদ্বিজাশিষ ইত্যনেন বিপ্রা অপি সস্ত্রীকাঃ প্রদক্ষিণং চক্রুরিতি সূচ্যতে ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ ।—কৃষ্ণস্তু ( অনন্তরূপেণানন্তলীলাবিলাসী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণশ্চ ) গোপবিশ্রম্ভণং ( গোপানাং বিশ্বাসজনকং ) অন্যতমং ( অনন্তরূপাণামন্যতমং ) রূপং গতঃ ( প্রকটিকৃতঃ সন্ ) শৈলোঽস্মীতি ( অহমেব গোবর্দ্ধন ইতি ) ব্রুবন্ বৃহদ্বপুঃ ( গোবর্দ্ধনপর্ব্বতোপরি দ্বিতীয়পর্ব্বতপ্রমাণদেহধারী সন্ ) ভূরি ( গোপৈঃ প্রদত্তমনল্পং ) বলিং ( ভোজ্যং ) আদৎ ( অভক্ষয়ৎ ) ॥ ৩৫

**মূলানুবাদ** ।—শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের বিশ্বাসোৎপাদনের জন্য অন্য একটি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন এবং "আমিই গোবর্দ্ধন" এই কথা বলিয়া সেই প্রকাণ্ড মূর্ত্তিতে গোপগণের প্রদত্ত প্রচুর ভোজ্যাদি গ্রহণ করিলেন ॥ ৩৫

**শ্রীধরটীকা** ।—অনডুদ্‌যুক্তানি উক্ষমানডুদ্ভির্যুক্তানি । সদ্বিজাশিষো দ্বিজাশীর্ভিঃ সহিতাঃ ॥ ৩৪ ॥ গোপ-বিশ্রম্ভণং গোপানাং বিশ্বাসজনকং রূপং গতঃ প্রাপ্তঃ সন্ বলিমুপহারম্ আদৎ অভক্ষৎ ॥ ৩৫

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী** ।—ইন্দ্রযাগাদপি স্বপ্রবর্ত্তিতযাগস্যাস্য পরমোত্তমত্বং দর্শয়ন্ তস্মিন্ বিশ্বাসং নিতরাং জনয়ন্ শ্রীগোবর্দ্ধনমিষেণ পৃথক্ স্বয়ং তন্মূর্ত্তিরাবির্ভূয় তদ্বলিস্বামিনং নিজদাসবর্য্যং তং গোপাংশ্চ সর্ব্বানানন্দয়ন্ বলিদানানন্তরমেব সাক্ষাত্তদ্বলিং বুভুজে ইত্যাহ কৃষ্ণস্ত্বিতি । তুশব্দঃ পূর্ব্বতো বিশেষে । অন্যতমমিতি বহূনাং প্রকর্ষেণ

তস্মৈ নমো ব্রজজনৈঃ সহ চক্রেঽত্মনাত্মনে। অহো পশ্যত শৈলোঽসৌ রূপী নোঽনুগ্রহং ব্যধাৎ॥৩৬
এষোঽবজানতো মর্ত্ত্যান্ কামরূপী বনৌকসঃ। হন্তি হ্যস্মৈ নমস্যামঃ শর্ম্মণে চাত্মনো গবাম্ ॥৩৭
ইত্যদ্রিগোদ্বিজমখং বাসুদেবপ্রচোদিতাঃ। যথা বিধায় তে গোপাঃ সহকৃষ্ণা ব্রজং যযুঃ ॥ ৩৮
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪

মদ্বিধানাৎ। অতস্তদা সর্ব্বকর্ম্মসমাধানার্থং সর্ব্বগোপগোষ্ঠিসন্তোষার্থমলক্ষিতং বহূনি রূপাণি আবিষ্কৃতানীতি লভ্যতে। তস্মিন্ প্রকর্ষশ্চ বৃহত্ত্বাপেক্ষয়েতি। রূপমাকারং,অতএব বৃহদ্বপুর্যস্য তম্। অতএব ভুরিং প্রচুরত্বরমপি বলিং তং সর্ব্বমেব অভুঙক্ত। এবং সর্ব্বগোকুলবাসিনাং তাদৃশপ্রেমেচ্ছাত্তস্য চ তথা লালসাতস্তথা ভোজনমিতি চ জ্ঞেয়ম্। তদুক্তং হরিবংশে—"তং গোপাঃ পর্ব্বতাকারং দিব্যস্রগনুলেপনং। গিরিমূর্দ্ধ্নি স্থিতং দৃষ্ট্বা কৃষ্টা জগ্মুঃ প্রধানত" ইতি ॥৩৫

অন্বয়ঃ।—অহো পশ্যত (হে ব্রজবাসিনঃ! যূয়ং পশ্যত) অসৌ শৈলঃ (গোবর্দ্ধনঃ) রূপী (প্রত্যক্ষরূপধরঃ সন্) নঃ (অস্মান্) অনুগ্রহং ব্যধাৎ (কৃতবান্।) এষঃ কামরূপী (সর্ব্ববিধরূপধারণসমর্থো গোবর্দ্ধনঃ) অবজানতঃ (অবজ্ঞাং কুর্ব্বতঃ) বনৌকসঃ (বনবাসিনঃ) মর্ত্ত্যান্ (জনান্) হন্তি হি (নাশয়ত্যেব) অতো [বয়ং] আত্মনঃ (স্বস্য) গবাং চ শর্ম্মণে (মঙ্গলায়) অস্মৈ (গোবর্দ্ধনায়) নমস্যামঃ (বন্দেমহি) [ইত্যুক্ত্বা] ব্রজজনৈঃ সহ (ব্রজবাসিনরনারী-সহিতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) আত্মনা (স্বয়মেব) আত্মনে (আত্মন এব মূর্ত্তিভেদরূপায়) তস্মৈ (গোবর্দ্ধনোপরিস্থিতবৃহদ্বপুষে) নমঃ চক্রে (প্রণামং কৃতবান্) ॥ ৩৬।৩৭

**মূলানুবাদ।**—কি আশ্চর্য্য! দেখ। দেখ। গোবর্দ্ধন প্রত্যক্ষভাবে আমাদের উপর অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। এই গোবর্দ্ধন সর্ব্ববিধ রূপই ধারণ করিতে পারেন। যাহারা ইহাকে অবজ্ঞা করে, ইনি তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন, অতএব আমরা নিজের ও গোগণের মঙ্গলার্থ ইহার চরণে প্রণাম করি। এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজবাসি নরনারীগণসহ, স্বয়ং নিজেরই দ্বিতীয় মূর্ত্তিকে প্রণাম করিলেন। ৩৬-৩৭

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—তস্মা ইত্যর্দ্ধকং কৃষ্ণং ইত্যনুবর্ত্ততে। ব্রজজনৈঃ সহেতি ব্রজজনানামপ্রাধান্যং ব্যচ্য কৃষ্ণস্য ভক্ত্যতিশয়ব্যঞ্জকত্বং ব্যঞ্জিতম্। চক্রেঽত্মনেতি আকারেঽপি পূর্ব্বরূপত্বমার্ষম্। আত্মনা স্বয়মেব। তত্র নানাজন-বচনম্ অহো ইতি সার্দ্ধকং রূপী। প্রত্যক্ষঃ সন্নিত্যর্থঃ। অনুগ্রহং ব্যধাৎ রূপীত্বেন সাক্ষাদ্বল্যাদানাদিনা চ। অভক্তাংশ্চ নিহন্তীত্যাহ এষ ইতি অবজানতঃ অবজ্ঞাং কুর্ব্বতঃ। সর্ব্বেষাং সাক্ষাত্তদবশেষবলেঃ স্বয়মেব ভক্ষণং দৃষ্টেতি ভাবঃ। যদ্বা যাগাকরণেনানাদরং কুর্ব্বত ইতি পুনঃ পুনস্তদবাগোঽভিপ্রেতঃ। মর্ত্ত্যান্ মরণধর্ম্মশীলান্ তত্রাপি বনৌকসঃ গৃহদ্বারাত্যাবরণশূন্যানিতি হননে সুকরত্বং দর্শিতম্। হে বনৌকস ইতি বা। চকারাদন্যবাদীনাং রোগোৎপাদনাদিনা পীড়য়তি চেতি। পাঠান্তরে হি যস্মাৎ হন্তি অতো বয়ং নমস্যামঃ বন্দেমহি, আত্মনো গবাঞ্চ শর্ম্মণে। যদ্বা আত্মনো যা গাবস্তাসামিতি গবাং শর্ম্মণৈব তেষাং জীবনসিদ্ধেঃ। অত্র পিত্রাদিষপি নমস্কারপ্রেরণেঽং তেন রূপেণাবতারান্তরেণৈব পূজ্যত্বাভাবাৎ ন বিরুদ্ধা। নারায়ণাদিষু তেষাং তথা ব্যবহারাৎ। এতদনন্তরং সাক্ষাত্তস্য বৃহন্মূর্ত্তেরাদেশশ্চ শ্রীহরিবংশে —"অদ্য প্রভৃতি চেজ্যোঽহং গোষু চেদস্তি বো দয়া। অহং বঃ প্রথমো দেবঃ সর্ব্বকামকরঃ শুভঃ। মমপ্রভাবাচ্চ গবা-মমৃতান্যেব ভক্ষথ। শিবশ্চ বো ভবিষ্যামি মদ্ভক্তানাং বনে বনে। রংস্যেঽহং সহ যুষ্মাভির্যথা দিবি গতস্তথা। যে চেমে প্রথিতা গোপা নন্দগোপপুরোগমাঃ। এষাং প্রীতঃ প্রযচ্ছামি গোপানাং বিপুলং ধনম্। পর্য্যাপ্নুবন্তু বিপ্রা মাং গাবো বৎসসমাকুলাঃ। এবং মম পরা প্রীতির্ভবিষ্যতি ন সংশয়" ইতি ॥ ৩৬,৩৭

অন্বয়ঃ।—ইতি (অনেন প্রকারেণ) বাসুদেবপ্রচোদিতাঃ (সর্ব্বান্তর্য্যামিণা শ্রীকৃষ্ণেন প্রেরিতাঃ) তে-(নন্দা-

দয়ঃ) গোপাঃ অদ্রিগোদ্বিজমখং (গোবর্দ্ধনগিরেঃ গবাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ প্রীতিকরং গোবর্দ্ধনযাগং) যথা (যথাবৎ) বিধায় (অনুষ্ঠায়) সহকৃষ্ণাঃ (শ্রীকৃষ্ণেন সহ মিলিতাঃ সন্তঃ) ব্রজং (নিজনিজবাসং) যযুঃ (গতবন্তঃ)॥ ৩৮

ইতি শ্রীধামশান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-কৃতে শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে দশমস্কন্ধস্য চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৪

**মূলানুবাদ।**—নন্দাদি গোপগণ এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপ্রেরণায় গোবর্দ্ধন পর্ব্বত, গোগণ ও ব্রাহ্মণগণের প্রীতিজনক গোবর্দ্ধন যাগের অনুষ্ঠান করিয়া কৃষ্ণের সহিত নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন॥ ৩৮

ইতি শ্রীধামশান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামি-কৃতে শ্রীমদ্ভাগবতমূলানুবাদে দশমস্কন্ধস্য চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ॥২৪

**শ্রীধরটীকা।**—তস্মৈ আত্মনে আত্মনা স্বয়ং ব্রজজনৈঃ সহ নমশ্চক্রে। অহো ইতি সার্দ্ধশ্লোকং পঠন্॥৩৬॥ কামরূপী সর্পাদিরূপঃ। তস্মৈ অদ্রয়ে। শর্ম্মণে ক্ষেমায়॥ ৩৭।৩৮

কর্ম্মৈবালং প্রাক্ স্বভাবো গুণো বা কর্ম্মাঙ্গং বা তস্য শো বা মহেশঃ।
বার্ত্তা কর্ত্রী দেবতেত্যীশমুক্তা দেবদ্বেষ্ণে যথা তী নন্দভীষ্টা॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৪

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—বাসুদেবেন সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রা প্রচোদিতা ইতি তেষাং তদুপদিষ্টবিধানতিক্রমঃ। তত্র সর্ব্বাত্মনা সুখসম্মতিবিশেষোঽপি দর্শিতঃ। যথা যথাবৎ। সহকৃষ্ণাঃ কৃষ্ণেন সহিতা ইতি প্রীতিবিশেষোদয়েন তৎ ত্যক্তুমশক্তাস্তেন মিলিত্বৈব গোবর্দ্ধনেশানকোণস্থশ্রীরাধাকুণ্ডাৎ কোশৈকোপরি স্থিতং ব্রজং যযুরিত্যর্থঃ। ইত্থং দেবতানিরাকরণকর্ম্মবাদাবতারণেন কর্ম্মণাং প্রাধান্যং স্থাপিতম্। তত্রচ সংস্কারবশেনৈব কর্ম্মপ্রবৃত্তিরিতি সংস্কারস্য কর্ম্মমূলত্বেন কর্ম্মনিষ্ঠৈবাভিপ্রেতা। অতোঽন্তর্যামিনা যথা প্রের্য্যতে তথানুষ্ঠীয়ত ইতি ন্যায়েন ঘটমানা কর্ম্মানাসক্তিরপি পরিহৃতা। তত্রচ সত্ত্বাদিগুণস্বভাবেন জীবিকাবশ্যং সিদ্ধ্যেদিতি তদর্থপ্রয়াসাভাবেন কদাচিৎ কর্ম্মণো লোপশ্চ নিরস্তঃ যোগক্ষেমকৃন্নিজোপজীব্যাবশ্যপূজোক্তেঃ। ইতি সর্ব্বথা কর্ম্মণাং প্রাধান্যমেব দৃঢ়ীকৃতং তচ্চ সর্ব্বশেষকর্ম্মপ্রধাননিজভক্তিপরত্বার্থমেব। ভক্তিপরতায়াশ্চ মুখ্যলক্ষণং তদ্ভক্তার্চ্চনমিতি হরিদাসশ্রীগোবর্দ্ধনপূজনমিতি সিদ্ধান্তঃ। তত্র নিগূঢ়শ্চায়ং শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়ঃ। যোঽহং পূর্ণপরমেশ্বরঃ স এব তেষাং পুত্রাদিরূপঃ তস্মাৎ কোনাম্যৈবামীশ্বরঃ কা বা দেবতা অন্যা, প্রবর্ত্তকস্তু তৎপ্রেমময়ঃ স্বভাব এব স্যাৎ। যদি চ নরলীলয়া দেবতাস্বীকারস্তদা সন্নিকটসম্বন্ধিন্য এব যুজ্যেরন্ তথাপি নরলীলারক্ষার্থং ন তত্ত্বাগস্যিতুমুৎসহে, তস্মান্নিরীশ্বরমীমাংসাসাংখ্যবাদোপদেশেনৈব তত্ত্বদ্বোধয়িত্বা তথা প্রবর্ত্তয়ামীতি। এবমত্রাপি সর্ব্বদোহম্॥ ৩৮

ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাং দশমটিপ্পন্যাং চতুর্ব্বিংশঃ॥ ২৪

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—ব্রজরাজনন্দন বয়সে বালক হইলেও নন্দ উপনন্দ প্রভৃতি বয়োবৃদ্ধ এবং জ্ঞানবৃদ্ধ গোপগণ তাঁহার কথায় যুক্তিযুক্ত প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বালকের কথা শুনিতে লাগিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন যে সত্য সত্যই আমরা গো, ব্রাহ্মণ এবং গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের পূজা না করিয়া বড়ই অন্যায় কার্য্য করিয়াছি। গো ব্রাহ্মণ এবং গোবর্দ্ধন পর্ব্বতই আমাদের প্রত্যক্ষ দেবতা এবং প্রধান উপজীব্য; ইহাদের পূজা না করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের পূজা করায় আমাদের ব্যর্থপ্রয়াস এবং পণ্ডশ্রম ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় নাই। এই বালক নারায়ণতুল্য গুণশালী, সেজন্য নারায়ণ কৃপা করিয়া এই বালককে দিয়াই আমাদের ভ্রম দূর করিয়া দিলেন এবং প্রকৃত কর্ত্তব্যের পথ দেখাইলেন। শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া নন্দাদি গোপগণের এইভাবে কর্ত্তব্য-

বুদ্ধির পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল এবং সকলেই ইন্দ্রযাগের পরিবর্ত্তে গোবর্দ্ধন যাগের অনুষ্ঠান করিবেন বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

ব্রজরাজনন্দন তাঁহার প্রকট-লীলাবিগ্রহে বালক হইলেও তিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডপালক এবং সর্ব্বনিয়ন্তা। তিনি সকলেরই হৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যাহাকে দিয়া যাহা করান, সে তাহাই করিতে বাধ্য হয়, সুতরাং তাঁহার পক্ষে নন্দাদি গোপগণের ইন্দ্রযাগের সঙ্কল্প পরিবর্ত্তন করিয়া গোবর্দ্ধন যাগের সঙ্কল্প প্রকাশ করা দিয়াই কঠিন নহে। তিনি কালাত্ম অর্থাৎ কালেরও নিয়ন্তা; যে কালে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান প্রয়োজন হয় তাহা তাঁহারই ইচ্ছায় এবং প্রেরণায় সংঘটিত হইয়া থাকে। যে সময়ে ইন্দ্রযাগের অনুষ্ঠান করাই ব্রজবাসি গোপগণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ছিল, তখন তাঁহার ইচ্ছায় তাহাই সংঘটিত হইয়াছে। সম্প্রতি মহাগর্ব্বস্ফীত দেবরাজের গর্ব্ব খণ্ডন করিয়া ভক্তচূড়ামণি গোবর্দ্ধন গিরির আরাধনা করাই ব্রজবাসি গোপগণের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং পরবর্ত্তী কালেও ইহাই জগতের কল্যাণকর বলিয়া কালনিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণ তাহাই প্রবর্ত্তন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ভুবনমনোহর মূর্ত্তি এবং সর্ব্বচিত্তাকর্ষক স্বভাব বশতঃই সকলে তাঁহার অনুগত এবং মতানুবর্ত্তী হইয়া যায়; কাজেই নন্দাদি গোপগণ কেহই তাঁহার কথার কোন প্রকার প্রতিবাদ না করিয়া তাঁহার মতানুবর্ত্তী হইয়া গেলেন এবং ইন্দ্রযাগের পরিবর্ত্তে গোবর্দ্ধন যাগের অনুষ্ঠান করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এ বিষয়ে হরিবংশে বর্ণিত আছে—

দামোদরবচঃ শ্রুত্বা হৃষ্টাস্তে গোষু জীবিনঃ। তদ্বাগমৃতমানাম্ব প্রত্যূচুরবিশঙ্কয়া॥

তবৈষা বাল মহতী গোপানাং চিত্তবর্দ্ধিনী। প্রীণয়ত্যেব নঃ সর্ব্বান্ বুদ্ধির্বৃদ্ধিকরী গবাম্॥

ত্বং গতিস্ত্বং রতিশ্চৈব ত্বং বেত্তা ত্বং পরায়ণং। ভয়েষ্বভয়দস্ত্বং নস্ত্বমেব সুহৃদাং সুহৃৎ॥

ত্বৎকৃতে কৃষ্ণ ঘোষোঽয়ং ক্ষেমী মুদিতগোকুলঃ। কৃৎস্নো বসতি শান্তারির্যথা স্বর্গং গতস্তথা॥ (শ্রীহরিবংশঃ)

শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া ব্রজবাসি গোপগণ পরম হৃষ্ট হইলেন। তাঁহার বাক্যামৃত পান করিয়া যেন তাহাদের সর্ব্ববিধ ভয় দূর হইয়া গেল, তখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন—হে বালক। তোমার এই মহতী বুদ্ধি গোপগণের হিতকারিণী এবং গোগণের বৃদ্ধিকারিণী। তোমার এই বুদ্ধি আমাদের সকলেরই মহাপ্রীতিবর্দ্ধন করিতেছে। তুমিই আমাদের একমাত্র গতি, ব্রজবাসিগণের একমাত্র তোমাতেই রতি, তুমিই আমাদের হিতাহিত বেত্তা, তুমিই আমাদের ভয়কালে অভয় দাতা এবং তুমিই আমাদের পরমসুহৃৎ। একমাত্র তোমার জন্যই ব্রজভূমি সর্ব্ববিধ মঙ্গলের আস্পদ হইয়াছে এবং গোপগণ পরমানন্দে বর্দ্ধিত হইতেছে। তোমার জন্যই ব্রজবাসিগণের সমস্ত শত্রুবিনাশ হইয়াছে এবং সকলেই পরমানন্দে স্বর্গবাসের ন্যায় ব্রজে বাস করিতেছে।

গোপরাজ নন্দ এবং ব্রজবাসি গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন এবং সকলেই শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশ মত গোবর্দ্ধন যাগের আয়োজনে রত হইলেন। তাঁহারা ইন্দ্রযাগ না করিয়া বালকের কথায় গোবর্দ্ধন যাগের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু ইন্দ্র কুপিত হইবেন বলিয়া তাঁহাদের মনে কোন প্রকার ভীতির সঞ্চার হইল না। তাঁহাদের সকলেরই মনে হইল যে—এই বালক নারায়ণতুল্য গুণশালী এবং শক্তিমান, কাজেই এই বালকের কথা মত কার্য্য করিলে আমাদের কোন প্রকার অনিষ্ট হইবে না। গোপগণ তখন পরমানন্দে নবীন উৎসাহে গোবর্দ্ধন যাগের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

যত্ত্বয়াভিহিতং বাক্যং গিরিযজ্ঞং প্রতি প্রভো। কস্তল্লঙ্ঘয়িতুং শক্তো বেলামিব মহোদধিঃ॥

স্থিতঃ শক্রমহস্তাত শ্রীমান্ গিরিমহস্ত্বয়ম্। ত্বৎপ্রণীতোঽস্তু গোপানাং গবাং হেতোঃ প্রবর্ত্ত্যতাম্॥

ভোজনান্যুপকল্প্যন্তাং পয়সঃ পেশলানি চ। কুম্ভাশ্চ বিনিবেশ্যন্তামুদপানেষু শোভনাঃ॥

পূর্য্যন্তাং পয়সা নদ্যো দ্রোণ্যশ্চ বিপুলায়তাঃ। ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ পেয়ঞ্চ তৎসর্ব্বমুপনীয়তাম্॥ (শ্রীহরিবংশঃ)

শ্রীহরিবংশে বর্ণিত আছে যে—শ্রীকৃষ্ণ যখন নানাবিধ যুক্তি তর্ক উত্থাপন করিয়া গোবর্দ্ধন যাগের কর্ত্তব্যতা স্থাপন করিলেন, তখন ব্রজরাজ নন্দ এবং ব্রজবাসি গোপগণ তাঁহাকে সাদর ও সস্নেহবচনে বলিতে লাগিলেন—হে কৃষ্ণ। তুমি গোবর্দ্ধনযাগ সম্বন্ধে যাহা বলিলে তাহা আমরা সকলেই কর্ত্তব্যরূপে গ্রহণ করিলাম। সমুদ্র যেমন তাহার বেলাভূমি অতিক্রম করিতে পারে না, সেইরূপ তুমি আমাদের পুত্র ও বালক হইলেও আমরা তোমার এই যুক্তিপূর্ণ কর্ত্তব্যোপদেশবাক্য অবহেলা করিতে পারিব না। আজ হইতে ব্রজে চির প্রচলিত ইন্দ্রযাগ স্থগিত হইল এবং তোমার প্রবর্ত্তিত গো-গোপগণের পরম কল্যাণকর গোবর্দ্ধন যাগানুষ্ঠান আরম্ভ হইল। আজ হইতে স্থানে স্থানে সুশীতল পানীয়পূর্ণ কুম্ভ স্থাপন করা হউক। দধি দুগ্ধাদি দ্বারা নদী ও গর্ত্তাকৃতি স্থান পরিপূর্ণ করা হউক ও নানাবিধ ভক্ষ্যভোজ্য সম্ভারে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের তটদেশ পরিপূর্ণ করা হউক।

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের কথায় সমস্ত ব্রজবাসি গোপগণ একমত হইলেন ও পরমানন্দে সকলে মিলিয়া গোবর্দ্ধন যাগের আয়োজন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-প্রবর্ত্তিত নবযাগের আয়োজনে গোপগণ যেন এক অভিনব আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন এবং সকলেই নবীন উৎসাহে নানাবিধ যাগসম্ভার সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ব্রজের গো, গোপ, গোপী, গোপবালক প্রভৃতি সকলেই যেন কি এক অভিনব পরমানন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন, সমস্ত ব্রজে যেন এক অভিনব পরমানন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। ব্রজের গোপ গোপীর মুখে আর গোবর্দ্ধন যাগের কথা ছাড়া কোন কথাই নাই এবং কাহারও গোবর্দ্ধন যাগের আয়োজন ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যও নাই, সকলেই যেন নবপ্রবর্ত্তিত গোবর্দ্ধন যাগের আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িল।

আনন্দজননো ঘোষো মহান্ মুদিতগোকুলঃ। তূর্য্যপ্রণাদঘোষশ্চ বৃষভাণাঞ্চ গর্জ্জিতৈঃ॥
হম্বারবশ্চ বৎসানাং গোপানাং হর্ষবর্দ্ধনঃ। দধ্যোহ্রদঃ সারাবর্ত্তঃ পয়ঃকুল্যা সমাকুলঃ॥ ( শ্রীহরিবংশঃ )

শ্রীহরিবংশে বর্ণিত আছে যে—ব্রজে যখন গোবর্দ্ধন যাগের আয়োজন আরম্ভ হইল, তখন চতুর্দ্দিকে আনন্দ কোলাহল হইতে লাগিল এবং ব্রজবাসি গোপগণ, ও গো সমূহ পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া গেল। তূর্য্যধ্বনি এবং গোবৃষগণের হুঙ্কার, বৎসগণের হম্বারবে দশ দিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল ও ব্রজবাসিগণ তাহাতে আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। তাহার পর ব্রজের গোপগণ, ঘৃতাবর্ত্ত সম্বলিত দধিহ্রদ, দুগ্ধকুল্যা প্রভৃতি দ্বারা গোবর্দ্ধন-তট সুশোভিত করিয়া পরমানন্দে গোবর্দ্ধন যাগ আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে মহাসমারোহে গোবর্দ্ধন যাগের আয়োজন সম্পন্ন হইলে কার্ত্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদে গোপ-পুরোহিত ভাগুরি এবং অন্যান্য বহুতর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও আত্মীয় স্বজনাদি সমভিব্যাহারে ব্রজরাজ নন্দ এবং ব্রজবাসি গোপগণ প্রত্যূষে গোবর্দ্ধন গিরিতটে উপস্থিত হইলেন ও যথাবিধি স্বস্ত্যয়নাদি বাচন করিয়া গোবর্দ্ধন যাগারম্ভ করিলেন। গর্গসংহিতাগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে—গোবর্দ্ধন যাগের সময় নন্দাদি ব্রজবাসি গোপগণ ত পরমানন্দে গোবর্দ্ধন তটে উপস্থিত হইয়াছিলেনই, তাহা ছাড়াও কত কত রাজর্ষি ব্রহ্মর্ষি এমন কি সাক্ষাৎ শঙ্কর পর্য্যন্ত গোবর্দ্ধন তটে উপস্থিত হইয়াছিলেন—

শ্রুত্বা বচো নন্দসুতস্য সাক্ষাৎ শ্রীনন্দসন্নন্দবরা ব্রজেশাঃ। সুবিস্মিতাঃ পূর্ব্বকৃতং বিহায় প্রচক্রিরে শ্রীগিরিরাজ পূজাম্॥ নীত্বা বলীন্ মৈথিলনন্দরাজঃ সুতৌ সমানীয় চ রামকৃষ্ণৌ। যশোদয়া শ্রীগিরিপূজনার্থং সমুৎসুকো গর্গযুতঃ প্রপন্নঃ॥ স্বয়ং সমারুহ্য মহোন্নতং গজং বিচিত্রবর্ণং ধৃতহেমশৃঙ্খলং। গোবর্দ্ধনান্তং প্রথমৌ গবাং গণেঃ, শরদ্ঘনৈঃ শক্র ইব প্রিয়াবৃতঃ॥ নন্দোপনন্দা বৃষভানবশ্চ পুত্রৈশ্চ পৌত্রৈশ্চ সহাঙ্গনাভিঃ। সমাযযুঃ শ্রীগিরিরাজপার্শ্বং সর্ব্বং সমানীয় চ যজ্ঞভারম্॥ গোপাশ্চ বৃদ্ধাঃ শিশবো যুবানঃ পীতাম্বরোষ্ণীষকবর্হমণ্ডিতাঃ। শ্রীহারগুঞ্জাবনমালিকাভিঃ রেজুঃ সমেতা নবযষ্টিধেনুভিঃ॥ শ্রুত্বোৎসবং শৈলবরস্য সম্মথাৎ গঙ্গাধরো বদ্ধকপর্দ্দ

মণ্ডলঃ। কপালভৃন্নস্থিজভস্মরুষিতঃ সর্পালিমালবলয়ৈঃ সুশোভিতঃ॥ ধুস্তুরভৃঙ্গাবিষপানবিহ্বলঃ হিমাদ্রিপুত্রীসহিতো গণাবৃতঃ॥ আরুহ্য নন্দীশ্বরমাদিবাহনং সমাযযৌ শ্রীগিরিরাজমণ্ডলম্। রাজর্ষিবিপ্রর্ষিসুরর্ষয়শ্চ সিদ্ধেশযোগেশ্বরহংসমুখ্যাঃ॥ আজগ্মুরারাদ্ গিরিদর্শনার্থং সহস্রশো বিপ্রগণাঃ সমেতাঃ॥ (শ্রীগর্গসংহিতা)

শ্রীগর্গ সংহিতায় বর্ণিত আছে যে মিথিলাপতি বহুলাশ্ব, দেবর্ষি নারদের নিকট গোবর্দ্ধন যাগ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি নন্দাদি গোপগণের ইন্দ্রযাগের আয়োজন এবং তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন যাগের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে নানাবিধ যুক্তি তর্ক প্রদর্শন বর্ণনা করিয়া পরিশেষে বলিলেন, হে মিথিলেশ্বর। গোপরাজ নন্দ ও সন্নন্দ প্রভৃতি ব্রজের বিজ্ঞ গোপগণ নন্দনন্দনের যুক্তিপূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং নানাবিধ উপকরণ সংগ্রহ করিয়া গোবর্দ্ধনযাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গোপরাজ নন্দ, কৃষ্ণ ও বলরামসহ মহর্ষি গর্গাচার্য্যকে সঙ্গে করিয়া স্বর্ণশৃঙ্খলসমন্বিত মহোচ্চ গজে আরোহণ করিয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বতাভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য ধেনুপাল এবং উপনন্দাদি ভ্রাতৃবৃন্দ ও বৃষভানু চন্দ্রভানু প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ নানাবিধ যজ্ঞসম্ভার এবং পুত্র কলত্রাদিসহ গোবর্দ্ধনতটে উপস্থিত হইলেন। বালক, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ প্রভৃতি সমস্ত ব্রজবাসি গোপগণ পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া পীতাম্বর, ময়ূরপুচ্ছ শোভিত উষ্ণীষ, হার, গুঞ্জমালা বনমালা প্রভৃতিতে সুশোভিত হইয়া নব যষ্টি ও বেণু করে করিয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বত নিকটে উপস্থিত হইলেন। গোবর্দ্ধনযাগ মহোৎসবে ব্রজবাসিগণের আনন্দের কথা আর কি বলিব। কৈলাসপতি গঙ্গাধরও আমার (নারদের) মুখে এই নবযাগের কথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দে জটাজুট বন্ধন ও নরকপাল এবং অস্থিমালা ধারণপূর্ব্বক ভস্মলিপ্ত ও ভুজঙ্গমালা সুশোভিত কলেবরে ধুস্তুর, ভাঙ্গ ও বিষ পানে মত্ত হইয়া বামভাগে পর্ব্বতরাজনন্দিনীকে লইয়া নন্দীবৃষভে আরোহণ করিয়া প্রমথগণ সহ গোবর্দ্ধন মণ্ডলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহা ব্যতীত অগণ্য রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, সিদ্ধেশ্বর, যোগেশ্বর, হংস, ও পরমহংসগণ, গোবর্দ্ধনযাগের সংবাদ জানিয়া পরমানন্দে গোবর্দ্ধন নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কার্ত্তিক মাসের শুক্লাপ্রতিপদে যথাসময়ে গোবর্দ্ধনতটে শ্রীকৃষ্ণপ্রবর্ত্তিত গোবর্দ্ধনযাগের শুভারম্ভ হইল। শত শত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ মিলিত হইয়া কেহ বা সামগান, কেহ বা পুরুষসূক্তাদি স্তুতিপাঠ, কেহ বা যথাবিধি অগ্নি স্থাপন করিয়া তাহাতে আহুতি প্রদান, কেহ বা হোমকুণ্ডে চরুস্থালী স্থাপন করিয়া চরুপাক, কেহ বা নানাবিধ বিহিত কর্ম্মের আয়োজন এবং কেহ বা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। যজ্ঞস্থলে রাশি রাশি অন্ন, ব্যঞ্জন, পিষ্টক, অপূপ, খণ্ডলড্ডুক বটক, প্রভৃতির স্তূপ, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত পায়সাদির কুল্যা এবং দানার্থ ধান্যপর্ব্বত তিলপর্ব্বত প্রভৃতি শোভা পাইতে লাগিল। ব্রজবাসিগণ আহ্লাদে আত্মহারা হইয়া কেহ বা যজ্ঞদর্শন, কেহ বা অতিথি সম্মাননা, কেহ বা সমাগত জনের অভ্যর্থনা এবং কেহ বা বিবিধকার্য্যের পর্য্যবেক্ষণাদি করিতে লাগিলেন। এইভাবে মহাসমারোহে নবীন উদ্যমে শ্রীকৃষ্ণ-প্রবর্ত্তিত গোবর্দ্ধনযাগের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল।

সংপ্রাবর্ত্তত যজ্ঞোহস্য গিরির্গোভিঃ সমাকুলঃ। তুষ্টগোপজনাকীর্ণো গোপনারীমনোহরঃ॥
ভক্ষ্যাণাং রাশয়স্তত্র শতশশ্চোপকল্পিতাঃ। গন্ধমাল্যৈশ্চ বিবিধৈর্ধূপৈরুচ্চাবচৈস্তথা॥
অথাধিশৃতপর্য্যন্তে সম্প্রাপ্তে যজ্ঞসন্নিধৌ। যজ্ঞং গিরেস্তিথৌ সৌম্যে চক্রুর্গোপা দ্বিজৈঃ সহ॥ (শ্রীহরিবংশ)

শ্রীহরিবংশে বর্ণিত আছে যে, পরম সমারোহে গোবর্দ্ধনযাগ প্রবর্ত্তিত হইলে, যজ্ঞস্থল অসংখ্য ধেনুপাল, পরমানন্দমত্ত গোপগণ এবং অসংখ্য গোপরমণীগণের সমাগমে আনন্দমুখরিত এবং পরম শোভাময় হইয়া উঠিল। যজ্ঞস্থলে শত শত ভক্ষ্যদ্রব্যের স্তূপ নৈবেদ্যরূপে স্থাপিত হইল এবং পূজার্থ রাশি রাশি গন্ধমাল্য পুষ্প ও ধূপ দীপাদি সমানীত হইল এবং হোমকুণ্ডে চরুস্থালী স্থাপিত হইল। এইরূপে গোপগণ কার্ত্তিক মাসের শুক্লাপ্রতিপদ তিথিতে ব্রাহ্মণগণ সহ গোবর্দ্ধনযাগের অনুষ্ঠান করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রবর্ত্তিত এই নবযাগের বিধি, শ্রীকৃষ্ণই নন্দাদি গোপগণকে উপদেশ করিয়াছিলেন এবং তদনুসারেই এই যাগের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণপ্রোক্ত গোবর্দ্ধনযাগবিধি শ্রীগর্গসংহিতায় বর্ণিত আছে—

আলিপ্য গোময়েনাপি গিরিরাজভুবং শুভঃ। ধৃত্বাথ সর্ব্বসম্ভারং ভক্তিযুক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
সহস্রশীর্ষা মন্ত্রেণাত্রৈব স্নানঞ্চ কারয়েৎ। গঙ্গাজলেন যমুনাজলেনাপি দ্বিজৈঃ সহ॥
শুক্লগোদুগ্ধধারাভিস্তথা পঞ্চামৃতৈর্গিরিং। স্নাপয়িত্বা গন্ধপুষ্পৈঃ পুনঃ কৃষ্ণাজলেন বৈ॥
বস্ত্রং দিব্যঞ্চ নৈবেদ্যমাসনং সর্ব্বতোঽধিকং। নানালঙ্কারনিচয়ং দত্ত্বা দীপাবলীং পরাম্॥
ততঃ প্রদক্ষিণং কুর্য্যাৎ নমস্কুর্য্যাৎ ততঃ পরং। কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা ইদমেবমুদীরয়েৎ॥
নমো বৃন্দাবনাঙ্কায় নমো গোলোকমৌলিনে। পূর্ণব্রহ্মাতপত্রায় নমো গোবর্দ্ধনায় চ॥
পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ কুর্য্যাৎ নীরাজনমতঃ পরং। ঘণ্টাকাংস্য-মৃদঙ্গাদ্যৈর্বাদিত্রৈর্দুন্দুভিস্বনৈঃ॥
বেদাহমেতং মন্ত্রেণ বর্ষং লাজৈঃ সমাচরেৎ। তৎসমীপে চান্নকূটং কুর্য্যাচ্ছ্রদ্ধানমন্বিতঃ॥
কচোলানাং চতুঃষষ্টিপঙ্কপঙ্‌ক্তিসমন্বিতং। তুলসীদলমিশ্রৈশ্চ শ্রীগঙ্গাযমুনাজলৈঃ॥
ষট্‌পঞ্চাশত্তমৈর্ভোগৈঃ কুর্য্যাৎ সেবাং সমাহিতঃ। ততোঽগ্নীন্ ব্রাহ্মণান্ পূজ্য গাঃ সুরান্ গন্ধপুষ্পকৈঃ॥
ভোজয়িত্বা দ্বিজবরান্ সৌগন্ধ্যৈর্মিষ্টভোজনৈঃ। অন্যেভ্যশ্চাশ্বপাকেভ্যো দত্ত্বাদ্ ভোজনমুত্তমম্॥
গোপীগোপালবৃন্দৈশ্চ গবাং নৃত্যঞ্চ কারয়েৎ। মঙ্গলৈর্জয়শব্দৈশ্চ কুর্য্যাদ্ গোবর্দ্ধনোৎসবম্॥ (শ্রীগর্গসংহিতা)

প্রথমতঃ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের তটভূমি গোময় দ্বারা লেপন করিবে, তদনন্তর সেখানে সর্ব্ববিধ যজ্ঞসম্ভার স্থাপন করিবে, ভক্তিযুক্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া "সহস্রশীর্ষা" মন্ত্রে গঙ্গা ও যমুনার জল দ্বারা গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে স্নান করাইবে, তাহার পর শুক্লগোদুগ্ধধারা ও পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া গন্ধপুষ্প প্রদান ও পুনঃ যমুনাজলে স্নান করাইবে। তদনন্তর দিব্যবস্ত্র, নৈবেদ্য, সর্ব্বোত্তম আসন, মালা ও অলঙ্কার প্রদান করিয়া উত্তম দীপাবলী প্রদান করিবে। অতঃপর প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া করযোড়ে—"হে গোবর্দ্ধন। তুমি পূর্ণব্রহ্মের ছত্র ও গোলোকের মুকুটস্বরূপ, বৃন্দাবন তোমার ক্রোড়ে অবস্থিত, তোমাকে নমস্কার" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। অনন্তর পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া নীরাজন করিবে এবং ঘণ্টা কাংস্য ও মৃদঙ্গাদি বাদ্যধ্বনি সহকারে "বেদাহমেতং" প্রভৃতি মন্ত্র পাঠ করিয়া লাজ (খৈ) বর্ষণ করিবে। অতঃপর শ্রদ্ধাসহকারে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত-সমীপে পঙ্কপঙ্‌ক্তি সমন্বিত অন্নকূট (অন্নের স্তূপ) স্থাপন করিবে, চতুঃষষ্টি পাত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে তুলসীদল এবং গঙ্গা ও যমুনার জল পূর্ণ করিবে। ষট্‌পঞ্চাশৎ প্রকার উত্তম ভোগ দ্বারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেবা করিবে। অনন্তর গন্ধপুষ্প দ্বারা অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গো এবং দেবতাগণের পূজা করিয়া সুগন্ধি সুমিষ্ট খাদ্যদ্রব্য দ্বারা ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে। এতদ্ভিন্ন সমাগত চণ্ডালাদি পর্য্যন্ত সকলকেই উত্তমরূপে ভোজন করাইবে। তদনন্তর গোপী ও গোপবালকগণ দ্বারা গোগণের নৃত্য করাইবে ও মঙ্গল ধ্বনি এবং জয় শব্দ উচ্চারণ করিয়া গোবর্দ্ধন মহোৎসব সমাপন করিবে।

শ্রীগর্গসংহিতায় গোবর্দ্ধন যাগের যে বিধি দেখা যায়, তাহাতে মনে হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র ব্রজবাসিগণের জন্যই গোবর্দ্ধন যাগ প্রবর্ত্তন করেন নাই। তিনি জগৎবাসি সকলকেই আদেশ করিয়াছেন যে কার্ত্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদে সকলেই যেন ভক্তশ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধনগিরির অর্চ্চনা করে এবং তাহাতে সকলেরই পরম কল্যাণ হইবে। যাহাদের গোবর্দ্ধনতটে গিয়া গোবর্দ্ধন পূজা করা সম্ভবপর নহে, তাহাদের গোবর্দ্ধন পূজাবিধি সম্বন্ধে শ্রীগর্গসংহিতায় বর্ণিত আছে যে—

যত্র গোবর্দ্ধনাভাবাত্তত্র পূজাবিধিং শৃণু। গোময়ৈর্বর্দ্ধনং কুর্য্যাৎ তদাকারং পরোন্নতম্॥ পুষ্পবৃক্ষৈর্লতাজালৈ-বীথিকাভিঃ সমন্বিতঃ। পূজনীয়ঃ সদা মর্ত্ত্যৈর্গিরির্গোবর্দ্ধনো ভুবি॥ শিলাসমানং পুরটং শিল্পিমন্ত্রৌ তচ্ছিলাং নয়েৎ।

গৃহ্ণীয়াদ্যো বিনা স্বর্ণৈঃ স মহারৌরবং ব্রজেৎ॥ শালগ্রামস্য দেবস্য সেবনং কারয়েৎ সদা। পাতকং ন স্পৃশেত্তং বৈ পদ্মপত্রং যথা জলং॥ গিরিরাজশিলাসেবাং যঃ করোতি দ্বিজোত্তমঃ। সপ্তদ্বীপমহাতীর্থং বিগাহ্য ফলমেতি সঃ॥ গিরিরাজমহাপূজাং বর্ষে বর্ষে করোতি যঃ। ইহ সর্ব্বসুখং ভুক্ত্বামুত্র মুক্তিং প্রযাতি সঃ॥ (শ্রীগর্গসংহিতা)

শ্রীগর্গ সংহিতায় বর্ণিত আছে যে—শ্রীকৃষ্ণ, নন্দ প্রভৃতি গোপগণকে নবপ্রবর্ত্তিত গোবর্দ্ধন যাগের বিধি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া পরিশেষে বলিলেন, যেখানে গোবর্দ্ধন নাই, অর্থাৎ যাহাদের পক্ষে গোবর্দ্ধন পর্ব্বততটে আসিয়া গোবর্দ্ধন পূজা করা সম্ভব নহে, তাহাদের পূজাবিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। যেখানে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত নাই, সেখানে গোময় দ্বারা গোবর্দ্ধন গিরির আকৃতি নির্ম্মাণ করিতে হয় এবং নানাবিধ পুষ্পলতা ও তৃণাদি দ্বারা মহা সুশোভিত করিতে হয়। পরে যথোক্তবিধানে তাহার অর্চ্চনা করিতে হয়। জগতে সকলের পক্ষেই গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের পূজা করা পরম হিতকর। গোবর্দ্ধনের কোনও শিলাখণ্ডের সম পরিমাণ স্বর্ণখণ্ড গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে রাখিয়া সেখান হইতে শিলাখণ্ড আনয়ন করিয়া তাহার অর্চ্চনা করা যাইতে পারে। কিন্তু যদি কেহ শিলাখণ্ডের সমপরিমাণ স্বর্ণখণ্ড গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে না রাখিয়া গোবর্দ্ধনের শিলাখণ্ড গ্রহণ করে, তাহার মহারৌরব-নরকে গমন করিতে হয়। জগতে যে ব্যক্তি শালগ্রাম শিলার অর্চ্চনা করে, সে পদ্মপত্রের জলের ন্যায় কোন পাপেই লিপ্ত হয় না, কিন্তু যে মহাভাগ্যবান্ ব্যক্তি গোবর্দ্ধন শিলার অর্চ্চনা করে, তাহার সপ্তদ্বীপা পৃথিবীস্থিত সর্ব্বতীর্থাবগাহনের ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি প্রতিবৎসর গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের মহাপূজা করে, সে ইহলোকে সর্ব্ব সুখ ভোগ করে এবং দেহান্তে সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসে গোবর্দ্ধন পূজাসম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে—

শ্রীকৃষ্ণদাসবর্য্যোঽয়ং শ্রীগোবর্দ্ধনভূধরঃ। শুক্লপ্রতিপদি প্রতি কার্ত্তিকেঽর্চ্চ্যোঽত্র বৈষ্ণবৈঃ॥ (শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ)

শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বত শ্রীকৃষ্ণদাস বর্য্য, সুতরাং বৈষ্ণব মাত্রেরই কার্ত্তিক মাসের শুক্ল প্রতিপদে যথাবিধি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের অর্চ্চনা করা উচিত।

শ্রীগোবর্দ্ধনগিরি পূজনের বিধি সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে যে—

মথুরায়াস্তথান্যত্র কৃত্বা গোবর্দ্ধনং গিরিং। গোময়েন মহাস্থূলং তত্র পূজ্যো গিরির্যথা॥

মথুরায়াং তথা সাক্ষাৎ কৃত্বা চৈব প্রদক্ষিণং। বৈষ্ণবং ধাম সংপ্রাপ্য মোদতে হরিসন্নিধৌ॥ (পদ্মপুরাণম্)

মথুরামণ্ডল ব্যতীত অন্যস্থানে গোবর্দ্ধন পূজা করিতে হইলে গোময় দ্বারা মহাস্থূল গোবর্দ্ধন পর্ব্বত নির্ম্মাণ করিয়া যথাবিধি অর্চ্চনা করিতে হয়। যাঁহারা মথুরামণ্ডলে বাস করেন, তাঁহারা গোবর্দ্ধন তটে আসিয়া পূজন করিবেন এবং সাক্ষাৎ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিবেন। গোবর্দ্ধনের পূজা ও প্রদক্ষিণ করিলে বিষ্ণুলোকে গতি এবং তাঁহার নিকটে বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে যে—শ্রীপাদ শঙ্করানন্দ সরস্বতী নামক একজন বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী শ্রীবৃন্দাবন হইতে একখণ্ড গোবর্দ্ধন শিলা ও একগাছি গুঞ্জমালা লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাহা পুরীধামে গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু পরমাদরে গুঞ্জমালা গলায় ধারণ করিতেন এবং প্রেমাবেশে গোবর্দ্ধন শিলা লইয়া নানাবিধ প্রেমব্যবহার করিতেন এবং পরিশেষে সেই শিলা শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে দিয়াছিলেন—

দুই অপূর্ব্ব বস্তু পাইয়া প্রভু তুষ্ট হইলা। স্মরণের মালা কালে গলে পড়ে গুঞ্জমালা॥

গোবর্দ্ধনের শিলা প্রভু হৃদয়ে নেত্রে ধরে॥ কভু নাসায় ঘ্রাণ লয় কভু ধরে শিরে॥

নেত্র জলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর। শিলাকে কহেন প্রভু কৃষ্ণ-কলেবর॥

এই মত তিন বৎসর শিলা মালা ধরিল। তুষ্ট হইয়া শিলা মালা রঘুনাথে দিল।

প্রভু কহে এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ। ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ॥
এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক পূজন। অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণ প্রেমধন॥
শ্রীহস্তে শিলা দিয়া এই আজ্ঞা দিলা। আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা।
এই মত রঘুনাথ করেন পূজন। পূজা কালে দেখে শিলা ব্রজেন্দ্র নন্দন॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই ভাবে শ্রীপাদ রঘুনাথ গোস্বামীকে গোবর্দ্ধন শিলা প্রদান করিয়াছিলেন এবং শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ মত সেই শিলার সেবা করিতেন ও পূজা কালে তাঁহার গোবর্দ্ধন শিলাকে ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে জ্ঞান হইত। এই জন্য অদ্যাপি গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে অনেকেই ব্রজেন্দ্রনন্দন জ্ঞানে গোবর্দ্ধন শিলার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। শ্রীব্রজমণ্ডলের সমস্ত বস্তুই চিন্ময় এবং শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-বুদ্ধিতে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের অর্চ্চনা করা অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে কৃষ্ণবুদ্ধিতে গোবর্দ্ধনশিলা পূজার ব্যবস্থা দেখা যায় না। হরিদাসশ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের পূজাবিধি নানা পুরাণ এবং শ্রীহরিভক্তিবিলাসে দেখা যায়। বিশেষতঃ শিলাখণ্ডের সমপরিমাণ স্বর্ণখণ্ড গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে স্থাপন করিয়া গোবর্দ্ধন শিলা গ্রহণ করিতে হয় এই প্রকার বিধি শ্রীগর্গসংহিতায় দেখা যায় এবং ব্রজমণ্ডলে তাহার কিম্বদন্তীও আছে। সেজন্য অনেকেই গোবর্দ্ধন শিলাখণ্ড স্থানান্তরিত করিতে সাহসী হন না। যাহা হউক, শ্রীমদ্ভাগবত এবং হরিবংশ প্রভৃতিতে যে গোবর্দ্ধন যাগের কথা বর্ণিত আছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার ভক্ত-চূড়ামণি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের পূজা প্রচলনের জন্যই যে প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

ব্রজরাজ নন্দ এবং ব্রজবাসি গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রদর্শিত বিধি অনুসারে গর্গ, ভাগুরি প্রভৃতি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা যথাবিধি অগ্নিস্থাপনাদি করিয়া মহাসমারোহে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের অর্চ্চনা করিলেন এবং যথাযোগ্য পূজো-পহার প্রদান করিলেন, বিবিধ অন্ন, ব্যঞ্জন, সূপ, অপূপ, পায়স, পিষ্টক, দধি, ক্ষীর, নবনীতাদির স্তূপ এবং দুগ্ধ-কুল্যাদি সমর্পণ করিলেন এবং পরিশেষে গোপগণকে যবস প্রদান করিয়া গোগণকে লইয়া যথাবিধি গোবর্দ্ধন পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিলেন। গোবর্দ্ধন প্রদক্ষিণ কালে ব্রজবাসি গোপ গোপীগণ বিবিধ বস্ত্রালঙ্কারাদিতে বিভূষিত হইলেন এবং স্ত্রী বালক ও বৃদ্ধগণকে শকটে আরোহণ করাইয়া পরমানন্দে কৃষ্ণগুণগান করিতে করিতে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিলেন। তাঁহারা যখন গোবর্দ্ধন পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন সমাগত ব্রাহ্মণগণ পরমানন্দে সকলকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন এবং গোপরমণীগণ প্রেমকম্পবিগলিত নয়নে ও প্রেম-রুদ্ধকণ্ঠে কৃষ্ণগুণগান করিতে লাগিলেন।

গোপরাজ নন্দ এবং ব্রজবাসি গোপগণ, পরমানন্দে মহাসমারোহে শ্রীকৃষ্ণপ্রবর্ত্তিত গোবর্দ্ধন যাগের অনুষ্ঠান করিলেন। তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে যে ইন্দ্রযাগের অনুষ্ঠান করিতেন, তাহাতে এত আনন্দ, এত লোক সমাগম কিংবা এত সুশৃঙ্খলার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ হইত না। বিশেষতঃ এই নব প্রবর্ত্তিত গোবর্দ্ধন যাগে একটি পরমাশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া গোপরাজ নন্দ এবং ব্রজবাসি গোপগণ বিস্ময়ে ও আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে ইন্দ্রযাগের অনুষ্ঠানে গোপগণ ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে বিবিধ নৈবেদ্যাদি সমর্পণ করিতেন, কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র তাহা প্রত্যক্ষ ভাবে গ্রহণ করিতেন না, কিংবা গ্রহণ করিলেও কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইত না; অথবা সমর্পিত নৈবেদ্যেও তাহার কোন চিহ্ন থাকিত না। কিন্তু এবার গোবর্দ্ধন যাগে গোপগণ, যে সমস্ত নৈবেদ্য সমর্পণ করিলেন, তাহা গোবর্দ্ধন প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করিলেন এবং সকলেই তাঁহার সুবৃহৎ ও মনো-হর মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন।

প্রথমতঃ যে সময়ে গর্গ, ভাগুরি প্রভৃতি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ গোবর্দ্ধনের অর্চ্চনা করেন, তখন গোবর্দ্ধন পর্ব্বত

রত্নশিলাময় রূপে তাঁহাদের পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পৃথিবীস্থিত সমস্ত পর্ব্বত সেখানে উপস্থিত হইয়া পর্ব্বত-রাজ গোবর্দ্ধনের পূজা করিয়াছিলেন, কিন্তু গোবর্দ্ধনের এই রূপ কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

গোবর্দ্ধনো রত্নশিলাময়োঽভূৎ সুবর্ণশৃঙ্গৈঃ পরিতঃ স্ফুরদ্ভিঃ।
মত্তালিভির্নির্ঝরসুন্দরীভিঃ দরীভিরুচ্চৈস্তরকৈরিব রাজন্॥
তদৈব শৈলাঃ কিল মূর্ত্তিমন্ত, সোপায়না মেরুহিমাচলাদ্যাঃ।
নেমুর্গিরিং মঙ্গলপাণয়স্তং গোবর্দ্ধনং রূপধরং গিরীন্দ্রাঃ॥ (শ্রীগর্গসংহিতা)

গর্গ, ভাগুরি প্রভৃতি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, যখন গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের অর্চ্চনা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন গোবর্দ্ধন পর্ব্বত, অসংখ্য সুবর্ণশৃঙ্গে রত্নশিলাময়রূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। সে সময়ে সুমেরু, হিমালয় প্রভৃতি পর্ব্বত সমূহ মূর্ত্তিমান্ হইয়া নানাবিধ উপহার সহ গোবর্দ্ধন-নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সকলেই ভক্তিভরে গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

এইরূপে গর্গ ভাগুরি প্রভৃতি পুরোহিতগণ, সকলের অদৃশ্যভাবে সমাগত দেবগণ, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষিগণ, ও সুমেরু হিমালয়াদি পর্ব্বতগণের গোবর্দ্ধন পূজা সমাপন হইলে গোপরাজ নন্দ ও ব্রজবাসি গোপগণ ভক্তিভরে গোবর্দ্ধনে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও ভূরি ভূরি নৈবেদ্য সমর্পণ করিলেন। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ এক পরমাদ্ভুত এবং সুবৃহৎ মনোহর মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বতোপরি উপবিষ্ট হইলেন এবং বলিলেন "হে গোপগণ। আমি তোমাদের পূজায় ও ভক্তিভাবে প্রসন্ন হইয়া আবির্ভূত হইলাম"। এই কথা বলিয়া তিনি গোপগণের সমর্পিত নৈবেদ্যরূপ ভোজন করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণোঽপি সাক্ষাদ্ব্রজশৈলমধ্যাৎ, ধৃত্বাতিদীর্ঘং কিল চান্যরূপম্।
শৈলোঽস্মি লোকানিতি ভাবয়ন্ সন্ জঘাস সর্ব্বং কৃতমন্নকূটম্॥
গোপাশ্চ গোপীগণবৃন্দমুখ্যা, উচুঃ স্বয়ং বীক্ষ্য গিরেঃ প্রভাবম্।
দাতুঃ বরং তত্র সমুদ্যতং তং, সুবিস্মিতা হর্ষিতমানসাস্তে॥
জাতোঽসি গোপৈর্গিরিরাজদেবঃ, প্রদর্শিতো নন্দসুতেন সাক্ষাৎ।
নো গোধনং বা কিল বন্ধুবর্গো, বৃদ্ধিং সমায়াতু দিনে দিনে কে॥
তথাস্তু চোক্ত্বা গিরিরাজরাজো, গোবর্দ্ধনো দিব্য-বপুর্দ্দধানঃ।
কিরীটকেয়ূরমনোহরাঙ্গঃ, ক্ষণেন তত্রান্তরধীয়তারাৎ॥ (শ্রীগর্গসংহিতা)

গোপরাজ নন্দ এবং ব্রজবাসি গোপগণ যে সময়ে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ, অতি দীর্ঘ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বত হইতে আবির্ভূত হইলেন এবং গোপগণকে আহ্বান করিয়া "আমিই গোবর্দ্ধন" এই কথা বলিয়া তাঁহাদের প্রদত্ত অন্নাদির স্তূপ ভোজন করিতে লাগিলেন। গোপ গোপীগণ, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের এই মহাপ্রভাব দেখিয়া এবং তাঁহাকে বর প্রদানের জন্য উৎসুক জানিয়া আনন্দিত ও সুবিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে গিরিরাজ। আমরা নন্দ নন্দনের প্রসাদেই আপনার দেবমূর্ত্তি দর্শন করিতে পারিলাম, আপনার কৃপায় যেন আমাদের গোধন এবং বন্ধুবর্গ দিনে দিনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। গোপগণের এই প্রার্থনা শুনিয়া কিরীটকেয়ূরাদি পরিশোভিত দিব্য কলেবরধারী গিরিরাজ "তথাস্তু" বলিয়া সম্মতি প্রদান করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন।

ব্রজবাসি গোপগণ যে ইন্দ্রযাগের অনুষ্ঠান করিতেন, তাহাতে এরূপ ভূরিভোজ্যের আয়োজন এবং অতিথির সমাগম হইত না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণপ্রবর্ত্তিত গোবর্দ্ধনযাগে কত যে অন্নপর্ব্বত, খণ্ড লড্ডুক-পিষ্টকাদির পর্ব্বত এবং দধি-ক্ষীর পরমান্নাদির শ্রেণী নৈবেদ্য রূপে সমর্পণ করা হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তাই নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে

এই সমস্ত আয়োজন করিতে গোপগণের কিছুমাত্র পরিশ্রম হয় নাই এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত আয়োজন সমাধা হইয়া গিয়াছিল। গোবর্দ্ধনযাগে যে সমস্ত অতিথির সমাগম হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ইন্দ্রযাগের তুলনায় শত শত গুণ হইবে, কিন্তু তাহাদেরও যথাযোগ্য আদর অভ্যর্থনা কিংবা ভোজনাদির ব্যবস্থা করিতে গোপগণের কোনপ্রকার ক্লেশ কিংবা অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। ইহাতে মনে হয় যে শ্রীকৃষ্ণই সকলের অলক্ষ্যে পাচক ও গোপাদির মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অন্ন ব্যঞ্জন পায়স পিষ্টকাদি পাক এবং অতিথিগণের সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। গোবর্দ্ধন যাগে শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে বহুমূর্ত্তিই ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কেবলমাত্র গোবর্দ্ধন পর্ব্বতস্থিত বৃহদাকারমূর্ত্তিই গোপগণের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। শ্রীহরিবংশে এই মূর্ত্তি সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে—

তং গোপাঃ পর্ব্বতাকারং দিব্যস্রগনুলেপনং। গিরি মূর্দ্ধ্নি স্থিতং দৃষ্ট্বা হৃষ্টা জগ্মু প্রধানতঃ॥ (শ্রীহরিবংশম্)

গোবর্দ্ধন পর্ব্বতোপরি দিব্যমাল্যানুলেপনাদিতে সুশোভিত পর্ব্বতাকার প্রকাণ্ড মূর্ত্তি দেখিয়া গোপগণ পরম হৃষ্ট হইলেন এবং সকলেই শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ, গোপগণসহ সেই বৃহদাকৃতি দেবতার সম্মুখীন হইলেন ও সকলে মিলিয়া তাঁহার চরণোদ্দেশে প্রণাম করিলেন। যদ্যপি সেই পর্ব্বতস্থিত বৃহৎ মূর্ত্তিও শ্রীকৃষ্ণেরই, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের গোবর্দ্ধন যাগে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস স্থাপনের জন্য নিজেও নিজের বিভিন্ন মূর্ত্তিকে প্রণাম করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপরাজ নন্দের পুত্র এবং ব্রজবাসি গোপগণের পুত্রতুল্য হইয়াও গোবর্দ্ধনস্থিত বৃহৎ মূর্ত্তিতে তাঁহাদের প্রণাম গ্রহণ করিতে কোনই আপত্তি করিলেন না, কেননা শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র যশোদানন্দনরূপেই ব্রজবাসি গোপ গোপীগণের স্নেহাস্পদ—কিন্তু তিনিও তাঁহার অন্যান্য সমস্ত মূর্ত্তিতেই তাঁহাদের পূজ্য। সেই জন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপে নন্দ যশোদাদি গোপ গোপীগণের পদধূলি গ্রহণ করিয়াও নানারূপে তাঁহাদের পূজা প্রণামাদি গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না এবং ব্রজবাসিগণেরও একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন মূর্ত্তিতেই পুত্রভাব নাই। সখ্য বাৎসল্যাদি প্রেমবান্ ভক্তগণের প্রেমের স্বভাবই এই যে শ্রীভগবানের কৃষ্ণরামাদি কোনও মূর্ত্তিবিশেষের সহিতই তাঁহাদের বাৎসল্যাদি প্রেমের সম্বন্ধ হয় এবং অন্য সমস্ত মূর্ত্তিতেই পূজ্য বুদ্ধি থাকে। গোপরাজ নন্দ বাৎসল্য প্রেমবশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে পুত্রজ্ঞান করেন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া মৎস্য কূর্ম্মাদি মূর্ত্তিকে পুত্র জ্ঞান করেন না। শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকগণ সখ্যপ্রেমে শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ করিতেও কুণ্ঠিত হন না, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা কোন দিন নারায়ণ কিংবা নৃসিংহাদি মূর্ত্তিকে সখা বলিয়া ধারণা করেন না অথবা তাঁহাদের স্কন্ধে আরোহণ করেন না। যাহা হউক, অনন্ত অনির্ব্বচনীয়লীলা-মহোদধি শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার পরমপ্রিয় গোপগণসহ তাঁহারই নব প্রকটিত মূর্ত্তির চরণে প্রণাম করিয়া গোপগণকে বলিলেন—দেখ দেখ, গোবর্দ্ধন আমাদের উপর সদয় হইয়া আমাদের প্রত্যক্ষ রূপে দর্শন দান করিলেন এবং আমাদের প্রদত্ত নৈবেদ্যাদি গ্রহণ করিয়া আমাদের কৃতার্থ করিলেন। ইনি কামরূপী অর্থাৎ যখন যে লীলার প্রয়োজন হয়, তখনই তদনুরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই লীলা সম্পাদন করিয়া থাকেন। আমরা বহু প্রকার অন্ন ব্যঞ্জন পায়স পিষ্টকাদি প্রদান করিয়াছি বলিয়া গোবর্দ্ধন তদনুরূপ সুবৃহৎ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহা ভোজন করিতেছেন এবং আমাদিগকে কৃতার্থ করিতেছেন। কিন্তু যাহারা গোবর্দ্ধনকে অনাদর কিংবা অবজ্ঞা করে, গোবর্দ্ধন সর্পব্যাঘ্রাদি মূর্ত্তিতে তাহাদিগের বিনাশ সাধিত করেন, অথবা প্রয়োজন মত রোগাদি সঞ্চার করিয়া গো মনুষ্যাদিকে পীড়ন করেন। অতএব আমরা ভক্তিভরে গোবর্দ্ধনকে প্রণাম করি এবং তাঁহার নিকট ব্রজের কল্যাণ কামনা করি। এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ, গোপরাজ নন্দ ও ব্রজবাসি গোপগোপীগণসহ পুনঃ পুনঃ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। শ্রীহরিবংশে বর্ণিত আছে যে—গোপরাজ নন্দ ও ব্রজবাসি গোপগোপীগণ পুনঃ পুনঃ গোবর্দ্ধনকে প্রণাম ও ব্রজের কল্যাণ কামনা করিলে সেই সুবৃহৎ মূর্ত্তিধারী গোবর্দ্ধন তাঁহাদিগকে কিছু আদেশ করিয়াছিলেন—

তমূচুর্বিস্মিতা গোপা দেবং গিরিবরং স্থিতং। ভগবংস্তদ্বশে যুক্তা দাসাঃ কিং কুর্ম কিঙ্করাঃ ॥
স উবাচ ততো গোপান্ গিরিপ্রভবয়া গিরিঃ। অদ্য প্রভৃতি চেজ্জ্যোঽহং গোষু চেদস্তি বো দয়া ॥
অহং বঃ প্রথমো দেবঃ সর্ব্বকামকরঃ শুভঃ। মম প্রভাবাচ্চ গবামযুতান্যেব ভোক্ষ্যথ ॥
শিবশ্চ বো ভবিষ্যামি মদ্ভক্তানাং বনে বনে। রংস্যে চ সহযুষ্মাভির্যথা দিবিগতস্তথা ॥
যে চে মে প্রথিতা গোপা নন্দগোপপুরোগমাঃ। এবং প্রীতঃ প্রযচ্ছামি গোপানাং বিপুলং ধনম্ ॥
পর্য্যাপ্নুবন্তু ক্ষিপ্রং মাং গাবো বৎসসমাকুলাঃ। এবং মম পরা প্রীতির্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥
ততো নীরাজনার্থং হি বৃন্দশো গোকুলানি তং। পরিবব্রুর্গিরিবরং সবৃষাণি সমন্ততঃ ॥
তা গাবঃ প্রক্রুতা হৃষ্টাঃ সাপীড়স্তবকাঙ্গদাঃ। সস্রজাপীডশৃঙ্গাগ্রঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥
অনুজগ্মুশ্চ গোপালাঃ পালয়ন্তো ধনানি চ। ভক্তিচ্ছেদানুলিপ্তাঙ্গা রক্তপীতসিতাম্বরাঃ ॥
তস্মিন্ পর্য্যায়নির্বৃত্তে গবাং নীরাজনোৎসবে। অন্তর্দ্ধানং জগামাশু তেন দেহেন সোঽচলঃ ॥ (শ্রীহরিবংশম্)

গোপরাজ নন্দ এবং ব্রজবাসি গোপগণ গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের সেই পরমাদ্ভুত সুবৃহৎ মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া করজোড়ে তাঁহাকে বলিলেন—হে ভগবন্। আমরা আপনার দাস এবং সর্ব্বতোভাবে আপনারই বশবর্ত্তী, আমরা আপনার কি আদেশ পালন করিব কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে তাহা আদেশ করুন। গোপগণের এই কথা শুনিয়া সেই সুবৃহৎ মূর্ত্তিধারী গোবর্দ্ধন জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন,—হে গোপগণ! তোমাদের যদি গোধনাদিতে দয়া থাকে, তাহা হইলে তোমরা আজ হইতে আমারই অর্চ্চনা করিবে। আমিই তোমাদের আরাধ্যদেবতা এবং আমিই তোমাদের সর্ব্ববিধ মনোরথ পূরণ ও কল্যাণ বিধান করিব। আমার কৃপা প্রভাবে তোমরা বহু সহস্র গোধন উপভোগ করিতে পারিবে। তোমরা আমারই ভক্ত, সুতরাং তোমাদের বনে বনে সর্ব্ববিধ মঙ্গল লাভ হইবে। আমি আমার ধামে যেমন নিজ পার্ষদগণ সহিত নানাবিধ ক্রীড়াদি করিয়া থাকি, সেইরূপ তোমাদের সহিতও বনে বনে বিবিধ ক্রীড়া করিব। ব্রজমণ্ডলে নন্দ প্রভৃতি যে সমস্ত সুপ্রসিদ্ধ গোপগণ বাস করেন, আমি তাঁহাদের উপর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে বিপুল ধনরত্নাদি প্রদান করিব। তোমরা সকলে মিলিয়া সবৎসা গাভীগণ সহ আমাকে প্রদক্ষিণ কর, আমি ইহাতে তোমাদের উপর পরম সন্তুষ্ট হইব। গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের এই আদেশ বাক্য শুনিয়া গোপগণ দলে দলে মিলিত হইলেন এবং গোবৃষাদিসহ গোবর্দ্ধনগিরির চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিলেন। বিচিত্র শিরোভূষণ এবং পুষ্পস্তবক-রচিত অঙ্গদাদি পরিশোভিত গোগণকে দ্রুতবেগে পরিচালনা এবং যথাযোগ্য নিয়ন্ত্রিত করিয়া নানাবিধ অনুলেপনে শোভিত কলেবর ও রক্ত, পীত ও শ্বেতাদি বিবিধ বর্ণের বসন পরিহিত গোপগণ তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দ্রুতবেগে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইভাবে গোবর্দ্ধনগিরি প্রদক্ষিণ সুসম্পন্ন হইলে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতস্থিত সেই অভিনব সুবৃহৎ মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইলেন।

গোপরাজ নন্দ ও ব্রজবাসি গোপগণ শ্রীকৃষ্ণপ্রদর্শিত বিধি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ-প্রবর্ত্তিত গোবর্দ্ধন যাগের অনুষ্ঠান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নরলীলায় সপ্তম বৎসরের বালক এবং নন্দ প্রভৃতি ব্রজবাসি গোপগণের বাৎসল্যপাত্র হইলেও পরমার্থবিচারে তিনিই সর্ব্বেশ্বর এবং সর্ব্বান্তর্য্যামী, সুতরাং তাঁহার যে বিষয়ে যে ভাবে প্রেরণা হয়, তাহা কাহারও লঙ্ঘন করিবার সাধ্য নাই। কাজেই নন্দ প্রভৃতি গোপগণ বয়সে বৃদ্ধ এবং সর্ব্ববিধ জ্ঞান বিবেকাদি সম্পন্ন হইয়াও বালক কৃষ্ণের কথায় ক্রীড়াপুত্তলিকার ন্যায় হইয়া চিরপ্রচলিত ইন্দ্রযাগের উচ্ছেদ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে নবপ্রবর্ত্তিত গোবর্দ্ধনযাগের অনুষ্ঠান করিলেন এবং গোবর্দ্ধনের সুবৃহৎ মূর্ত্তি ও মহাপ্রভাব দর্শনে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া সকলেই মনে করিলেন যে আমরা এতদিন গোবর্দ্ধন যাগের অনুষ্ঠান না করিয়া বড়ই অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, আজ কৃষ্ণের নারায়ণতুল্য প্রভাব-মহিমায় আমরা প্রকৃত অনুষ্ঠেয় কার্য্যের অনুসন্ধান পাইয়া চরিতার্থ হইলাম।

শ্রীকৃষ্ণও ইন্দ্রযাগ নিবারণ করিয়া গোবর্দ্ধনযাগ প্রবর্ত্তন করিবার জন্য নন্দাদি গোপগণের নিকট কর্ম্মবাদ, নিরীশ্বরবাদ প্রভৃতি নানাবিধ মতের অবতারণা করিয়া নানা প্রকার যুক্তিতর্ক কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। যদিও শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামিরূপে তাঁহাদের অন্তরে প্রেরণা করিলেই গোবর্দ্ধনযাগ সুসম্পন্ন হইতে পারিত, তথাপি তিনি তাঁহার নরলীলার সুগৌরব রক্ষা করিবার জন্যই নানা মতবাদের উল্লেখ করিয়া নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন এবং পরিশেষে কর্ম্মবাদের মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ কর্ম্মানুসারে জীবের সর্ব্ববিধ সুখদুঃখাদি ভোগের ব্যবস্থা দেখাইয়া বর্ষাধিদেবতা ইন্দ্রের পূজার অপ্রয়োজনীয়তা স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার বক্তব্য এই যে, জীবগণের কর্ম্মফলে যদি সুখভোগ থাকে, তাহা হইলে সুবৃষ্টি ও সুশস্যাদির উৎপত্তি হয় এবং তাহাতে জীবগণের সুখভোগ সংঘটিত হয়। বর্ষাধিদেবতা তুষ্ট হইলেও যাহার অদৃষ্টে দুঃখভোগ আছে, তাহা খণ্ডিত হয় না, কিংবা রুষ্ট হইলেও যাহার অদৃষ্টে সুখভোগ আছে, তাহাকে দুঃখভোগ করাইতে পারেন না। সুতরাং কর্ম্মই জীবের সর্ব্ববিধ সুখদুঃখাদি ভোগের হেতু, ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা করিয়া সুবৃষ্টি লাভ ও তাহাতে সুশস্য প্রাপ্তি ও সুখভোগের জন্য চেষ্টা করা ব্যর্থ পরিশ্রম ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহাতে যদি কাহারও মনে হয় যে—কোন জীবই অন্তর্যামীর প্রেরণা ব্যতীত কোন কর্ম্ম করিতে পারে না, অতএব অন্তর্য্যামীই সকলের সর্ব্ববিধ সুখদুঃখাদির বিধানকর্ত্তা, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে—জীবগণ নিজ নিজ কর্ম্মসংস্কারানুসারেই কর্ম্মপ্রবৃত্তি লাভ করিয়া থাকে, সুতরাং অন্তর্যামীর প্রেরণাও স্বতন্ত্রভাবে কর্ম্মজনক কিংবা সুখদুঃখহেতু নহে। যাহার যেমন প্রাক্তন কর্ম্মসংস্কার থাকে, অন্তর্য্যামী তাহাকে তদনুসারেই কর্ম্মপ্রেরণা প্রদান করিয়া থাকেন, অতএব কর্ম্মই সকলের মূল এবং সেজন্য সকলেরই সর্ব্বদা কর্ম্মনিরত থাকাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইলে যে কর্ম্ম যাহার উপজীব্য, তাহার তাহারই সমাদর করা উচিত। অতএব ব্রজবাসি গোপগণের সর্ব্বতোভাবে গোব্রাহ্মণের ও গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের অর্চ্চনা করা উচিত, কেননা তাঁহাদের পক্ষে গোব্রাহ্মণাদিই একমাত্র উপজীব্য। শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে ইন্দ্রযাগ নিরাকরণ করিয়া কর্ম্মবাদের প্রাধান্য স্থাপন এবং তাহাতে সর্ব্বকর্ম্মের মূলস্বরূপ শ্রীভগবৎসেবা ও তাঁহার প্রধান অঙ্গ ভক্তশ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধনের পূজা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার ভক্তশ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধনের পূজা প্রবর্ত্তন করিবার জন্য এই প্রকার নানা ভঙ্গি প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু পরমার্থবিচারে প্রবৃত্ত হইলে মনে হয় যে,—সর্ব্বপূজ্য সর্ব্বারাধ্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, গোপরাজ নন্দের পুত্র এবং ব্রজবাসি গোপগণের পুত্রতুল্য স্নেহাস্পদ। তাঁহারা তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ প্রেম-স্বভাববশতঃ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন, তাহাতেই তাঁহাদের সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইয়া যায় এবং সর্ব্বদেবতার আরাধনা হইয়া যায়, কাজেই তাঁহাদের আর পৃথক্‌ভাবে কোন দেবতারই আরাধনা করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু শুদ্ধ প্রেমময় ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বমূলস্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া ধারণা করিতে পারেন না, সুতরাং তাঁহারই কল্যাণার্থ নানা দেবতার পূজা করেন। শ্রীকৃষ্ণ নানাপ্রকার যুক্তি দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবতার অর্চ্চনা খণ্ডন করিয়া তাঁহার ভক্তশ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধনের পূজা প্রবর্ত্তন করিয়া গোপগণের দেবতা পূজার প্রবৃত্তি সার্থক করিলেন কিন্তু গোবর্দ্ধন পূজা প্রবর্ত্তন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যে নিরীশ্বর কর্ম্মবাদ এবং সাংখ্যমত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার আন্তরিক অভিপ্রেত নহে। এই বিষয়ে টীকাকার শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

কর্ম্মৈবালং প্রাক্‌স্বভাবো গুণো বা, কর্ম্মাদং বা স্বয়শো বা মহেশঃ।
বার্ত্তা কর্ত্রী দেবতেতীয়মুক্তা, দেবক্ষোভে যশ্বতী নস্তনীষ্টা॥

শ্রীকৃষ্ণ "দেবক্ষোভ" অর্থাৎ ইন্দ্রের গর্ব্বখণ্ডনের জন্য নন্দাদি গোপগণের নিকট যে কর্ম্মই জীবের সর্ব্ববিধ সুখদুঃখাদি বিধানে সমর্থ, প্রাক্তন কর্ম্মসংস্কার ও সত্ত্বাদি গুণই যে জীবের কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু, ঈশ্বর কর্ম্মাদ অথবা কর্ম্মী-

ধীন জীবগণের যাহা সাক্ষাৎ উপজীব্য তাহাই তাহাদের দেবতা—এই ছয়টি মতের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অভীষ্ট নহে, অর্থাৎ নিরীশ্বর কর্ম্মবাদাদি প্রচার করান তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। তিনি ইন্দ্রযাগ খণ্ডন ও গোবর্দ্ধন যাগ প্রবর্ত্তনের জন্য যুক্তি প্রদর্শনচ্ছলে এই সমস্ত মতের অবতারণা করিয়াছেন মাত্র। অতএব শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজবাসি গোপগণের নিকট যে সমস্ত নিরীশ্বর কর্ম্মবাদ এবং সাংখ্যমতের যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সমালোচনা করিয়া কাহারও নিরীশ্বরবাদ মতাবলম্বী হওয়া উচিত নহে। এ সম্বন্ধে টীকাকার শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—

ন নিরীশ্বরমীমাংসাসাংখ্যয়োরঙ্গীকৃতিঃ। ইন্দ্রমখভঙ্গার্থং নতু তে সম্মতে সতাম্॥

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসি গোপগণের নিকট যে নিরীশ্বর মীমাংসা এবং নিরীশ্বর সাংখ্যমত অঙ্গীকার করিয়া নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার কেবলমাত্র ইন্দ্রযাগ খণ্ডনই উদ্দেশ্য। অতএব এই মত বেদমার্গানুসারে সদ্ব্যক্তিগণের সম্মত নহে। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত মতাবলম্বনে ইন্দ্রযাগ খণ্ডন করিয়া নিজভক্তচূড়ামণি গোবর্দ্ধনের অর্চ্চনা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। যদি নিরীশ্বরবাদ প্রবর্ত্তনই তাঁহার উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে তিনি ঈশ্বরভক্ত গোবর্দ্ধনের পূজাপ্রকাশের জন্য এত প্রয়াস পাইতেন না। যাঁহারা ঈশ্বর মানেন না তাঁহাদের নিকট ঈশ্বরভক্তেরই বা আদর কোথায়? যাঁহারা শ্রীভগবানের ভক্ত তাঁহারা শ্রীভগবানের প্রীতি বিধানের জন্যই তাঁহার ভক্তের আদর করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে শ্রীভগবানেরই আদেশ আছে—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে মতাঃ। মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥ (আদিপুরাণং)

হে অর্জ্জুন। যে ব্যক্তি কেবলমাত্র আমারই ভক্ত কিন্তু আমার ভক্তের কোনও সমাদর করে না, সে আমার ভক্ত নহে। যে ব্যক্তি আমার ভক্তের সমাদর করে সে-ই আমার ভক্তশ্রেষ্ঠ।

যাহা হউক, ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ এই প্রকার বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ব্রজবাসি গোপগণের চিত্তে গোবর্দ্ধন যাগানুষ্ঠানের সঙ্কল্প প্রকাশ ও তাহা সুদৃঢ় করিয়া তাঁহাদের দ্বারা গোবর্দ্ধনযাগের অনুষ্ঠান ও তৎপ্রসঙ্গে নানাভাবে গোবর্দ্ধনের মহিমা প্রকাশ করিয়া পরমানন্দে গোবর্দ্ধনযাগ সুসম্পন্ন করিলেন এবং ব্রজবাসিগণসহ হর্ষচিত্তে ব্রজে প্রবেশ করিলেন॥ ৩১—৩৮

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতায়াং
শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীসমাখ্যায়াং তাৎপর্য্যব্যাখ্যায়াং দশমস্কন্ধস্য চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ। ২৪

———

# দশমঃ স্কন্ধঃ

——:(*):——

## পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ

——(:*:)——

শ্রীশুক উবাচ।

ইন্দ্রস্তদাত্মনঃ পূজাং বিজ্ঞায় বিহতাং নৃপ।
গোপেভ্যঃ কৃষ্ণনাথেভ্যো নন্দাদিভ্যশ্চুকোপ হ॥ ১

গণং সাম্বর্ত্তকং নাম মেঘানাং চান্তকারিণাম্। ইন্দ্রঃ প্রাচোদয়ৎ ক্রুদ্ধো বাক্যঞ্চাহেশমান্যুত॥ ২

**অন্বয়ঃ।**—নৃপ (হে রাজন্!) তদা (গোবর্দ্ধনযাগানন্তরং নন্দাদীনাং গোকুলগমনসময়ে এব) ইন্দ্র (দেবরাজ) আত্মনঃ (স্বস্য) পূজাং (গোকুলবাসিভিঃ প্রতিবর্ষমেবানুষ্ঠিতেন্দ্রযাগরূপাং মহাপূজাং) বিহতাং (কৃষ্ণেণ নিরাকৃতাং) বিজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) কৃষ্ণনাথেভ্যঃ (কৃষ্ণ এব নাথো রক্ষকো তেভ্যঃ) নন্দাদিভ্যঃ গোপেভ্যঃ চুকোপ হ (পরমক্রুদ্ধো বভূব)॥ ১

**মূলানুবাদ।**—শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে রাজন্! নন্দাদি গোপগণ, গোবর্দ্ধনযাগ সমাপন করিয়া যখন নিজ নিজ গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন, সেই সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র বুঝিতে পারিলেন যে, চিরদিনের জন্য ব্রজভূমিতে তাঁহার পূজা বিলুপ্ত হইল। তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ-পালিত গোপবর্গের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন॥ ১

**শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।**—পঞ্চবিংশে কৃষা শক্রে ব্রজনাশায় বর্ষতি। উদ্ধৃত্য গিরিমাসাবাদরক্ষদ্গোকুলং প্রভুঃ॥ ০॥ কৃষ্ণো নাথো যেষাং তেভ্যঃ॥ ১

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—বিজ্ঞায় সাক্ষাদনুভূয় বিহতাং স্রবাণামপ্যগত্র বাস্নাৎ। কৃষ্ণনাথেভ্যঃ তত্রাপি গোপেভ্যস্তাদৃশব্রজবাসিভ্যস্তত্রাপি শ্রীনন্দাদিভ্য ইতি কোপেন দুর্ম্মদস্তস্য দুর্ব্বুদ্ধিতা চ সূচিতা। হ স্ফুটমেব। তদনুরূপব্যবহারাৎ। স ইতি কচিৎ পাঠঃ পরমদুর্ব্বুদ্ধিরিত্যর্থঃ॥ ১

**অন্বয়ঃ।**—ঈশমানী (অহমেশ্বর ইতি গর্ব্বান্ধঃ) ইন্দ্রঃ (দেবরাজঃ) ক্রুদ্ধঃ (নন্দাদিগোপেভ্যঃ কুপিতঃ সন্) অন্তকারিণাং (প্রলয়কারিণাং মেঘানাং মধ্যে) সাম্বর্ত্তকং নাম গণং প্রাচোদয়ৎ (গোকুলধ্বংসায় নিয়োজয়ামাস) বাক্যং চ আহ (সাম্বর্ত্তকং নাম গণং প্রতি গর্ব্ববচনমাহ)॥ ২

**মূলানুবাদ।**—ঐশ্বর্য্যগর্ব্বান্ধ দেবরাজ, নন্দাদি গোপগণের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া সম্বর্ত্তকাদি প্রলয়ঙ্কর মেঘগণকে, গোকুল ধ্বংসের জন্য নিযুক্ত করিলেন ও তাহাদিগকে বলিলেন॥ ২

**শ্রীধরটীকা।**—ক্রুদ্ধঃ সন্ ইন্দ্রঃ সাম্বর্ত্তকং নাম, সম্বর্ত্তঃ প্রলয়স্তৎকর্ত্তারং মেঘানাং প্রসিদ্ধং গণং প্রাচোদয়ৎ প্রেষয়ামাস। নম্ব কৃষ্ণনাথানাং ঘাতে কথং প্রবৃত্ত ইত্যাশঙ্ক্য আত্মসম্ভাবনয়া নিরস্তবিবেকত্বাদিত্যাশয়েনাহ বাক্যঞ্চেত্যাদি পঞ্চভিঃ। ঈশমানী অহমেবেশ্বর ইতি গর্ব্ববান্॥ ২

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—অন্তঃ প্রলয়স্তৎকারিণাম্ অতএব সম্বর্ত্তকং নাম অপ্যর্থে চ শব্দঃ। যদ্বা চকারাদা-

অহো শ্রীমদমাহাত্ম্যং গোপানাং কাননৌকসাম্। কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য যে চক্রুর্দেবহেলনম্॥ ৩
যথা দৃঢ়ৈঃ কর্ম্মময়ৈঃ ক্রতুভির্নামনৌ-নিভৈঃ। বিদ্যামান্বীক্ষিকীং হিত্বা তিতীর্ষন্তি ভবার্ণবম্॥ ৪
বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনম্। কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ম্॥ ৫

বহুপ্রবহাদিবাতগণঞ্চ। প্রকর্ষেণ গর্ব্বোক্ত্যা তেষামুৎসাহবর্দ্ধনাদিনা প্রেরয়ামাস। উত অপ্যর্থে স চ গর্হাকৃপঃ দেবেন্দ্রস্যাপ্যযোগ্যে প্রবৃত্তেঃ॥ ২

অন্বয়ঃ।—কাননৌকসাং (বনবাসিনাং) গোপানাং (নন্দাদিগোপানাং) অহো (আশ্চর্য্যং) শ্রীমদ-মাহাত্ম্যং (ধনগর্ব্বমহিমা) [যতঃ] মর্ত্ত্যং (মরণশীলং) কৃষ্ণং (তন্নামকগোপবালকং) উপাশ্রিত্য (উপদেশকত্বেন, শরণত্বেন চ স্বীকৃত্য) যে (ধনগর্ব্বিতা নন্দাদয়ো গোপাঃ) দেবহেলনং (দেবস্যাপি মে অবজ্ঞাং) চক্রুঃ (কৃতবন্তঃ)॥ ৩

মূলানুবাদ।—অহো! বনবাসী গোপগণের কি ঐশ্বর্য্য-গর্ব্ব যে তাহারা সামান্য নরবালক কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া দেবতার অবজ্ঞা করিতেও পশ্চাৎপদ হইল না॥ ৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অহো আশ্চর্য্যম্। কাননৌকসামিতি নিকৃষ্টত্বমজ্ঞত্বঞ্চাভিপ্রেতম্। পত্যুপপতিশব্দবদাশ্রয়ো নাম কুলধর্ম্মাদিপ্রাপ্ত উপাশ্রয়স্ততোবিচ্যুত্য কৃতঃ, তদেবমুক্তং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্যেতি। দেবত্বেনাত্মনো মর্ত্ত্যান্মাহাত্ম্যসিদ্ধেঃ দেবেত্যুক্তং, ন চ মমেতি। তথা অমরত্যাগেন মর্ত্ত্যাশ্রয়ণস্যাযোগ্যতা বোধনার্থঞ্চেতি। ময়ি তাবদ্দেববুদ্ধিমপি ন চক্রুঃ, অস্মত্তরাং দেবদেববুদ্ধিরিতি ভাবঃ। তত্র চ বনবাসিত্বেন গোপত্বেন চ পরমসাত্ত্বিকত্বাদিকং তেষাং কৃষ্ণং পরব্রহ্মাদিমহত্ত্বরূপম্ ইতি তস্য চ ভক্তবাৎসল্যম্। অতস্তদর্থং তস্য দেবহেলনং যুক্তমেবেতি সরস্বতীব্যাঞ্জিতাস্তত্ত্বার্থঃ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—আন্বীক্ষিকীং (আত্মানুস্মৃতিরূপাং) বিদ্যাং হিত্বা (ত্যক্ত্বা) নামনৌনিভৈঃ (নামমাত্রেণৈব যা নাব ইতি ব্যবহ্রিয়স্তে তৎসদৃশৈঃ) অদৃঢ়ৈঃ (ক্ষয়িষ্ণুফলকৈঃ) কর্ম্মময়ৈঃ (কর্ম্মাত্মকৈঃ) ক্রতুভিঃ (যজ্ঞৈঃ) যথা ভবার্ণবং তিতীর্ষন্তি (অজ্ঞাঃ তরীতুমিচ্ছন্তি) [তথৈব] বাচালং (বৃথৈব বহুভাষিণং) বালিশং (মূর্খং) স্তব্ধং (দুর্বিনীতং) অজ্ঞং (সারাসারবিবেকবিহীনং) পণ্ডিতমানিনং (পণ্ডিতম্মন্যং) মর্ত্ত্যং (নরবালকং) কৃষ্ণং (নন্দপুত্রং) আশ্রিত্য গোপাঃ (নন্দাদয়ো ব্রজবাসিনো গোপাঃ) মে (মম) অপ্রিয়ং চক্রুঃ॥ ৪।৫

মূলানুবাদ।—অজ্ঞ ব্যক্তিগণ যেমন আত্মবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া নামমাত্রে নৌকাতুল্য কর্ম্মময় যজ্ঞাদি আশ্রয় করিয়া ভবসাগর পার হইতে চেষ্টা করে, সেইরূপ গোপগণও, বাচাল, মূর্খ, দুর্ব্বিনীত, সারাসার বিবেক-বিহীন ও পাণ্ডিত্যাভিমানী নরবালক কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া আমার অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে॥ ৪।৫

শ্রীধরটীকা।—দেবহেলনং দেবস্য মমাবজ্ঞাম্॥ ৩॥ অদৃঢ়ৈরসমর্থৈঃ কর্ম্মময়ৈঃ ক্রিয়ানির্ব্বর্ত্ত্যৈঃ অতএব নাম নৌনিভৈঃ নামমাত্রেণ যা নৌরিতি ব্যবহ্রিয়তে তৎসদৃশৈঃ। আন্বীক্ষিকীম্ আত্মানুস্মৃতিরূপাম্॥ ৪॥ তথা বাচালং বহুভাষিণং বালিশং শিশুং পণ্ডিতমানিনং পণ্ডিতম্মন্যম্ অতঃ স্তব্ধম্ অবিনীতমিতি। নিন্দায়াং যোজিতাপীন্দ্রস্য ভারতী কৃষ্ণং স্তৌতি। তথাহি বাচালং শাস্ত্রযোনিম্। বালিশমেবমপি শিশুবন্নিরভিমানিনম্। স্তব্ধম্ অন্যস্য বন্দ্যস্য অভাবাদনম্রম্। অজ্ঞং নাস্তি জ্ঞো যস্মাৎ তং সর্ব্বজ্ঞমিত্যর্থঃ। পণ্ডিতমানিনং ব্রহ্মবিদাং বহুমাননীয়ম্। কৃষ্ণং সদানন্দরূপং পরং ব্রহ্ম। মর্ত্ত্যং তথাপি ভক্তবাৎসল্যেন মনুষ্যতয়া প্রতীয়মানমিতি॥ ৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অদৃঢ়ৈঃ ক্ষয়িষ্ণুফলকৈঃ। যতঃ কর্ম্মময়ৈঃ। যথা তিতীর্ষন্তি মূঢ়াঃ তথা শ্রীকৃষ্ণমুপাশ্রিত্য মমাপ্রিয়ং গোপাশ্চক্রুরিত্যবিচারেণাযোগ্যাচরণমাত্রে দৃষ্টান্তঃ। যদ্বা তথা মাং হিত্বা কৃষ্ণাশ্রয়েণ গোপা ভয়দুঃখাদিকং তিতীর্ষন্তীতি ইন্দ্রস্য ক্রোধাবেশেনাসমাপ্তং বাক্যং জ্ঞেয়ম্। তত্ত্বার্থশ্চায়ং যথা বৈষ্ণবাঃ কর্ম্মভিঃ সহান্বীক্ষিকীং হিত্বা কেবলকৃষ্ণাশ্রয়েণ ভবার্ণবং তিতীর্ষন্তীতি॥ ৪॥ বাচালমিত্যাদিকং সতর্ককর্কশকর্ম্মবাদাবতরণান্ত-

এষাং শ্রিয়াবলিপ্তানাং কৃষ্ণেনাধ্মায়িতাত্মনাম্ । ধুনুত শ্রীমদস্তম্ভং পশূন্ নয়ত সংক্ষয়ম্ ॥ ৬

অহঞ্চৈরাবতং নাগমারুহ্যানুব্রজে ব্রজম্ । মরুদ্গণৈর্মহাবেগৈর্নন্দগোষ্ঠজিঘাংসয়া ॥ ৭

ভিপ্রায়েণ । গোপা ইতি নিকৃষ্টত্বম্ । যে ত্রিলোকীশ্বরস্যেতি দুর্মদভয়েন সূচিতম্ । অন্তস্থৈঃ । অত্র স্তুতিপক্ষে বাচালমিতি বাচা হেতুনা অলং সমর্থ ইত্যেবার্থঃ । মত্বর্থীয় ণিচ্ প্রত্যয়স্য নিন্দায়ামেবাভিধানাৎ । শিশুবদিতি, বালিশঃ শাবকে মূর্খে ইতি বিশ্বপ্রকাশাৎ । ব্রহ্মবিদাং মাননীয়মিতি তৎকর্ত্তৃকো মনো বিদ্যতে যত্রেতি ॥ ৫

**অন্বয়ঃ** ।—এষাং শ্রিয়া (প্রজাপশুপ্রভৃতিসম্পদা) অবলিপ্তানাং (মত্তানাং) কৃষ্ণেন আধ্মায়িতাত্মনাং (বৃংহিতদেহানাং) শ্রীমদস্তম্ভং (ধনগর্ব্বং) ধুনুত (অপনয়ত) পশূন্ (এষাং গোমহিষাদিপশুবর্গান্) সংক্ষয়ং নয়ত (মারয়ত) ॥ ৬

**মূলানুবাদ** ।—এই সমস্ত ধনমদে মত্ত ও কৃষ্ণকে পাইয়া স্ফীতকলেবর গোপগণের শ্রীমদ চূর্ণ কর এবং ইহাদের গোমহিষাদি পশুগণকে বিনষ্ট কর ॥ ৭

**শ্রীধরটীকা** ।—অবলিপ্তানাং মত্তানাম্ । আধ্মায়িতাত্মনাং বৃংহিতদেহানাম্ । ধুনুত অপনয়ত । শ্রীমদেন যঃ স্তম্ভো গর্ব্বস্তম্ ॥ ৬

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী** ।—এবং দুর্ব্যুক্তিশপার্থং তেষাং দোষং তেনাপ্যনন্তেষু রোষভরং চ বোধয়িত্বাহধুনা-হকৃত্যাদিশতি এষামিতি । কৃষ্ণেন হেতুনা শ্রিয়া পশুবর্গলক্ষণলক্ষ্ম্যা, মত্তানান্ ইত্যনন্তরং বৃংহিতদেহানামেতি বাহং স্থূথং দর্শিতম্ । তত্র চ কৃষ্ণেনেতি তৎকৃতগোপালনাদিনা ক্ষীরাদ্যুপভোগসম্পত্ত্যেবেতি ভাবঃ । অন্তস্থৈঃ । তত্র ধমনং নাম সন্তেজস্বীকরণং তচ্চ বৃংহণতাৎপর্য্যকং, ণিচ্ প্রয়োগস্তেষাং কর্ত্তৃত্বং কৃষ্ণস্য হেতুকর্ত্তৃত্বমিত্যপেক্ষয়েতি জ্ঞেয়ম্, যদ্বা স্বতঃ শ্রিয়া সগর্ব্বাণাং বিশেষতঃ কৃষ্ণেন সন্তেজস্বীকৃতচিত্তানামিত্যর্থঃ । ভক্তিলক্ষ্যা সমৃদ্ধানাং তথা তদৈবোজ্জ-লিতচিত্তানাম্ ইতি তু তত্ত্বার্থঃ । কথং ধুনবাম ইত্যপেক্ষায়ামাহ পশূন সম্যক্ ক্ষয়ং নয়ত, পশূনামেব শ্রীমদহেতুত্বাৎ । তত্ত্বার্থে সম্যঙ্নিবাসঃ স্বাস্থ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৬

**অন্বয়ঃ** ।—অহঞ্চ মহাবেগৈঃ (মহাবীর্য্যৈঃ) মরুদ্গণৈঃ (একোনপঞ্চাশদ্বায়ুভিঃ সহ) নন্দগোষ্ঠজিঘাংসয়া (নন্দব্রজবিনাশায়) ঐরাবতং (ঐরাবতনামকং) নাগং (হস্তিনং) আরুহ্য ব্রজম্ অনুব্রজে (অনন্তরমেব গমিষ্যামি) ॥ ৭

**মূলানুবাদ** ।—আমিও নন্দব্রজ বিনাশ করিবার জন্য মহাবেগশালী ঊনপঞ্চাশৎ পবন সঙ্গে লইয়া, ঐরাবতে আরোহণ পূর্ব্বক তোমাদের পশ্চাতেই ব্রজে গমন করিতেছি ॥ ৭

**শ্রীধরটীকা** ।—বিভ্যতস্তান্ প্রত্যাহ অহঞ্চেতি । অনুব্রজে অনু অনন্তরমেব গমিষ্যামি । মরুদ্গণৈর্দেব-গণৈঃ সহ ॥ ৭

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী** ।—ঐরাবতমারুহ্যেতি যুষ্মাকং জলাভাবে সতি সোঽয়ং সাহায্যং করিষ্যতীতি ভাবঃ । মরুদ্গণৈরেকোনপঞ্চাশদ্বায়ুভিঃ সহ । নন্দগোষ্ঠেতি তত্রৈব বর্ষণীয়ং, নতু মধুপুর্য্যামিতি চ সহ কংসেনাপি মৈত্রচিকীর্ষ-য়াপি সূচিতম্ । জিঘাংসয়া জিগমিষয়া ইতি তাত্ত্বিকোঽর্থঃ ॥ ৭

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী** ।—স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণ, দেবরাজ ইন্দ্রের দর্পচূর্ণ করিবার জন্য ইন্দ্রযাগ খণ্ডন করিয়া গোবর্দ্ধন যাগ প্রবর্ত্তন করিলেন এবং ব্রজবাসি গোপগণসহ পরমসমারোহে গোবর্দ্ধন যাগের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রজবাসি গোপগণসহ পরমানন্দে ব্রজে প্রবেশ করিলেন । ব্রজবাসি গোপগণ, গোবর্দ্ধন যাগানুষ্ঠানকালে গোবর্দ্ধনের যে সুবৃহৎ আকৃতি এবং মহাপ্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা ধারণা করিয়াছেন যে—ইন্দ্র-

যাগ খণ্ডনে যদি ইন্দ্র কুপিত হন, তাহা হইলেও তিনি ব্রজবাসি গোপগণের কোনই অনিষ্ট করিতে পারিবেন না। তিনি যদি কোনও অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে গোবর্দ্ধনই তাঁহাদের রক্ষা বিধান করিবেন। ব্রজবাসিগণ এইরূপে নির্ভয়ে এবং পরমানন্দপূর্ণ হৃদয়ে ব্রজে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র, তাঁহার বাৎসরিক যাগানুষ্ঠান লোপের কথা জানিবামাত্র ব্রজবাসি গোপগণের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। শ্রীগর্গ সংহিতায় বর্ণিত আছে যে—দেবরাজ ইন্দ্র, দেবর্ষি নারদের নিকট ব্রজবাসিগণের ইন্দ্রযাগ খণ্ডন ও গোবর্দ্ধন যাগ প্রবর্ত্তনের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন—

অথ মন্মুখতঃ শ্রুত্বা স্বাত্মযাগস্য নাশনম্। গোবর্দ্ধনোৎসবং জাতং কোপং চক্রে পুরন্দরঃ॥ (শ্রীগর্গসংহিতা)

দেবর্ষি নারদ, মিথিলাপতি বহুলাশ্বের নিকট গোবর্দ্ধন যাগ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া বলিলেন, হে রাজন্! দেবরাজ ইন্দ্র, আমার মুখে নিজ যাগ খণ্ডন এবং গোবর্দ্ধন যাগ প্রবর্ত্তনের কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র জানিতে পারিলেন যে—ব্রজবাসি গোপগণ তাঁহার যজ্ঞ লোপ করিয়াছে এবং সেই যজ্ঞেরই উপকরণ দ্বারা পরমসমারোহে গোবর্দ্ধন যাগ নির্ব্বাহ করিয়াছে, কাজেই তাঁহার আর ক্রোধের অবধি রহিল না তিনি কি ভাবে ব্রজবাসিগণের এই অন্যায় কার্য্যের প্রতিফল প্রদান করিবেন, তাহার চিন্তায় অধীর হইয়া উঠিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গের অধিপতি, তেত্রিশ কোটি দেবতা তাঁহার বশবর্ত্তী, উনপঞ্চাশৎ বায়ু এবং সংবর্ত্তকাদি প্রলয়ঙ্কর মেঘসমূহ তাঁহার আজ্ঞাবহ, কাজেই তিনি ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে একেবারে স্ফীত হইয়া উঠিলেন এবং ধারণা করিতে পারিলেন না যে, যাঁহার ভ্রূভঙ্গিমাত্রে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয় সংসাধিত হয়, সেই স্বয়ং ভগবান্ যাঁহাদের রক্ষক এবং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে পিতা বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, সেই গোপরাজ নন্দ যাঁহাদের পালক ও নেতা, সেই সমস্ত গোপগণের কিংবা ব্রজবাসি যে কোনও ব্যক্তির কেশাগ্র স্পর্শ করিবার শক্তি তাঁহার মত কোটি কোটি ইন্দ্রের পক্ষেও সম্ভবপর হয় কি না সন্দেহ। সুতরাং ইন্দ্রের এই প্রকার ক্রোধ একমাত্র ঐশ্বর্য্য গর্ব্ব এবং দুর্বুদ্ধিতার পরিচয় প্রদান ব্যতীত আর কিছুই নহে।

দেবরাজ ইন্দ্র, ব্রজবাসিগণের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া একেবারে ব্রজভূমি ধ্বংস করিতে কৃতসংকল্প হইলেন এবং প্রলয়কালীন মেঘগণ ও আবহ প্রবহ প্রভৃতি প্রলয়কালীন বায়ুগণকে ব্রজভূমিতে প্রবল বর্ষণ এবং ঝটিকা সঞ্চার করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশস্কন্ধ চতুর্থাধ্যায়ে এই সমস্ত প্রলয়কালীন মেঘ ও বায়ুগণের উল্লেখ দেখা যায়—

ততঃ প্রচণ্ডপবনো বর্ষানামধিকং শতম্। পরঃ সাম্বর্ত্তকো বাতি ধূম্রং খং রজসা বৃতম্॥

ততো মেঘকুলান্যঙ্গ চিত্রবর্ণান্যনেকশঃ। শতবর্ষাণি বর্ষন্তি নদন্তি রভসস্বনৈঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

ব্রহ্মার পরমায়ুর অবসানে—মহত্তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্ববিধ প্রকৃতি-সৃষ্ট বস্তু বিনষ্ট হইয়া যায়, এইজন্য তাহাকে প্রাকৃত প্রলয় বলা হয়। প্রাকৃতপ্রলয়ের আরম্ভে প্রথমতঃ শত বৎসর অনাবৃষ্টি এবং প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে জগৎ দগ্ধপ্রায় হয়, তাহার পর কিঞ্চিদধিক শত বৎসর কাল প্রচণ্ড পবন প্রবাহিত হয় ও তাহাতে আকাশ ধূম্রবর্ণ ও ধূলি সমাচ্ছন্ন হইয়া যায়। তাহার পর নানাবর্ণধারী মেঘসমূহ ঘোর গর্জ্জন সহকারে শত বৎসর পর্য্যন্ত প্রবল ধারায় বারিবর্ষণ করিয়া থাকে। প্রলয়কালের এক নাম "সম্বর্ত্ত", এইজন্য প্রলয়কালে যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাহার নাম "সাম্বর্ত্তক বায়ু" এবং প্রলয়কালে যে মেঘবর্ষণ হয় তাহার নাম "সাম্বর্ত্তক মেঘ।"

সাধারণতঃ জগতের জীবগণকে পালন করিবার জন্য বিশ্বনিয়ন্তার অলঙ্ঘ্য শাসনে যে বায়ু প্রবাহিত হয় এবং যে মেঘ বর্ষণ হয়, প্রলয়কালীন বায়ু ও মেঘ তাহা হইতে বহুগুণে প্রচণ্ড এবং মহাভীষণ। দেবরাজ ইন্দ্রের অধীনতায় এই সমস্ত প্রচণ্ড বায়ু ও মেঘসমূহ সর্ব্বদাই স্বর্গে অবস্থান করে, কিন্তু সাধারণতঃ জগতের কোন কার্য্যে ব্যবহৃত

হয় না। ব্রজবাসি গোপগণ ইন্দ্রযাগের পরিবর্ত্তে গোবর্দ্ধনযাগের অনুষ্ঠান করিলে দেবরাজ ইন্দ্র এতই ক্রুদ্ধ হইলেন যে তিনি ব্রজভূমি ধ্বংস করিবার জন্য প্রলয়কালীন মেঘ ও বায়ুকে নিযুক্ত করিতেও কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিলেন না।

দেবরাজ ইন্দ্র ব্রজভূমি ধ্বংস করিবার জন্য প্রলয়কালীন মেঘ ও বায়ুগণকে আদেশ প্রদান করিয়া ক্রোধ প্রকম্পিত কলেবরে ও রুক্ষস্বরে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—বনবাসি গোপগণের কি স্পর্দ্ধা। তাহাদের অপরিমেয় গোসমৃদ্ধি এবং ধনরত্নাদি সঞ্চিত হওয়ায় তাহারা একেবারে মহাগর্ব্বে আত্মহারা হইয়া গিয়াছে। তাহারা ধনমদে এমনই বিবেকশূন্য হইয়া গিয়াছে যে—সামান্য নরবালক কৃষ্ণের কথায় উত্তেজিত হইয়া তাহার ভরসায় দেবগণের অপমান করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইল না। যাহারা মরণশীল নরের ভরসায় অমরকে অবজ্ঞা করে তাহাদের মত অজ্ঞ আর কে আছে? ব্রজবাসি গোপগণের বংশ পরম্পরাক্রমে ইন্দ্রযাগানুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে, কিন্তু আজ তাহারা মোহবশতঃ তাহা পরিত্যাগ করিয়া সামান্য এক নরবালকের ব্যবস্থানুসারে গোবর্দ্ধন যাগের অনুষ্ঠান করিল। অতএব তাহাদের এই মূর্খতা এবং দেবহেলনের উপযুক্ত দণ্ড ভোগ হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। ব্রজবাসি গোপগণের মূর্খতার কথা আর কি বলিব। জড় কর্ম্মবাদিগণ যেমন অনিত্য কর্ম্মফলকেই ভবসাগর পারের তরণী মনে করিয়া তাহাই আশ্রয় করে এবং আধ্যাত্মবিদ্যাকে অনাদর করে, সেইরূপ ব্রজবাসি গোপগণও সামান্য নরবালক কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া দেবগণের প্রতি অবহেলা করিয়াছে। তাহাদের বিশ্বাস যে কৃষ্ণই তাহাদের সর্ব্ববিধ বিপদ হইতে মুক্তি প্রদান করিবে। নন্দগোপপুত্র কৃষ্ণ বয়সে শিশু, কিন্তু সে অত্যন্ত বাচাল ও বিজ্ঞতাভিমানী, গোপগণ এমনই অজ্ঞ যে—তাহারা তাহার কথার উপর নির্ভর করিয়া অনায়াসে দেবযজ্ঞ লোপ করিয়া দিল। একমাত্র ঐশ্বর্য্যাভিমানই তাহাদের এই প্রকার অজ্ঞতা এবং স্পর্দ্ধার সৃষ্টি করিয়াছে সন্দেহ নাই। তাহাদের উপর সমুচিত দণ্ডবিধান না করিলে তাহাদের এই অবজ্ঞা ও স্পর্দ্ধা দূর হইবে না এবং জগতেও আর কেহ স্বর্গবাসি দেবতাগণকে গ্রাহ্য করিবে না।

শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় ও আদেশে ব্রজবাসি গোপগণ ইন্দ্রযাগের পরিবর্ত্তে গোবর্দ্ধন যাগের অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গৈশ্বর্য্যাভিমানি দেবরাজ ইন্দ্র কুপিত হইয়া এই প্রকার নানাভাবে ব্রজবাসি গোপগণের অজ্ঞতা ও স্পর্দ্ধার কথা বলিলেন কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে—তিনি নিজেরই অজ্ঞতা এবং স্পর্দ্ধা বশতঃই ব্রজবাসি গোপগণের উপর দোষদৃষ্টি করিতেছেন। তিনি যে কেবলমাত্র ব্রজবাসিগণের উপরেই স্পর্দ্ধা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছেন তাহা নহে, তিনি স্বর্গৈশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকেও সামান্য নরবালক জ্ঞানে নানাবিধ অবজ্ঞা ও অবহেলার কথা বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। শ্রীকৃষ্ণাবতারের পূর্ব্বে পৃথিবী দৈত্যভারে আক্রান্ত হইয়া ব্রহ্মার শরণাগত হইলে ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি দেবগণকে সঙ্গে লইয়া ক্ষীরোদসাগরতীরে গমন করেন এবং সমাধিযোগে ক্ষীরোদশায়ীর আদেশবাণী শুনিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে বলেন যে "স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সত্বরই যদুবংশে অবতীর্ণ হইবেন, অতএব তোমরা সকলে নিজ নিজ অংশে যদুবংশে জন্মগ্রহণ কর"। ইহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে শ্রীকৃষ্ণের যদুবংশে অবতীর্ণ হওয়ার কথা ইন্দ্রের অজ্ঞাত নহে, কিন্তু ঐশ্বর্য্যের এমনই মোহ যে—ইন্দ্র সে সমস্ত কথা ভুলিয়া গিয়া আজ সেই স্বয়ং ভগবান্‌কেই সামান্য নরবালক বলিয়া ধারণা করিতেছেন ও সেই ভাবেই নানা প্রকার স্পর্দ্ধা করিতেছেন। যাহা হউক, স্বর্গৈশ্বর্য্যাভিমানী দেবরাজ ইন্দ্র যাহাই বলুন না কেন, বাগধিষ্ঠাত্রি দেবতা সরস্বতী "অহো শ্রীমদমাহাত্ম্যং গোপানাং কাননৌকসাং" প্রভৃতি ইন্দ্রবাক্যের যাহা অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ইন্দ্রের স্পর্দ্ধাবাক্যে ব্রজবাসিগণের মাহাত্ম্যই সুব্যক্ত হইয়াছে।

ইন্দ্র যে ব্রজবাসিগণকে গোপ এবং কাননবাসী বলিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের স্বাভাবিক সরলতা এবং

গৃহাদিতে অভিমান শূন্য তাই বলা হইয়াছে। তাঁহাদের ভক্তিসম্পদই "শ্রীমদমাহাত্ম্য"। তাঁহাদের ভক্তির কথা আর কি বলিব। সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণও নরাকৃতি (মর্ত্ত্য) হইয়া তাঁহাদের ভক্তিরস সমাস্বাদন করিতেছেন। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে দেবহেলন করা কিছুমাত্র অসঙ্গত নহে, কেননা তাঁহারা একমাত্র কৃষ্ণ ছাড়া আর কাহারও অস্তিত্ব আছে কি না তাহাও কোন দিন মনে করেন না এবং একমাত্র কৃষ্ণসেবা ব্যতীত তাঁহাদের আর কিছু প্রয়োজনও নাই। শ্রীকৃষ্ণচরণে ঐকান্তিক ভক্তিভাব সম্পন্ন ব্যক্তিগণ, কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ সাধনানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবাতেই আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন এবং শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রয়েই তাঁহারা দুস্তর ভবসাগর অতিক্রম করিয়া থাকেন। "বাচালং বালিশং স্তব্ধং" প্রভৃতি শ্লোকেও ইন্দ্র যে কৃষ্ণের নিন্দা করিয়াছেন, বাগধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাহাও শ্রীকৃষ্ণের স্তুতিরূপেই পরিণত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বাচাল অর্থাৎ বহুভাষী, কেননা তিনি বেদপুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্রের মূল বক্তা; তিনি বালিশ অর্থাৎ শিশুর ন্যায় নিরভিমান, তিনি স্তব্ধ অর্থাৎ তাঁহার কেহই প্রণম্য বা পূজনীয় নাই বলিয়া তিনি সর্ব্বদাই অনম্র। তিনি অজ্ঞ অর্থাৎ তাঁহার মত "জ্ঞ" অর্থাৎ জ্ঞানী আর কেহই নাই, তাই তিনি সর্ব্বজ্ঞ। তিনি পণ্ডিতমানী—অর্থাৎ বন্ধ-মোক্ষ বিবেক জ্ঞানশীল পণ্ডিতগণ সর্ব্বদাই তাঁহার নাম অর্থাৎ চরণ সেবন করিয়া থাকেন। তিনি মর্ত্ত্য—অর্থাৎ ভক্তবাৎসল্যগুণে নরাকৃতি প্রকট করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বাকর্ষক পরমানন্দঘনবিগ্রহ, সুতরাং তিনি কৃষ্ণ। ব্রজবাসি গোপগণ এই নরাকৃতি পরব্রহ্মের সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইয়া জগৎকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের এমন কোনই আকাঙ্ক্ষা নাই যে তাহা পূরণ করিবার জন্য তাঁহাদের ইন্দ্রাদি দেবগণের আরাধনা করিবার প্রয়োজন হয়।

দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার পরমপ্রিয় ব্রজবাসি গোপগণের উদ্দেশে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া সাম্বর্ত্তক মেঘগণকে বলিলেন—হে মেঘগণ। তোমরা অবিলম্বে ব্রজে গমন করিয়া এই সমস্ত অজ্ঞ গোপগণের ঐশ্বর্য্য গর্ব্ব খর্ব্ব কর এবং তাহাদের গোমহিষাদি পশুগণের বিনাশ সাধন কর। দেবরাজ ইন্দ্র এইভাবে প্রলয়কারী মেঘগণকে আদেশ প্রদান করিলেন ও মেঘগণকে অসময়ে দুরন্ত বর্ষণ করিতে একটু ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন, হে মেঘগণ। তোমরা কোন প্রকার ভীত হইও না, আমিও ঐরাবতে আরোহণ করিয়া তোমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ব্রজে গমন করিতেছি এবং প্রলয়কারী বায়ুগণকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া তোমাদের সাহায্যার্থ তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতেছি। তোমাদের কোনও ভয় নাই, তোমরা নির্ভয়ে গমন কর, আমি তোমাদের দ্বারা প্রবল বারিবর্ষণ, বায়ুগণ দ্বারা প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত সঞ্চারণ এবং স্বয়ং মুহুর্মুহুঃ বজ্রপাত করিয়া অচিরাৎ নন্দগোষ্ঠের ধ্বংসসাধন করিব। মেঘগণের প্রতি ইন্দ্রের উক্তি সম্বন্ধে শ্রীহরিবংশে বর্ণিত আছে—

ভো বলাহকমাতঙ্গাঃ শ্রূয়তাং মম ভাষিতম্। যদি বো মৎপ্রিয়ং কার্য্যং রাজভক্তি পুরস্কৃতম্॥
এতে বৃন্দাবনগতা দামোদরপরায়ণাঃ। নন্দগোপাদয়ো গোপা বিদ্বিষন্তি মমোৎসবম্॥
আজীব্যো যঃ পরস্তেষাং গোপত্বঞ্চ যতঃ স্মৃতম্। তা গাবঃ সপ্তরাত্রেণ পীড্যন্তাং বর্ষমারুতৈঃ॥
ঐরাবতগতশ্চাহং স্বয়মেবাম্বু দারুণম্। স্রক্ষ্যামি বৃষ্টিং বাতঞ্চ বজ্রাশনিসমপ্রভম্॥
ভবদ্ভিশ্চণ্ডবর্ষেণ চরতা মারুতেন চ। হতাস্তাঃ সব্রজা গাবস্ত্যক্ষ্যন্তি ভুবি জীবিতম্॥
এবমাজ্ঞাপয়ামাস সর্ব্বান্ জলধরান্ প্রভুঃ। প্রত্যাহতে বৈ কৃষ্ণেন শাসনে পাকশাসনঃ॥ (শ্রীহরিবংশম্)

ব্রজবাসি গোপগণের উপর কুপিত হইয়া ব্রজভূমি ধ্বংস করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প দেবরাজ ইন্দ্র মেঘগণকে বলিলেন—হে মেঘশ্রেষ্ঠগণ। তোমরা যদি আমার প্রিয়কার্য্য করিতে চাও এবং তোমাদের যদি রাজভক্তি থাকে, তাহা হইলে তোমরা আমার কথা শ্রবণ কর—এই সমস্ত বৃন্দাবনবাসি নন্দাদি গোপগণ, কৃষ্ণের কথায় বিশ্বাস করিয়া আমার যজ্ঞলোপ করিয়াছে। ইহাদের যাহা শ্রেষ্ঠ উপজীব্য এবং যাহার জন্য ইহারা গোপ বলিয়া বিখ্যাত,

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্থং মঘবতাজ্ঞপ্তা মেঘা নির্মুক্তবন্ধনাঃ। নন্দগোকুলমাসারৈঃ পীড়য়ামাসুরোজসা ॥ ৮
বিদ্যোতমানা বিদ্যুদ্ভিঃ স্তনন্তঃ স্তনয়িত্নুভিঃ। তীব্রৈর্মরুদ্গণৈর্নুন্না ববৃষুর্জলশর্করাঃ ॥ ৯
স্থূণাস্থূলা বর্ষধারা মুঞ্চৎস্বভ্রেষ্বভীক্ষ্ণশঃ। জলৌঘৈঃ প্লাব্যমানা ভূর্নাদৃশ্যত নতোন্নতম্ ॥ ১০

তোমরা সাতদিন বৃষ্টি বর্ষণ এবং প্রবল বায়ু সঞ্চালন করিয়া সেই সমস্ত গোগণের বিনাশ সাধন কর। আমিও ঐরাবতে আরোহণ করিয়া নিরন্তর বজ্রপাত, অশনি গর্জ্জন, বৃষ্টি ও ঝটিকা সৃজন করিব। তোমাদের অবিরল ধারায় প্রবল বর্ষণ ও প্রচণ্ড বায়ু সঞ্চারণে গো এবং গোপগণ প্রাণত্যাগ করিবে সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ব্রজে ইন্দ্রের শাসন লঙ্ঘন হইলে, ইন্দ্র কুপিত হইয়া এইরূপে মেঘগণকে আদেশ প্রদান করিলেন ॥ ১—৭

অন্বয়ঃ।—মঘবতা (ইন্দ্রেণ) এবং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) আজ্ঞপ্তাঃ (আদিষ্টা) মেঘাঃ নির্মুক্তবন্ধনাঃ (প্রলয়াতিপ্রায়েণ যে বদ্ধা আসন্ তে নির্মুক্তবন্ধনাঃ সন্ত) ওজসা (মহতা বিক্রমেণ) আসারৈঃ (অবিরলধারাসম্পাতৈঃ) নন্দগোকুলং (নন্দব্রজং) পীড়য়ামাসুঃ ॥ ৮

মূলানুবাদ।—শ্রীশুকদেব বলিলেন—দেবরাজ ইন্দ্র মেঘগণকে এই প্রকার আদেশ করিয়া তাহাদের বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন, তখন তাহারা প্রবল বিক্রমে বারিবর্ষণ করিয়া নন্দগোকুল ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল ॥৮

শ্রীধরটীকা।—মঘবতা ইন্দ্রেণ নির্মুক্তং বন্ধনং যেষাং তে। প্রলয়াভিপ্রায়েণ বদ্ধা আসন্ তদা নির্মুক্তবন্ধনাঃ সন্ত আসারৈর্ধারাসম্পাতৈঃ পীড়য়ামাসুঃ ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—বিদ্যুদ্ভিঃ (তড়িদ্ভিঃ) বিদ্যোতমানাঃ (বিশেষেণ দ্যোতমানাঃ) স্তনয়িত্নুভিঃ (অশনিভিঃ) স্তনন্তঃ (গর্জন্তঃ) তীব্রৈঃ (মহাবেগবদ্ভিঃ) মরুদ্গণৈঃ (আবহ-প্রবহ-প্রভৃতিভিঃ বায়ুভিঃ) নুন্নাঃ (ইতস্ততশ্চালিতা মেঘাঃ) জলশর্করাঃ (জলাশনিশর্করাশ্চ, অথবা জলোপলান্) ববৃষুঃ ॥ ৯

মূলানুবাদ।—অগণিত বিদ্যুৎ বিকাশে উদ্ভাসিত, অশনিগর্জ্জনে শব্দায়িত এবং প্রবল বায়ুবেগে গগনতলে সঞ্চারিত মেঘসমূহ প্রবল বেগে বৃষ্টি ও শিলা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৯

শ্রীধরটীকা।—স্তনয়িত্নুভিরশনিভিঃ। স্তনন্তো গর্জ্জন্তঃ। মরুদ্গণৈরাবহাদিবায়ুসমূহৈর্নুন্নাঃ প্রেরিতাঃ। জলশর্করা জলোপলান্ ॥ ৯

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—ওজসা বলেন॥ ৮॥ পীড়নপ্রকারমাহ বিদ্যোতমানা ইতি দ্বাভ্যাম্। বিশেষেণ দ্যোতমানা ইত্যাদিনা বিদ্যুদাদীনামতিবাহুল্যাৎ ভীষণত্বঞ্চ সূচিতম্। স্তনয়িত্নুভির্গর্জ্জদ্ভিরংশবিশেষৈঃ, তীব্রৈরিত্যস্য পূর্ব্বেণাপ্যন্বয়ঃ। জলানি শর্করাশ্চ তদীয়াঃ করকাঃ ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—অভ্রেষু (মেঘেষু) অভীক্ষ্ণশঃ (বারং বারং) স্থূণা স্থূলাঃ (স্থূণা গৃহস্তম্ভাঃ তদ্বৎ স্থূলাঃ) বর্ষধারাঃ (বৃষ্টিধারাঃ) মুঞ্চৎসু (বর্ষৎসু সৎসু) জলৌঘৈঃ (মেঘবৃষ্টিজলসমূহৈঃ) প্লাব্যমানা (আপ্লুতা) ভূঃ (পৃথিবী) নতোন্নতং (উচ্চনীচং যথা ভবতি তথা) ন অদৃশ্যত (নৈব দৃষ্টাভূৎ) ॥ ১০

মূলানুবাদ।—মেঘগণ এই প্রকারে নিরন্তর স্তম্ভের ন্যায় স্থূলধারায় বারিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে জলরাশিতে ভূমি প্লাবিত হইয়া গেল এবং তাহার উচ্চ নীচ সমান হইয়া গেল ॥ ১০

শ্রীধরটীকা।—স্থূণাবৎ স্থূলাঃ। অভ্রেষু মুঞ্চৎসু সৎসু নতোন্নতং নতং নিম্নম্ উন্নতং তদ্বিপরীতং যথা ভবতি তথা ভূর্নাদৃশ্যত ॥ ১০

অত্যাসারাতিবাতেন পশবো জাতবেপনাঃ। গোপা গোপ্যশ্চ শীতার্তা গোবিন্দং শরণং যযুঃ॥ ১১
শিরঃ সুতাংশ্চ কায়েন প্রচ্ছাদ্যাসারপীড়িতাঃ। বেপমানা ভগবতঃ পাদমূলমুপাযযুঃ॥ ১২
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ ত্বন্নাথং গোকুলং প্রভো। ত্রাতুমর্হসি দেবান্নঃ কুপিতাদ্ভক্তবৎসল॥ ১৩

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—স্থূণা গৃহস্তম্ভাস্তদ্বৎ স্থূলাঃ। প্লাব্যমানা ভূরভূৎ। যদ্বা প্লাব্যমানা সতী ভূর্নাদৃশ্যতেত্যর্থঃ॥ ১০

**অন্বয়ঃ।**—অত্যাসারাতিবাতেন (অত্যন্তং ধারাসম্পাতৈঃ প্রবলবায়ুনা চ) জাতবেপনাঃ (কম্পান্বিতাঃ) পশবঃ (ব্রজস্থাঃ গোমহিষাদয়ঃ) শীতার্তাঃ (শীতপীড়িতাঃ) গোপাঃ (ব্রজবাসিনো গোপাঃ) গোপ্যশ্চ গোবিন্দং (ব্রজরাজনন্দনং) শরণং যযুঃ (শরণং গতাঃ)॥ ১১

**মূলানুবাদ।**—অতিরিক্ত জলবর্ষণ ও প্রবল বায়ু সঞ্চারে ব্রজের পশুগণ কম্পিত-কলেবর এবং গোপ-গোপীগণ শীতার্ত হইয়া ব্রজরাজনন্দনের শরণাগত হইল॥ ১১

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—জাতবেপনা ইতি শীতার্তা চ পশ্বাদীনাং সর্ব্বেষামপি বিশেষণম্। তত্র পশূনাম্ আদৌ নির্দ্দেশঃ বহিঃস্থঃপ্রায়ত্বেন, তৎপশ্চাদ্গোপানাম্, অন্তঃস্থপ্রায়ত্বেন গোপীনামিতি চ বিবেচনীয়ম্। ইত্যাদিকঞ্চ সর্ব্বং শ্রীভগবতো ব্রজজনপ্রেমবর্দ্ধনগোবর্দ্ধনোদ্ধরণক্রীড়েচ্ছয়ৈব শক্রাদীনাং শ্রীমদস্য পরমানর্থহেতুতাপ্রদর্শনেচ্ছয়া চ, অন্যথা ভগবৎপ্রিয়াণাং তেষাং তদুদয়াসম্ভবাৎ॥ ১১

**অন্বয়ঃ।**—আসারপীড়িতাঃ (অত্যন্তং ধারাসম্পাতেন পীড়িতাঃ) বেপমানাঃ (কম্পিতকলেবরাঃ গোপা গোপ্যশ্চ) শিরঃ সুতাংশ্চ (শিরাংসি বৎসবালাংশ্চ) কায়েন (স্বস্বদেহেন) প্রচ্ছাদ্য (প্রয়াসেনাচ্ছাদ্য) ভগবতঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) পাদমূলং (চরণসমীপং) উপাযযুঃ (উপগতা অভবন্)॥ ১২

**মূলানুবাদ।**—প্রবল বারিসম্পাতে বিপর্য্যস্ত গোপগোপীগণ কোন প্রকারে তাহাদের মস্তক ও বাল-বৎসাদি আচ্ছাদন করিয়া শ্রীভগবানের চরণ নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল—॥ ১২

**শ্রীধরটীকা।**—জাতবেপনা জাতকম্পাঃ॥ ১১॥ তত্র পশূনাং যানং বিশিনষ্টি শির ইতি॥ ১২

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—প্রচ্ছাদ্য প্রয়াসেনাচ্ছাদয়িত্বা। নহু কথন্তে তাদৃশজ্ঞানা জাতাস্তত্রাহ ভগবতঃ। অলৌকিকগুণত্বাত্তেষামপি তাদৃশপ্রভাবদয়াদিগুণবত্তয়া স্ফুরত ইত্যর্থঃ। অতঃ পাদমূলমুপাযযুঃ অত্যন্তনিকটং প্রাপ্তাঃ॥ ১২

**অন্বয়ঃ।**—কৃষ্ণ, কৃষ্ণ (হে সর্ব্বেষাং সর্ব্বদুঃখাকর্ষক!), মহাভাগ (হে মহৈশ্বর্য্যশালিন্!) প্রভো (হে সর্ব্বশক্তিযুক্ত!) ভক্তবৎসল (হে ভক্তানুগ্রাহক!) নঃ (অস্মান্ প্রতি) কুপিতাৎ (যাগভঙ্গেন পরমক্রুদ্ধাৎ) দেবাৎ (ইন্দ্রাৎ) ত্বন্নাথং (ত্বয়ৈব প্রতিপাল্যং) গোকুলং (গোগোপগোপীসহিতং ব্রজং) ত্রাতুং (রক্ষিতুং) অর্হসি॥ ১৩

**মূলানুবাদ।**—হে কৃষ্ণ, হে মহাভাগ। হে ভক্তবৎসল। হে মহাশক্তিশালিন্! আমাদের প্রতি কুপিত ইন্দ্রের হাত হইতে তোমারই প্রতিপাল্য গোকুল রক্ষা কর॥ ১৩

**শ্রীধরটীকা।**—গোপগোপীনাং প্রার্থনামাহ কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি। ত্বমেব নাথো যস্য তদ্গোকুলং গবাং কুলং বংশং নোঽস্মাংশ্চ দেবাৎ ইন্দ্রাৎ ত্রাতুং রক্ষিতুমর্হসি॥ ১৩

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—কৃষ্ণেতি সর্ব্বদুঃখাকর্ষণাভিপ্রায়েণার্ত্যা বীপ্সা। হে মহাভাগ। অন্যৈঃ গোকুলং গবাং কুলং ব্রজমেব বা সর্ব্বং ত্রাতুমর্হসি। যদ্বা নোঽস্মাংশ্চ দেবাদিন্দ্রাৎ তন্নামাগ্রহণং দ্বেষেণ পাপবুদ্ধ্যা বা। যদ্বা দেবাত্ত্বত্তোঽপি কুপিতাদিতি তৎপ্রতীকারাসমর্থানস্মান্ ত্বমেব ত্রাতুং যোগ্যোঽসীত্যর্থঃ। যদি যদ্যপি তত্র কা

শক্তিমত্তাঃ অতো হে সর্ব্বশক্তিযুক্তেতি কালিয়মর্দ্দনাদৌ তবালৌকিকশক্তিদর্শনাৎ ইতি ভাবঃ। নহু দেবেষু নিজশক্তিং দর্শয়িতুং নোপক্ষ্যাত তত্রাহঃ হে ভক্তবৎসলেতি, ভক্তার্থং তবাকৃত্যং ন কিঞ্চিদপীত্যর্থঃ॥ ১৩

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—গোকুল ধ্বংসের জন্ত কৃতসঙ্কল্প হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র যখন প্রলয়ঙ্কর মেঘ ও বায়ুগণকে আদেশ করিলেন ও তাহাদিগকে গোকুলাভিমুখে প্রেরণ করিলেন, তখন তাহারা দ্রুতবেগে ব্রজের আকাশ পরিব্যাপ্ত করিল। দেখিতে দেখিতে প্রচণ্ড বায়ুচালিত হইয়া নানাবর্ণের মেঘমালা ঘোর গর্জ্জনে ব্রজবাসিগণের মহাত্রাস উৎপাদন করিল এবং জ্যোতিশ্চক্র সমাচ্ছন্ন করিয়া ঘোর অন্ধকারে দিগ্‌দিগন্ত সমাবৃত করিয়া ফেলিল।

অথ মেঘগণাঃ ক্রুদ্ধা ধ্বনন্তশ্চিত্রবর্ণিনঃ। কৃষ্ণাভাঃ পীতাভাঃ কেচিৎ কেচিচ্চ হরিতপ্রভাঃ॥
ইন্দ্রগোপনিভাঃ কেচিৎ কেচিৎ কর্পূরবৎপ্রভোঃ। নানাবিধাশ্চ যে মেঘা নীলপঙ্কজসুপ্রভাঃ॥
হস্তিতুল্যান্ বারিবিন্দূন্ ববৃষুস্তে মদোদ্ধতাঃ। হস্তিশুণ্ডসমাভিশ্চ ধারাভিশ্চঞ্চলাশ্চ যে॥
নিপেতুঃ কোটিশশ্চাদ্রিকূটতুল্যোপলা ভৃশম্। বাতা ববুঃ প্রচণ্ডাশ্চ পেপমন্তস্তরূন গৃহান্॥
প্রচণ্ডবজ্রপাতানাং মেঘানামস্তকারিণাম্। মহাশব্দোঽভবদ্ভূমৌ মৈথিলেশভয়ঙ্করঃ॥
ননাদ তেন ব্রহ্মাণ্ডং সপ্তলোকৈর্বিলৈঃ সহ। বিচেলুর্দিগ্‌গজাস্তারা হ্যপতন্ ভূমিমণ্ডলে॥ (শ্রীগর্গ সংহিতা)

শ্রীগর্গ সংহিতায় বর্ণিত আছে যে—দেবরাজ ইন্দ্র মেঘগণকে গোকুল ধ্বংসের আদেশ প্রদান করিলে নানা-বর্ণধারী মেঘগণ গর্জ্জন করিতে করিতে ব্রজে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের কেহ বা কৃষ্ণবর্ণ, কেহ বা পীতবর্ণ, কেহ বা হরিত বর্ণ,কেহ বা ইন্দ্রগোপ নামক কীটের ন্যায় রক্তবর্ণ, কেহ বা কর্পূরবৎ শুভ্রবর্ণ এবং কেহ নীলকমলের ন্যায় সমুজ্জল নীলবর্ণ। এই সমস্ত বিচিত্র বর্ণসমন্বিত মেঘগণ হস্তিতুল্য বৃহদাকার বারিবিন্দু এবং হস্তি শুণ্ডের ন্যায় জলধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে নিরন্তর পর্ব্বতের ন্যায় বৃহদাকৃতি কোটি কোটি শিলা বর্ষণ করিতে লাগিল। প্রচণ্ড বায়ুসঞ্চারণে বৃক্ষ ও গৃহরাজি ভূপতিত হইতে লাগিল। প্রচণ্ড বজ্রপাত সমন্বিত প্রলয়ঙ্কর মেঘগণের ঘোর গর্জ্জনে ভূতল এবং সপ্তলোক ও পাতালসহ ব্রহ্মাণ্ড প্রতিনাদিত হইতে লাগিল। এই প্রকার প্রচণ্ড প্রলয়ঙ্কর মেঘ বর্ষণে ও তীব্র ঝটিকা সঞ্চারণে দিগ্‌গজগণ প্রচলিত এবং তারকারাজি ভূপতিত হইতে লাগিল।

ইন্দ্রপ্রেরিত সাম্বর্ত্তক মেঘগণ এই প্রকারে প্রবল ধারায় বারিবর্ষণ আরম্ভ করিলে মুহূর্ত্তের মধ্যে ব্রজভূমি জলপ্লাবিত হইয়া মহাসমুদ্রের আকার ধারণ করিল। আকাশের সর্ব্বত্রই সমুজ্জল সৌদামিনী বিকাশে ব্রজবাসি-গণের কোন দিকে দৃষ্টি সঞ্চার করিবার শক্তি রহিল না এবং ঘন ঘন প্রচণ্ড বজ্রনাদে সকলের কর্ণ বধিরপ্রায় হইয়া গেল ও হৃৎকম্প হইতে লাগিল। প্রবল বারিপাতের সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ঝটিকা সঞ্চারণে অসংখ্য বৃক্ষ ও পর্ব্বতশৃঙ্গ ভূপতিত হইতে লাগিল এবং ব্রজস্থ নরনারী পশু পক্ষী প্রভৃতি সকলেই মহাশীতে কদলীপত্রের ন্যায় প্রকম্পিত হইতে লাগিল।

তেনোৎপাতাদুবর্ষেণ গাবো বিপ্রহতা ভৃশম্। হম্বারবৈঃ ক্রন্দমানা ন চেলুঃ স্তম্ভিতোপমাঃ॥
নিস্পন্দকথিচরণা নিপ্রযত্নখরাননাঃ। হৃষ্টরোমার্দ্রতনবঃ ক্ষামকুক্ষিপয়োধরাঃ॥
কাশ্চিৎ প্রাণান্ জহুঃ শ্রান্তা নিপেতুঃ কাশ্চিদাতুরাঃ। কাশ্চিৎ সবৎসাঃ পতিতা গাবঃ শীকরবেজিতাঃ॥
কাশ্চিদাক্রম্য ক্রোড়েন বৎসাংস্তিষ্ঠন্তি মাতরঃ। বিমুখাঃ শ্রান্তসক্থ্যশ্চ নিরাহারাঃ কৃশোদরাঃ॥
পেতুরার্ত্তা বেপমানা গাবো বর্ষপরাজিতাঃ। বৎসাশ্চোন্মুখকা বালা দামোদরমুখাঃ স্থিতাঃ॥
ত্রাহীতি বদনৈর্দীনৈঃ কৃষ্ণমূচুরিবার্দ্দিতাঃ॥ (শ্রীহরিবংশম্)

হরিবংশে বর্ণিত আছে যে—দেবরাজ ইন্দ্রপ্রেরিত সাম্বর্ত্তক মেঘগণের প্রবল বর্ষণে গোগণ পুনঃ পুনঃ

তাড়িত ও আহত হইয়া ঘন ঘন উচ্চ হাম্বারবে ক্রন্দন করিতে লাগিল, কিন্তু প্রবল বর্ষণ ও করকাপাতে স্তম্ভিত হইয়া তাহারা কুত্রাপি গমন করিতে পারিল না। তাহাদের চরণ ও সক্থি নিস্পন্দ, খুর ও ও বদন অযত্ন রক্ষিত, দেহ কণ্টকিত ও আর্দ্র এবং কুক্ষি ও স্তনমণ্ডল ক্ষীণ হইয়া গেল। এই ভাবে নিরতিশয় ক্লিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে করিতে ব্রজমণ্ডলস্থিত গোগণের কতকগুলি প্রাণত্যাগ করিল, কতকগুলি বা শ্রান্ত ও মৃতপ্রায় হইয়া ভূমিশায়ী হইল, কতকগুলি বা নিরন্তর বৃষ্টিপাতে উৎপীড়িত হইয়া বৎসসহ ভূপতিত হইল, কতকগুলি বা অতি কষ্টে নিজ দেহ দ্বারা বৎসদেহ আচ্ছাদন করিয়া দণ্ডায়মান রহিল, কতকগুলি বা অনাহারে ক্ষীণোদর, অধোবদন এবং শ্রান্তচরণে কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া পরিশেষে প্রবল বর্ষণে পরাজিত হইয়া ভীত ও কম্পান্বিত কলেবরে ভূপতিত হইল। গোবৎসগণ ঊর্দ্ধবদনে কৃষ্ণের আগমন পথের দিকে নিশ্চল দৃষ্টি স্থাপন করিয়া দীনবদনে "ত্রাহি ত্রাহি" ইঙ্গিত করিয়া কৃষ্ণের উদ্দেশে নিজ নিজ বেদনা জানাইতে লাগিল।

ব্রজের গোপগোপীগণ, প্রবল বৃষ্টি বর্ষণের প্রারম্ভেই নিজ নিজ গৃহ মধ্যে গমন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন বৃষ্টি বর্ষণ প্রবল হইতেও প্রবলতর হইয়া উঠিল এবং প্রবল ঝটিকায় বৃক্ষ, পর্ব্বত-শৃঙ্গ প্রভৃতি ভূপতিত হইতে লাগিল ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্রান্ত করকাপাত হইতে লাগিল, তখন তাঁহারা গৃহে থাকাও নিরাপদ বলিয়া মনে করিলেন না এবং সকলেই নিজ নিজ পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, আত্মীয়, বান্ধব প্রভৃতির রক্ষা বিধানের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন ও তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে যুগপৎ তাঁহাদের সকলেরই মনে হইল যে, একমাত্র নন্দনন্দন ব্যতীত আমাদিগকে আর কেহই এই বিষম বিপদসমুদ্র হইতে উদ্ধার করিতে পারিবে না। নন্দনন্দন নারায়ণতুল্য গুণ ও প্রভাবশালী এবং অঘাসুর বকাসুর কালিয় প্রভৃতি দুর্ব্বৃত্ত-গণকে দমন করিয়া তিনি অনেকবার ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিয়াছেন। বিশেষতঃ এবার যে মহাসমারোহে গোবর্দ্ধন যাগের অনুষ্ঠান হইয়া গেল, তাহা একমাত্র তাঁহারই উপদেশ এবং প্রেরণায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। গোবর্দ্ধন যাগের সময়ে আমরা অনেক অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং গোবর্দ্ধন যে নন্দনন্দনের সহিত কোনও অজ্ঞাত সম্বন্ধসূত্রে সংশ্লিষ্ট, তাহা আমরা গোবর্দ্ধনের মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া নৈবেদ্যগ্রহণ ব্যাপারেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অতএব আমাদের এখন নন্দনন্দনের শরণগ্রহণ ব্যতীত আর আত্মরক্ষার কোনই উপায় নাই। এই কথা মনে করিয়া সমস্ত ব্রজবাসি গোপগোপীগণ, বৃষ্টি ও করকা নিবারণের জন্য কোন প্রকারে মস্তকাবরণ করিয়া এবং স্বস্বদেহে শিশুসন্তানগণকে বক্ষে ধারণ করিয়া দ্রুতপদে নন্দনন্দনের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ব্রজবাসি গোপগোপীগণ, আর্ত্ত ও অসন্তোষ হইয়া কৃষ্ণ নিকটে গিয়া ভীতি ও ব্যাকুলতারুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—হে কৃষ্ণ! তুমিই আমাদের সর্ব্বদুঃখহরণকারী, আমরা বহু জন্মের সুকৃতি বশতঃ তোমাকে পরম আত্মীয়রূপে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। ব্রজের গো গোপ এবং গোপীগণের তুমিই একমাত্র গতি ও ত্রাণকর্ত্তা, আমরা তোমা ভিন্ন স্বপ্নেও আর কিছু জানি না। তুমি আমাদের অনেকবার অনেক বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছ; এবার কুপিত দেবরাজের অত্যাচার হইতে রক্ষা কর। আমরা ইন্দ্রযাগের অনুষ্ঠান না করিয়া তোমারই কথামত গোবর্দ্ধনযাগের অনুষ্ঠান করিয়াছি বলিয়া দেবরাজ ইন্দ্র ক্রোধপরবশ হইয়া গোকুল ধ্বংসের উপক্রম করিয়াছেন সন্দেহ নাই, নচেৎ অকস্মাৎ এরূপ প্রলয়ঙ্কর বারিবর্ষণ, করকাপাত এবং ঝঞ্ঝাবাতের কোনই কারণ দেখা যায় না। নারায়ণের কৃপায় তুমি নারায়ণতুল্য গুণশালী এবং মহাপ্রভাব সমন্বিত, কালিয় দমনা-দিতে আমরা তোমার মহাপ্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অতএব নারায়ণ যেমন ভক্তবাৎসল্যস্বভাবে নানাভাবে তাঁহার শরণাগত জনগণকে রক্ষা করেন, তুমিও সেইরূপ তোমার গোকুল ও গোকুলবাসিগণকে এই আসন্ন বিপদ

শিলাবর্ষাতিবাতেন হন্যমানমচেতনম্ । নিরীক্ষ্য ভগবান্ মেনে কুপিতেন্দ্রকৃতং হরিঃ ॥ ১৪
অপর্ত্ত্ব্যুল্বণং বর্ষমতিবাতং শিলাময়ম্ । স্বযাগে বিহতেঽস্মাভিরিন্দ্রো নাশায় বর্ষতি ॥ ১৫
তত্র প্রতিবিধিং সম্যগাত্মযোগেন সাধয়ে । লোকেশমানিনাং মৌঢ্যাদ্ধনিষ্যে শ্রীমদং তমঃ ॥ ১৬

হইতে মুক্তি প্রদান কর, নচেৎ কুপিত দেবরাজের অত্যাচার হইতে কোন রূপেই আমাদের আত্মরক্ষা করা সম্ভবপর হইবে না।

ব্রজবাসি গোপগোপীগণ, সকলেই শুদ্ধ প্রেমবান্ হইয়াও কৃষ্ণের নিকট এইভাবে কাতর প্রার্থনা জানাইতেছেন দেখিয়া মনে হয় যে শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রগর্ব্বখণ্ডন ও গোবর্দ্ধন ধারণ লীলার ইচ্ছা বশতঃ তাঁহার লীলাশক্তির প্রেরণাতেই তাঁহাদের এই প্রকার ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে এবং নারায়ণ-সমজ্ঞানে কৃষ্ণের নিকট বিবিধ দৈন্য বিজ্ঞাপনের প্রবৃত্তি জাগিয়াছে। ব্রজবাসি গো গোপগোপীগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপার্ষদ, সুতরাং তাঁহাদের অপ্রাকৃত দেহে বাতবর্ষাদিজনিত ক্লেশানুভবের কোনই কারণ নাই, কিংবা এই সমস্ত প্রাকৃত কারণে তাঁহাদের মনে ভীতি সঞ্চার হওয়াও সম্ভবপর নহে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যেমন প্রকট লীলায় নানাবিধ প্রাকৃত ভাবের অনুকরণ করেন, সেইরূপ তাঁহার পার্ষদগণও তাঁহার লীলার সৌষ্ঠব সম্পাদন করিবার জন্য নিজ স্বরূপ ভুলিয়া প্রাকৃত নরনারীর মতই ব্যবহার করিয়া থাকেন। যাহা হউক, অনন্ত লীলাময় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলায় কেবলমাত্র ভক্তবাৎসল্য এবং প্রেমাধীনতারই চরমোৎকর্ষ প্রকাশ হইয়া থাকে; সুতরাং তাহাই এই লীলাতে অনুসন্ধান ও আস্বাদন করা সমীচীন ॥ ৮—১৩

অন্বয়ঃ।—শিলাবর্ষাতিবাতেন (শিলাবর্ষযুক্তেন প্রচণ্ডবায়ুনা) হন্যমানং (তাড়িতং) অচেতনং (মূর্চ্ছিতপ্রায়ং গোকুলং) নিরীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) ভগবান্ (সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী) হরিঃ (সর্ব্বেষাং গর্ব্বহারকঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) কুপিতেন্দ্রকৃতং (কুপিতেন দেবরাজেন কৃতমিদং বাতবর্ষাদিকং) মেনে (অমংস্ত) ॥ ১৪

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবান্ গোকুলবাসিগণকে প্রবল বৃষ্টি, করকাপাত এবং প্রবল ঝটিকায় তাড়িত ও অচেতনপ্রায় দেখিয়া বুঝিলেন যে ইন্দ্রই কুপিত হইয়া এই কার্য্য করিতেছেন ॥ ১৪

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—শিলাবর্ষযুক্তেনাতিবাতেন, পাঠান্তরে শিলাবর্ষস্য নিপাতেন হন্যমানম্, অতএব অচেতনং মূর্চ্ছিতপ্রায়ং গোকুলমিতি প্রকরণাৎ। কৃতং কৃতিম্ ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—অস্মাভিঃ (ব্রজবাসিভিঃ) স্বযাগে (ইন্দ্রযাগে) বিহতে (নিবারিতে সতি) ইন্দ্রঃ (দেবরাজঃ) নাশায় (ব্রজনাশায়) অপর্ত্তু (অপগতঃ ঋতুঃ বর্ষাকালঃ যস্য তৎ বর্ষাপগমকালীনমিত্যর্থঃ) অত্যুল্বণং (ভয়ঙ্করং) অতিবাতং (প্রচণ্ডবায়ুসহিতং) শিলাময়ং (শিলাপ্রচুরং) বর্ষং বর্ষতি ॥ ১৫

মূলানুবাদ।—আমরা ইন্দ্রের যজ্ঞ লোপ করিয়াছি বলিয়া ইন্দ্র আমাদিগকে নাশ করিবার জন্য অকালে প্রবল ঝটিকা এবং ভয়ঙ্কর শিলাবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন সন্দেহ নাই ॥ ১৫

শ্রীধরটীকা।—বিজ্ঞাপনাৎ পূর্ব্বমেব কুপিতেন ইন্দ্রেণ কৃতং তদ্বর্ষং মেনে ॥ ১৪ ॥ কথং মেনে তদাহ অপর্ত্ত্বিতি। অপগত ঋতুর্যস্য তদ্বর্ষমতিশয়িতো বাতো যস্মিংস্তদতিবাতং, শিলাময়ং শিলাপ্রচুরম্ ॥ ১৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—পশ্চাৎ ক্রোধাবেশেন স্বগতমুবাচেত্যাহ, অপর্ত্ত্বিত্যাদি পঞ্চকেন। ইত্যুক্তেতি পরেণান্বয়াৎ পৃথক্ তু ব্যাখ্যায়তে। বর্ষং বর্ষতীতি তপস্তপ্যত ইতিবদ্বর্ষং করোতীত্যর্থঃ। অস্মাভিরিতি বহুত্বং ব্রীড়ালাঘবাপেক্ষয়া। শক্রমদভঙ্গনার্থং নিজপ্রৌঢ়িপ্রকটনেন বা। নাশায় গোষ্ঠস্য তদ্বতস্য নিজমদস্যৈব ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—তত্র (কুপিতেন্দ্রকৃততাদৃশবর্ষণবিষয়ে) আত্মযোগেন (যোগমায়াখ্যয়া মদচিন্ত্যশক্ত্যা) প্রতিবিধিং

নহি সদ্ভাবযুক্তানাং সুরাণামীশবিস্ময়ঃ। মত্তোহসতাং মানভঙ্গঃ প্রশমায়োপকল্পতে ॥ ১৭
তস্মান্মচ্ছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎপরিগ্রহম্।
গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সোহয়ং মে ব্রত আহিতঃ ॥ ১৮

(প্রতীকারং) সম্যক্ (ব্রজবাসিনাং ভীতিনিবারণসুখদাননিজদাসবর্য্যগোবর্দ্ধনমাহাত্ম্যপ্রদর্শনাদিপ্রকারেণ) সাধয়ে (সাধয়ামি) মৌঢ্যাৎ (মূঢ়তয়া) লোকেশমানিনাং (দিক্পালাভিমানিনামিন্দ্রাদীনাং) শ্রীমদং (ঐশ্বর্য্যগর্ব্বলক্ষণং) তমঃ (মহদভিমানঞ্চ) হরিষ্যে (হরিষ্যামি)॥ ১৬

মূলানুবাদ।—আমি যোগমায়া শক্তিপ্রভাবে ইহার সমুচিত প্রতীকার করিব এবং মূঢ়তাবশতঃ লোকপালাভিমানী ইন্দ্রাদি দেবগণের ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব খর্ব্ব করিব ॥ ১৬

শ্রীধরটীকা।—তত্র প্রতীজ্ঞাপূর্ব্বং গোবর্দ্ধনোদ্ধরণমাহ তত্রেতি। তত্র প্রতিবিধিং প্রতীকারং স্বসামর্থ্যেন সাধয়িষ্যামি, তেন চ মৌঢ্যাল্লোকেশমানিনাং শ্রীমদলক্ষণং তমো হরিষ্যামি। বহুবচনেন বরুণাদীনভিপ্রৈতি ॥ ১৬

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—সম্যক্ সর্ব্বেষাং সুখপূর্ব্বকনিজদাসবর্য্যমাহাত্ম্যপ্রদর্শনাদিপ্রকারেণ। সাধয়ামি বর্ত্তমানসামীপ্যে লট্, আত্মযোগেন সাধয়ে, যোগমায়াখ্যয়া স্বাভাবিকশক্ত্যেত্যর্থঃ। লোকেশমানিনামিতি বহুত্বং তদ্দণ্ডেনান্যেষামপি শিক্ষাভিপ্রায়েণ ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—সদ্ভাবযুক্তানাং (স্বভাবত এব সাত্ত্বিকানাং) সুরাণাং (দেবানাং) ঈশবিস্ময়ঃ (ঈশা বয়মিতি গর্ব্বঃ) ন উপকল্পতে (নৈব যোগ্যো ভবতি) [অতঃ] অসতাং (সম্প্রতি শ্রীমদেনাসদ্ভাবাপন্নানাং তেষাং) মত্তঃ (মৎকৃতঃ) মানভঙ্গঃ (গর্ব্বনাশঃ) প্রশমায় (তেষাং গর্ব্বরোগস্যোপশান্ত্যৈ ভবতি)॥ ১৭

মূলানুবাদ।—স্বভাবতঃ সাত্ত্বিকপ্রকৃতি দেবগণের এরূপ ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব থাকা উচিত নহে, কিন্তু সম্প্রতি ইহাদের যে অসদ্ভাব দেখা যাইতেছে, আমি ইহাদের গর্ব্ব চূর্ণ করিলেই তাহা প্রশমিত হইয়া যাইবে ॥ ১৭

শ্রীধরটীকা।—নন্ু দেবাঃ সাত্ত্বিকাস্তদ্ভক্তাশ্চ কুতস্তেষাং তমস্তত্রাহ নহীতি। সদ্ভাবঃ সত্ত্বং মদ্ভক্তির্ব্বা তদ্যুক্তানাং সুরাণামীশী বয়মিতি বিস্ময়ো গর্ব্বো হি যস্মাৎ ন ঘটতে অতোহসন্তস্তে। কিঞ্চ তেষাং মানভঙ্গোঽনুগ্রহ এবেত্যাহ মত্ত ইতি ॥ ১৭

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অসতাং শ্রীমদেন দুশ্চেষ্টিতানাম্। অস্তবৈঃ। যদ্বা শ্রীমদং হরিষ্যে ইত্যত্র হেতুমাহ, হি যতঃ সুরাণামীশোঽহমিতি বিশেষেণ স্ময়ো গর্ব্বঃ। নোপকল্পতে যোগ্যো ন ভবতি, যতঃ সদ্ভাবযুক্তানাম্ অতঃ শ্রীমদেনাসতামপি তেষাং হিতমেব করিষ্যামীত্যাহ মত্ত ইতি,নান্যতঃ সদৈশ্বর্য্যস্ফূর্ত্তাবেব তাদৃশযোগ্যত্বাদিতি ভাবঃ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—তস্মাৎ (যতো গোকুলবাসিনঃ সর্ব্বএব মচ্ছরণাগতাস্তস্মাদেব) মচ্ছরণং (মদাশ্রিতং) মন্নাথং (মৎপ্রতিপাল্যং) মৎপরিগ্রহং (ময়ৈবাত্মীয়ত্বেন স্বীকৃতং) গোষ্ঠং (গোকুলং) আত্মযোগেন (নিজৈশ্বর্য্যেণ) গোপায়ে (রক্ষয়িষ্যামি) সঃ (প্রসিদ্ধঃ) অয়ং (শরণাগতপালনরূপঃ) ব্রতঃ (অপতিতনিয়মঃ) আহিতঃ (ময়া চিরাদেব গৃহীতঃ)॥ ১৮

মূলানুবাদ।—অতএব আমার শরণাগত, আমার প্রতিপাল্য এবং আমার পরমাত্মীয় এই গোষ্ঠবাসিগণকে আমি আত্মশক্তিপ্রভাবে রক্ষা করিব। শরণাগত প্রতিপালনই আমার জীবনের মহাব্রত ॥ ১৮

শ্রীধরটীকা।—গোপায়ে রক্ষয়িষ্যামি। কিঞ্চ সোহয়ং মে ময়া ব্রতো নিয়মঃ সঙ্কল্পো বা আহিতো ধৃত ইত্যর্থঃ ॥ ১৮

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—যস্মান্মমাত্মনির্বিশেষত্বেনাস্মচ্ছরণক্রোড়ীকৃতানাং মৎপিত্রাদিগোষ্ঠবাসিনাং নাশায়

ইত্যুক্ত্বৈকেন হস্তেন কৃত্বা গোবর্দ্ধনাচলম্। দধার লীলয়া কৃষ্ণশ্ছত্রাকমিব বালকঃ॥ ১৯

অথাহ ভগবান্ গোপান্ হেঽম্ব তাত ব্রজৌকসঃ। যথোপজোষং বিশত গিরিগর্ত্তং সগোধনাঃ॥২০

ইন্দ্রো বর্ষতি তচ্চ প্রতিবিধিং সম্প্রত্যেব সাধয়িষ্যামি, তত্র চাস্মদ্বিপক্ষতয়া লোকেন্দ্রমাত্রাণাং তমো হরিষ্যে। তচ্চ যুক্তং মন্নাথমেব তদিদং গোষ্ঠম্ আত্মযোগেন সাধয়ে, অসাধারণস্বাভাবিকপ্রভাবেন গোপায়ে; সম্প্রত্যেব গোপয়িষ্যামি। ন কেবলং সম্প্রত্যেব কিন্তু সঃ পূর্ব্বপূর্ব্বমপি; অয়ং গোষ্ঠস্য পালনোপায়ো মম ব্রতো নিয়ম এবাস্মিতো বিহিত ইত্যর্থঃ। কীদৃশং গোষ্ঠং তত্রাহ, অহমেব শরণং রক্ষিতা যস্য তৎ, যতোঽহমেব নাথ ঈশ্বরো যস্য তৎ। কিঞ্চ মম পরিগ্রহং কুটুম্বম্ অতঃ অকস্মাদপি রক্ষ্যমিত্যর্থঃ। বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ। অপ্যকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ ইতিবৎ। যদ্বা মম শরণম্ আশ্রয়ং মম নাথং পরিপালকং কুতঃ অহমেব পরিগ্রহো ধনপুত্রদারাদি সর্ব্বং যস্য তৎ মদেকপ্রিয়মিত্যর্থঃ। তদেবমিন্দ্রস্য যজ্ঞহরণাদিবিরুদ্ধধর্ম্মবত্ত্বেঽপ্যধ্বরণাদিকগোষ্ঠবাসিনাং বিরোধাৎ প্রবৃত্তস্যাস্মানভঙ্গোঽপি গোষ্ঠবাসিগোপনায় যোগ্য ইতি বিবক্ষিতম্॥ ১৮

অন্বয়ঃ।— কৃষ্ণঃ ( স্বয়ং ভগবান্ শ্রীব্রজরাজনন্দনঃ ) ইত্যুক্ত্বা (পূর্ব্বোক্তবাক্যমুক্ত্বা) একহস্তেন গোবর্দ্ধনাচলং (গোবর্দ্ধনপর্ব্বতং) কৃত্বা (উৎকৃত্য) বালকঃ ছত্রাকমিব (বালকো যথা ছত্রং ধারয়তি তদ্বৎ) লীলয়া (অনায়াসেনৈব) দধার ( বামকরে ধৃতবান্ )॥ ১৯

**মূলানুবাদ।**—শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উৎপাটন করিলেন এবং বালক যেমন ছত্র ধারণ করে, সেইরূপ অবলীলাক্রমে বামকরে উহা ধারণ করিলেন॥ ১৯

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—ইত্যুক্ত্বেতি মহামেঘারম্ভাদেব গোবর্দ্ধননিকটে সর্ব্বৈরামানয়নমবগম্যতে। একেন বামেন সব্যেন পাণিনেতি হরিবংশোক্তেঃ। কৃত্বা ছিত্বেতি মূলতোর্দ্ধতশ্চ জ্ঞেয়ং, মানসগঙ্গায়া উত্তরতো বিচ্ছিন্নত্বাৎ। তেষাং সংরক্ষণার্থায় ধৃতো গিরিবরো যথা। সোঽন্নকূট ইতি খ্যাতঃ সর্ব্বতঃ শক্রপূজিত ইতি বারাহপ্রসিদ্ধস্য তস্য ভাগস্যাদ্যাপি পৃথক্প্রসিদ্ধেঃ। ন কথমপি কদাচিদপি চলতীত্যচলপদশ্লেষঃ। লীলয়াঽনায়াসেন। যদ্বা। কটিতটে দক্ষিণশ্রীহস্তন্যাসাদিভঙ্গিবিশেষেণ দধার। তথৈব প্রাচীনশ্রীমূর্ত্তিদর্শনাৎ। যতো বালকশ্ছত্রাকমিব বাল্যলীলানতিক্রমেণৈবেত্যর্থঃ, এবমনায়াসোঽপি দর্শিতঃ। নন্বু বালমূর্ত্তেস্তদ্ধারণাদিসন্নিবেশঃ কথং ঘটতে? তত্রাহ, বিভুঃ অচিন্ত্যশক্ত্যা তদ্রূপদেহেঽপি বিভুঃ। কৃষ্ণ ইতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। তথৈব সহস্রনামস্তোত্রে। অনির্দ্দেশ্যবপুঃ শ্রীমানমেয়াত্মা মহাদ্রিধৃগিতি। অতো যথেচ্ছমেব পর্ব্বতাদীনামুচ্চপদাদিস্থিতির্জ্ঞাতেত্যর্থঃ। ততঃ শ্রীবৈশম্পায়নোক্তিরপি ঘটতে। স ধৃতঃ সঙ্গতো মেঘৈরিতি। তথা। আপ্লুতোঽয়ং গিরিঃ পক্ষৈরিতি বিদ্যাধরোরগাঃ। গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব বাচো মুঞ্চন্ত সর্ব্বশ ইতি। তচ্চ শ্রীগোবর্দ্ধনশৃঙ্গাগ্রৈর্মেঘবর্গোদ্ঘাটনক্রীড়ার্থমেবেতি জ্ঞেয়ম্। তত্র ব্রজকর্তৃকদর্শনসৌকর্য্যায় শোভাবিশেষায় চ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃকধারণসৌকর্য্যায় চ ইদং কল্প্যতে উত্থাপনসময়ে লীলাশক্ত্যানুকূল্যেন পর্ব্বতমধ্যাধোভাগাৎ বিচ্ছিদ্য স্ফুটিমায়মানো মহাশিলাসমুচ্চয় একো মধ্যগর্ত্তে স্থিতঃ। যং শিলাসমুচ্চয়মারহ্য যং নিম্নং পর্ব্বতমধ্যদেশং শ্রীহস্তেন বিষ্টভ্য চ সুখং দধারেতি অত্র গর্ত্তমধ্যে বহির্জলপতনাগমননিবারণাদিসমাধানশতমপি লীলাশক্ত্যানুকূল্যেনৈব জ্ঞেয়ম্। তথাচ শ্রীহরিবংশে। স ধৃতঃ সঙ্গতো মেঘৈর্গিরিঃ সব্যেন পাণিনা। গৃহভাবং গতস্তত্র গৃহাকারেণ বর্চ্চসেতি। এবং বামকরেণ লীলয়া তদ্ধারণং বস্তুতঃ নিজজীবনানপেক্ষয়া তদেকসুখাপেক্ষকাণাং ব্রজজনানাং তেষাং স্বীয়শ্রমবোধনেন সুখার্থমেব। অন্যথা তেষাং সর্ব্বনাশতোঽপি মহাদুঃখাপত্তেঃ। এবমন্যচ্চ যস্য সর্ব্বমেবোহ্যম্॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—অথ ( গোবর্দ্ধনধারণানন্তরং ) ভগবান্ ( শ্রীকৃষ্ণঃ ) গোপান্ ( সর্ব্বানেব গোকুলবাসিনঃ প্রতি ) আহ, অম্ব ( হে মাতঃ! ) তাত ( হে পিতঃ! ) ব্রজৌকসঃ ( ব্রজবাসিনঃ! যূয়ং ) সগোধনাঃ ( গোধনৈঃ সহিতাঃ ) যথোপজোষং ( যথাসুখং ) গিরিগর্ত্তং ( গোবর্দ্ধনস্যাধোদেশং ) বিশত ( প্রবিশত )॥ ২০

ন ত্রাস ইহ বঃ কার্য্যো মদ্ধস্তাদ্রিনিপাতনাৎ। বাতবর্ষভয়েনালং তৎত্রাণং বিহিতং হি বঃ ॥ ২১

মূলানুবাদ।—অনন্তর শ্রীভগবান্ গোকুলবাসিগণকে বলিলেন—হে মাতঃ! হে পিতঃ! হে ব্রজবাসিগণ! আপনারা গোধনাদি সহ স্বচ্ছন্দে এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বতনিম্নে প্রবেশ করুন ॥ ২০

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—হে অম্বেতি মাতুর্যশোদা সম্বোধনং স্নেহবিশেষেণ। পুত্রাহস্তুলস্ত্রায়াধ্বংসদৃষ্ট্যা তস্যা বা পুত্রদুঃখশঙ্কয়া। চিন্তা দু খায়ুনায়াঃ সান্ত্বনেচ্ছয়া চ। ততশ্চ হে তাতেতি স্নেহানুক্রমাৎ তস্য প্রবেশ সত্যেব তস্যাঃ প্রবেশাচ্চ। উপলক্ষণঞ্চৈতৎ শ্রীরোহিণ্যাদীনাম্। হে ব্রজৌকসঃ, যথোপজোষমিতি যথা ব্রজ বাসস্থলেনাত্রাপি সম্পৎস্যত ইতি ভাবঃ। নন্বমধ্যে যোজনবিস্তারং তাবদ্দিগুণমায়তমিতি শ্রীহরিবংশে ব্রজবিস্তারস্য বর্ণিতত্বাৎ কথং গোবর্দ্ধনগর্ত্তে ব্রজায়োতি,—উচ্যতে। তস্যাচিন্ত্যশক্ত্যা মহত্বাপত্তেরিতি। তথাচ হরিবংশে তেনৈবোক্তম্। শৈলোৎপাটনভূরেষা মহতী নির্ম্মিতা যথা। ত্রৈলোক্যমপ্যৎসহতে রক্ষিতুং কিং পুনর্ব্রজমিতি। গিরের্গর্ত্তং তদুন্মূলোৎপাটনভূভাগম্। গর্ত্ত এব সমাস্থানঞ্চ বাতাস্থাবরণাপেক্ষয়া। গাবঃ পশব এব ধনানি। যদ্বা গাবো ধনানি চান্যানি তৎসহিতাঃ। তদেবং সর্ব্বব্রজবাসিনাং তৎপশ্চাদেবাবগতত্বং তদ্বচনস্য চ সর্ব্বস্থ্রাব্যং ধ্বনিতম্ ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—ইহ (গিরিগর্ত্তপ্রবেশে) বঃ (যুষ্মাভিঃ) মদ্ধস্তাদ্রিনিপাতনাৎ (মম হস্তাৎ গোবর্দ্ধনস্য নিপাতনাদ্ধেতোঃ) ত্রাসঃ (শঙ্কা) ন কার্য্যঃ (নৈব করণীয়ঃ) বঃ (যুষ্মাকং) বাতবর্ষভয়েন (প্রবলবর্ষণতঃ প্রচণ্ডবাতাচ্চ ভীত্যা) অলং (প্রয়োজনং নাস্তি) হি (যস্মাৎ) তত্রাণং (যুষ্মাকং বাতবর্ষভয়াৎ ত্রাণং) বিহিতং (ময়ৈব নির্দ্ধারিতমস্তি ॥ ২১

মূলানুবাদ।—আমার হস্ত হইতে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত স্খলিত হইবে মনে করিয়া আপনারা ভীত হইবেন না। আপনাদের বৃষ্টি কিংবা প্রবল ঝটিকার জন্য কোনই ভয় করিবার প্রয়োজন নাই, আমি আপনাদের রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি ॥ ২১

শ্রীধরটীকা।—কৃত্বা উৎকৃত্য। ছত্রাকমুচ্ছিলীন্ধ্রম্ ॥ ১৯ ॥ যথোপজোষ' যথাসুখম্ ॥ ২০।২১

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—মম হস্তাদদ্রেঃ নিতরাং পাতনং পতনং তদাশঙ্ক্য স্বার্থে ণিচ্। যদ্বা ইন্দ্রাদিনা কেনাপি পাতনং তস্মাত্রাসঃ মদনিষ্টশঙ্কা বো যুষ্মাকং কার্য্যঃ কর্ত্তুং যোগ্যো ন ভবতি, কৃত্যানাং কর্ত্তরি বেতি ষষ্ঠী। অতো বো যুষ্মাকং বাতবর্ষাভ্যাং ভয়েনালং প্রয়োজনং নাস্তি। হি যস্মাত্তেনাদ্রিধারণেন ত্রাণং বিহিতং ময়েতি শেষঃ। বো যুষ্মাভিরেব বিহিতমিতি বা। শ্রীগোবর্দ্ধনার্চ্চনাদিভিরিতি ভাবঃ ॥ ২১

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—গোকুলধ্বংসের জন্য কৃতসংকল্প ও মহাক্রুদ্ধ দেবরাজকৃত অবিশ্রান্ত প্রবল বর্ষণ, ঝঞ্জাবাত ও নিরন্তর করকাপাতে ত্রস্তব্যস্তসমস্ত গো গোপগোপীগণ যখন ত্রাহি ত্রাহি রব করিতে করিতে কৃষ্ণ নিকটে আগমন করিয়া দীননয়নে কৃষ্ণের মুখের দিকে চাহিয়া আত্মরক্ষার জন্য কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন, তখন ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় করুণার্দ্র হইয়া নয়নে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল এবং তিনি তাঁহার পরমপ্রিয় ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে নিশ্চয়ই দেবরাজ ইন্দ্র, তাহার যাগানুষ্ঠান বিলুপ্ত হওয়ায় ব্রজবাসিগণের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রজভূমিতে এই প্রকার অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। নচেৎ শরৎঋতুর শেষভাগে (কার্ত্তিক মাসে) এ প্রকার প্রবল বর্ষণ, ঝঞ্জাবাত ও করকপাত প্রভৃতি কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। ব্রজবাসিগণ ইন্দ্রের প্রীতিবিধানার্থ প্রতি বৎসরেই কার্ত্তিক মাসে ইন্দ্রযাগের অনুষ্ঠান করিতেন, এবার তাহার পরিবর্ত্তে গোবর্দ্ধনযাগের অনুষ্ঠান হওয়ায় দেবরাজ ইন্দ্র ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, ব্রজনাশের আয়োজন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি স্বর্গৈশ্বর্য্যাভিমানে মত্ত হইয়া বুঝিতে পারিতেছেন না যে তাহার এই ব্রজনাশের চেষ্টা আত্মনাশের উপায় রূপেই পরিণত হইতেছে। যাহারা প্রকৃত পক্ষে অপরাধী নহে, তাহাদিগকে

অপরাধী মনে করিয়া যদি সেই লোকদের উপর কোন প্রকার গুরুতর দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা করে, তাহা হইলে সেই লোকের স্বভাবতঃই অনিষ্ট হইয়া থাকে। যাহা হউক, আমি আমার অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে আমার পরমাত্মীয় ব্রজবাসিগণকে এই দারুন বিপদ হইতে উদ্ধার করিব এবং স্বর্গরাজ্যাভিমানী ইন্দ্রের এই অযথা গর্ব্ব খণ্ডন করিব, যাহাতে দেবরাজ ইন্দ্র আর কোন দিনই আমার সেবানিরত ভক্তগণের উপর কোন অত্যাচার করিতে সাহসী না হন। দেবতাগণ স্বভাবতঃই সাত্ত্বিকপ্রকৃতি, সুতরাং তাঁহাদের এ প্রকার ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব থাকা কোন মতেই সম্ভবপর নহে, বিশেষতঃ পৃথিবী পালনের জন্য যাঁহাদের উপর বায়ু বৃষ্টি প্রভৃতির কর্তৃত্ব ন্যস্ত আছে, তাঁহারা যদি ব্যক্তিগত বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া তাঁহাদের কর্তৃত্বের অপব্যবহার করেন, তাহা হইলে পৃথিবীর জীবের পক্ষে জীবন ধারণ করাই অসম্ভব হইয়া উঠে। ব্রজবাসিগণ ইন্দ্রযাগের অনুষ্ঠান করে নাই বলিয়া ইন্দ্র নিজেকে অবজ্ঞাত এবং অপমানিত মনে করিয়া তাহার ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বশতঃ প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া প্রলয়কালীন মেঘ ও বায়ু সঞ্চারণ করিয়া ব্রজবাসিগণকে ধ্বংস করিবার উপক্রম করিয়াছেন। তিনি বর্ষাধিদেবতা, সুতরাং তিনি তাঁহার ইচ্ছামত বর্ষণাদি করিতে পারেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া প্রাণিপীড়নের জন্য অকালে বর্ষণ করা তাঁহার পক্ষে কোন মতেই কর্ত্তব্য ও সমীচীন নহে। এই সমস্ত দেবগণ, সাত্ত্বিক প্রকৃতি হইয়াও ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে অন্ধ হইয়া তমসাবরণে আবৃত হইয়া গিয়াছেন। আমি যদি ইহাদের গর্ব্ব খণ্ডন করি তাহা হইলে ইহাদের তামসভাবের অপগম হইবে এবং পুনরায় সাত্ত্বিকপ্রকৃতিসম্পন্ন ও প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিবিহীন হইয়া পৃথিবীপালনে মনোনিবেশ করিতে পারিবেন। অতএব ব্রজবাসিগণের রক্ষাবিধান এবং ঐশ্বর্য্যমদমত্ত দেবরাজের গর্ব্বখণ্ডন এই উভয় কার্য্যই যাহাতে সুসম্পন্ন হয়, আমার সেইরূপ ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ব্রজবাসি গোপগোপীগণ, এমন কি ব্রজের পশু পক্ষী, বৃক্ষলতা প্রভৃতি সমস্ত জীবগণই আমার একান্ত শরণাগত এবং সকলেই কায়মনোবাক্যে আমাকেই ভালবাসিয়া থাকে। তাহারা কোন বিপদে পড়িলে আমাকেই বিপদুদ্ধারকর্তা বলিয়া ধারণা করে এবং সেজন্য আমারই শরণাগত হয়, কাজেই ইহাদের সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা আমার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ আমার পিতা নন্দ ও মাতা যশোদাও এই বিপদে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাহারা নিজে রক্ষা পাওয়ার কথা ভুলিয়া গিয়া আমাকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। শত শত অকার্য্য করিয়াও পিতা মাতার রক্ষণাবেক্ষণ এবং ভরণ পোষণ করা পুত্রের প্রধান কর্ত্তব্য। সুতরাং আমার পিতামাতা ইন্দ্রের অত্যাচারে পীড়িত হইতেছেন দেখিয়া আমার আর ক্ষণকালও নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে। আমি যে সমস্ত গোমহিষাদি পশুগণকে পালন করিয়া থাকি, আমি যে সমস্ত গোপবালকগণের সহিত নিরন্তর নানাবিধ ক্রীড়া করিয়া থাকি, তাহারা সকলেই ঝঞ্ঝাবাত ও করকাপাতে উৎপীড়িত হইয়া দুঃখীন নয়নে আমার মুখের দিকে চাহিয়া আছে এবং মনে করিতেছে যে—কৃষ্ণ আমাদের দাবানল হইতে মুক্ত করিয়াছে, অঘাসুরের কবল হইতে মুক্ত করিয়াছে, কালিয়নাগের বিষজর্জ্জরিত মৃতদেহে প্রাণদান করিয়াছে, সুতরাং আমাদের কৃষ্ণ থাকিতে কোনই ভয় নাই, আজও কৃষ্ণই আমাদের রক্ষা করিবে। সুতরাং এই সমস্ত একান্ত শরণাগত ব্রজবাসিগণের উদ্ধার সাধনের জন্য আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি এবং ইহাতে আমার কোনপ্রকার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার করা উচিত নহে, আমি এখনই আমার অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে ইহাদের রক্ষা বিধান করিব।

ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজবাসি গো। গোপগোপীগণের এই অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং মনে মনে এইপ্রকার নানাকথা চিন্তা করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের গর্ব্বখণ্ডন, ভক্তশ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধনের মাহাত্ম্য প্রচারণ এবং পরমান্তরঙ্গ ব্রজবাসিগণের সংরক্ষণ এই তিন কার্য্যই অবশ্য ও আশু কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন এবং মুগ্ধ নরবালকলীলামাধুর্য্য বিস্তার করিয়া ব্রজবাসিগণকে বলিলেন—হে ব্রজবাসিগণ! আমরা পর্ব্বতরাজ গোবর্দ্ধনের অর্চ্চনা করিয়াছি

এবং তাহাতে দেবরাজ ইন্দ্রের বার্ষিক যাগ বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া দেবরাজ ইন্দ্র আমাদের এইভাবে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, অতএব আমাদের এখন গোবর্দ্ধনের শরণাগত হওয়াই একমাত্র কর্ত্তব্য। গোবর্দ্ধন সেদিন সুবৃহৎ মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া আমাদের প্রদত্ত নৈবেদ্য গ্রহণ করিয়াছেন এবং আমাদের সতত রক্ষা করিবার জন্য অঙ্গীকার করিয়াছেন, অতএব এখন আমরা সকলে মিলিয়া গোবর্দ্ধনতটে গমন করি। গোবর্দ্ধনের শরণাপন্ন হইলে গোবর্দ্ধন নিশ্চয়ই আমাদের রক্ষা করিবেন। এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ, অসংখ্য গো গোপ ও গোপীগণসহ তৎক্ষণাৎ গোবর্দ্ধনতটে উপস্থিত হইলেন।

এদিকে দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশ প্রাপ্তিমাত্রেই সাম্বর্ত্তক মেঘগণ যেভাবে করিশুণ্ডবৎ স্থূলধারায় অবিরল বারি-বর্ষণ ও সাম্বর্ত্তক বায়ুগণ মহাঝটিকা সঞ্চারণ আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ বজ্রপাত ও পর্ব্বতা-কৃতি সুবৃহৎ করকাপাত আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে ব্রজবাসি গো গোপগোপীগণের নিজ নিজ গৃহ হইতে কৃষ্ণের নিকট আগমন এবং কৃষ্ণের সঙ্গে গোবর্দ্ধনতটে গমন করা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ এই প্রকার প্রবল বৃষ্টিপাত, ঝঞ্ঝাবাত, করকাপাত এবং বজ্রপাতের আরম্ভ মাত্রেই সমস্ত ব্রজবাসি জীবগণের জীবনান্ত হইয়া যাওয়াই সম্ভব। পর্ব্বতাকৃতি সুবৃহৎ করকাঘাতে জীবনরক্ষা করা মর্ত্ত্যলোকের কোন জীবের পক্ষেই সম্ভবপর হয় না। এইপ্রকারে সকলের মনেই নানাবিধ সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণলীলাকথা সমালোচনারম্ভে সকলেরই মনে রাখা উচিত যে শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্যঅনন্তশক্তিসমন্বিত স্বয়ং ভগবান্ এবং তাঁহার পার্ষদগণের দেহও প্রাকৃত নহে। তাঁহারা মরধামকে কৃতার্থ করিবার জন্য তাঁহাদের অপ্রাকৃত লীলারই প্রাকৃতাভিনয় করিতেছেন, সুতরাং দেবরাজ ইন্দ্র যে ভাবেই বারিবর্ষণাদি করুন না কেন, তাহাতে ব্রজবাসি কোনও ক্ষুদ্র কীটাণুকীটেরও জীবনান্ত হওয়া সম্ভবপর নহে—জীবনান্ত হওয়া ত দূরের কথা, তাহাতে তাঁহাদের সূচ্যগ্রস্পর্শের বেদনানুভব হওয়াও সম্ভবপর নহে। অনন্তলীলারঙ্গবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরমপ্রিয় ব্রজবাসিগণকে লইয়া নানাবিধ বিচিত্র লীলারসাস্বাদনে রত হইয়াছেন। তাঁহার লীলা-সৌষ্ঠবের জন্য ব্রজবাসিগণের কেবল আতঙ্ক, উদ্বেগ এবং কম্পাদি মাত্রেরই প্রকাশ ব্যতীত ইন্দ্রকৃত প্রবল বর্ষণাদিতে ব্রজবাসিগণের আর কোন প্রকার অনিষ্টই সংঘটিত হয় নাই। তাঁহারা কেবল ব্যগ্রতা বশতঃ ভীত চিত্তে ও শীতকম্পিত কলেবরে কৃষ্ণের শরণাগত হইয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণও শরণাগত বাৎসল্য-স্বভাবে তাঁহাদের লইয়া গোবর্দ্ধন তটে গমন করিয়া ভক্তশ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধনের মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন।

ভক্তবৎসল স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখন ব্রজবাসি গোগোপগোপীগণসহ গোবর্দ্ধনতটে উপস্থিত হইয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে সমূলে উৎপাটন করিয়া বামকরে ধারণ করিলেন এবং দক্ষিণ কটিতে দক্ষিণ করতল স্থাপন করিয়া গ্রীবা বঙ্কিম করিয়া চরণোপরি চরণ স্থাপন করিয়া অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে ছত্রধারী নীলমণি পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন। যদিও সাত বৎসরের বালকের পক্ষে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উৎপাটন এবং সাত বৎসরের বালকের ক্ষুদ্র দেহের বাম করতলে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত স্থাপন পরম বিস্ময়কর এবং অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, কিন্তু শ্রীভগবানের অচিন্ত্য মহাশক্তির কথা মনে করিলে সকলই সম্ভবপর বলিয়া ধারণা হয়। লোকদৃষ্টিতে তিনি সাত বৎসরের বালক হইলেও তত্ত্বতঃ তিনি "অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ" এবং লোকদৃষ্টিতে তাঁহার মূর্ত্তি সাত বৎসরের বালকের ন্যায় ক্ষুদ্রাকৃতি হইলেও তাহা ইয়ত্তা বিহীন। এই জন্যই তাঁহার সহস্র নাম বর্ণনা প্রসঙ্গে মহাভারতে বর্ণিত আছে যে—"অনির্দ্দেশ্যবপু শ্রীমানমেয়াত্মা মহাদ্রিধৃক্", শ্রীভগবান্ "অনির্দ্দেশ্যবপু." অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির বালক, যুবক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ, কিংবা ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রভৃতি কোন প্রকারই নির্দ্দেশ করা যায় না, তাহাতে সকলই সম্ভবপর। তাঁহার বিগ্রহ পরম শোভাময়, তাঁহার স্বরূপ "অমেয়" অর্থাৎ মনোবাক্যের অতীত এবং তিনি গিরিবরধারী। শ্রীভগবান্ তাঁহার কূর্ম মূর্ত্তিতে শত যোজন বিস্তৃত

পৃষ্ঠের উপর মন্দার পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কৃষ্ণমূর্ত্তির এমনই অচিন্ত্য বৈভব যে, তিনি সাত বৎসরের বালক বিগ্রহের বাম করতলেই ক্রীড়া কন্দুকের ন্যায় গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে স্থান দিয়াছেন। যাঁহার লোমকূপ-বিবরে পৃথিবীর ন্যায় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিলীন হইয়া যায়, তাঁহার পক্ষে এই কার্য্য যে অতীব অকিঞ্চিৎকর তাহাতে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই।

হরিবংশে বর্ণিত আছে যে—শ্রীকৃষ্ণ দুই হস্তে গোবর্দ্ধন গিরি উৎপাটন করিয়া তাহা বামহস্তে ধারণ করিয়াছিলেন—

দোর্ভ্যামুৎপাটয়ামাস কৃষ্ণো গিরিরিবাচলঃ। স ধৃতঃ সঙ্গতো মেঘৈর্গিরিঃ সব্যেন পাণিনা॥ (শ্রীহরিবংশম্)

ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ, দুই হস্তে গোবর্দ্ধন গিরি উৎপাটন করিয়া অটল ভাবে তাহা বামহস্তে ধারণ করিলেন এবং গোবর্দ্ধন গিরির শৃঙ্গাবলী তখন গগনস্থ মেঘমালায় সংলগ্ন হইল।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার বৈষ্ণবতোষণী টীকায় সমালোচনা করিয়াছেন যে—শ্রীকৃষ্ণ, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের মানসগঙ্গার উত্তরভাগস্থিত অংশ উৎপাটন এবং বামকরে ধারণ করিয়াছিলেন, সেজন্য অদ্যাপি মানস-গঙ্গার উত্তরাংশে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত বিচ্ছিন্ন দেখা যায়। "তেষাং সংরক্ষণার্থায় ধৃতো গিরিবরো ময়া। সোহন্নকূট ইতি খ্যাতঃ সর্ব্বতঃ শক্রপূজিতঃ" এই বরাহপুরাণ বচনেও জানা যায় যে—শ্রীবরাহদেব পৃথিবীকে বলিয়াছেন—ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিবার জন্য আমি গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিয়াছিলাম। গোবর্দ্ধনের সেই অংশ অন্নকূট নামে বিখ্যাত এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই অংশকে পরমাদরে পূজা করিয়া থাকেন।

বৈষ্ণবতোষণীকার শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণের ভঙ্গি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"তত্র ব্রজকর্ত্তৃক দর্শনসৌকর্য্যায়, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ধারণসৌকর্য্যায়, শোভাবিশেষায় চ ইদং কল্প্যতে, উত্থাপনসময়ে লীলাশক্ত্যানুকূল্যেন পর্ব্বতমধ্যাধোভাগাৎ বিচ্ছিন্ন কুট্টিমায়মানো মহাশিলাসমুচ্চয় একো মধ্যগর্ত্তে স্থিতঃ, যং শিলা-সমুচ্চয়মারুহ্য যং নিম্নং পর্ব্বতমধ্যদেশং শ্রীহস্তেন বিষ্টভ্য চ সুখং দধারেতি॥ (শ্রীবৈষ্ণবতোষণী)

শ্রীকৃষ্ণ যখন বামকরে গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, তখন ব্রজবাসিগণ যাহাতে অনায়াসে তাঁহার শ্রীমুখারবিন্দ দর্শন করিতে পারেন, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত করতলে স্থাপন করিলে তাহার নিম্নস্থ কুত্রাপি নত, কুত্রাপি বা উন্নত অংশে থাকায় কৃষ্ণের যাহাতে কোনও অসুবিধা না হয় এবং যাহাতে গোবর্দ্ধন ধারণে গোবর্দ্ধনধারীর শ্রীমূর্ত্তির শোভাবিশেষ প্রকাশ হয় সেজন্য শ্রীকৃষ্ণ যখন গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উৎপাটন করিলেন, তখন তাঁহার লীলাশক্তি-প্রভাবে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের অধোভাগের মধ্যস্থান হইতে এক সুবৃহৎ শিলাখণ্ড খসিয়া পড়িয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বতনিম্নস্থ গর্ত্তের উপর পড়িয়া কুট্টিমের (প্রস্তর বাঁধান ভূমি) আকার ধারণ করিল। শ্রীকৃষ্ণ সেই সুবৃহৎ শিলাখণ্ডের উপর দণ্ডায়মান হইয়া পর্ব্বতনিম্নস্থ সমতলভাগ বামকরে ধারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তিপ্রভাবে যদি এই সুবৃহৎ শিলাখণ্ড খসিয়া না পড়িত, তাহা হইলে ব্রজবাসিগণেরও গোবর্দ্ধনপর্ব্বতনিম্নস্থ গর্ত্তমধ্যে সাত দিন অবস্থান করা কঠিন হইত। যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তিপ্রভাবে সকলই সম্ভবপর হইতে পারে এবং অনন্তলীলামহোদধি শ্রীকৃষ্ণ, যাহাতে সুসৌষ্ঠব সহকারে লীলা সংঘটন হয় ঠিক সেই ভাবেই সমস্ত লীলা করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের এই অচিন্ত্য মহাশক্তিতে বিশ্বাস না করিয়া নিজ বুদ্ধিবলে লীলাকথা আস্বাদন করা বিড়ম্বনা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

অনন্ত অচিন্ত্য মহাশক্তি-নিকেতন শ্রীব্রজরাজনন্দন, তাঁহার পরমপ্রিয় ব্রজবাসিগণের রক্ষাবিধান, ভক্তচূড়ামণি গোবর্দ্ধনের মহামাহাত্ম্য খ্যাপন এবং পরম গর্ব্বিত দেবরাজের গর্ব্ব খণ্ডনের জন্য এইরূপে বামকরে গোবর্দ্ধন গিরি স্থাপন করিয়া তাহার নিম্নস্থ গর্ত্তোপরি সংনিবিষ্ট কুট্টিমাকৃতি সুবিস্তৃত শিলাখণ্ডের উপর মনোহর অঙ্গভঙ্গি বিন্যাস করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং কুপিত ইন্দ্রকৃত মহাবৃষ্টিপাতাদি দর্শনে কৃষ্ণের অমঙ্গলাশঙ্কায় পরম ব্যাকুলা বাৎসল্য-

প্রেমপয়োনিধি মা যশোদাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—মা। তোমরা সকলে আমার হস্তস্থিত গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিম্ন ভাগে আসিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে অবস্থান কর। এই পর্ব্বতনিম্নে আসিলে যতই বৃষ্টি, বজ্রপাত, শিলাবৃষ্টি কিংবা ঝঞ্ঝাবাত হউক না কেন, তাহাতে কিছুমাত্র ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না কিংবা কোনপ্রকার বিপদাশঙ্কা থাকিবে না। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ, ক্রমে ক্রমে মা যশোদা রোহিণী, পিতা নন্দ, শ্রীদাম সুবলাদি গোপবালকগণ এবং ব্রজের অন্যান্য সমস্ত গোপগোপীগণকে জনে জনে পরমাদরে পৃথক্ পৃথক্ সম্বোধন করিয়া পর্ব্বতনিম্নে আশ্রয়গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

গোবর্দ্ধন পর্ব্বতনিম্নে আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাঁহারা সহসা সেখানে প্রবেশ করিলেন না দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ আবার তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন—হে ব্রজবাসিগণ। তোমরা তোমাদের বাসস্থানে যেমন গোধনাদিসহ পরম সুখে ও নিশ্চিন্তচিত্তে বাস কর, এই গোবর্দ্ধন নিম্নেও সেইরূপই পরমসুখে ও নিশ্চিন্তচিত্তে বাস করিতে পারিবে। সমস্ত ব্রজবাসিগণ তাহাদের গোধনাদিসহ এখানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেও স্থানের ন্যূনতা হইবে না। গোবর্দ্ধননিম্নে যে স্থান আছে তাহা ব্রজবাসিগণের পক্ষে যথেষ্ট।

শৈলোৎপাটনভূরেষা মহতী নির্ম্মিতা ময়া। ত্রৈলোক্যমপ্যুৎসহতে রক্ষিতুং কিং পুনর্ব্রজম্॥ (শ্রীহরিবংশং)

শ্রীহরিবংশে বর্ণিত আছে যে—ব্রজবাসিগণের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া আমি যে নিরাপদ বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছি, তাহাতে আমি ত্রিলোকবাসী সমস্ত জীবগণকে আশ্রয় দিতে পারি, ব্রজবাসিগণের কথা ত সামান্য। এস্থলে বিবেচ্য বিষয় এই যে—

আমাদের বাসস্থানের ন্যায় শ্রীভগবানের ধাম প্রাকৃত বা পাঞ্চভৌতিক নহে। শ্রীভগবানের অপার কৃপায় শ্রীভগবানের শ্রীবৃন্দাবনাদি ধাম পৃথিবীর একাংশে অবস্থিত হইলেও ইহার অচিন্ত্য শক্তিবশতঃ, ইহার এক ধূলিকণার অন্তরালে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমাবেশ হইতে পারে। বিশেষতঃ শ্রীভগবানের যখন যে ভাবে যে লীলা করিতে ইচ্ছা হয়, তাঁহার অচিন্ত্য লীলাশক্তিবশতঃ তখন তাহারই সামঞ্জস্য হইয়া যায়। কাজেই ব্রজভূমির এক প্রান্তে অবস্থিত গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিম্নস্থানে গোমহিষাদি পশুগণ এবং যাবতীয় গৃহোপকরণসহ সমস্ত ব্রজবাসিগণের অবস্থান করা কিছুমাত্র অসম্ভব কিংবা বিস্ময়াবহ নহে। শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার ধাম, পার্ষদ, লীলাদির অচিন্ত্য মহাশক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিলে তাঁহার কোন লীলারই প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারা যায় না। কাজেই লীলায় কোনও অসামঞ্জস্য বোধ হইলেই তাঁহার অচিন্ত্য মহাশক্তির বিষয় ভাবনা করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। শ্রীভগবান্ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী হইয়াও যে-শক্তিপ্রভাবে মা যশোদার ক্রোড়ে বালকের মত অবস্থান করেন, যে-শক্তিপ্রভাবে তাঁহার মুখবিবরমধ্যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, যে-শক্তি প্রভাবে তিনি সাত বৎসর বয়স্ক বালকদেহের বামকরতলে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত স্থাপন করিয়াছেন, সেই অচিন্ত্য মহাশক্তিপ্রভাবে তাঁহার গোবর্দ্ধন পর্ব্বত নিম্নে অসংখ্য গোমহিষাদি-সহ অসংখ্য ব্রজবাসিগণকে আশ্রয় দেওয়াও কিছুমাত্র অসম্ভব নহে।

যাহা হউক, ব্রজবাসিগণকে এই প্রকারে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতনিম্নে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলিলে, তাঁহারা যখন গোবর্দ্ধন পর্ব্বত নিম্নে গমন করিতে উদ্যত হইলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিলেন—হে ব্রজবাসিগণ। আমার হস্ত হইতে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত বিচ্যুত কিংবা স্খলিত হইবে মনে করিয়া তোমরা কোন প্রকার আশঙ্কা করিও না। তোমরা যে প্রকার শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে গোবর্দ্ধনের অর্চ্চনা করিয়াছ, তাহাতে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত তোমাদের উপর অতীব প্রসন্ন হইয়াছেন। তোমাদের প্রদত্ত নৈবেদ্য গ্রহণকালে তিনি যে সুবৃহৎ মনোরম মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তোমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিলেন এবং তোমাদের উপর প্রসন্ন হইয়া বর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় তোমরা বিস্মৃত হও নাই। সুতরাং তিনি যে আজ তোমাদের রক্ষা করিবার জন্য অচল ভাবে আমার করতলে অবস্থান করিবেন ইহাতেও কোনপ্রকার সন্দেহ করা উচিত নহে। দেবরাজ ইন্দ্র কুপিত হইয়া যতই বৃষ্টিবর্ষণ, বজ্রপাত কিংবা ঝটিকা

তথা নির্বিবিশুর্গর্ত্তং কৃষ্ণাশ্বাসিতমানসাঃ। যথাবকাশং সধনাঃ সব্রজাঃ সোপজীবিনঃ ॥ ২২

ক্ষুত্তৃড়্ব্যথাং সুখাপেক্ষাং হিত্বা তৈর্ব্রজবাসিভিঃ। বীক্ষ্যমাণো দধারাদ্রিং সপ্তাহং নাচলৎ পদাৎ॥২৩

সঞ্চারণ করেন না, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিম্নভাগে আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাহাতে কোনই অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। গোবর্দ্ধন পর্ব্বত যখন ব্রজবাসিগণের পূজা গ্রহণ করিয়া প্রসন্ন হইয়াছেন এবং ব্রজবাসিগণের রক্ষাভার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন আর বৃষ্টি বজ্রাদির জন্য ভয় কি? অতএব হে ব্রজবাসিগণ! তোমাদের আসন্ন বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য কোনও চিন্তা করিতে হইবে না, সকলেই নিঃশঙ্ক চিত্তে আমার করতলস্থিত গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিম্নভাগে আশ্রয় গ্রহণ কর। আমি কেবলমাত্র তোমাদের রক্ষা বিধানের জন্যই এই মহাশৈল ধারণ করিয়াছি।

গোবর্দ্ধনধারী হরি এইভাবে তাঁহার পরমপ্রিয় ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিবার জন্য বামকরে গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া মনোহর অঙ্গভঙ্গি ও বচনবিন্যাসে ব্রজবাসিগণকে প্রফুল্ল ও উৎসাহিত করিয়া ভীতিশূন্য প্রসন্ন বদনে মনোহর নয়নভঙ্গি করিয়া পুনঃ পুনঃ ব্রজবাসিগণকে গোবর্দ্ধনপর্ব্বতনিম্নে আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪—২১

অন্বয়ঃ।—তথা (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) কৃষ্ণাশ্বাসিতমানসাঃ (কৃষ্ণেন পরমাশ্বস্তচিত্তাঃ) সধনাঃ (গোধনাদিসহিতাঃ) সব্রজাঃ (শকটমণ্ডলসহিতাঃ) সোপজীবিনঃ (বালকবৃদ্ধভৃত্যপুরোহিতা ব্রজবাসিনঃ) যথাবকাশং (স্বচ্ছন্দরূপেণ) গর্ত্তং (গোবর্দ্ধনস্যাধোদেশং) নির্বিবিশুঃ (প্রবিষ্টবন্তঃ) ২২

**মূলানুবাদ**।—গোপগণ, শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া পরমাশ্বস্ত হইলেন এবং গোধন, শকটসংভৃত গৃহোপকরণ ও পুত্র ভৃত্য পুরোহিতাদিসহ স্বচ্ছন্দে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিম্নদেশে প্রবেশ করিলেন ॥ ২২

**শ্রীধরটীকা**।—সব্রজাঃ শকটমণ্ডলীসহিতাঃ। সোপজীবিনো ভৃত্যপুরোহিতাদিসহিতাঃ ॥ ২২

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—তথা তেন প্রকারেণোক্তিচাতুর্য্যেণ সাক্ষাদ্বামকরে লীলয়া গিরিধারণেন চ কৃষ্ণেন সর্ব্বচিন্তাকর্ষকাদ্ভুতানন্তলীলেন ভগবতা আশ্বাসিতানি মানসানি যেষাং তে। ধনানি গাবোঽশ্বানি চ বিবিধদ্রব্যাণি তৎসহিতাঃ ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—তৈঃ (তদেকজীবনৈঃ) ব্রজবাসিভিঃ (গোগোপীগোপাদিভিঃ) বীক্ষ্যমাণঃ (মহাবিস্ময়পরমস্নেহাদিনা নিরীক্ষ্যমাণঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) ক্ষুত্তৃড়্ব্যথাং (ক্ষুধাপিপাসাজনিতস্বাস্থ্যং) সুখাপেক্ষাং (শয়নাসনাদি সুখাপেক্ষাঞ্চ) হিত্বা (পরিত্যজ্য) সপ্তাহং (সপ্তদিনান্তভিব্যাপ্য) অদ্রিং (গোবর্দ্ধনপর্ব্বতং) দধার (বামকরে ধারয়ামাস) পদাৎ (গোবর্দ্ধনোৎপাটনসময়ে যত্র পাদৌ বিন্যস্তৌ তৎস্থানাৎ) ন অচলৎ (সপ্তাহাবধি নৈব বিচচাল) ॥ ২৩

**মূলানুবাদ**।—ব্রজবাসিগণ প্রীতিপূর্ব্বক কৃষ্ণের মুখের দিকে অনিমিষনয়নে চাহিয়া রহিলেন এবং কৃষ্ণও সাতদিন পর্য্যন্ত ক্ষুধা ও পিপাসার ব্যথা এবং শয়ন-উপবেশনাদির সুখ উপেক্ষা করিয়া অবিচলিত ভাবে বামকরে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়া রহিলেন ॥ ২৩

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—ক্ষুত্তৃড়্ভ্যাং যা ব্যথা তাম্। সুখং শয়নাদি তদপেক্ষাঞ্চ হিত্বা বিস্ময়োক্ত্যর্থঃ। তৈস্তদেকজীবনৈঃ তদ্বীক্ষণৈকস্বৈর্থৈর্ব্বা ব্রজবাসিভির্গোপগোপীগবাদিভিঃ। বিশেষেণ মহাবিস্ময়পরমস্নেহাদিনা ঈক্ষ্যমাণঃ। ইতি তত্ত্যাগে কারণং প্রয়োজনঞ্চ। তৃপ্তা প্রত্যুষশ্চ বীক্ষণারস্ত এব তদপগমাৎ। তদ্বীক্ষণঞ্চ চ তদ্ধারণে সাহায্যমেব দর্শিতম্। তেন মুহুঃ স্ফীতমনস্থাৎ। তথৈব শ্রীহরিবংশেঽপি। কৃষ্ণোঽপি তং দধারৈব শৈলমত্যন্তনিশ্চলম্। ব্রজৈকবাসিভির্হর্ষবিস্মিতাক্ষৈর্নিরীক্ষিতঃ॥ গোপগোপীজনৈর্হৃষ্টৈঃ প্রীতিবিস্ফারিতেক্ষণৈঃ। সংস্তূয়মানচরিতঃ রম্যঃ শৈলমধারয়দিতি। যদ্বা হিত্বেতি কৃষ্ণকর্তৃকং জ্ঞেয়ম্। অনেনেক্ষণেন তেষামপি তত্র নাসীদিতি গম্যতে পদাদেকস্মাদপি পদাক্রমণমাত্রাচ্চলদিতি ধারণেত্যন্তানাবাস উক্তঃ ॥ ২৩

কৃষ্ণযোগানুভাবং তং নিশাম্যেন্দ্রোঽতিবিস্মিতঃ।
নিস্তম্ভো ভ্রষ্টসঙ্কল্পঃ স্বান্ মেঘান্ সংন্যবারয়ৎ ॥ ২৪
খং ব্যভ্রমুদিতাদিত্যং বাতবর্ষঞ্চ দারুণম্। নিশাম্যোপরতং গোপান্ গোবর্দ্ধনধরোঽব্রবীৎ ॥২৫
নির্যাত ত্যজত ত্রাসং গোপাঃ সস্ত্রীধনার্ভকাঃ। উপারতং বাতবর্ষং ব্যুদপ্রায়াশ্চ নিম্নগাঃ ॥ ২৬
ততস্তে নির্যযুর্গোপাঃ স্বংস্বমাদায় গোধনম্। শকটোঢ়োপকরণং স্ত্রীবালস্থবিরাঃ শনৈঃ ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—ইন্দ্রঃ (দেবরাজঃ) তং গোবর্দ্ধনধারণরূপং কৃষ্ণযোগানুভাবং (ব্রজরাজনন্দনস্য অচিন্ত্যশক্তি-বৈভবং) নিশাম্য (দৃষ্ট্বা) অতিবিস্মিতঃ (অতিশয়চমৎকৃতঃ) নিস্তম্ভঃ (নষ্টগর্ব্বঃ) ভ্রষ্টসঙ্কল্পঃ (বিফলমনোরথশ্চ সন্) স্বান্ (স্বনিযন্ত্রিতান্) মেঘান্ (সংবর্ত্তকাদীন মেঘান্ মরুদ্গণাংশ্চ) সংন্যবারয়ৎ (নিবারয়ামাস) ॥ ২৪

**মূলানুবাদ।**—শ্রীকৃষ্ণের এই অচিন্ত্য মহাশক্তিবৈভব দেখিয়া ইন্দ্র পরম বিস্মিত হইলেন এবং নষ্টগর্ব্ব ও ভগ্নমনোরথ হইয়া মেঘগণকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন ॥ ২৪

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**—কৃষ্ণস্য যোগঃ স্বাভাবিকশক্তিবিশেষঃ তস্যানুভাবং প্রভাবঃ নিশাম্য দৃষ্ট্বা। তথাচ বিশ্বঃ—শ্রুতৌ দৃষ্টৌ নিশমনমিতি। নিস্তম্ভো নষ্টমদঃ, কুতঃ ভ্রষ্টঃ অধোগতঃ সঙ্কল্পো গোষ্ঠজিঘাংসালক্ষণো যস্য সঃ। স্বান্ মরুদ্গণান্ মেঘাংশ্চানিবারণে স্বানিষ্টাপত্তেরিতি ভাবঃ। সংশব্দেন দূরতোঽপি স্থিতির্নিবারিতা ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—ব্যভ্রং (বিগতমেঘং) উদিতাদিত্যং (প্রকাশিতসূর্য্যমণ্ডলং) খং (আকাশং) দারুণং (ভীষণং) বাতবর্ষং (ঝটিকাং বৃষ্টিঞ্চ) উপারতং (নিবৃত্তং) নিশাম্য (দৃষ্ট্বা) গোবর্দ্ধনধরঃ (গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণঃ) গোপান্ (ব্রজবাসিনঃ) অব্রবীৎ (উবাচ) ॥ ২৫

**মূলানুবাদ।**—তখন আকাশ মেঘশূন্য, সূর্য্যবিম্ব প্রকাশিত ও বৃষ্টি ঝটিকাদি নিবৃত্ত দেখিয়া গোবর্দ্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণ গোপগণকে বলিলেন ॥ ২৫

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—অতএবোদিতঃ দৃষ্টিপথং গত আদিত্যো যস্মিংস্তৎ। দারুণং ভীষণম্। উপরতং নিবৃত্তম্। অত্র চ নিশাম্য দৃষ্ট্বা ইত্যর্থঃ। উপারতং বাতবর্ষমিতি স্বয়মেব বিজ্ঞাপনাৎ। দর্শনঞ্চ তির্য্যক্কৃতহস্তেন গিরিং ধৃত্বেতি জ্ঞেয়ম্। গোবর্দ্ধনধর ইতি শ্রীশুকদেবস্য সোৎসাহনিজস্ফূর্ত্তিময়ং বাক্যম্ ॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—গোপাঃ (হে ব্রজবাসিনঃ) বাতবর্ষমিতি উপারতং (নিবৃত্তং) নিম্নগাঃ (যমুনামানসগঙ্গাদ্যা নদ্যঃ) ব্যুদপ্রায়াঃ (নিরুদকপ্রায়াশ্চ সংবৃত্তাঃ) [অতএব] সস্ত্রীধনার্ভকাঃ (স্ত্রীবালকধনাদিসহিতা যূয়ং) নির্যাত (গিরিগর্ত্তাৎ নির্গচ্ছত) ত্রাসং (ইন্দ্রকৃতভয়ঞ্চ) ত্যজত ॥ ২৬

**মূলানুবাদ।**—হে গোপগণ। আপনারা এখন স্ত্রী বালক ও গোধনাদিসহ গিরিগর্ত্ত হইতে নির্গত হউন, এখন আর কোনও ভয় নাই, বৃষ্টি ঝটিকাদি নিবৃত্ত হইয়াছে এবং যমুনা মানসগঙ্গাদি নদী জলশূন্যপ্রায় হইয়াছে ॥ ২৬

**শ্রীধরটীকা।**—পদাৎ স্থানাৎ ॥ ২৩—২৫ ॥ ব্যুদপ্রায়া বিগতোদকপ্রায়া স্বল্পজলা ইত্যর্থঃ ॥ ২৬

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—হে গোপা ইতি ভবদ্ভি বৃষ্টিতোঽধুনা গবাং রক্ষা কৃতেতি শেষঃ। ঝটিতি নিম্নগানাং ব্যুদপ্রায়ত্বং চ নাশ্চর্য্যং, বৃষ্টানাং জলানাং পততামেব শ্রীভগবৎপ্রতাপ তপনেন প্রায়ো বিলীনত্বাৎ। অন্যথা প্রলয়কারিমেঘৈঃ সর্ব্বপ্লাবনং স্যাৎ। ধনানি গবাদীনি বা ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—ততঃ (শ্রীকৃষ্ণবাক্যশ্রবণানন্তরং) তে (কৃষ্ণৈকজীবনাঃ) গোপাঃ (ব্রজবাসিনঃ) স্বং স্বং গোধনম্ আদায় শকটোঢ়োপকরণং (শকটৈঃ উঢ়ানি গৃহোপকরণানি যত্র তদ্‌যথা ভবতি তথৈব) নির্যযুঃ (গিরিগর্ত্তাৎ নির্জগ্মুঃ) স্ত্রীবালস্থবিরাঃ (স্ত্রিয়ো বালাঃ স্থবিরাশ্চ) শনৈঃ (গোপানাং পশ্চাৎ পশ্চাৎ মৃদুগত্যা নির্যযুঃ) ॥ ২৭

ভগবানপি তং শৈলং স্বস্থানে পূর্ব্ববৎ প্রভুঃ। পশ্যতাং সর্ব্বভূতানাং স্থাপযামাস লীলযা ॥ ২৮

তং প্রেমবেগান্নিভৃতা ব্রজৌকসো যথা সমীয়ুঃ পরিরম্ভণাদিভিঃ।

গোপ্যশ্চ সস্নেহমপূজয়ন্ মুদা দধ্যক্ষতাদ্ভির্যুযুজুঃ সদাশিষঃ ॥ ২৯

যশোদা রোহিণী নন্দো রামশ্চ বলিনাং বরঃ। কৃষ্ণমালিঙ্গ্য যুযুজুরাশিষঃ স্নেহকাতরাঃ ॥ ৩০

মূলানুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া ব্রজবাসি গোপগণ, নিজ নিজ গোধন লইয়া এবং শকটে গৃহোপকরণাদি লইয়া গিরিগর্ত্ত হইতে নির্গত হইলেন এবং তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ স্ত্রী বালক ও বৃদ্ধগণ মৃদুগতিতে নির্গত হইলেন ॥ ২৭

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—ততস্তাদৃশগিরিধারণতাদৃশবচনানন্তরম্। তে ইতি তথা তথা ভগবদঙ্গীকারেণ নির্জ্জিতমহেন্দ্রাস্তদেকজীবনাশ্চ যে তাদৃশা ইত্যর্থঃ। উপকরণ ধনাদিকং স্ত্র্যাদয়শ্চ শনৈর্নির্যযুঃ শৈঘ্র্যেণ সংমর্দ্দাপত্তে ॥২৭

অন্বয়ঃ।—প্রভুঃ (সর্ব্বশক্তিমান্) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অপি পশ্যতাং সর্ব্বভূতানাং (ব্রজবাসিনাং স্বর্গবাসিনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব পুরতঃ) লীলয়া (অনায়াসচেষ্টয়া) তং (প্রসিদ্ধং) শৈলং (গোবর্দ্ধনপর্ব্বতং) পূর্ব্ববৎ (পূর্ব্বং যথৈবাসীৎ তথা) স্বস্থানে স্থাপয়ামাস ॥ ২৮

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবান্ তখন, স্বর্গস্থ দেবগণ এবং ব্রজস্থ গোপগণের সম্মুখেই অবলীলাক্রমে সেই গোবর্দ্ধন মহাশৈলকে যথাস্থানে স্থাপিত করিলেন ॥ ২৮

শ্রীস্বামিটীকা।—শকটোঢোপকরণং শকটৈরূঢমুপকরণং যথা ভবতি তথা ॥ ২৭।২৮

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—গোপাদয়ো নির্যযুঃ, ভগবানপি তং স্থাপযামাসেত্যপিশব্দার্থঃ। তত্র স্বস্থান ইতি স্থানান্তরে নিষিদ্ধঃ। পূর্ব্ববদিতি পর্ব্বতবৈপরীত্যাদিকং নিরস্তম্। প্রভুরিতি তত্র শক্তির্দর্শিতা। অতএব লীলয়া সর্ব্বেষাং মনোহারিণ্যা অনায়াসচেষ্টয়া অতএব বিস্ময়েনানন্দেন চ সর্ব্বভূতানাং ব্রজস্থানাং দিবিষ্ঠানাঞ্চ পশ্যতামিতি সপ্তম্যর্থে ষষ্ঠী ॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—নিভৃতাঃ (কৃষ্ণশক্তিবৈভবদৃষ্ট্যা পরমানন্দপূর্ণা) ব্রজৌকসঃ (ব্রজবাসিনো গোপাদয়ঃ) প্রেমবেগাৎ (প্রেমোদ্রেকাৎ) তং (গোবর্দ্ধনধারিণং শ্রীকৃষ্ণং) যথা (যথাযোগ্যং) পরিরম্ভণাদিভিঃ (প্রেমালিঙ্গনশুভাশীর্ব্বচন-মস্তকাঘ্রাণমুখচুম্বনকরসংমর্দ্দনস্তবনপাদগ্রহণশ্রমদুঃখাভাবপ্রশ্নাদিভিঃ) সমীয়ু (মিলিতবন্তঃ) গোপ্যশ্চ (বাৎসল্য-বত্যো গোপ্যশ্চ) মুদা (হর্ষেণ) দধ্যক্ষতাদ্ভিঃ (দধ্যক্ষতাদিমাঙ্গল্যদ্রব্যপ্রদানৈঃ) সদাশিষঃ ("চিরং জীব" সুখী ভব" ইত্যাদিকানি আশীর্ব্বচনানি) যুযুজুঃ (প্রয়োজয়ামাসুঃ) সস্নেহং (স্নেহদৃষ্ট্যা) অপূজয়ন্ (অভিনন্দয়ামাসুশ্চ) ॥ ২৯

মূলানুবাদ।—তখন ব্রজবাসিগণ, প্রেমোচ্ছ্বাসে অধীর ও পরমানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে যথাযোগ্য আশীর্ব্বাদ ও আলিঙ্গনাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিলেন এবং বাৎসল্যবতী গোপীগণ দধি, অক্ষত প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্য সমর্পণ ও আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিয়া কৃষ্ণকে স্নেহ দৃষ্টিতে অভিনন্দিত করিলেন ॥ ২৯

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অধুনা পরমহর্ষেণ শ্রীভগবতা সহ সর্ব্বেষাং তত্রত্যানাং সমাগমঞ্চ বদন্ প্রেমো-দ্রেকেণ গাম্ভীর্য্যমিবাহ তমিতি গোষ্ঠরক্ষার্থং ধৃতগোবর্দ্ধনম্। যদ্বা প্রকটিতৈশ্বর্য্যং মযি ব্রজৌকসঃ সর্ব্বে ব্রজবাসিনাঃ পরি-রম্ভণাদিভিঃ সমীয়ুঃ মিলিতবন্তঃ। তত্র হেতুঃ প্রেম্নো বেগঃ স্বনিমিত্তকপ্রযত্নেন উদ্রেকঃ তস্মাত্তেনেত্যর্থঃ। আদিশব্দেন শুভাশীর্ব্বাদশ্রীমস্তকাঘ্রাণচুম্বনপাদগ্রহণবামবাহুসম্মর্দ্দনতদঙ্গুলিস্ফোটন-স্তবন-শ্রমদুঃখাভাবপ্রশ্নাদয়ঃ। যথা যথোচিতং গুরুসমলঘুবর্গভেদৈঃ। সস্নেহং যথাস্যাত্তং বা সস্নেহম্। আশীষঃ "দুষ্টান্ দময়, শিষ্টান্ পালয়, সর্ব্বৈশ্বর্য্যসেবিতো ভব নিত্যানন্দময়" ইত্যাদ্যাঃ ॥ ২৯

দিবি দেবগণাঃ সাধ্যাঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বচারণাঃ। তুষ্টুবুর্মুমুচুস্তুষ্টাঃ পুষ্পবর্ষাণি পার্থিব ॥ ৩১
শঙ্খদুন্দুভয়ো নেদুর্দিবি দেবপ্রণোদিতাঃ। জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়স্তুম্বুরুপ্রমুখা নৃপ ॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—যশোদা ( কৃষ্ণজননী ) রোহিণী ( বলদেবজননী ) নন্দঃ ( গোপরাজঃ ) বলিনাং বরঃ ( বলবতামগ্রগণ্যঃ ) বলশ্চ ( বলদেবশ্চ ) স্নেহকাতরাঃ ( স্নেহব্যাকুলচিত্তাঃ সন্তঃ ) কৃষ্ণম্ আলিঙ্গ্য ( পরিরভ্য ) আশিষঃ ( আশীর্ব্বচনানি ) যুযুজুঃ ( প্রয়োজয়ামাসুঃ ) ॥ ৩০

**মূলানুবাদ**।—যশোদা, রোহিণী, নন্দ এবং মহাবল-পরাক্রমশালী বলদেব স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৩০

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—গোপগোপ্যাদ্যপেক্ষয়া পশ্চাৎ স্থিতানাং পরমস্নিগ্ধানাং মাত্রাদীনাং সঙ্গতিমাহ যশোদেতি। শ্রীযশোদা সাহচর্য্যেণ শ্রীনন্দস্যাদরবিশেষেণ বা, তস্মাৎ প্রাক্ শ্রীরোহিণ্যা নির্দ্দেশঃ, বলিনাং বর ইতি যদ্যপি তস্যাপি গোবর্দ্ধনধরণসামর্থ্যমস্তি শেষরূপেণ স্বাংশেন মূর্দ্ধ্নৈকদেশে হেলয়া পৃথ্বীধারণাৎ, তত্রাপি তত্রাপ্রবৃত্তিস্তদ্বিলীলায়াস্তদভীষ্টত্বাদি ভাবঃ। যদ্বা বলিনাং বর ইতি নির্ভরগাঢালিঙ্গনমভিপ্রেতি। স্নেহাতিশয়েন প্রভাবজ্ঞানেন চ। সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণেচ্ছায়াং সম্মত্যা মৌনং গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদৌ তৎকীর্ত্ত্যপেক্ষয়া বা সাহায্যমিতি পূর্ব্বং তন্নামাশ্রবণমিতি জ্ঞেয়ম্। আশিষ এবং চিরমস্মান্ পালয়, সদা সুখীভব, নিত্যং পূর্ণমনোরথ এধয়েত্যাদ্যাঃ। স্নেহেন কাতরাঃ অধীরাঃ সন্তঃ। অত্র প্রাচীনগোবর্দ্ধনধরপ্রতিকৃতৌ কচিদ্দৃশ্যতে। মাতৃভ্যাং নবনীতাদিসমর্পণং পিতৃভ্রাতৃভ্যাঞ্চ শিরসা শ্রীগোবর্দ্ধনাবষ্টম্ভনাদিকমিতি। তচ্চ স্নেহকাতরা অধীরা ইত্যনেন সূচিতমিত্যবগম্যতে ॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—পার্থিব ( হে রাজন্। ) দিবি ( স্বর্গে ) দেবগণাঃ ( ইন্দ্রাদয়ো দেবগণাঃ ) সাধ্যা ( তন্নামকদেববিশেষাঃ ) সিদ্ধগন্ধর্ব্বচারণাঃ ( সিদ্ধাঃ গন্ধর্ব্বাঃ চারণাশ্চ ) তুষ্টাঃ ( কৃষ্ণস্য ভক্তরক্ষণলীলাং দৃষ্ট্বা প্রমুদিতাঃ সন্তঃ ) তুষ্টুবুঃ ( শ্রীকৃষ্ণং স্তুতবন্তঃ ) পুষ্পবর্ষাণি মুমুচুঃ ( ববৃষুশ্চ ) ॥ ৩১

**মূলানুবাদ**।—হে রাজন্। স্বর্গবাসী দেবগণ এবং সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব্ব ও চারণগণ পরম হৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি এবং পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥ ৩১

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—ন কেবলং ব্রজৌকসং দেবানামপি প্রহর্ষো জাত ইত্যাহ দিবীতি দ্বাভ্যাম্। নন্বিন্দ্রস্য মদভঙ্গদুঃখেঽপি তাদৃশে কথং তে তথাঽকুর্ব্বত তত্রাহ তুষ্টাঃ। দুর্দ্দেনাকৃত্যে প্রবৃত্তস্যেন্দ্রস্য মানভঙ্গেন শ্রীকৃষ্ণস্য চ মধুরতরক্রীড়াপ্রদর্শনেন হর্ষোদয়াদিত্যর্থঃ। হে পার্থিবেত্যাশ্চর্য্যেণ সম্বোধনম্, দেবেন্দ্রস্য দুঃখেঽপি তেষাং প্রহর্ষাৎ, যদ্বা রাজ্ঞোপেক্ষয়া প্রজানাং দেশাধিকারিণোঽনপেক্ষাবত্তেষাং শ্রীভগবদপেক্ষয়া শক্রানপেক্ষা যুক্তৈব, তচ্চ ত্বয়া জ্ঞায়ত এবেতি ভাবঃ। মদভঙ্গেনস্থিন্দ্রস্যাপি তত্র ন ক্রোধ ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—নৃপ ( হে রাজন্। ) দিবি ( স্বর্গে ) দেবপ্রণোদিতাঃ ( দেবগণৈর্বাদিতাঃ ) শঙ্খদুন্দুভয়ঃ ( শঙ্খাঃ দুন্দুভয়শ্চ ) নেদুঃ ( অবাদয়ন্ ) তুম্বুরুপ্রমুখাঃ ( তুম্বুরুপ্রভৃতয়ঃ ) গন্ধর্ব্বপতয়ঃ ( গায়কশ্রেষ্ঠা গন্ধর্ব্বাঃ ) জগুঃ ( পরমানন্দেন গানং চক্রুশ্চ ) ॥ ৩২

**মূলানুবাদ**।—দেবগণ পরমানন্দে শঙ্খ দুন্দুভি প্রভৃতি বাদন করিতে লাগিলেন এবং তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠগণ আহ্লাদিত চিত্তে কৃষ্ণ-গুণ-গান করিতে লাগিলেন ॥ ৩২

**শ্রীধরটীকা**।—নিভৃতাঃ পূর্ণাঃ। যথা যথোচিতং পরিরম্ভণাদিভিঃ সমীয়ুঃ উপজগ্মুঃ। সদাশিষঃ শ্রেষ্ঠানাশীর্ব্বাদান্ ॥ ২৯—৩২

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—দেবৈঃ প্রকর্ষেণ বিচিত্রতয়া বাদিতা ইত্যর্থঃ। যদ্বা স্বয়মেব নৃত্যাচরণাদিনা

ততোঽনুরক্তৈঃ পশুপৈঃ পরিশ্রিতো রাজন্ স গোষ্ঠং সবলোঽব্রজদ্ধরিঃ ।
তথাবিধান্যস্য কৃতানি গোপিকা গায়ন্ত্য ঈয়ুর্মুদিতা হৃদিস্পৃশঃ ॥ ৩৩
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫

প্রেরিতা বাদকদ্বারা প্রবর্ত্তিতাঃ সন্তঃ, দিবীতি পুনরুক্তিঃ ইন্দ্রভয়াভাবেন দিব্যেব তেষাং তত্তদাচরণস্য বোধার্থম্। হে নৃপেতি প্রহর্ষেণ যথা ভবদ্বিধস্য রাজ্ঞো মহোৎসব ইতি বা ॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—রাজন্ (হে পরীক্ষিৎ।) ততঃ (তদনন্তরং) সঃ (গোবর্দ্ধনধরঃ) হরিঃ (ব্রজবাসিনাং সর্ব্বতাঃখহরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) সবলঃ (বলদেবেন সহিতঃ) অনুরক্তৈঃ (গাঢ়ানুরাগযুক্তৈঃ) পশুপৈঃ (শ্রীদামসুবলাদিভির্গোপৈঃ) পরিশ্রিতঃ (পরিবৃতশ্চ সন্) গোষ্ঠং গোপবাসং) অব্রজৎ (অগচ্ছৎ) গোপিকাঃ (কৃষ্ণপ্রেয়স্যো রাধাচন্দ্রাবল্যাদয়ো গোপরমণ্যঃ) মুদিতাঃ (সপ্তাহাবধিনিরন্তরকৃষ্ণমুখাদর্শনেন পরমহৃষ্টাঃ সত্যঃ) হৃদিস্পৃশঃ (পরমপ্রেষ্ঠস্য) অস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) তথাবিধানি (পরমানির্ব্বচনীয়ানি) কৃতানি (গোবর্দ্ধনধারণাদিচরিতানি) গায়ন্ত্যঃ (পরমানন্দেন গায়মানাঃ সত্যঃ) ঈয়ুঃ (ব্রজং জগ্মুঃ) ॥ ৩৩

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদগোস্বামি-
কৃতে শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে দশমস্কন্ধস্য পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫

**মূলানুবাদ।**—তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, অনুরক্ত গোপবালকগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বলদেব সহ ব্রজে প্রবেশ করিলেন এবং কৃষ্ণানুরাগিণী গোপরমণীগণ তাঁহাদের পরমপ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের পরমানির্ব্বচনীয় লীলাবলী গান করিতে করিতে পরমানন্দে ব্রজে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৩

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতে
শ্রীমদ্ভাগবত-মূলানুবাদে দশমস্কন্ধস্য পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫

**শ্রীধরটীকা।**—ততো গোবর্দ্ধনস্থানাৎ। অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য তথাবিধানি গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদিরূপাণি কৃতানি কর্ম্মাণি গায়ন্ত্য ঈয়ুর্যযুঃ। কথম্ভূতাঃ? এবং প্রেম্ণা হৃদি স্পৃশন্তীতি হৃদিস্পৃশঃ তাঃ, যদ্বা কথম্ভূতস্য প্রেষ্ঠত্বেন তাসাং হৃদি স্পৃশতীতি হৃদিস্পৃক্ তস্য ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—প্রহর্ষেণৈব তস্য গোষ্ঠপ্রবেশং পূর্ব্ববদ্গায়ন্নিবাহ তত ইতি। পরিতঃ শ্রিতঃ বৃতঃ যতোঽনুরক্তৈঃ। স ব্রজরক্ষার্থং ধৃতগোবর্দ্ধনঃ। স্বগোষ্ঠমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ। মধ্যে গোষ্ঠং শ্রীনন্দস্য স্বীয়াবাস-পর্য্যন্তং প্রবিবেশ ইত্যর্থঃ। প্রহর্ষোদ্রেকেণ সর্ব্বেষামেব তেষাং তেন সহ তত্রৈব গমনাৎ। হরিঃ শক্রদুর্মদগোষ্ঠার্ত্তি-হরণাৎ তৎক্রীড়য়া সর্ব্বমনোহরণাচ্চ। শ্রীগোপীনাঞ্চ সর্ব্বতোঽধিকং সুখমব্রনীত্যাহ তথেতি গায়ন্ত্য ইতি তৎক্ষণমেব গীতকরণশক্তির্দর্শিতা ॥ ৩৩

ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাং দশমটিপ্পণ্যাং পঞ্চবিংশঃ ॥ ২৫

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী** —ভক্তবৎসল স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার পরমপ্রিয় এবং পরমান্তরঙ্গ ব্রজবাসি-গণকে রক্ষা করিবার জন্য অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া বামকরে ধারণ পূর্ব্বক যখন প্রফুল্ল বদনে দণ্ডায়মান হইলেন এবং ব্রজবাসিগণকে নানাকথায় উৎসাহিত ও অভয় প্রদান করিয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বত নিম্নে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন, তখন ব্রজবাসিগণ তাঁহার উৎসাহ বাক্য শুনিয়া এবং নারায়ণতুল্য

প্রভাবের কথা মনে করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত নিম্নে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং একপার্শ্বে গোমহিষাদি পশুগণ ও গৃহোপকরণাদি স্থাপন করিয়া সকলেই গোবর্দ্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণকে ঘন মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। মা যশোদা, রোহিণী ও অন্যান্য বাৎসল্যবতী গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকটবর্ত্তি সম্মুখভাগে পিতা নন্দ ও অন্যান্য গোপগণ এবং পার্শ্বভাগে ব্রজবালকগণ ও একটু দূরবর্ত্তি স্থানে গোপরমণীগণ অবস্থিত হইলেন। পরে সকলেই শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে অনিমিষ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া পরমানন্দে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

এইভাবে সমস্ত ব্রজবাসিগণ তাহাদের আত্মীয়স্বজন, গোমহিষাদি পশুবৃন্দ এবং শকট-সংভৃত গৃহোপকরণাদিসহ শ্রীকৃষ্ণের হস্তস্থিত গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিম্নদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও সেই সুবিস্তৃত স্থানের সর্ব্বাংশ পূরণ করিতে পারিলেন না। গোবর্দ্ধনের নিম্নভূমি যেন অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে নিজাঙ্গ বিস্তার করিয়া ব্রজবাসিগণকে আশ্রয় দিলেন এবং সমস্ত ব্রজবাসিগণ সংমিলিতভাবে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে বক্ষে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

স্বয়ং ভগবান্ ব্রজরাজনন্দন এইভাবে সপ্তাহাবধি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে বাম করতলে স্থাপন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন এবং ব্রজবাসি গোপ গোপীগণও তাঁহাকে ঘন মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিয়া তাঁহার মুখের দিকে অনিমিষ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া সপ্তাহাবধি দণ্ডায়মান রহিলেন। এই সাতদিন কৃষ্ণের কিংবা ব্রজবাসিগণের ক্ষুধা তৃষ্ণা জনিত দুঃখ কিংবা কোনপ্রকার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব অনুভূত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণও যেমন সমস্ত ব্রজবাসিগণকে নিজ নিকটে পাইয়া পরমানন্দে উৎফুল্ল হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, ব্রজবাসিগণও সেইরূপ সপ্তাহাবধি নিরন্তর কৃষ্ণচন্দ্রদর্শনে আনন্দসাগরে ভাসমান হইতেছিলেন। সপ্তাহকাল গোবর্দ্ধন ধারণে শ্রীকৃষ্ণ কোনপ্রকার ক্লেশানুভব করিলেন না কিংবা ক্ষণকালের জন্যও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। ব্রজবাসিগণও সপ্তাহকাল অনাহারে অনিদ্রায় গোবর্দ্ধন গিরিতলে দণ্ডায়মান থাকিতে কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ করিলেন না, কিংবা ইন্দ্রকৃত প্রবল বর্ষণ ও বজ্রপাতাদিতে তাঁহাদের কোন প্রকার অসুবিধা হইল না। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার পরমপ্রিয় ব্রজবাসিগণ পরমানন্দে যে সাতদিন অতিবাহিত করিলেন, সেই সাতদিন যেন তাঁহাদের নিকট নিমিষমাত্র বলিয়া অনুভূত হইল।

শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনধারণের পর ব্রজবাসিগণ নিরাপদে ও নিশ্চিন্ত মনে তাহার তলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেও দেবরাজ ইন্দ্র বৃষ্টি বর্ষণ কিংবা বজ্রপাতাদি হইতে বিরত হইলেন না। তিনি বজ্র প্রহারে বহু পর্ব্বত চূর্ণ করিয়াছেন বলিয়া তিনি "গোত্রভিদ্" নামে বিখ্যাত আছেন। আজ যেন তিনি তাঁহার গোত্রভিদ্ নামের সার্থকতা দেখাইবার জন্য মনে করিলেন যে ব্রজবাসিগণ গোবর্দ্ধন নিম্নে আশ্রয় গ্রহণ করিলেও জীবন রক্ষা করিতে পারিবে না, কেননা তিনি বজ্রপ্রহারে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত চূর্ণ বিচূর্ণ ও রেণু রেণু করিয়া প্রবল বর্ষণে ভাসাইয়া দিবেন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রজবাসিগণকেও বিনষ্ট করিবেন। কিন্তু তিনি স্বর্গৈশ্বর্য্যের মোহবশতঃ বুঝিতে পারিলেন না যে—অখিল ব্রহ্মাণ্ডপালক শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত ব্রজবাসিগণের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া বালকের ন্যায় লীলা করিতেছেন, কোটি ইন্দ্র মিলিত হইলেও তাঁহাদের কিছুমাত্র অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া তাহার নিম্নভাগে ব্রজবাসিগণকে আশ্রয় প্রদান করিলেও যখন দেবরাজ ইন্দ্র প্রবল বর্ষণ এবং নিরন্তর বজ্রপাতন হইতে নিরস্ত হইলেন না, তখন গোবর্দ্ধনধারী হরি ইন্দ্রের গর্ব্ব চূর্ণ করিবার জন্য মনে মনে তাঁহার সুদর্শন চক্র প্রভৃতিকে আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

জলৌঘমাগতং বীক্ষ্য ভগবাংস্তদ্‌গিরেরধঃ। সুদর্শনং তথা শেষং মনসাজ্ঞাং চকার হ॥
কোটিসূর্য্যপ্রভং চাদ্রেরূর্দ্ধং চক্রং সুদর্শনম্। ধারাসম্পাতমপিবদগস্ত্য ইব মৈথিল॥
অধোঽধস্তদ্‌গিরেঃ শেষঃ কুণ্ডলীভূত আস্থিতঃ। রুরোধ তজ্জলং দীর্ঘং যথা বেলা মহোদধিম্॥
সপ্তাহং সুস্থিরস্তস্থৌ গোবর্দ্ধনধরো হরিঃ। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রং পশ্যন্তশ্চকোরা ইব তে স্থিতাঃ॥

সহৈরাবতং নাগং সমারুহ্য পুরন্দরঃ। সসৈন্যঃ ক্রোধসংযুক্তো ব্রজমণ্ডলমাযযৌ॥

দৃষ্ট্বাক্ষিপেৎ বজ্রং স্বং নন্দগোষ্ঠজিঘাংসয়া। স্তম্ভয়ামাস শক্রস্য সবজ্রং মাধবো ভুজম্॥ (শ্রীগর্গসংহিতা)

শ্রীকৃষ্ণ বামকরে গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ করিয়া তাহার নিম্নভাগে ব্রজবাসিগণকে নিরাপদে আশ্রয় প্রদান করিলেও দেবরাজ ইন্দ্র প্রবল বর্ষণ হইতে বিরত হইলেন না। কাজেই প্রবল বর্ষণে গোবর্দ্ধন শিখর প্লাবিত হইয়া তাহার নিম্নভূমিতে নিরন্তর জলরাশি পতিত হইয়া তাহা প্রবল বেগে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতনিম্নস্থ গর্ত্তাকৃতি নিম্নভূমির দিকে ধাবিত হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে গোবর্দ্ধন ধারণে ব্রজবাসিগণের বৃষ্টি ও করকাদি পতন নিবারণ হইল বটে, কিন্তু যদি গোবর্দ্ধন নিম্নস্থ গর্ত্তাকার স্থানে প্রবল জলপ্রবাহ আগমন করে, তাহা হইলে ব্রজবাসিগণের নিরুদ্বেগে অবস্থান করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। এজন্য তিনি তৎক্ষণাৎ শেষ নাগ ও সুদর্শন চক্রকে ইহার প্রতিবিধান করিবার জন্য মনে মনে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তখন কোটি সূর্য্য সদৃশ সমুজ্জ্বল দীপ্তিশালী সুদর্শন চক্র, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত হইয়া, অগস্ত্য যেমন অনায়াসে সমুদ্র পান করিয়াছিলেন, সেইরূপ ধারাকারে পতিত বৃষ্টিজল শোষণ করিতে লাগিলেন। শেষনাগও কুণ্ডলাকারে গোবর্দ্ধনের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া, বেলাভূমি যেমন সমুদ্রের জল রোধ করিয়া নিকটবর্ত্তি গ্রাম নগরাদি রক্ষা করে, সেইরূপ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের চতুর্দ্দিক্ হইতে প্রবলবেগে সমাগত জলপ্রবাহ রোধ করিয়া ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ সপ্তাহকাল গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ব্রজবাসিগণও তাঁহার মুখচন্দ্র দর্শনানন্দে মত্ত হইয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তীব্র ক্রোধাবিষ্ট দেবরাজ মত্ত ঐরাবতে আরোহণ করিয়া ব্রজমণ্ডলে আগমনপূর্ব্বক নন্দগোষ্ঠ ধ্বংস করিবার জন্য নিরন্তর যে বজ্র নিক্ষেপ করিতেছিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ বজ্রসহ তাঁহার সেই ভুজস্তম্ভন করায় তিনি আর বাহু উত্তোলন কিংবা বজ্র নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইলেন না।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্য মহাশক্তি প্রকাশপূর্ব্বক বামহস্তে গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ এবং তাহার নিম্নে ব্রজবাসিগণকে আশ্রয় প্রদান করিয়া পরমানন্দে সপ্তাহকাল অতিবাহিত করিলেন, তাঁহার এইপ্রকার গিরিধারণ দর্শনে মনে হয়—

বিলসতিমণিদণ্ডশ্রীর্মুকুন্দস্য বাহুস্তদুপরি পরিতোঽপি চ্ছত্রতুল্যো গিরীন্দ্রঃ॥

প্রতিদিশমিহ মুক্তাদামবদ্বারিধারা। ব্রজসদনজনানাং প্রত্যুতাভূদ্বিভূতিঃ॥ (শ্রীগোপালচম্পূঃ)

শ্রীকৃষ্ণ, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত নিম্নস্থ গর্ত্তাকার ভূভাগে ব্রজবাসিগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বামকর উত্তোলন পূর্ব্বক তাহাতে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যেন শ্রীকৃষ্ণের ঊর্দ্ধলম্বিত বামবাহু নীলমণি দণ্ড, তদুপরি সংন্যস্ত গোবর্দ্ধন পর্ব্বত প্রসারিত ছত্র এবং গোবর্দ্ধন শিখরোপরি পতিত বৃষ্টিধারা গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের চতুর্দ্দিক হইতে অবিরত বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইতে দেখিয়া মনে হয় যেন ছত্রের চতুর্দ্দিকে লম্বিতভাবে সুবিন্যস্ত মুক্তা মালা। ব্রজবাসিগণ এই গোবর্দ্ধনছত্রতলে অবস্থান করিয়া যেন তাঁহাদের ত্রিভুবন দুর্লভ বিভূতিই প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি হইলেও বাৎসল্যপ্রেমবতী যশোদা, রোহিণী এবং অন্যান্য গোপীবর্গ তাঁহাকে বালক বলিয়াই জানেন। গোপরাজ নন্দও শ্রীকৃষ্ণকে গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিতে দেখিয়াও তাঁহাকে সর্ব্বেশ্বর বলিয়া সম্মান করেন নাই। তিনি মনে করিতেছেন যে নারায়ণের অপার কৃপায় আমার পুত্রের এই অলৌকিক মহাশক্তি প্রকাশ হইয়াছে, অথবা গোবর্দ্ধন পর্ব্বতই আমাদের অর্চ্চনায় প্রসন্ন হইয়া আমাদের রক্ষা করিবার জন্য আমার পুত্রের হস্তে অবস্থিত হইয়াছেন। বাৎসল্যপ্রেমাধার গোপগোপীগণ এইভাবে বাৎসল্য রসে আপ্লুত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে অনিমিষ নয়নে চাহিয়া আছেন, এমন সময়ে যশোদা ও রোহিণী শ্রীকৃষ্ণের দুই পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন—

ততশ্চ সহসা রোহিণীসহিতা ব্রজেশগৃহিণী তং পার্শ্বয়োর্গৃহীতবতী।
মাতৃভ্যাং পার্শ্বযুগে ধৃতস্তনুরসকৃন্মৃজ্যমানাননাব্জঃ, পিত্রাদ্যাত্মীয়বর্গৈঃ সপুলকমভিতো বীক্ষিতোঽদ্ভুতকর্মা।
সোঽয়ং স্মেরাব্জনেত্রঃ কলিততটকরাহস্তকঃ সব্যহস্তঃ, স্বস্তক্ষৌণীভৃদুচ্চৈর্জয়জয়নিনদাবীডিতঃ ক্রীড়তীব॥
(শ্রীগোপালচম্পূঃ)

শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন, এমন সময়ে সহসা যশোদা ও রোহিণী আসিয়া তাঁহার দুই পার্শ্বদেশ ধারণ করিলেন এবং বসনাঞ্চল দ্বারা তাঁহার মুখকমল মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। পিতা নন্দ এবং অন্যান্য আত্মীয়বর্গ আনন্দে পুলকিত হইয়া অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণের বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন হাস্যরশ্মিবিকসিত নয়নকমলে সকলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কটিতটে দক্ষিণহস্ত স্থাপন করিয়া বামকরে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত স্থাপন পূর্ব্বক সুমধুর ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান হইলেন এবং তাঁহার বয়স্য গোপবালকগণ পরমানন্দে জয় জয় ধ্বনি করিতে লাগিল। এই প্রকারে বালক যেমন ক্রীড়াচ্ছলে ছত্র ধারণ করে, সেইরূপ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়া আনন্দঘন-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র ব্রজবাসিগণের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে—সাম্বর্ত্তক বায়ু সঞ্চারণ জনিত প্রবল ঝটিকাপাতেই গোকুল ধ্বংস হইবে এবং গোকুলবাসিগণ সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইবে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ না হওয়ায় তিনি সাম্বর্ত্তক মেঘগণ দ্বারা প্রবল বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। তাহাতেও যখন ব্রজবাসিগণের কোনও অনিষ্ট সাধন হইল না, তখন তিনি স্বয়ং ঐরাবতে আরোহণ করিয়া আকাশমার্গে আগমন করিলেন এবং নিরন্তর বজ্রপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য মহাশক্তি প্রভাবে তাহাতেও ব্রজবাসিগণের কিছুমাত্র অনিষ্ট হইল না। ইন্দ্রের এই অত্যাচার আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়া তাহার নিম্নে ব্রজবাসিগণকে আশ্রয় প্রদান করিয়া তাহাদের নিরাপদে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিলেও ইন্দ্রের দুর্ব্বুদ্ধির অবসান হইল না, তিনি মনে করিলেন যে বজ্রপ্রহারে গোবর্দ্ধনকে রেণু রেণু করিয়া প্রবল বর্ষণে ভাসাইয়া দিবেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য মহাশক্তির কি অচিন্ত্যপ্রভাব। যে-ইন্দ্র পৃথিবীস্থ সমস্ত পর্ব্বতের পক্ষ ছেদন করিয়া "গোত্রভিদ্" নাম ধারণ করিয়াছেন, সেই ইন্দ্র অনবরত সাতদিন বজ্রপাত করিয়াও গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের একটি পাষাণ পরমাণুকেও বিচলিত করিতে পারিলেন না। স্বর্গৈশ্বর্য্যের মোহে মত্ত দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের এই মহাপ্রভাব দেখিয়াও ব্রজবাসিগণকে ধ্বংস করিবার সঙ্কল্প হইতে বিচলিত হইলেন না। তিনি শ্রীকৃষ্ণের বামকরস্থিত গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিবার জন্য অনবরত বজ্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার আদেশে মেঘগণ নিরন্তর করকাসহ বৃষ্টি বর্ষণ ও বায়ুগণ প্রবল ঝটিকা সঞ্চারণ করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার পরম প্রিয় ব্রজবাসিগণকে গোবর্দ্ধন নিম্নে একত্র সংমিলিত দেখিয়া ইন্দ্রের অত্যাচারের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া বামকরে গোবর্দ্ধন ধারণ পূর্ব্বক সাত অহোরাত্র ব্রজবাসিগণের সঙ্গসুধাস্বাদান করিলেন।

কৃষ্ণোঽপি তং দধারৈব শৈলমত্যন্তনিশ্চলম্। ব্রজৈকবাসিভির্হর্ষবিস্মিতাক্ষৈর্নিরীক্ষিতঃ॥
গোপগোপীজনৈর্হৃষ্টৈঃ প্রীতিবিস্ফারিতেক্ষণৈঃ। সংস্তূয়মানচরিতঃ কৃষ্ণঃ শৈলমধারয়ৎ॥ (শ্রীবিষ্ণুপুরাণম্)

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে যে—শ্রীকৃষ্ণ যখন নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বামকরে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিলেন, তখন ব্রজবাসিগণ আনন্দ ও বিস্ময়পূর্ণনয়নে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে গোপগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণ দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন ও প্রীতিবিস্ফারিত নয়নে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার গুণ গান করিতে লাগিলেন এবং তিনিও গোপগোপীগণের এই প্রকার আনন্দ প্রকাশ দেখিয়া মহাহ্লাদে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়া রহিলেন।

যাহার ইঙ্গিত মাত্রেই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয় সংঘটিত হইয়া যায়, সেই অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে ইন্দ্রকৃত বৃষ্টি নিবারণ করিতে এক নিমিষও বিলম্ব হওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু তিনি সমস্ত ব্রজবাসিগণকে একত্র মিলিত করিয়া নিজ মাধুর্য্যরসে আপ্যায়িত করিবেন এবং স্বয়ংও তাঁহাদের সহিত মিলনসুখানুভব করিবেন বলিয়া সাত অহোরাত্র গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। এই সাত দিন ধরিয়া ব্রজবাসিগণ কত ভাবে যে রূপমাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তাই নাই।

গিরিধরবদনেন্দো রশ্মিপীযূষধারং, পিবদিহ পশুজাতং সপ্তরাত্রিন্দিবানি॥
ক্ষুধমপি সতৃষং তন্নাযযৌ তর্হি তস্য, প্রণয়িজনগণানাং কিং ব্রুবে ন ব্রুবে কিম্॥
শ্রীমুখেন জনতা সুধাংসৈবস্য ভূধরধরস্য পুনীতে। এবমপ্যবমতী তদা প্রসূস্তন্মুহুর্ব্বহুরসৈ পূরযৎ॥
(শ্রীগোপালচম্পূঃ)

ব্রজের গো মহিষাদি পশুবর্গ সাত অহোরাত্র নিরন্তর গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের বদনচন্দ্রচ্ছটা-পীযূষ-ধারা পান-নিরত ছিল বলিয়া তাহাদের ক্ষুধা পিপাসা প্রভৃতি কিছুই অনুভব হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয় ব্রজবাসি গোপ-গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণবদন দর্শনে যে এই সাতদিন কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা কে বলিতে পারে। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতনিম্নে মণ্ডলাকারে সমবেত গোপগোপীগণ নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের বদনদর্শনামৃতরসে আপ্যায়িত হইতেছেন দেখিয়া মা যশোদা দণ্ডে দণ্ডে ক্ষীর নবনীতাদি রসে শ্রীকৃষ্ণের বদন পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে বক্তব্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণবদন দর্শনে ব্রজবাসি গোপগোপীগণ সাত দিন ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া গোবর্দ্ধন নিম্নে অবস্থান করিলেন, কিন্তু বাৎসল্য-প্রেম-পয়োনিধি মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুধা পিপাসার কথা ভুলিতে পারিলেন না। তিনি সর্ব্বদাই মনে করিতে লাগিলেন যে, আমার কৃষ্ণ দণ্ডে দণ্ডে আমার নিকট নবনীত যাচ্ঞা করে এবং পরমানন্দে তাহা ভোজন করে। এখন সে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়া আছে বলিয়া আমার নিকট নবনীত যাচ্ঞা করিতে পারিতেছে না এবং সম্ভবতঃ সমস্ত ব্রজবাসিগণের সম্মুখে তাহার নবনীত যাচ্ঞা করিতে লজ্জাবোধ হইতেছে, সুতরাং এতক্ষণ তাহার না জানি কতই ক্ষুধা বোধ হইতেছে। এই কথা মনে করিয়া মা যশোদা, গোবর্দ্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণকে দণ্ডে দণ্ডে ক্ষীর নবনীতাদি খাওয়াইতে লাগিলেন। মা যশোদা কেবলমাত্র তাঁহার পরমাদরের ধন শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষীর নবনীতাদি খাওয়াইয়াই পরিতৃপ্ত হইলেন না, তিনি কৃষ্ণকে গোবর্দ্ধনপর্ব্বত ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া গোপগণকে কত অনুনয় বিনয় করিয়া বলিতে লাগিলেন, ওগো ব্রজবাসিগণ। তোমাদের হৃদয়ে কি একটুও মমতা নাই? এই দুগ্ধমুখ বালক কৃষ্ণ, এত বড় পর্ব্বতটা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া কি তোমাদের একটুও দয়া হইতেছে না? তোমরা যদি একটু পর্ব্বতটাকে হাতে করিয়া দাঁড়াও, তাহা হইলে আমি একটু বাছাকে কোলে করিয়া স্তন পান করাইতে পারি। শুদ্ধ বাৎসল্য প্রেমপয়োনিধি মা যশোদা কৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণের ঐশ্বর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া বাৎসল্য বশতঃ গোপগণকে এইরূপ আদেশ করিলে, তাঁহারা সকলেই লগুড় উত্তোলন করিয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহাদের ধারণা এই যে—কৃষ্ণ, সাত বৎসরের বালক হইয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়াছে, আমরা তদপেক্ষা বয়োধিক এবং বলবান্ হইয়াও কেন পারিব না? শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের এই প্রকার উদ্যম দেখিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন যে—আমি গোবর্দ্ধনের মহাপূজার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলাম বলিয়া গোবর্দ্ধন আমার উপর প্রসন্ন হইয়া স্বল্পভারবিশিষ্টরূপে আমার হাতে আছেন, কিন্তু অন্য কাহারও হাতে তিনি এভাবে থাকিবেন না। শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে সাত দিন ব্রজবাসি গোপগোপীগণের সহিত কত যে মধুর লীলা করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় অনন্তদেবও সহস্র বদনে বর্ণনা করিতে সমর্থ হইবেন না।

সপ্তাহর্নিশনির্ম্মিতা গিরিভৃতা যে যে বিলাসাস্তদা, তান কল্পৈঃ সহ সপ্তভিঃ কথয়িতুং শেষোঽপি নাশেষতঃ।
এবঞ্চেদ্বচনৈরমুং ত্রিচতুরৈঃ সচ্চাতুরীবর্জ্জিতৈঃ, তুর্ণং বর্ণিতবান্ কবিঃ স্বয়মসৌ দুর্ভু'র দোহূয়তে॥

(শ্রীগোপালচম্পূঃ)

গোবর্দ্ধনধারী হরি, সাতদিন ব্রজবাসি গোপগোপীগণের সহিত যে সমস্ত লীলা করিয়াছেন, তাহা সহস্রবদন শেষও সাত কল্প পরিমিত কালেও বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন না। এই সমস্ত লীলাকথা যদি কোনও অজ্ঞ কবি তিন চারি কথায় অল্প সময়ের মধ্যে বর্ণনা করিতে প্রয়াসী হন, তাহা হইলে তাঁহার অপযশঃ ও দুঃখের ভাগী হওয়া ব্যতীত অন্য কোনই লাভ হয় না।

যাহা হউক, অনন্তলীলারসবিলাসী ব্রজরাজনন্দন সাত অহোরাত্র ব্রজবাসিগণের সহিত মিলিত হইয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বত নিম্নে অবস্থান করিলেন এবং নানাবিধ লীলারসাস্বাদন ও গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের মাহাত্ম্য খ্যাপন করিলেন। তাহার পর যখন তাঁহার স্বর্গৈশ্বর্য্যমদমত্ত ইন্দ্রের গর্ব্ব খণ্ডন করিতে ইচ্ছা হইল, তখন তাঁহার মানসিক ইঙ্গিত মাত্রেই সুদর্শনচক্র গোবর্দ্ধন পর্ব্বতোপরিস্থিত আকাশ মার্গে অবস্থিত হইয়া ইন্দ্রপ্রেরিত সাম্বর্ত্তক মেঘমালা খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া দিলেন এবং সাম্বর্ত্তক বায়ুবৃন্দকে নিরুদ্ধ ও নিশ্চল করিয়া দিলেন। তাহার পরক্ষণেই কৃষ্ণের ইচ্ছায় ইন্দ্রের বজ্র এবং বাহুদ্বয় স্তম্ভিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া গেল। ইন্দ্র তখন বিস্ময় ও ভীতি বিজড়িত সহস্র নয়ন বিস্ফারিত করিয়া একবার ব্রজভূমি ও গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং মেঘ ও বায়ুগণকে স্বর্গের দিকে বিচালিত করিয়া নিজেও ঐরাবত মস্তকে অঙ্কুশাঘাত করিয়া ক্ষিপ্র গতিতে স্বর্গের দিকে ধাবিত হইলেন।

ভয়ভীতস্তদা শক্রঃ সাম্বর্ত্তকগণৈঃ সহ। দুদ্রাব সহসা দেবৈর্যথেভঃ সিংহতাড়িতঃ॥ (শ্রীগর্গসংহিতা)

শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রভাব দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সিংহতাড়িত গজের ন্যায় দেবগণ ও সাম্বর্ত্তক মেঘ এবং বায়ুগণের সহিত পলায়ন করিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্রজরাজনন্দনের অচিন্ত্য মহাশক্তিবৈভব অনুভব করিতে পারেন নাই, ততক্ষণ তিনি স্বর্গৈশ্বর্য্যের মদে মত্ত হইয়া গোকুল ধ্বংসের সঙ্কল্পে নিরন্তর প্রবল বারিবর্ষণ, ঝটিকা সঞ্চারণ ও বজ্রপাত করিতেছিলেন। সাত দিনের পর শ্রীকৃষ্ণের যখন ইন্দ্রগর্ব্ব খণ্ডনের ইচ্ছা হইল, তখনই ইন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ বৈভব জ্ঞান হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গর্ব্ব-পর্ব্বত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। তখন তিনি গোকুল ধ্বংসের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন ও তৎক্ষণাৎ ব্রজমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া নিজ বাসস্থানাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। গমনকালে তিনি সাম্বর্ত্তক মেঘ ও বায়ুগণকে আদেশ করিলেন যে, যেন তাহাদের কোনপ্রকার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রাংশও ব্রজমণ্ডলে না থাকে। দেবরাজ ইন্দ্র এইভাবে দ্রুতবেগে স্বর্গে পলায়ন করিলেন বটে, কিন্তু সেখানে গিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না, তাঁহার নিরন্তরই মনে হইতে লাগিল যে—বোধ হয় এখনই সুদর্শনচক্র আসিয়া আমার স্বর্গরাজ্য খণ্ড খণ্ড করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবে, অথবা না জানি আমার ভাগ্যে আজ কি কঠোর দণ্ডভোগের ব্যবস্থা হইবে। দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপ নানাবিধ চিন্তাকুলিত মানসে ভীতিপরবশ হইয়া কোন প্রকারে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

ব্রজরাজনন্দনের মহাপ্রভাব দর্শনে ভীত হইয়া দেবরাজ পলায়ন করিলে সাতদিন পরে আবার ব্রজের আকাশ নির্ম্মল হইল ও সেখানে সহস্র কর সমন্বিত দিবাকরের বিকাশ হইল। দেখিতে দেখিতে ব্রজের তরুলতাবৃন্দ আবার পূর্ব্ববৎ আনন্দ মাখা মূর্ত্তিতে নব নব পুষ্প কিশলয়াদির শোভায় পরিশোভিত হইয়া উঠিল এবং ভ্রমরগুঞ্জন ও শুক পিকাদি কলকণ্ঠ বিহঙ্গমগণের মধুর কূজনে মুখরিত হইয়া গেল। আনন্দঘনমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ, সাতদিন গোবর্দ্ধন নিম্নে

অবস্থান করিতেছিলেন বলিয়া ব্রজভূমি তাঁহার বিরহে এবং ইন্দ্রকৃত বৃষ্টি প্রভৃতির অত্যাচারে একেবারে মলিন হইয়াছিল। সাত দিনের পর যখন শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রভাবে ইন্দ্রকৃত অত্যাচারের অবসান হইল এবং ব্রজভূমির দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, তখন ব্রজভূমি পরমানন্দে উৎফুল্ল হইয়া আবার তাঁহার চরণ স্পর্শের আশায় বুক বাঁধিল এবং অভিনব শোভায় সুশোভিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর হইতেই পূতনা, শকটাসুর, তৃণাবর্ত্ত, অঘাসুর, বকাসুর প্রভৃতি বহু অসুরগণ ব্রজভূমিতে আগমন করিয়াছিল এবং পদস্পর্শে ব্রজভূমিকে কলুষিতপ্রায় করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাসলীলার পূর্ব্বে একবার ব্রজভূমিকে ধৌত করিবার জন্যই ইন্দ্রের এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধিসঞ্চার করিলেন এবং তাঁহাকে দিয়া সাতদিন প্রবল বর্ষণ ও ঝটিকাসঞ্চারণ করাইয়া ব্রজভূমিকে স্বচ্ছ করিয়া লইলেন। যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ যখন গোবর্দ্ধন-নিম্ন হইতেই আকাশের দিকে বক্র দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, আকাশে আর ইন্দ্রপ্রেরিত মেঘাদির চিহ্নও নাই, আকাশ পূর্ব্ববৎ শারদীয় শোভায় শোভিত হইয়া ললাটে সৌভাগ্যতিলকের ন্যায় দিবাকরকে ধারণ করিয়া পরমানন্দে হাস্য করিতেছে, তখন তিনি ব্রজবাসিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হে ব্রজবাসিগণ। এখন আর তোমাদের কোনও ভয় নাই। গোবর্দ্ধনপর্ব্বত তোমাদের পূজায় প্রসন্ন হইয়া সাতদিন তোমাদের আশ্রয়প্রদান করিয়াছেন এবং তাহা দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র ভীত হইয়া স্বস্থানে পলায়ন করিয়াছেন। তোমাদের গোবর্দ্ধন পূজার ফলেই এবার ইন্দ্রকোপ হইতে গোধনের রক্ষা হইয়াছে সন্দেহ নাই। এখন আর আমাদের কোনও ভয় নাই কিংবা নিজ নিজ বাসস্থানে গমন ও সেখানে নিশ্চিন্তরূপে বাস করিবার কোনও অসুবিধা হইবে না। ইন্দ্রকৃত বৃষ্টি ও ঝটিকার অবসান হওয়া মাত্রেই ব্রজভূমি পূর্ব্বাকার ধারণ করিয়াছে। আমাদের গমন পথে আর এক বিন্দুও কর্দ্দম নাই কিংবা যমুনা মানসগঙ্গাদি নদীতেও আর কোনপ্রকার তরঙ্গ কিংবা জলবৃদ্ধি নাই। গোবর্দ্ধনের মাহাত্ম্যবলে ইন্দ্রকৃত অত্যাচারের উপশম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রজভূমিও তাহার স্বাভাবিক শোভায় সুশোভিত হইয়াছে এবং আমাদের পরম সুখে বাস করিবার যোগ্য হইয়াছে। অতএব আমরা আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয়া স্ব স্ব বাসস্থানাভিমুখে অগ্রসর হই।

ব্রজবাসী গো গোপগোপীগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণমুখারবিন্দ দর্শনানন্দে আত্মহারা হইয়া সাতদিন গোবর্দ্ধন পর্ব্বত নিম্নে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহাদের ইন্দ্রকৃত অত্যাচার সম্বন্ধে আর কোন জ্ঞানই ছিল না। শ্রীকৃষ্ণদর্শনানন্দে তাঁহারা এমনই মত্ত হইয়া গিয়াছিলেন যে—এই সাত দিনের মধ্যে যদি ব্রহ্মাণ্ডে প্রলয় হইয়া যাইত তাহা হইলেও বোধ হয় তাঁহারা তাহা ধারণা করিতে পারিতেন না। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহাদের বলিলেন—"এখন আর বৃষ্টি ঝটিকা প্রভৃতি কিছুই নাই, আকাশ নির্ম্মল হইয়াছে, এখন আমরা সকলে মিলিয়া স্ব স্ব বাসস্থানাভিমুখে গমন করি" তখন যেন ব্রজবাসিগণ কোন্ এক অজানা আনন্দের জগৎ হইতে আবার বহির্জগতে ফিরিয়া আসিলেন এবং সকলেই সবিস্ময়ে আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে আর একবিন্দুও বৃষ্টি পতন হইতেছে না এবং গোবর্দ্ধন নিকটস্থ ভূভাগে বৃষ্টিপতনাদির কোন চিহ্নও দেখা যাইতেছে না, ইন্দ্রকৃত অত্যাচারের কথা তাঁহাদের যেন স্বপ্নবৎ মনে হইতে লাগিল। তাঁহারা প্রথমতঃ ইন্দ্রকৃত অত্যাচারে পীড়িত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণমুখারবিন্দ দর্শনে তাঁহারা সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের মুখে বৃষ্টি-ঝটিকার অবসানের কথা শুনিয়া তাঁহারা সকলেই মনে করিতে লাগিলেন যে—ইন্দ্রের কল্যাণ হউক, দেবরাজ ইন্দ্রের জয় হউক! তাঁহার জন্যই আমরা দীর্ঘকাল কৃষ্ণমুখারবিন্দ দর্শন করিতে পারিলাম। বৃষ্টি ঝটিকাদির অবসান দেখিয়াও তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণমুখারবিন্দ দর্শনানন্দ ছাড়িয়া ঘরে যাইতে ইচ্ছা হইল না, কিন্তু সাতদিন গোবর্দ্ধন ধারণে কৃষ্ণ পরিশ্রান্ত হইয়াছেন মনে করিয়া তাঁহারা গোবর্দ্ধনপর্ব্বত-নিম্নভাগ হইতে বহির্দ্দেশে আসিবার উদ্যোগে রত হইলেন।

গোবর্দ্ধন নিম্ন হইতে স্ব স্ব গৃহাভিমুখে গমন করিতে উদ্যত হইয়া ব্রজবাসিগণ প্রথমতঃ গোমহিষাদি পশুগণকে

চালনা করিলেন, তাহার পর গৃহোপকরণসংভৃত শকটে বলীবর্দ্দ যোজনা করিয়া তাহাদিগকে চালনা করিলেন, তাহার পর স্ত্রী বালক বৃদ্ধগণকে শকটে আরোহণ করাইয়া তাহাতেও বলীবর্দ্দ যোজনা করিয়া চালনা করিলেন। তাহার পর বলিষ্ঠ গোপগণ লগুড়াদি হস্তে করিয়া গৃহোপকরণ ও স্ত্রীবালক বৃদ্ধাদি বাহী শকটের চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিয়া অগ্রসর হইলেন। তাহার পশ্চাতে অন্যান্য সমস্ত ব্রজবাসিগণ ধীরে ধীরে গোবর্দ্ধন গিরিনিম্ন হইতে বহির্গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ব্রজবাসি গো গোপগোপীগণ ক্রমশঃ গোবর্দ্ধনগিরি-নিম্ন হইতে বহির্ভাগে আসিয়া গোবর্দ্ধনগিরিতটে উপস্থিত হইলেন এবং সকলেই শ্রীকৃষ্ণের আগমনাপেক্ষায় গোবর্দ্ধনগিরির দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণবদন দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পুনঃ পুনঃ গোবর্দ্ধন গিরির নিম্ন ভাগে দৃষ্টি সঞ্চার করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয়া তাঁহার বামকরস্থিত গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে অবলীলা-ক্রমে যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। গোবর্দ্ধন গিরি স্থাপনে শ্রীকৃষ্ণের কোনপ্রকার শ্রান্তি বোধ কিংবা গোবর্দ্ধন স্থাপ-নের কোনও বৈপরীত্য ঘটিল না। গোবর্দ্ধন পর্ব্বত পূর্ব্বেও যে স্থানে যে ভাবে অবস্থিত ছিল, গোবর্দ্ধনধারী তাহাকে সাতদিন বামকরে ধারণ করিয়া আবার তাহাকে ঠিক সেই ভাবেই স্থাপন করিলেন। গোবর্দ্ধন স্থাপনের পর গোবর্দ্ধনকে দেখিলে কাহারও অনুমান করিবার সাধ্য নাই যে শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উৎপাটন করিয়াছিলেন। গোবর্দ্ধন তটে অবস্থিত গোপগোপীবৃন্দ এবং আকাশমার্গে অবস্থিত ইন্দ্র ব্যতীত অন্যান্য দেববৃন্দ গিরিধারীর এই অচিন্ত্য লীলা দেখিয়া বিস্ময়ে পুলকিত হইলেন এবং সকলেই বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে গিরিধারীর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে যথাস্থানে স্থাপন করিয়া গোবর্দ্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণ যখন গোবর্দ্ধনতটস্থিত গোপগোপীগণের নিকটস্থ হইলেন, তখন সকলেই প্রেমানন্দে অধীর হইয়া দ্রুত পদবিক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিলেন এবং কেহ বা স্নেহবশতঃ কৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ করিয়া মস্তকে দক্ষিণ করতল স্থাপন করিয়া "বাপ্ কৃষ্ণ। তুমি দীর্ঘজীবি হইয়া এইরূপে ব্রজবাসিগণকে রক্ষা কর, সর্ব্বৈশ্বর্য্যপতি হও, নিরন্তর দুষ্ট দমন ও শিষ্ট পালন করিয়া ব্রজরাজ্য রক্ষাবেক্ষণ কর" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। কেহ বা স্নেহভরে শ্রীকৃষ্ণকে কোলে করিয়া শত শত মুখচুম্বন ও মস্তকাঘ্রাণ করিতে লাগিলেন, কেহ বা শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া পরমানন্দে আত্মহারা হইলেন, কেহ বা শ্রীকৃষ্ণের কর ধারণ করিয়া "ভাই কৃষ্ণ। সাতদিন পর্ব্বত ধারণ করিয়া তোমার ত কোনও ক্লেশ হয় নাই" বলিয়া কুশল প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, কেহ বা শ্রীকৃষ্ণের পদ ধারণ করিয়া—"হে রাজপুত্র। এইরূপে চিরদিন আমাদের পালন করুন"—এইভাবে ব্রজের সমস্ত গোপগণ, গুরু, সম ও লঘু ভেদে যথাযোগ্য ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ উত্তোলিত দক্ষিণ-হস্তে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে স্পর্শ করিলেন এবং স্বস্তিবাচন পাঠ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। বাৎসল্যবতী গোপীগণ ধান্য দূর্ব্বাদি লইয়া শ্রীকৃষ্ণনিকটে আগমন করিয়া তাঁহার মস্তকে অর্পণ ও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

এইভাবে সমস্ত ব্রজবাসিগণের আশীর্ব্বাদ, প্রীত্যালিঙ্গন এবং নমস্কার গ্রহণে অভিনন্দিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন মা যশোদা, পিতা নন্দ প্রভৃতির সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা করিলেন, তখন সমস্ত ব্রজবাসিগণের পশ্চাদ্ভাগ হইতে মা যশোদা, পিতা নন্দ, বলদেব, মা রোহিণী প্রভৃতি সকলেই প্রেমাশ্রুব্যাপ্ত নয়নে এবং প্রেমভরালস গতিতে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন, মুখ চুম্বন এবং মস্তকাঘ্রাণ করিতে লাগিলেন ও "হে ব্রজজনানন্দবর্দ্ধন। তুমি সুদীর্ঘ জীবন ধারণ করিয়া এইরূপে ব্রজবাসিগণকে রক্ষা কর এবং পদে পদে তাহাদের আনন্দ বর্দ্ধন কর" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন বিগ্রহ মূলসঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেব, শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণারম্ভ কাল হইতেই পরমানন্দে আত্মহারা

হইয়া মৌনভাবে নিশ্চল দেহে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন ও মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন,—ভাই কৃষ্ণ। তোমার এ আবার কি অভিনব লীলা। এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র গোবর্দ্ধন পর্ব্বতটাকে ধারণ করিবার জন্য তোমার এরূপ ক্লেশ স্বীকার করিবার কি প্রয়োজন ছিল? তুমি কি জান না যে—আমারই অংশাবতার শেষনাগের মস্তকোপরি এই বিশাল ভূমণ্ডল সর্ষপাকারে অবস্থিত থাকে! আমাকে মনে মনে ইঙ্গিত করিলেই ত আমি সকলের অলক্ষ্যে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উত্তোলন করিয়া পৃষ্ঠে স্থাপন করিতে পারিতাম ও তাহার তলে ব্রজবাসিগণ আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিত। অথবা গোবর্দ্ধন ধারণেই বা কি প্রয়োজন ছিল, আমার অংশাবতার অনন্তদেবকে ইঙ্গিত করিলেই ত সে সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া ব্রজমণ্ডল আবরণ করিতে পারিত। কিন্তু ভাই! আমি এবং আমার অংশমূর্ত্তি অনন্তদেব প্রভৃতি সর্ব্বদাই তোমার ইঙ্গিত মাত্রেই তোমার সর্ব্ববিধ আদেশ পালনের জন্য উদ্‌গ্রীব থাকা সত্ত্বেও তুমি কেন যে গোবর্দ্ধন ধারণের আয়াস স্বীকার করিলে তাহা তুমিই জান। তোমার অচিন্ত্য অনন্ত লীলার উদ্দেশ্য একমাত্র তুমি ছাড়া আর কাহারও জানিবার সাধ্য নাই। তুমি প্রত্যহ অসংখ্য গোপবালক ও ধেনুপালসহ গোবর্দ্ধন গাত্রে বিচরণ কর বলিয়াই কি তাহাকে বামকরে স্থাপন করিয়া তাহার প্রীতির প্রতিদান প্রদান করিবার জন্যই তুমি এই প্রকার অভিনব লীলার অবতারণা করিয়াছ?

শ্রীবলদেব, এই প্রকার নানাবিধ চিন্তা করিয়া পরিশেষে "শ্রীকৃষ্ণের পরমাচিন্ত্য লীলার মহিমা একমাত্র কৃষ্ণ ব্যতীত সকলেরই অগোচর, তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভক্তবাৎসল্য গুণে কখন কোন্ ভক্তের আনন্দবর্দ্ধনার্থ কোন্ লীলা করেন, তাহা দর্শন শ্রবণাদি ব্যতীত অন্য কোন প্রকার তত্ত্ব জানিবার প্রয়াস ব্যর্থ, সুতরাং ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্যময়ী লীলার জয় হউক।"—এই কথা মনে করিয়া দ্রুতপদে কৃষ্ণনিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে দৃঢ়ালিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিলেন এবং প্রেমাশ্রু প্রবাহে ধরা সিক্ত করিতে লাগিলেন।

ব্রজবাসিগণ, সাতদিন গোবর্দ্ধনতটে শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপে পরমানন্দরসসিন্ধুতে নিমগ্ন করিয়া নানাবিধ প্রীতি ব্যবহার করিতে লাগিলেন, এদিকে আকাশ পথেও সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব্ব, চারণ ও দেবতাগণ, শ্রীকৃষ্ণের এই পরমাদ্ভুত লীলা দর্শনে পরমানন্দরসে আপ্লুত হইয়া বিবিধ আনন্দোৎসব করিতে লাগিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র, স্বর্গৈশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার পরমপ্রিয় ব্রজবাসিগণের উপর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ, গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন ও ভক্তবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন বলিয়া দেবগণ, দেবরাজের মানভঙ্গ দেখিয়াও দুঃখিত হইলেন না, প্রত্যুত শ্রীকৃষ্ণের এই মধুর লীলা দর্শনে পরম সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহাদের এই আনন্দোৎসবে দেবরাজ কুপিত হইবেন বলিয়া তাঁহাদের মনে কোনপ্রকার ভীতি সঞ্চার হইল না, কেননা তাহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাগত হইলে আর কোন প্রকার অনিষ্টাশঙ্কা থাকে না। বিশেষতঃ জগতেও দেখা যায় যে—কোনও সম্রাট্ যদি তাঁহার অধীনস্থ কোনও করদ রাজাকে নিগৃহীত করেন, তাহা হইলে অন্যান্য করদ রাজবৃন্দও সম্রাটের জয়োল্লাসে মত্ত হইতে কোন প্রকার ভয় কিংবা সঙ্কোচ রাখে না। তাহারা জানে যে—আমাদের রাজা কুপিত হইলেও সম্রাট্ রক্ষা করিবেন। দেবগণও শ্রীকৃষ্ণের জয়োল্লাসে মত্ত হইয়া মনে করিলেন যে দেবরাজ কুপিত হইলেও দেবরাজ-রাজ ব্রজরাজনন্দনই আমাদের রক্ষা করিবেন। সেজন্য আজ শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় এবং দেবরাজের মানভঙ্গ দেখিয়া দেবতা গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ সাধ্য প্রভৃতি সকলেই পরমানন্দে মত্ত হইয়া পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং দেবর্ষিগণ শ্রীকৃষ্ণমহিমা কীর্ত্তন করিয়া পরমানন্দে স্তুতি করিতে লাগিলেন। ব্রজভূমিতে যেমন ব্রজবাসিগণ পরমানন্দে মত্ত হইয়া নানাবিধ আনন্দ কোলাহল করিতে লাগিলেন, সেইরূপ স্বর্গেও দেবতাগণ পরমানন্দে শঙ্খ দুন্দুভি প্রভৃতি বাদন করিতে লাগিলেন এবং গন্ধর্ব্বগণ তাহার তালে তালে গান করিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে ভূলোকে এবং দ্যুলোকে পরমানন্দের সমুদ্র উচ্ছলিত করিয়া আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীব্রজরাজনন্দন

স্বগণ পরিবেষ্টিত হইয়া গোবর্দ্ধন তট হইতে ধীরে ধীরে নিজ গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তৎকালে শ্রীবলদেব তাঁহার দক্ষিণভাগে আসিয়া বাম বাহু দ্বারা গলবেষ্টন করিলেন এবং শ্রীদাম সুবলাদি অসংখ্য গোপবালক-গণ চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন, অসংখ্য ধেনুর পাল অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল, ব্রজরাজ নন্দ, কৃষ্ণজননী যশোদা, বলদেব-জননী রোহিণী এবং অন্যান্য বাৎসল্যপ্রেমাধার গোপগোপীবৃন্দ পরমানন্দে পুলকিত হইয়া প্রেমাশ্রুব্যাপ্ত নয়নে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং তাহার পর প্রেমবতী ব্রজরমণীগণ দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যঙ্গ মাধুরী নিরীক্ষণ এবং প্রেমাবেশে শ্রীকৃষ্ণগুণগান করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইভাবে ব্রজের পথ আলোকিত এবং পরমানন্দ রসমগ্ন করিতে করিতে ব্রজরাজনন্দন নিজ গৃহে গমন করিলেন এবং ব্রজবাসিগণও শ্রীকৃষ্ণ ও নন্দ যশোদাদির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া পরমানন্দে ব্রজরাজনন্দনের গুণগান করিতে করিতে নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন॥ ২২—৩৩

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীসমাখ্যায়াং তাৎপর্য্যব্যাখ্যায়াং দশমস্কন্ধস্য পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৫

---

# দশমঃ স্কন্ধঃ

—(:*:)—

## ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ

—(:*:)—

শ্রীশুক উবাচ।

এবংবিধানি কর্ম্মাণি গোপাঃ কৃষ্ণস্য বীক্ষ্য তে। অতদ্বীর্য্যবিদঃ প্রোচুঃ সমভ্যেত্য সুবিস্মিতাঃ॥১

বালকস্য যদেতানি কর্ম্মাণ্যত্যদ্ভুতানি বৈ। কথমর্হত্যসৌ জন্ম গ্রাম্যেষ্বাত্মজুগুপ্সিতম্॥ ২

অন্বয়ঃ।—অতদ্বীর্য্যবিদঃ ( শুদ্ধপ্রেমবত্ত্বাৎ কৃষ্ণৈশ্বর্য্যানুসন্ধানবিহীনাঃ ) তে ( ব্রজবাসিনঃ ) গোপাঃ কৃষ্ণস্য ( ব্রজরাজনন্দনস্য ) এবংবিধানি ( গোবর্দ্ধনধারণাদীনি অমানুষাণি ) কর্ম্মাণি বীক্ষ্য ( দৃষ্ট্বা অনুস্মৃত্য চ ) সুবিস্মিতাঃ ( পরমাশ্চর্য্যান্বিতাঃ সন্তঃ ) সমভ্যেত্য ( গোপরাজমভিসংগম্য ) প্রোচুঃ ( কথয়ামাসুঃ ) ॥ ১

মূলানুবাদ।—শ্রীশুকদেব বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যানুসন্ধানবিহীন শুদ্ধ প্রেমবান্ গোপগণ, শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণাদি পরমাদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন এবং সকলে মিলিয়া নন্দের নিকট আসিয়া বলিতে লাগিলেন॥ ১

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।—ষড়্বিংশে বিস্মিতান্ গোপান্ কৃষ্ণস্যাদ্ভুতকর্ম্মভিঃ। নন্দো গর্গোক্তিমাশ্রাব্য তদৈশ্বর্য্যমবর্ণয়ৎ॥ ০॥ সমভ্যেত্য নন্দমভিগম্য॥ ১

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—ইত্থং শ্রীভগবতঃ শক্ত্যাতিশয়দৃষ্ট্যা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেন ব্রজজনানাং তস্মিন্ কদাচিৎ প্রেমহ্রাসমাশঙ্ক্য তৎপরিহারার্থং বিশেষতশ্চ গোপবর্গকৃতশঙ্কায়াঃ শ্রীনন্দেন নিরসনাৎ প্রেমবিবৃদ্ধিমিতি বোধনার্থং তৎপ্রসঙ্গমারভতে এবমিত্যাদিনা যাবৎ সমাপ্তি। ঈদৃশান্যলৌকিকানি ইত্যর্থঃ। বহুত্বং পূর্ব্বাপেক্ষয়া, ন তস্য বীর্য্যম্ ঐশ্বর্য্যং বিদন্তি অনুসন্দধতীতি তথা তে। যতস্তে ইতি যদ্বা তৎস্নেহবিবশত্বেন প্রসিদ্ধা ইত্যর্থঃ। অতএব সুবিস্মিতাঃ সন্তঃ সম্যগ্ভক্ত্যা প্রণতিপূর্ব্বকং গোপরাজমভিগম্য। যদ্বা মিথঃ সঙ্গত্য। প্রকর্ষেণ ন্যায়প্রদর্শনাদিনা প্রেম-পর্য্যবসানত্বেন বা উচুঃ॥ ১

অন্বয়ঃ।—যৎ ( যস্মাৎ ) বালকস্য ( কৃষ্ণস্য ) এতানি ( গোবর্দ্ধনধারণাদীনি ) অত্যদ্ভুতানি ( পরমবিস্ময়াবহানি ) কর্ম্মাণি ( চরিতানি দৃশ্যন্তে, ) [ তর্হি ] কথম্ অসৌ ( পরমাশ্চর্য্যকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণঃ ) গ্রাম্যেষু ( গোপেষস্মাসু ) আত্মজুগুপ্সিতং ( আত্মনঃ স্বস্য জুগুপ্সিতং নিন্দা যস্মাৎ তৎ স্বস্থানন্বুরূপমিত্যর্থঃ ) জন্ম অর্হতি॥ ২

মূলানুবাদ।—এই বালকের যে সমস্ত পরমাদ্ভুত কার্য্যাবলী দেখিতেছি, তাহাতে ইহার গোপবংশে জন্মগ্রহণ করা কোন প্রকারেই সমীচীন এবং সম্ভবপর নহে॥ ২

শ্রীধরটীকা।—যদুক্তমুদাহ বালকস্যেতি। যদ্যস্মাৎ অদ্ভুতানি কর্ম্মানি তস্মাদ্গ্রাম্যেষু গোপালেষু কথং জন্ম অর্হতি। আত্মজুগুপ্সিতম্ আত্মানর্হম্॥ ২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—বালকস্য চেত্যন্বয়ঃ, অপ্যর্থে চকারঃ, বৈ কচিদ্বাল্যে বর্ত্তমানস্যাপীত্যর্থঃ। গ্রাম্যেষু গ্রাম্যত্বাৎ উত্তমতা-হীনেষু আত্মনো জুগুপ্সিতং নিন্দা যস্মাৎ তৎ অসাবিতি পারোক্ষ্যনির্দ্দেশেন তদাসৌ বনং গত ইতি লক্ষ্যতে, পরোক্ষ্য এব রসাপত্তেঃ॥ ২

যঃ সপ্তহায়নো বালঃ করেণৈকেন লীলয়া। কথং বিভ্রদ্ গিরিবরং পুষ্করং গজরাড়িব ॥ ৩
তোকেনামীলিতাক্ষেণ পূতনায়া মহৌজসঃ। পীতঃ স্তনঃ সহ প্রাণৈঃ কালেনেব বয়স্তনোঃ ॥ ৪
হিন্বতোঽধঃ শয়ানস্য মাস্যস্য চরণাবুদক্। অনোঽপতদ্বিপর্য্যস্তং রুদতঃ প্রপদাহতম্ ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—যঃ ( যোঽসৌ শ্রীকৃষ্ণঃ ) সপ্তহায়নঃ (সপ্তবর্ষমাত্রবয়স্কঃ) বালঃ (বালকঃ স তু) কথং (কেন প্রকারেণ ) একেন করেণ লীলয়া ( অনায়াসেন ) গজরাট্ ( ঐরাবতঃ ) পুষ্করং ( পদ্মমিব ) গিরিবরং ( গোবর্দ্ধনপর্ব্বতং ) বিভ্রৎ ( ধারয়ন্ স্থিতঃ ) ॥ ৩

মূলানুবাদ।—গজরাজ ঐরাবত যেমন শুণ্ড দ্বারা পদ্ম ধারণ করে, সেইরূপ অনায়াসে সেই সাত বৎসরের বালক কি প্রকারে একহস্তে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিল। ॥ ৩

শ্রীধরটীকা।—অদ্ভুতানি কর্ম্মাণ্যাহুঃ যঃ সপ্তহায়ন ইতি। কথং বিভ্রৎ স্থিত ইতি। পুষ্করং পদ্মং গজরাট্ মহাগজ ইব ॥ ৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—বালস্তত্র চ সপ্তহায়নঃ সপ্তবর্ষমাত্রবয়াঃ, তত্রাপ্যেকেনৈব ন কদাচিৎ পরিবৃত্ত্যা করান্তরেণ, তত্রাপি গিরিষু বরং শ্রেষ্ঠং পরং গুরুতরমিত্যর্থঃ। তত্রাপি লীলয়া কথং বিভ্রৎ? স্থিত ইত্যসম্ভাব্যত্বেনাত্যদ্ভুতত্বং ব্যঞ্জিতম্। যো বালঃ স কথমিত্যধ্যাহারেণান্বয়ঃ। লীলয়া ধারণে দৃষ্টান্তঃ পুষ্করমিতি। এতেন সৌন্দর্য্যাদিবিশেষোঽপি সূচিতঃ। অতোঽসৌ লৌকিকবালকো ন ভবতীতি ভাবঃ। যত্তু বিষ্ণুপুরাণাদৌ—গ্রীষ্মকালে বৃন্দাবনমাগতস্য সপ্তমবর্ষে গোপালনে প্রবৃত্তিরিতি। তথা চোক্তং—"কালেন গচ্ছতা তৌ তু সপ্তবর্ষৌ মহাব্রজে। সর্ব্বস্য জগতঃ পালৌ বৎসপালৌ বভূবতু"রিতি। অস্যার্থঃ শ্রীস্বামিপাদৈরেব তট্টীকায়াং ব্যঞ্জিতোঽস্তি। এবং বৎসপালৌ সন্তৌ কালেন গচ্ছতা সপ্তবর্ষৌ গোপালনে সমর্থৌ বভূবতুরিতি। বৎসপালৌ তু সংবৃত্তৌ রামো দামোদরৌ তত ইতি পূর্ব্বমুক্তত্বাৎ। তদনন্তরঞ্চ তস্মিন্নেবাব্দে পরস্মিন্ বা প্রাবৃট্ক্রীড়া, ততঃ কালিয়মর্দ্দনং, ততো ধেনুকপ্রলম্বয়োর্ব্বধঃ, ততঃ শরদি শ্রীগোবর্দ্ধনোদ্ধরণমিতি তস্য চ কল্পভেদব্যবস্থয়া, ততশ্চ পৌগণ্ডবয় শ্রিতাবিত্যাদিনা বিরোধঃ পরিহার্য্য ইতি দিক্ ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—আমীলিতাক্ষেণ (সম্যক্ মুদ্রিতনয়নেন) তোকেন (অনেনৈব বালকেন) কালেন তনোঃ (শরীরস্য) বয়ঃ ( আয়ুঃ ) ইব মহৌজসঃ ( মহাবলশালিন্যাঃ ) পূতনায়াঃ (তন্নামঘোরাকৃতিরাক্ষস্যাঃ) প্রাণৈঃ সহ স্তনঃ পীতঃ ॥ ৪

মূলানুবাদ।—কাল যেমন জীবের আয়ু হরণ করে, অথবা যৌবনকে পান করে, সেইরূপ এই বালক মুদ্রিতনয়নে স্তনপান করিতে করিতে মহাবলশালিনী পূতনার প্রাণ হরণ করিয়াছে ॥ ৪

শ্রীধরটীকা।—মহৌজসো মহাবলায়াঃ। তনোর্ব্বয় আয়ুর্যৌবনং বা কালেন যথা পীয়তে তদ্বৎ। কথমিত্যনুবর্ত্ততে ॥ ৪

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—পূর্ব্বমতিবাল্যে দুরূহত্বেন তৎকৃতত্বে সন্দিগ্ধান্যপি পূতনাবধাদীন্যধুনা সাক্ষাচ্ছ্রীগোবর্দ্ধনোদ্ধরণদৃষ্ট্যা তদীয়ান্যেবেতি নিশ্চিন্বন্তোঽপ্যাহুস্তোকেনেতি নবভি.। আ সম্যক্ মীলিতাক্ষেণ ইত্যুক্তদিশা তেন চাত্যন্তবাল্যং বা বোধিতম্। পানপ্রকারশ্চ দুর্ব্বোধ ইতি দৃষ্টান্তেনাহঃ কালেনেতি। ইতি শক্তিবিশেষঃ সূচিত। কথমিত্যস্য সর্ব্বত্রাগ্রেঽপ্যনুবৃত্তেঃ। সর্ব্বেষামেব তত্তৎকর্ম্মণামাশ্চর্য্যতোক্ত্যা প্রায়েণ জন্মাযোগ্যতামেব সাধয়ন্তি। যদ্বা কথমিত্যস্যানন্বয়ত্ত্বাপ্যদ্ভুতানীত্যস্য্যা সোঽর্থঃ স্বতঃ পর্য্যবস্যতি। তোকেনৈবেত্যাদিভিশ্চাদ্ভুতকর্ম্মাণ্যেবোক্তানি ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—অধঃশয়ানস্য ( শকটস্যাধোভাগে শায়িতস্য ) মাস্যস্য (ত্রৈমাসিকস্য) রুদতঃ (স্তন্যপানার্থং রোদনং কুর্ব্বতঃ ) উদক্ ( উর্দ্ধদিশি ) চরণৌ ( কোমলপাদৌ ) হিন্বতঃ ( চালয়তঃ অস্য কৃষ্ণস্য ) প্রপদাহতং (পাদাগ্রতাড়িতং) অনঃ ( শকটং ) বিপর্য্যস্তং ( পরাবর্ত্তিতং সৎ ) অপতৎ ॥ ৫

একহায়ন আসীনো হ্রিয়মাণো বিহায়সা। দৈত্যেন যস্তৃণাবর্ত্তমহন্ কণ্ঠগ্রহাতুরম্ ॥ ৬
ক্বচিদ্ধৈয়ঙ্গবস্তৈন্যে মাত্রা বদ্ধ উলূখলে। গচ্ছন্নর্জ্জুনয়োর্মধ্যে বাহুভ্যাং তাবপাতয়ৎ ॥ ৭
বনে সঞ্চারয়ন্ বৎসান্ সরামো বালকৈর্বৃতঃ। হন্তুকামং বকং দোর্ভ্যাং মুখতোঽরিমপাটয়ৎ ॥ ৮

মূলানুবাদ।—এই বালক তিন মাস মাত্র বয়ঃক্রমকালে শকটের নিম্নদেশে শায়িত থাকিয়া রোদন করিতে করিতে ঊর্দ্ধ দিকে পদক্ষেপণ করিলে ইহার চরণাগ্রস্পর্শে সেই মহাশকট বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল ॥ ৫

শ্রীধরটীকা।—অনসোঽধঃশয়ানস্য। মাস্যস্য মাসাস্ত্রয়ঃ পরিচ্ছেদকা যস্য। উদক্ ঊর্দ্ধং চরণৌ ক্ষিপতঃ রুদতঃ প্রপদেন পাদাগ্রেণাহতং বিপর্য্যস্তমনঃ কথমপতৎ ॥ ৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—প্রপদেন আ ঈষৎ হতং প্রহতম্। রুদত ইতি পূর্ব্ববৎ বাল্যাতিশয়ঃ সূচ্যতে। তেন চাদ্ভুতমে হেতুতয়া শক্তিবিশেষ এব বোধ্যতে। এবমগ্রেঽপি। অন্তৈঃ। তত্র মাস্যস্যেতি মাসমাত্রং ব্যাপ্য জাতবাল্যস্যেত্যর্থঃ। কালাদিভাধিকারে তমধীষ্টোভৃতো ভূতো ভাবী বেত্যধিকৃত্য মাসাদ্বয়সি যৎখঞাবিত্যনেন যদ্বিধানাৎ। তত্র দ্বিজপুত্রে তং ভূত ইতি তাবন্তং কালং ব্যাপ্য লব্ধসত্তাক ইত্যর্থে সতীতি ব্যাখ্যানাৎ। তৃতীয়-সূত্রে বয়সীতি বিশেষোপাদানাচ্চ। কিন্তু মাসশ্চ মাসশ্চ মাসশ্চ মাসা ইতি ত্রয়াণামেবৈকশেষত্বকরণাৎ ত্রৈমাসিকস্য চ পদা শকটোপবৃত্ত ইতি। তত্র মাস্য ইতি শৈষিকো যৎ। ত্রয় ইতি মাসানাং বহুত্বেঽপি ত্রিত্ব এব বিশ্রামাৎ কাপিঞ্জলাধিকরণন্যায়েন ত্রৈমাসিকস্য চ পদা শকটোপবৃত্ত ইতি প্রামাণ্যাচ্চেতি জ্ঞেয়ম্। দ্বিতীয়স্কন্ধস্য চ সংবাদঃ কর্ত্তব্যঃ ॥৫

অন্বয়ঃ।—যঃ (য এবায়ং শ্রীকৃষ্ণঃ) একহায়নঃ (একবৎসরবয়স্কঃ) আসীনঃ (উপবিষ্টঃ অত্যন্তবালত্বাৎ স্বচ্ছন্দেন চলিতুমশক্ত ইত্যর্থঃ) দৈত্যেন (তৃণাবর্ত্তেন) বিহায়সা (আকাশমার্গেণ) হ্রিয়মাণঃ (নীতঃ সন্) কণ্ঠগ্রহাতুরং (কণ্ঠগ্রহণমাত্রেণৈবাতিবিহ্বলং) তৃণাবর্ত্তং অহন্ (হতবান্) ॥ ৬

মূলানুবাদ।—এই বালক এক বৎসর বয়ঃক্রমকালে জননীর ক্রোড়ে উপবিষ্ট ছিল, এমন সময়ে তৃণাবর্ত্ত আসিয়া ইহাকে আকাশ পথে লইয়া গিয়াছিল, এই বালক তাহার কণ্ঠ ধারণ করিয়া তাহাকে বিনাশ করিয়াছিল॥৬

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—আসীন ইতি অত্যন্তবাল্যমেবাভিপ্রেতং, সম্যক্ চলিতুমপি পদা ন শক্নোতীত্যভিপ্রায়াৎ। কণ্ঠগ্রহণমাত্রেণৈবাতুরং বিহ্বলম্ ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—ক্বচিৎ (কদাচিৎ) হৈয়ঙ্গবস্তৈন্যে (নবনীতচৌর্য্যনিমিত্তে) মাত্রা (যশোদয়া) উলূখলে বদ্ধঃ বাহুভ্যাং (পাদাভ্যাং সহ হস্তাভ্যাং, রিঙ্গণলীলয়া ইত্যর্থ), অর্জ্জুনয়োঃ (যমলার্জ্জুনয়োর্বৃক্ষয়োঃ) মধ্যে গচ্ছন্ তৌ (বৃক্ষৌ) অপাতয়ৎ (ভূমৌ পাতয়ামাস) ॥ ৭

মূলানুবাদ।—এই বালক নবনীত চুরি করিলে, মা যশোদা ইহাকে উলূখলে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই অবস্থায় এই বালক ভূমিতে জানু ও করাগ্র স্থাপন করিয়া রিঙ্গণ (হামাগুড়ি) গতিতে দুইটি প্রকাণ্ড অর্জ্জুনবৃক্ষের মধ্যপথে গমন কালে বৃক্ষদ্বয় উৎপাটন করিয়াছিল ॥ ৭

শ্রীধরটীকা।—যঃ কৃষ্ণো দৈত্যেন হ্রিয়মাণঃ সন্ত তৃণাবর্ত্তং দৈত্যং কণ্ঠমহন্ ইত্যর্থঃ ॥ ৬॥ হৈয়ঙ্গবস্তৈন্যে নবনীতচৌর্য্যে বাহুভ্যাং গচ্ছন্ রিঙ্গন্নিত্যর্থঃ ॥ ৭

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—ক্বচিৎ কদাচিৎ অস্যাগ্রেঽপি সর্ব্বত্রৈবানুবৃত্তিঃ। বাহুভ্যাং জান্বগ্রভাগাভ্যাং করাভ্যামিত্যর্থঃ। উলূখলকর্ষণায় তয়োরেবাধিক্যেন প্রণোদনাৎ ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—বালকৈঃ (শ্রীদামসুবলাদিভির্গোপবালকৈঃ) বৃতঃ (পরিবৃত) সন্ সরামঃ (বলদেবসহিতঃ) বনে (গভীরবনমধ্যে) বৎসান্ (গোবৎসান্) সঞ্চারয়ন্ (ইতস্ততঃ ক্ষেত্রেষু চারয়ন্ অয়ং কৃষ্ণঃ) হন্তুকামং (জিঘাংসুং) অরিং (শত্রুং) বকং (বকাসুরং) দোর্ভ্যাং (বাহুভ্যাং) মুখতঃ (মুখমারভ্য) অপাটয়ৎ (বিদারিতবান্) ॥ ৮

বৎসেষু বৎসরূপেণ প্রবিশন্তং জিঘাংসয়া। হত্বা ন্যপাতয়ৎ তেন কপিত্থানি চ লীলয়া ॥ ৯

হত্বা রাসভদৈতেয়ং তদ্বন্ধূংশ্চ বলান্বিতঃ। চক্রে তালবনং ক্ষেমং পরিপক্বফলান্বিতম্ ॥ ১০

প্রলম্বং ঘাতয়িত্বোগ্রং বলেন বলশালিনা। অমোচয়দ্‌ব্রজপশূন্ গোপাংশ্চারণ্যবহ্নিতঃ ॥ ১১

আশীবিষতমাহীন্দ্রং দমিত্বা বিমদং হ্রদাৎ। প্রসহ্যোদ্বাস্য যমুনাং চক্রেঽসৌ নির্ব্বিষোদকাম্ ॥ ১২

মূলানুবাদ।—এই বালক শ্রীদামসুবলাদি গোপশিশু এবং বলদেব সহ বনে গোবৎস চারণ করিতে করিতে বকাসুরকে দুই হস্তে ধারণ করিয়া তাহার মুখ হইতে পুচ্ছ পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ বিদীর্ণ করিয়াছিল ॥ ৮

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—সরামো বালকৈর্বৃত ইতি রামে বালকেষু চ তস্যৈব সংস্থ স এবাপাটয়দিতি সর্ব্বেভ্যঃ শক্তিবিশেষো ধ্বনিতঃ। মুখতো মুখমারভ্য অরিমিতি তামসযোনিত্বাৎ যদৃচ্ছয়া হন্তুকামম্। অপিতু অরিং ভগিনীবধজাতশত্রুভাবাদাগ্রহেণাপীত্যর্থঃ। পূর্ব্বোক্ততত্তদ্বধব্যুৎক্রমস্তথা ব্যোমবধাতিক্রমশ্চ পরমবিস্ময়েনাক্রান্তচিত্তত্বাৎ। এবমগ্রেঽপি ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—জিঘাংসয়া (হন্তুমিচ্ছয়া) বৎসরূপেণ (গোবৎসমূর্ত্তিং ধৃত্বা) বৎসেষু (কৃষ্ণস্য চারণীয়গোবৎসগণমধ্যে) প্রবিশন্তং (মিলন্তং বৎসাসুরং) লীলয়া (ক্রীড়াচ্ছলেনৈব) হত্বা (তেন বৎসাসুরদেহেন) কপিত্থানি (কপিত্থফলানি) ন্যপাতয়ৎ (নিপাতিতবান্) ॥ ৯

মূলানুবাদ।—গোবৎসরূপধারী বৎসাসুর যখন কৃষ্ণের অনিষ্টচেষ্টায় গোবৎসপালের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বধ করিয়া তাহার মৃতদেহ নিক্ষেপে বহু কপিত্থ ভূপাতিত করিয়াছিল ॥ ৯

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—জিঘাংসয়া সরামস্য তস্য। লীলয়া হত্বা পশ্চাৎ পাদদ্বয়গ্রহণেন ভ্রামণাৎ। কপিত্থানি চেতি মহাবৃক্ষাগ্রবিক্ষেপদ্যোতনেন শক্তিবিশেষঃ সূচিতঃ ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—বলান্বিতঃ (বলদেবেন সহিতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) রাসভদৈতেয়ং (ধেনুকাসুরং) তদ্বন্ধূংশ্চ (তস্য ধেনুকাসুরস্যাত্মীয়াংশ্চ) হত্বা পরিপক্বফলান্বিতং তালবনং ক্ষেমং (নির্ভয়েণ সর্ব্বোপভোগ্যং) চক্রে (কৃতবান্) ॥ ১০

মূলানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলদেবসহ মিলিত হইয়া ধেনুকাসুর ও তাহার আত্মীয়গণকে বিনাশ করিয়া সুপক্ব তালফল সমন্বিত তালবন নিরাপদ করিয়াছিল ॥ ১০

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—বলান্বিত ইতি ধেনুকবধেঽপি তস্যৈব প্রাধান্যবিবক্ষয়া। নূনমেতৎপ্রভাবেণৈব বলস্যাপি বলোদয়াদেতস্যৈব কর্তৃত্বমিতি ভাবঃ। ক্ষেমং নির্ভয়ং সর্ব্বোপভোগ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—বলশালিনা (মহাবলবতা) বলেন (বলদেবেন) উগ্রং (পরমোদ্ধতং) প্রলম্বং (তন্নামকমসুরং) ঘাতয়িত্বা (ক্রীড়াচ্ছলেন মারয়িত্বা) অরণ্যবহ্নিতঃ (দাবানলাৎ) ব্রজপশূন্ (ব্রজস্থিতগোমহিষাদীন্) গোপান্ (শ্রীদামসুবলাদীংশ্চ) অমোচয়ৎ (দাবাগ্নের্মোচয়ামাস শ্রীকৃষ্ণ ইতি শেষঃ) ॥ ১১

মূলানুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ, মহাবলপরাক্রান্ত প্রলম্বাসুরকে ক্রীড়াচ্ছলে বলদেব দ্বারা বিনাশ করিয়া শ্রীদামসুবলাদি গোপবালকগণ ও গোপগণকে দাবাগ্নি হইতে মুক্ত করিয়াছিল ॥ ১১

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—বলেন ঘাতয়িত্বেতি তত্রাপি তস্য মুখ্যত্বং সূচিতম্। বুতো বলেনৈবাবাতয়ন্ন স্বয়েন তত্রাহ,—বলেনেতি তৎপ্রভাবকালবিশেষবতা। অতস্তস্মিন্ বিদ্যমানে অন্যেন ঘাতনা ন যোগ্যেতি ভাবঃ ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—অসৌ (শ্রীকৃষ্ণঃ) আশীবিষতমাহীন্দ্রং (আশীবিষতমঃ অতিক্রূরবিষঃ, তং সর্পরাজং কালিয়ং) বিমদং (বিগতাহঙ্কারং যথা স্যাৎ তথা) দমিত্বা (দময়িত্বা) প্রসহ্য (বলাৎ) হ্রদাৎ (যমুনাহ্রদাৎ) উদ্বাস্য (নিঃসার্য্য) যমুনাং নির্ব্বিষোদকাং (বিষশূন্যসলিলাং) চক্রে (কৃতবান্) ॥ ১২

দুস্ত্যজশ্চানুরাগোঽস্মিন্ সর্ব্বেষাং নো ব্রজৌকসাম্।
নন্দ তে তনয়েঽস্মাসু তস্যাপ্যৌৎপত্তিকঃ কথম্ ॥ ১৩
ক্ব সপ্তহায়নো বালঃ ক্ব মহাদ্রিবিধারণম্। ততো নো জায়তে শঙ্কা ব্রজনাথ তবাত্মজে ॥ ১৪

মূলানুবাদ ঃ-শ্রীকৃষ্ণ অতি তীব্র বিষবীর্য্য সমন্বিত কালিয়সর্পকে দমন ও তাহার গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া তাহাকে যমুনা হ্রদ হইতে নির্বাসিত করিয়াছে এবং যমুনার জল বিষদোষবিহীন করিয়াছে ॥ ১২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ঃ—বিমদং যথা স্যাত্তথা দময়িত্বা। যদ্বা। বিগদং সন্তং হ্রদাদুদ্বাস্য ॥ ১২

অন্বয়ঃ ঃ—নন্দ ( হে গোপরাজ। ) অস্মিন্ তে ( তব ) তনয়ে ( পুত্রে শ্রীকৃষ্ণে ) নঃ ( অস্মাকং ) সর্ব্বেষাং ব্রজৌকসাং ( ব্রজবাসিনাং ) দুস্ত্যজঃ ( অপরিহার্য্যঃ ) অনুরাগঃ ( প্রতিক্ষণবর্দ্ধমানা প্রীতিঃ ) তস্যাপি (শ্রীকৃষ্ণস্যাপি ) অস্মাসু ( ব্রজবাসিষু ) ঔৎপত্তিকঃ ( স্বাভাবিকঃ অনুরাগঃ ) কথং ( কেন হেতুনা দৃশ্যতে )॥ ১৩

মূলানুবাদ ঃ—হে গোপরাজ। তোমার পুত্র শ্রীকৃষ্ণের উপর সমস্ত ব্রজবাসিগণের যে গাঢ় অনুরাগ এবং তোমার পুত্রেরও সমস্ত ব্রজবাসিগণের উপর যে স্বাভাবিক প্রীতি দেখা যায়, তাহার কারণ কি ? ॥ ১৩

শ্রীধরটীকা ঃ মুখতো হন্তুং কামো যস্য তং বকবেশমরিং বাহুভ্যাং মুখতঃ কথমপাটয়ৎ ॥ ৮—১১ ॥ আশীবিষ্ঃ সোঽতিক্রুরবিষশ্চাসাবহীন্দ্রশ্চ তম্ ॥ ১২ ॥ ঔৎপত্তিকঃ স্বাভাবিকঃ। কথমিতি কিং সর্ব্বেষামাত্মা অয়ং স্যাদিতি শঙ্কা ॥ ১৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ঃ—কিঞ্চ দুস্ত্যজশ্চেতি তে তনয়ে তবৈব তনয়োঽয়ং নাস্মাকমিতি বিচারিতেঽপি তত্ত্যক্তুমশক্যঃ স্বাভাবিক ইত্যর্থঃ। তত্রাপি সর্ব্বেষাম্ অতো ভবতু বা সর্ব্বাকৃতিপ্রকৃতিসুন্দরে সর্ব্বচিত্তাকর্ষকেঽনন্ত-গতীনামস্মাকম্ অনুরাগো দুস্ত্যজস্তস্যাপ্যস্মাস্বযোগ্যেষ্বপি ঔৎপত্তিকঃ জন্মদিনমারভ্য দৃষ্টঃ স্বাভাবিক এবেত্যর্থঃ। অত্রাস্মিন্নিতি তত্তদ্বৈলক্ষণ্যেন সম্প্রতি প্রত্যুয়মান ইত্যর্থঃ। অহৈতুঃ অত্র কিমিত্যাত্মাৎপ্রেক্ষায়াং মিথো দেহ-দেহিনোর্যথা তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ১৩

অন্বয়ঃ ঃ—ব্রজনাথ ( হে ব্রজরাজ! ) সপ্তহায়নঃ ( সপ্তবর্ষবয়স্কঃ ) বালঃ ( বালকোঽয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ ) ক্ব, মহাদ্রিবিধারণং ( বামকরেণ গিরিরাজধারণং বা ) ক্ব ? ততঃ ( তস্মাদেব ) তব আত্মজে ( ত্বৎপুত্রেঽস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে ) নঃ ( অস্মাকং ) শঙ্কা ( অয়ং পুরুষো বা পুরুষোত্তমো বেতি সংশয়ঃ ) [ জায়তে ] ॥ ১৪

মূলানুবাদ ঃ-এই সাত বৎসরের শিশুই বা কোথায়, আর সেই মহাশৈল গোবর্দ্ধনই বা কোথায় ? হে ব্রজনাথ। তোমার পুত্রের এই সমস্ত কার্য্যাবলী দেখিয়া আমাদের মনে নানাবিধ সন্দেহের উদয় হয় ॥ ১৪

শ্রীধরটীকা।—উক্তমপ্যতিবিস্ময়েনাভিনয়েন বদন্তি ক্ব সপ্তহায়ন ইতি ॥ ১৪

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—ক্বেত্যয়মর্থঃ। সপ্তহায়নত্বেন স্তন্যবৃদ্ধ্যাদয়ঃ তদবস্থা গৃহীতাঃ, তাভিশ্চ বালত্বং নিশ্চিতম্। তচ্চাত্যন্তং বালান্তরেষু ব্যাপ্তদর্শনাৎ তথা মহাদ্রিধারণেন পূতনাদিবধহেতুপ্রভাবত্বং স্বাভাবিকপ্রেমবিষয়াশ্রয়ত্বঞ্চ গৃহীতম্। তাভ্যাং বালাদন্যত্বং তদন্যত্বেঽপি দেবাদিত্বং তত্রাপি পরমবিলক্ষণত্বং নিশ্চিতম্। বালান্তরাদৌ তত্তদদর্শনাৎ। তদেবং সপ্তেত্যাদিত্বে বালাদন্যত্বং ন সম্ভবতি, মহাদ্রীত্যাদিত্বে চ বালত্বঞ্চ ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। ততস্তস্মাদেকস্মিন্ মিথো বিরোধিধর্ম্মদ্বয়াৎ শঙ্কাবিপ্রতিপত্তিজঃ সংশয়ঃ। বালোঽয়ং বালাদন্যঃ পরমবিলক্ষণদেবাদির্ব্বেতি ॥ ১৪

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—ভক্তশ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধনের মাহাত্ম্য প্রকাশ, দেবরাজ ইন্দ্রের মহাগর্ব্ব নাশ এবং ব্রজবাসিগণের সহিত সাতদিন একত্র বাস করিবার জন্য ভক্তবৎসল ব্রজরাজনন্দন গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া এক অভিনব লীলাবিলাস করিলেন। তাহাতে ব্রজবাসিগণের যেরূপ আনন্দোল্লাস ও দেবরাজের যে মহাত্রাস প্রভৃতির বিকাশ হইল,

তাহার তত্ত্ব ও ভাবের ভাষা বিন্যাস করিতে গেলে সাক্ষাৎ বাগধিষ্ঠাত্রী দেবতার পর্য্যন্ত হতাশ হইতে হয়। ব্রজবাসি গোপগোপীগণ ব্রজরাজনন্দনের এই পরমাপূর্ব্ব লীলা দেখিয়া যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দসিন্ধুতে নিমগ্ন হইয়া কি যেন এক অভিনব ভাবে বিভাবিত হইয়া গেলেন। ব্রজবাসিগণ যদিও সকলেই শুদ্ধপ্রেমবান্, তথাপি গোবর্দ্ধনধারণের অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যের কথা তাঁহারা কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। তাঁহারা সকলে সর্ব্বদাই ভাবনা করিতে লাগিলেন যে, সাত বৎসরের মৃদুকোমলাঙ্গ বালক কিরূপে ঐ মহাশৈল ধারণ করিয়া অবিচলভাবে সাতদিন দণ্ডায়মান থাকিতে সক্ষম হইল? নরলোকে এমন কথা ত কদাপি শুনিতে পাওয়া যায় না, কিংবা কোনও প্রকারে সম্ভাবনাও করা যায় না। বিশেষতঃ দেবরাজ ইন্দ্র সপ্তাহকাল নিরবচ্ছিন্ন প্রবল ধারায় বর্ষণ, গণ্ডশৈলাকৃতি করকাপাত, প্রবল ঝটিকা সঞ্চারণ এবং বজ্রপাত করিয়াও কৃষ্ণের হস্তস্থিত গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের একটি রেণুকণিকাও যে স্থানান্তরিত করিতে পারিলেন না, ইহা কি কোন প্রকারে বিশ্বাসযোগ্য কিংবা সম্ভাবনাযোগ্য হইতে পারে? কেবলমাত্র গোবর্দ্ধন-ধারণই নহে, ইহা ছাড়াও এই বালক বাল্যকাল হইতে পূতনা বধ, শকট ভঞ্জন প্রভৃতি যে সমস্ত অলৌকিক কার্য্য করিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে আর এ বালককে প্রাকৃত নরবালক বলিয়া ধারণা করিতে ইচ্ছা হয় না। এই বালকের কার্য্যকলাপের কথা সমালোচনা করিলে মনে হয়, নিশ্চয়ই অখিলব্রহ্মাণ্ডপালক শ্রীনারায়ণই বালকরূপে আমাদের গোকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন সন্দেহ নাই। আমরা এত দিন পর্য্যন্ত এই অদ্ভুত বালককে গোপবালক মনে করিয়া কত তিরস্কার করিয়াছি, কত ভৎর্সনা করিয়াছি, বাৎসল্যবশতঃ কতই না অবজ্ঞা করিয়াছি, কতই হীন জ্ঞান করিয়াছি, তাহাতে আমাদের কতই যে অপরাধ হইয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। না জানি এই অপরাধের ফলে পরিণামে আমাদের কতই দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে ও লাঞ্ছিত হইতে হইবে। হায়! আমরা অজ্ঞান বশতঃ যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা কি নারায়ণ ক্ষমা করিবেন? শুদ্ধপ্রেমবান্ ব্রজবাসীগণ, শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণ দর্শনে এবং পূতনাবধাদি লীলাস্মরণে এইপ্রকার ভীত ও চিন্তিত হইয়া নিজেদের অপরাধী জ্ঞান করিয়া একেবারে স্তম্ভিত ও বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং কেমন করিয়া তাঁহাদের এই অপরাধ মোচন হইবে, তাহাই ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

যদিও শুদ্ধপ্রেমবান্ ব্রজবাসীগণের শুদ্ধপ্রেমের ধারণায় শ্রীভগবানের কোনপ্রকার ঐশ্বর্য্যই প্রসারলাভ করিতে পারে না, তথাপি তাঁহার গোবর্দ্ধন ধারণের অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই প্রকারে তাঁহাদিগকে চিন্তাব্যাকুল করিয়া তাঁহাদের শুদ্ধ প্রেমসিন্ধু আলোড়িত করিয়া তুলিল। শ্রীভগবানে প্রীতিসম্পন্ন ভক্তগণের প্রীতি, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা ও কেবলা ভেদে দ্বিবিধ। তাহার মধ্যে যাঁহাদের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা প্রীতি, তাঁহারা প্রীতিবশতঃ শ্রীভগবানের সহিত আত্মীয়তার ব্যবহার করিলেও যখন শ্রীভগবানের কোনপ্রকার ঐশ্বর্য্য তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তখন তাঁহারা প্রীতির সম্বন্ধ ভুলিয়া শ্রীভগবান্‌কে ঈশ্বর জ্ঞান করেন এবং সসম্ভ্রমে স্তুতি প্রণতি প্রভৃতি করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দেখা যায় যে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণকে সখ্যপ্রেমে আবদ্ধ করিয়া প্রীতিবশতঃ তাঁহাকে নিজ রথে সারথি রূপে কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে লইয়া গিয়াছেন এবং "সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত" "উভয় সৈন্যদলের মধ্যস্থানে আমার রথ স্থাপন কর"-বলিয়া কত আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু সেই অর্জ্জুনই যখন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিলেন, তখন আর স্তুতি প্রণতি না করিয়া কৃষ্ণকে নিজের সখা মনে করিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না, তখন তিনি "সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং, হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি" প্রভৃতি বলিয়া সখ্যভাবের সম্বন্ধই অস্বীকার করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। অর্জ্জুনের মত ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্র প্রীতিমান্ ভক্তমাত্রই শ্রীকৃষ্ণের কোন প্রকার ঐশ্বর্য্য দেখিলে আর প্রীতির সম্বন্ধ স্থির রাখিতে সক্ষম হন না। কিন্তু ব্রজবাসি গোপ-গোপীগণের মধ্যে কাহারও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা প্রীতি নাই, তাঁহারা সকলেই কেবলা প্রীতিতে শ্রীকৃষ্ণকে যথাযোগ্য সখা পুত্র ও প্রাণবল্লভরূপে ধারণা করিয়া নিরন্তর

তাঁহার সঙ্গে নানাবিধ প্রেমব্যবহার করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের কোনপ্রকার ঐশ্বর্য্য দৃষ্টিগোচর হইলেও কদাপি ব্রজবাসিগণের প্রীতি-বন্ধন হ্রাস হয় না, বরং তাঁহারা নানাবিধ যুক্তি তর্ক দ্বারা ঐশ্বর্য্যকেই অস্বীকার করিতে চেষ্টা করেন। মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের মুখবিবরে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়াছেন, দামবন্ধনের সময় বহুতর রজ্জু যোজনা করিয়াও কৃষ্ণের উদর বেষ্টন করিতে অক্ষম হইয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের সহিত পুত্রভাবের কোনপ্রকার ন্যূনতা হয় নাই। কেবলা প্রীতির ইহাই অসাধারণ বিশেষত্ব।

ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে হয় সঙ্কুচিত প্রতি। দেখিলেও নাহি মানে কেবলার রীতি॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

যে সমস্ত ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণ লীলায় অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য দেখিয়া নানাপ্রকার জল্পনা কল্পনা করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই অর্জুনাদির ন্যায় ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রিত প্রীতিমান্ নহেন—তাঁহারা সকলেই শুদ্ধ প্রেমবশতঃ যথাযোগ্য পুত্রাদি সম্বন্ধসূত্রে শ্রীকৃষ্ণকে আবদ্ধ করিয়া সেই ভাবেই তাঁহার সঙ্গে বিবিধ বিচিত্র প্রেমব্যবহার করিয়া থাকেন। তথাপি যে তাঁহাদের মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু ঐশ্বর্য্য জ্ঞানের আভাস দেখা যায়, তাহা তাঁহাদের প্রেমবন্ধন সুদৃঢ় করিবার উপায়রূপে প্রেমময় এবং প্রেমাকাঙ্ক্ষী শ্রীভগবানের ইচ্ছাতেই সংঘটিত হইয়া থাকে বলিয়াই মনে হয়। জগতেও দেখা যায় যে কেহ যদি রজ্জু দ্বারা কোন বস্তু বন্ধন করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে সে সেই বন্ধন সুদৃঢ় করিবার জন্য বারে বারে তাহা সঞ্চালিত করিয়া থাকে। স্বয়ং ভগবান শ্রীব্রজরাজনন্দনও ব্রজবাসিগণের সহিত প্রেমবন্ধন সুদৃঢ় করিবার জন্যই মধ্যে মধ্যে এইরূপ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া প্রেমবন্ধন সঞ্চালন করেন এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হন সন্দেহ নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ অষ্টমাধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তিকা ভক্ষণ লীলাপ্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে--মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুদ্র মুখবিবরে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সমাবেশ দর্শনে বিস্মিত হইয়া যখন নানাবিধ বিচার বিতর্ক করিয়াও প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের অমঙ্গলাশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাৎসল্য বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য নারায়ণ চরণে প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বাৎসল্য-প্রেমবন্ধন হইতে মুক্তিদান না করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রেমবন্ধনে বদ্ধ করিলেন—

"ইত্থং বিদিততত্ত্বায়াং গোপিকায়াং স ঈশ্বরঃ। বৈষ্ণবীং ব্যতনোন্মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং বিভুঃ॥" (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

মা যশোদা যখন বাৎসল্যপ্রেম বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য তত্ত্বচিন্তাপরায়ণা হইলেন, তখন সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ পুত্রস্নেহময়ী বৈষ্ণবীমায়া বিস্তার করিলেন। তাহাতে মা যশোদা পূর্ব্বদৃষ্ট ঐশ্বর্য্যের কথা ভুলিয়া গেলেন এবং তাঁহার হৃদয়ে বাৎসল্যপ্রেমের শত শত নিরুদ্ধ উৎস আবার উৎসারিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি পরমানন্দে শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া স্তন পান করাইতে লাগিলেন।

বাৎসল্য প্রেমের ঘনীভূত মূর্ত্তি মা যশোদা এবং পিতা নন্দের কথা আর কি বলিব, ব্রজবাসি গোপগোপীগণ সকলেই শুদ্ধবাৎসল্যপ্রেমসিন্ধু। শ্রীকৃষ্ণের মধুর বাল্যলীলারসাস্বাদনে তাঁহারা এমনই আত্মহারা যে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্যের কথা তাঁহাদের মনে কদাপি স্থান পায় না। কিন্তু গোবর্দ্ধনধারণ লীলায় তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের যে অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য দেখিয়াছেন, তাহা যেন তাঁহারা কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছেন না। শ্রীকৃষ্ণের এই ঐশ্বর্য্য-ভূধর পতনে যেন তাঁহাদের বাৎসল্য প্রেমসিন্ধু আলোড়িত ও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা নানাভাবে এই ঐশ্বর্য্য ভুলিতে চেষ্টা করিলেও তাঁহাদের মনে হইতেছে যে 'সাত বৎসরের বালকের ক্ষুদ্র করতলে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিশ্চল স্থিতি কেমন করিয়া সম্ভবপর হইল?" তাঁহারা যখন গোবর্দ্ধন ধারণ সম্বন্ধে মনে মনে বিবিধ বিতর্ক করিয়াও প্রকৃত তথ্য ধারণা করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন সকলে মিলিয়া গোপরাজ নন্দের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বিস্ময়বিজড়িতকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, হে গোপরাজ! এবার আমরা শ্রীকৃষ্ণের যে অদ্ভুত কার্য্য দেখিলাম, তাহাতে আমরা আর তাঁহাকে

সামান্য গোপবালক বলিয়া ধারণা করিতে পারিতেছি না। এইরূপ অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন বালক কি জন্য যে গোপকুলে জন্মগ্রহণ করিল, তাহা আমরা কোন প্রকারেই বুঝিতে পারিতেছি না। আমরা বন্যগ্রামবাসী গোচারণরত গোপ হইয়া কি এই বালকের আত্মীয় হইবার যোগ্য? বিশেষতঃ এই মহাশক্তিশালী বালক কোনও শক্তিশালী মহাপুরুষের কুলে জন্মগ্রহণ না করিয়া কেন যে তাহার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে অযোগ্য এই গোপকুলে জন্মগ্রহণ করিল, তাহা আমাদের কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। বাস্তবিক, এই বালকের কার্য্যাবলী সমালোচনা করিলে স্পষ্টই জানিতে পারা যায় যে এ বালক কিছুতেই সামান্য নরবালক নহে। কৃষ্ণ যদি সামান্য নরবালক হইত তাহা হইলে কি সাত বৎসর মাত্র বয়সের বালক হইয়া তাহার মৃদু কোমল হস্তে অবলীলাক্রমে সে গোবর্দ্ধনমহাশৈল ধারণ করিতে সমর্থ হইত? এই বালক যে সাত অহোরাত্র অবিচলিতভাবে এক হস্তে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিল, তাহা দেখিলে মনে হয় যে কোনও মদমত্ত হস্তী যদি তাহার শুণ্ডাগ্রে একটি পদ্ম ধারণ করে, তাহা হইলে তাহার যেমন কোনই পরিশ্রম হয় না, প্রত্যুত তাহাতে তাহার শুণ্ডের শোভাই বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ এই বালকও যেভাবে বামকরতলে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়া মনোহর ভঙ্গিতে সাত অহোরাত্র দণ্ডায়মান ছিল, তাহাতে ইহার কিছুমাত্র পরিশ্রম হয় নাই, বরং সেই গিরিধারী মূর্ত্তিতে তাহার পরম শোভাই বিকাশ হইয়াছিল।

এই বালকের জন্ম, দিনে দিনে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির বৃদ্ধি, ক্ষুধা, পিপাসা, মলমূত্রাদিত্যাগ, বিবিধ বাল্যচাপল্য প্রভৃতি দেখিলে প্রাকৃতবালক বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু গোবর্দ্ধন ধারণে ইহার যে অলৌকিক শক্তি দেখা গেল, তাহাতে আর ইহাকে কোন প্রকারেই প্রাকৃত বালক বলা যাইতে পারে না। সুতরাং এই বালকে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত উভয় ভাবেরই বিকাশ দেখিয়া আমরা কেহই ইহার প্রকৃত তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছি না। আমাদের মনে হয়, নিশ্চয়ই এই বালক অপ্রাকৃত হইয়াও প্রাকৃতের অনুকরণ করিয়া আমাদের বুদ্ধি মোহন করিতেছে।

এই বালকের জন্মের পর হইতেই ব্রজে নানাবিধ অলৌকিক ঘটনার সংঘটন হইতেছে, কিন্তু তাহাতে আমরা সকলেই মনে করিতাম যে নারায়ণের অপার কৃপায় ও ইচ্ছায় এইপ্রকার অলৌকিক ঘটনার সংঘটন ও তাহাতে এই বালক এবং ব্রজবাসিগণের জীবন রক্ষা হইতেছে। কিন্তু গোবর্দ্ধন ধারণ দেখিয়া আমাদের সকলেরই দৃঢবিশ্বাস হইতেছে যে এই বালকই তাহার বাল্যভাবের অন্তরাল হইতেই কোনও অচিন্ত্য মহাশক্তি বিকাশ করিয়া সেই সমস্ত অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত করিয়াছে।

এই ভাবে এই বালক যে কত অলৌকিক কার্য্য করিয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই, তাহার মধ্যে যে যে কার্য্য সকলেরই প্রত্যক্ষ গোচর হইয়াছে ও বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য তাহা আলোচনা করিলেই সকলেরই বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইতে হইবে। এই বালক যখন পাঁচ ছয় দিনের শিশু, যখন ইহার ভাল করিয়া দৃষ্টি উন্মীলন কিংবা হস্তপদাদি সঞ্চালনের শক্তি প্রকাশ হয় নাই, যখন ইহার স্বচ্ছন্দরূপে মাতৃস্তন্য পানেরও শক্তি বিকাশ হয় নাই—সেই সময়ে এই বালক ঘোরাকৃতি এবং মহাবলশালিনী পূতনা রাক্ষসীর স্তন পান করিয়াছিল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য। এই বালক যেমন অতিমৃদুভাবে ওষ্ঠ সঞ্চালন করিয়া পূতনার স্তন চুষণ করিল, অমনই সেই ঘোরাকৃতি মহাবলশালিনী পূতনা রাক্ষসী যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ ও আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে এই বালককে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া আকাশপথে উড্ডীন হইয়া গোকুলের ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী প্রান্তরে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। কাল যেমন কিভাবে জীবের জীবন হরণ করে, তাহা কেহই লক্ষ্য করিতে পারে না, সেইরূপ এই বালকও মৃদুভাবে স্তন চুষণ করিয়া কিভাবে যে সেই মহাবলশালিনী পূতনার জীবন হরণ করিল তাহাও কেহই লক্ষ্য করিতে পারিল না।

এই বালকের অচিন্ত্য মহাশক্তির কথা আর কত বলিব। এই বালকের যখন তিন মাস মাত্র বয়স, সেই সময় একদিন তাহাকে যশোদা, অন্তঃপুরাঙ্গন পার্শ্বস্থিত একখানি মহাশকটের নিম্নভাগে রজ্জুবদ্ধ আন্দোলিকায় (দোলনায়) শয়ন করাইয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরে যখন এই বালকের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তখন এই বালক মাতৃস্তন্য পিপাসায় রোদন ও হস্তপদক্ষেপণ করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য। এই সুকোমলাঙ্গ বালকের সুকোমল চরণাগ্র স্পর্শমাত্রেই সেই মহাশকটখানি বিপর্য্যস্ত হইয়া ভূমিতে পতিত এবং চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। সেই সময়ে আমরা সকলেই মনে করিয়াছিলাম যে, আমাদের ভাগ্য অতীব সুপ্রসন্ন, তাই হঠাৎ কোনও অজ্ঞাত কারণ বশতঃ শকটখানি বিপর্য্যস্ত হওয়াতে বালকের কোনও অনিষ্ট হইল না। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে—যে বালক সাত বৎসর মাত্র বয়ঃক্রমকালে বামকরে গোবর্দ্ধন ধারণ করিতে পারে, তাহার পক্ষে তিন মাস বয়সে সুকোমল পদাগ্র স্পর্শে মহাশকট বিপর্য্যস্ত করাও কিছুমাত্র অসম্ভব নহে।

এই বালক এক বৎসর বয়ঃক্রমকালে মাতৃক্রোড়ে সমাসীন হইয়া যখন নানাবিধ বাল্যভাবে মাতার আনন্দবর্দ্ধন করিতেছিল, সেই সময়ে হঠাৎ এই বালকের সুলঘু কোমলাঙ্গ অতীব ভার বোধ হওয়ায় মা অগত্যা ইহাকে ভূমিতে স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে চক্রবাতরূপে মহাবলপরাক্রান্ত তৃণাবর্ত্ত নামক অসুর আসিয়া এই বালককে শূন্য পথে লইয়া যায়, কিন্তু এই বালক এমন ভাবে সেই মহাসুরের কণ্ঠ ধারণ করিয়াছিল যে, সেই মহাপরাক্রমশালী তৃণাবর্ত্ত তাহাতেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিল এবং তাহার মৃতদেহ শিলাখণ্ডে পতিত হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য। এই বালক তখনও অক্ষতদেহে এবং সহাস্য বদনে সেই অসুরের মৃত দেহের উপরে বাল্যক্রীড়া করিতেছিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া আমরা তখন মনে করিয়াছিলাম যে একমাত্র নারায়ণের কৃপাতেই বালকের জীবন রক্ষা হইল, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে এই বালকই তাহার অলৌকিক শক্তিবলে পরমবিচিত্র ভঙ্গিতে তৃণাবর্ত্তকে বধ করিয়াছে।

এই বালকের নবনীত চৌর্য্য, দধিভাণ্ডভঞ্জন প্রভৃতি বাল্যচাপল্য দেখিয়া মা যশোদা যখন ইহাকে শাসন করিবার জন্য উদুখলে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিলেন, তখন এই বালক উলুখল আকর্ষণ করিতে করিতে দুইটি প্রকাণ্ড অর্জ্জুন বৃক্ষের মধ্যপথ দিয়া গমন করিয়াছিল ও তাহাতে অর্জ্জুনবৃক্ষদ্বয় সমূলে উৎপাটিত হইয়াছিল। হে গোপরাজ। যে দিন সেই অর্জ্জুন-বৃক্ষদ্বয় সমূলে উৎপাটিত হইয়াছিল, সে দিন আমরা ইন্দ্রযাগানুষ্ঠান করিবার জন্য সকলেই গোবর্দ্ধনতটে গিয়াছিলাম। আমরা সেই স্থান হইতেই শত শত বজ্রপাতের ন্যায় শব্দ শুনিয়া কোনও আকস্মিক বিপদাশঙ্কায় তাড়াতাড়ি বৃহদ্বনে আসিলাম এবং ভূপতিত অর্জ্জুনবৃক্ষ ও তাহার নিকটে উলুখলে আবদ্ধ বালককে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। আমরা তখন বৃক্ষ পতনের কোনই কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি নাই, কিন্তু এই বালককে অক্ষত শরীরে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম, নারায়ণের অপার কৃপায় বালকের জীবন রক্ষা হইয়াছে। কিন্তু এখন এই বালকের গোবর্দ্ধন ধারণের মহাপ্রভাবের কথা মনে করিয়া আমাদের এই অভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছে যে—এই বালকই সেই বৃক্ষদ্বয়কে উৎপাটিত করিয়াছে।

এই বালকের অচিন্ত্য মহাশক্তির কথা আর কত বলিব। আমরা স্বচক্ষে না দেখিলেও এই বালকের ক্রীড়াসঙ্গী ও পরমবান্ধব গোপবালকগণের নিকট ইহার অনেক অলৌকিক কার্য্যাবলীর কথা আমরা সকলেই প্রায় সর্ব্বদাই শুনিয়াছি। এই বালক যখন গোবৎসচারণ করিবার জন্য অসংখ্য গোপবালকগণসহ বনে গমন করিত, তখন কত যে অলৌকিক কার্য্য করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার মধ্যে আমরা সকলেই শুনিয়াছি যে এই বালক বলদেব ও গোপবালকগণসহ বনে গোবৎসচারণ করিতে করিতে একদিন বকরূপধারী এক অসুরের মুখ হইতে পুচ্ছদেশ পর্য্যন্ত দ্বিধাবিদীর্ণ করিয়া দিয়াছিল। তাহার পর একদিন এক মহাপরাক্রান্ত অসুর, গোবৎসের রূপধারণ

করিয়া গোবৎস যূথের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল এবং অবসরক্রমে এই বালকের প্রাণনাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। কিন্তু এই বালকের কি অচিন্ত্য প্রভাব। সেই অসুর যদিও অবিকল গোবৎসের মূর্ত্তি ধারণ এবং গোবৎসের ব্যবহারানুকরণ করিয়া অসংখ্য গোবৎসের মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছিল, তথাপি সে এই অদ্ভুত বালকের দৃষ্টি বঞ্চনা করিতে পারে নাই। এই বালক তাহাকে বৎসরূপী অসুর বলিয়া চিনিতে পারিয়াছে এবং তাহার পশ্চাদ্ভাগের পদদ্বয় ধারণ ও শূন্যমার্গে ভ্রমণ করাইয়া তাহার প্রাণ নাশ করিয়া মৃতদেহটি কপিথ বৃক্ষাগ্রে ক্ষেপণ করিয়াছে। বন-ভূমিতে গোবৎস চারন করিতে করিতে এই বালক কত যে অলৌকিক কার্য্য করিয়াছে, তাহা আর কত বলিব! এই বালক, বলদেব ও গোপবালকগণসহ তালবনে প্রবেশ করিয়া গর্দ্দভরূপধারি ধেনুকাসুর ও তাহার আত্মীয়-বর্গের প্রাণনাশ করিয়াছে। ধেনুকাসুর এমনই হিংস্র ও দুর্দ্দান্ত ছিল যে, তাহার ভয়ে মনুষ্য পশুপক্ষি প্রভৃতি কোনও জীবই তালবনে প্রবেশ করিতে পারিত না। কেহ যদি অজ্ঞাতসারে কোন দিন এই বনে প্রবেশ করিত, তাহা হইলে তাহার আর প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসা সম্ভবপর হইত না। মনুষ্যাদির কথা আর কি বলিব, দেবতা-গণ পর্য্যন্ত তালবনের ধেনুকাসুরকে দেখিয়া ভয়ে কম্পিত হইতেন। কিন্তু এই বালকই সেই দুর্দ্দান্ত ধেনুকাসুরকে বধ করিয়া তালবন নিরাপদ করিয়াছে। এখন সকলেই স্বচ্ছন্দে তালবনে গমনাগমন এবং সুপক্ক তালফল ভক্ষণ করিতে পারে। এই বালকই বলদেবদ্বারা প্রবল পরাক্রান্ত প্রলম্বাসুরকে বিনাশ করিয়াছে এবং গোপবালক ও গবাদি পশুগণকে দাবানল হইতে মোচন করিয়াছে।

অধিক আর কি বলিব। কালিয়নাগের প্রচণ্ড বিষবীর্য্যে যমুনাহ্রদের কি অবস্থা ছিল, তাহা ব্রজের কাহারও অজ্ঞাত নহে। আমাদের এই অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন অদ্ভুত বালকই যমুনাহ্রদ হইতে কালিযনাগকে বিতাড়িত করিয়া যমুনাহ্রদ সুখসেব্য করিয়াছে। এই বালক যে ভাবে কালিয়নাগকে দমন করিয়াছে, তাহা আমাদের কাহারও অজ্ঞাত নহে। আমরা সকলেই স্বচক্ষে বালকের সেই অদ্ভুত কার্য্য প্রত্যক্ষ করিযাছি। যে কালিয়ের বিষবীর্য্যে যমুনাহ্রদতীরে একটি তৃণ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারিত না, যে কালিয়ের বিষবীর্য্যে আকাশ-চারী বিহঙ্গমগণ পর্য্যন্ত প্রাণ হারাইয়া যমুনাহ্রদে পতিত হইত, যে কালিয়ের বিষনিশ্বাস হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য অমরগণ পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া পরিতেন, এই বালক অবলীলাক্রমে সেই কালিয়নাগের মস্তকে নৃত্য করিতে করিতে পদাঘাতে তাহার শতফণা ভগ্ন করিয়া তাহাকে হীনবল ও হতদর্প করিয়া চিরদিনের জন্য যমুনাহ্রদ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছে। এই অদ্ভুত বালক এইরূপ কত যে অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বালকের এই সমস্ত কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, এই বালক কদাপি সাধারণ নর বালক নহে। নিশ্চয়ই নর-বালক রূপে অখিল ব্রহ্মাণ্ডপালক শ্রীভগবানই কোন প্রকার অচিন্ত্য লীলারসাস্বাদন করিবার জন্য আমাদের বংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বালকের যে সমস্ত অদ্ভুত কার্য্যাবলী আমরা দেখিযাছি বা শুনিয়াছি, তাহা যে অতীব বিস্ময়-প্রদ তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ দেখা যায় যে, এই বালককে নরনারী, এমন কি পশু-পক্ষী পর্য্যন্ত প্রাণাপেক্ষাও অধিকরূপে ভালবাসে। নিজ নিজ পুত্রে সকলেরই অত্যধিক ভালবাসা থাকা স্বাভাবিকই বটে, কিন্তু নিজ পুত্র অপেক্ষাও যে কেহ পরপুত্রকে অধিক ভালবাসে, তাহা আর এই বালক ব্যতীত কুত্রাপি দেখা কিংবা শুনা যায় না। এই বালক যে ভাবে সকলেরই প্রীতি আকর্ষণ করে, তাহাতে স্বতঃই সম্ভাবনা হয় যে, সকলের প্রীতিপাত্র পরমাত্মাই বোধ হয় বালক রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বালকের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যাদিও সকলের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে বটে, কিন্তু এই বালকও ব্রজবাসি নরনারি পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ এমন কি বৃক্ষলতাদিগকে যেরূপ ভালবাসে, তাহাতে স্পষ্ট মনে হয় যে, সর্ব্বজীবে অহৈতুকী প্রীতিশালী সর্ব্বাত্মা শ্রীভগবান্ বালকরূপে অবতীর্ণ হইয়া ছেন। হে ব্রজনাথ। আপনি যাহাই মনে করুন না কেন, এই বালকের গোবর্দ্ধন ধারণ লীলা দেখিয়া পর্য্যন্ত আমরা

শ্রীনন্দ উবাচ।

শ্রূয়তাং মে বচো গোপা ব্যেতু শঙ্কা চ বোঽর্ভকে।
এনং কুমারমুদ্দিশ্য গর্গো মে যদুবাচ হ॥ ১৫

বর্ণাস্ত্রয়ঃ কিলাস্যাসন্ গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ ১৬

প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ। বাসুদেব ইতি শ্রীমানভিজ্ঞাঃ সম্প্রচক্ষতে॥ ১৭

আর কিছুতেই ইহাকে সাধারণ বালক বলিয়া ধারণা করিতে পারিতেছি না। সাত বৎসর বয়সের শিশু কোমলাঙ্গ বালকের পক্ষে সেই গগনস্পর্শী এবং সুদীর্ঘ ও বিস্তৃত মহাশৈল ধারণ করা কি কোন প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে? অতএব আমাদের দৃঢ় ধারণা যে, এই বালক কদাপি প্রাকৃত নরবালক নহে, নিশ্চয়ই অচিন্ত্য লীলাবিলাসী অনন্ত গুণাধার শ্রীভগবানই নরবালকরূপে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের বুদ্ধি মোহন করিতেছেন এবং কোনও অচিন্ত্যলীলা সম্পাদন করিতেছেন। ১—১৪

অন্বয়ঃ—গোপাঃ (হে ব্রজবাসিনঃ!) এনং কুমারং (শ্রীকৃষ্ণং) উদ্দিশ্য গর্গঃ (জ্যোতির্বিদাং শ্রেষ্ঠো মহাতপা গর্গাচার্য্যঃ) মে (মহ্যং) হ (স্ফুটমেব) যৎ উবাচ (কথিতবান্) তৎ (গর্গাচার্য্যোক্তং) বচঃ (বাক্যং) মে (মত্তঃ) শ্রূয়তাম্ অর্ভকে (তত্ত্ববর্ণেনৈবাস্মিন্ মৎপুত্রে শ্রীকৃষ্ণে) বঃ (যুষ্মাকং) শঙ্কা (সন্দেহঃ) ব্যেতু (নিবর্ত্ততাম্)। ১৫

মূলানুবাদ—নন্দ বলিলেন—হে গোপগণ! এই পুত্রকে (কৃষ্ণকে) লক্ষ্য করিয়া গর্গাচার্য্য আমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর, তাহা হইলে তোমাদের এই বালক সম্বন্ধীয় সর্ব্ববিধ সন্দেহ দূর হইবে। ১৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী—নিজাপেক্ষয়া বহ্বাপ্রকটনার্থমবতীর্ণোঽয়ং সাক্ষাৎ শ্রীভগবানেবেতি ব্যক্তমুক্তে কদাচিদৈশ্বর্য্যজ্ঞানেন ভয়গৌরবাদিনা স্নেহহানিঃ স্যাদিতি শঙ্কয়া শ্রীগর্গেণ সাক্ষাৎ পরমৈশ্বর্য্যমনুক্ত্বা ব্যপদেশেনৈব উদাহৃতানি বাক্যান্যুক্তানি, তৈরেবেশ্বরাভাবিক-গুণবালকত্বপ্রতিপাদকত্বাবধারিতৈর্গোপান্ প্রবোধয়ন্নাহ শ্রূয়তামিতি। মে মম গর্গস্য শ্রুতৈতৎপ্রভাবস্য বচঃ। বঃ শঙ্কা ব্যেতু ক্ষীয়তাম্। অর্ভক ইতি স্বস্য বালত্বেনৈব নিশ্চয়ং বোধয়তি। যদ্বা বো যুষ্মাকং যোঽর্ভকস্তস্মিন্নিতি মমেব যুষ্মাকমপ্যয়ং বালক ইতি স্নেহবিশেষমেব বর্দ্ধয়তি। এবং ভবতাং পরমানুরাগবিষয়ম্। পরোক্ষেঽপ্যপরোক্ষবদ্ভক্তিঃ সদা তস্য সাক্ষাদিব হৃদি স্ফুর্ত্তেঃ। মে মম কুমারং পুত্রমিতি পূর্ব্ববৎ পুনঃ পুনস্তথৈবেতি নিশ্চয়ায়। যদ্বা। মে মাম্ একাকিনং যস্য হ ব্যক্তমেব নতু সঙ্কেতাদিনেত্যর্থঃ। যদ্বা হ হর্ষে। ১৫

অন্বয়ঃ—অনুযুগং (যুগে যুগে) তনূঃ (দেহান্) গৃহ্ণতঃ (প্রকটয়তঃ অস্য বালকস্য) কিল শুক্লঃ রক্তস্তথা পীতঃ ত্রয়ো বর্ণাঃ (ইতি ত্রিবিধা দেহকান্তয়ঃ) আসন্, ইদানীং (দ্বাপরযুগে) কৃষ্ণতাং গতঃ (কৃষ্ণবর্ণতাং প্রাপ্তঃ)। ১৬

মূলানুবাদ—এই বালক প্রতিযুগেই দেহ ধারণ করিয়া থাকে; পূর্ব্ববর্ত্তী তিন যুগে ইহার শুক্ল, রক্ত ও পীত এই ত্রিবিধ বর্ণ ছিল, এবার দ্বাপরযুগে কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ১৬

অন্বয়ঃ—তব অয়ং আত্মজঃ প্রাক্ (পূর্ব্বজন্মনি) ক্বচিৎ (কদাচিৎ) বসুদেবস্য (বসুদেবস্য সকাশে) জাতঃ (প্রাদুর্ভূতঃ) [অতএব] অভিজ্ঞাঃ (অস্য বালকস্য জন্মকর্মাদিতত্ত্বাভিজ্ঞাঃ) শ্রীমান্ বাসুদেব ইতি সংপ্রচক্ষতে (ইমং বালকং বাসুদেব ইতি নাম্না অভিহিতং কুর্ব্বন্তি)। ১৭

মূলানুবাদ—তোমার এই পুত্র পূর্ব্বে বসুদেবের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; সেজন্য বিজ্ঞগণ ইহাকে বাসুদেব বলিয়া থাকেন। ১৭

বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে। গুণকর্ম্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ ॥ ১৮
এষ বঃ শ্রেয় আধাস্যদ্গোপগোকুলনন্দনঃ। অনেন সর্ব্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথ ॥ ১৯
পুরানেন ব্রজপতে সাধবো দস্যুপীড়িতাঃ। অরাজকে রক্ষ্যমাণা জিগ্যুর্দস্যূন্ সমেধিতাঃ ॥২০
য এতস্মিন্ মহাভাগে প্রীতিং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ।
নারয়োঽভিভবন্ত্যেতান্ বিষ্ণুপক্ষানিবাসুরাঃ ॥ ২১

অন্বয়ঃ।—তে (তব) সুতস্য (অস্য পুত্রস্য) গুণকর্ম্মানুরূপাণি (গুণানুরূপাণি কর্ম্মানুরূপাণি চ) বহূনি (অসংখ্যানি) নামানি রূপাণি চ সন্তি, তানি অহং বেদ (জানামি) জনাঃ (শাস্ত্রসৎসঙ্গাদিরহিতা জনাঃ) নো (নৈব জানন্তি) ॥ ১৮

মূলানুবাদ।—তোমার পুত্রের গুণ ও কর্ম্মের অনুরূপ বহু নাম এবং বহু রূপ আছে, তাহা আমি জানি কিন্তু সাধারণ লোকে তাহা জানে না। ১৮

অন্বয়ঃ।—গোপগোকুলনন্দনঃ (গোপানাং গোকুলবাসিনাঞ্চ সর্ব্বজীবানামেব হর্ষবর্দ্ধনঃ) এষঃ (অয়ং তে পুত্রঃ) বঃ (সর্ব্বেষামেব ব্রজবাসিনাং যুষ্মাকং) শ্রেয়ঃ (ঐহিকামুষ্মিকমঙ্গলং) আধাস্যৎ (আধাস্যতি) অনেন (অনেনৈব তব পুত্রেণ) যূয়ং (ব্রজবাসিনঃ) সর্ব্বদুর্গাণি (সর্ব্বাপদঃ) অঞ্জঃ (অনায়াসেনৈব) তরিষ্যথ ॥ ১৯

মূলানুবাদ।—এই বালক গোপগণের ও গোকুলবাসিগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিবে এবং সকলের মঙ্গল বিধান করিবে; এই বালক দ্বারা তোমরা সর্ব্ববিধ বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। ১৯

অন্বয়ঃ।—ব্রজপতে (হে ব্রজনাথ!) পুরা (জন্মান্তরে) অরাজকে (ইন্দ্রস্য পদচ্যুতৌ) দস্যুপীড়িতাঃ (অসুরপীড়িতাঃ) সাধবঃ (দেবাঃ) অনেন (তব পুত্রেণ) রক্ষ্যমাণাঃ (পাল্যমানাঃ) সমেধিতাঃ (সংবর্দ্ধিতাশ্চ সন্তঃ) দস্যূন্ (অসুরান্) জিগ্যুঃ (জিতবন্তঃ) ॥ ২০

মূলানুবাদ।—হে ব্রজনাথ! ইন্দ্রের পদচ্যুতি কালে দেবগণ অসুর পীড়িত হইলে, পূর্ব্বজন্মে তোমার এই পুত্রই দেবগণকে রক্ষা করিয়াছিল ও দেবগণ তোমার পুত্রের বলে বলীয়ান্ হইয়া অসুরগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—যে মহাভাগাঃ (ভাগ্যবন্তঃ) মানবাঃ (নরাঃ) এতস্মিন্ (তব পুত্রে) প্রীতিং (প্রণয়ং) কুর্ব্বন্তি, অসুরাঃ বিষ্ণুপক্ষান্ (শ্রীনারায়ণপদাশ্রিতান্) ইব অরয়ঃ (বাহ্যা আন্তরাশ্চ শত্রবঃ) এতান্ (তব পুত্রে প্রীতিমতো-জনান্)-ন অভিভবন্তি (নৈবাভিভবিতুমর্হন্তি) ॥ ২১

মূলানুবাদ।—বিষ্ণুপক্ষীয় ব্যক্তিগণকে যেমন অসুরগণ কদাপি পরাভূত করিতে পারে না, সেইরূপ যে সমস্ত ভাগ্যবান্ ব্যক্তি তোমার পুত্রকে ভালবাসিবে, তাহাদের বাহ্যিক কিংবা আন্তরিক কোন শত্রুই কদাপি পরাভূত করিতে পারিবে না ॥ ২১

শ্রীধরটীকা।—প্রাক্শ্রুতমেব গর্গাচার্য্যবাক্যং তচ্চরিতপরিশীলনেন নিবৃত্তাশেষাসম্ভাবনস্য নন্দস্য শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বাবদ্যোতকং জাতং, স ইদানীং তেনৈব বাক্যেন গোপানুপদিশতি শ্রূয়তামিতি ॥ ১৫—২২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—গর্গোক্তিমেবাহ বর্ণা ইত্যাদিনা ন বিস্ময় ইত্যন্তেন। প্রাচীনপ্রকটার্থোঽনুসন্ধেয়ঃ। কিন্ত্বত্র তস্মান্নন্দকুমারোঽয়মিতি প্রথমশ্চরণঃ, তৎ কর্ম্মসু ন বিস্ময় ইতি চতুর্থঃ। গর্গবাক্যে তু তস্মান্নন্দাত্মজোঽয়ং তে ইতি প্রথমো গোপায়ধ্ব সমাহিত ইতি চতুর্থঃ। ইত্যন্ধা মাং সমাদিশ্য ইতি বক্ষ্যমাণাৎ। শ্রীনন্দবাক্যাস্তু,

তস্মান্নন্দকুমারোঽয়ং নারায়ণসমো গুণৈঃ। শ্রিয়া কীর্ত্ত্যানুভাবেন তৎকর্ম্মসু ন বিস্ময়ঃ ॥ ২২
ইত্যদ্ধা মাং সমাদিশ্য গর্গে চ স্বগৃহং গতে। মন্যে নারায়ণস্যাংশং কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণম্ ॥ ২৩
ইতি নন্দবচঃ শ্রুত্বা গর্গগীতং ব্রজৌকসঃ। [ দৃষ্টশ্রুতানুভাবাস্তে কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ। ]
মুদিতা নন্দমানর্চ্চুঃ কৃষ্ণঞ্চ গতবিস্ময়াঃ ॥ ২৪

তদ্বাক্যমেবানেনানূদিতমিতি লভ্যতে, তস্যাভিনয়ার্থং স্বপুত্রে সর্ব্বেষাং স্বসাধারণ্যেন মমতায়া গোপয়িতব্যতায়াশ্চ ব্যঞ্জনার্থমেব কিঞ্চিৎ অন্যথা বিধায়ানূদিতমপি শ্লেষেণ যথার্থতয়া সম্পাদ্যতে স্ম ॥ ১৬—২১

অন্বয়ঃ।—তস্মাৎ নন্দ ( হে গোপরাজ! ) অয়ং কুমারঃ (তে পুত্রঃ) গুণৈঃ (শৌর্য্যবীর্য্যাদয়াদাক্ষিণ্যাদিভিঃ) শ্রিয়া ( অঙ্গশোভয়া সম্পদা চ ) কীর্ত্ত্যা (সংখ্যাত্যা) অনুভাবেন (প্রতাপেন চ) নারায়ণসমঃ ( নারায়ণতুল্যঃ) [অতঃ] তৎকর্ম্মসু (গর্গাচার্য্যকথিতগুণশালিনো মম পুত্রস্য কার্য্যাবলীষু ) ন বিস্ময়ঃ ( বিস্ময়ো নৈব কার্য্যঃ ) ॥ ২২

মূলানুবাদ।—অতএব হে নন্দ! তোমার এই পুত্র—সম্পদ্, সুযশঃ, প্রতাপ ও গুণে নারায়ণতুল্য, সুতরাং ইহার কোন কার্য্যেই বিস্মিত হইবার কারণ নাই ॥ ২২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—নন্দকুমারোঽয়মিত্যত্র নন্দস্য তব কুমার ইতি ষষ্ঠীতৎপুরুষাৎ তথা তৎকর্ম্মসু ন বিস্ময় ইত্যত্র তথাপি স্বপ্রভাবেন পুত্রতয়া লব্ধস্য তস্য নারায়ণস্যেবাস্য কর্ম্মসু বিস্ময়ো ন কার্য্য আশ্চর্য্যং মত্বা গোপায়নাদুদাসীনেন ন ভাব্যম্ ইতি তাৎপর্য্যাবগমাৎ। কিঞ্চ। তৎকর্ম্মস্বিত্যুপলক্ষণং, স্বাভাবিকপ্রেমবিষয়াশ্রয়য়োঽপি ন বিস্ময়. কার্য্য ইতি শ্রীনন্দাভিপ্রায়ঃ। বস্তুতস্তু মিথোনিত্যস্বাভাবিকসম্বন্ধো হেতুরিতি ন জ্ঞায়তে স্ম। যদ্যপি পূর্ব্বং তৈর্গর্গবাক্যং জ্ঞাতমেবাস্তি বহুবধানন্তরমহো ব্রহ্মবিদাং বাচ ইত্যাদিবচনাৎ তথাপ্যধুনা তত্তদক্ষরেণ সমগ্রতয়েতি বিশেষ ইতি সপ্তবাক্যানি ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—ইতি ( পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) অদ্ধা (সাক্ষাদেব) মাং সমাদিশ্য ( মৎপুত্রস্য শুভাশুভানি ভূত-ভবিষ্যৎ কার্য্যজাতানি চ মাং বিজ্ঞাপ্য) গর্গে (মহাতাপসে গর্গমুনৌ ) স্বগৃহং গতে (স্বাশ্রমং গতবতি ) কৃষ্ণং (মৎপুত্রং) অক্লিষ্ট-কারিণং (অনায়াসেনৈব দুষ্করমপি সাধয়িতুং সমর্থং) নারায়ণাংশং (মদুপাস্যদেবস্য নারায়ণস্যৈবশক্ত্যাবিষ্টং) মন্যে ॥ ২৩

মূলানুবাদ।—গর্গাচার্য্য আমাকে এই প্রকার আদেশ করিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন, তদবধি আমি এই বালককে নারায়ণের অংশ ও অনায়াসে সর্ব্বকর্ম্ম সাধনে সমর্থ বলিয়া মনে করি ॥ ২৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—যতোঽহং পিতাপি ততঃ প্রভৃতি তং শ্রীনারায়ণোপমমেব মন্যে ইত্যাহ ইতীতি। অংশং তচ্ছক্ত্যাবেশিনং মন্যে বিতর্কয়ামি ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—ইতি (পূর্ব্বোক্তং) নন্দবচঃ ( নন্দস্য বাক্যজাতং ) গর্গগীতং ( নন্দবাক্যেন প্রকাশিতং গর্গাচার্য্য-বচনঞ্চ ) শ্রুত্বা গতবিস্ময়াঃ ( কৃষ্ণস্যালৌকিককার্য্যেষু গতসন্দেহাঃ ) মুদিতাঃ ( পরমানন্দরসমগ্নাশ্চ ) ব্রজৌকসঃ ( ব্রজবাসিনঃ ) নন্দং কৃষ্ণঞ্চ আনর্চ্চুঃ ( অভিনন্দয়ামাসুঃ ) ॥ ২৪

মূলানুবাদ।—নন্দের এই সমস্ত বাক্যে ব্রজবাসিগণ গর্গাচার্য্যের অভিপ্রায় জানিতে পারিলেন এবং কৃষ্ণের গোবর্দ্ধনধারণাদি কার্য্যে তাঁহাদের আর বিস্ময় রহিল না, তাঁহারা তখন পরমানন্দে নন্দ ও কৃষ্ণকে অভিনন্দিত করিলেন ॥ ২৪

শ্রীধরটীকা।—তস্মাৎ তস্য কর্ম্মসু বিস্ময়ো নাস্তীতি নন্দস্যোক্তিঃ ॥ ২২ ॥ ইত্যদ্ধা সাক্ষাৎ মাং প্রতি সমাদিশ্য গর্গে চ স্বগৃহং গতে সতি তদানীং তথা অমন্যমানোঽপি ইদানীং কৃষ্ণং নারায়ণস্যাংশং মন্যে। তত্র হেতুঃ অক্লিষ্টকারিণমিতি। ২৩ ২৪

দেবে বর্ষতি যজ্ঞবিপ্লবরুষা বজ্রাশ্মপর্ষানিলৈঃ,
সীদৎপালপশুস্ত্রিয়াত্মশরণং দৃষ্ট্বানুকম্প্যুৎস্ময়ন্।
উৎপাট্যৈককরেণ শৈলমবলো লীলোচ্ছিলীন্ধ্রং যথা,
বিভ্রদ্গোষ্ঠমপান্মহেন্দ্রমদভিৎ প্রীয়ান্ন ইন্দ্রো গবাম্ ॥২৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
নন্দগোপসংবাদো নাম ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—নন্দস্য বচঃ উদ্গারা গর্গগীতঞ্চ শ্রুত্বা। যদ্বা। গর্গস্য গীতং গাথা শ্রীভগবদ্গীতাদিবৎ গীতা বা যস্মিংস্তৎ। আনর্চ্চুঃ স্বস্বগৃহাদ্গন্ধচন্দনবস্ত্রভূষণাদিনা আদৌ নন্দস্যার্চ্চনং শ্রীকৃষ্ণস্য তত এবোৎপন্নত্বাৎ তস্যাপি পিতৃত্বেন মান্যত্বাৎ। তচ্চ শ্রীকৃষ্ণে বনাদাগতে সন্ধ্যায়ামিতি জ্ঞেয়ম্। যদুক্তং শ্রীপরাশরেণ—শ্রীকৃষ্ণং গোপাঃ সাক্ষাদেব পপ্রচ্ছুরিতি। তেন চ নিজাধিক্যজ্ঞানাৎ লজ্জয়া সপ্রণয়কোপং প্রত্যুক্তম্। যথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—শ্রীপরাশর উবাচ। গতে শক্রে তু গোপালাঃ কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণং। ঊচুঃ প্রীত্যা ধৃতং দৃষ্ট্বা তেন গোবর্দ্ধনাচলং ॥ বয়মস্মান্মহাভাগ ভবতা মহতো ভয়াৎ। গাবশ্চ ভবতা ত্রাতা গিরিধারণকর্ম্মণা ॥ বালক্রীড়েয়মতুলা গোপালত্বং জুগুপ্সিতম্। দিব্যঞ্চ কর্ম্ম ভবতঃ কিমেতত্তাত কথ্যতাম্ ॥ কালিয়ো দমিতস্তোয়ে প্রলম্বো বিনিপাতিতঃ। ধৃতো গোবর্দ্ধনশ্চায়ং শঙ্কিতানি মনাংসি নঃ ॥ সত্যং সত্যং হরেঃ পাদৌ শপামোঽমিতবিক্রম। যথা তদ্বীর্য্যমালোক্য ন ত্বাং মন্যামহে নরম্ ॥ প্রীতিঃ সস্ত্রীকুমারস্য ব্রজস্য তব কেশব। কর্ম্ম চেদমশক্যং যৎ সমস্তৈস্ত্রিদশৈরপি ॥ বালত্বং চাতিবীর্য্যং চ জন্ম চাস্মাস্বশোভনং। চিন্ত্যমানমমেয়াত্মন্ শঙ্কাং কৃষ্ণ প্রযচ্ছতি ॥ দেবো বা দানবো বা ত্বং যক্ষো গন্ধর্ব্ব এব বা। কিং বাস্মাকং বিচারেণ বান্ধবোঽসি নমোঽস্তু তে ॥ শ্রীপরাশর উবাচ। ক্ষণং ভূত্বা ত্বসৌ তূষ্ণীং কিঞ্চিৎ প্রণয়কোপবান্। ইত্যেবমুক্তস্তৈর্গোপৈরাহ কৃষ্ণো মহামুনে ॥ মৎসম্বন্ধেন বো গোপা যদি লজ্জা ন জায়তে। শ্লাঘ্যো বোঽহং ততঃ কিংবা বিচারণে প্রয়োজনং ॥ যদি বোঽস্তি ময়ি প্রীতিঃ শ্লাঘ্যোঽহং ভবতাং যদি। তদাত্মবন্ধুসদৃশী বুদ্ধির্বঃ ক্রিয়তাং ময়ি ॥ নাহং দেবো ন গন্ধর্ব্বো ন যক্ষো নচ দানবঃ ॥ অহং বো বান্ধবো জাতো নাতশ্চিন্ত্যমতোঽন্যথেতি ॥ তথা বৈশম্পায়নেনোক্তং তৎপ্রতিবচনং। মন্যন্তে মাং যথা সর্ব্বে ভবন্তো ভীমবিক্রমাঃ ॥ তথাহং নাবমন্তব্যঃ সজাতীয়োঽস্মি বান্ধবঃ। যদ্যহং ভবতাং শ্লাঘ্যো বান্ধবো দেবসপ্রভঃ ॥ পরিজ্ঞাতেন কিং কার্য্যং যদ্যেষোঽনুগ্রহো মমেত্যাদি। তচ্চ শ্রীনন্দোত্তরেণ হৃতসন্দেহা অপি পরমোৎকণ্ঠ্যেন সাক্ষাচ্ছ্রীভগবন্মুখাদেব শ্রোতুং প্রচারয়িতুং চ তমেবোচুরিতি কল্পনয়াপরিহার্য্যমিতি ॥ ২৪

**অন্বয়ঃ।**—যজ্ঞবিপ্লবরুষা ( যজ্ঞস্য নিজার্চ্চনরূপস্যোদ্রযাগস্য যো বিপ্লবঃ নাশঃ, তৎপরিবর্ত্তনেন গোবর্দ্ধনযাগপ্রবর্ত্তনং তেন যা রুট্ ক্রোধঃ তয়া স্বযজ্ঞবিঘাতজনিতক্রোধেনেত্যর্থঃ ) দেবে ( ইন্দ্রে ) বর্ষতি ( জলকরকাদীন্ বর্ষতি সতি ) বজ্রাশ্মপর্ষানিলৈঃ ( অশনিস্থলশর্করাতীব্রবায়ুভিঃ ) সীদৎপালপশুস্ত্রি ( সীদন্তঃ ক্লিশ্যন্তঃ পালাঃ গোপাঃ পশবঃ গোমহিষ্যাদয়ঃ স্ত্রিয়ঃ গোপ্যশ্চ যত্র তৎ ) আত্মশরণং ( আত্মৈকপাল্যং গোষ্ঠং ) দৃষ্ট্বা অনুকম্পী ( দয়াপরবশঃ সন্ ) উৎস্ময়ন্ ( হসন্ ) শৈলং ( গোবর্দ্ধনং ) উৎপাট্য অবলঃ ( বালকঃ ) লীলোচ্ছিলীন্ধ্রং যথা ( যথা লীলয়া ছত্রং ধারয়তি তথা ) এককরেণ ( বামহস্তেন ) বিভ্রৎ দধৎ গোষ্ঠম্ অপাৎ ( যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ গোকুলং রক্ষিতবান্ সঃ ) মহেন্দ্রমদভিৎ ( ইন্দ্রগর্ব্বহারী ) গবাম্ ইন্দ্রঃ ( গোবিন্দঃ ) নঃ ( অস্মান্ প্রতি ) প্রীয়াৎ ( প্রসন্নো ভবতু ) ॥ ২৫

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতে
শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে দশমস্কন্ধস্য ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬

মূলানুবাদ ঃ- গোপগণ কর্ত্তৃক ইন্দ্রযাগ বিহিত ও গোবর্দ্ধনযাগ প্রবর্ত্তিত হইলে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্রপাত, জল ও করকা বর্ষণ এবং প্রবল বায়ু সঞ্চারণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে তাঁহারই একান্ত শরণাগত ব্রজবাসি গো-গোপগোপীগণ অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইতেছে ; তখন তিনি দয়াপরবশ হইয়া, বালক যেমন অবলীলাক্রমে ছত্র ধারণ করে, সেইরূপ হাসিতে হাসিতে অনায়াসে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উৎপাটিত করিয়া বামকরে ধারণ করিলেন এবং ব্রজবাসিগণকে রক্ষা ও ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করিলেন। ভক্তজন পালক শ্রীগোবিন্দ আমাদের উপর প্রসন্ন হউন ॥ ২৫

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-কৃতে
শ্রীমদ্ভাগবতানুবাদে দশমস্কন্ধস্য ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬

শ্রীধরটীকা ।—গোবর্দ্ধনোদ্ধরণং সপরিকরমনুস্মরন্ প্রকটিতৈশ্বর্য্যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য প্রীতিং প্রার্থয়তে দেব ইতি। মখবিপ্লবেন যা রুট্ তয়া দেবে ইন্দ্রে বর্ষতি সতি বজ্রাশ্মপর্ষানিলৈরশনিজলশর্করাতীব্রবায়ুভিঃ সীদৎপালপশুস্ত্রি সীদন্তঃ পালাঃ পশবঃ স্ত্রিয়শ্চ যস্মিংস্তৎ। তথা আত্মা স্বয়মেব শরণং যস্য তদ্গোষ্ঠং দৃষ্ট্বা অনুকম্পী উৎস্ময়ন্ হসন্ প্রৌঢিমাবিষ্কুর্ব্বন্ বা শৈলমুৎপাট্য অবলো বালো লীলার্থমুচ্ছিলীন্ধ্রং যথা তথৈকেন করেণ বিভ্রৎ দধৎ গোষ্ঠমপাৎ পালিতবান্। এবং মহেন্দ্রমদভিৎ, গবামিন্দ্র ইত্যুত্তরাধ্যায়ার্থঞ্চ স্মরতি। স এবম্ভূতঃ শ্রীকৃষ্ণো নঃ প্রীয়াৎ প্রীয়তামিতি ॥২৫

ষড়্বিংশে দশমে ব্যক্তঃ ষড়্বিংশো দশমো হরিঃ। ব্যনক্তু পঞ্চবিংশং যাং চতুর্বিংশতিতঃ পৃথক্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ঃ- এবং সমাপ্যাপি পরমানন্দেন তদেব গোবর্দ্ধনোদ্ধরণং সপরিকরমনুস্মরন্ তত্র চ নিজভাবাশ্রয়স্য গোষ্ঠস্য নিজভাববিষয়েণ গবেন্দ্রত্বরানুধ্যাতেন শ্রীভগবতা কৃতাং রক্ষাং তদর্থমিন্দ্রমখভঙ্গভঙ্গীং চানুস্মৃত্য বাঢং প্রীযমাণস্তাং প্রীতিমেব সর্ব্বপুরুষার্থাধিকতয়ানুভবন্ তাঞ্চ পুনঃ শ্রীগবেন্দ্রবিরচিত প্রীত্যনুগৃহীতত্বে সতি পর-মাস্বাদবতীং জানংস্তৎপ্রীতিমেব প্রার্থয়তে দেবেতি। তত্র দেবে বর্ষতীত্যপ্রতিকার্য্যত্বং সত্রাসমিব দর্শিতং তত্রাপি মখবিপ্লবরুষেত্যতিশয়ঃ। স্বরূপতোঽপ্যতিশয়মাহ বজ্রেতি। পর্ষেতি রেফসংযোগী পাঠঃ ক্বচিৎ। বজ্রাদিভিঃ সীদন্তঃ পালাঃ গোপাঃ পশবঃ স্ত্রিয়শ্চ যস্মিংস্তৎ। তত্রাপ্যতিশয়ঃ আত্মশরণমিতি তস্মান্মচ্ছরণমিত্যাদেঃ। তত্রা-প্যতিশয়ং দৃষ্ট্বা স্বয়ং চক্ষুর্বিষয়ীকৃত্যেতি অতএবানুকম্পীতি ভূম্নি মত্বর্থীয়ঃ। এবং কৃপাব্যগ্রেঽপি তস্মিন্ শৌর্য্যং স্বব্যগ্রমেবাসীদিত্যাহ উৎস্ময়ন্নিত্যাদি ইন্দ্রং প্রতি সোৎপ্রাসং স্ময়ন্নিত্যর্থঃ। তাদৃশ এব সন্ শৈলমুৎপাট্য তত্রাপ্যেকেন বামেন করেণ। তত্রাপি বালো লীলাপ্রয়োজনকমুচ্ছিলীন্ধ্রং যথা তদ্বৎ। তত্রাপি বিভ্রৎ সপ্তাহোরাত্রানেকরীত্যা দধৎ। তদেবং বিস্ময়হর্ষৌৎসুক্যধৃতিভিরাবিষ্ট আহ গোষ্ঠমপাদিতি। সগর্ব্ব হর্ষমাহ। মহেন্দ্রমদভিদিতি। গবামিন্দ্রোঽপি মহেন্দ্রস্য মদভেত্তা ইতি সোৎপ্রাসং। বস্তুতস্তু গবেন্দ্রত্বে তস্মিন্ মহেন্দ্রত্বমপি সমুদ্রে নদীবৎ প্রবিশতীতি ভাবঃ। প্রীয়াদিত্যাশীর্লিঙ্। তৎপ্রীতৌ জাতায়াং মম গোষ্ঠজনানুগত্বমপি সেৎস্যতীতি ভাবঃ। তথৈব গোষ্ঠজনভাবেনাহ ইন্দ্রো গবামিতি নোঽস্মাকং গোকুলেন্দ্রো বা। তদেবং তদেব স্বপুরুষার্থত্বেন দর্শিতং শ্রীব্রহ্মবদেবেতিজ্ঞেয়ং। অত্র শ্রুতয়শ্চ "জজ্ঞান এব ব্যবাধত। স্পৃধঃ প্রাপশ্যদ্বীরোঽভিপৌংস্যং রণং। অবৃশ্চদদ্রিমবসম্পদঃ স্পৃধস্তভ্নান্নাকং স্বরস্যয়া পৃথুমিতি। অয়মর্থঃ। বীরঃ শ্রীকৃষ্ণো জজ্ঞানো জাতমাত্র এব স্পৃর্দ্ধমানান্ ব্যধাবত বিশেষেণৈব ববাধে অভিপৌংস্যং রণং প্রাপশ্যৎ। পুংস ইদং পৌংস্যং স্বযোগ্যং রণং প্রাপশ্যৎ। দৈত্যৈর্নানাবিধান্ সংগ্রামাংশ্চকার ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ। অবসম্পদঃ স্বয়মেব গোপরূপেণ অব অনায়াসেন সম্পদঃ গোপৈর্দত্তমন্নাদিকং ভক্ষিতবান্। কিঞ্চ। স্পৃধং স্পর্দ্ধমানং নাকং তৎপতিং নাকস্থং মেঘচক্রং চাস্তভ্নাৎ স্তম্ভয়ামাস, যতঃ পৃথুম্ অদ্রিম্ অবৃশ্চৎ উৎপাট্য ধৃতবানিত্যর্থঃ। স্বরস্যয়া লীলয়া এবেতি ॥ ২৫

ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাঃ দশমটিপ্পন্যাং ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী—গোবর্দ্ধন ধারণে শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যের বিকাশ দেখিয়া ব্রজবাসি গোপগণ একেবারে বিস্মিত হইয়া পড়িলেন এবং গোপরাজ নন্দের নিকট গিয়া নানাভাবে তাহাই বর্ণনা করিলেন। যদিও ব্রজবাসি গোপগণও শুদ্ধবাৎসল্যপ্রেমবান্, তথাপি যেন শ্রীকৃষ্ণের এই পরমৈশ্বর্য্য দর্শনে তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ ভাব বিচলিত হইয়া উঠিল এবং সকলেই একবাক্যে প্রতিপাদন করিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ গোপবালক নহেন, অখিল ব্রহ্মাণ্ডপালক শ্রীভগবানই গোপবালকরূপে ব্রজে অবতীর্ণ হইয়া এই সমস্ত বিচিত্র লীলা করিতেছেন। ব্রজবাসি গোপগণের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া গোপরাজ নন্দ কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। মন্দর গিরিপতনে যেমন ক্ষীরসাগরের কোন প্রকার বিক্ষোভ হয় নাই, সেইরূপ গোপগণের বাক্যেও গোপরাজের বাৎসল্য প্রেমসাগর অনুমাত্রও বিক্ষুব্ধ হইল না। তিনি মৃদু হাস্য করিতে করিতে ধীর ভাবে গোপগণকে বলিলেন, হে গোপগণ। তোমরা আমার পুত্রের অলৌকিক ব্যবহার দেখিয়া কিছুমাত্র বিচলিত হইও না। কৃষ্ণ আমাদের সকলের পরম স্নেহপাত্র এবং সাত বৎসরের বালক ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাহার যে সমস্ত অলৌকিক কার্য্যাবলী দেখিয়া তোমরা বিস্মিত হইতেছ এবং তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া ধারণা করিতেছ, সে সমস্ত অলৌকিক কার্য্যাবলীর কথা আমি এই বালকের নামকরণ সময়েই মহাতপা গর্গাচার্য্যের নিকট শুনিয়াছি। তোমরা এই বালককে ঈশ্বর জ্ঞান না করিয়া সকলে মিলিয়া আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই বালক দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া নিরন্তর নানাবিধ অলৌকিক কার্য্য করিয়া ব্রজজনের আনন্দবর্দ্ধন করে ও ব্রজরাজ্য পালন করে।

এই বালকের নামকরণসময়ে মহাতপা গর্গাচার্য্য, অতি গোপনে আমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এতদিন পরে আজ আমি তোমাদের নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর। গর্গাচার্য্যের কথা শুনিলেই তোমরা বুঝিতে পারিবে যে এই বালক কি প্রকারে এই সমস্ত অলৌকিক কার্য্য করিবার শক্তি লাভ করিয়াছে। মহাতপা গর্গাচার্য এই বালকের তিন মাস দশদিন বয়ঃক্রমকালে অতি গোপনে আমার গৃহে আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহার চরণে ধরিয়া এই বালকের নামকরণ ও শুভাশুভ পর্যালোচনা করিবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি কৃপা-পরবশ হইয়া এই বালকের নামকরণ করিয়া ইহার অতীত জন্মের বিবরণ ও বর্ত্তমান জন্মের ভবিষ্যৎ কার্য্যাবলীর কথা তন্ন তন্ন করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে—এই বালক সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগে চারি বর্ণের দেহ ধারণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সত্যযুগে এই বালকের শুক্লবর্ণ, ত্রেতায় রক্তবর্ণ ও কলিতে পীতবর্ণ দেহ ছিল এবং ইদানীং দ্বাপর যুগে কৃষ্ণবর্ণ দেহধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। এই বালক কোনও কালে বসুদেবের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া বিজ্ঞগণ এই বালককে বাসুদেব বলিয়া থাকেন। এই বালকের অসংখ্য গুণ ও কর্ম্মের অনুরূপ অসংখ্য নাম ও রূপ আছে, তাহা আমি কথঞ্চিৎ জ্ঞাত আছি, কিন্তু সাধারণ লোকে ইহার কিছুই জানে না। এই বালক গোকুলবাসি সর্ব্বজীবগণের, বিশেষতঃ গোপগণের সর্ব্ববিধ মঙ্গল বিধান ও আনন্দবর্দ্ধন করিবে। এই বালক তোমাদের সর্ব্ববিধ মহাবিপদ্ হইতে অনায়াসে উদ্ধার সাধন করিবে। এক সময়ে জগতে অরাজকতা উপস্থিত হওয়ায় সাধুগণ দস্যুপীড়িত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে এই বালকের মহাশক্তিপ্রভাবে সাধুগণ শক্তিসম্পন্ন হইয়া অনায়াসে দস্যুদমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যে সমস্ত সৌভাগ্যসম্পন্ন ব্যক্তি এই বালককে ভালবাসিতে পারিবে, তাহাদের আর কোনই অমঙ্গল হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে না। শ্রীনারায়ণ-চরণাশ্রিত ব্যক্তিকে যেমন অসুরগণ কোন প্রকারেই পরাভূত করিতে পারে না, সেইরূপ এই বালককে যাহারা আশ্রয় করিবে, তাহাদিগকেও কোনও শত্রু কদাপি কোনরূপে পরাভূত করিতে পারিবে না।

মহাতপা গর্গাচার্য্য, এইরূপে এই বালকের অতীত ও ভবিষ্যৎ কাহিনী বর্ণনা করিয়া পরিশেষে বলিলেন, হে নন্দ! এই বালকের কথা অধিক আর কি বলিব। এই বালক সর্ব্ববিধ সম্পদ্, সুযশঃ এবং মহাপ্রভাবে সাক্ষাৎ নারায়ণ-

তুল্য, অতএব পরম সাবধানে এই বালককে পালন কর। হে গোপগণ। গর্গাচার্য্য এই বালক সম্বন্ধে এইপ্রকার নানাবিধ কথা বলিয়া স্বস্থানে গমন করিলে আমি এই বালককে সাক্ষাৎ নারায়ণের শক্তিসম্পন্ন বলিয়াই ধারণা করিয়া আসিতেছি। এই বালক অনায়াসে অনেক প্রকার দুষ্কর কার্য্য সাধন করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে আমার কোনপ্রকার বিস্ময় বা ভীতির সঞ্চার হয় না, কেননা আমি এই বালকের নামকরণ সময়ে গর্গাচার্য্যের নিকট এই বালকের অলৌকিক শক্তির কথা শুনিয়াছি এবং প্রতি পদে পদে তাহাই অনুভব করিয়া আসিতেছি। এই বালকের এই সমস্ত মহাপ্রভাবের কথা গর্গাচার্য্য অতি গোপনে আমার নিকট বলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া আমি এতদিন ইহা কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই। কিন্তু গোবর্দ্ধনধারণ দেখিয়া তোমরা অতীব বিস্মিত ও ভীত হইয়া পড়িয়াছ বলিয়া আজ আমি তোমাদের নিকট এই পরম গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করিলাম। শ্রীকৃষ্ণ আমাদেরই নন্দন ইহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু নারায়ণের অপার কৃপায় এই বালকে তাঁহার মহাশক্তির আবেশ থাকায় এই বালক দ্বারা নানাবিধ অদ্ভুত কার্য্য সংঘটিত হইয়া থাকে। অতএব হে গোপগণ। তোমরা আমার পুত্রের উপর কোনই সন্দেহ করিও না. তোমরা সকলে মিলিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ কর, সে যেন নারায়ণের অপার কৃপায় তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া এইরূপে নিরন্তর ব্রজরাজ্য পালন এবং ব্রজবাসিগণের আনন্দবর্দ্ধন করে।

ব্রজবাসি গোপগণ, গোপরাজের নিকট গর্গাচার্য্যের অভিমত শুনিয়া এবং কৃষ্ণের পূর্ব্বদৃষ্ট মহাপ্রভাবের কথা স্মরণ করিয়া পরমহৃষ্ট হইলেন এবং সকলেই মনে করিতে লাগিলেন যে আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমরা এই নারায়ণতুল্য বালকের সহিত আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিয়াছি। নারায়ণ যেমন কৃপা করিয়া আমাদের ব্রজরাজনন্দনকে এইরূপ নিজ শক্তিতে শক্তিমান্ করিয়াছেন, সেইরূপ তিনি কৃপা করিয়া এই বালকের দীর্ঘজীবন দান করুন, তাহা হইলে আমরা কোন দিনই কোনও বিপদে অভিভূত হইব না। ব্রজবাসি গোপগণ, শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক কার্য্য সম্বন্ধে এইরূপে নিঃসন্দেহ হইয়া তাঁহাকে নারায়ণাংশ বলিয়া ধারণা করিলেন এবং গোপরাজ নন্দকে এই মহাপ্রভাব-সম্পন্ন বালকের পিতা বলিয়া নানাভাবে সম্মান করিতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণকেও নারায়ণাংশ জ্ঞানে সমধিক আদর করিতে লাগিলেন।

বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে যে—ব্রজবাসি গোপগণ, শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণ লীলা দেখিয়া পরম বিস্মিত হইয়া কৃষ্ণের নিকটেও তাঁহার এই প্রকার মহাপ্রভাবের হেতু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তদুত্তরে গোপগণের সহিত নানা কথা আলোচনা করিয়া তাঁহাদের সহিত আত্মীয় ভাবই প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

গতে শক্রে তু গোপালাঃ কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণং। উচু প্রীত্যা ধৃতং দৃষ্ট্বা তেন গোবর্দ্ধনাচলম্॥
দেবো বা দানবো বা ত্বং যক্ষো গন্ধর্ব্ব এব বা। কিংবাস্মাকং বিচারেণ বান্ধবোহসি নমোহস্তু তে॥

(বিষ্ণুপুরাণম্)

দেবরাজ ইন্দ্র সাতদিন নিরন্তর বৃষ্টিবর্ষণ ও বজ্রপাতাদি করিয়া পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রভাবে হতদর্প হইয়া স্বর্গে পলায়ন করিলে, গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণ রূপ আশ্চর্য্য কর্ম্ম দেখিয়া পরম প্রীত হইয়া তাহাকে নানা কথা বলিলেন ও পরিশেষে বলিলেন, হে কৃষ্ণ। তুমি দেব, দানব, যক্ষ কিংবা গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি যাহাই হও না কেন, তুমি আমাদের পরম বান্ধব, আমরা তোমাকে নমস্কার করিতেছি। গোপগণের এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিলেন—

নাহং দেবো ন গন্ধর্ব্বো ন যক্ষো ন চ দানবঃ। অহং বো বান্ধবো জাতো নাতশ্চিন্ত্যমতোহন্যথা॥

(বিষ্ণুপুরাণং)

আমি দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ কিংবা দানব নহি, আমি তোমাদেরই বান্ধব, অতএব তোমরা আমার সম্বন্ধে অন্য

কোন প্রকার ধারণা কিংবা সন্দেহ করিও না। শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া ব্রজবাসিগণ পরম হৃষ্ট এবং আশ্বস্ত হইলেন ও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রভাবের কথা ভুলিয়া গিয়া আবার পূর্ব্ববৎ বিশুদ্ধবাৎসল্যের ব্যবহারে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণও অখিলব্রহ্মাণ্ডপালক হইয়াও সামান্য নর-বালকের ন্যায় বিবিধ বাল্যলীলায় ব্রজবাসিগণের চিত্ত বিনোদন করিতে লাগিলেন।

পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব গোবর্দ্ধনধারণলীলা বর্ণনাপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যমহাশক্তির প্রকাশ, ব্রজবাসিগণের উপর নিরতিশয় কৃপা বিকাশ, ভক্তচুড়ামণি গোবর্দ্ধনের মাহাত্ম্য খ্যাপন ও দেবরাজ ইন্দ্রের গর্ব্ব খণ্ডন প্রভৃতি সুবিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিয়া পরিশেষে ব্রজবাসি গোপগণের শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনধারণ দর্শন ও পুতনাবধাদি লীলাস্মরণে বিস্ময়প্রকাশ ও শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে গর্গাচার্য্যের অভিমত প্রকাশ করিয়া গোপরাজ নন্দ কর্ত্তৃক ব্রজবাসিগণকে আশ্বাস প্রদান প্রভৃতি বর্ণনা করিলেন। ইহাতে গোবর্দ্ধনধারণ লীলা সম্বন্ধীয় সমস্ত কথাই আদ্যোপান্ত বর্ণনা করা হইল বটে, কিন্তু তাহাতেও যেন শ্রীশুকদেবের মনস্তুষ্টি হইল না, সে জন্য তিনি আবার সংক্ষিপ্তভাবে গোবর্দ্ধনধারণ লীলার উল্লেখ করিয়া গোবর্দ্ধনধারীর কৃপা ও প্রসন্নতা লাভের আশায় "দেবেঽভিবর্ষতি" প্রভৃতি শ্লোকের অবতারণা করিয়া বলিলেন—"মহেন্দ্রমদভিৎ প্রীয়ান্ ইন্দ্রো গবাং" "মহেন্দ্রের মদখণ্ডনকারী গোবর্দ্ধনধারী গবেন্দ্র আমাদের উপর প্রসন্ন হউন"। স্বর্গবাসি দেবগণের অধিপতি ইন্দ্র, মহেন্দ্র ও দেবেন্দ্র নামে বিখ্যাত; আমাদের ব্রজরাজনন্দন অসংখ্য ধেনুপালক এবং ব্রজবাসি গোপগণের রক্ষক বলিয়া "গবেন্দ্র"। গোবর্দ্ধন ধারণ লীলায় গবেন্দ্র, মহেন্দ্রের মদখণ্ডন ও তৎপ্রসঙ্গে গোবর্দ্ধনের মাহাত্ম্য খ্যাপন এবং ব্রজবাসিগণকে রক্ষণ করিয়া ভক্তবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্রজবাসিগণ যখন গবেন্দ্রের পরামর্শানুসারে মহেন্দ্রের যজ্ঞ পরিত্যাগ করিয়া গিরীন্দ্র গোবর্দ্ধনের যজ্ঞ প্রবর্ত্তন করিলেন, তখন মহেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া গোকুল ধ্বংসের উপক্রম করিলেন এবং প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ, ঝটিকাসঞ্চারণ ও বজ্রপাতন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহেন্দ্রের এই অত্যাচারে ব্রজের গো, গোপ এবং গোপীগণ উৎপীড়িত হইয়া গবেন্দ্রের শরণাগত হইলে তিনি তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য গিরীন্দ্র গোবর্দ্ধনকে উৎপাটন করিয়া, বালক যেমন অবলীলাক্রমে ছত্র ধারণ করে, সেইরূপ বামকরে ধারণ করিয়া গো-গোপগোপীগণকে রক্ষা করিলেন। ইহাতে মহেন্দ্রের মহাগর্ব্বপর্ব্বত চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গবেন্দ্রের মহাপ্রভাবসিন্ধুতে বিলীন হইয়া গেল। মহেন্দ্রমদখণ্ডনকারী গোবর্দ্ধনধারী সেই গবেন্দ্র আমাদের উপর প্রসন্ন হইয়া এইরূপে আমাদেরও অভিমান এবং বহির্মুখতা পর্ব্বত চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া তাঁহার কৃপাসিন্ধুতে ভাসাইয়া দিয়া আমাদের চিরতরে কৃতার্থ করুন।

পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব, শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনধারণলীলা এবং তৎপ্রসঙ্গে সুবিস্তৃতভাবে ব্রজবাসি গো-গোপগোপীগণের উপর তাঁহার পরমপ্রীতির কথা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কিছুই বর্ণনা করেন নাই। গর্গসংহিতা গ্রন্থে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত এবং নানাপ্রকার মহিমা বর্ণিত আছে, তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

গর্গসংহিতায় বর্ণিত আছে যে—গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ ভূলোকে অবতীর্ণ হইবার সঙ্কল্প করিয়া তাঁহার প্রেয়সীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকাকেও ভূলোকে অবতীর্ণ হইতে অনুরোধ করিলে, তাহাতে শ্রীরাধিকা বলিলেন—

যত্র বৃন্দাবনং নাস্তি ন যত্র যমুনা নদী। যত্র গোবর্দ্ধনো নাস্তি তত্র মে ন মনঃসুখম্॥ (গর্গসংহিতা)

যেখানে বৃন্দাবন নাই, যমুনা নদী ও গোবর্দ্ধন পর্ব্বত নাই, সেখানে আমি মনে শান্তি লাভ করিতে পারিব না। শ্রীরাধিকার এই কথা শুনিয়া গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ, গোলোক হইতে বৃন্দাবন, যমুনা ও গোবর্দ্ধনকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন—

বেদনাগক্রোশভূমিং স্বধাম্ন শ্রীহরিঃ স্বয়ং। গোবর্দ্ধনঞ্চ যমুনাং প্রেষয়ামাস ভূপরি॥

বেদনাগক্রোশভূমিঃ সাপি চাত্র সমাগতা। চতুর্ব্বিংশদ্বনৈর্যুক্তা সর্ব্বলোকৈশ্চ বন্দিতা॥ (গর্গসংহিতা)

গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ গোলোক হইতে চৌরাশি ক্রোশ পরিমিত ভূমি, গোবর্দ্ধন ও যমুনা নদীকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন। গোলোক হইতে চৌরাশি ক্রোশ পরিমিত ভূমি পৃথিবীতে আসিয়া চতুর্ব্বিংশতি বন সমাবৃক্ত হইয়া পরিশোভিত হইল এবং জগতের সর্ব্বলোক এই ভূমিকে পূজা করিতে লাগিল।

ভারতাৎ পশ্চিমে দিশি শাল্মলীদ্বীপমধ্যতঃ। গোবর্দ্ধনো জন্ম লেভে পত্ন্যাং দ্রোণাচলস্য চ॥

গোবর্দ্ধনোপরি সুরাঃ পুষ্পবর্ষং প্রচক্রিরে। হিমালয়সুমেৰ্বাদ্যাঃ শৈলাঃ সর্ব্বে সমাগতাঃ॥

নত্বা প্রদক্ষিণীকৃত্য পূজাং কৃত্বা বিধানতঃ। গোবর্দ্ধনস্য পরমাং স্তুতিং চক্রুর্মহাদ্রয়ঃ॥ (গর্গসংহিতা)

ভারতবর্ষের পশ্চিম দিক্‌স্থিত শাল্মলী দ্বীপে দ্রোণাচলের পুত্র হইয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বত জন্মগ্রহণ করেন। গোবর্দ্ধন জন্মগ্রহণ করিলে দেবগণ পরমানন্দে তাঁহার উপর পুষ্প বর্ষণ করিলেন এবং হিমালয় সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বতগণ তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। হিমালয় সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বতবৃন্দ গোবর্দ্ধনকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলেন এবং যথাবিধি পূজা করিয়া নানাভাবে স্তুতি করিতে লাগিলেন। (গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের গোলোক হইতে ভূলোকে জন্মগ্রহণ এবং সুমেরু হিমালয় পর্ব্বতবৃন্দের গোবর্দ্ধন নিকটে গমন ও স্তুতি নতি প্রভৃতির কথা শুনিয়া অসম্ভাবনা করিবার কারণ নাই, কেননা গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার জন্ম এবং হিমালয় সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বতবৃন্দের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের গোবর্দ্ধন সকাশে আগমনই এখানকার বক্তব্য। শিবজায়া পার্ব্বতী ও হিমালয় পর্ব্বতের কন্যা বলিয়া শাস্ত্রে এবং বিজ্ঞ সমাজে বিখ্যাত আছেন। পার্ব্বতী, হিমালয়পর্ব্বতের প্রস্তর রাশির কন্যা এরূপ ভ্রান্ত ধারণা বোধ হয় কেহই পোষণ করেন না। হিমালয় পর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নামও হিমালয়, পার্ব্বতী তাঁহারই কন্যা—ইহাই প্রকৃত সিদ্ধান্ত।)

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় গিরিরাজ গোবর্দ্ধন শাল্মলী দ্বীপে দ্রোণাচলের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলে একদিন পুলস্ত্য ঋষি তীর্থ ভ্রমণ ব্যপদেশে শাল্মলীদ্বীপে গমন করিয়া গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহাকে বারাণসীক্ষেত্রে আনয়ন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন—

তস্মিন্ স মুনিশার্দ্দূলো দ্রোণপার্শ্বং সমাগতঃ। পূজিতো দ্রোণগিরিণা পুলস্ত্যঃ প্রাহ তং গিরিম্॥

পুলস্ত্য উবাচ—

হে দ্রোণ ত্বং গিরীন্দ্রোঽসি সর্ব্বদেবৈশ্চ পূজিতঃ। দিব্যৌষধিসমাযুক্তঃ সদা জীবনদো নৃণাম্॥

অর্থী ত্বদান্তিকে প্রাপ্তঃ কাশিস্থোঽহং মহামুনিঃ। গোবর্দ্ধনং সুতং দেহি নান্যৈর্মেঽত্র প্রয়োজনম্॥

বিশ্বেশ্বরস্য দেবস্য কাশীনাম্না মহাপুরী। যত্র পাপী মৃতঃ সদ্যঃ পরং মোক্ষং প্রযাতি হি।

তত্রৈনং স্থাপয়িষ্যামি যত্র কোঽপি ন পর্ব্বতঃ। যত্র গঙ্গা গতা সাক্ষাৎ বিশ্বনাথোঽপি যত্র বৈ॥

গোবর্দ্ধনে তব সুতে লতাবৃক্ষসমাকুলে। তস্মিংস্তপঃ করিষ্যামি জাতোঽয়ং মে মনোরথঃ॥ (গর্গসংহিতা)

মুনিশ্রেষ্ঠ পুলস্ত্য শাল্মলীদ্বীপে আসিয়া দ্রোণপর্ব্বত নিকটে গেলেন এবং দ্রোণ পর্ব্বত তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান করিলেন। তদনন্তর পুলস্ত্য দ্রোণ পর্ব্বতকে বলিলেন হে দ্রোণ। তুমি পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত দেবতাগণের পূজিত। তুমি নানাবিধ দিব্যৌষধিদ্বারা সর্ব্বজীবের জীবন প্রদান করিয়া থাক। আমি একজন কাশীবাসী মুনি, তোমার নিকটে প্রার্থীরূপে উপস্থিত হইয়াছি, আমার অন্য কোন বস্তুতেই প্রয়োজন নাই, আমাকে তোমার পুত্র গোবর্দ্ধনকে দান কর। ভগবান্ বিশ্বেশ্বরের কাশী নামক মহাপুরী আছে, সেখানে যদি কোনও পাপীরও প্রাণান্ত হয়, তাহা হইলে সেও তৎক্ষণাৎ মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে। সেখানে কোনও পর্ব্বত নাই, সেজন্য আমি, সেই গঙ্গা

ও বিশ্বেশ্বর সমন্বিত কাশীক্ষেত্রে তোমার পুত্র গোবর্দ্ধনকে স্থাপন করিব এবং তাহার লতা বৃক্ষাদি সমন্বিত নিভৃত স্থানে বসিয়া তপস্যা করিব, আমার মনে এই প্রবল বাসনা জন্মিয়াছে।

পুলস্ত্যঋষির কথা শুনিয়া দ্রোণপর্ব্বত পুত্রবিয়োগাশঙ্কায় অধীর হইয়া পড়িলেন এবং অশ্রুব্যাপ্ত নয়নে পুলস্ত্য ঋষিকে বলিলেন—

পুত্রস্নেহাকুলোঽহং বৈ পুত্রোমেঽয়মতিপ্রিয়ঃ। তে শাপভয়ভীতোঽহং বদাম্যেনং মহাত্মনে॥

হে পুত্র গচ্ছ মুনিনা ভারতে কর্ম্মকে শুভে। ত্রৈবর্গ্যং লভতে যত্র নৃভির্মোক্ষমপি ক্ষণাৎ॥

হে ঋষিশ্রেষ্ঠ। আমি পুত্রস্নেহে অতীব বিহ্বল এবং এই পুত্র আমার অতীব প্রিয়। তথাপি আমি আপনার শাপভয়ে ভীত হইয়া পুত্রকে আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতেছি। দ্রোণ পর্ব্বত পুলস্ত্য ঋষিকে এই কথা বলিয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে বলিলেন, হে পুত্র! ভারতবর্ষ পুণ্য ভূমি এবং কর্ম্মক্ষেত্র, সেখানে মানবগণ অনায়াসে ত্রিবর্গ ও মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে। তুমি এই পুলস্ত্য ঋষির সহিত তথায় গমন কর।

দ্রোণপর্ব্বতের এই আদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বত পুলস্ত্যকে বলিলেন—

মুনে কথং মাং নয়সি লম্বিতং যোজনাষ্টকং। যোজনদ্বয়মুচ্চাঙ্গং পঞ্চযোজনবিস্তৃতম্॥

হে মুনে! আমার দৈর্ঘ্য আট যোজন, উচ্চতা দুই যোজন এবং বিস্তার পাঁচ যোজন। আপনি আমার এই বৃহৎ কলেবর কি প্রকারে বহন করিয়া অন্যত্র লইয়া যাইবেন? গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের এই কথা শুনিয়া পুলস্ত্য ঋষি বলিলেন—

উপবিশ্য করে মে ত্বং গচ্ছ পুত্র যথাসুখং। বাহয়ামি করে ত্বাং বৈ যাবৎকাশীং সমাগতঃ॥

বৎস গোবর্দ্ধন। তুমি আমার করতলে উপবেশন করিয়া স্বচ্ছন্দে গমন করিতে পারিবে। আমি তোমাকে কাশীক্ষেত্র পর্য্যন্ত করতলে বহন করিয়া লইয়া যাইব। পুলস্ত্য ঋষির এই কথা শুনিয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বত বলিলেন—

মুনে যত্র স্থলে ভূম্যাং স্থাপনং মে করিষ্যসি। করিষ্যামি নচোত্থানং তদ্ভূম্যাঃ শপথো মম।

হে মুনে। আমাকে করতলে বহন করিয়া লইয়া যাইবার সময় ভারবোধ হইলে আপনি আমাকে যে স্থানে স্থাপন করিবেন, আমি সে স্থান হইতে আর উত্থিত হইব না, আমার এই প্রতিজ্ঞা থাকিল। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের এই কথা শুনিয়া পুলস্ত্যঋষি সাগ্রহে ও সগর্ব্বে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে বলিলেন—

অহমাশাল্মলীদ্বীপাদর্য্যাদীকৃত্য কোশলং। ন স্থাপনাং করিষ্যামি শপথস্তেঽপি মে পথি॥

হে গোবর্দ্ধন। আমি এই শাল্মলী দ্বীপ হইতে কোশল দেশ পর্য্যন্ত তোমাকে কোনও স্থানে আমার হস্ত হইতে নামাইব না, আমারও এই প্রতিজ্ঞা রহিল। এইরূপে পুলস্ত্যঋষি ও গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উভয়েই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া শাল্মলীদ্বীপ হইতে কাশীক্ষেত্রে গমন করিতে উদ্যত হইলেন।

মুনেঃ করতলে তস্মিন্নারুরোহ মহাচলঃ। প্রণম্য পিতরং দ্রোণমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণঃ॥

মুনিস্তং দক্ষিণকরে ধৃত্বাগচ্ছচ্ছনৈঃ শনৈঃ। স্বতেজো দর্শয়ন্ নৄণাং প্রাপ্তোঽভূদ্‌ ব্রজমণ্ডলম্॥

জাতিস্মরো গিরিস্তত্র প্রাহেদং পথি চিন্তয়ন্। পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্॥

অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডপতির্ব্রজেঽত্রাবতরিষ্যতি। বাললীলাঞ্চ কৈশোরীং চেষ্টাং গোপালবালকৈঃ॥

দানলীলাং মানলীলাং হরিরত্র করিষ্যতি। তস্মান্ময়া ন গন্তব্যং ভূমিশ্চেয়ং কলিন্দজা॥

গোলোকাদ্রাধয়া সার্দ্ধং শ্রীকৃষ্ণোঽত্রাগমিষ্যতি। কৃতকৃত্যো ভবিষ্যামি কৃত্বা তদ্দর্শনং পরম্॥

ইতি বিচার্য্য মনসা ভূরিভারং দদৌ করে। তদা মুনিশ্চ শ্রান্তোঽভূদ্ভূতপূর্ব্বগতস্মৃতিঃ॥

করাদুত্তার্য্য তং শৈলং নিধায় ব্রজমণ্ডলে। লঘুশঙ্কো জগামাথ হি গতোঽভূদ্ভারপীড়িতঃ॥

স্তা শৌচং স্থলে স্থাপ্য পুলস্ত্যো মুনিসত্তমঃ। উত্তিষ্ঠেতি মুনিঃ প্রাহ গিরিং গোবর্দ্ধনং পরম্॥

নোত্থিতং ভূরিভারাঢ্যং করাভ্যাং তং মহামুনিঃ। স্বতেজসা বলেনাপি গ্রহীতুমুপচক্রমে॥

মুনিনা স গৃহীতোঽপি গিরিরাজো গিরাঞ্জসা। ন চচালাঙ্গুলিং কিঞ্চিদপি দ্রোণনন্দনঃ॥ (গর্গসংহিতা)

গিরিরাজ গোবর্দ্ধন পিতার চরণে প্রণাম করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে পুলস্ত্য ঋষির করতলে আরোহণ করিলেন এবং পুলস্ত্যঋষিও তাঁহাকে দক্ষিণ করতলে স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। এইরূপে সকলকে নিজ তেজোবীর্য্য প্রদর্শন করিতে করিতে দক্ষিণকরে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে স্থাপন করিয়া পুলস্ত্যঋষি ব্রজমণ্ডলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জাতিস্মর গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ব্রজমণ্ডলে আসিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে—অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডপতি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, এই ব্রজে অবতীর্ণ হইবেন ও গোপবালকগণের সহিত বিবিধ বাল্যলীলা, কৈশোর-লীলা এবং দানলীলা মানলীলা প্রভৃতি লীলা করিবেন। অতএব এই পবিত্র যমুনাতীরস্থিত ব্রজভূমি আমি কদাপি পরিত্যাগ করিব না। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সহিত গোলোক হইতে এখানে আগমন করিবেন, আমি তাঁহাদের দর্শন করিয়া কৃতকৃত্য হইব ও জীবন সার্থক করিব। গোবর্দ্ধন পর্ব্বত মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া পুলস্ত্য ঋষির করে ভূরিভার প্রদান করিলেন। তখন ভারপীড়িত পুলস্ত্যঋষি শ্রান্ত এবং পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে হস্ত হইতে অবতারণ করিয়া ব্রজমণ্ডলে স্থাপন করিলেন এবং নিঃশঙ্কচিত্তে শৌচ জপাদি নির্ব্বাহ করিতে গেলেন। শৌচ জপাদি সমাপনান্তে পুলস্ত্যঋষি আবার গোবর্দ্ধননিকটে আসিলেন এবং বলিলেন, বৎস গোবর্দ্ধন। তুমি পূর্ব্ববৎ আমার করতলে আরোহণ কর; আমি তোমাকে লইয়া কাশীক্ষেত্রে গমন করি। কিন্তু গোবর্দ্ধন পর্ব্বত পুলস্ত্যঋষির করতলে আর আরোহণ করিলেন না। তখন পুলস্ত্যঋষি স্বীয়তেজোবলে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে দুই হস্তে উত্তোলন করিতে চেষ্টা করিলেন এবং নানাবিধ বিনয়পূর্ণ বাক্য বলিলেন, কিন্তু তাহাতেও গোবর্দ্ধন পর্ব্বত অঙ্গুলিমাত্রও বিচলিত হইলেন না। এই ব্যাপারে বিস্মিত হইয়া পুলস্ত্যঋষি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে বলিলেন—

গচ্ছ গচ্ছ গিরিশ্রেষ্ঠ ভারং মাকুরু মাকুরু। মযাজ্ঞাতোঽসি রুষ্টস্ত্বমভিপ্রায়ং বদাশু মে॥

হে গিরিরাজ। উঠ উঠ। তোমাকে লইয়া কাশীক্ষেত্রে গমন করি। আর বৃথা ভার প্রদান করিও না। আমি বুঝিয়াছি তুমি রাগ করিয়াছ, সুতরাং এখন তুমি তোমার প্রকৃত অভিপ্রায় জ্ঞাপন কর। পুলস্ত্যঋষির এই কথা শুনিয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বত বলিতে লাগিলেন—

মুনেঽত্র মে ন দোষোঽস্তি ত্বয়া মে স্থাপনা কৃতা। করিষ্যামি ন চোত্থানং পূর্ব্বং মে শপথঃ কৃতঃ॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠ। আমার কোনই অপরাধ নাই। আপনিই আমাকে এই স্থানে স্থাপন করিয়াছেন। আমাকে কোনও স্থানে স্থাপন করিলে আমি উত্থিত হইব না এই প্রতিজ্ঞা ত আমি পূর্ব্ব হইতেই করিয়া রাখিয়াছি। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের এই কথা শুনিয়া পুলস্ত্য ঋষি ক্রোধে কম্পান্বিত হইলেন এবং ওষ্ঠদ্বয় প্রকম্পিত করিয়া রুক্ষস্বরে দ্রোণপুত্র গোবর্দ্ধনকে শাপ প্রদান করিলেন—

গিরে ত্বয়াতিধৃষ্টেন ন কৃতো মে মনোরথঃ। তস্মাত্তু তিলমাত্রং হি নিত্যং ত্বং ক্ষীণতাং ব্রজ॥

হে গোবর্দ্ধন। তুমি অতিশয় ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া আমার মনোরথ পূরণে বাধা প্রদান করিলে, অতএব এই দোষে তুমি প্রতিদিন তিল পরিমাণে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে এইরূপে শাপ প্রদান করিয়া পুলস্ত্য ঋষি ক্রোধকম্পিত কলেবরে দ্রুতগতিতে কাশীক্ষেত্রাভিমুখে গমন করিলেন।

কাশীং গতে পুলস্ত্যর্ষৌ স্বয়ং গোবর্দ্ধনো গিরিঃ। নিত্যং সংক্ষীয়তে নন্দ তিলমাত্রং দিনে দিনে॥

যাবদ্ভাগীরথীগঙ্গা যাবদ্ গোবর্দ্ধনো গিরিঃ। তাবৎ কলেঃ প্রভাবস্তু ভবিষ্যতি ন কর্হিচিৎ॥

গোবর্দ্ধনস্য প্রকটং চরিত্রং নৃণাং মহাপাপহরং পবিত্রং।
ময়া তবাগ্রে কথিতং বিচিত্রং, সুমুক্তিদং কৌ রুচিরং ন চিত্রম্॥ (শ্রীগর্গসংহিতা)

গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে শাপ প্রদান করিয়া পুলস্ত্য ঋষি কাশীক্ষেত্রে গমন করিলে, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত দিনে দিনে তিল পরিমাণে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিলেন। সূর্য্যবংশবিভূষণ ভগীরথ কর্ত্তৃক সমানীতা গঙ্গা ও গোবর্দ্ধন পর্ব্বত যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে অবস্থান করিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত কখনও কলির প্রভাব ব্যক্ত হইবে না। (ইহাতে বক্তব্য এই যে—পুলস্ত্য ঋষির শাপে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত প্রত্যহ তিল পরিমাণে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া একেবারে নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কলির প্রভাব ব্যক্ত হইবে না। গঙ্গাও দিনে দিনে ক্ষীণ ধারায় পরিণত হইলেও যতদিন পর্য্যন্ত একেবারে শুষ্ক না হইয়া যাইবে, ততদিন কলির প্রভাব ব্যক্ত হইবে না। যাঁহারা গোবর্দ্ধন এবং গঙ্গার দর্শন স্পর্শন ও পূজনাদি করিবেন, তাঁহাদের সর্ব্ববিধ কলিদোষ বিনষ্ট হইবে ও তাঁহারা শুদ্ধচিত্তে শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দ ভজন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন।)

শ্রীগর্গসংহিতায় বর্ণিত আছে—দেবর্ষি নারদ মিথিলাপতি বহুলাশ্বের নিকট গর্গসংহিতায় বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাদি বর্ণনা করিয়াছিলেন। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের ভারতবর্ষে আগমন প্রস্তাবও তাঁহারই কথিত। তিনি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের গোলোক হইতে ভূলোকে শাল্মলীদ্বীপে আগমন ও তথা হইতে পুলস্ত্যঋষি কর্তৃক ব্রজমণ্ডলে স্থাপন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া পরিশেষে বলিলেন, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের ভূলোকে আবির্ভাব বৃত্তান্ত ও পবিত্র চরিত্র কথা বর্ণনা করিলাম। ইহা শ্রবণ কীর্ত্তনে মানবের সর্ব্ববিধ মহাপাতক বিনাশ হয় এবং ভববন্ধন ক্ষয় হয়। গোবর্দ্ধনের ভূলোকে আগমন বৃত্তান্ত অলৌকিক হইলেও ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোনও কারণ নাই। কেননা পরমাশ্চর্য্য-লীলারসবিগ্রহ শ্রীভগবানের পার্ষদ ভক্তগণের কার্য্যাবলীও পরমাশ্চর্য্য। কাজেই তাহাতে অসম্ভাবনার সম্ভাবনা করাও দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক।

শ্রীগর্গসংহিতায় গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের গোলোক হইতে ভূলোকে শাল্মলীদ্বীপে আগমন ও তথা হইতে পুলস্ত্য ঋষি কর্ত্তৃক ব্রজমণ্ডলে স্থাপন বৃত্তান্ত ছাড়াও গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের বহু মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে এবং অপ্রাসঙ্গিক বোধে সেগুলি উল্লেখ করা অপ্রয়োজনীয় হইলেও সর্ব্বসাধারণের, বিশেষতঃ যাহাদের গর্গসংহিতা আলোচনা করিয়া এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিবার সম্ভাবনা নাই, তাহাদের অবগতির জন্য কিছু কিছু আলোচনা করিবার ইচ্ছা সম্বরণ করিতে পারিলাম না। গর্গসংহিতায় বর্ণিত আছে যে—মিথিলাপতি বহুলাশ্ব দেবর্ষি নারদের নিকট শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনধারণলীলা ও তৎপ্রসঙ্গে বহুবিধ গোবর্দ্ধনমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া—আরও কিছু জানিবার জন্য প্রশ্ন করিলেন—

কতি মুখ্যানি তীর্থানি গিরিরাজে মহাত্মনি। এতদ্ ব্রূহি মহাযোগিন্ সাক্ষাত্বং দিব্যদর্শনঃ॥

হে মহাযোগিন্! আপনি সাক্ষাৎ দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন, সেইজন্য আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি, গিরিরাজ গোবর্দ্ধনে কি কি মুখ্য তীর্থ বিদ্যমান আছে, তাহা কৃপাপূর্ব্বক আমার নিকট বর্ণনা করুন। মিথিলাপতির এই সানুনয় প্রার্থনা শুনিয়া দেবর্ষি নারদ বলিলেন—

গোবর্দ্ধনগিরিরাজন্ সর্ব্বতীর্থবরঃ স্মৃতঃ। বৃন্দাবনঞ্চ গোলোকমুকুটোঽদ্রিঃ প্রপূজিতঃ॥
গোপগোপীগবাং রক্ষাপ্রদঃ কৃষ্ণপ্রিয়ো মহান্। পূর্ণব্রহ্মাতপত্রং যস্তস্মাত্তীর্থবরশ্চ কঃ॥
ইন্দ্রযাগং বিনির্ভৎস্য সর্ব্বৈর্নিজজনৈঃ সহ। যৎ পূজনং সমারেভে ভগবান্ ভুবনেশ্বর॥
পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্। অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডপতির্গোলোকেশঃ পরাৎ পরঃ॥
অস্মিন স্থিতঃ সদাক্রীড়ামর্ভকৈঃ সহ মৈথিল। করোতি তস্য মাহাত্ম্যং বক্তুং নালং চতুর্মুখঃ॥

যত্র বৈ মানসী গঙ্গা মহাপাপৌঘনাশিনী। গোবিন্দকুণ্ডং বিশদং শুভশ্চন্দ্রসরোবরঃ॥
রাধাকুণ্ডং কৃষ্ণকুণ্ডং ললিতাকুণ্ডমেব চ। গোপালকুণ্ডং তত্রৈব কুসুমাকর এব চ॥
শ্রীকৃষ্ণমৌলিসংস্পর্শাৎ মৌলিচিহ্না শিলাভবৎ। যস্যা দর্শনমাত্রেণ দেবমৌলির্ভবেজ্জনঃ॥
যস্যাং শিলায়াং কৃষ্ণেন চিত্রাণি লিখিতানি চ। অদ্যাপি চিত্রিতা পুণ্যা নাম্না চিত্রশিলা গিরৌ॥
যাং শিলামর্ভকৈঃ কৃষ্ণো বাদয়ন্ ক্রীড়নে রতঃ। বাদনী সা শিলা জাতা মহাপাপৌঘনাশিনী॥
যত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেণ গোপালৈঃ সহ মৈথিল। কৃতা বৈ কন্দুকক্রীড়া তৎক্ষেত্রং কন্দুকং স্মৃতম্॥
দৃষ্ট্বা শক্রপদং যাতি নত্বা ব্রহ্মপদঞ্চ তৎ। বিলুণ্ঠন্ যস্য রজসা সাক্ষাদ্বিষ্ণুপদং ব্রজেৎ॥
গোপানামুষ্ণিষাণ্যত্র চোরয়ামাস মাধবঃ। ঔষ্ণিষং নাম তত্তীর্থং মহাপাপহরং গিরৌ॥

হে রাজন্। গোবর্দ্ধন পর্ব্বত এবং বৃন্দাবন সর্ব্বতীর্থশ্রেষ্ঠ। গোলোকের মুকুটস্বরূপ এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ব্রজবাসিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া গো-গোপ ও গোপীগণের রক্ষা বিধান করিয়া থাকেন ও ইনি শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয়। যে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের হস্তে ছত্রের মত সাতদিন অবস্থান করিয়াছিলেন, অখিলভুবনপতি শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রযাগ বিলুপ্ত করিয়া নিজ পার্ষদগণসহ যাঁহার পূজা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থ আর জগতে কোথায় আছে? হে মিথিলাপতে। পরিপূর্ণতম স্বয়ং ভগবান্, অখিলব্রহ্মাণ্ডপালক গোলোকপতি পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণ এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে অবস্থিত হইয়া গোপবালকগণসহ সর্ব্বদা ক্রীড়া করেন, সুতরাং চতুরানন ব্রহ্মাও ইঁহার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে সমর্থ হন না।

গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে মহাপাপ-বিনাশিনী মানসী গঙ্গা, স্বচ্ছ জলপূর্ণ গোবিন্দ কুণ্ড, চন্দ্র সরোবর, রাধাকুণ্ড, কৃষ্ণকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড, গোপাল কুণ্ড ও কুসুম সরোবর প্রভৃতি মহাতীর্থরাজি বিরাজিত। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের এক অংশে শ্রীকৃষ্ণের মস্তক স্পর্শ হওয়ায় সেখানকার শিলা মস্তক চিহ্ন সমন্বিত। সেই শিলা যে দর্শন করে, সে দেবতাগণেরও শিরোধার্য্য হয়। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের যে সমস্ত শিলাখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ নানাবিধ চিত্রাঙ্কন করিয়াছিলেন, সে সমস্ত শিলা অদ্যাপি চিত্রিত রূপেই বিরাজিত আছে এবং সেই সমস্ত শিলাযুক্ত স্থান চিত্রশিলা নামে বিখ্যাত। গোপবালকগণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ শিলাবাদন করিয়াছিলেন, সেই শিলা "বাদনীশিলা" নামে বিখ্যাত এবং মহাপাপবিনাশিনী। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোপবালকগণসহ কন্দুক ক্রীড়া করিয়াছিলেন সেই স্থান "কন্দুক ক্ষেত্র" নামে বিখ্যাত। সে স্থান দর্শনে ইন্দ্রপদলাভ, প্রণামে ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি এবং সে স্থানের ধূলিতে বিলুণ্ঠিত হইলে বিষ্ণুপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ পরিহাসচ্ছলে গোপবালকগণের উষ্ণীষ চুরি করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেই স্থানের নাম "ঔষ্ণীষ তীর্থ" এবং সে স্থান সর্ব্বপাপহর।

ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে কত যে বিচিত্র মধুর লীলা করেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। একদিন গোপরমণীগণ দধি বিক্রয়চ্ছলে দধির পসরা লইয়া গোবর্দ্ধনতটস্থিত পথ দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ, তাহাদের নূপুর কঙ্কনাদি আভরণধ্বনি শুনিয়া বেত্রধারী গোপবালকগণসহ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং গোপরমণীগণের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—হে গোপরমণীগণ। তোমরা সমুচিত কর দান না করিয়া এপথে যাইতে পারিবে না। বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া গোপরমণীগণ বলিলেন—তুমি অত্যন্ত কুটিল ও দধিদুগ্ধাদি লম্পট বলিয়া গোপবালকগণের সহিত মিলিত হইয়া করাদানচ্ছলে আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছ, আমরা তোমার পিতা ও মাতা সহ তোমাকে বলপূর্ব্বক কংসকারাগারে আবদ্ধ করিব। গোপীগণের এই তর্জ্জন বাক্য শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—আমি গোগণের শপথ করিয়া বলিতেছি যে—আমি

সেই উগ্রদণ্ডধারী কংসকে সবংশে নিধন করিব এবং তোমাদের এই গোবর্দ্ধন তট হইতে যদুপুরে লইয়া যাইব। এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণকে ইঙ্গিত করিলেন এবং গোপবালকগণ গোপরমণীগণের নিকট হইতে দধিভাণ্ড গ্রহণ করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিল। তখন গোপরমণীগণ বলিলেন যে— এই নন্দনন্দন অত্যন্ত ধূর্ত্ত, নির্ভয় এবং যথেচ্ছভাবী। ইহাকে নিজগৃহে অত্যন্ত নিরীহ বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু বনে আসিয়া সে অত্যন্ত চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া থাকে। আজ আমরা নন্দ যশোদার নিকট সমস্ত কথা বলিয়া দিব এই কথা বলিতে বলিতে গোপীগণ নিজ গৃহে গমন করিলেন। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ এক অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে সেই গোবর্দ্ধন তটভূমিতে পতিত দধি ভোজন করিলেন -

নীপপলাশপত্রাণাং কৃত্বা দ্রোণানি মাধবঃ। জঘাস বালকৈঃ সার্দ্ধং পিচ্ছিলানি দধীনি চ॥
দ্রোণাকারাণি পত্রাণি বভূবঃ শাখিনাং তদা। তৎক্ষেত্রঞ্চ মহাপুণ্যং দ্রোণং নাম নৃপেশ্বর॥
দধিদানং তত্র কৃত্বা পীত্বা পত্রধৃতং দধি। নমস্কুর্য্যান্নরস্তস্য গোলোকান্ন চ্যুতির্ভবেৎ॥

গোপরমণীগণ নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গেলে শ্রীকৃষ্ণ, কদম্ব ও পলাশ পত্রদ্বারা অসংখ্য দ্রোণ প্রস্তুত করিলেন (পলাশাদি পত্র নির্ম্মিত পাত্র অদ্যাপি ব্রজে দ্রোণ বা দ্রোণা নামে প্রসিদ্ধ) এবং গোপবালকগণের সহিত মিলিত হইয়া সেই দধি ভোজন করিলেন তদবধি সেই স্থানের কদম্ব পলাশাদি বৃক্ষের পত্র স্বভাবতঃই দ্রোণাকৃতি হইয়া জন্মগ্রহণ করে। হে মিথিলাপতে। সেই স্থান অতীব পুণ্যজনক ও দ্রোণতীর্থ নামে বিখ্যাত। সেই স্থানে দধি দান এবং দ্রোণাকৃতি পাত্রে করিয়া দধিপান করিয়া যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক সেই পুণ্য তীর্থকে প্রণাম করে, সে কদাপি গোলোক হইতে বিচ্যুত হয় না।

গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণসহ বিবিধ ক্রীড়া বিহারাদি করিয়াছেন এবং সেই সেই ক্রীড়াস্থল মহাতীর্থরূপে পরিণত হইয়া জীবগণের অশেষ পাপহরণ করিতেছে। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে কত যে তীর্থ আছে তাহা বোধ হয় অনন্তদেবও বর্ণনা করিতে সমর্থ হন না। তাহার মধ্যে কতকগুলি মুখ্য মুখ্য তীর্থের কথা বলিতেছি—

নেত্রে স্বাচ্ছাদ্য যত্রৈব লীলোঽভূন্মাধবোঽর্ভকৈঃ। তত্র তীর্থং লৌকিকঞ্চ জাতং পাপপ্রণাশনম্॥
কদম্বখণ্ডতীর্থঞ্চ লীলাযুক্তং হরেঃ সদা। তস্য দর্শনমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ॥
যত্র বৈ রাধয়া রাসে শৃঙ্গারোঽকারি মাধবঃ। তত্র গোবর্দ্ধনে জাতং স্থলং শৃঙ্গারমণ্ডলম্॥
যেন রূপেণ কৃষ্ণেণ ধৃতো গোবর্দ্ধনো গিরিঃ। তদ্রূপং বিদ্যতে তত্র নৃপ শৃঙ্গারমণ্ডলে॥
অব্দাশ্চতুঃসহস্রাণি তথা চাষ্টৌ শতানি চ। গতাস্তত্র কলেরাদৌ ক্ষেত্রে শৃঙ্গারমণ্ডলে॥
গিরিরাজগুহামধ্যাৎ সর্ব্বেষাং পশ্যতা নৃপ। স্বতঃ সিদ্ধঞ্চ তদ্রূপং হরেঃ প্রাদুর্ভবিষ্যতি॥
শ্রীনাথং দেবদমনং তং বদিষ্যন্তি সজ্জনাঃ। গোবর্দ্ধনগিরৌ রাজন্। সদা লীলাং করোতি যঃ॥
যে করিষ্যন্তি নেত্রাভ্যাং তস্য রূপস্য দর্শনং। তে কৃতার্থাভবিষ্যন্তি মৈথিলেন্দ্র কলৌ জনাঃ॥
জগন্নাথো রঙ্গনাথো দ্বারকানাথ এব চ। বদ্রিনাথশ্চতুষ্কোণে ভারতস্যাপি পর্ব্বতে॥
মধ্যে গোবর্দ্ধনস্যাপি নাথোঽয়ং বর্ত্ততে নৃপ। পবিত্রে ভারতে বর্ষে পঞ্চনাথাঃ সুরেশ্বরাঃ॥
সদ্ধর্ম্মমণ্ডলেস্তম্ভা আর্ত্তত্রাণপরায়ণাঃ। তেষাঞ্চ দর্শনং কৃত্বা নরো নারায়ণো ভবেৎ॥
চতুর্ণাং ভুবি নাথানাং কৃত্বা যাত্রা নরঃ সুধীঃ। ন পশ্যেদ্দেবদমনং ন স যাত্রাফলং লভেৎ।
শ্রীনাথং দেবদমনং পশ্যেদ্ গোবর্দ্ধনে গিরৌ। চতুর্ণাং ভুবি নাথানাং যাত্রায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ॥ (গর্গসংহিতা)

গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের যে স্থানে কৃষ্ণ গোপবালকগণসহ ক্রীড়া করিতে করিতে নেত্র আচ্ছাদন করিয়া লুক্কায়িত হইয়াছিলেন সেই স্থান লৌকিক তীর্থ নামে বিখ্যাত এবং সর্ব্বপাপহর। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে অবস্থিত কদম্বখণ্ড নামক তীর্থ শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লীলাভূমি। তাহার দর্শন মাত্রেই নর নারায়ণ-সারূপ্য প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের যে স্থানে শ্রীরাধার সহিত নানাবিধ শৃঙ্গাররসবিলাস করিয়াছিলেন সেই স্থান শৃঙ্গারমণ্ডল নামে বিখ্যাত শ্রীকৃষ্ণ যে মূর্ত্তিতে গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ করিয়াছিলেন, শৃঙ্গারমণ্ডলে তাঁহার সেই মূর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন হে নৃপ। চারি হাজার আটশত বৎসর অতীত হইল সেই মূর্ত্তি সেখানেই আছেন। কলির প্রথম ভাগে গোবর্দ্ধন গুহা মধ্য হইতে গিরিধারীর সেই স্বতঃসিদ্ধমূর্ত্তি প্রকট হইবেন ও সকলের দৃষ্টিগোচর হইবেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য-লীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে যে—গৌড়িয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আদি গুরু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী যে সময়ে শ্রীবৃন্দাবন দর্শনে গমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি একদিন গোবর্দ্ধন পর্ব্বত পরিক্রমা এবং গোবিন্দ কুণ্ডে স্নান করিয়া বৃক্ষতলে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে এক গোপবালক আসিয়া তাঁহাকে দুগ্ধ পান করাইয়া চলিয়া গেল। তাহার পর তিনি সেই বৃক্ষতলে বসিয়াই হরিনাম করিতে করিতে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। শেষ রাত্রিতে তাঁহার একটু তন্দ্রাবেশ হইলে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, যে বালক তাঁহাকে দুগ্ধপান করাইয়াছিল, সেই বালকই তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া এক বৃক্ষপ্রস্তরাদি সমাচ্ছাদিত নির্জ্জন কুঞ্জ দেখাইয়া দিয়া বলিল যে আমি বহুদিন হইতে এই কুঞ্জে বাস করি, কিন্তু শীত বৃষ্টি ও দাবানলতাপে আমার বড়ই কষ্ট হয়, তুমি গ্রামের লোক ডাকিয়া আমাকে এই কুঞ্জ হইতে উদ্ধার কর এবং পর্ব্বতোপরি এক মঠ করিয়া সেখানে আমাকে স্থাপন কর ও শীতল জলে আমাকে স্নানাদি করাও। আমি বহুদিন হইতে তোমারই আগমন পথ-পানে চাহিয়া রহিয়াছি।

বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ। কবে আসি মাধব আমার করিবে সেবন॥
তোমার প্রেমবশে করি সেবা অঙ্গীকার। দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার॥
শ্রীগোপাল নাম মোর গোবর্দ্ধনধারী। ব্রজের স্থাপিত আমি ইহা অধিকারী॥
শৈল উপর হইতে আমা কুঞ্জে লুকাইয়া। ম্লেচ্ছ ভয়ে সেবক মোর গেল পলাইয়া॥
সেই হইতে রহি আমি এই কুঞ্জ স্থানে। ভালে আইলা তুমি আমা কাঢ় সাবধানে॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী স্বপ্নে দেখিলেন যে—এই কথা বলিয়া সেই বালক অন্তর্হিত হইল। তাহার পর তিনি প্রেমাবেশে বিভোর হইয়া অপারকরুণাসিন্ধু গোবর্দ্ধনধারীর কৃপার মহিমা বিচার করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি প্রাতঃস্নান সমাপন করিয়া গোবর্দ্ধন নিকটবর্ত্তি গ্রামমধ্যে গমন করিলেন এবং গ্রামের লোক ডাকিয়া কুঠার কোদালাদি প্রভৃতির সাহায্যে বৃক্ষ প্রস্তর মৃত্তিকাদি অপসারণ করিয়া গুহামধ্য হইতে সেই তৃণ মৃত্তিকাদি সমাচ্ছাদিত শ্রীমূর্ত্তি বাহির করিলেন। তদনন্তর অসংখ্য বলিষ্ঠ লোক মিলিত হইয়া সেই গুরুভারসমন্বিত শ্রীমূর্ত্তি লইয়া পর্ব্বতোপরি প্রস্তর সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। গ্রামবাসী এবং দূর দূরান্তর হইতে সমাগত ভক্তিমান্ ব্যক্তিগণের সাহায্য ও সহানুভূতিতে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী সেই শ্রীমূর্ত্তির মহাস্নান ও বিবিধ ভোগাদি সমর্পণ করিলেন। এইরূপে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী দুই বৎসর কাল এই গোবর্দ্ধনধারী শ্রীমূর্ত্তির সেবা করিয়া তাঁহারই স্বপ্নাদেশ পাইয়া দক্ষিণদেশে মলয়জ চন্দন আনিতে গমন করিলেন ও বঙ্গদেশবাসী দুইজন সংসার-বিরক্ত ব্রাহ্মণকে শিষ্য করিয়া তাঁহাদের উপর সেবাভার ন্যস্ত করিয়া গেলেন। এই শ্রীমূর্ত্তি এখন আর গোবর্দ্ধন পর্ব্বতস্থিত শ্রীমন্দিরে নাই। শ্রীপাদবল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণ এই মূর্ত্তি গোবর্দ্ধন পর্ব্বত হইতে লইয়া গিয়া রাজপুতনা অঞ্চলে নাথদ্বার নামক স্থানে স্থাপন করিয়াছেন এবং অদ্যাপি মহাসমারোহে তাঁহার সেবা করিতেছেন। অদ্যাপি

বঙ্গদেশের অনেক ভাগ্যবান্ ব্যক্তি "নাথদ্বার" নামক স্থানে গিয়া গোবর্দ্ধনধারীর শ্রীচরণ দর্শন করিয়া থাকেন।)

গোবর্দ্ধন গিরিতে শ্রীকৃষ্ণ যে মূর্ত্তিতে এইভাবে লীলা করিতেছেন, সজ্জনগণ সেই মূর্ত্তিকে দেবদমন ও শ্রীনাথ আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। যাঁহারা এই শ্রীমূর্ত্তি একবার মাত্র নয়নে দেখিবেন, ঘোর কলিকালেও তাঁহারা কৃতার্থ হইবেন, সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের চতুষ্কোণস্থিত চারি পর্ব্বতে জগন্নাথ, রঙ্গনাথ, দ্বারকানাথ ও বদ্রিনাথ এই চারি মূর্ত্তিতে শ্রীভগবান্ বিরাজিত আছেন। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতমধ্যেও শ্রীভগবান্ শ্রীনাথরূপে বিরাজিত, অতএব ভারতবর্ষে শ্রীভগবান্ জগন্নাথ, রঙ্গনাথ, দ্বারকানাথ, বদ্রিনাথ ও শ্রীনাথ এই পঞ্চ "নাথ" রূপে বিরাজিত। শ্রীভগবানের এই পঞ্চ নাথমূর্ত্তি ধর্ম্মমণ্ডপের স্তম্ভস্বরূপ এবং আর্ত্তত্রাণপরায়ণ। এই পঞ্চমূর্ত্তির দর্শনে নরগণ নারায়ণসারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। জগন্নাথ, রঙ্গনাথ, প্রভৃতি চারি মূর্ত্তির ক্ষেত্রে গমন এবং দর্শন করিয়াও যদি কেহ শ্রীনাথ মূর্ত্তি দর্শন না করেন, তাহা হইলে তাহার জগন্নাথাদি চারি মূর্ত্তি দর্শন নিষ্ফল হয়। (শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তাঁহার চরণাশ্রিত শ্রীপাদ রূপ সনাতনাদি গোস্বামিপাদগণের সময়ে শ্রীনাথ মূর্ত্তি গোবর্দ্ধনেই ছিলেন, কাজেই তাঁহাদের আর এই শ্রীমূর্ত্তি দর্শনের জন্য "নাথদ্বার" নামক স্থানে গমন করিতে হয় নাই।) যে সমস্ত ভাগ্যবান্ ব্যক্তি, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে শ্রীনাথ মূর্ত্তি দর্শন করেন, তাঁহারা জগন্নাথাদি মূর্ত্তি দর্শনের সুযোগ না পাইলেও কেবলমাত্র শ্রীনাথ মূর্ত্তি দর্শনেই পঞ্চবিধ 'নাথমূর্ত্তি" দর্শনের ফল লাভ করিয়া থাকেন।

দেবর্ষি নারদ এইরূপে মিথিলাপতি বহুলাশ্বের নিকট গোবর্দ্ধন পর্ব্বতস্থিত তীর্থ সমূহের বিবরণ বলিয়া পরিশেষে বলিলেন—

ঐরাবতস্য সুরভেঃ পাদচিহ্নানি যত্র বৈ। তত্র নত্বা নরঃ পাপী বৈকুণ্ঠং যাতি মৈথিল।
হস্তচিহ্নং পাদচিহ্নং শ্রীকৃষ্ণস্য মহাত্মনঃ। দৃষ্ট্বা নত্বা নরঃ কশ্চিৎ সাক্ষাৎ কৃষ্ণপদং ব্রজেৎ॥
এতানি নৃপ তীর্থানি কুণ্ডান্যায়তনানি চ। অঙ্গানি গিরিরাজস্য কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥

(শ্রীগর্গসংহিতা)

গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের যে স্থানে ঐরাবত ও সুরভির পদচিহ্ন আছে, সে স্থানে প্রণাম করিলে মহাপাপীও বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করিবার অধিকার লাভ করিয়া থাকে। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের স্থানে স্থানে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের করচিহ্ন ও পদচিহ্ন প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে, তাহা দর্শন করিলে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ-চরণপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। হে মিথিলাপতে। গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের অঙ্গস্বরূপ এই সমস্ত তীর্থ কুণ্ড, শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্রের কথা তোমার নিকটে বর্ণনা করিলাম, তোমার আর কি শুনিতে ইচ্ছা হয়, তাহা বল।

দেবর্ষি নারদের মুখে গোবর্দ্ধনস্থিত তীর্থরাজির বৃত্তান্ত শুনিয়া মিথিলাপতি বহুলাশ্ব, পরমানন্দসাগরে ভাসমান হইলেন ও করযোড়ে দেবর্ষি নারদকে বলিলেন, হে দেবর্ষি। আপনি পরব্রহ্ম শ্রীভগবান্ এবং অবরব্রহ্ম বেদাদি শাস্ত্র এই উভয়েরই সর্ব্ববিধ তত্ত্ব অবগত আছেন। আপনাকে আর আমি কি বলিব, আপনি যদি কৃপাপূর্ব্বক গোবর্দ্ধনের কোন্ অঙ্গে কোন্ তীর্থ অবস্থিত আছে, তাহা আমার নিকট বর্ণনা করেন, তাহা হইলে আমার জীবন সফল হয়। মিথিলারাজের এই সবিনয় প্রার্থনা বাক্যে পরম সন্তুষ্ট হইয়া দেবর্ষি নারদ বলিলেন—

যত্র যস্য প্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ তদঙ্গং পরমং বিদুঃ। ক্রমতো নাস্ত্যঙ্গচয়ো গোবর্দ্ধনস্য মৈথিল॥
যথা সর্ব্বগতং ব্রহ্ম সর্ব্বাঙ্গানি চ তস্য বৈ। বিভূতের্ভাবতঃ শশ্বৎ তথা বক্ষ্যামি মানদ॥
শৃঙ্গারমণ্ডলস্যাধোমুখং গোবর্দ্ধনস্য চ। যত্রান্নকূটং কৃতবান্ ভগবান্ ব্রজবাসিভিঃ॥
নেত্রে বৈ মানসী গঙ্গা মুখ' চন্দ্রসরোবরঃ। গোবিন্দকুণ্ডং হ্যধরৌ চিবুকং কৃষ্ণকুণ্ডকম্॥

রাধাকুণ্ডং তস্য জিহ্বা কপোলৌ ললিতাসরঃ। গোপালকুণ্ডং কর্ণৌ চ কর্ণান্তঃ কুসুমাকরঃ॥
মৌলিচিহ্না শিলা তস্য ললাটং বিদ্ধি মৈথিল। শিরশ্চিত্রশিলা তস্য গ্রীবা বৈ বাদনী শিলা॥
কান্দুকং পার্শ্বদেশাংশ্চ ঔষ্ণীষং কটিরুচ্যতে। দ্রোণতীর্থং পৃষ্ঠদেশে লৌকিকং চোদরে স্থিতম্॥
কদম্বখণ্ডমুরসি জীবঃ শৃঙ্গারমণ্ডলং। শ্রীকৃষ্ণপাদচিহ্নন্তু মনস্তস্য মহাত্মনঃ॥
হস্তচিহ্নং তথা বুদ্ধিরৈরাবতপদং পদম্। সুরভেঃ পাদচিহ্নেষু পক্ষৌ তস্য মহাত্মনঃ॥
পুচ্ছকুণ্ডে তথা পুচ্ছং বৎসকুণ্ডে বলং স্মৃতম্। রুদ্রকুণ্ডে তথা ক্রোধঃ কামঃ শক্রসরোবরে॥
কুবেরতীর্থং চোদ্যোগো ব্রহ্মতীর্থে প্রসন্নতা। যমতীর্থে হ্যহঙ্কারো বদন্তীত্থং পুরাবিদঃ॥
এবমঙ্গানি সর্ব্বত্র গিরিরাজস্য মৈথিল। কথিতানি ময়া তুভ্যং সর্ব্বপাপহরাণি চ॥
গিরিরাজবিভূতিঞ্চ যঃ শৃণোতি নরোত্তমঃ। স গচ্ছেদ্ধাম পরমং গোলোকং যোগিদুর্লভম্॥

(শ্রীগর্গসংহিতা)

হে রাজন্। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের যে যে অঙ্গে যে যে তীর্থ অবস্থিত এবং প্রসিদ্ধ আছে, তাহা আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি। কিন্তু ইহাতে কোনপ্রকার ক্রম নির্দ্দেশ কিংবা শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠ ভাব নাই। যেমন সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের বিভূতি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত এব তাঁহার "সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তং" প্রভৃতি শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির কোন-প্রকার ক্রমনির্দ্দেশ কিংবা শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠতার বিচার নাই, সেইরূপ ঘনীভূত পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসম্ভূত এবং নিত্য-লীলাক্ষেত্র গোবর্দ্ধনেরও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির কোনপ্রকার ক্রমনির্দ্দেশ কিংবা শ্রেষ্ঠ-কনিষ্ঠতার বিচার নাই। যাহা হউক, গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের সর্ব্বাঙ্গেই বিবিধ তীর্থরাজি বিরাজিত আছে, তাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ যেখানে ব্রজবাসি গোপগণসহ অন্নকুট যাত্রার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই শৃঙ্গারমণ্ডলের অধোবর্ত্তি স্থান গোবর্দ্ধনের মুখ। মানসী-গঙ্গা গোবর্দ্ধনের নেত্র, চন্দ্রসরোবর নাসিকা, গোবিন্দকুণ্ড অধর এবং কৃষ্ণকুণ্ড চিবুক। রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনের জিহ্বা, ললিতাকুণ্ড কপোল, গোপালকুণ্ড কর্ণ এবং কুসুমসরোবর কর্ণবিবর। শ্রীকৃষ্ণের মস্তকচিহ্ন সমন্বিত শিলা খণ্ড গোবর্দ্ধনের ললাট, চিত্রশিলাতীর্থ গোবর্দ্ধনের মস্তক, বাদনশিলা গোবর্দ্ধনের গ্রীবা, কন্দুকতীর্থ পার্শ্বদেশ এবং ঔষ্ণীষতীর্থ কটি। দ্রোণতীর্থ গোবর্দ্ধনের পৃষ্ঠ, লৌকিকতীর্থ উদর, কদম্বখণ্ড বক্ষঃস্থল এবং শৃঙ্গারমণ্ডল গোবর্দ্ধনের জীবনীশক্তি। গোবর্দ্ধনের যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন আছে, সেই স্থান গোবর্দ্ধনের মনঃ, শ্রীকৃষ্ণের হস্তচিহ্নসমন্বিত স্থান গোবর্দ্ধনের বুদ্ধি, ঐরাবত-পদচিহ্নযুক্ত স্থান পদ এবং সুরভির পদচিহ্নযুক্ত স্থান গোবর্দ্ধনের পক্ষ। পুচ্ছকুণ্ড নামক স্থান গোবর্দ্ধনের পুচ্ছ, বৎসকুণ্ড বল, রুদ্রকুণ্ড ক্রোধ, ইন্দ্রসরোবর কাম, কুবেরতীর্থ উদ্যোগ, ব্রহ্মতীর্থ প্রসন্নতা এবং যমতীর্থ অহঙ্কার। হে মিথিলাপতে। বিজ্ঞগণ এইরূপে গোবর্দ্ধনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির ও সেখানকার তীর্থসমূহের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া থাকেন। আমিও তদনুসারে তোমার নিকট সেই সমস্ত সর্ব্বপাপহর তীর্থসমূহের কথা বর্ণনা করিলাম। যে সমস্ত ভাগ্যবান্ ব্যক্তি গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের বিভূতিবার্ত্তা শ্রবণ করেন, তাঁহারা যোগিজনদুর্লভ গোলোক ধামে বাস করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন।

শ্রীগর্গসংহিতায় গোবর্দ্ধনের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বিবিধ সমালোচনা এবং আখ্যায়িকা প্রভৃতি দেখা যায়। গ্রন্থ বাহুল্যভয়ে তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা গেল না। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উৎপত্তি সম্বন্ধে গর্গসংহিতায় বর্ণিত আছে যে—একদিন গোলোকস্থ রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে—

বৃন্দাবনে দিব্যনিকুঞ্জপার্শ্বে কৃষ্ণাতটে রাসরসায় যোগ্যং।
রহঃস্থলং ত্বং কুরুতান্মনোজ্ঞং মনোরথোঽয়ং মম দেবদেব॥

হে দেবদেব। যমুনাতটে বৃন্দাবনের দিব্য নিকুঞ্জ পার্শ্বে, রাসরসাস্বাদনের যোগ্য কোনও মনোহর নির্জ্জন স্থান

নির্দ্দেশ করুন, ইহাই আমার আন্তরিক বাসনা। শ্রীরাধিকার এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ রহোলীলা করিবার উপযুক্ত এক পরম মনোহর নির্জ্জন স্থান সৃষ্টি করিলেন—

তথাস্তু চোক্ত্বা ভগবান্ রহোযোগ্যং বিচিন্তয়ন্। স্বং নেত্রপঙ্কজাভ্যান্ত হৃদয়ং সংদদর্শ হ।
তদৈব কৃষ্ণহৃদয়াৎ গোপীব্যূহস্য পশ্যতঃ। নির্গতং সজলং তেজোঽনুরাগস্যেব চাঙ্কুরম্॥
পতিতং রাসভূমৌ তৎ ববৃধে পর্ব্বতাকৃতি। রত্নধাতুময়ং দিব্যং সুনির্ঝরদরীবৃতম্।
মন্দারকুন্দবৃন্দাঢ্যং সুপক্ষিগণসংবৃতম্। কদম্ববকুলাশোকলতাজালমনোহরম্॥
ক্ষণমাত্রেণ বৈদেহ লক্ষযোজনবিস্তৃতম্। শতকোটিযোজনানাং লম্বিতং শেষবৎ পুনঃ।
ঊর্দ্ধং সমুন্নতং জাতং পঞ্চাশৎকোটিযোজনম্। করীন্দ্রবৎ স্থিতং শশ্বৎ পঞ্চাশৎকোটিবিস্তৃতম্॥
কোটিযোজনদীর্ঘাঙ্গৈঃ শৃঙ্গাণাং শতকৈঃ স্ফুরৎ। উচ্চকৈঃ স্বর্ণকলসৈঃ প্রাসাদমিব মৈথিল।
গোবর্দ্ধনাখ্যং তচ্চাহুঃ শতশৃঙ্গং তথা পরে। এবম্ভূতস্তু তদপি বর্দ্ধিতং মনসোৎসুকম্॥

শ্রীরাধিকার প্রার্থনাবাক্য শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ "তথাস্তু" বলিয়া অনুমোদন করিলেন এবং শ্রীরাধিকার প্রার্থিত রহোলীলার যোগ্য স্থানের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহার পর তিনি নয়নকমল দ্বারা নিজ বক্ষঃস্থলে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং গোপীগণের সম্মুখে তাঁহার হৃদয়স্থিত রাধানুরাগের অঙ্কুর সদৃশ সজল তেজঃ নির্গত হইয়া রাসস্থলীতে পতিত হইল ও দেখিতে দেখিতে তাহা পর্ব্বতাকৃতি হইয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দিব্যরত্নধাতুময়, মনোহর নির্ঝর ও গুহাবলী সমন্বিত, মন্দার ও কুন্দকুসুমপরিশোভিত, শুক কোকিলাদি পক্ষিগণসমাবৃত এবং কদম্ব, বকুল, অশোক ও বিবিধ লতাজালপরিবৃত সেই পর্ব্বত দেখিতে দেখিতে লক্ষযোজন বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তাহার পর সেই পর্ব্বত শেষনাগের ন্যায় শতকোটি যোজন লম্বিত, পঞ্চাশৎকোটি যোজন উর্দ্ধ এবং পঞ্চাশৎ কোটি যোজন বিস্তৃত হইয়া করীন্দ্রের ন্যায় দণ্ডায়মান হইল এবং কোটি যোজন দীর্ঘাঙ্গ শত শত শৃঙ্গ স্ফুরিত হইয়া স্বর্ণকুম্ভ পরিশোভিত রাজপ্রাসাদের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। এই পর্ব্বতকে কেহ কেহ গোবর্দ্ধন আখ্যা প্রদান করেন এবং কেহ কেহ "শতশৃঙ্গ" নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন।

সংবীক্ষ্য তং গিরিবরং প্রসন্না ভগবৎপ্রিয়া। তস্মিন্ রহঃস্থলে রাজন্ ররাজ হরিণা সহ॥
সোঽয়ং গিরিবরঃ শ্রীমান্ শ্রীকৃষ্ণেন প্রণোদিতঃ। সর্ব্বতীর্থময়ঃ শ্যামো ঘনশ্যামঃ সুরপ্রিয়ঃ॥
ভারতাৎ পশ্চিমদিশি শাল্মলীদ্বীপমধ্যতঃ। গোবর্দ্ধনো জন্ম লেভে পত্ন্যাং দ্রোণাচলস্য চ॥
পুলস্ত্যেন সমানীতো ভারতে ব্রজমণ্ডলে॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া গোপীগণ সেই গিরিবরকে দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন এবং পর্ব্বতের নিভৃত নিকুঞ্জে গুহামধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নানাবিধ লীলাবিলাস করিতে লাগিলেন। সেই গোলোকস্থ সর্ব্বতীর্থময়, ঘনশ্যামকলেবর গোবর্দ্ধনপর্ব্বত শ্রীকৃষ্ণের আদেশে ভারতবর্ষের পশ্চিমভাগে শাল্মলীদ্বীপে দ্রোণপর্ব্বতের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং পুলস্ত্য ঋষি তাঁহাকে শাল্মলী দ্বীপ হইতে আনিয়া ব্রজমণ্ডলে স্থাপন করিয়াছেন।

গোবর্দ্ধন মাহাত্ম্য সম্বন্ধে এক প্রাচীন ইতিহাস আছে যে—এক সময় বিজয় নামক এক ব্রাহ্মণ, ঋণ গ্রহণ করিবার জন্য মথুরায় কোনও ধনিগৃহে আসিয়াছিলেন। সেখানে তিনি তাঁহার কার্য্যসাধন করিয়া নিজগৃহে গমন করিবার সময় গোবর্দ্ধন তটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও যদৃচ্ছাক্রমে সেখান হইতে একটি বর্ত্তুলাকৃতি শিলাখণ্ড গ্রহণ করিয়া বনপথে নিজগৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এই প্রকারে সেই ব্রাহ্মণ যখন ব্রজমণ্ডলের সীমা অতিক্রম করিয়া বনভূমিতে উপস্থিত হইলেন, তখন দেখিলেন যে এক ঘোরাকৃতি রাক্ষস তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। রাক্ষসকে নিজ নিকটে আগমন করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণ প্রাণভয়ে ভীত হইয়া প্রাণপণে দ্রুত

বেগে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও তিনি রাক্ষসের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে সেই ঘোরাকৃতি রাক্ষস দ্রুতবেগে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল ও তাঁহাকে ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিল। ব্রাহ্মণ তখন প্রাণভয়ে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া যেমন হস্ত ক্ষেপণ করিলেন, অমনই তাঁহার হস্তস্থিত গোবর্দ্ধন শিলাখণ্ড নিক্ষিপ্ত হইয়া সেই রাক্ষসের গায়ে লাগিল। এইভাবে গোবর্দ্ধনশিলাখণ্ড গায়ে লাগিবামাত্র রাক্ষস আর রাক্ষস রহিল না, দেখিতে দেখিতে সে রাক্ষসদেহ পরিত্যাগ করিয়া শ্যামবর্ণ পীতবসন বনমালা বিভূষিত বংশীধারী বেত্রহস্ত ও কটক কুণ্ডলাদি পরিশোভিত, কৃষ্ণপার্ষদ গোপবালকের মূর্ত্তি ধারণ করিল ও কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়নম্র গদ্‌গদবচনে ব্রাহ্মণকে বলিতে লাগিল—

ধন্যস্ত্বং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ পরত্রাণপরায়ণঃ। ত্বয়া বিমোচিতোঽহং বৈ রাক্ষসত্বান্মহামতে॥
পাষাণস্পর্শমাত্রেণ কল্যাণং মে বভূব হ। ন কোঽপি মাং মোচয়িতুং সমর্থো হি ত্বয়া বিনা॥
(শ্রীগর্গসংহিতা)

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! তুমি ধন্য ও পরত্রাণপরায়ণ; আজ তোমার কৃপায় আমার রাক্ষসত্ব মোচন হইল। তোমার হস্ত নিক্ষিপ্ত পাষাণখণ্ড স্পর্শমাত্রই আমার পরম মঙ্গল লাভ হইল। তুমি ব্যতীত কেহই আমাকে এভাবে মুক্তি প্রদান করিতে পারিত না। দিব্যমূর্ত্তিপ্রাপ্ত রাক্ষসের কথায় বিস্মিত হইয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন—হে মহাত্মন্। আমার কি সাধ্য আছে যে তোমাকে মুক্তিপ্রদান করিতে পারি। আমার মনে হয় যে—আমার হস্তনিক্ষিপ্ত পাষাণ স্পর্শেই তুমি মুক্তিলাভ করিয়াছ। হে সুব্রত। এই পাষাণের মহিমা আমি কিছুই জানি না, তোমার যদি কিছু জানা থাকে তাহা হইলে কৃপাপূর্ব্বক আমাকে বল। ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া সেই দিব্যমূর্ত্তিধারী এবং দিব্যজ্ঞান-প্রাপ্ত রাক্ষস বলিল—

গিরিরাজো হরেরূপং শ্রীমান্ গোবর্দ্ধনো গিরিঃ। তস্য দর্শনমাত্রেণ নরো যাতি কৃতার্থতাম্॥
গন্ধমাদনযাত্রায়াং যৎ ফলং লভতে নরঃ। তস্মাৎ কোটিগুণং পুণ্যং গিরিরাজস্য দর্শনে॥
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি কেদারে যৎ তপঃ ফলম্। তচ্চ গোবর্দ্ধনে বিপ্র ক্ষণেন লভতে নরঃ॥
মলয়াদ্রৌ স্বর্ণভারদানস্যাপি চ যৎ ফলম্। তস্মাৎ কোটিগুণং পুণ্যং গিরিরাজে হি মাসিকম্॥
ঋষ্যমূখস্য সহ্যস্য তথা দেবগিরেঃ পুনঃ। যাত্রায়াং লভতে পুণ্যং সমস্তায়া ভুবঃ ফলম্॥
গিরিরাজস্য যাত্রায়াং তস্মাৎ কোটিগুণং ফলম্। গিরিরাজসমং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি॥

গিরিরাজ গোবর্দ্ধন শ্রীহরিরই রূপান্তর মাত্র। গোবর্দ্ধন পর্ব্বত দর্শনমাত্রেই জীবগণ কৃতার্থ হইয়া যায়। গন্ধমাদন পর্ব্বত পরিক্রম করিলে জীব যে ফল লাভ করে, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত দর্শনমাত্রেই তদপেক্ষা কোটিগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। কেদার ক্ষেত্রে পাঁচ হাজার বৎসর তপস্যা করিলে যে ফল লাভ হয়, ক্ষণকালমাত্র গোবর্দ্ধন তটে অবস্থান করিলেই সে ফল লাভ হইয়া থাকে। মলয়পর্ব্বতে স্বর্ণভার দান করিলে যে ফল লাভ হয়, গোবর্দ্ধন তটে এক মাস মাত্র বাস করিলে তদপেক্ষা কোটি গুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। ঋষ্যমূখপর্ব্বত, সহ্যগিরি এবং দেবগিরি পরিক্রম করিলে পৃথিবী প্রদক্ষিণের ফল লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু গোবর্দ্ধন গিরি পরিক্রম করিলে তদপেক্ষা কোটি গুণ ফল লাভ হয়। গিরিরাজ গোবর্দ্ধন সদৃশ তীর্থ আর কোন স্থানেই হয় নাই ও হইবে না। পৃথিবীতে যেখানে যত তীর্থ আছে, সমস্ত তীর্থের কোটি গুণ ফল এই গোবর্দ্ধন হইতে অনায়াসে লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীশৈলে দশবর্ষাণি কুণ্ডে বিদ্যাধরে নরঃ। স্নানং করোতি সুকৃতিঃ শতযজ্ঞফলং লভেৎ॥
গোবর্দ্ধনে পুচ্ছকুণ্ডে দিনৈকং স্নানকৃন্নরঃ। কোটিযজ্ঞফলং সাক্ষাৎ পুণ্যমেতি ন সংশয়ঃ॥
গোদাবর্য্যাং গুরৌ সিংহে মায়াপূর্য্যান্তু কুম্ভগে। পুষ্করে পুষ্যনক্ষত্রে কুরুক্ষেত্রে রবিগ্রহে॥

চন্দ্রগ্রহে তু কাশ্যাং বৈ ফাল্গুনে নৈমিষে তথা। একাদশ্যাং শূকরে চ কার্ত্তিক্যাং গণমুক্তিদে॥
জন্মাষ্টম্যাং মধোঃ পূর্য্যাং খাণ্ডবে দ্বাদশীদিনে। প্রয়াগে মকরার্কে তু বর্হিষ্মত্যাং হি বিধৃতৌ॥
অযোধ্যাসরযূতীরে শ্রীরামনবমীদিনে। এবং শিবচতুর্দ্দশ্যাং বৈজনাথশুভে বনে॥
তথা দর্শে সোমবারে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে। দশম্যাং সেতুবন্ধে চ শ্রীরঙ্গে সপ্তমীদিনে॥
এষু দানং তপঃ স্নানং জপো দেবদ্বিজার্চ্চনং। তৎ সর্ব্বং কোটিগুণিতং ভবতীহ দ্বিজোত্তম॥
গোবিন্দকুণ্ডে বিশদে যঃ স্নাতি কৃষ্ণমানসঃ। প্রাপ্নোতি কৃষ্ণসারূপ্যং মৈথিলেন্দ্র ন সংশয়ঃ॥
অশ্বমেধসহস্রাণি রাজসূয়শতানি চ। মানসী গঙ্গয়া তুল্যানি ভবন্ত্যত্র নো গিরৌ॥
ত্বয়া বিপ্র কৃতং সাক্ষাৎ গিরিরাজস্য দর্শনং। স্পর্শনঞ্চ ততঃ স্নানং ন হ্যতোঽস্ত্যধিকং ভুবি॥
ন মন্যসে চেন্মাং পশ্য মহাপাতকিনং পরং। গোবর্দ্ধনশিলাস্পর্শাৎ কৃষ্ণসারূপ্যতাং গতম্॥

যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি শ্রীশৈলে বিদ্যাধরকুণ্ডে দশ বৎসর স্নান করে, সে শত যজ্ঞের ফল লাভ করে। কিন্তু গোবর্দ্ধনের পুচ্ছকুণ্ডে একদিন মাত্র স্নান করিলেই কোটি যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। সিংহরাশিস্থ বৃহস্পতিতে গোদাবরীতে, কুম্ভরাশিতে হরিদ্বারে, পুষ্যানক্ষত্রে পুষ্করে, সূর্য্যগ্রহণে কুরুক্ষেত্রে, চন্দ্রগ্রহণে কাশীতে, ফাল্গুন মাসে নৈমিষারণ্যে, একাদশীতে শূকরক্ষেত্রে, কার্ত্তিক মাসে গণমুক্তিদতীর্থে, জন্মাষ্টমীতে মথুরায়, দ্বাদশীতে খাণ্ডবে, মাঘ মাসে প্রয়াগে, বৈধৃতিযোগে বর্হিষ্মতীপুরে, শ্রীরামনবমী দিনে অযোধ্যায় সরযূ তীরে, শিবচতুর্দ্দশীতে বৈজনাথ বনে, সোমবার অমাবস্যায় গঙ্গাসাগরসঙ্গমে, দশমীতে সেতুবন্ধে এবং সপ্তমীতে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে দান, তপস্যা, স্নান, জপ ও দেবদ্বিজাদি আরাধনায় যে ফল লাভ হয়, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত দর্শনমাত্রেই তদপেক্ষা কোটীগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণচরণ ধ্যান করিতে করিতে গোবিন্দকুণ্ডে স্নান করে, সে কৃষ্ণের সারূপ্য প্রাপ্ত হয়। মানসী গঙ্গায় স্নান করিলে যে ফললাভ হয় তাহার সহিত সহস্র অশ্বমেধ এবং শত রাজসূয় যজ্ঞেরও তুলনা হয় না। হে ব্রাহ্মণ। তুমি গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে দর্শন করিয়াছ, গোবর্দ্ধনশিলা স্পর্শ করিয়াছ এবং গোবর্দ্ধনস্থ জলাশয়ে স্নান করিয়াছ। সুতরাং তোমার মত ভাগ্যবান্ আর এ জগতে কেহ নাই। গোবর্দ্ধন মাহাত্ম্যে যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে তুমি আমার কথা মনে কর। দেখ, আমি মহাপাতকী হইয়াও গোবর্দ্ধন শিলাস্পর্শে কৃষ্ণসারূপ্য লাভ করিয়াছি।

দিব্যমূর্ত্তিধারী রাক্ষসের মুখে গোবর্দ্ধন মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ পরম বিস্মিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—হে মহাত্মন্। আপনি পূর্ব্বজন্মে কে ছিলেন, তাহা আমার নিকট বলিয়া আমার কৌতূহল দূর করুন। ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া সেই দিব্যমূর্ত্তিধারী বলিল—আমি পূর্ব্বজন্মে কোনও ধনবান্ বৈশ্যের পুত্র ছিলাম এবং বাল্যকাল হইতেই দ্যূতক্রীড়াসক্ত, মদ্যপায়ী এবং বেশ্যাসক্ত ছিলাম। আমার এই দোষে আমার পিতা, মাতা এবং ভার্য্যা আমাকে নিরন্তর ভৎর্সনা করিতেন। আমি একদিন তাঁহাদের ভৎর্সনায় ক্রুদ্ধ হইয়া, বিষ প্রয়োগে পিতা মাতার এবং খড়্গাঘাতে ভার্য্যার প্রাণ বিনাশ করিয়া গৃহস্থিত সমস্ত ধনরত্নাদি লইয়া বেশ্যাসহ দক্ষিণ দেশে গমন করিলাম। সেখানে গিয়া আমি দস্যুবৃত্তিরত হইয়া ধনলোভে অসংখ্য ব্রহ্মহত্যা, ক্ষত্রহত্যা, স্ত্রীহত্যা প্রভৃতি করিতে আরম্ভ করিলাম। তাহার পর আমি ক্রোধবশতঃ আমার সঙ্গিনী সেই বেশ্যাকেও অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিলাম। এইরূপে দস্যুবৃত্তি আশ্রয় করিয়া কিছুদিন অতিবাহিত হইলে আমি একদিন মৃগমাংস সংগ্রহের জন্য বনে গমন করিলাম ও সেখানে আমার সর্পাঘাতে প্রাণান্ত হইল।

তাহার পর যমদূতগণ আসিয়া আমাকে পাশবদ্ধ করিয়া মুদ্গার প্রহার করিতে করিতে যমালয়ে লইয়া গেল এবং এক মন্বন্তর কালের জন্য কুম্ভীপাক নরকে নিক্ষেপ করিল। তাহার পর আমি এক কল্পকাল তপ্তসূর্ম্মি

নরকে এবং এক এক বৎসর করিয়া চৌরাশী লক্ষ নরকে বাস করিয়া ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিলাম। ভারতবর্ষেও আমি, দশবার শূকর, শতবার ব্যাঘ্র, শতবার উষ্ট্র, শতবার মহিষ এবং সহস্রবার সর্প যোনিতে জন্মগ্রহণ করিলাম এবং প্রত্যেক বারই দুষ্ট মানবগণকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলাম। তাহার পর দশ হাজার বৎসর অতীত হইল আমি এই রাক্ষস দেহ ধারণ করিয়া নির্জ্জন বনে অবস্থান করিতেছি। এইভাবে বনে বনে বিচরণ করিতে করিতে আমি একদিন যমুনাতীরে গমন করিয়াছিলাম, কিন্তু যষ্টিধারী শ্যামবর্ণ কৃষ্ণপার্ষদগণ আমাকে ব্রজভূমি হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। তাহার পর আমি এই বনে আসিয়া বাস করিতেছি এবং বহুদিনের অনশনে অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়া তোমাকে ভক্ষণ করিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু আমার কোন্ জন্মের কোন্ মহাসৌভাগ্য ছিল জানি না, তোমার হস্তনিক্ষিপ্ত গোবর্দ্ধন শিলাস্পর্শে আমি এই দিব্য দেহ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

ব্রাহ্মণ ও সেই দিব্য-দেহপ্রাপ্ত রাক্ষস এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে গোলোক হইতে এক দিব্য রথ আগমন করিল এবং তাহাতে আরোহণ করিয়া সেই দিব্য দেহপ্রাপ্ত রাক্ষস গোলোক ধামে চলিয়া গেল। রাক্ষসের এই অনির্ব্বচনীয় গতি দেখিয়া ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইলেন এবং তাড়াতাড়ি, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে গমন করিয়া তাহার তটভূমিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন এবং চিরদিনের জন্য গোবর্দ্ধন প্রদক্ষিণ ও গোবর্দ্ধনের নিকটে বাস জীবনের সারসম্বলরূপে অবলম্বন করিলেন।

পরম করুণাময় শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনধারণলীলা সমালোচনা করিলে মনে হয় যে তিনি তাঁহার ভক্তচূড়ামণি গোবর্দ্ধনের মাহাত্ম্য খ্যাপন করিবার জন্যই ইন্দ্রযাগের পরিবর্ত্তে গোবর্দ্ধন যাগ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন এবং তৎপ্রসঙ্গে জগতের জীবের অনায়াসে জীবন সফল করিবার উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন॥ ১৫—২৫

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীসমাখ্যায়াং তাৎপর্য্যব্যাখ্যায়াং দশমস্কন্ধস্য ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৬

# দশমঃ স্কন্ধঃ

——:*):——

## সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ

——(:*:)——

শ্রীশুক উবাচ।

গোবর্দ্ধনে ধৃতে শৈলে আসারাদ্রক্ষিতে ব্রজে।
গোলোকাদাব্রজৎ কৃষ্ণং সুরভিঃ শক্র এব চ ॥ ১

**অন্বয়ঃ।**—গোবর্দ্ধনে (তৃণজলাদিনা গবাং বর্দ্ধনশীলত্বাৎ তন্নামপ্রসিদ্ধে) শৈলে (মহাগিরৌ) ধৃতে (শ্রীকৃষ্ণেন লীলয়া বামকরেণ ধৃতে) আসারাৎ (ধারাসম্পাদাৎ; ব্রজে (ব্রজবাসিষু) রক্ষিতে (শ্রীকৃষ্ণেন রক্ষিতে চ সতি) গোলোকাৎ (গবাং লোকাৎ) সুরভিঃ (তন্নামপ্রসিদ্ধকামধেনুঃ) শক্র এব চ (ইন্দ্রশ্চ) কৃষ্ণং (গোবর্দ্ধনধরং ব্রজপালকঞ্চ শ্রীব্রজরাজনন্দনং) আব্রজৎ (শরণং জগাম) ॥ ১

**মূলানুবাদ।**—শ্রীশুকদেব বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ ও প্রবলবৃষ্টিপাত হইতে ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিলে গোলোক হইতে সুরভি এবং ইন্দ্র আসিয়া কৃষ্ণের চরণে শরণাগত হইলেন ॥ ১

**শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।**—সপ্তবিংশে তদালক্ষ্য কৃষ্ণস্য প্রভবং পরম্। বর্ণ্যতে সুরভীন্দ্রাভ্যামভিষেক-মহোৎসবঃ ॥ ০ ॥ গোবর্দ্ধনে ধৃতে শৈলে ইতি শক্রস্য ভয়েনাগমনে হেতুঃ। আসারাদ্রক্ষিতে ব্রজ ইতি সুরভের্হর্ষেণাগমনে ॥ ১

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—গা নিত্য বর্দ্ধয়তি তথা তস্মিন্নিত তৎসাহায্যেন মহাবৃষ্ট্যাঽপি তয়া গবাং দুঃখশঙ্কা নিরস্তা, প্রত্যুত তৃণাদ্যধিকসম্পত্ত্যা সমৃদ্ধিরেব সূচিতা। ব্রজশব্দেন তত্রত্যা মানুষাঃ পশুপক্ষ্যাদয়শ্চ। গোলোকাৎ প্রাকৃতাৎ নত্বপ্রাকৃতাৎ শ্রীগোকুলপ্রকাশবিশেষাৎ। ইন্দ্রস্য তদীয়সুরভিসঙ্গাসম্ভাবাৎ। অপ্রাকৃতগোলোকস্ত অষ্টা-বিংশোধ্যায়ান্তে দর্শয়িষ্যতে। ইন্দ্রস্য তয়া সহাগমনং শ্রীকৃষ্ণস্য গোপ্রিয়তাজ্ঞানাৎ। তত্রাপি তস্যা আপ্তত্বাৎ। অত্র ইন্দ্রোঽপি তদানয়নার্থং তত্র গত্বা তস্মাদাব্রজদিতি সম্বধ্যতে। ব্রহ্মণা চোদিতা বয়মিতি সুরভিবাক্যাৎ তত্র তু ব্রহ্মণা প্রেষিতস্তেনৈব সহাগতস্ততশ্চ সুরভ্যা সমং ব্রহ্মাজ্ঞামাদায়াগত ইতি চ। অপ্যর্থে চকারঃ। মহাপরাধিত্বেন তস্যাগমনং ন সম্ভবেৎ তথাপ্যাব্রজেদিত্যর্থঃ। অনন্যগতিকত্বাৎ। তত্র হেতুঃ। কৃষ্ণং স্বয়ং ভগবন্তম্ অতঃ শরণা-গতত্বেনাব্রজদিত্যর্থঃ। সুরভিপক্ষে কৃষ্ণং স্বসন্তানপ্রিয়তাগুণেনাকর্ষকম্। এবশব্দেন শক্রস্য কৈবল্যং বোধ্যতে। বাহ-নাদিপরিবারত্যাগেনাগমনাৎ ব্রহ্মর্ষিদেবমাতৄণাং চাতিসংঘট্টভিয়া দূরে স্থিতত্বাৎ। অত্র বিশেষঃ শ্রীবৈশম্পায়নেনোক্তঃ। স দদর্শোপবিষ্টং বৈ গোবর্দ্ধনশিলাতলে। কৃষ্ণমক্লিষ্টকর্ম্মাণং পুরুহূতঃ পুরন্দরঃ ॥ তং বীক্ষ্য বালং মহতা তেজসা দীপ্তমব্যয়ম্। গোপবেশধরং বিষ্ণুং প্রীতিং লেভে পুরন্দরঃ ॥ তং সাম্বুজলদচ্ছায়ং কৃষ্ণং শ্রীবৎসলক্ষণম্। পর্য্যাপ্তনয়নঃ শক্রঃ পুনঃ পুনরুদৈক্ষত ॥ অতঃ প্রীতিং লেভ ইতি পূর্ব্বং শ্রীকৃষ্ণস্যৈকান্তে দর্শনাসম্ভাবনায়াসীৎ তস্যা অপ্যপগমাদিতি ভাবঃ। কিঞ্চ তত্রৈব। তস্যোপবিষ্টস্য সুখং পক্ষাভ্যাং পক্ষিপুঙ্গবম্। অন্তর্দ্ধানগতশ্ছায়াং চকারোরগভোজন ইতি। শ্রীপরাশরেণাপি। গরুড়ঞ্চ দদর্শোচ্চৈরন্তর্দ্ধানগতং দ্বিজম্। কৃতচ্ছায়ং হরের্মূর্দ্ধ্নি পক্ষাভ্যাং পক্ষিপুঙ্গবমিতি ॥ ১

বিবিক্ত উপসঙ্গম্য ব্রীড়িতঃ কৃতহেলনঃ । পস্পর্শ পাদযোরেনং কিরীটেনার্কবর্চ্চসা ॥ ২
দৃষ্টশ্রুতানুভাবোঽস্য কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ । নষ্টত্রিলোকেশমদ ইন্দ্র আহ কৃতাঞ্জলিঃ ॥৩

অন্বয়ঃ —কৃতহেলনঃ ( সামান্যমনুষ্যবুদ্ধ্যা কৃতাবজ্ঞঃ ) ব্রীড়িতঃ ( স্বকর্ম্মণা লজ্জিতশ্চ দেবরাজঃ ) বিবিক্তে ( একান্তে ) উপসংগম্য ( কৃষ্ণসমীপং গত্বা ) অর্কবর্চ্চসা ( সূর্য্যবত্তেজঃশালিনা ) কিরীটেন ( শিরোভূষণেন ) এনং ( শ্রীকৃষ্ণং ) পাদয়োঃ পস্পর্শ ( নমশ্চকার ) ॥ ২

মূলানুবাদ ।– সামান্য নরবালকবুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণকে অবজ্ঞা করিয়াছেন বলিয়া ইন্দ্র অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া নির্জ্জনস্থানে কৃষ্ণের নিকটে গমন করিলেন এবং তাঁহার চরণপ্রান্তে সূর্য্যতুল্য দীপ্তিশালী নিজ কিরীট স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন ॥ ২

শ্রীধরটীকা ।—ততেন্দ্র আগত্য কিং কৃতবাংস্তদাহ বিবিক্ত উপসঙ্গম্যেত্যাদিনা অথাহ সুরভিরিত্যঃ প্রাক্তনেন গ্রন্থেন । বিবিক্তে একান্তে পাদয়োঃ পস্পর্শ নমশ্চকার ॥ ২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ।—বিবিক্তে বিজন ইতি গোকুলে তেষাং প্রকটাগমনব্যবহারাভাবাৎ । ক্ষমাপণায় একান্তে ব্যবহারসিদ্ধত্বাচ্চ । শ্রীকৃষ্ণস্যৈকাকিত্বেন তত্র স্থিতিশ্চ নভসি দূরতস্তং সুরভিসহিতং তং দৃষ্ট্বা কেনাপি ব্যাজেনাগমনাৎ বিবিক্ত উপসঙ্গম্যেতি সুরভিং বিনেতি গম্যতে, তচ্চ স্বয়মেবাসাবেকাকিতয়া দীনো ভূত্বা প্রথমং মিলত্বিতি সুরভ্যা এব প্রেরণয়েতি জ্ঞেয়ম্ । তত্র হেত্বন্তরং ব্রীড়িতঃ প্রাপ্তলজ্জঃ, কুতঃ কৃতং হেলনং দুরুক্ত্যাদিনা ভগবদবজ্ঞা যেন । কিরীটেনেতি দণ্ডবৎপ্রণামং বোধয়তি, অর্কবর্চ্চসেতি তস্য তৎপাদয়োরুপযোজিতস্য শোভাং বর্ণয়তি ॥ ২

অন্বয়ঃ ।—অমিততেজসঃ ( অচিন্ত্যানন্তপ্রভাবশালিনঃ ) অস্য ( বালগোপালরূপিণঃ ) কৃষ্ণস্য ( নরাকৃতি-পরব্রহ্মণঃ ) দৃষ্টশ্রুতানুভাবঃ ( দৃষ্টঃ গোবর্দ্ধনধারণেন প্রত্যক্ষীকৃতঃ, শ্রুতঃ ব্রহ্মনারদাদিবাক্যাৎ কর্ণগোচরীকৃতঃ অনুভাবঃ মহাপ্রভাবো যেন সঃ) নষ্টত্রিলোকেশমদঃ ( নষ্টঃ বিধ্বস্তঃ ত্রিলোকেশমদঃ অহমেব ত্রিলোকেশ ইতি গর্ব্বো যস্য স ইন্দ্রঃ ) কৃতাঞ্জলিঃ ( যুক্তকরঃ সন্ ) ইদং ( বক্ষ্যমাণং স্তুত্যাত্মকম্ অপরাধক্ষমাপণাত্মকঞ্চ বাক্য-জাতং ) আহ ॥ ৩

মূলানুবাদ ।—অসীম প্রভাবশালী নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনধারণাদি মহাপ্রভাব দর্শন ও ব্রহ্মাদির নিকট আরও নানাবিধ মহাপ্রভাবের কথা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রের "আমিই ত্রিভুবনের ঈশ্বর" এই অভিমান চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল, তখন তিনি করজোড়ে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২

শ্রীধরটীকা —অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য । শ্রুতশ্চাসানুভাবশ্চঃ শ্রুতানুভাবঃ, দৃষ্টঃ শ্রুতানুভাবো যেন স ইন্দ্রঃ । নষ্টত্রিলোকেশোঽস্মিতি মদো যস্য সঃ ॥ ৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ।—অস্য বালগোপালরূপস্য কৃষ্ণস্য নরাকৃতিপরব্রহ্মণঃ । দৃষ্ট শ্রীগোবর্দ্ধনোদ্ধরণেন, শ্রুতঃ শ্রীব্রহ্মাদিমুখেনানুভাবো যেন সঃ । অমিতম্ অনন্তং তেজো যস্য তস্যেতি । অর্কতুল্যকিরীটতেজোযুক্তোপ্যসাবর্ক-কোট্যধিকতেজঃপুঞ্জাজল্যমানশ্রীপাদাব্জনখাগ্রাংশুলহরীকস্য তস্যাগ্রে দিবা খদ্যোতায়মান ইব বৃত্ত ইতি সূচয়তি । অতএব চ সদ্যো নষ্টত্রিলোকেশমদঃ । অমিততেজস ইতি পঞ্চম্যন্তং বা হেতৌ । অর্থঃ স এব ॥ ২

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।—পরমকরুণাময় ব্রজজনানন্দবর্দ্ধন শ্রীব্রজরাজনন্দন, ব্রজবাসি গোপগোপী-গণকে ইন্দ্রকৃত বৃষ্টিপাত ও ঝঞ্চাবাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে বামকরে স্থাপন করিয়া সপ্তাহ কাল দণ্ডায়মান রহিলেন ও তাহাতে ব্রজবাসি গোপগোপীগণ সর্ব্ববিধ বিপজ্জাল হইতে মুক্ত হইল এবং দেবরাজ

ইন্দ্রের গর্ব্ব-পর্ব্বত চূর্ণ হইয়া গেল। সপ্তাহান্তে ব্রজবাসিগণ ব্রজরাজনন্দনকে লইয়া নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিয়া পরমানন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের এই মহাবৈভব দেখিয়া মহাভয়ে ভীত হইয়া দেবলোকে পলায়ন করিয়াও ভীতিমুক্ত হইতে পারিলেন না।

ইতো গত্বা দৈন্যং মত্বা সখলদোজাবিডৌজা ক্ষয়ং গচ্ছন্নপ্যদৌ ক্ষয়মৃচ্ছন্নিব স্থিতবান্নতু শচীমচীকমত। ন চ নির্জ্জরসদসি নির্জ্জগাম॥ (শ্রীগোপালচম্পূঃ)

শ্রীগোপালচম্পূগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে—দেবরাজ ইন্দ্র, হতগর্ব্ব হইয়া ব্রজ হইতে অতি দীনভাবে স্বর্গে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া তাঁহার মনে শান্তি হইল না, তিনি যেন মহাভয়ে ভীত হইয়া দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। শচীর সহিত প্রেমালাপ কিংবা দেবসভায় গমন করিয়া দেবকার্য্য মন্ত্রণাদি পর্য্যন্তও তিনি একেবারে পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর অমরাবতীর নিভৃত কক্ষেই কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দেবরাজের এই অবস্থার সংবাদ পাইয়া একদিন দেবগুরু বৃহস্পতি তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন—

তদেবং বর্ণ্যমানমবকর্ণ্য বাচস্পতির্বাস্তোস্পতিমন্তরহস্তং ভর্ৎসয়ামাস। যতঃ স খলু বিবুধানামপি বিবুধঃ।

যস্মাদভজসি বিষ্ণু' জিষ্ণো তস্মাদনেধিতাসে ত্বং। ন বিনা চন্দ্রং বিন্দতি জীবনবৃত্তিং বনস্পতিঃ কোঽপি॥

অথবা সহস্রদৃশমপ্যহো ভবাদৃশমভিভূয়। ভূশীভবন্তি তাদৃশী মদান্ধতা নাদৃশী। যতঃ সুরেশোঽসি॥

ইন্দ্র উবাচ—অবিচারিতমেবাচরিতমিদং ময়া। ভবদ্ভিস্তু সাম্প্রতং সাম্প্রতমুপদিশ্যতাম্।

বাচস্পতিরুবাচ—শতমন্যো। তাদৃশবিসদৃশতায়াং শতধৃতিরেব ধৃতিমাসাদয়িতা। তস্মাৎ তদন্তসরণমেব শরণম্।

তদেবং জম্ভভেদী সখেদী ভবন্ অবধায় ধাতারমেব গত্বা সঙ্কোচময়ত্বা স্বাপরাধমবধারয়ামাস॥ (শ্রীগোপালচম্পূ')

দেবগুরু বৃহস্পতি দেবরাজের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন—হে দেবরাজ। যদিও তুমি জিষ্ণু অর্থাৎ অসুর বিজয়ী, তথাপি শ্রীকৃষ্ণচরণ ভজন কর নাই বলিয়া কোন প্রকার উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না। চন্দ্র ব্যতীত কি কোনও বনস্পতির জীবন রক্ষা হয়? তুমি সহস্রনয়ন সমন্বিত হইয়াও যে এরূপ অন্ধ হইয়াছ, ইহাতে বিস্মিত হওয়ার কোনই কারণ নাই, যেহেতু তুমি দেবরাজ। তোমার স্বর্গরাজ্যের অতুল ঐশ্বর্য্যই তোমাকে সহস্র নয়ন থাকিতেও অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বৃহস্পতির এই ভর্ৎসনা বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবরাজ বলিলেন, হে গুরো। আমি ব্রজভূমি ধ্বংস করিবার জন্য যে দুশ্চেষ্টা করিয়াছি, তাহা প্রকৃতপক্ষেই বিষম অন্যায় ও নিতান্ত অবিচারের কার্য্য হইয়াছে। সম্প্রতি আমার কিসে অপরাধ মোচন হইবে তাহারই উপদেশ প্রদান করুন। দেবরাজের এই কাতর প্রার্থনাবাক্য শুনিয়া বৃহস্পতি বলিলেন, হে দেবরাজ। একমাত্র ব্রহ্মাই তোমার এই দুঃসময়ের সৎপরামর্শ প্রদান করিতে সমর্থ, অতএব তুমি সত্বর তাঁহার নিকট গমন কর। বৃহস্পতির আদেশে দেবরাজ তখন ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন এবং ব্রহ্মার নিকটে বিস্তৃতভাবে নিজের অপরাধ-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। দেবরাজের কথা শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন—

হন্ত বিবুধাধিপেনাপ্যবুধেন ভবতা দুঃসাধবাধঃ সোঽয়ং মহানেবাপরাধঃ কৃতঃ। যং খলু সাধবঃ সকৃদপ্যবধারয়ন্ত-স্তামবধীরয়ন্তঃ সাবধানঃ শ্রোত্রমপিদধতে। তথাপি সৃষ্টিবিধিৎসা দুর্বিধিনা বিধিনা ময়া তদিদমুপদিশ্যতে। পূর্ব্বং তন্মহিমজিজ্ঞাসয়া ধার্ষ্ট্যমনুষ্ঠিতমস্তীতি তন্মাত্রকিবিষবিষমবিষহগানেন ময়া দুর্নানময়াগাধভবদপরাধক্ষমাপণায় ক্ষমতা ন লভ্যতে। কিন্তু—

গবাং কণ্ডুয়নং কার্য্যং গো-গ্রাসং গোপ্রদক্ষিণম্। নিত্যং গোষু প্রসন্নাসু গোপালোঽপি প্রসীদতি॥

ইতি গৌতমাদিসম্মত্যা গোজাতিষু প্রীতিরীতিপরীতস্য ক্ষমাপণায় কাতরস্তং তজ্জাতিমাত্রং সুরভিমেব ভজস্ব, নচেদস্মরতঃ স্মরভীসঙ্গতির্ভবিষ্যতি। (শ্রীগোপালচম্পূঃ)

হায়! হায়! তুমি বিবুধাধিপতি হইয়াও অবুধের মত যে কার্য্য করিয়াছ, তাহাতে অপ্রতিকার্য্য মহাপরাধ ঘটিয়াছে। তোমার এই অপরাধের কথা একবার মাত্র কর্ণগোচর হইলেই বিজ্ঞগণ সাবধান হইয়া কর্ণ পিধান করিবেন, তথাপি আমি সৃষ্টি রক্ষার বিধান করিবার জন্য তোমাকে উপদেশ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি একবার শ্রীকৃষ্ণের মহিমা জানিতে গিয়া মহাধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়াছি। আমি সেই অসীম অগাধ মহাপরাধ ক্ষমা করাইবার কোনই উপায় অদ্যাপি পাই নাই। কিন্তু গৌতমাদি ঋষিগণ বলিয়া থাকেন যে—প্রত্যহ গোগণের অঙ্গ কণ্ডুয়ন, গোগ্রাসদান ও গোপ্রদক্ষিণ করিবে। গোগণ যাহাদের উপর প্রসন্ন থাকেন, শ্রীগোপালদেবও তাহাদের উপর প্রসন্ন হন। অতএব গোজাতিতে স্বাভাবিক প্রীতিমান্ শ্রীভগবান্‌কে যদি সন্তুষ্ট করিতে চাও, তাহা হইলে গোজাতিজননী সুরভির নিকট গমন কর। নচেৎ অসুরগণের অত্যাচারে সত্বরই সুরগণের ভীতি সঞ্চারিত হইবে সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মার আদেশে ইন্দ্র তখন ব্রহ্মলোক হইতেই সুরভিলোকে গমন করিলেন এবং সুরভিকে নিজের অপরাধ বৃত্তান্ত বলিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ব্রজভূমির দিকে অগ্রসর হইলেন।

ব্রহ্মার আদেশে ইন্দ্র যে স্থানে সুরভির নিকট গমন করিলেন, সেই স্থানই শ্রীমদ্ভাগবতে "গোলোক" নামে অভিহিত হইয়াছে। শ্রীভগবানের নিত্যধাম গোলোক চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের অতীত কারণার্ণব, সিদ্ধলোক ও পরব্যোমস্থিত অনন্ত বৈকুণ্ঠের উপরিভাগে অবস্থিত, কিন্তু ইন্দ্র যে গোলোকে অর্থাৎ সুরভিলোকে গমন করিলেন, তাহা ব্রহ্মাণ্ডেরই মধ্যবর্ত্তি এবং ব্রহ্মলোকের উপরিভাগে অবস্থিত।

এ সম্বন্ধে হরিবংশে বর্ণিত আছে যে—

স্বর্গাদূর্দ্ধং ব্রহ্মলোকো ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতঃ। তত্র সোমগতিশ্চৈব জ্যোতিষাঞ্চ মহাত্মনাম্।
তস্যোপরি গবাং লোকঃ সাধ্যাস্তং পালয়ন্তি হি॥ (শ্রীহরিবংশম্)

দেবগণের নিবাসস্থান স্বর্গলোকের ঊর্দ্ধভাগে ব্রহ্মলোক অবস্থিত এবং ব্রহ্মর্ষিগণ নিরন্তর সেই স্থানের সেবন করিয়া থাকেন। সোমগতি অর্থাৎ কর্ম্মফলের সেই পর্য্যন্তই সীমা। যাহারা যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল। গোলোক অর্থাৎ যে স্থানে গোজননী সুরভি প্রভৃতি বাস করেন, তাহা ব্রহ্মলোকেরও উপরিভাগে অবস্থিত এবং সাধ্যগণ সেই লোক পালন করিয়া থাকেন।

দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মার আদেশে ব্রহ্মলোকের উপরিভাগে অবস্থিত এই গোলোকে গমন করিলেন এবং সেখানে গিয়া গোজননী সুরভির চরণে পতিত হইয়া গোপাল চরণে নিজের যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা আনুপূর্ব্বিক সমস্তই বর্ণনা করিলেন এবং গোপালের কৃপালাভের আশায় গোজননীকে সঙ্গে লইয়া গোলোক হইতে ভূলোকে প্রকাশিত ব্রজলোকের দিকে অগ্রসর হইলেন—

অথ হরিবাসরদিনে সুরভিঃ সুররাজমসুবৃন্দাবনভূপরি ভুবর্লোকভাগমাগম্য তদবসরং প্রতীক্ষয়ামাস। তত্র চ দূরতঃ সুরপতিং সুরভিরভিহিতবতী।

নাসৌ মেঘঃ পশ্য গোবর্দ্ধনাদ্রির্নায়ং নব্যস্তস্য ভাগঃ স কৃষ্ণঃ।
নেয়ং বিদ্যুল্লোলপীতাংশুকশ্রীর্নৈতন্মন্দং গর্জ্জিতং নর্ম্মবার্ত্তা॥

পশ্য পশ্য সম্যগুৎপতিষ্ণুঃ পতগজিষ্ণুর্বিষ্ণুবাহনঃ সোঽয়মস্মদপ্যুপরিভাগমারূঢ়ঃ সন্ বিদ্যুদ্গূঢ়বারিদবার ইব যস্য ছায়ামিচ্ছন্ কিল যত্র ছায়াং প্রসারয়তি। সোঽয়ং তু—

শ্রীগোবর্দ্ধনশৈলরত্নদৃষদি প্রক্ষিপ্তসুভ্রান্তরে। বামোরুস্থিত চারুকঞ্জচরণে সব্যং করং দক্ষিণে॥
ন্যস্যন্নুন্নসপূর্ব্বকপমুরলীনালে মনাগত্র নঃ। স্মেরেণাঙ্কিতটেন সন্দধদহো মন্যে কৃপাং বর্ত্তি॥

অত্র চায়মস্মিন্ননমঙ্গীকুর্ব্বন্নেব সঙ্গিনঃ প্রসঙ্গান্তরায় প্রস্থাপিতবান্। বলদেবশ্চ নাস্ত বনমাগতবানিতি চাস্বীযতে। তস্মাদতিস্বচ্ছতরচেতসমমুং ভবাংস্তাবন্নিভৃততয়া নিভৃতমব্যগ্রতয়া চাভ্যগ্রং গত্বা দণ্ডবন্নত্বা প্রসাদয়িতু-মর্হতি ॥

অনন্তর একাদশীদিনে সুরভি সুরপতিকে সঙ্গে করিয়া বৃন্দাবন ভূমির উপরিস্থিত ভুবর্লোকভাগে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচরণ নিকটে যাইবার অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহার পর গোবর্দ্ধন-তটভূমিতে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া সুরভি ইন্দ্রকে বলিলেন—দেখ দেখ, আমাদের সম্মুখস্থ ব্রজভূমিতে মেঘরূপে যাহা পরিদৃশ্যমান হইতেছে, তাহা মেঘ নহে—গোবর্দ্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণ। যাহাকে বিদ্যুৎ বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা বিদ্যুৎ নহে—শ্রীকৃষ্ণের পীতবসন। আর যাহাকে মেঘের মন্দ গর্জ্জন বলিয়া মনে হইতেছে তাহা মন্দ গর্জ্জন নহে—শ্রীকৃষ্ণই গোপবালকগণের সহিত নর্ম্মালাপ করিতেছেন। দেখ দেখ, বিষ্ণুবাহন পক্ষিরাজ গরুড় আমাদের উপরিভাগস্থিত আকাশপথে অবস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকৃপা প্রাপ্তির আশায় ছত্রের ন্যায় ছায়া প্রসারণ করিতেছে। হে দেবরাজ! ব্রজভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, শ্রীকৃষ্ণ কেমন অভিনব ভঙ্গিতে বসিয়া আছেন—

শ্রীকৃষ্ণ, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের সমাস্তৃত রত্নশিলার উপরে উপবিষ্ট হইয়া বাম উরুর উপরিভাগে সংন্যস্ত দক্ষিণ চরণকমলের উপর বামকর বিন্যাস করিয়া দক্ষিণকরে মুরলীধারণ পূর্ব্বক যে ভাবে হাস্য সমন্বিত দৃষ্টিসঞ্চার করিতেছেন, তাহাতে মনে হইতেছে যেন তিনি অবিরল করুণাধারা বর্ষণ করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের এই ভঙ্গি দেখিলে মনে হয় যে—তিনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদের চরণাশ্রয় দিবেন বলিয়াই নিজ সঙ্গী গোপবালকগণকে কার্য্যান্তরপ্রসঙ্গে স্থানান্তরে পাঠাইয়া দিয়াছেন, বলদেবও আজ গোচারণে আসেন নাই বলিয়া মনে হইতেছে। অতএব হে দেবরাজ! তুমি শুভচিত্তে বিনীত ভাবে শ্রীকৃষ্ণের চরণাগ্রভূমিতে উপস্থিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণত হও এবং নিজকৃত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা কর।

দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মার আদেশে ব্রহ্মলোকের ঊর্দ্ধস্থিত গোলোকে (সুরভিলোকে) গমন করিয়া সুরভির নিকট নিজ মহাপরাধের কথা বর্ণন এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ভূলোকের উপরিস্থিত ভুবর্লোকে আগমন করিলেন। তাহার পর সুরভি সেই স্থান হইতেই দেবরাজকে গোবর্দ্ধন-পর্ব্বততটস্থিত রত্নশিলার উপরে সমুপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে দেখাইলেন এবং তাঁহার চরণে শরণাগত হইয়া অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করিবার জন্য উৎসাহিত করিলেন। ইন্দ্র তখন মনে মনে চিন্তা করিলেন যে—অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীকৃষ্ণের চরণে অপরাধ করিয়াছি, সুতরাং তিনি ছাড়া কেহই আমার এই অপরাধ মার্জ্জনা করিতে পারিবে না। ভূমিতে পদস্খলন হওয়ায় কেহ যদি পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার সেই ভূমি আশ্রয় করিয়াই আবার উঠিতে হয়। আমারও না জানি কোন্ মহাদুর্দ্দৈব এবং মোহবশতঃ শ্রীকৃষ্ণচরণে অপরাধ ঘটিয়া গিযাছে, তাই বলিয়া আমার ভয় কিংবা লজ্জাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণ গ্রহণ এবং অপরাধ বিজ্ঞাপন করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। আমার যদিও এই মহাপরাধ মোচনের কোন উপায় থাকে, তাহা হইলে তাহা শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাগতি ব্যতীত অন্য কোন প্রকারেই সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা নাই। এই কথা মনে করিয়া ইন্দ্র ধীরে ধীরে ভুবর্লোক হইতে ভূলোকে আগমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণচরণ নিকটে উপস্থিত হইবার সময় ইন্দ্র, নিজ বাহন ঐরাবত এবং নিজ পার্ষদগণকে স্বর্গেই রাখিয়া আসিয়াছিলেন, কেননা বিনীতভাবে বিনীত বেশে শ্রীকৃষ্ণচরণনিকটে উপস্থিত না হইলে শরণাগতির ভাব প্রকাশ হয় না। মনে মনে শরণাগতি এবং প্রকাশ্যে যানবাহন ও মিত্রভৃত্য পার্ষদাদি লইয়া শ্রীকৃষ্ণচরণনিকটে উপস্থিত হইলে শরণাগতি অপেক্ষা ঔদ্ধত্যের ভাবই অধিকতর প্রকাশ হইয়া থাকে। সেজন্য দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার বাহন ও পার্ষদাদি দূরে রাখিয়া, এমন কি তাঁহার পরম

সহায় সুহৃদিদের পর্য্যন্ত দূরে রাখিয়া একাকী গললগ্নীকৃতবাসে ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণচরণনিকটে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুও যখন রামকেলি হইতে শ্রীবৃন্দাবন গমনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য লোক যাইতে দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিয়াছিলেন —

যার সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষকোটি। বৃন্দাবন যাইবার এ নহে পরিপাটী॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

তাহার পর তিনি একাকী বিনীতভাবে শ্রীবৃন্দাবনগমনই প্রশস্ত মনে করিয়া সেবার আর শ্রীবৃন্দাবনে গমন না করিয়া পুরীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং বারান্তরে বলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে সঙ্গে লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলেন।

যাহা হউক, দেবরাজ ইন্দ্র, নিজ মহাপরাধ ক্ষমা করাইবার জন্য বিনীতভাবে ভুবর্লোক হইতে ক্রমশঃ ভূলোকের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং দূর হইতেই প্রেমবান্ ভক্তগণের চিত্তাকর্ষক, পাপিগণের পাপকর্ষক এবং অনুপম মাধুর্য্যে সর্ব্বাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া পরমানন্দসাগরে মজ্জমান হইলেন এবং তাঁহার মনে বড়ই ভরসা হইল যে—এই চরণে শরণাগত হইতে পারিলে আর কদাপি কোন প্রকার ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না।

স দদর্শোপবিষ্টং বৈ গোবর্দ্ধনশিলাতলে। কৃষ্ণমক্লিষ্টকর্ম্মাণং পুরুহূতঃ পুরন্দরঃ॥
তং বীক্ষ্য বালং মহতা তেজসা দীপ্তমব্যয়ং। গোপবেশধরং বিষ্ণুং প্রীতিং লেভে পুরন্দরঃ॥
তং সাধুজলদচ্ছায়ং কৃষ্ণং শ্রীবৎসলক্ষণং। পর্য্যাপ্তনয়নঃ শক্রঃ পুনঃ পুনরুদৈক্ষত॥ (শ্রীহরিবংশম্)

শ্রীহরিবংশে বর্ণিত আছে যে—দেবরাজ ইন্দ্র আকাশ পথ হইতে দেখিলেন যে—স্বচ্ছন্দ লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনতটস্থিত শিলাখণ্ডের উপর উপবিষ্ট আছেন। উদ্ভাস্বর তেজোময়কলেবর, গোপবেশধারী বালগোপাল-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া পুরন্দর পরম প্রীতি লাভ করিলেন। দেবরাজ সেই সজলজলদকান্তি শ্রীবৎসচিহ্ন-পরিশোভিত ব্রজরাজনন্দনকে বিস্ফারিত সহস্রলোচনে পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

দেবরাজ যে ব্রজরাজনন্দনের এরূপ নির্জ্জন স্থানে দর্শন পাইবেন তাহা স্বপ্নেও সম্ভাবনা করিতে পারেন নাই। ব্রজরাজনন্দন, তাঁহার পরমপ্রিয় সহচর অসংখ্য গোপবালকগণ এবং বলদেবকে সঙ্গে লইয়া অগণিত গোমহিষাদি চারণ প্রসঙ্গেই প্রত্যহ বনভূমিতে আগমন করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাকে একাকী পাওয়া কদাপি সম্ভবপর হয় না। যদিও গোপবালকগণের সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাগত হইতে দেবরাজের কোনপ্রকার লজ্জা বা সঙ্কোচ ছিল না, তথাপি তাঁহার সহস্র নয়নসমন্বিত সুদীর্ঘ কলেবর দেখিয়া গোপবালকগণ ভীত হইলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ও প্রসন্নতা লাভ করা সুদূরপরাহত হইবে মনে করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণচরণ নিকটে উপস্থিত হইতে মনে মনে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। কিন্তু শরণাগতবৎসল শ্রীকৃষ্ণ, পূর্ব্ব হইতেই দেবরাজের মনের মত ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি দেবরাজের আগমন জানিতে পারিয়াই নিজ সঙ্গী গোপবালকগণকে সুকোমল তৃণপূর্ণ সুবিস্তৃত ক্ষেত্রের অনুসন্ধানচ্ছলে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের অপর প্রান্তে পাঠাইয়া দিয়া গোবর্দ্ধন তটস্থিত রত্নশিলার উপর উপবেশন করিয়া যেন দেবরাজকে কৃতার্থ করিবার জন্যই কৃপাভাণ্ডারের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দেবরাজেরই আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের এই লীলায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে—শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণাগত হওয়া ত দূরের কথা—যাহারা শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাগত হইবার সঙ্কল্পও করে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের উপরেও প্রসন্ন হইয়া তাহাদের শরণাগত হইবার পূর্ব্ব হইতেই কৃপা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকেন। হায়! যাহারা এমন করুণাময়ের চরণে শরণাগতি উপেক্ষা করিয়া আত্মশক্তিতে তাঁহার তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য চেষ্টিত হয় তাহারা কি মহাভ্রান্ত!

দেবরাজ ইন্দ্রের আগমন প্রতীক্ষায় শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার সঙ্গী গোপবালকগণকে পূর্ব্ব হইতেই দূরে সরাইয়া দিয়া

প্রসন্নবদনে গোবর্দ্ধনতটে অবস্থান করিতেছেন, দেখিয়া মনে হয় যে দেবরাজ মহাপরাধভয়ে ভীত হইলেও ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার উপর প্রসন্ন আছেন। যদিও দেবরাজ সপ্ত অহোরাত্র প্রবল বর্ষণ, বজ্রপাত, করকাপাত ও ঝটিকা সঞ্চারণ প্রভৃতিতে অত্যন্ত ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ ইহাতে তাঁহার উপর কিছুমাত্র কুপিত হন নাই, বরং ইন্দ্রের এই ব্যবহারে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার উপর সন্তুষ্টই হইয়াছেন, কেননা ইন্দ্র এইরূপ প্রবল বর্ষণাদি আরম্ভ করিয়াছিলেন বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয় গো গোপগোপীগণ,সকলেই শ্রীকৃষ্ণনিকটে আগমন করিয়াছিলেন এবং সাত অহোরাত্র তাঁহাদের সহিত একত্র বাস করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। ভক্তপ্রিয় ও ভক্তাধীন শ্রীভগবান্ তাঁহার ভক্তের সহিত মিলনে যেমন প্রীতিলাভ করেন, তেমন আর কিছুতেই করেন না ও তাঁহার ভক্তের সহিত তাঁহার মিলন সঙ্ঘটন করিয়া দিলে তিনি যেরূপ প্রসন্ন হন, তেমন আর কিছুতেই হন না। শ্রীভগবান্ নিজ মুখে বলিয়াছেন—"নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা" "আমার ভক্তকে আমি যেভাবে চাই, সে ভাবে আমি আমার আত্মাকেও চাই না"। সুতরাং ভক্তপ্রাণ ভগবানের ভক্তের সহিত মিলনই সমধিক প্রীতিহেতু। ইন্দ্র সাত অহোরাত্র প্রবল বর্ষণাদি করায় আপাততঃ মনে হয় যে তিনি ভীষণ অত্যাচার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার ফলে শ্রীভগবানের সাতদিন ব্রজবাসি গো গোপগোপীগণের সহিত একত্র বাস সঙ্ঘটিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি ইন্দ্রের এই অত্যাচারকে অত্যাচার বলিয়া মনেই করেন নাই। প্রত্যুত ব্রজবাসি গো গোপ গোপীগণের সহিত সাতদিন নিরবচ্ছিন্ন মিলন হওযায় তিনি ইন্দ্রকৃত অত্যাচারকে মহাপূজা অপেক্ষাও কোটি কোটি গুণে আদরণীয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই সময় হইতেই ইন্দ্রের উপর পরম প্রসন্ন হইয়া আছেন।

দেবরাজ ইন্দ্র, দূর হইতেই সেই প্রসন্নবদন ব্রজরাজনন্দনকে দর্শন করিয়া পরমানন্দে আত্মহারা ও বিস্ফারিত সহস্রলোচনে পুনঃপুনঃ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রভাব, ভক্তবাৎসল্য ও নিরর্গল করুণার কথা এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজ ধৃষ্টতা ও সপ্তাহব্যাপী প্রবল বর্ষণাদি অত্যাচারের কথা মনে করিয়া নিজেকে শত শত ধিক্কার প্রদান এবং সভয় ও সলজ্জনয়নে দশদিকে দৃষ্টিসঞ্চার করিতে করিতে ব্রজরাজনন্দনের চরণ নিকটে আসিবার সময় উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে—

গরুড়ঞ্চ দদর্শোচ্চৈরন্তর্ধানং গতং দ্বিজম্। কৃতচ্ছায়ং হরের্মূর্দ্ধ্নি পক্ষাভ্যাং পক্ষিপুঙ্গবম্॥ (শ্রীবিষ্ণুপুরাণম্)

শ্রীকৃষ্ণকে গোবর্দ্ধনতটে উপবিষ্ট দেখিয়া পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড, ভুবর্লোকের উপরিস্থ আকাশে পক্ষ বিস্তার করিয়া সকলের অদৃশ্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের মস্তকোপরি ছায়া বিস্তার করিতেছেন।

দেবরাজ ইন্দ্র ধীরে ধীরে বিনীতভাবে সভয় ওসলজ্জচিত্তে গোবর্দ্ধনতটে শ্রীকৃষ্ণচরণনিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণাগ্রভূমিতে দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়া সূর্য্যসম তেজঃসম্পন্ন রত্ননিকরখচিত কিরীটাগ্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরণাগ্র স্পর্শ করিলেন। যদিও "দেবা ন ভুবং স্পৃশন্তি" প্রভৃতি শাস্ত্র বচনে জানা যায় যে—দেবগণের পৃথিবীতে আগমনের অধিকার নাই, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবনধাম পৃথিবীমধ্যস্থ হইলেও পৃথিবীর অতীত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের কৃপানুমোদনে দেবরাজ ইন্দ্রের সেখানে আসিতে কোন প্রকার বাধা ঘটে নাই।

গোবর্দ্ধনধারণলীলায় শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রভাব দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র মহাভয়ে এবং বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, তাহার পর ব্রহ্মা ও সুরভির নিকট অতি বিস্তৃতভাবে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যকথা শ্রবণে ইন্দ্রের যে কি অবস্থা হইল, তাহা ইন্দ্র নিজেই ধারণা করিতে পারিলেন না। স্বর্গরাজ্যের অধিপতি ইন্দ্রের তেত্রিশকোটি দেবতা এবং বাত-বর্ষাদির উপর প্রভুত্ব জনিত যে মহাগর্ব্ব ছিল, তাহা শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রভাব দর্শনে এবং ব্রহ্মাদির নিকট শ্রবণে একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। তিনি মধ্যাহ্ন সূর্য্য সমীপে ক্ষুদ্র খদ্যোতের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের চরণাগ্রভূমিতে নতজানু জোড়করে উপবিষ্ট হইয়া মহাভয়-বিজড়িত গদ্‌গদ কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন। ১—৩

ইন্দ্র উবাচ ।

বিশুদ্ধসত্ত্বং তব ধাম শান্তং তপোময়ং ধ্বস্তরজস্তমস্কম্ ।
মায়াময়োঽয়ং গুণসম্প্রবাহো ন বিদ্যতে তেঽগ্রহণানুবন্ধঃ ॥ ৪
কুতো নু তদ্ধেতব ঈশ তৎকৃতা লোভাদয়ো যেঽবুধলিঙ্গভাবাঃ ।
তথাপি দণ্ডং ভগবান্ বিভর্ত্তি ধর্ম্মস্য গুপ্ত্যৈ খলনিগ্রহায় ॥৫

অন্বয়ঃ।—তব ধাম (স্বরূপং) বিশুদ্ধসত্ত্বং (সচ্চিদানন্দময়ং) শান্তং (অনুগ্রং) তপোময়ং (জ্ঞানস্বরূপং) ধ্বস্তরজস্তমস্কং (ধ্বস্তে অবিদ্যমানে রজস্তমসী যত্র তৎ রজস্তমোবিহীনমিত্যর্থঃ) অয়ং (অস্মাদিষু দৃশ্যমানঃ) মায়াময়ঃ (মায়াকার্য্যরূপঃ) অগ্রহণানুবন্ধঃ (অগ্রহণেন অজ্ঞানেন অনুবধ্যতে ইতি তথা) গুণসম্প্রবাহঃ (গুণৈঃ সত্ত্বাদি ত্রিগুণৈঃ সংপ্রোহ্যতে পরিণমতে ইতি সংসারঃ) তে (সচ্চিদানন্দস্বরূপস্য তব) ন বিদ্যতে (নাস্ত্যেব) ॥ ৪

মূলানুবাদ।—ইন্দ্র বলিলেন—হে ভগবন্। আপনি শান্ত, স্বপ্রকাশ এবং রজস্তমোবিহীন বিশুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ, সুতরাং আপনার আমাদের মত মায়াময় অজ্ঞানমূলক সংসার-বন্ধন নাই ॥ ৪

শ্রীধরটীকা —অহং মমাপরাধং ক্ষমস্বেতি বক্তুং তব তাবদপরাধো নাস্ত্যেব, ত্বয়া অনুগ্রহ এব কৃত ইত্যাহ চতুর্ভিঃ। বিশুদ্ধসত্ত্বমিতি। ধাম স্বরূপম্। শান্তমেকরূপমতশ্চ তপোময়ং প্রচুরজ্ঞানং সর্ব্বজ্ঞমিত্যর্থঃ। কুতঃ? ধ্বস্ত-রজস্তমস্কং ধ্বস্তে অবিদ্যমানে রজস্তমসী যস্মিন্। অতএবায়মস্মদাদিষু দৃশ্যমানো মায়াকার্য্যরূপো গুণসম্প্রবাহঃ গুণৈঃ সম্প্রোহ্যত ইতি তথা সংসার ইত্যর্থঃ। স তে তব ন বিদ্যতে। যতঃ অগ্রহণেনাজ্ঞানেনানুবধ্যত ইতি তথা স সর্ব্বজ্ঞস্য তে নাস্তীত্যর্থঃ। অজ্ঞানসম্বন্ধো বা ॥ ৪

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তত্র মহাপরাধিন্যপি, স্বস্মিন্ শ্রীভগবতঃ স্বাভাবিকশ্রীমুখপ্রসত্ত্যা কোপাভাবমবধার্য্য-স্বস্থঃ সন্ তং স্তুবন্নাদৌ নিজাপরাধং ক্ষমাপয়িতুং পরমেশ্বরস্য তবাস্মাসু কোপাদিকং ন ঘটতে বয়ন্তু ত্বন্মায়ামোহিতাঃ সংসারিণো বহুধা নিত্যাপরাধিন এবেত্যাহ বিশুদ্ধসত্ত্বমিতি। বিশুদ্ধসত্ত্বমত্র প্রাকৃতসত্ত্বাদন্যস্তচ্চিচ্ছক্তিবৃত্তিবিশেষো জ্ঞেয়ঃ। যথোক্তং ব্রহ্মসংহিতায়াম্। সত্ত্বাবলম্বি পরসত্ত্ববিশুদ্ধসত্ত্বং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামীতি। অস্তৈস্তৈঃ। তত্র বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মকং স্বরূপমিত্যর্থঃ। যদ্বা। তব ধাম প্রকাশোঽয়ং বিশুদ্ধসত্ত্বং ভদাথ্যং স্বপ্রকাশতারূপমিত্যর্থঃ। বিশুদ্ধপদস্য জাড্যাংশপরিত্যাগেঽপি হেতুত্বাৎ। সত্ত্বপদস্যাবির্ভাবার্থত্বাৎ। তচ্চ শান্তং ক্ষোভরহিতম্। কিঞ্চ। তপোময়ং জ্ঞানাতিশয়রূপম্। জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিরিতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণাৎ। জ্ঞানপ্রচুরঞ্চ শান্তত্বে হেতুঃ। ধ্বস্তরজস্তমস্কং বিক্ষেপাবরণশূন্যম্। অবমাত্মাপহতপাপ্মেতি শ্রুতেঃ। প্রাকৃতসত্ত্বন্তু তত্র নিষিদ্ধং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে। সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ। স শুদ্ধঃ সর্ব্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাদ্যঃ প্রসীদত্বিতি। হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিত ইতি চ। অতঃ স্বয়ং সাক্ষাদনুভূয়মানস্তে তব কারুণ্যাদিগুণানাং সংপ্রবাহঃ পরম্পরা মায়ামযো ন বিদ্যতে ন ভবতি। কুতঃ গ্রহণেন স্বংস্বীকারেণৈব অগ্রহণেন ইন্দ্রিয়করণকপরিচ্ছেদাভাবেনৈব বাঽনুবধ্যতে প্রাপ্যত ইতি তথা সঃ ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—ঈশ (হে সর্ব্বেশ্বর।) তৎকৃতাঃ (দেহসম্বন্ধকৃতাঃ) তদ্ধেতবঃ (দেহান্তে পুনরন্যস্য দেহস্য হেতবঃ) অবুধলিঙ্গভাবাঃ (অবুধানাং দেহাত্মভ্রমবতাং লিঙ্গভাবাঃ চিহ্নভূতাঃ) যে লোভাদয়ঃ (লোভমোহকামক্রোধাদয়ঃ তে) কুতঃ নু (তব তু তে কুতঃ সম্ভবন্তি অপিতু ন সন্ত্যেব,) তথাপি (লোভমোহাদ্যভাবেঽপি) ভগবান্ (ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণো ভগবান্) ধর্ম্মস্য গুপ্ত্যৈ (ধর্ম্মসংস্থাপনায়) খলনিগ্রহায় (অস্মদ্বিধানাং খলানাং খলত্বনিরাকরণায় চ) দণ্ডং (যথোপযুক্তনিগ্রহমানভঙ্গাদিকং) বিভর্ত্তি (বিধত্তে) ॥ ৫

পিতা গুরুস্ত্বং জগতামধীশো দুরত্যয়ঃ কাল উপাত্তদণ্ডঃ।
হিতায় স্বেচ্ছাতনুভিঃ সমীহসে মানং বিধুন্বন্ জগদীশমানিনাম্ ॥ ৬

**মূলানুবাদ ঃ**—হে সর্ব্বেশ্বর! আমাদের ন্যায় ভ্রান্ত জীবের সংসারবন্ধনজনিত এবং পুনরায় সংসার বন্ধনের কারণস্বরূপ যে সমস্ত কামলোভাদি দেহাত্মভ্রমচিহ্ন দেখা যায়, আপনার তাহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? কিন্তু তথাপি আপনি ধর্ম্মসংস্থাপন এবং খলনিগ্রহের জন্য দণ্ডধারণ করিয়া থাকেন ॥ ৫

**শ্রীধরটীকা ঃ**—যদা অজ্ঞানতৎকৃতদেহসম্বন্ধৌ ন স্তস্তদা তৎকৃতানাং লোভাদীনাং কা বার্ত্তেত্যাহ কুতো নু ইতি। তৎকৃতাঃ দেহসম্বন্ধকৃতাঃ। তদ্বেবতঃ পুনরন্যস্য দেহস্য হেবতঃ। নন্বু জ্ঞানিনামপি তে দৃশ্যন্তে অত আহ। অবুধলিঙ্গভাবা অজ্ঞানিনাং গমকাঃ। যাবদ্রাগাদিমত্ত্বং তাবজ্জ্ঞানিত্বমেব ন সিদ্ধমিত্যর্থঃ। লোভাদ্যভাবেঽপি মন্মানভঙ্গো দণ্ডার্থমিত্যাহ তথাপীতি ॥ ৫

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ঃ**—অতঃ কৈমুত্তিকন্যায়েনাহ কুতোন্বিতি। যদি তে গুণা মায়াময়া ন ভবন্তি তর্হি তদ্বেতবো মায়াহেতুকা দোষাঃ কুত ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুরীশ হে মহামায়ানিয়ন্তঃ। নন্বন্নকূটভোজন খস্মদাসহনাদিনা ময়ি তে ভবন্তিরবগতা এব কথমধুনা ভয়েনাপলপ্যন্তে তত্রাহ—ত্বৎকৃতাঃ লোভাদয়ো যেঽবুধলিঙ্গভাবা ইতি। যে বুধলিঙ্গভাবা ভক্তভক্তিমাহাত্ম্যগমকা ভক্তদত্তভোজনসমাস্বাদাত্মকা লোভাদয়স্তে তু ত্বৎকৃতাঃ কুত ইতি ন মায়াকৃতাঃ কিন্তু কৃপামাত্রকৃতা ইত্যর্থঃ। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়মিত্যাদেঃ। নন্বু ভবতু তাদৃশো লোভঃ ভক্তসুখকরস্বাদন্যেষামদুঃখকরত্বাচ্চ। ক্রোধস্তু স্ববিষয়দুঃখকর এব দণ্ডাত্মকত্বাৎ। কথং তর্হি তত্র চ ন কৃপা তত্রাহ অথাপীতি। ধর্ম্মস্য গুপ্ত্যৈ যঃ খলনিগ্রহঃ তস্মা ইতি খলানাম্ অপি ধার্ম্মিকত্বাপত্ত্যা সুখমেব স্যাদিতি। সোঽপি কৃপামাত্রকৃত এবেতি ভাবঃ। তথাপীতি পাঠঃ ক্বচিৎ। ভগবান্ বিভর্ত্তীত্যপরোক্ষেঽপি পরোক্ষবদুক্তির্ভয়গৌরবাদিনা। ঈশমন্যুলোভাদয়ঃ ইতি চিৎসুকাদীনাং পাঠে মন্যুলোভাদীনাঞ্চ কুতোন্বিত্যনেনৈবান্বয়াৎ ॥ ৫

**অন্বয়ঃ ঃ**—ত্বং (শ্রীব্রজরাজনন্দনস্ত্বমেব) জগতাং (অখিলব্রহ্মাণ্ডানাং) পিতা (জনকঃ) গুরুঃ (ত্বমেব জগতাম্ উপদেষ্টা,) অধীশঃ (ত্বমেব জগতাং নিয়ন্তা) দুরত্যয়ঃ (দুর্লঙ্ঘ্যঃ, নতু লৌকিকপিত্রাদিনিয়ন্ত্রণাদিবৎ কদাচিৎ কথঞ্চিৎ অভিভবিতুম্ অবমন্তুং বা শক্যঃ।) কালে (যথাযোগ্যকালে) উপাত্তদণ্ডঃ (ত্বমেব সর্ব্বেষাং দণ্ডবিধাতা) জগদীশমানিনাং (আত্মন এব সর্ব্বকর্ত্তৃত্বাভিমানবতাম্ অস্মাদৃশাং) মানং (গর্ব্বং) বিধুন্বন্ (খণ্ডয়িতুং) হিতায় (তেষাং জগতাঞ্চ কল্যাণায়) স্বেচ্ছাতনুভিঃ (স্বেচ্ছয়োপাত্তবিগ্রহৈঃ) সমীহসে (বিবিধবিচিত্রলীলা প্রকটয়সি) ॥ ৬

**মূলানুবাদ ঃ**—আপনি জগতের পিতা, গুরু এবং নিয়ন্তা, আপনার শাসন লঙ্ঘন করার শক্তি কাহারও নাই। আপনি যথাসময়ে স্বেচ্ছাগৃহীতরূপে জগতে আবির্ভূত হইয়া ঐশ্বর্য্যগর্ব্বাভিমানী ব্যক্তিগণের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য বিবিধ লীলা করিয়া থাকেন ॥ ৬

**শ্রীধরটীকা ঃ**—নন্বু ত্বদ্দণ্ডে চ মম গোপপুত্রস্য কা শক্তিঃ কিংবা কারণং কো বা দণ্ডো ময়া কৃত ইত্যত আহ পিতেতি। ত্বং পিতা জগতাং জনকঃ, গুরুরুপদেষ্টা অধীশো নিয়ন্তা ইতি দণ্ডধারণে হেতুত্রয়ম্। কালত্বাৎ সমর্থঃ। তস্মাদুপাত্তদণ্ডো হিতায় কল্যাণায় স্বেচ্ছাতনুভির্লীলাবতারৈঃ সমীহসে। তব সমীহালীলৈব জগদীশমানিনামস্মাকং মানবিধূননমিত্যর্থঃ ॥ ৬

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ঃ**—অতো মম হিতমেবাকরোদিত্যাহ পিতা চ গুরুশ্চ ইত্যাদিদ্বয়ঃ। সমীহসে বিচিত্রলীলাং তনুষে। অন্যৈস্তৈঃ। তত্র মানধূননমিত্যতিশয়বিবক্ষয়ৈবাভেদনির্দ্দেশঃ ॥ ৬

যে মদ্বিধাজ্ঞা জগদীশমানিনস্ত্বাং বীক্ষ্য কালেঽভয়মাশু তন্মদম্।
হিত্বার্য্যমার্গং প্রভজন্ত্যপস্ময়া ঈহা খলানামপি তেঽনুশাসনম্॥ ৭
স ত্বং মমৈশ্বর্য্যমদপ্লুতস্য কৃতাগসস্তেঽবিদুষঃ প্রভাবম্।
ক্ষন্তুং প্রভোঽথার্হসি মূঢ়চেতসো মৈবং পুনর্ভূন্মতিরীশ মেঽসতী॥ ৮

অন্বয়ঃ।- জগদীশমানিনঃ (আত্মানমেব সর্ব্বেশ্বরং মন্যমানাঃ) যে মদ্বিধাজ্ঞা (মদ্বিধাশ্চ তে অজ্ঞাশ্চেতি মাদৃশাঃ মূর্খাঃ) কালে (অধুনৈব বাতবৃষ্ট্যাদাবিব অন্যত্রাপি মহাভয়কালে) ত্বাং (ভয়স্যাপি ভয়হেতুং ত্বাং) অভয়ং (ভয়মগণয়ন্তং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) আশু (তৎক্ষণাদেব) তন্মদং (জগদীশাভিমানরূপং গর্ব্বং) হিত্বা (ত্যক্ত্বা) অপস্ময়াঃ (বিগতগর্ব্বাঃ সন্তঃ) আর্য্যমার্গং (ত্বদ্ভক্তিলক্ষণং সতাং বর্ত্ম) প্রভজন্তি (অনুবর্ত্তন্তে) অতঃ [তে] (স্বয়ং ভগবতস্তব) ঈহা (লীলামাত্রং) অপি (খলানাং অভিমানেন ত্বদ্ভক্তিমকুর্ব্বতাং) অনুশাসনং (শিক্ষৈব)॥ ৭

**মূলানুবাদ।**- আমাদের ন্যায় ঐশ্বর্য্যাভিমানী অজ্ঞ ব্যক্তিগণ, অত্যন্ত ভয়সঙ্কুল সময়েও আপনাকে নির্ভয় দেখিয়া, অথবা কোনও সময়ে আপনার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া, সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যাভিমান এবং বলবীর্য্যাদির গর্ব্ব বিসর্জ্জন দিয়া সাধুগণের অনুমোদিত ভাবে আপনার চরণাশ্রয় করিয়া থাকে। অতএব আপনার লীলাই দুর্জ্জন-শাসন দণ্ড॥ ৭

**শ্রীধরটীকা।**—কথমেতদিত্যত আহ য ইতি। মদ্বিধাশ্চ তে অজ্ঞাশ্চ তে। অতো জগদীশমানিনঃ কালে ভয়কালেঽপি যথা অধুনৈবাতিবৃষ্টৌ ত্বামভয়ং ভয়মগণয়ন্তং বীক্ষ্য আশু তন্মদং জগদীশা ইতি মদং হিত্বা বিগতগর্ব্বাঃ সন্ত আর্য্যমার্গং ত্বদ্ভক্তিলক্ষণং প্রভজন্তি। অতস্তবেহৈব খলানামনুশাসনং দণ্ড ইত্যর্থঃ॥ ৭

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—মানভঞ্জনপূর্ব্বকং হিতপ্রবর্ত্তনপ্রকারমেবাহ য ইতি। হিতমাহ আর্য্যেতি। যদ্যপি ভক্তানন্দনার্থমেব, তথাপি তবেহা লীলা মদ্বিধানাং খলানামপি অনুশাসনং শিক্ষাকারণং ভবতীত্যর্থঃ॥ ৭

অন্বয়ঃ। প্রভো (হে নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ।) অথ (অস্মদুক্তিবিচারানন্তরং) সঃ (জগদ্ধিতকারী) ত্বং (স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ) তে (তব) প্রভাবং (মাহাত্ম্যং) অবিদুষঃ (অজানতঃ) মূঢ়চেতসঃ (বহির্মুখত্বাদেব মায়ামোহিত-চেতসঃ) ঐশ্বর্য্যমদপ্লুতস্য (স্বর্গাধিপত্যগর্ব্বব্যাপ্তস্য) কৃতাগসঃ (কৃতাপরাধস্য) মম ক্ষন্তুং (মহাপরাধং ক্ষন্তুং) অর্হসি। ঈশ (হে সর্ব্বেশ্বর।) মে মম এবং (ঈদৃশী) অসতী (দুষ্টা) মতিঃ (বুদ্ধিঃ) পুনঃ (পুনরপি) মাভূৎ॥ ৮

**মূলানুবাদ।**—হে সর্ব্বেশ্বর। আমি ঐশ্বর্য্যমদমত্ত, আপনার মাহাত্ম্যজ্ঞানশূন্য, অপরাধী এবং মূঢ়চেতা; আপনি আমার সর্ব্ববিধ অপরাধ ক্ষমা করুন, আমার যেন পুনরায় এরূপ কুবুদ্ধি আর না হয়॥ ৮

**শ্রীধরটীকা।**—এবং ভগবৎস্বরূপমভিপ্রায়ং চানুবর্ণ্য ক্ষমাপয়তি স ত্বমিতি। এবম্ভূতা অসতীমতি মে পুনর্মাভূদিতি প্রার্থনান্তরম্॥ ৮

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—প্রভো হে মদাদিসর্ব্বদেবেশ্বর হে ক্ষমাসমর্থেতি বা অথাস্মদুক্তাদ্ধেতোঃ। স জগদ্ধিতকারী কৃতাগসোঽপি মম ক্ষন্তুমর্হসি যে যোগ্যোঽসি। কৃতাগস্ত্বে হেতুঃ তব প্রভাবং মহাত্ম্যমবিদুষঃ অজানতস্তৎ-কুতো মূঢ়চেতসঃ বিচাররহিতস্যেত্যর্থঃ। তদপি কুতঃ ঐশ্বর্য্যমদব্যাপ্তস্য। যদ্বা। তব প্রভাবং বিদুষোঽপি কৃতাগস ইত্যধিকমাগোঽভিপ্রেতম্। তথাপি ক্ষন্তুমর্হসি কুতঃ মূঢ়চেতসঃ বিস্মৃতপ্রভাবস্য। অজ্ঞত্বেনাগ্রাহ্যাপরাধত্বাদিতি ভাবঃ। কিঞ্চ। সকলজগদ্ধিতার্থাবতীর্ণস্য পরমদয়ালোকদারশিরোমণেস্তব মদীয়ৈতৎসকৃদপরাধক্ষমাপণং কিয়ন্মাত্র কিন্তু তথা কুরু যথা পুনরত্র ত্বদীয়েষু চ কোপ্যপরাধো ন স্যাদিত্যাহ মৈবমিতি। এতাদৃশী ত্বয়ি ত্বাবকেষু চ মহাগসাং জননী অতএবাসতী। মূঢ়চেতস ইত্যস্যাত্রৈবান্বয়ঃ। যৎকিঞ্চিজ্জ্ঞানরহিতস্যাপি সতো মে। নহ্যৈশ্বর্য্যে সতি কথং নাম ন

তবাবতারোঽয়মধোক্ষজেহ ভুবো ভরাণামুরুভারজন্মনাম্।
চমূপতীনামভবায় দেব ভবায় যুষ্মচ্চরণানুবর্ত্তিনাম্ ॥ ৯

নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে। বাসুদেবায় কৃষ্ণায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ ॥ ১০

ভবেৎ তত্রাহ হে ঈশ তত্রাপি ত্বয়া তথা কর্ত্তুং শক্যত ইত্যর্থঃ। এতচ্চ নাতিশুদ্ধেন চেতসা প্রার্থিতমিতি জ্ঞেয়ম্। ত্বাং বীক্ষ্য কালেঽভয়মিত্যুক্তেরস্মদনৈব তদনুগতেঃ। অতএব পুনঃ পারিজাতহরণাদাবপি বিস্মরিষ্যতে। ৮

অন্বয়ঃ।—অধোক্ষজ ( হে সর্ব্বেন্দ্রিয়াগোচর। ) দেব ( হে বিচিত্রলীলাবিলাসিন্। ) ভুবঃ (পৃথিব্যাঃ) ভরাণাং ( স্বভাবত এব ভাররূপাণাং ) উরুভারজন্মনাং (বহূনাং ভারাণাং জন্ম যেভ্যস্তেষাং) চমূপতীনাং (দুষ্টভূভৃতাং) অভবায় (নাশায়,) [ তথা ] যুষ্মচ্চরণানুবর্ত্তিনাং (ভবতো ভক্তানাঞ্চ চরণৈকসেবিনাং জনানাং) ভবায় (মঙ্গলায়) ইহ (জগতি) তব ( সর্ব্বাবতারাবতারিণঃ স্বয়ং ভগবতস্তব) অয়ং (অস্মদাদিসর্ব্বজনদর্শনগোচরঃ) অবতারঃ (আবির্ভাবো ভবতি) ॥৯

**মূলানুবাদ**।—হে বিচিত্রলীলামহোদধে। আপনি পৃথিবীর ভারস্বরূপ অসুর রাজন্যবর্গের বিনাশ সাধন এবং আপনার চরণানুবর্ত্তি সাধুবর্গের রক্ষাবিধানের জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ৯

**শ্রীধরটীকা**।—মহানয়মপরাধঃ কথং ক্ষন্তব্য ইতি চেদত আহ তবেতি। স্বয়ংভরাণাং পুনশ্চোরুভারজন্মনাং বহূনাং ভারাণাং জন্ম যেভ্যস্তেষাম্ অভবায় নাশায়, যুষ্মচ্চরণসেবিনান্তু ভবায়। অতো মম ত্বৎসেবকত্বাদত্যন্তাপরাধিনোঽপি ক্ষন্তব্যমিতি ভাবঃ ॥ ৯

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—অধোক্ষজ হে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাগোচর ইতি পরমাদৃষ্টতোক্তা। তথাপীহ পৃথ্বীতলে তবাবতারঃ প্রাকট্যং ভবায় মঙ্গলায়। দেব হে পূজ্য ইতি স্বস্য সেবকতাং সাধয়তি। যুষ্মদিতি বহুত্বেন তদীয়ান্ শ্রীব্রজজনাদীনপি সংগৃহ্লাতি। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা। স্বস্য তৎপ্রভাববিদ্বত্তামেবাভিব্যঞ্জয়ন্ মূঢ়চেতস্ত্বমেব দর্শয়ন্ সানুতাপমাহ তবেতি। অস্মাকং প্রার্থনয়া অস্মাকমেব হিতার্থং ত্বমবতীর্ণোঽসীত্যস্মাভিজ্ঞায়ত এব, তথাপ্যেতাদৃশোঽপরাধঃ কৃতঃ, অহো বত মূঢ়চেতস্ত্বম্ অতঃ ক্ষন্তমর্হস্যেবেতি ভাবঃ ॥ ৯

অন্বয়ঃ—ভগবতে (অচিন্ত্যানন্তৈশ্বর্য্যশালিনে) মহাত্মনে ( স্বরূপৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যলীলাদিভিরপরিচ্ছিন্নমাহাত্ম্যায়) পুরুষায় ( সর্ব্বান্তর্য্যামিনে ) তুভ্যং নমঃ, বাসুদেবায় ( বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মকবসুদেবনন্দনায় ) কৃষ্ণায় ( রূপগুণলীলাদিভিঃ সর্ব্বচিত্তাকর্ষকায় ) সাত্বতাং পতয়ে ( ভক্তজনপরিপালকায় তুভ্যং ) নমঃ ॥ ১০

**মূলানুবাদ**।—হে ভগবন্। আপনি অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য এবং লীলাময়। আপনি সর্ব্বান্তর্য্যামী বিশুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহ, রূপ, গুণ ও লীলাদিদ্বারা সর্ব্বচিত্তাকর্ষক এবং ভক্তজন-পরিপালক। আপনার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম ॥ ১০

**শ্রীধরটীকা**।—ক্ষমাপয়ন্ নমস্করোতি নম ইতি। তুভ্যং ভগবতে কৃষ্ণায় নমঃ। পুরুষায় সর্ব্বান্তর্য্যামিণে। মহাত্মনেঽন্তঃস্বস্থেঽপ্যপরিচ্ছিন্নায়। কুতঃ? বাসুদেবায় সর্ব্বনিবাসায়। সাত্বতাং যাদবানাং পতয়ে ॥ ১০

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—ভগবতে সাক্ষাৎ পরমেশ্বরায় তত্রাপি কৃষ্ণায় অশেষৈশ্বর্য্যপ্রকটনেন সর্ব্বচিত্তাকর্ষকায় তুভ্যং নমঃ। এবং বহিরৈশ্বর্য্যমুক্ত্বান্তরমপ্যাহ পুরুষায়েতি। লীলয়া তু সাত্বতাং পতয়ে। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা। সর্ব্বাবতারেষপ্যেবমেবং ত্বং যদ্যপি করোষি তথাপ্যত্র সর্ব্বতো মহাবিশেষ ইত্যাহ নম ইতি। তুভ্যং কৃষ্ণায় সর্ব্বচিত্তাকর্ষকায় নমঃ। কৃষ্ণত্বমেব সূচয়তি ভগবতে সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণায় কুতঃ, পুরুষায় নিজাশেষপুরুষার্থব্যঞ্জকায়েত্যর্থঃ। অতএব মহাত্মনেঽপরিচ্ছিন্নমাহাত্ম্যায়েত্যর্থঃ। কৃষ্ণমেব স্পষ্টয়তি বসুদেবসুতায়েতি। অতঃ সাত্বতাং যাদবানাং সর্ব্বেষাং পরিপালকায় ॥ ১০

স্বচ্ছন্দোপাত্তদেহায় বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তয়ে । সর্ব্বস্মৈ সর্ব্ববীজায় সর্ব্বভূতাত্মনে নমঃ ॥ ১১
ময়েদং ভগবন্ গোষ্ঠনাশায়াসারবায়ুভিঃ । চেষ্টিতং বিহতে যজ্ঞে মানিনা তীব্রমন্যুনা ॥ ১২
ত্বয়েশানুগৃহীতোঽস্মি ধ্বস্তস্তম্ভো বৃথোদ্যমঃ । ঈশ্বরং গুরুমাত্মানং ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ১৩

অন্বয়ঃ ।—স্বচ্ছন্দোপাত্তদেহায় ( স্বানাং ভক্তানাং ছন্দেন ইচ্ছয়া প্রকটিতবিগ্রহায় ) বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তয়ে ( বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মকস্বপ্রকাশস্বরূপায় ) সর্ব্বস্মৈ ( সর্ব্বাত্মকায় ) সর্ব্ববীজায় ( সর্ব্বকারণকারণস্বরূপায় ) সর্ব্বভূতাত্মনে ( পরমাত্মত্বাৎ সর্ব্বভূতানাং নিয়ন্ত্রে তুভ্যং ) নমঃ ॥ ১১

মূলানুবাদ ।—হে ভগবন্ । আপনি ভক্তেচ্ছানুরূপ লীলাবিগ্রহধারী, স্বপ্রকাশস্বরূপ, সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বকারণ-কারণ সর্ব্বভূতনিয়ন্তা । আপনাকে নমস্কার ॥ ১১

শ্রীধরস্বামীটীকা ।—তর্হি কিমহং যাদবঃ ? ন স্বচ্ছন্দোপাত্তদেহায় স্বেষাং ভক্তানাং ছন্দেন ইচ্ছয়া স্বীকৃত-দেহায় । তত্রাপি বিশুদ্ধং জ্ঞানমেব মূর্ত্তির্যস্য তস্মৈ । মায়য়া সর্ব্বস্মৈ সর্ব্বরূপায়, কুতঃ ? সর্ব্বস্য বীজায় কারণায় । অতএব সর্ব্বভূতাত্মনে নম ইতি ॥ ১১

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ।—অতস্ত্বমেব সর্ব্বমিত্যাহ স্বচ্ছন্দেতি । স্বৈর্ভক্তৈঃ কর্তৃভিঃ ছন্দেনেচ্ছয়া করণরূপয়া উপ সমীপে আত্তা আকৃষ্টা দেহাঃ শ্রীমৎস্যকূর্ম্মাদয়োঽপি বিগ্রহা যেন তস্মৈ । তেষাং দেহানাং স্বরূপজ্ঞানার্থং পুনরাহ বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তয়ে বিশুদ্ধা মায়াতীতাঃ স্বপ্রকাশতয়া জ্ঞানরূপাশ্চ মূর্ত্তয়ো দেহা যস্যেতি তস্মা ইতি । অন্যত্তৈঃ । তত্র সর্ব্বস্মৈ জগদ্রূপায় সর্ব্বস্য বীজায় কারণায় মহাপুরুষরূপায় সর্ব্বভূতাত্মনে তদন্তর্যামিনে ইতি । যদ্বা । স্বচ্ছন্দং যথা স্যাত্তথা উপাত্তা অন্তর্যামিত্বেন স্বীকৃতা দেহাঃ সমষ্টিব্যষ্টিরূপা যেন, স্বয়ন্ত বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তয়ে ইতি তু পূর্ব্ববৎ ॥ ১১

অন্বয়ঃ ।—ভগবন্ ( হে সর্ব্বজ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিশালিন্ । ) যজ্ঞে বিহতে ( ব্রজবাসিগোপৈঃ ইন্দ্রযাগপরিবর্ত্তেন গোবর্দ্ধনযাগে প্রবর্ত্তিতে সতি ) তীব্রমন্যুনা ( অতিশয়কোপপ্রযুক্তেন ) মানিনা ( দেবরাজাভিমানবতা ) ময়া ( অতিতুচ্ছেনাপি ) আসারবায়ুভিঃ ( প্রবলবারিবর্ষণৈঃ প্রবলবায়ুসঞ্চারণৈশ্চ ) গোষ্ঠনাশায় ( ব্রজনাশেচ্ছয়া ) চেষ্টিতং ( বিবিধচেষ্টা কৃতা ) ॥ ১২

মূলানুবাদ ।—হে সর্ব্বজ্ঞানৈশ্বর্য্যশালিন্ । ব্রজবাসি গোপগণ, ইন্দ্রযাগের অনুষ্ঠান না করিয়া গোবর্দ্ধনযাগ প্রবর্ত্তন করিলে আমি দেবরাজাভিমানে মত্ত এবং অতত্য কুপিত হইয়া প্রবল বারিবর্ষণ এবং ঝটিকা সঞ্চারণে ব্রজ-ভূমি বিধ্বস্ত করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলাম ॥ ১২

শ্রীধরটীকা ।—কৃতাগস ইত্যনেনোক্তমপরাধং নিবেদয়তি ময়েদমিতি । আসারবায়ুভির্গোষ্ঠনাশায় ময়া ইদমকৃত্যং চেষ্টিতং কৃতম্ ॥ ১২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ।—কিঞ্চ । মহাপরাধিন্যপি পরমানুগ্রহোঽয়ং সর্ব্বতো মহাবিশেষ ইত্যাহ ময়েতি সার্দ্ধেন । ময়া স্বয়মেবেদং সাক্ষাদিদানীমেবেত্যর্থঃ । গোষ্ঠস্য নাশায়েতি পরমাকৃত্যত্বমুক্তম্ । যতো মানিনা অতএব তীব্রমন্যুনা । ভগবন্ হে সর্ব্বজ্ঞ, তন্মম দুষ্টতাবৃত্তং ত্বয়া জ্ঞায়ত এব, কিং ময়া ধৃষ্টেন বিস্তার্য্যমিতি ভাবঃ । যদ্বা । হে ভগবন্নিতিসর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণে ত্বয়ি সাক্ষাদ্বর্ত্তমানেঽপি ত্বদ্গোষ্ঠনাশায়েত্যপরাধাধিক্যং সূচিতম্ ॥ ১২

অন্বয়ঃ ।—ঈশ ( হে সর্ব্বনিয়ন্তঃ ! ) ত্বয়া (পরমানুগ্রহশীলেন ভবতা) ধ্বস্তস্তম্ভঃ (নষ্টগর্ব্বঃ) বৃথোদ্যমঃ (গোষ্ঠ-নাশায় বৃথাচেষ্টিতঃ অহং ) অনুগৃহীতঃ অস্মি ( পরমানুগ্রহভাজনো ভবামি ), [ অতঃ ] ঈশ্বরং ( সর্ব্বনিয়ন্তারং ) আত্মানং ( সর্ব্বেষাং মূলস্বরূপং ) গুরুং ( সর্ব্বসেব্যং ) ত্বাম্ অহং শরণং গতঃ ॥ ১৩

মূলানুবাদ ।—হে সর্ব্বেশ্বর ! আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার সর্ব্ববিধ গর্ব্বনাশ করিয়া এবং গোষ্ঠনাশের

প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। আপনি সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বমূলস্বরূপ এবং সর্ব্বসেব্য, আমি আপনার চরণে শরণাগত হইলাম ॥ ১৩

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—ঈশ হে সর্ব্বনিয়ন্তঃ, যদ্যপি সত্য এব ময়ি দণ্ডং কর্ত্তুং সমর্থস্ত্বং তথাপি ত্বয়ানুগৃহীতোঽস্মি এবেত্যর্থঃ। নচ বাহ্যানুগ্রহ ইত্যাহ ধ্বস্তস্তম্ভঃ নষ্টমদোঽস্মি যতো হতোত্তমঃ। ধ্বংসিরজ্ঞানুভূ্র্তণ্যর্থঃ। যতস্ত্বয়ৈব স্তম্ভো নাশিত উদ্যমশ্চ হত ইত্যর্থঃ। অতো গুরুং ত্বামেব মহাপরাধ্যহং শরণং গতঃ। অত্রৈবাস্মদপি হেতুস্বয়ম্ ঈশ্বরং নিয়ন্তারম্ আত্মানং পূর্য্যমিব সর্ব্বেষাং মূলস্বরূপং ত্রিধাপ্যনন্যগতিকত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ১৩

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—দেবরাজ ইন্দ্র, মহাপরাধভয়ে ভীত হইয়া নির্জ্জন গোবর্দ্ধন তটে শ্রীব্রজরাজনন্দনের চরণনিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণাগ্রে পুনঃ পুনঃ মুকুটাগ্র লুণ্ঠন করিয়া প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার চরণাগ্রভূমিতে নতজানু জোড়করে সমুপবিষ্ট হইয়া নিজ মহাপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু তিনি মহাপরাধ ভয়ে এমনই ভীত যে, তাঁহার কিছুতেই বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। পরিশেষে তিনি সজলনয়নে ব্রজরাজনন্দনের বদনারবিন্দের দিকে দীনদৃষ্টিপাত করিয়া যখন দীনতার ইঙ্গিতে নিজ মনোভাব জ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন ব্রজরাজনন্দনের প্রসন্নবদন দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব বলসঞ্চার হইল এবং তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার শত সহস্র অপরাধ থাকা সত্ত্বেও পরম করুণাময় শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধলেশেরও উদয় হয় নাই। তিনি স্বভাবপ্রসন্নবদনে পরম শান্তচিত্তে গোবর্দ্ধনপর্ব্বততটে উপবিষ্ট হইয়া যেন তাঁহার অফুরন্ত কৃপা ভাণ্ডারের উপযুক্ত দীন গ্রাহকেরই অন্বেষণ করিতেছেন।

দেবরাজ ইন্দ্র মহাপরাধী হইয়াও যখন বুঝিলেন যে ব্রজরাজনন্দন, তাঁহার উপর একটুও কুপিত হন নাই, তখন তিনি মনে করিলেন যে—আমরা মায়াবদ্ধ জীব, কাজেই নানাবিধ মায়ামোহে অভিভূত হইয়া নিরন্তরই নানাবিধ অপরাধ করিতেছি, কিন্তু অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীকৃষ্ণ, যদি আমাদের অপরাধ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমাদের আর গতি নাই। কাজেই আমি মহাপরাধী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ আমাকে উপেক্ষা করেন নাই, প্রত্যুত তিনি আমাকে কৃপা করিয়া নিজ চরণাগ্রে লুণ্ঠিত করিবেন বলিয়া প্রসন্নবদনে আমারই আগমন প্রতীক্ষায় এই গোবর্দ্ধন তটে উপবিষ্ট আছেন। ধন্য তাঁহার অহৈতুকী করুণা !!

দেবরাজ ইন্দ্র ইতঃপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণের মহাপ্রভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার চরণপ্রান্তে আসিয়া তিনি যে অযাচিত কৃপা বিতরণের মহাপ্রভাব দেখিলেন, তাহাতে তিনি একেবারে আনন্দে, বিস্ময়ে ও সম্ভ্রমে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন, কাজেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যথাদৃষ্টস্বরূপ বর্ণনা ছাড়া আর কিছুই বলিতে পারিলেন না।

শ্রীকৃষ্ণচরণনিকটে উপস্থিত হইয়া ইন্দ্র দেখিলেন যে—তিনি মহাপরাধী হইলেও শ্রীকৃষ্ণের তাঁহার উপর কিছুমাত্র কোপ নাই কিংবা সেজন্য তাঁহার কোনপ্রকার চিত্তবিকার আছে বলিয়াও মনে হয় না।

সেজন্য ইন্দ্র বলিলেন—"বিশুদ্ধসত্ত্বং তব ধাম শান্তং তপোময়ং ধ্বস্তরজস্তমস্কম্"। হে ভগবন্! আপনার স্বরূপ বিশুদ্ধসত্ত্বময় এবং পরম শান্ত। আপনার সহিত রজঃ ও তমোগুণের কোনও সম্বন্ধ না থাকায় আপনি পরম বিশুদ্ধ এবং স্বপ্রকাশ। ইহাতে বক্তব্য এই যে—শ্রীভগবান্ অনন্ত শক্তিসম্পন্ন হইলেও তাঁহার চিচ্ছক্তি এবং মায়াশক্তির কথাই প্রধানতঃ সর্ব্বশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই উভয় শক্তিই সাধারণতঃ তাঁহার লীলার সহায়। তাহার মধ্যে তাঁহার ধাম পার্ষদ লীলা ও শ্রী বিগ্রহাদি চিচ্ছক্তির এবং জগৎ তাঁহার মায়াশক্তির বিলাস। জীবগণ শ্রীভগবানের অংশ হইলেও তাহারা অনাদিকাল হইতে মায়াশক্তির অধীন হইয়া মায়াশক্তির বৃত্তি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময় দেহ গেহাদিতে আবিষ্ট হইয়া নানাবিধ সুখ দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে। শ্রীভগবান্ এই মায়ার

নিয়ন্তা, সুতরাং মায়াবৃত্তি সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধ নাই, কিংবা এই ত্রিগুণের কোন বিকারই তাঁহাকে কদাপি স্পর্শ করিতে পারে না। চিন্ময় শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তির সহিতই নিত্য সম্বন্ধ। বিশুদ্ধ-সত্ত্ব তাঁহার চিচ্ছক্তিরই বৃত্তিবিশেষ এবং এই বিশুদ্ধ সত্ত্ব হইতেই তাঁহার সর্ব্ববিধ লীলাদির প্রকাশ হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ যখন মায়িক জগতে তাঁহার মায়াতীত লীলা প্রকাশ করিয়া অসুর মারণ ভূভারহরণাদি লীলা করেন, তখনও তাঁহার মায়িক সত্ত্ব, রজঃ কিংবা তমোগুণের সহিত কোনই সম্বন্ধ থাকে না। এই জন্যই ইন্দ্র বলিলেন—হে ভগবন্। আপনার স্বরূপ বিশুদ্ধসত্ত্বময়—অর্থাৎ মায়িক জগতের জীবগণ মায়াবৃত্তি সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের অধীন হইয়া কখনও সৎকার্য্য এবং কখনও বা কুকার্য্যাদি করিয়া থাকে, কিন্তু আপনি বিশুদ্ধ সত্ত্বময় বলিয়া তাহাতে আপনার কোন প্রকার চিত্তবিকার হয় না। আমি আপনার চরণে নানাভাবে অপরাধী হইলেও আপনি বিশুদ্ধ-সত্ত্ব প্রভাবে আমার সর্ব্ববিধ অপরাধ উপেক্ষা করিয়া আমার উপর কৃপাবর্ষণ করিবার জন্য প্রসন্নচিত্তেই অবস্থান করিতেছেন। জগতে অনেক সাত্ত্বিক প্রকৃতি সম্পন্ন মহাপুরুষ আছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে রজঃ ও তমোগুণের কিছু সম্বন্ধ অবশ্যই থাকে। মায়াবৃত্তি সত্ত্বগুণ কখনও রজঃ ও তমোগুণের সম্বন্ধবিহীন হয় না, এইজন্য মায়াবৃত্তি সত্ত্বগুণের নামান্তর মলিনসত্ত্ব। কিন্তু বিশুদ্ধসত্ত্বের সহিত রজঃ ও তমোগুণের কোনও সম্বন্ধ না থাকায় তাহা সর্ব্বতো-ভাবেই বিশুদ্ধ। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে—

সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ। স শুদ্ধঃ সর্ব্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাদ্যঃ প্রসীদতু।

শ্রীভগবানে সত্ত্ব, রজ ও তমঃ এই প্রাকৃত গুণের কোনই সম্বন্ধ নাই। তিনি সর্ব্ববিধ শুদ্ধ বস্তু হইতেও পরম বিশুদ্ধ। সেই আদিপুরুষ শ্রীভগবান্ আমার উপর প্রসন্ন হউন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে আরও দেখা যায় যে—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥

হে ভগবন্। আপনি চিৎ ও জড় সকলেরই আশ্রয় হইলেও আপনাতে হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সম্বিৎ এই ত্রিবিধ চিৎশক্তিই সর্ব্বদা সমবস্থিত, কিন্তু হ্লাদকরী সাত্ত্বিকী, তাপকরী তামসী এবং তদুভয়মিশ্রা রাজসী এই শক্তিত্রয়ের সহিত আপনার কোনই সম্বন্ধ নাই।

অদ্বৈতবাদ বেদান্তগ্রন্থেও দেখা যায়—

সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়া বিদ্যে চ তে মতে। মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ।
অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যস্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা॥ (পঞ্চদশী)

সত্ত্বের শুদ্ধি ও অশুদ্ধি ভেদে অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান ও মলিন সত্ত্বপ্রধান ভেদে অজ্ঞান দ্বিবিধ। তাহার মধ্যে বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা মায়া এবং মলিনসত্ত্বপ্রধানা অবিদ্যা। মায়াপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য মায়াকে স্ববশে রাখিয়া সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর নামে অভিহিত হন এবং অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য অবিদ্যার বশবর্ত্তী হইয়া জীবরূপে কথিত হন এবং অবিদ্যার বৈচিত্র্যবশতঃ বহুরূপে প্রকাশিত হন।

এই সিদ্ধান্তের সহিত বৈষ্ণব দার্শনিক সিদ্ধান্তের ঐক্য না থাকিলেও বিশুদ্ধসত্ত্ব এবং মলিনসত্ত্ব ভেদে দ্বিবিধ সত্ত্ব এই সিদ্ধান্তেও যে স্বীকৃত তাহাই দেখান হইল।

যাহা হউক, দেবরাজ ইন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে বিশুদ্ধসত্ত্বময় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে—প্রাকৃত সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধ নাই, কাজেই প্রাকৃত জীবে যে সমস্ত ক্রোধ লোভ হিংসাদি মায়াশক্তির সম্বন্ধ দেখা যায়, তাহা তাঁহাতে নাই এবং সেই জন্যই তিনি মহাপরাধ-সম্পন্ন জীবেরও কোনও অপরাধের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া স্বাভাবিক বিশুদ্ধসত্ত্বগুণে সর্ব্বদাই তাহাদের উপর প্রসন্ন থাকেন।

রজঃ ও তমোগুণ কর্ত্তৃক প্রাকৃত সত্ত্ব বিক্ষুব্ধ হইতে পারে, কিন্তু বিশুদ্ধসত্ত্ব সর্ব্বদাই ক্ষোভরহিত, সেইজন্য ইন্দ্র শ্রীভগবান্‌কে শান্ত এবং ধ্বস্তরজস্তমস্ক বলিয়াছেন। শ্রীভগবান্ তপোময় অর্থাৎ স্বপ্রকাশ, কিন্তু মায়াধীন জীব কদাপি স্বপ্রকাশ হইতে পারে না, কোনপ্রকার বিষয় সম্বন্ধ ব্যতীত তাহাদের প্রকাশ হয় না। সুতরাং জীব এবং শ্রীভগবানের স্বরূপ ও কার্য্যাদির সমালোচনা করিলে প্রভূত পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। দেবরাজ ইন্দ্র এই পার্থক্যের সমালোচনা করিয়া বলিলেন যে আমরা মায়াধীন জীব, কাজেই মায়িক কামলোভাদির বশবর্ত্তী হইয়া কখন কি করি তাহার স্থিরতা নাই; কিন্তু হে ভগবন্! আপনি মায়াতীত বিশুদ্ধ সত্ত্বময় বলিয়া আপনার তাহাতে কোনপ্রকার বিক্ষোভ উপস্থিত হয় না এবং সেই জন্যই আপনি সকলের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া নিরন্তর সকলের উপর কৃপা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

দেবরাজ ইন্দ্র এইভাবে "বিশুদ্ধসত্ত্বং তব ধাম শান্তং" প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীভগবান্‌কে বিশুদ্ধ সত্ত্বময় বলিয়া বর্ণনা করিলেন বটে, কিন্তু শ্রীভগবানের লীলা দেখিলে তাঁহাকে ক্রোধ লোভাদিবিহীন বলিয়া মনে হয় না। কেননা তিনি অসুরগণের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে বিনাশ করেন, শ্রীবৃন্দাবনলীলায় তিনি লোভপরতন্ত্র হইয়া ক্ষীর-নবনীতাদি চুরি করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, গোবর্দ্ধন যাগেও তিনি সুবৃহৎ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গোপগণের প্রদত্ত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়াছেন। এইরূপ বহু লীলাতেই শ্রীভগবানের ক্রোধ লোভাদির পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীভগবান্‌কে বিশুদ্ধ সত্ত্বময় বলিলেও তাঁহার লীলা সমালোচনা করিয়া তাঁহাকে ক্রোধলোভাদি-পরতন্ত্র বলিয়া মনে হইতে পারে, সেইজন্য "কুতোনু তদ্ধেতব ঈশঃ তৎকৃতা." প্রভৃতি শ্লোকের অবতারণা করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীভগবানের লীলার প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন—

হে ভগবন্! মায়াতীত জীবের মায়িক কাম ক্রোধাদির সম্বন্ধ বশতঃ নানাবিধ বিকার পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু আপনি মায়াধীশ বলিয়া কোন প্রকার মায়াবিকারের সহিত আপনার সম্বন্ধ থাকা কোন প্রকারেই সম্ভবপর নহে। আত্মস্বরূপ জ্ঞানবিহীন মায়াধীন জীবগণেরই মায়িক বিষয়ে কাম ক্রোধাদি পরিলক্ষিত হয় এবং ইহাই তাহাদের পুনঃ পুনঃ সংসারদুঃখ ভোগের হেতু। অজ্ঞানান্ধ জীবগণ তত্ত্বজ্ঞানের অভিনয় দেখাইতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত কাম ক্রোধাদির সম্বন্ধ থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কাহাকেও প্রকৃত জ্ঞানী বলা যাইতে পারে না। আপনি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ, সুতরাং আপনার অজ্ঞান কিংবা অজ্ঞানকৃত কাম লোভাদির সহিত কোনই সম্বন্ধ নাই। "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥" প্রভৃতি গীতাবাক্যে জানা যায় যে আপনি ভক্তের সমর্পিত পত্র পুষ্পাদি পর্য্যন্ত পরমাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা মায়াধীন সকাম জীবের কাম্যবস্তু গ্রহণের ন্যায় কামসম্বন্ধযুক্ত নহে। আপনার ভক্তদত্ত ভক্ত্যুপহার গ্রহণ ভক্তাধীনতারই পরিচায়ক। আপনি যে ধর্ম্মপথভ্রষ্ট অসুরগণের উপর দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন, তাহাতেও আপনার অসীম কৃপারই পরিচয় পাওয়া যায়, কেননা আপনি ধর্ম্মপথভ্রষ্ট অসুরগণের উপর দণ্ড বিধান করিলে তাহাদের অধর্ম্ম প্রবৃত্তি দূর হইয়া যায় এবং জগতে ধর্ম্ম সংস্থাপন হইয়া থাকে।

হে ভগবন্! আপনি যখন জগতে আবির্ভূত হইয়া লীলা করেন, তখন দেখা যায় যে আপনি সজ্জনগণকে পালন করেন এবং দুর্জ্জনগণকে নানাভাবে দণ্ড প্রদান করেন। ইহাতে আপাততঃ আপনার লীলায় বৈষম্য প্রতীতি হইলেও প্রকৃতপক্ষে আপনার কোনও বৈষম্য নাই। আপনি সজ্জন এবং দুর্জ্জন উভয়কেই অনুগ্রহ এবং দণ্ড দ্বারা কৃতার্থ করিয়া থাকেন। পিতা যেমন পুত্র পালন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সৎপুত্রকে আদর করেন এবং দুষ্পুত্রকে দণ্ড প্রদান করেন, সেইরূপ আপনিও জগৎপিতা, সজ্জনগণ আপনার সুপুত্র এবং দুর্জ্জনগণ আপনার দুষ্পুত্র। সেইজন্য আপনি অনুগ্রহদানে সৎপুত্র-স্বরূপ সজ্জনগণকে এবং দণ্ড দানে দুষ্পুত্র-স্বরূপ দুর্জ্জনগণকে পালন করিয়া থাকেন।

আপনি জগতের গুরু, কাজেই গুরু যেমন শিষ্যের অধিকারানুরূপ শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন, আপনিও সেই ভাবে জগতের সমস্ত জীবকে যথাযোগ্য শিক্ষা প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিয়া থাকেন। আপনি অধীশ অর্থাৎ সর্ব্ববিধ যোগ্যতাসম্পন্ন, সুতরাং আপনি যাহাকে যে ভাবে শাসিত, গঠিত কিংবা শিক্ষিত করিতে ইচ্ছা করেন, সে সেই ভাবেই শাসিত, গঠিত ও শিক্ষিত হইয়া থাকে। জগতে দেখা যায় যে, এমন অনেক কুপুত্র আছে যে পিতা তাহাকে নানাভাবে শাসন ও শিক্ষা প্রদান করিয়াও সৎপথে আনয়ন করিতে পারেন না এবং এমন অনেক দুর্ব্বুদ্ধি সম্পন্ন শিষ্য আছে যে গুরু তাহাকে নানাভাবে শিক্ষা প্রদান করিয়াও শিক্ষিত করিতে পারেন না। কিন্তু আপনি অধীশ, কাজেই আপনার শাসন কিংবা শিক্ষা প্রদান কখনও ব্যর্থ হয় না। আপনি যাহাকে যেভাবে শাসন কিংবা শিক্ষা প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন, সে সেই ভাবেই শাসিত এবং শিক্ষিত হইয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। অতএব আপনার প্রদত্ত শাসন-দণ্ড কিংবা শিক্ষা-দণ্ড সকলেরই পরমকল্যাণকর। অনুগ্রহ এবং দণ্ড বিধান করিয়া জগতের সজ্জনগণকে কৃতার্থ করিবার জন্য আপনি পিতা ও গুরুর ন্যায় পুত্র ও শিষ্যকে বাৎসল্য প্রকাশ করিয়া এবং অখণ্ডনীয় কালের ন্যায় অলঙ্ঘ্য দণ্ড ধারণ করিয়া জগতে আবির্ভূত হইয়া নানাবিধ লীলা করিয়া থাকেন। জগতের জীবগণ পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য কর্ম্ম-বাধ্য হইয়া জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু আপনি কাল, কর্ম্ম প্রভৃতি সকলেরই নিয়ন্তা; কাজেই আপনার জগতে আবির্ভাবের আপনার ইচ্ছাই একমাত্র হেতু এবং আপনার ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে সকলের পক্ষে হিতকর হইয়া থাকে। জগতের ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্ব্ববস্তু এবং সর্ব্বজীবের আপনিই নিয়ন্তা, আপনিই পালক এবং আপনিই গুরু। কিন্তু মায়াবদ্ধ জীবগণ আপনার কর্তৃত্ব ভুলিয়া গিয়া নিজেকে স্বতন্ত্র কর্ত্তা বলিয়া মনে করে এবং সেই দুরভিমান বশতঃ নানাবিধ কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করে। আপনি জগতে অবতীর্ণ হইয়া সেই সমস্ত দুরভিমানগ্রস্ত জীবের অচ্ছেদ্য দুরভিমান খণ্ডন করিয়া তাহাদিগকে চির কৃতার্থ করিয়া থাকেন।

দেবরাজ ইন্দ্র, এই ভাবে জগৎপিতা, জগদ্গুরু এবং জগন্নিয়ন্তারূপে শ্রীভগবানের স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়া পরিশেষে বলিলেন—হে ভগবন্। জগতে আমার মত অনেক অজ্ঞ আছে, যাহারা আপনার কর্তৃত্ব ভুলিয়া গিয়া নিজেকেই কর্ত্তা বলিয়া মনে করে এবং সেই কর্তৃত্বাভিমানে আপনাকে পর্য্যন্ত অবজ্ঞা করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। আপনিই পরমমহান্, কাজেই আপনি এই সমস্ত জীবের তুচ্ছ ব্যবহারের দিকে দৃষ্টিপাতও করেন না। কিন্তু আপনি যখন জগতে অবতীর্ণ হইয়া আপনার ভক্তগণের সহিত বিবিধ লীলারসে মত্ত থাকেন, তখন আপনার সেই লীলাতেই অজ্ঞ জীবের শিক্ষা হইয়া যায় এবং তাহারা স্বতন্ত্রতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা পরিত্যাগ করিয়া আপনার চরণে শরণাগত হয়। অন্যের কথা আর কি বলিব, আমিই এমন অজ্ঞ যে আপনি স্বয়ং জগতে অবতীর্ণ হইয়া আপনার প্রেমবান্ ভক্তগণের সহিত বিবিধ লীলা বিলাস করিতেছেন দেখিয়াও আমি কিছুই ধারণা করিতে পারি নাই এবং সেই জন্যই ব্রজবাসিগণ যখন আমার যজ্ঞের পরিবর্ত্তে গোবর্দ্ধনযাগের অনুষ্ঠান করিল, তখন আমি প্রচণ্ড বারিবর্ষণ, বজ্রপাত প্রভৃতি দ্বারা ব্রজবাসিগণকে একেবারে বিধ্বস্ত করিবার জন্য বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু যাহারা আপনার চরণাশ্রিত এবং আপনার কৃপায় সুরক্ষিত, তাহারা যে কিছুতেই বিনষ্ট হইতে পারে না ইহা আমার একবারও মনে আসিল না। তাহার পর আপনার লীলাতেই আমার চৈতন্য সঞ্চার হইল এবং আমি সর্ব্ববিধ অভিমান মুক্ত হইয়া আপনার চরণে শরণাগত হইতে সমর্থ হইলাম। অজ্ঞ জীবগণ আপনার লীলামাধুর্য্য প্রভৃতি দেখিয়াও আপনাকে চিনিতে পারে না, কিন্তু তাহারা যখন নানাভাবে কঠোর দণ্ড ভোগ করে এবং মহাভয়সঙ্কুল সময়েও আপনাকে অকুতোভয়রূপে লীলা করিতে দেখে তখন তাহারা আপনার বিশেষত্ব গ্রহণ করিতে পারিয়া অগত্যা আপনার চরণে শরণাগত হয়। আমি যখন প্রলয়কালীন মেঘ ও বায়ুসঞ্চার করিয়া গোকুল ধ্বংসের উপক্রম

করিয়াছিলাম, তখন ব্রজবাসিগণ মহাভয়ে ভীত হইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছিলেন এবং আপনিও অকুতোভয়ে তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়া সপ্তাহকাল গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। আমার বজ্রাঘাতে কত শত শত পর্ব্বত বিচূর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু আপনার কি অচিন্ত্যপ্রভাব যে আমার শত শত বজ্রাঘাতেও আপনার হস্তস্থিত গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের একটি রেণুও স্থানচ্যুত হয় নাই। আপনার এই মহাপ্রভাব দেখিয়া আমার অজ্ঞতার প্রভাব আর কতক্ষণ থাকিতে পারে? কাজেই আপনার স্বচ্ছন্দলীলাতেই আমার সর্ব্ববিধ অভিমান চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল এবং আমি দেবরাজ হইয়াও গোপরাজনন্দনের চরণে শরণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম। তাই বলিতেছি "ঈহা খালানামপি তেঽনুশাসনং"— আপনার লীলাই খলপ্রকৃতি ব্যক্তিগণের শাসনদণ্ড। সূর্য্যোদয় হইলে যেমন জগতের অন্ধকার রাশি আপনিই বিলুপ্ত হইয়া যায়, সেইরূপ আপনার লীলা প্রকাশ হইলেই সকলের সকল অভিমান বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং স্বতন্ত্রতা ও স্বেচ্ছাচারিতার পরিবর্ত্তে আপনার চরণে শরণাগতি লাভের প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে।

দেবরাজ ইন্দ্র, এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের বিশুদ্ধসত্ত্বময় স্বরূপ এবং তাঁহার সর্ব্বহিতকর লীলার অভিপ্রায় বর্ণনা করিয়া নিজকৃত মহাপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য বলিতেছেন—হে প্রভো। আপনি সর্ব্বশক্তিমান, অতএব নিগ্রহ অনুগ্রহ প্রভৃতি যাহা আপনার ইচ্ছা হয় তাহাই আপনি সর্ব্বজীবের জন্য ব্যবস্থা করিতে পারেন। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাহারও কিছু করিবার সাধ্য নাই। যদিও আপনি আপনার স্বভাবসিদ্ধ করুণাগুণে সর্ব্বজীবের হিতাচরণই করিয়া থাকেন, যদিও আপনার প্রদত্ত নিগ্রহ ও অনুগ্রহ দুইই জীবের পরমহিতকর, তথাপি আমি মহাপরাধভয়ে ভীত হইয়া আপনার চরণে নিবেদন করিতেছি—হে করুণাময়। আপনি আমার সর্ব্ববিধ অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাকে আপনার চরণে চিরশরণাগতি প্রদান করিয়া চিরকৃতার্থ করুন। আপনিই আমাকে স্বর্গরাজ্যের আধিপত্য প্রদান করিয়াছেন বলিয়া আমি স্বর্গাধিপতি হইয়া বিপুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছি এবং তেত্রিশ কোটি দেবতার উপর প্রভুত্ব করিতেছি। কিন্তু আমি এমনই মূঢ় যে—আমি স্বর্গৈশ্বর্য্য গর্ব্বে অন্ধ ও আত্মহারা হইয়া আপনার পরমপ্রিয় ব্রজবাসিগণের উপর অত্যাচার করিতেও কুণ্ঠিত হই নাই। তুচ্ছাতিতুচ্ছ স্বর্গরাজ্যের প্রভুত্ব আমাকে এমনই বিবেক বিহীন করিয়াছে যে আমি আপনার মহাপ্রভাবকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিতে সাহসী হইয়াছি। যদিও আমার এই মহাপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করাও আর একটি অপরাধেরই তুল্য, তথাপি আমি নিতান্ত মূঢ় বলিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে—আপনি আমার এই অজ্ঞানকৃত অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আপনার প্রদত্ত স্বর্গরাজ্য লাভ করিয়া যদি আমি ঐশ্বর্য্য-মদমত্ত ও বিবেকবিহীন না হইতাম, তাহা হইলে আমি কখনই এইপ্রকার মহাপরাধ করিতাম না। সুতরাং একমাত্র ঐশ্বর্য্যমোহই আমার সর্ব্ববিধ মহাপরাধের মূল কারণ। তাই বলিতেছি, হে সর্ব্বেশ্বর। আপনি আমার এই অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা করিলেই যে আমি অপরাধমুক্ত হইব তাহা মনে হয় না, কেননা বহির্ম্মুখ জীবগণ যখন বিপদে পড়ে, তখন সেই আসন্ন বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্যই আপনার চরণে শরণাগত হয় বটে, কিন্তু বিপদ-মুক্তি হইয়া গেলে আর তাহারা আপনার কথা মনে করে না। তখন তাহারা আবার ঐশ্বর্য্যমদমত্ত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অপরাধে ডুবিয়া যায়। তাই বলিতেছি, হে প্রভো। আপনি আমার এই ঐশ্বর্য্য-মদ-সমুন্নত মস্তকে চরণ অর্পণ করিয়া আমাকে এমন কৃপা করুন, যাহাতে আমার হৃদয় হইতে সর্ব্ববিধ পাপবাসনা চিরতরে বিদূরিত হইয়া যায়। আমার যেন আর কদাপি আপনার চরণে কিংবা আপনার চরণাশ্রিত ভক্তগণের চরণে কোন প্রকার অপরাধ করিবার প্রবৃত্তি না হয়।

হে ভগবন্! আপনার স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য, মাহাত্ম্য, লীলা, শ্রীবিগ্রহ প্রভৃতি সমস্তই ভ্রান্তজীবের অজ্ঞেয়। সেই

ন্ত বিদ্গণ আপনাকে "অধোক্ষজ" বলিয়া থাকেন। আপনি অধোক্ষজ অর্থাৎ ভ্রান্তজীবের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগোচর হইয়াও ভ্রান্তজীবগণকে কৃতার্থ করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হন এবং সকলের দৃষ্টিগোচর হইয়া নানাবিধ লীলা করিয়া থাকেন। আপনি যদি সকলের অগোচর রূপেই অবস্থান করিতেন, তাহা হইলে জগতের কোন জীবই কোন দিন কৃতার্থ হওয়ার সুযোগ পাইত না। অতএব কেবল মাত্র জগতের কল্যাণ বিধানের জন্যই আপনার জগতে আবির্ভাব হইয়া থাকে। তাই বলিতেছি—আপনি যখন আমাদের মত মহাভ্রান্ত জীবের অগোচর হইয়াও কৃপাপূর্ব্বক দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন, তখন আমাদের অজ্ঞান-কলুষিত হৃদয় শোধন করিয়া আমাদের কৃতার্থ করুন এবং চিরদিনের জন্য আপনার চরণে শরণাগত হইবার অধিকার প্রদান করুন।

হে সর্ব্বেশ্বর! যদিও সমস্ত জীবই আপনার নিত্যদাস, তথাপি অনাদি বহির্ম্মুখতাবশতঃ এই সমস্ত জীবগণ আপনার চরণ সেবন ভুলিয়া বিবিধ বিষয়ে আসক্ত হইয়া যায় এবং আত্মপোষণের জন্য নানাভাবে পরপীড়ন করে। আপনি এই সমস্ত জীবকে দণ্ড প্রদান করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ ও আপনার চরণাশ্রিত ভক্তগণকে পালন করিবার জন্যই জগতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তাই বলিতেছি যে—আমি যত অপরাধীই হই না কেন, আমাকে আপনার চরণে শরণাগত করিয়া আমার সর্ব্ববিধ অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

দেবরাজ ইন্দ্র, ব্রজরাজনন্দনের চরণাগ্রভূমিতে নিপতিত হইয়া এই প্রকার নানা কথাই বলিলেন, কিন্তু ব্রজরাজনন্দন তাঁহার একটি কথারও কোনও উত্তর প্রদান করিলেন না। ইহাতেও দেবরাজ মনে করিলেন যে—ব্রজরাজনন্দন পরমকরুণাময় হইলেও আমার মত মহাপরাধীর কথায় কর্ণপাত করিতেছেন না, সুতরাং আমার এই অপরাধের বুঝি আর কোনদিনই নিষ্কৃতি হইবে না। সেজন্য তিনি মহাভয়ে ভীত হইয়া নানাভাবে ব্রজরাজ-নন্দনের স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার চরণে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

ব্রজরাজনন্দনের চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে করিতে দেবরাজ বলিলেন—হে ভগবন্! আপনি পরমেশ্বর। জগতে যাহার যতই ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হউক না কেন, তাহা আপনারই প্রদত্ত। আপনার ঐশ্বর্য্যসিন্ধুর বিন্দু কণিকায় জগৎ ঐশ্বর্য্যময় হইয়া থাকে। আমি স্বর্গের ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া দেবরাজরূপে জগতে পরিচিত হইয়াছি, কিন্তু আমার এই ঐশ্বর্য্য আপনারই অনুগ্রহের দান। আপনি যাহাকে ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন সে-ই ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া অন্যের উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকে। সুতরাং আপনার প্রদত্ত ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে মত্ত হইয়া যদি কেহ আপনার চরণে অপরাধ করে তাহা হইলে তাহারও মূলকারণ আপনিই। কেননা আপনি যদি তাহাকে তাদৃশ ঐশ্বর্য্য দান না করিতেন, তাহা হইলে সে ঐশ্বর্য্যমত্ত হইয়া আপনার চরণে অপরাধ করিতে সক্ষম হইত না। অতএব আমিও যে স্বর্গৈশ্বর্য্যগর্ব্বে মত্ত হইয়া আপনার চরণে অপরাধ করিয়াছি, তাহাও আপনারই ইচ্ছায় সজ্ঘটিত হইয়াছে। সুতরাং আপনি যদি আপনার অপরাধ ক্ষমা না করেন, তাহা হইলে আমার কোনই গতি নাই। বিশেষতঃ এবার আপনি কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রেমবান্ ভক্তের চিত্তাকর্ষণ এবং পাপীর পাপকর্ষণ করিতেছেন। আপনার এই পাপকর্ষণ লীলায় কেবলমাত্র আমিই কি বঞ্চিত থাকিব? হে কৃষ্ণ! হে সর্ব্বপাপকর্ষণ! আপনি আমারও সর্ব্ববিধ পাপকর্ষণ করিয়া আমাকে আপনার চরণপ্রান্তে চিরতরে আবদ্ধ করিয়া রাখুন। আপনি পুরুষ, অর্থাৎ সর্ব্বজীবের হৃদয়পুরে অবস্থিত পরমাত্মা। আপনি সর্ব্বজীবের হৃদয়পুরে অবস্থিত হইয়া যাহাকে দিয়া যাহা করান, সে তাহাই করিয়া থাকে। আপনি আমার হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া আমার দ্বারা এই মহাপরাধের অনুষ্ঠান করাইয়াছেন বলিয়াই আমি প্রচণ্ড বৃষ্টিবর্ষণ, ঝটিকা সঞ্চারণ প্রভৃতি করিয়া আপনার পরমপ্রিয় ব্রজবাসিগণকে উৎপীড়িত করিয়াছি। আবার এখন আপনিই আমার হৃদয়ে প্রেরণা সঞ্চার করিয়া আমাকে আপনার চরণপ্রান্তে টানিয়া আনিয়াছেন বলিয়া আমি আপনার চরণপ্রান্তে নিপতিত হইবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব আমি আর কি বলিব, আপনি

অন্তঃপ্রেরণাদ্বারা আমাদের যাহা করাইতেছেন, আমরা বিবশ হইয়া তাহাই করিতেছি। ইহাতে আপনি অনুগ্রহ কিংবা নিগ্রহ যাহা ইচ্ছা হয় করুন। আপনি সর্ব্বেশ্বর—আমরা ক্ষুদ্র জীব হইয়া আপনাকে আর কি বলিব।

হে ভগবন্! আপনার কৃপা এবং অচিন্ত্য শক্তির কথা আর কি বলিব, আপনি "মহাত্মা" অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী হইয়াও বসুদেবের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং নানাভাবে নিজ ভক্তগণকে পালন করিতেছেন। জগতের সর্ব্বজীবই নিজ নিজ কর্ম্মফলে দেবমনুষ্যাদি বিবিধ দেহ ধারণ করিয়া পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে যাহারা অজ্ঞ, তাহারা আপনার দেহধারণ এবং বিবিধ লীলা-বিলাসাদির তত্ত্ব ধারণা করিতে না পারিয়া আপনার দেহকে ভৌতিক দেহ এবং লীলাকে প্রাকৃত কর্ম্ম বলিয়াই ধারণা করিয়া থাকে। কিন্তু আপনার দেহ পাঞ্চভৌতিক নহে এবং আপনার দেহধারণ কর্ম্মফলায়ত্ত নহে। আপ নি আপনার ভক্তগণের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য তাহাদের ইচ্ছানুসারে বিবিধ মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। আপনার যে ভক্ত, যে ভাবে আপনার সেবা করিতে ইচ্ছা করে, আপনি সেই ভাবেই তাহার সেবা গ্রহণের উপযুক্ত মূর্ত্তি প্রকাশ করেন বলিয়া আপনি এক হইয়াও মৎস্যকূর্ম্মাদি অনন্তমূর্ত্তিতে জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। আপনার এই সমস্ত মূর্ত্তি মায়াতীত এবং স্বপ্রকাশ। কাজেই প্রাকৃত জীবদেহের সহিত আপনার শ্রীমূর্ত্তির কোন রূপেই তুলনা হইতে পারে না, কিন্তু অজ্ঞানান্ধ জীবগণ আপনার মূর্ত্তির প্রকৃত স্বরূপ জানিতে না পারিয়া আপনার অযাচিত কৃপালাভে বঞ্চিত হইয়া বিবিধ দুর্গতি ভোগ করিয়া থাকে।

যো বেত্তি ভৌতিকং দেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। স সর্ব্বস্মাৎ বহিঃকার্য্যঃ শ্রৌতস্মার্ত্ত-বিধানতঃ।
মুখং তস্যাবলোক্যাপি সচেলং স্নানমাচরেৎ॥ (পদ্মপুরাণম্)

সর্ব্বমূলস্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দেহকে যাহারা পাঞ্চভৌতিক বলিয়া ধারণা করে, তাহারা শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত সর্ব্ববিধ কর্ম্মাধিকারের বহির্ভূত, অতএব মহাপতিত। দৈবাৎ যদি তাহাদের মুখদর্শন হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বস্ত্র উত্তরীয়াদিসহ স্নান করিয়া দেহশুদ্ধি করিতে হয়।

হে ভগবন্! আপনি আপনার ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধনার্থ মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, দেবতা, মনুষ্য প্রভৃতি নানা রূপে অবতীর্ণ হইলেও আপনি সর্ব্বজগতের মূলকারণ এবং প্রাকৃত যত কিছু বস্তু আছে, তাহা সমস্তই আপনারই শক্তিসম্ভূত, সুতরাং আপনা হইতে পৃথক্ আর কোন বস্তুরই সত্তা নাই। জগতে ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ যে সমস্ত জীব কিংবা যে সমস্ত বস্তু আছে, তাহারা সকলেই আপনারই নিয়মাধীন। আপনি সর্ব্বনিয়ন্তা এবং সর্ব্বেশ্বর। সুতরাং আমি আর আপনাকে কি বলিব। আমি যখন আপনার পরম প্রিয় ব্রজবাসিগণের উপর অত্যাচার করিয়াছিলাম, তখন আপনারই অন্তঃপ্রেরণা-প্রেরিত হইয়া সেই মহাপরাধজনক কার্য্য করিয়াছিলাম, আবার এখন যে আমি আপনার চরণাগ্রে নিপতিত হইয়া আমার পূর্ব্বকৃত মহাপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি, তাহাও আপনারই অন্তঃ-প্রেরণা। সুতরাং আমাদের যখন কোন রূপেই স্বতন্ত্রতা নাই, তখন আমাদের সম্বন্ধে অনুগ্রহ কিংবা নিগ্রহ যাহা করিলে ভাল হয় আপনি তাহাই করুন। আমরা অজ্ঞানান্ধ জীব আপনার তত্ত্ব বুঝি না বলিয়াই আপনার চরণে বিবিধ অপরাধ করি এবং বিপদে পড়িলে আপনার চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আপনি যদি আমাদের এই মোহ মুক্তি করিয়া স্বচরণে শরণাগতি প্রদান করেন, তাহা হইলে আমরা চিরদিনের জন্য কৃতার্থ হইয়া যাই, নচেৎ জন্মে জন্মে এমন কত যে অপরাধ করিব এবং কতবার যে এইরূপ ক্ষমা প্রার্থনা করিব, তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

দেবরাজ ইন্দ্র, এইরূপে ব্রজরাজনন্দনের স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য ও মাহাত্ম্যাদির তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার চরণাগ্রভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন ও পরিশেষে বলিলেন, হে অন্তর্য্যামিন্! আমি আর আপনাকে কি

শ্রীশুক উবাচ।

এবং সংকীর্ত্তিতঃ কৃষ্ণো মঘোনা ভগবানমুম্। মেঘগম্ভীরয়া বাচা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥ ১৪

বলিব, আমার অন্তরের ভাব কিছুই আপনার অবিদিত নহে। আমি সৎ বা অসৎ যে কার্য্য করিয়াছি, করিতেছি ও করিব, তাহা আপনার প্রেরণা ব্যতীত কিছুতেই সিদ্ধ হয় নাই বা হইবে না। তথাপি আপনার চরণে নিজকৃত অপরাধ জ্ঞাপন করিলে কিছু ভারলাঘব হইবে বলিয়া বলিতেছি যে—আমার অপরাধের অন্ত নাই এবং আমার অজ্ঞতারও সীমা নাই। আপনি ব্রজে অবতীর্ণ হইয়া ব্রজবাসিগণের আনন্দবর্দ্ধনার্থ বিবিধ লীলা করিতেছেন দেখিয়াও আমি কিছুই ধারণা করিতে পারি নাই। সেই জন্যই ব্রজবাসিগণ যখন আমার যজ্ঞ না করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে গোবর্দ্ধন যাগের অনুষ্ঠান করিল, তখন আমি তাহাদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে সমূলে বিধ্বস্ত করিবার জন্য প্রবল বৃষ্টিপাত, ঝঞ্ঝাবাত, বজ্রপাত প্রভৃতি প্রবল অত্যাচার করিয়াছিলাম। তখন আমি কিছুতেই ধারণা করিতে পারি নাই যে, যেখানে আপনি স্বয়ং আবির্ভূত এবং যাহারা আপনার চরণাশ্রিত, তাহাদের কোন্ প্রকার অনিষ্ট হইতে পারে না। আমার মত কোটি কোটি ইন্দ্র মিলিত হইলেও ব্রজভূমির একটি ধূলিকণাকেও স্থানান্তরিত করিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু অজ্ঞানান্ধ জীবের অসাধ্য কিছুই নাই, সেই জন্য আমি আমার স্বর্গরাজ্যের অভিমানে মত্ত হইয়া আপনার পরমপ্রিয় ব্রজবাসিগণের উপর তীব্র ক্রোধ প্রকাশ করিবার জন্য তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই। হে করুণাসিন্ধো! আপনার করুণার কথা আর কি বলিব, আপনি আমার এই মহাধৃষ্টতার দিকে একটুও দৃষ্টিপাত না করিয়া বামকরে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণপূর্ব্বক তাহার নিম্নভাগে সমস্ত ব্রজবাসিগণকে লইয়া সাতদিন অবস্থান করিলেন এবং পরিশেষে আমার গর্ব্ব খণ্ডন করিয়া আমার উপর পরমানুগ্রহ বর্ষণ করিলেন ও আমাকে মোহমুক্ত করিয়া কৃতার্থ করিলেন। ব্রজবাসিগণ আমার যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করায় আমি তাহাদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া প্রবল বারিবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেও আপনি আমার উপর প্রসন্ন হইয়া আমার উপর কৃপা বর্ষণ করিলেন ইহাই আপনার বিশেষত্ব। আপনি সকলের নিয়ন্তা, সকলের শিক্ষাদাতা এবং সকলের আত্মা। কাজেই আপনার পক্ষে এই অযাচিত কৃপাবর্ষণ উপযুক্তই হইয়াছে সন্দেহ নাই। আপনার এই অযাচিত করুণাবর্ষণে উৎসাহিত ও আশান্বিত হইয়াই আমি আপনার চরণে প্রার্থনা করিতেছি যে-আপনি যে অযাচিত করুণাবশতঃ আমার মহাগর্ব্বপর্ব্বত চূর্ণ করিয়াছেন, সেই অযাচিত করুণাতেই আমাকে আপনার চরণে চির শরণাগত করিয়া এই মহাপরাধী জীবাধমকে চিরকৃতার্থ করুন ॥ ৪—১৩

অন্বয়ঃ।—মঘোনা (ইন্দ্রেণ) এবং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) সংকীর্ত্তিতঃ (সংস্তুত) ভগবান্ (কারুণ্যভক্তবাৎসল্যাদ্যশেষগুণযুক্তঃ) কৃষ্ণঃ (শ্রীব্রজরাজনন্দনঃ) প্রহসন্ মেঘগম্ভীরয়া (মেঘনিঃস্বনবদ্ গাম্ভীর্য্যযুক্তয়া) বাচা (বাক্যেন) অমুং (ইন্দ্রং) ইদং (বক্ষ্যমাণং) অব্রবীৎ (উবাচ) ॥ ১৪

মূলানুবাদ।—শ্রীশুকদেব বলিলেন—ইন্দ্র এই প্রকারে স্তুতি করিলে, পরমকরুণাময় শ্রীব্রজরাজনন্দন, হাসিতে হাসিতে মেঘগম্ভীরস্বরে তাঁহাকে বলিলেন ॥ ১৪

শ্রীধরটীকা।—তথাপি ভো ঈশ ত্বয়া অনুগৃহীতোঽস্মি। অনুগ্রহং দর্শয়তি ধ্বস্তস্তম্ভ ইতি বৃথোদ্যম ইতি চ ॥ ১৩।১৪

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—সংকীর্ত্তিতস্তুতঃ। ভগবানিতি পরমপ্রভুত্বং বোধয়ন্ অপরাধিন্যপি তাদৃশে স্নেহেনভিনিবেশং বোধয়তি। অতএব মেঘেতি মেঘগর্জ্জিতং লক্ষয়তি অনেন তস্য মহাসত্ত্বতাং প্রহসন্নিতি মহাশয়তাঞ্চ ব্যনক্তি অনুমত্যোক্তবচননির্দ্দিষ্টাদন্যশব্দেন লৌকিকরীত্যা মঘোনস্ত ক্ষুদ্রতামিতি ॥ ১৪

শ্রীভগবানুবাচ।

ময়া তেঽকারি মঘবন্ মখভঙ্গোঽনুগৃহ্নতা। মদনুস্মৃতয়ে নিত্যং মত্তস্যেন্দ্রশ্রিয়া ভৃশম্॥ ১৫
মামৈশ্বর্য্যশ্রীমদান্ধো দণ্ডপাণিং ন পশ্যতি। তং ভ্রংশয়ামি সম্পদ্ভ্যো যস্য চেচ্ছাম্যনুগ্রহম্॥ ১৬
গম্যতাং শক্র ভদ্রং বঃ ক্রিয়তাং মেঽনুশাসনম্।
স্থীয়তাং স্বাধিকারেষু যুক্তৈর্বঃ স্তম্ভবর্জ্জিতৈঃ॥ ১৭

**অন্বয়ঃ**।—মঘবন্, (হে ইন্দ্র।) ইন্দ্রশ্রিয়া (ইন্দ্রপদপ্রাপ্তিজনিতসম্পদ্গর্ব্বেণ) ভৃশং (অত্যর্থং) মত্তস্য (সমুদ্ধতস্য) তে (তব) নিত্যং (সর্ব্বদা) মদনুস্মৃতয়ে (সর্ব্বেশ্বরস্য মম স্মরণার্থং) অনুগৃহ্নতা (অনুজিঘৃক্ষতা) ময়া মখভঙ্গঃ (ইন্দ্রযাগভঙ্গঃ) অকারি (কৃতঃ)॥ ১৫

**মূলানুবাদ**।—হে দেবরাজ! তুমি ইন্দ্রপদপ্রাপ্তিজনিত মোহে অত্যন্ত মত্ত হইয়া পড়িয়াছিলে, আমি তোমার হৃদয়ে নিরন্তর আমার স্মৃতি জাগরূক রাখিবার জন্য অনুগ্রহপূর্ব্বক তোমার যজ্ঞ লোপ করিয়াছি॥ ১৫

**অন্বয়ঃ**।—ঐশ্বর্য্যশ্রীমদান্ধং (ঐশ্বর্য্যেণ প্রভুত্বেন শ্রিয়া ধনাদিসম্পদা চ যো মদঃ গর্ব্বঃ তেন অন্ধঃ হৃতবিবেকো জনঃ) দণ্ডপাণিং (দণ্ডধরং শাস্তারমিত্যর্থঃ) মাং (সর্ব্বেশ্বরং সর্ব্বনিয়ন্তারঞ্চ মাং) ন পশ্যতি (নৈবাঙ্গীকরোতি) যস্য চ অনুগ্রহম্ ইচ্ছামি (তেষাং মধ্যে যমনুগ্রহীতুমিচ্ছামি) তং (মদনুগ্রাহ্যং জনং) সম্পদ্ভ্যঃ (গর্ব্বহেতুপ্রভুত্বধনাদিভ্যঃ) ভ্রংশয়ামি (বিযুক্তং করোমি)॥ ১৬

**মূলানুবাদ**।—যাহারা প্রভুত্ব ও ধনমদে মত্ত হইয়া যায়, তাহারা আমাকে সকলের শাসনকর্ত্তা বলিয়া ধারণা করিতে পারে না। তাহাদের মধ্যে আমি যাহাকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করি, তাহাকে তাহার সম্পদ্ হইতে চ্যুত করিয়া থাকি॥ ১৬

**শ্রীধরটীকা**।-ইন্দ্রেণ স্বাভিপ্রায়ে নিবেদিতে ভগবানপি তথৈবাহ ময়েতি। ইন্দ্রশ্রিয়া দেবরাজেন॥১৫।১৬

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—ময়া তে ইত্যাদি তদ্বাক্যানুরূপং প্রভুত্বোচিতমেবাহ অনুগৃহ্নতৈব নতু ক্রুধ্যতেত্যর্থঃ। ক্রোধবিষয়ত্বেঽপি তদ্বিধস্যাযোগ্যত্বাদিতি ভাবঃ। নিত্যং মম অনু বারংবারং যা স্মৃতিস্তদর্থম্ অন্যথা বিপথগামী স্যাদিতি হি যতঃ ঐশ্বর্য্যেণ প্রভুত্বেন শ্রিয়া ধনাদিসম্পদা চ যো মদস্তেনান্ধঃ গতাবেশজ্ঞানঃ সন্নিত্যর্থঃ। দণ্ড-পাণিং মদীয়োপাসকানাং প্রতি গোপবেশোচিতসুভগযষ্টিপাণিত্বেন ভাসমানত্বয়ৈব তদ্বিধানাং প্রতি তু ব্যক্তিতদ্দণ্ডপাণি-ত্বমপি ন পশ্যতি নাবগচ্ছতীতি গোপলীলায়াং নিজপ্রভুত্ববিশেষমুক্ত্বা তদন্তরঙ্গপরিকরেষু শ্রীগোপরাজাদিষপি ভক্তি-রনুশিষ্টা, যতো ন পশ্যতি অতএব চ যস্যানুগ্রহমিচ্ছামি যমনুগ্রহীতুমিচ্ছামীত্যর্থঃ। সম্পদ্ভ্যো ভ্রংশয়ামি তদৈশ্বর্য্যহেতুক-ধনাদিসম্পত্তীর্হরামীত্যর্থঃ। ভবতস্তু তত্রাসহিষ্ণুতাং দৃষ্ট্বা ন তাদৃশমপ্যকরবং কিন্তু যৎকিঞ্চিন্মখভঙ্গমেবেতি ভাবঃ॥১৫।১৬

**অন্বয়ঃ**।—শক্র (হে ইন্দ্র।) গম্যতাং (স্বস্থানং প্রতিগম্যতাম্) বঃ (যুষ্মাকং) ভদ্রং (মঙ্গলমস্তু।) মে (মম) অনুশাসনং (স্বর্গরাজ্যপালনরূপং) ক্রিয়তাং (বিধীয়তাং) বঃ (যুষ্মাভিঃ) যুক্তৈঃ (অপ্রমত্তৈঃ) স্তম্ভবর্জ্জিতৈঃ (নিরহঙ্কারৈশ্চ সদ্ভিঃ) স্বাধিকারেষু (যথাযথমিন্দ্রাদ্যধিকারেষু) স্থীয়তাম্॥ ১৭

**মূলানুবাদ**।—হে ইন্দ্র! তুমি স্বস্থানে গমন কর। তোমাদের মঙ্গল হউক, তোমরা আমার শাসন অঙ্গীকার পূর্ব্বক সাবধান এবং নিরহঙ্কার হইয়া স্ব স্ব অধিকারে অবস্থান কর॥ ১৭

**শ্রীধরটীকা**।—বো যুষ্মাভিঃ বহুবচনং বরুণাদ্যভিপ্রায়েণ। ক্ব গন্তব্যং স্বর্গেঽপি তবৈবেশ্বরত্বাদিতি চেৎ তত্রাহ ক্রিয়তামিতি। মদনুশাসনেন যথাপূর্ব্বং তত্র স্থীয়তামিত্যর্থঃ। যুক্তৈরপ্রমত্তৈঃ স্তম্ভবর্জ্জিতৈর্নিরহঙ্কারৈঃ॥১৭

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—নমু তর্হি মমাপি তাদৃশমেবানুগ্রহং কুরু ময়াত্রৈব স্থীয়তাং; তত্রাহ গম্যতামিতি। বো

যুষ্মাকং যদুগ্রং ক্ষেমং তদস্তিত্যভয়দানং, বস্তুতস্তু ন মদেকান্তভক্তানাং তত্তদ্রম্যিত্যুক্তিপরিপাট্যা তদক্ষেমমেবাভিপ্রেতম্। অভিগমিষন্তং প্রত্যাহ ক্রিয়তামিতি। গম্যা চ মদাজ্ঞা পরিপাল্যতামিত্যর্থঃ। অনধিকারিণস্তেহত্রাবস্থিত্যাপরাধ এব ভাবীতি গমনমেব যুক্তমিতি ভাবঃ। যদ্বা। ননু ভগবন্ তত্র গতস্যাপ্যৈশ্বর্য্যস্বভাবেনাবশ্যমপরাধো ভবিতৈব তত্রাহ ক্রিয়তামিতি, মদনুশাসনং মচ্ছিক্ষিতমিত্যর্থঃ। তদেবাহ স্বীয়তামিতি স্বস্যৈব নতু পরস্যাধিকারেষু কিং পুনর্মদন্তরঙ্গ-পরিকের-শ্রীব্রজবাস্যাদিম্বিত্যর্থঃ। তত্রাপি যুক্তৈরপ্রমত্তৈর্ভক্তিযোগবদ্ভির্ব্বা তত্রাপি নির্ম্মদৈশ্চ সদ্ভির্ব্বো যুষ্মাভিঃ স্বীয়তাম্। ইত্থং বরপ্রদানরূপোহনুগ্রহো ন কৃতঃ, কিন্তু কেবলমসমর্থে নৈব যুক্তিপূর্ব্বকশিক্ষারূপ এব কৃতঃ। সম্যক প্রসাদা-প্রবৃত্তেঃ। অতএব তদনুশাসনাপালনেন পশ্চাদপরাধান্তরমপি জাতং তচ্চ পারিজাতহরণাদৌ ব্যক্তং ভাবি॥ ১৭

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—দেবরাজ ইন্দ্র, ব্রজরাজনন্দনের চরণাগ্রভূমিতে নতজানু ও জোড়করে উপবিষ্ট হইয়া নানাভাবে তাঁহার স্বরূপমাহাত্ম্যাদি কীর্ত্তন করিয়া স্তুতি করিলেন এবং পুনঃ পুনঃ তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া নিজকৃত মহাপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ব্রজরাজনন্দন, দেবরাজের মহাপরাধভীতি-সমন্বিত দীন বদনের দিকে কিছুক্ষণ প্রসন্নদৃষ্টিপাত করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে জলদগম্ভীরস্বরে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন—হে দেবরাজ! তুমি ভীত কিংবা বিচলিত হইও না। আমি তোমার ব্যবহারে তোমার উপর একটুও ক্রুদ্ধ হই নাই। প্রতিবৎসর গোবর্দ্ধনতটে তোমার যজ্ঞ হইত, কিন্তু আমি এবার হইতে তাহার পরিবর্ত্তে গোবর্দ্ধন যাগের প্রবর্ত্তন করিয়াছি বলিয়া তোমার ক্ষুণ্ণ কিংবা ভীত হওয়ার কোনই কারণ নাই। কেননা আমার প্রবর্ত্তিত গোবর্দ্ধনযাগ প্রতি বৎসরেই তোমার মনে একবার করিয়া আমার স্মৃতি জাগাইয়া দিয়া তোমার ইন্দ্রপদের মোহনিদ্রা কাটাইয়া দিবে। সুতরাং আমি যে তোমার যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়াছি, তাহাতে তোমার পক্ষে দণ্ডবিধান করা হয় নাই, প্রত্যুত পরমানুগ্রহ দানই করা হইয়াছে। স্বর্গরাজ্যের আধিপত্য এবং তেত্রিশ কোটি দেবতার উপর প্রভুত্ব পাইয়া তোমার এমনই গর্ব্ব সঞ্চার হইয়াছিল যে—তুমি তাহাতে অন্ধ হইয়া গিয়া আমাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াও আমার মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পার নাই। আমি আমার পরমপ্রিয় গোগোপগোপীগণের সহিত বিবিধ বিহারে রত আছি বলিয়া তুমি আমাকে সামান্য গোপবালক জ্ঞান করিয়াছ এবং ব্রজবাসিগণকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছ। তোমার ব্যবহারে যদি আমি তোমার উপরে রুষ্ট হইতাম, তাহা হইলে আমি তোমার গর্ব্বখণ্ডন না করিয়া তোমার অলক্ষে ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিতাম এবং তোমার শক্তি লোপ করিয়া দিতাম। কিন্তু আমি তোমার উপর অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া তোমার গর্ব্ব চূর্ণ করিলাম এবং তোমার সমক্ষেই গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়া তোমাকে আমার প্রভাব দেখাইলাম ও শরণাগত করিয়া লইলাম। যাহারা রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা কুল প্রভৃতির গর্ব্বে অন্ধ হইয়া যায়, তাহারা আমাকে সাক্ষাৎ দেখিয়াও ধারণা করিতে পারে না, এমন কি আমার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। তাহাদের মধ্যে যাহারা আমার অনুগ্রহ প্রাপ্তির যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, আমি তাহাদের সর্ব্ববিধ গর্ব্বের হেতু ঐশ্বর্য্য বল বীর্য্য প্রভৃতি হরণ করি এবং সর্ব্ববিধ গর্ব্বমুক্ত করিয়া আমার চরণে শরণাগত হইবার অধিকার প্রদান করি। মায়ামুগ্ধ জীবগণ, যতক্ষণ তাহাদের আত্মশক্তিতে কোনও কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, ততক্ষণ তাহারা কিছুতেই আমার চরণে শরণাগত হইতে পারে না, কিংবা তাহাদের আত্ম-শক্তিও যে আমারই দান তাহা ধারণা করিতে পারে না। আমার অনুগ্রহে যখন প্রতি পদে পদে আত্মশক্তি ক্ষুণ্ণ হয় এবং ঐশ্বর্য্য বীর্য্যাদির সাহায্যও নিষ্ফল হয়, তখন তাহারা কায়মনোবাক্যে আমার শরণাগত হইতে পারে। অতএব হে দেবরাজ! তুমি নিশ্চিন্তচিত্তে স্বস্থানে গমন কর, আমি তোমার গর্ব্ব চূর্ণ করিয়াছি বলিয়া তুমি আমাকে তোমার উপর রুষ্ট বলিয়া মনে করিও না, আমি তোমার উপরে পরম সন্তুষ্ট হইয়াই তোমাকে মহাগর্ব্ব হইতে মুক্তি প্রদান করিয়াছি।

অথাহ সুরভিঃ কৃষ্ণমভিবন্দ্য মনস্বিনী। স্বসন্তানৈরুপামন্ত্র্য গোপরূপিণমীশ্বরম্ ॥ ১৮

ব্রজরাজনন্দনের এই সমস্ত অভয়বাণী শুনিয়া দেবরাজ ইন্দ্র আশ্বস্ত হইলেন এবং দীননয়নে তাঁহার চরণের দিকে সাগ্রহ দৃষ্টিপাত করিয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন—হে করুণাসিন্ধো! আপনার স্বভাবসিদ্ধ করুণাবশতঃ আপনি আমার সর্ব্ববিধ অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাকে চিরকৃতার্থ করিলেন বটে, কিন্তু আমি আমার স্বভাবসিদ্ধ বহির্ম্মুখতা দোষে আপনার এই অযাচিত করুণা চিরদিন ভোগ করিতে পারিব বলিয়া মনে হয় না। আপনার চরণপ্রান্ত হইতে আমি যেমন আবার স্বর্গরাজ্যে গমন করিব, অমনই বিষয়স্বভাববশতঃ আমার নানাবিধ দুর্বাসনা জাগিয়া উঠিবে এবং আমি তাহাতে আপনার অযাচিত করুণার কথা ভুলিয়া আবার মহাপরাধসাগরে নিমগ্ন হইয়া যাইব। অতএব হে দীনজন পরিচালক! আপনি এই দীনাতিদীনকে যদি চিরদিনের জন্য আপনার চরণপ্রান্তে বাস করিবার অধিকার প্রদান করেন, তাহা হইলে আর আমার হৃদয়ে কোনপ্রকার দুর্বাসনার বীজ অঙ্কুরিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। আপনার চরণপ্রান্তে আসিয়া আপনার কৃপায় আমার মনে হইতেছে যে—তুচ্ছ কীটানুকীট কিংবা গুরু তৃণগুচ্ছ হইয়াও যদি এই ব্রজভূমিতে পড়িয়া থাকিতে পারি, তাহা হইলে আমার এই মহাভিমানময় ইন্দ্রপদ অপেক্ষা কোটি কোটি গুণে কৃতার্থতা লাভ হইবে। অতএব আমাকে আপনি এই কৃপা করুন, যাহাতে আমার আর আপনার চরণপ্রান্ত ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করিতে না হয়। দেবরাজের এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়া ব্রজরাজনন্দন বলিলেন—হে দেবরাজ! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি স্বর্গরাজ্যে গমন কর এবং সর্ব্ববিধ অভিমান পরিত্যাগ করিয়া নিজ অধিকারে থাকিয়া স্বর্গরাজ্য পালন কর। আমার আজ্ঞা পালন করিলেও আমার সেবা করা হয়, সুতরাং তুমি যদি ইন্দ্রপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আমার আজ্ঞাপালন বুদ্ধিতে স্বর্গাধিপত্য ভোগ কর, তাহা হইলেও আমার সেবা করা হইবে এবং আমি তাহাতেই তোমার উপর প্রসন্ন থাকিব।

ব্রজরাজনন্দনের এই আদেশবাণী শ্রবণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গে গমন করিয়া দেবরাজ্য পালন এবং নিরন্তর ব্রজরাজনন্দনের চরণস্মরণই জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া সুস্থির করিলেন, কিন্তু ব্রজরাজনন্দন তাঁহাকে আর কোনও আদেশ করেন কিনা তাহাই জানিবার জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ ব্রজভূমি হইতে চলিয়া না গিয়া করজোড়ে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥ ১৪—১৭

**অন্বয়ঃ**—অথ (অনন্তরং) স্বসন্তানৈঃ (গোগণৈঃ সহিতা) মনস্বিনী (ধীরচিত্তা) সুরভিঃ (গোজাতি-জননী) গোপরূপিণং (গোপালন-লীলাবিলাসিনং) ঈশ্বরং (স্বয়ং ভগবন্তং) কৃষ্ণং (ব্রজরাজনন্দনং) উপামন্ত্র্য (কৃষ্ণ কৃষ্ণেত্যাদি সম্বোধ্য) অভিবন্দ্য (প্রণম্য চ) আহ (স্তুতিপূর্ব্বকং নিবেদিতবতী)। ॥ ১৮

**মূলানুবাদ**—অনন্তর পরমধীরচিত্তা গোমাতা সুরভি নিজ সন্তানবর্গ সহ, গোপরূপী স্বয়ং ভগবান্ ব্রজ-রাজনন্দনের চরণে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্রভৃতি বাক্যে সম্বোধন করিয়া স্তুতিপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ১৮

**শ্রীধরটীকা**।—স্বসন্তানৈর্গোভিঃ সহ উপামন্ত্র্য কৃষ্ণ কৃষ্ণেত্যাদি সম্বোধ্য ॥ ১৮

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—অথানন্তরমিত্যস্যাভিপ্রায়স্তু বিবিক্ত ইত্যত্র পূর্ব্বমেব ব্যাখ্যাতঃ। স্বসন্তানৈঃ চন্দ্রবংশে শ্রীকৃষ্ণবৎ স্বস্য বংশে প্রাদুর্ভূতৈর্নিত্যতদীয়গোধনরূপৈস্তৈরুপলক্ষিতাভিতো বন্দিত্বাহ স্তুতিপূর্ব্বকং নিবেদিতবতী। অভিনন্দ্যেতি পাঠে স এবার্থঃ। ন কেবলমভিনন্দ্যাহ কিন্তুপামন্ত্র্য বক্ষ্যমাণসম্বোধনৈঃ আমন্ত্রণপূর্ব্বকং প্রার্থ্য চাহ। স্বাভীষ্টনিবেদনে হেতুঃ গোপরূপিণমীশ্বরমিতি। অভিনন্দনে হেতুরীশ্বরমিতি। নন্বিন্দ্রমানীয় প্রথমং স্বয়ং কথং তৎসাহায্যার্থমপি ন কিঞ্চিন্নিবেদিতবতী তত্রাহ মনস্বিনী ধীরচিত্তা ততো ভগবতঃ সর্ব্বস্বধর্ম্মহিতকারিত্বে ইন্দ্রস্য চোত্তানচিত্তত্বে স্বয়মেব ন বিবিদিষতাং স্বস্য চ নিবেদনীয়বিশেষং বিচার্য্য প্রথমন্তু নোক্তবতীত্যর্থঃ ॥ ১৮

সুরভিরুবাচ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বসম্ভব। ভবতা লোকনাথেন সনাথা বয়মচ্যুত॥ ১৯

ত্বং নঃ পরমকং দৈবং ত্বং ন ইন্দ্রো জগৎপতে।
ভবায় ভব গোবিপ্র-দেবানাং যে চ সাধবঃ॥ ২০
ইন্দ্রং নস্ত্বাভিষেক্ষ্যামো ব্রহ্মণা নোদিতা বয়ম্।
অবতীর্ণোঽসি বিশ্বাত্মন্ ভূমের্ভারাপনুত্তয়ে॥ ২১

অন্বয়ঃ।—কৃষ্ণ কৃষ্ণ (হে সর্ব্বপাপকর্ষক। হে সর্ব্বচিত্তাকর্ষক!) মহাযোগিন্ (হে অচিন্ত্যানন্তৈশ্বর্য্যশালিন্!) বিশ্বাত্মন্ (হে সর্ব্বনিয়ন্তঃ।) বিশ্বসম্ভব (হে সর্ব্বমূলস্বরূপ!) অচ্যুত (হে স্বরূপৈশ্বর্য্যাদিচ্যুতিরহিত!) লোকনাথেন (সর্ব্বলোকপালকেন) ভবতা বয়ং (সর্ব্বা এব গোজাতয়ঃ) সনাথাঃ (রক্ষিতাঃ)॥ ১৯

মূলানুবাদ।—সুরভি বলিলেন—হে কৃষ্ণ। কৃষ্ণ! হে মহাযোগিন্। হে বিশ্বাত্মন্! হে বিশ্বসম্ভব। হে অচ্যুত। আপনি সর্ব্বলোকপালক, আমরা সকলে আপনার কৃপাতেই সুরক্ষিত॥ ১৯

শ্রীধরস্বামী টীকা।—ইন্দ্রেণ হতা অপি ভবতা সনাথা বয়ং কুতঃ রক্ষিতা ইত্যর্থঃ॥ ১৯

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অথ গোপরূপত্বেনেশ্বরত্বেন চ সম্বোধ্য তদুভয়থা প্রকাশমানেন ত্বয়া স্বেষাম-সাধারণেন নাথেন সর্ব্বতোঽপি বয়ং পূর্ণা ইতি ব্যঞ্জয়তি। তত্র কৃষ্ণকৃষ্ণেতি গোপরূপিত্বব্যঞ্জকম্। অত্রৈব বীপ্সা চ নিজরুচ্যাতিশযেন। ঈশ্বরত্বেন সম্বোধয়তি হে মহাযোগিন্ সর্ব্বোত্তমাণিমাদিযোগৈশ্বর্য্যনিত্যপ্রকাশ। বিশেষামপ্রাকৃত-প্রাকৃতযৎকিঞ্চিৎপদার্থানাং মূলরূপ। তত এব হে বিশ্বসম্ভব তৎকারণরূপ। বিশ্বভাবনেতি পাঠে তথৈবার্থঃ। তথৈব স্বকৃতকৃত্যতাসুখং নিবেদয়তি লোকনাথেনাপি ভবতা বয়মেব সনাথা ইত্যর্থঃ। পুনরুক্ত্যা বৈশিষ্ট্যাপত্তেঃ। লোকৈর্নাথ্যমানমাত্রেণেতি বা। অত্রাচ্যুতেতি সম্বোধ্য তথৈব নিত্যত্বং চ দর্শয়তি॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—জগৎপতে (হে সর্ব্বজগৎপালক!) ত্বং নঃ (অস্মাকং) পরমকং (পরমং কং সুখং যস্মাৎ তাদৃশং পরমসুখপ্রদম্ অতএব সর্ব্বশ্রেষ্ঠং) দৈবং (দেবতা) গোবিপ্রদেবানাং (গবাং ব্রাহ্মণানাং দেবানাঞ্চ) যে চ (অন্যে) সাধবঃ (সন্মার্গগামিনো জনাঃ তেষাং চ) ভবায় (অভ্যুদযায়) ত্বং নঃ (অস্মাকং) ইন্দ্রঃ ভব॥ ২০

মূলানুবাদ।—হে জগৎপতে! আপনি আমাদের পরমারাধ্য। গো, ব্রাহ্মণ, দেবগণ এবং সাধুগণের মঙ্গল-বিধানের জন্য আপনি আমাদের ইন্দ্র (পালক) হউন॥ ২০

শ্রীধরটীকা।—ত্বং নঃ পরমং দৈবং দেবতা অতো হে জগৎপতে, গোবিপ্রদেবানাং যেঽন্যে চ সাধবস্তেষাং ভবায় অভ্যুদয়ায় অস্য ত্বমেব নোঽস্মাকমিন্দ্রো ভব॥ ২০

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—বৈশিষ্ট্যে হেতুঃ, ত্বং নঃ পরমকং দৈবমিতি। নীতৌ চ তদন্যকাদিতি কন্। জন্ম-জরাভ্যাং ভিন্নঃ স্থাণুরয়মচ্ছেদ্যোঽয়ম্। যোঽসৌ সৌর্য্যে তিষ্ঠতি যোঽসৌ গোষু তিষ্ঠতি গোপান্ পালয়তি যোঽসৌ সর্ব্বেষু দেবেষু তিষ্ঠতি যোঽসৌ সর্ব্বৈর্ব্বেদৈর্গীয়তে যোঽসৌ সর্ব্বেষু ভূতেষ্বাবিশ্য ভূতানি বিদধাতীত্যাদি তাপনীশ্রুতেঃ। অতো নোঽস্মাকমিন্দ্রস্ত্বমেব ভব। জগৎপতে ইতি যদ্যপি জগতামপি পতিস্ত্বং তথাপীতি পূর্ব্ববৎ। গবেন্দ্রত্বেঽপি বিপ্রাদীনামভ্যুদয়ঃ। গোভ্যো যজ্ঞাঃ প্রবর্ত্তন্তে গোভ্যো দেবাঃ সমুত্থিতাঃ। গোভির্ব্বেদাঃ সমুদ্গীর্ণাঃ সষডঙ্গপদক্রমা ইতি গোসূক্তাৎ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—বিশ্বাত্মন্! (হে সর্ব্বজগতাং মূলস্বরূপ! ত্বং) ভূমেঃ (পৃথিব্যাঃ) ভারাপনুত্তয়ে (ভারহরণায়)

অবতীর্ণঃ অসি ( অপ্রপঞ্চাৎ প্রপঞ্চে আবির্ভূতোঽসি ) [অতঃ] ব্রহ্মণা ( জগৎস্রষ্টা ) চোদিতাঃ (প্রেরিতাঃ, বয়ং নঃ ( অস্মাকং ) ইন্দ্রং ত্বাং অভিষেক্ষ্যামঃ ॥ ২১

**মূলানুবাদ** ।—হে বিশ্বাত্মন্! আপনি পৃথিবীর ভার হরণ করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমরা ব্রহ্মার আদেশে আপনাকে আমাদের পালকরূপে অভিষেক করিবার জন্য আপনার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছি ।২১

**শ্রীধরটীকা** ।—নহু ভবতামিন্দ্রোঽস্তীতি চেদত আহ ইন্দ্রমিতি। অলং পুরন্দরস্থেন্দ্রত্বয়েত্যর্থঃ। নহু দেব এবেন্দ্রো ভবতি কথমহং ভবেয়মিতি চেদত আহ অবতীর্ণোঽসীতি ॥ ২১

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী** ।—তৎপ্রকারমেব ভক্তিবিশেষেণ সনিশ্চয়ং বিজ্ঞাপয়তি ইন্দ্রমিতি। স্বভাবত এব নোঽস্মাকমিন্দ্রং ত্বামধুনা মনুষ্যলোকে প্রচারায় কেবলমভিষেক্ষ্যামঃ। নহু তর্হি ইন্দ্রাধিকারদাতুর্ব্রহ্মণোঽবমানঃ স্যাত্তত্রাহ ব্রহ্মণেতি। অতো ব্রহ্মবাক্যাপেক্ষয়াপি ত্বয়া সম্মতিঃ কার্য্যেতি ভাবঃ। নহু তর্হি সএব কথং নাগতস্তত্রাহ বয়মিত্যত্রাস্মাকমেবাধিকারঃ। ত্বদীয়গোবংশত্বাদিমাত্রেণ তত্রাস্তরঙ্গত্বাৎ, তস্য তু প্রপঞ্চাধিকারত্বেন বহিরঙ্গত্বাদিতি ভাবঃ। অতো বহুত্বমপ্যাত্মনো বহুমানেন। যদ্বা —বৎসলত্বস্য স্বসঙ্গাগতমিন্দ্রং তদীয়াংশ্চ কৃতার্থয়িতুং বহুত্বেন তান্ সর্ব্বান্ গৃহ্নাতি। ততশ্চ কৃতাপরাধেন স্বেন মহাপরাধিন ইন্দ্রস্যাপ্যপরাধক্ষমাপণে পূর্ব্ববদপরাধশঙ্কয়া ব্রহ্মা নাগমদিতি জ্ঞেয়ম্। অবতীর্ণোঽসীতি তৈর্ব্যঞ্জিতম্। যদ্বা। নম্বহং শ্রীনন্দগোপনন্দনঃ কথং যুষ্মদৈব্যং ততো যূয়ং ব্রহ্মাপ্যসমীক্ষ্যকারিণ এবেত্যাশঙ্ক্য ন মুহুরস্মান্ প্রতারয়েত্যাহ অবেতি। শ্রীমতি পরমগোলোকে বিরাজমানো নিত্যসম্যৎপরমদৈবতরূপ এব ত্বম্ অবতীর্ণোঽসি শ্রীনন্দাদিনিজপরিকরৈঃ সহ কেবলং ভূম্যাং প্রকটোঽসি, নতু জীববজ্জাতোঽসীত্যর্থঃ। নহু ভূভারাপনোদনেন মম কিং তত্রাহ বিশ্বাত্মন্নিতি। অতো বিশ্বস্যাপি স্থিতিস্তত্ত এব যুজ্যত এবেতি ভাবঃ। তত্রৈব যথা তরোর্মূলনিষেচনেন ইত্যাদি ন্যায়েন সর্ব্বেষামেবাত্র তবাভিষেকে জায়মানং সুখং তদর্থমবতীর্ণেন ভবতানুমোদনীয়মেবেতি ব্যঞ্জিতম্ ॥ ২১

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী** ।—দেবরাজ ইন্দ্র যখন নিজকৃত অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করিবার জন্য ব্রজরাজনন্দনের চরণনিকটে আসিয়াছিলেন, গোজননী সুরভি এবং নারদাদি ঋষিগণ, অগ্নি, সোম, বায়ু, বরুণাদি দেবগণ, তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ এবং সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর, অপ্সর এবং দেবমাতৃকাগণ তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। কিন্তু বহু লোক সঙ্গে কৃষ্ণচরণনিকটে গেলে বিনীত ভাব অপেক্ষা উদ্ধত ভাবেরই অধিকতর প্রকাশ হয় বলিয়া গোজননী সুরভি, দেবরাজ ইন্দ্রকে একাকী কৃষ্ণচরণনিকটে পাঠাইয়া দিয়া নারদাদি ঋষিগণ ও দেবগণ প্রভৃতিকে লইয়া কিছু দূরে অবস্থান করিতেছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র যখন শ্রীকৃষ্ণের কৃপাদেশ পাইয়া তাঁহার চরণাগ্রভূমি হইতে একপার্শ্বে গিয়া করযোড়ে নতবদনে দণ্ডায়মান হইলেন, তখন পরমমনস্বিনী গোজননী সুরভি নিজ সন্তানবর্গসহ ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণের চরণাগ্রভূমিতে উপস্থিত হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণচরণে প্রণাম করিয়া বহুবিধ দৈন্য ও আর্ত্তিপূর্ণ বাক্যে গোপরূপী মহামহেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে বিনয়নম্র বচনে সম্বোধন ও স্তুতি করিয়া নিজ মনোভাব জ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যদিও দেবরাজ ইন্দ্রের উপর যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হন, তাহারই সহায়তা করিবার জন্য সুরভি ইন্দ্রের সহিত আসিয়াছিলেন, এবং ইন্দ্রও সেই জন্যই তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন, তথাপি পরমমনস্বিনী সুরভি, ইন্দ্রের অপরাধ এবং সে জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট কৃপাভিক্ষা সম্বন্ধে কোন কথাই আলোচনা করিলেন না। তাহার কারণ এই যে সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই কৃতকর্ম্ম এবং মনোবৃত্তি অবগত আছেন, সুতরাং তাঁহার নিকট ইন্দ্রের অপরাধের কথা ব্যক্ত করা ধৃষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই নহে এবং যিনি সর্ব্বজীবের উপর সর্ব্বদাই প্রসন্ন তাঁহাকে কৃপা করিবার জন্য অনুরোধ করা অপেক্ষা তাঁহার চরণে শরণাগত হইয়া তাঁহার অযাচিত কৃপা গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করাই সমীচীন। বিশেষতঃ পরম

করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের উপর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে স্বর্গে গমন এবং নিরভিমান হইয়া তাঁহার আদেশ পালন বুদ্ধিতে স্বর্গরাজ্য পালন করিতে আদেশ দিয়াছেন এবং ইন্দ্র সেই আদেশ মস্তকে বহন করিয়া এক পার্শ্বে করযোড়ে দণ্ডায়মান আছেন দেখিয়া সুরভি আর সে সম্বন্ধে কোন কথাই না বলিয়া কৃষ্ণচরণে নিজ মনোভাব জ্ঞাপন করিবার জন্যই প্রবৃত্ত হইলেন।

গো-জননী সুরভি যখন শ্রীকৃষ্ণচরণ-নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার ইঙ্গিতে ব্রজের সমস্ত গোগণও তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিলেন। গোজননী সুরভি, তখন অসংখ্য সন্তানবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া গোপালন লীলা-বিলাসী গোপরাজনন্দনের সম্মুখে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতজ্ঞতা পূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার চরণের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন - হে কৃষ্ণ। আপনি আপনার সর্ব্বাকর্ষকতাগুণ বশতঃ সকলকে নিজ চরণের দিকে আকর্ষণ করিয়া অযাচিত করুণাবর্ষণ করিয়া থাকেন। তাই আজ আমিও সুরভিলোক হইতে আকৃষ্ট হইয়া আপনার চরণ নিকটে উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। হে মহাযোগিন্। আপনি অচিন্ত্য-ঐশ্বর্য্যপয়োনিধি। আপনার ঐশ্বর্য্যের কথা আর কি বলিব, আপনি বামকরে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়া ইন্দ্রকৃত উপদ্রব হইতে গো, গোপ ও গোপীগণসহ ব্রজভূমিকে রক্ষা করিয়াছেন। আপনি প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সর্ব্বজগতের নিয়ন্তা এবং মূল স্বরূপ। জগতে যে যাহাই করুক না কেন, একমাত্র আপনার অন্তঃপ্রেরণাই তাহার কারণ এবং জগতের সমস্ত বস্তুই আপনারই রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে। যদিও আমার বিজ্ঞাপন ব্যতীতই আপনি আমার মনোবৃত্তি অবগত আছেন, তথাপি কেবলমাত্র আপনার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াই কৃতার্থ হইবার জন্য বলিতেছি যে, হে লোকনাথ! আপনি ধূলিকণা হইতে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত এবং কীটাণু হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সকলেরই পালক, কিন্তু আপনার লীলায় দেখা যাইতেছে, আপনি কেবল মাত্র আমাদেরই (গোজাতির) পালক। কেননা আপনার গোবর্দ্ধন-ধারণ লীলায় স্পষ্টই দেখা গেল যে দেবরাজ ইন্দ্র, স্বর্গরাজ্যের গর্ব্বে অন্ধ হইয়া ব্রজের গোপগণ ও গোগণকে সমূলে বিধ্বস্ত করিবার জন্য সপ্ত অহোরাত্র প্রবল বৃষ্টিপাত, বজ্রপাত, ঝটিকা সঞ্চার প্রভৃতি বিবিধ অত্যাচার আরম্ভ করিলে আপনি গো এবং গোপগণকে রক্ষা করিবার জন্যই গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়াছেন। গোজাতির উপর আপনার এতই কৃপা যে আপনি অখিল ব্রহ্মাণ্ড পালক হইয়াও গোপালকরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং যাহাদের একমাত্র গোপালনই ব্রত ও জীবিকা, তাহাদের বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাই বলিতেছি যে— আপনি সকলের উপর সমদৃষ্টি সম্পন্ন হইলেও আপনার গোজাতির উপরেই সমধিক কৃপার বিকাশ হইয়া থাকে। অতএব আপনি সকলের আরাধ্য হইলেও আমাদেরই বিশেষ আরাধ্য এবং সকলের ঈশ্বর হইলেও বিশেষরূপে আমাদেরই ঈশ্বর। আপনার চরণে আর কি নিবেদন করিব, আপনি এই গোপালন লীলাতেই গো ব্রাহ্মণ এবং দেবতাগণকে পালন করিতেছেন এবং আপনি এই লীলাতেই জগৎ কৃতার্থ করিতেছেন।

"যোঽসৌ সৌর্য্যে তিষ্ঠতি, যোঽসৌ গোষু তিষ্ঠতি, যোঽসৌ গোপান্ পালয়তি, যোঽসৌ গোপেষু তিষ্ঠতি, যোঽসৌ সর্ব্বেষু দেবেষু তিষ্ঠতি, যোঽসৌ সর্ব্বৈর্বেদৈর্গীয়তে, যোঽসৌ সর্ব্বেষু ভূতেষ্বাবিশ্য ভূতানি বিদধাতি" প্রভৃতি গোপালতাপনী শ্রুতিবাক্যে আপনার পরিচয় পাওয়া যায় যে—আপনি সূর্য্যমণ্ডলে অধিষ্ঠিত, আপনি গো জাতিতে অধিষ্ঠিত, আপনি গো এবং গোপগণের পালনকর্ত্তা, আপনিগোপরাজনন্দনরূপে গোপগণের মধ্যে অবস্থিত, আপনি সর্ব্বদেবগণে অবস্থিত, সর্ব্ববেদ আপনারই মহিমা গান করিয়া থাকে এবং আপনিই সর্ব্বভূতে অবস্থিত হইয়া তাহা-দের নিজ নিজ স্বভাব ও কার্য্যকারিতা শক্তি বিধান করিয়া থাকেন। অতএব গো ব্রাহ্মণ ও দেবগণের পালনই আপনার লীলার উদ্দেশ্য এবং একমাত্র গোপালন লীলাতেই সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। কেননা, বেদ, ব্রাহ্মণ ও দেবতাগণের গোজাতিই একমাত্র অবলম্বন স্থান। হে ভগবন্। যদিও আপনি সর্ব্বজগতেরই পালক, তথাপি এই

শ্রীশুক উবাচ।

এবং কৃষ্ণমুপামন্ত্র্য সুরভিঃ পয়সাত্মনঃ। জলৈরাকাশগঙ্গায়া ঐরাবতকরোদ্ধৃতৈঃ ॥ ২২

লীলায় আপনি নানাভাবে গোজাতিকে পালন করিয়া গোজাতির উপরই সমধিক কৃপা প্রকাশ করিয়াছেন। আপনার গোপালন লীলাতেই দেবতা এবং ব্রাহ্মণগণকে পালন করা হইতেছে। গো হইতেই সর্ব্ববেদ প্রকাশ হইয়াছে এবং গো হইতেই সর্ব্বযজ্ঞ প্রবর্ত্তন হইয়া থাকে। গো দুগ্ধ হইতে ঘৃত প্রস্তত হইয়া তাহা দ্বারা সর্ব্ববিধ যজ্ঞানুষ্ঠান হইয়া থাকে, অতএব গোপালন না করিলে যজ্ঞানুষ্ঠান করাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। গো-সূক্তে বর্ণিত আছে যে—গো হইতেই বেদ, যজ্ঞ এবং দেবতাদির প্রকাশ হইয়াছে—

গোভ্যো যজ্ঞাঃ প্রবর্ত্তন্তে গোভ্যো দেবাঃ সমুদ্ভূতাঃ। গোভির্ব্বেদাঃ সমুদ্গীর্ণাঃ সষড়ঙ্গপদক্রমাঃ ॥

(গো-সূক্তম্)

গো হইতে সর্ব্বযজ্ঞের প্রবর্ত্তন হয়, গো হইতেই দেবগণ সমুদ্ভূত হইয়াছেন। শিক্ষা কল্প ব্যাকরণাদি ষড়ঙ্গ-সমন্বিত এবং পদ ক্রমাদি সহিত চারিবেদ গো হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে। গোজাতিই দেবতা, ব্রাহ্মণ, বেদ প্রভৃতি সকলেরই মূল স্থানীয়।

জগতেও দেখা যায় যে—গোগণ হল কর্ষণ করে বলিয়া শস্যাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং গো-দুগ্ধ পান করিয়া মনুষ্যগণ জীবন ধারণ করে। অতএব ইহলোকের সুখ সম্পদ্ এবং পরলোকের স্বর্গাদি একমাত্র গো-গণের সাহায্যেই সংঘটিত হইয়া থাকে। সেই জন্যই আপনি সর্ব্বলোকপালক হইয়াও একমাত্র গোপালন লীলাই অবলম্বন করিয়াছেন এবং জগতে জানাইতেছেন যে একমাত্র গোপালনেই জগৎ পালন হইয়া থাকে।

গো-জননী সুরভি এই প্রকারে গোপালনলীলাবিলাসী শ্রীভগবানের গোপালন লীলার কারণ ও বিশেষত্ব দেখাইয়া পরিশেষে বলিলেন– হে ভগবন্। আপনি যখন গোগণের উপর এত অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তখন আমরা আপনার এই অনুগ্রহের কথা জগতে প্রকাশ না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারিব না। আজ আমরা আপনাকে গোগণের অধিপতি (ইন্দ্র) রূপে অভিষেক করিব। যদি বলেন যে "ব্রহ্মাণ্ডপতি ব্রহ্মা দেবরাজকে ইন্দ্রপদে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার এই নিয়োগ লঙ্ঘন করিয়া আপনাকে ইন্দ্ররূপে অভিষেক করা উচিত নহে", তাহাতে বলিতেছি যে আমরা ব্রহ্মার আদেশেই আজ আপনাকে গোগণের ইন্দ্ররূপে অভিষেক করিতে আসিয়াছি। ব্রহ্মা, আপনার গোবৎসাদি হরণ করিয়া মহাপরাধ করিয়াছেন বলিয়া, আপনার সম্মুখে আসিতে সাহসী হন নাই, তিনি আমাদিগকেই আপনার চরণ নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছেন। বিশেষতঃ গোগণের অধিপতিরূপে আপনাকে অভিষেক করিতে একমাত্র গোগণেরই মুখ্য অধিকার। তাই বলিতেছি, হে গোপরাজ-নন্দন। আমাদিগকে অনুমতি প্রদান করুন, আমরা আপনাকে আমাদের অধিপতিরূপে অভিষেক করিয়া কৃতার্থ হই।

হে ভগবন্। আপনিই সর্ব্বজগতের নিয়ন্তা এবং মূলস্বরূপ। অতএব যেমন বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে তাহার শাখাপত্রাদি সমস্তই সজীব হয়, সেইরূপ আপনার চরণ সেবনে সর্ব্বজগতের সেবা হয় এবং সর্ব্বজগৎ জীবিত হয়। বিশেষতঃ আপনি পৃথিবীর ভার হরণ করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং বিবিধ লীলায় জগতের হিতাচরণ করিতেছেন। সুতরাং আমরা যে আপনার মহাভিষেক করিয়া সেবা করিতে প্রার্থনা করিতেছি, জগতের কল্যাণের জন্য তাহা আপনার অনুমোদন করা উচিত। অতএব হে জগজ্জীবন। জগতের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য আপনি আমার প্রার্থনা অনুমোদন করুন॥ ১৮-২১

ইন্দ্রঃ সুরর্ষিভিঃ সাকং নোদিতো দেবমাতৃভিঃ।
অভ্যষিঞ্চত দাশার্হং গোবিন্দ ইতি চাভ্যধাৎ ॥ ২৩
তত্রাগতাস্তুম্বুরুনারদাদয়ো গন্ধর্ববিদ্যাধরসিদ্ধচারণাঃ।
জগুর্যশো লোকমলাপহং হরেঃ সুরাঙ্গনাঃ সংননৃতুর্মুদান্বিতাঃ ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—সুরভিঃ এবং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) কৃষ্ণং (ব্রজরাজনন্দনং) উপামন্ত্র্য (স্তুতিনতিভিঃ সংপ্রার্থ্য) আত্মনঃ পয়সা (স্বীয়দুগ্ধধারয়া) অভ্যসিঞ্চত (অভিষেকং চকার।) ইন্দ্রঃ (দেবরাজশ্চ) দেবমাতৃভিঃ (দেবৈঃ মাতৃভিশ্চ) নোদিতঃ (ভয়লজ্জাদিনা দূরস্থিতোঽপি) [উৎসাহিতঃ সন্] ঐরাবতকরোদ্ধৃতৈঃ (ঐরাবতনাম্নঃ স্বর্গহস্তিনঃ শুণ্ডধৃত-রত্নকুম্ভযোগতঃ সমানীতৈঃ) আকাশগঙ্গায়াঃ (মন্দাকিন্যাঃ) জলৈঃ সুরর্ষিভিঃ (নারদাদিদেবর্ষিভিঃ) সাকং (সহ) দাশার্হং (যদুকুলাবতীর্ণং শ্রীকৃষ্ণং) অভ্যসিঞ্চত; গোবিন্দঃ ইতি চ অভ্যধাৎ (অভিধানং চকার) ॥ ২২।২৩

মূলানুবাদ।—শ্রীশুকদেব বলিলেন—সুরভি এইরূপে কৃষ্ণের স্তুতি ও কৃষ্ণের চরণে নিজ মনোবাসনা বিজ্ঞাপন করিয়া নিজ দুগ্ধধারাপ্রবাহে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করিলেন। দেবরাজও দেবগণ এবং মাতৃগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত এবং দেবর্ষিগণের সহিত মিলিত হইয়া ঐরাবত-করোদ্ধৃত মন্দাকিনীবারিধারাপ্রবাহে যদুকুলাবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করিলেন এবং সকলে মিলিয়া তাঁহার "গোবিন্দ" আখ্যা প্রদান করিলেন ॥ ২২।২৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—এবমিতি যুগ্মকম্। উপামন্ত্র্য নিজেন্দ্রত্বস্বীকারায় প্রার্থ্যেত্যর্থঃ। লজ্জাদিনা শ্রীভগবতা সাক্ষাদকৃতেঽপি স্বীকারে মৌনং সম্মতিলক্ষণম্ ইতি ন্যায়েন সুরভিঃ স্বয়মেবাভ্যষিঞ্চৎ ॥ ২২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—ইন্দ্রঃ স্বয়মপ্রবৃত্তঃ কিন্তু তদভিষেকার্থমেব সুরর্ষিভিঃ সাকং তত্র সাক্ষাদাগতাভিঃ দেবমাতৃভিঃ প্রেরিতঃ, যথা—শ্রীকৃষ্ণোঽয়ং ভগবান্ কৃপার্দ্রচিত্তঃ শরণাগতবৎসলঃ বিশেষতশ্চ তৎপ্রিয়জনসঙ্গত্যা ত্বমাগতোঽসি সময়োঽয়মপ্যতিপ্রশস্তস্তস্মান্না তবং কার্য্যমহোৎসবং ভক্ত্যা বিধৎস্বেতি। অতস্তৈরেব সহিতোঽভ্যষিঞ্চ-দিত্যর্থঃ। ঐরাবতস্য করেন কৃত্বা রত্নকুম্ভাদিদ্বারা উদ্ধৃতৈরানীতৈঃ। তদীয়রত্নময়ঘণ্টয়েতি বিষ্ণুপুরাণে। তচ্চ গজেন্দ্রদ্বারা তদ্বিধানাৎ সদ্যোবাঞ্ছিততীর্থজললাভাচ্চ। গবামিন্দ্রো গোবিন্দঃ তৎপদেনৈব গবেন্দ্রতায়া বাচ্যত্বাৎ। শ্রীমান্ ইন্দ্রোগবামিতি তদর্থনির্দ্দেশেন তন্নাম্নঃ সূচিতত্বাৎ। ইতি গোগোকুলপতিং গোবিন্দমভিষিচ্য স ইতি বক্ষ্যমাণাচ্চ পৃষোদরাদিপাঠ ইতি। দাশার্হমিতি দাশার্হত্বেঽপি গোবিন্দত্বমুৎকৃষ্টমিত্যভিপ্রেতম্ ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—তত্র (গোবিন্দকুণ্ডনাম্নাখ্যাতে গোবর্দ্ধনৈকদেশে, আগতাঃ (সমাগতাঃ) তুম্বুরুনারদাদয়ঃ (তুম্বুরু-নারদপ্রমুখাঃ) গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরসিদ্ধচারণাঃ (গন্ধর্ব্বাঃ গায়কাঃ, বিদ্যাধরাঃ বাদকাঃ, সিদ্ধাঃ, অদ্ভুতবিদ্যাপ্রদর্শকাঃ চারণাঃ পুরুষনর্ত্তকাশ্চ) হরেঃ (সর্ব্বপাপহরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) লোকমলাপহং (শৃণ্বতঃ সংস্মরতশ্চ লোকস্য সর্ব্বপাপপ্রশমনং) যশঃ জগুঃ, সুরাঙ্গনাঃ (রম্ভাদ্যা অপ্সরসশ্চ) মুদান্বিতাঃ (পরমানন্দবিহ্বলাঃ সত্যঃ) সংননৃতুঃ (বিবিধাঙ্গভঙ্গ্যাদিনা নৃত্যং চক্রুঃ) ॥ ২৪

মূলানুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক সময়ে সমাগত তুম্বুরু নারদ প্রভৃতি এবং গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও চারণ প্রভৃতি সকলেই শ্রীকৃষ্ণের জগৎপবিত্রকারী যশোগান করিতে লাগিলেন এবং অপ্সরোগণ পরমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

শ্রীধরটীকা।—সুরভিরাত্মনঃ পয়সা অভিষিঞ্চদিন্দ্রশ্চাকাশগঙ্গায়া জলৈঃ অভ্যসিঞ্চৎ ॥ ২২ ॥ দেবমাতৃভি-রদিত্যাদিভিঃ দেবৈর্মাতৃভিশ্চেতি বা। গাঃ পশূন্ গাং স্বর্গং বা ইন্দ্রত্বেন বিন্দতীতি কৃত্বা গোবিন্দ ইত্যভ্যধাৎ নাম কৃতবানিত্যর্থ. ॥ ২৩।২৪

তং তুষ্টুবুর্দেবনিকায়কেতবো হ্যবাকিরংশ্চাদ্ভুতপুষ্পবৃষ্টিভিঃ।
লোকাঃ পরাং নির্বৃতিমাপ্নুবংস্ত্রয়ো গাবস্তদা গামনয়ন্ পয়োদ্রুতাম্ ॥ ২৫
নানারসৌঘাঃ সরিতো বৃক্ষা আসন্ মধুস্রবাঃ।
অকৃষ্টপচ্যৌষধয়ো গিরয়োঽবিভ্রন্নুন্মণীন্ ॥ ২৬
কৃষ্ণেঽভিষিক্ত এতানি সত্ত্বানি কুরুনন্দন।
নির্বৈরাণ্যভবংস্তাত ক্রূরাণ্যপি নিসর্গতঃ ॥ ২৭

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—ততশ্চ মহোৎসবো জগদানন্দকরো বৃত্ত ইত্যাহ তত্রেতি ত্রিভিঃ। তস্মিন্ শক্রকুণ্ডমিতি শ্রীবারাহতঃ, গোবিন্দকুণ্ডমিতি স্কান্দতঃ, প্রসিদ্ধে শ্রীগোবর্দ্ধনপ্রদেশে আগতাঃ। সর্বত্র হেতুঃ মুদান্বিতাঃ। অত ইন্দ্রাজ্ঞাপেক্ষাপি তৈর্ন কৃতেতি ভাবঃ। তুম্বুরোরাদৌ নির্দ্দেশঃ পূর্ব্বং নারদাদপি তস্য গানে জ্যৈষ্ঠ্যাৎ। তচ্চ লিঙ্গপুরাণে ব্যক্তম্। শ্রীনারদশ্চায়ং নিত্যপার্ষদঃ শ্রীগরুড়াদীনাং শ্রীবৈনতেয়াদিরিব ভগবদবতারতৎপার্ষদপ্রবর শ্রীনারদস্যৈবাবতারো গীতাদিকৌতুকেন গন্ধর্ব্বাদিষু বর্ত্তত ইতি। আদিশব্দাচ্চিত্ররথাদয়ঃ। যদ্বা। তুম্বুরুনারদাবাদাবগ্রতো যেষাং তে গন্ধর্ব্বাদয়ঃ। লোকানাং সর্ব্বেষাং মলং তদ্ভক্তৌ দোষং মোক্ষাভিসন্ধিপর্য্যন্তম্ ॥ ২৪

**অন্বয়ঃ।**—তদা (গোবিন্দাভিষেকসময়ে) দেবনিকায়কেতবঃ (দেবানাং মধ্যে মুখ্যরূপেণ গণনীয়াঃ সোমাগ্নিসূর্য্যবরুণাদয়ঃ) তং (শ্রীগোবিন্দং) তুষ্টুবুঃ (বেদঘোষৈঃ স্তুতবন্তঃ,) অদ্ভুতপুষ্পবৃষ্টিভিঃ (বহুধা পতন্তীভিঃ পুষ্পবৃষ্টিভিঃ) ব্যবাকিরন্ (বিশেষেণ বৃষ্টবন্তঃ।) ত্রয়ো লোকাঃ (উর্দ্ধমধ্যাধোলোকাঃ) পরাং (মোক্ষাদপ্যধিকাং) নিবৃতিং (পরমানন্দং) আপ্নুবন্ (অবাপুঃ।) গাবঃ গাং (পৃথিবীং) পয়োদ্রুতাং (দুগ্ধধারাভিরার্দ্রাং) অনয়ন্ (অকুর্ব্বন্) ॥২৫

**মূলানুবাদ।**—তৎকালে চন্দ্র সূর্য্য বায়ু বরুণ প্রভৃতি দেবশ্রেষ্ঠগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতে লাগিলেন এবং অবিরল ধারায় পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে ত্রিলোক পরমানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং গোগণের দুগ্ধধারায় পৃথিবী কর্দ্দমাক্ত হইয়া গেল ॥ ২৫

**শ্রীধরটীকা।**—দেবনিকায়েষু কেতব ইব দর্শনীয়া মুখ্যা ইত্যর্থঃ। গাবো গাং পৃথ্বীং পয়োভিদ্রুতামার্দ্রামনয়ন্ অকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ ॥ ২৫

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—দেবনিকায়কেতবঃ বরুণাদ্যাঃ। পুষ্পাণাং স্বরূপেণ বৃষ্টীনামপরিমিতত্বেন চ অদ্ভুতাভিঃ পুষ্পাণাং বৃষ্টিভিঃ ব্যাপয়ামাসুঃ। পরাং যশোঽতিশয়িতা নাস্ত্যস্তি তাম্ ॥ ২৫

**অন্বয়ঃ।**—সরিতঃ (নদ্যঃ) নানারসৌঘাঃ (শ্রীগোবিন্দাভিষেকসময়ে ঘৃতক্ষীরাদিবাহিন্যঃ) আসন্ (অভবন্) বৃক্ষাঃ মধুস্রবাঃ (মধুক্ষরণপরা অভবন্) ওষধয়ঃ (ব্রীহিযবাদয়ঃ) অকৃষ্টপচ্যাঃ (কর্ষণাদিকং বিনৈব জাতাঃ সুপক্বাশ্চ অভবন্।) গিরয়ঃ (পর্ব্বতাঃ) মণীন্ (গর্ভগতান্ মণীন্) উৎ (বহিঃপ্রকটান্) অবিভ্রন্ (অবিভরুঃ) ॥ ২৬

**মূলানুবাদ।**—শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক-সময়ে পৃথিবীস্থ নদীসমূহে ঘৃত ক্ষীরাদি প্রবাহিত হইতে লাগিল, বৃক্ষ হইতে মধুধারা ক্ষরিত হইতে লাগিল, ব্রীহি যবাদি শস্যসমূহ ভূমিকর্ষণ এবং জলসেকাদির অপেক্ষা না রাখিয়া আপনিই উৎপন্ন এবং সুপক্ব হইতে লাগিল। পর্ব্বতরাজি তাহাদের গর্ভস্থ মণিসমূহ বাহিরে প্রকাশ করিয়া মণিখচিতরূপে বিরাজিত হইল ॥ ২৬

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—নানারসেত্যাদাবেবং জ্ঞেয়ম্। পূর্ব্বং বৃন্দাবনে যদ্যদ্বৈশিষ্ট্যমাসীৎ তদপ্যধুনাধিকতয়া তত্র ভূত্বা ত্রৈলোক্যমপি ব্যাপ্নোদিতি। অকৃষ্টপচ্যৌষধয় ইতি মধ্যে সুপ্‌লুক্ ছান্দসঃ সন্ধির্বা ॥ ২৬

**অন্বয়ঃ।**—কুরুনন্দন। (হে কুরুকুলাবতংস।) তাত (হে বৎস পরীক্ষিৎ।) কৃষ্ণে অভিষিক্তে (কৃষ্ণস্যাভিষেক-

ইতি গোগোকুলপতিং গোবিন্দমভিষিচ্য সঃ।
অনুজ্ঞাতো যযৌ শক্রো বৃতো দেবাদিভির্দিবম্॥ ২৮

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
শ্রীকৃষ্ণাভিষেকো নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৭

সময়ে) নিসর্গতঃ (স্বভাবত এব) ক্রূরাণি (হিংস্রপ্রকৃতিপরাণি) অপি এতানি (সর্পাদীনি) সত্ত্বানি (জন্তবঃ) নির্ব্বৈরাণি (শান্তানি) অভবন্॥ ২৭

**মূলানুবাদ।**—হে কুরুনন্দন বৎস (পরীক্ষিৎ!) শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক সময়ে স্বভাবতঃ বৈরিভাবসম্পন্ন (অহিনকুলাদি) জন্তুগণও শান্তভাব ধারণ করিল॥ ২৭

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—নচ কেবলং গুণা এব সম্পন্নাঃ, স্বাভাবিকদোষা অপি বিনষ্টা ইত্যাহ কৃষ্ণ ইতি। এতানি প্রসিদ্ধানি সত্ত্বানি নিসর্গতঃ জাতিস্বভাবেন ক্রূরাণি পরস্পরং হিংসাপরাণ্যপি অহিনকুলাদীনি সর্ব্বাণি সর্ব্বভূতান্যেব নৈর্ব্বৈরাণি মিত্রাণীবাভবন্। জায়মানে জনার্দ্দন ইতি বত্তদানীমিতি জ্ঞেয়ম্। বৃন্দাবনে তু সর্ব্বদৈবেতি বিশেষঃ। হে কুরুনন্দন ইতি তস্য তবানুমোদনেন হে তাতেতি পরমাশ্চর্য্যেণ প্রেমবৈবশ্যেন বা পুনঃ পুনঃ সম্বোধনম্॥ ২৭

**অন্বয়ঃ।**—ইতি (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) গোগোকুলপতিং (গোগোপগোপী প্রভৃতি সর্ব্বেষামেব ব্রজবাসিনাং পালকং হিতকরঞ্চ) গোবিন্দম্ অভিষিচ্য (অভিষেকবিধিনা সম্পূজ্য) অনুজ্ঞাতঃ (তদাদেশং গৃহীত্বা) সঃ (মহাপরাধবানপি শ্রীভগবতা স্বীকৃতোপচারঃ) শক্রঃ (ইন্দ্রঃ) দেবাদিভিঃ (দেবগন্ধর্ব্বকিন্নরসিদ্ধচারণাদিভিঃ) বৃতঃ (পরিবৃতঃ সন্) দিবং (স্বর্গলোকং) যযৌ (জগাম)॥ ২৮

ইতি শ্রীধাম শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-কৃতে
শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে দশমস্কন্ধস্য সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৭

**মূলানুবাদ।**—এই প্রকারে গো-গোকুল-পতি শ্রীগোবিন্দের অভিষেক সম্পাদন করিয়া তাঁহার কৃপাদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্র, দেবগণ পরিবৃত হইয়া দেবলোকাভিমুখে অগ্রসর হইলেন॥ ২৮

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতে
শ্রীমদ্ভাগবতানুবাদে দশমস্কন্ধস্য সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৭

**শ্রীধরটীকা।**—নানারসৌঘাঃ ক্ষীরাদিবাহিন্যঃ। অকৃষ্টপচ্যাঃ কর্ষণং বিনৈব পক্বা ওষধয়ো ব্রীহ্যাদয় আসন্। যদ্বা অকৃষ্টপচ্যা ওষধয়ো যেষু তে গিরয় উন্মণীন্ গর্ভগতান্ মণীন্ উৎ উদ্গতান্ বহিঃপ্রকটান্ অবিভ্রৎ অবিভরঃ॥ ২৬—২৮

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৭

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—সঃ অপরাধ্যপি শ্রীভগবতা স্বীকৃতোপচারঃ গোগোকুলপতিত্বেন স্বত এব তং গোবিন্দমভিষিচ্যেতি তেন তস্য নাতিশয়ঃ কিন্তু তেন কর্ম্মণা লোকস্যেব স্বস্যৈব হিতং চকারেতি ভাবঃ। তস্য হিতমেব দর্শয়তি, ততঃ শ্রীগোবিন্দেনানুজ্ঞাতঃ সন্ পূর্ব্বং তদপরাধিত্বাৎ প্রায়স্ত্যক্তোঽপি পুনর্দ্দেবাদিভির্বৃতঃ স্বীকৃতো ভূত্বা দিবং যযাবিতি। লীলেয়ং সখিভিঃ স্নানবেশাদিবৈশিষ্ট্যেনৈব জ্ঞাতত্বাৎ দূরতো বা নিহ্নুত্য দৃষ্টত্বাৎ পশ্চাদেব ব্রজে কথিতেতি জ্ঞেয়ম্। ইতি গোগোকুলপতিং গোবিন্দমভিষিচ্যেতি গোগোকুলয়োস্তদীশিতব্যয়োর্নির্দ্দেশিতৃত্বেন তস্য স্নান এব সুখচমৎকারাৎ। পাদ্মোত্তরখণ্ডে তু—গোপবৃদ্ধাশ্চ গোপ্যশ্চ দৃষ্ট্বা তত্র শতক্রতুম্। তেন সংপূজিতাশ্চৈব

প্রহর্ষমতুলং যযুরিতি শ্রীনন্দযশোদাদীনামপি তত্রাগমনং বর্ণিতম্। তত্তু বিবিক্ত উপসংগম্যেতি বিরোধাৎ কল্পান্তরে জ্ঞেয়ম্॥ ২৮

ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাং দশমটিপ্পন্যাং সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৭

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী**।—গোজননী সুরভি, গোপরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে গোগণের অধিপতিরূপে অভিষেক করিবার জন্য বহুতর কাকুতি মিনতি এবং পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়া তাঁহার অনুমতি পাইবার জন্য অনিমিষনয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কিছুই বলিলেন না, কেবল একবার মাত্র তাঁহার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিলেন। গোজননী সুরভি, ইহাতেই পরমানন্দে অধীরা হইলেন এবং মনে করিলেন যে গোজাতির উপর স্বভাবকরুণ শ্রীকৃষ্ণ, মৌনসম্মতিতে আদেশ প্রদান করিলেন। তখন তিনি পরমানন্দে উৎফুল্ল হইয়া ব্রজের সমস্ত গোগণের সহিত মিলিত হইয়া জয় জয় ধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং নিজ নিজ স্তনক্ষরিত বিমল-দুগ্ধ ধারায় ও নয়নপথে বিগলিত প্রেমাশ্রুধারায় শ্রীকৃষ্ণচরণ বিধৌত করিয়া পরমানন্দে তাঁহার অভিষেক করিতে লাগিলেন।

এইরূপে গোজননী সুরভি তাঁহার সন্তানবর্গের সহিত মিলিত হইয়া গোপরাজনন্দনের অভিষেক করিলে, দেবমাতৃকাগণ এবং দেবর্ষিগণ দেবরাজ ইন্দ্রের নিকটে আসিয়া তাঁহাকেও ব্রজরাজনন্দনের অভিষেক করিবার জন্য উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইন্দ্র পূর্ব্বকৃত মহাপরাধ ভয়ে ভীত হইয়া প্রথমতঃ ইহাতে সাহসী হইলেন না দেখিয়া দেবমাতৃকাগণ ও দেবর্ষিগণ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—হে দেবরাজ। অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি ব্রজরাজনন্দন, পরমদয়ার্দ্রচিত্ত এবং শরণাগতবৎসল, বিশেষতঃ আজ তুমি তাঁহার পরমপ্রিয় গোজননী সুরভির সঙ্গে তাঁহার চরণনিকটে উপস্থিত হইয়াছ এবং তিনি পরমানন্দে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। সুতরাং তুমিও কোন প্রকার আশঙ্কা না করিয়া পরমানন্দে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক মহোৎসব নির্ব্বাহ কর। দেবমাতৃকা এবং দেবর্ষিগণের উৎসাহবাক্যে উৎসাহিত হইয়া দেবরাজও পরমানন্দে জয় জয় ধ্বনি করিতে করিতে দেবমাতৃকা ও দেবর্ষিগণসহ ব্রজরাজনন্দনের চরণ সমক্ষে সমুপস্থিত হইলেন এবং ঐরাবত শুণ্ডধৃত রত্নঘটে করিয়া আকাশগঙ্গার জলাহরণ করিয়া পরমানন্দে গোপরাজনন্দনের চরণে সমর্পণ করিয়া তাঁহার মহাভিষেক করিলেন এবং সকলে মিলিয়া গোপালন লীলাবিলাসী গোপরাজনন্দনকে "গোবিন্দ" নামে অভিহিত করিয়া সেই নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহার জয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

গোজননী সুরভি এবং দেবরাজ ইন্দ্র, যে স্থানে গোবিন্দাভিষেক করিয়াছিলেন, সে স্থান "গোবিন্দ কুণ্ড" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। বরাহপুরাণে এই স্থানের "শক্রকুণ্ড" নামে উল্লেখ দেখা যায়। ইহাতে মনে হয় যে—গোজননী সুরভি যে স্থানে গোবিন্দাভিষেক করিয়াছিলেন, সেইস্থান স্কন্দপুরাণে "গোবিন্দ কুণ্ড" নামে প্রসিদ্ধ এবং তাহার নিকটবর্ত্তী যে স্থানে দেবরাজ ইন্দ্র গোবিন্দাভিষেক করিয়াছিলেন, সেই স্থান বরাহপুরাণে "শক্রকুণ্ড" নামে প্রসিদ্ধ আছে। যাহা হউক, গোজননী সুরভি এবং দেবরাজ ইন্দ্র যে সময়ে গোবিন্দাভিষেক করিলেন, সে সময়ে দেবলোকবাসিগণ পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন। তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ, নারদাদি দেবর্ষিগণ এবং বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও চারণগণ গোবিন্দাভিষেক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পরমানন্দে শ্রীগোবিন্দগুণগান করিতে আরম্ভ করিলেন। গন্ধর্ব্বগণের সুমধুর গান, বিদ্যাধরগণের বাদ্যবাদন, দেবর্ষিগণের জয়ধ্বনি সমন্বিত স্তুতিপাঠ প্রভৃতিতে সে সময়ে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের সেই পরম নিভৃত প্রদেশ পরমানন্দে মুখরিত হইয়া উঠিল এবং গন্ধর্ব্বগণের মধুর কণ্ঠোত্থিত গোবিন্দগুণগানে আত্মহারা অপ্সরোগণের সুমধুর নৃত্যে সে স্থান পরমানন্দের রঙ্গভূমি হইয়া উঠিল।

সোম, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবশ্রেষ্ঠগণ এবং গরুড় বিষক্‌সেনাদি বৈকুণ্ঠপার্ষদগণ গোবিন্দাভিষেক মহোৎসবে পরমানন্দ লাভ করিলেন এবং গোবিন্দমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্তুতি করিতে লাগিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে নন্দনকানন প্রসূত পারিজাত কুসুম বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইভাবে গোবিন্দাভিষেক মহোৎসবে স্বর্গবাসিগণ পরমানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেলেন। গোবিন্দাভিষেক মহোৎসবে পৃথিবীর আনন্দের কথা আর কি বলিব। গোবিন্দাভিষেক-সময়ে গোগণের স্তনক্ষরিত দুগ্ধধারায় পৃথিবী একেবারে কর্দ্দমময় হইয়া উঠিল এবং পৃথিবীস্থ নদনদীসমূহে ক্ষীর ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। পৃথিবীস্থ ক্ষেত্রসমূহ কর্ষণাদির অপেক্ষা না রাখিয়া আপনা আপনিই ব্রীহিযবাদি শস্যসম্পদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং পৃথিবীস্থ পর্ব্বতসমূহের নিভৃত গর্ভস্থলে যে সমস্ত মহামূল্য মণিমাণিক্যাদি নিহিত ছিল, তাহা পর্ব্বতগাত্রে পরিব্যক্ত হওয়ায় এক অভিনব শোভার বিকাশ হইল—দেখিলে মনে হয় যেন পর্ব্বতসমূহ গোবিন্দাভিষেক মহোৎসবে মত্ত হইয়া নিজ নিজ গুপ্তভাণ্ডার হইতে মণিমাণিক্যাদি বাহির করিয়া তাহা দ্বারা নিজের অঙ্গ সাজাইয়া উচ্চ মস্তকে উর্দ্ধলোকের নিকট নিজ সৌভাগ্য খ্যাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। গোবিন্দাভিষেক সময়ে সর্ব্বত্র এমন এক শান্ত স্নিগ্ধ ভাবধারার প্রবাহ বহিয়া গেল যে—তাহাতে ত্রিভুবন হইতে একেবারে হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তিসমূহ নির্ব্বাসিত হইয়া গেল ও ময়ূর, ভুজঙ্গ, অহি, নকুল, বিড়াল, মূষিক, অশ্ব, মহিষ, দেব, দানব মৃগ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি স্বাভাবিক বিরুদ্ধ স্বভাবাপন্ন জীবগণ পর্য্যন্ত, একত্র মিলিত হইয়া স্নিগ্ধ ভাবে গোবিন্দাভিষেক মহোৎসবের পরমানন্দ উপভোগ করিতে লাগিল।

দেবরাজ ইন্দ্র এই প্রকারে গোজননী সুরভি, দেবমাতৃকা ও দেবর্ষিগণের সহিত গোবিন্দাভিষেক মহোৎসব নির্ব্বাহ করিয়া পুনঃ পুনঃ গোবিন্দ চরণে প্রণাম ও তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে স্বর্গাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীসমাখ্যায়াং বঙ্গব্যাখ্যায়াং দশমস্কন্ধস্য সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭

# দশমঃ স্কন্ধঃ

—:(*):—

## অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ

—(:*:)—

শ্রীশুক উবাচ।

একাদশ্যাং নিরাহারঃ সমভ্যর্চ্চ্য জনার্দ্দনম্। স্নাতুং নন্দস্তু কালিন্দ্যা দ্বাদশ্যাং জলমাবিশৎ॥ ১

তং গৃহীত্বানয়দ্ভৃত্যো বরুণস্যাসুরোঽন্তিকম্। অবজ্ঞায়াসুরীং বেলাং প্রবিষ্টমুদকং নিশি॥ ২

অন্বয়ঃ।—নন্দঃ (পরমভাগবতো গোপরাজঃ) তু একাদশ্যাং নিরাহারঃ (ভোজনবর্জ্জিতঃ সন্) জনার্দ্দনং (একাদশীতিথ্যধিষ্ঠাতারং শ্রীভগবন্তং) সমভ্যর্চ্চ্য (যথাবিধি সজাগরণপূজাবিশেষং কৃত্বা) দ্বাদশ্যাং (কলামাত্রাবশিষ্টায়াং দ্বাদশীতিথৌ) কালিন্দ্যাং (যমুনায়াং) স্নাতুং জলম্ আবিশৎ (অবততার)॥ ১

মূলানুবাদ।—শ্রীশুকদেব বলিলেন—পরমভাগবত গোপরাজ নন্দ, একাদশী দিনে উপবাস ও যথাবিধি শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিয়া রাত্রিশেষে অল্পাবশিষ্ট দ্বাদশী তিথিতে স্নান করিবার জন্য যমুনায় অবতরণ করিলেন॥ ১

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।—অষ্টাবিংশে ততো নন্দানয়নং বরুণালয়াৎ।

বৈকুণ্ঠদর্শনং চাথ গোপানামনুবর্ণ্যতে॥

গোবর্দ্ধনং সমুদ্ধৃত্য বশে কৃত্বামরেশ্বরম্।

নন্দানয়নতঃ কৃষ্ণো বরুণঞ্চ বশেঽনয়ৎ॥ ০॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—প্রসঙ্গাদদ্ভুতচরিতমেবানুবর্ণয়ন্নাদৌ ঐশ্বর্য্যমদানর্থতামেব দর্শয়ন্নিন্দ্রস্যেব বরুণস্যাপ্যপরাধং বক্তুং তৎ প্রসঙ্গমারভতে একাদশ্যামিত্যাদিনা মুদমিত্যন্তেন। একাদশ্যাং বৃদ্ধ্যা হ্রাসেন বা কিঞ্চিন্মাত্রনিক্রান্তায়াং তস্যাম্। ষট্প্রহরানেব তদগুতনকালং ব্যাপ্যেত্যর্থঃ। দ্বাদশ্যাং পারণাঽনিক্রান্তে কিঞ্চিদ্দ্বাদশ্যাদিপ্রহরদ্বয়াবসরতদদ্যতন কাল ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ সম্যগভিতোঽর্চ্চয়িত্বা পরমভাগবতাগ্র্যত্বেন যথাবিধি সজাগরণপূজাবিশেষং কৃত্বা ইত্যর্থঃ। জনৈর্ভক্তৈরর্দ্যতেঽতৃপ্ততয়া নিত্যং ভক্ত্যর্থং যাচ্যতে ইতি তথা তম্। ইতি পরমকৃতার্থস্যাপি নিরাহারত্বেন সমভ্যর্চ্চনে হেতুঃ। অতএব কালিন্দ্যাং ভগবদ্ভক্তিবিবর্দ্ধিন্যাং জলমাবিশৎ। তু শব্দেনান্যোনাবিশৎ কিন্তু গৃহ এব সস্নাবিতি ব্যঞ্জয়িত্বা তস্য যমুনাস্নানাগ্রহং বোধয়তি॥ ১

অন্বয়ঃ।—আসুরীং বেলাং (অরুণোদয়পূর্ব্ববর্ত্তিনমাসুরং কালং) অবজ্ঞায় (অনাদৃত্য) নিশি অরুণোদয়পূর্ব্বকালে) উদকং (যমুনাজলং) প্রবিষ্টং (স্নানায় গতং) তং (নন্দং) গৃহীত্বা (বলাদ্ধৃত্বা) বরুণস্য (জলাধিষ্ঠাতৃদেবস্য) অসুরঃ (আসুরভাবাপন্নঃ) ভৃত্যঃ (কশ্চিদাজ্ঞাবহঃ) অন্তিকং (বরুণস্য সমীপং) অনয়ৎ (নীতবান্)॥ ২

মূলানুবাদ।—গোপরাজ নন্দ, অরুণোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তি আসুরকালে যমুনায় অবতরণ করিয়াছেন বলিয়া জলাধিপতি বরুণের কোনও অসুর কিঙ্কর আসিয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক বরুণের নিকট লইয়া গেল॥ ২

শ্রীধরটীকা।—কলামাত্রায়াং দ্বাদশ্যাং পারণাদরাভিনিবেশেন আসুরীং বেলামবজ্ঞায় অরুণোদয়াৎ পূর্ব্বমেব শাস্ত্রবলেন নিত্যদকং প্রবিষ্টং তদনভিজ্ঞো বরুণস্য ভৃত্যোঽনয়দিতি। তথাচ শাস্ত্রম্। কলার্দ্ধাং দ্বাদশীং দৃষ্টা

চুক্রুশুস্তমপশ্যন্তঃ কৃষ্ণরামেতি গোপকাঃ। ভগবাংস্তদুপশ্রুত্য পিতরং বরুণাহৃতম্।
তদন্তিকং গতো রাজন্ স্বানামভয়দো বিভুঃ॥ ৩
প্রাপ্তং বীক্ষ্য হৃষীকেশং লোকপালঃ সপর্য্যয়া। মহত্যা পূজয়িত্বাহ তদ্দর্শনমহোৎসবঃ॥ ৪

নিশীথাদূর্দ্ধমেব হি। আমধ্যাহ্নাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ কর্ত্তব্যাঃ শম্ভুশাসনাদিত্যাদি। বক্ষ্যতি চ বরুণঃ অজানতা মামকেনেতি ভগবদ্ধর্ম্মমজানতেত্যর্থঃ॥ ২

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—অসুর ইতি জাত্যৈব বৈষ্ণবধর্ম্মাজ্ঞত্বমুক্তম্। তথাসুর্য্যাং বেলায়াং জলরক্ষণে বলিষ্ঠস্য তস্যৈব যোগ্যত্বঞ্চ দর্শিতম্। বরুণস্য ভৃত্য ইতি তস্যাপি দোষাপত্তিঃ। অবজ্ঞায় অনাদৃত্য॥ ২

**অন্বয়ঃ।**—গোপকাঃ (গোপরাজসঙ্গিনো গোপাঃ) তং (নন্দং) অপশ্যন্তঃ (যমুনাসলিলে অদৃষ্ট্বা) কৃষ্ণরামেতি (হে কৃষ্ণ। হে রাম। ইতি) চুক্রুশুঃ (আর্ত্তনাদং চক্রুঃ) রাজন্ (হে পরীক্ষিৎ।) স্বানাং (ভক্তমাত্রাণামেব কিমুত প্রেমবতাং গোপানাং) অভয়দঃ (সর্ব্ববিধভয়েভ্য এব রক্ষকঃ) বিভুঃ (মহাবৈভবশালী) ভগবান্ (স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ) তং (গোপানাম্ আর্ত্তনাদং) উপশ্রুত্য পিতরং (গোপরাজং) বরুণাহৃতং (বরুণেনৈব স্বভবনং নীতমিতি জ্ঞাত্বা চ) তদন্তিকং (বরুণসমীপং) গতঃ (জগাম)॥ ৩

**মূলানুবাদ।**—গোপরাজের সঙ্গী গোপগণ অকস্মাৎ গোপরাজকে অদৃশ্য হইতে দেখিয়া হে কৃষ্ণ! হে রাম! বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। হে রাজন্! ভক্তজনপরিপালক সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ, গোপগণের এই প্রকার আর্ত্তনাদ শুনিয়া "বরুণই গোপরাজ নন্দকে নিজ ভবনে লইয়া গিয়াছেন" বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং তৎক্ষণাৎ বরুণালয়ে গমন করিলেন॥ ৩

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—চুক্রুশুরিত্যর্দ্ধকং, গোপকা মহারাজস্য তস্য চতুর্দ্দিগ্‌রক্ষকা জনাঃ। তৎক্রোশনং দূরগোঽপি উপ সমীপ এব শ্রুত্বা পিতরং বরুণাহৃতঞ্চ জ্ঞাত্বেতি শেষঃ। তদন্তিকং গতঃ, তত্র কৈমুত্যেন হেতুঃ বিভুর্ব্যাপক ইতি। স্বানাং গোপজাতিমাত্রাণামভয়প্রদঃ কিং পুনঃ পিতুরিত্যর্থঃ॥ ৩

**অন্বয়ঃ।**—লোকপালঃ (বরুণঃ) হৃষীকেশং (সর্ব্বেষাং সর্ব্বেন্দ্রিয়নিয়ন্তারং সর্ব্বেন্দ্রিয়াগোচরং চ শ্রীকৃষ্ণং) প্রাপ্তং (কৃপয়া স্বনিকটাগতং) বীক্ষ্য তদ্দর্শনমহোৎসবঃ (শ্রীকৃষ্ণদর্শনজনিতপরমানন্দপরিপ্লুতঃ সন্) মহত্যা সপর্য্যয়া (পূজোপকরণেন। পূজয়িত্বা (তং সংপূজ্য) আহ (কৃতাঞ্জলিঃ সন্নাবভাষে)॥ ৪

**মূলানুবাদ।**—জলাধিষ্ঠাতা বরুণ, সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে নিজভবনে সমাগত দেখিয়া পরমানন্দে পরিপ্লুত হইলেন এবং সসম্ভ্রমে তাঁহার মহাপূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন॥ ৪

**শ্রীধরটীকা।**—স্বানাং ভগবদ্ধর্ম্মপরাণামভয়দো যা ভৈষ্টেত্যভয়ং দদৎ॥ ৩॥ সপর্য্যয়া অর্হণেন॥ ৪

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—হৃষীকেশং সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রবর্ত্তকম্ ইতীন্দ্রিয়বৃত্ত্যগোচরমপি প্রাপ্তং বীক্ষ্য নিকটমাগতং জ্ঞাত্বেত্যর্থঃ। তৎশ্চোপব্রজ্যেতি জ্ঞেয়ং, লোকপাল ইতি মহাসপর্য্যায়া সামর্থং দ্যোতিতম্। তত্তস্যৈব লোকপালত্বং সফলং বৃত্তম্ ইতি চ। তদ্দর্শনেন মহান্নুৎসব আনন্দো যস্যেতি তাদৃশ পূজনে হেতুঃ, এতদুক্তং ভবতি, পূর্ব্বং শ্রীভগবতো দুর্জনানুচরে তস্মিন্ ক্রোধ এব জাতঃ, সঙ্গত্য তু তং সভয়তামাগপি নাতিব্যগ্রং সদগুনুতিতমোপব্রজন্তং চ দৃষ্ট্বা নিশ্চিতস্বাভীষ্টেলব্ধিতয়া তস্য তত্র ক্ষমাবলিতদৃষ্টির্জাতা। ততশ্চ তস্য তদ্দর্শনমহোৎসবো জাতঃ, ততশ্চ স্তুতিপূজাদিকং তেনারব্ধমিতি॥ ৪

**শ্রীভাগবতভাবতর্ষিণী।**—পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব, শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনধারণলীলায় দেবরাজ ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্যগর্ব্বাদ্দতা, শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রভাব প্রকাশ এবং পরিশেষে ইন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাগতির কথা বর্ণনা

করিয়া, জলাধিপতি বরুণেরও এই প্রকার ঐশ্বর্য্যগর্ব্বান্ধতা এবং তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রভাব প্রকাশের কথা বর্ণনা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের আর একটি অভিনব লীলার অবতারণা করিলেন।

কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশী তিথিতে ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং গোজননী সুরভি ব্রজে আসিয়া ব্রজরাজনন্দনের অভিষেক মহোৎসব নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন এবং সেই দিনই শেষরাত্রিতে এই অভিনব লীলা সংঘটিত হইয়াছিল।

নন্দ, উপনন্দ প্রভৃতি ব্রজবাসি গোপগণ সকলেই পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং তাঁহারা সকলেই একাদশীদিনে যথাবিধি উপবাস, শ্রীভগবৎ পূজা ও শ্রীভগবৎ প্রসঙ্গে রাত্রি জাগরণ করিয়া দ্বাদশী দিনে যথাবিধি পারণাদির অনুষ্ঠান করিতেন। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশী তিথিতে যেদিন ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রজে আসিয়া গোবিন্দাভিষেক করিয়াছিলেন, সেদিনও পূর্ব্ব পূর্ব্ব একাদশীর নিয়মানুসারে নন্দাদি গোপগণ উপবাস, শ্রীভগবৎ পূজা ও শ্রীভগবৎ-প্রসঙ্গে রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি সমস্ত অনুষ্ঠানই করিযাছিলেন। কিন্তু পরদিন প্রাতঃকালে দ্বাদশী তিথি বেশীক্ষণ ছিল না বলিয়া তাঁহারা শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে একাদশীর দিন অর্দ্ধ রাত্রির পর হইতেই স্নান ও নিত্য কৃত্যাদির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।

কলার্দ্ধাং দ্বাদশীং দৃষ্ট্বা নিশীথাদূর্দ্ধমেব হি। আমধ্যাহ্নাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ কর্ত্তব্যাঃ শম্ভুশাসনাৎ॥ (স্কন্দপুরাণং)

স্কন্দপুরাণে বর্ণিত আছে যে—একাদশী ব্রতের পরদিন যদি স্বল্প মাত্র দ্বাদশী থাকে, তাহা হইলে একাদশী ব্রত দিনেই অর্দ্ধরাত্রি অতীত হইবার পরেই স্নান করিয়া মধ্যাহ্নকৃত্য পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ নিত্যকৃত্যের সমাধান করিয়া দ্বাদশীমধ্যেই পারণ করিবে। ইহাই বৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীশঙ্করের আদেশ।

পরমবৈষ্ণব নন্দাদি গোপগণও এই শাস্ত্রাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া একাদশী ব্রত দিনেই অর্দ্ধরাত্রির পর স্নানাদি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার মধ্যে ব্রজবাসি গোপগণ সকলেই নিজ নিজ গৃহেই কূপাদি জলে স্নান করিলেন, কিন্তু গোপরাজ নন্দ, শ্রীভগবদ্ভক্তিবর্দ্ধনকারিণী পুণ্যসলিলা যমুনা নদীতে অবগাহন করিবার জন্য কতিপয় ভৃত্য সঙ্গে যমুনায় গমন করিলেন এবং যথাবিধি যমুনা সলিলে অবতরণ করিয়া স্তবপাঠাদি সমাপন পূর্ব্বক স্নান করিতে লাগিলেন।

অর্দ্ধরাত্রির পর হইতে সূর্য্যোদয়ের চারি দণ্ড পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়, শাস্ত্রে আসুরকাল বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং সেই সময়ে স্নানাদি সর্ব্ববিধ কার্য্যই নিষিদ্ধ আছে। এই সময়ে জলাধিপতি বরুণের অসুর ভৃত্যগণ নদনদী প্রভৃতি জলাশয়ের জল রক্ষা করে এবং কেহ যদি এই সময়ে জলাশয়ে অবতরণ করে, তাহা হইলে তাহারা তাহাদিগকে দণ্ডিত করে। (আজকাল যদি কেহ আসুরকালে কোনও জলাশয়ে অবতরণ করেন, তাহা হইলে তিনি বরুণের অসুর ভৃত্যগণের নিকট কোনরূপ দণ্ড পান না বলিয়া এই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত অমূলক বলিয়া মনে করিতে পারেন; কিন্তু তাহাতে বক্তব্য এই যে—কলিকালে মনুষ্যের অবস্থা এতই হীন হইয়াছে যে—তাহাতে অসুরগণ পর্য্যন্ত ইহাদিগকে তুচ্ছ বুদ্ধিতে পশুপক্ষীর মত উপেক্ষা করিযা থাকে, কাজেই কোনপ্রকার শাস্ত্র-নিষিদ্ধ আচরণ করিলেও কাহাকেও কোনপ্রকার দণ্ড ভোগ করিতে দেখা যায় না। কিন্তু এ কথাও পরম সত্য যে যাঁহারা শাস্ত্রের বিধি না মানিয়া যথেচ্ছভাবে আহার বিহারাদি করিয়া স্পর্দ্ধা প্রদর্শন করেন এবং শাস্ত্রবিশ্বাসিগণকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা শাস্ত্রাজ্ঞা-লঙ্ঘন করিয়া তৎক্ষণাৎ হাতে হাতে কোন দণ্ড না পাইলেও তাঁহাদের যে চিরকাল নানাবিধ কামনা বাসনা ও জরা ব্যাধি প্রভৃতির প্রবল পীড়ন ভোগ করিতে হয়, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি যদি বিষ্ঠাকূপে নিমগ্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে রাজপুরুষগণ যেমন তাহাকে সেখানে গিয়া ধরিয়া আনিতে ঘৃণা বোধ করে, সেইরূপ শাস্ত্রাজ্ঞাভঙ্গ দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিও

নানাবিধ বিষয় ভোগবাসনারূপ বিষ্ঠাকূপে ডুবিয়া আছেন বলিয়া আপাততঃ রাজপুরুষের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা বিষয় বিষ্ঠাকূপের দুর্গন্ধ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই এবং ইহাই তাঁহাদের আপাততঃ দণ্ডভোগ।)

গোপরাজ নন্দ, শাস্ত্রনিষিদ্ধ আসুরকালে যমুনায় স্নান করিতে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি স্পর্দ্ধা কিংবা নাস্তিকতাবশতঃ শাস্ত্রাজ্ঞা লঙ্ঘন করেন নাই, তিনি দ্বাদশীমধ্যে পারণ নির্ব্বাহ করিবার জন্য শাস্ত্রাজ্ঞা বলেই আসুরকালে যমুনায় স্নান করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু বরুণের অসুর ভৃত্যগণ তাহাদের আসুর স্বভাববশতঃ শাস্ত্রাজ্ঞা কিংবা বৈষ্ণবাচার প্রভৃতির কোনই খবর রাখে না, তাহারা গোপরাজ নন্দকে আসুরকালে যমুনা-বগাহন করিতে দেখিয়াই অপরাধী বলিয়া নিশ্চয় করিল এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বরুণালয়ে লইয়া গেল।

এদিকে গোপরাজ নন্দের সঙ্গী গোপগণ, গোপরাজ নন্দকে যমুনায় স্নান করিতে করিতে হঠাৎ অদৃশ্য হইতে দেখিয়া মহাভয়ে ভীত হইয়া পড়িল এবং হে কৃষ্ণ। হে রাম। কোথায় আছ, শীঘ্র এস, দেখ, তোমাদের পিতাকে বুঝি নক্র মকরাদি কোনও হিংস্র জলচর জন্তু আসিয়া গ্রাস করিল। হায়! হায়! আজ আমাদের কি হইল, আজ বুঝি ব্রজরাজ্য অনাথ হইল বলিয়া বক্ষঃ ও মস্তকে করাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ ও রোদন করিতে লাগিলেন।

যমুনাতীরস্থিত গোপগণের ব্যাকুল আর্ত্তনাদে নিরব নিশীথিনীর স্তব্ধতা ভঙ্গ হইল এবং ব্রজের ঘরে ঘরে তাহা প্রতিনাদিত হইয়া উঠিল। ব্রজরাজনন্দন যদিও সেই ঘোর রজনীতে নিজ নিভৃতকক্ষে নিদ্রাগত ছিলেন, তথাপি তাঁহার ভক্তকণ্ঠের আর্ত্তনাদ তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ভক্তরক্ষার জন্য ব্যগ্র করিয়া দিল। শ্রীভগবান্ স্বভাবতঃই ভক্তজনপরিপালক; তিনি স্বরূপতঃ নির্ব্বিকার হইলেও তাঁহার একান্ত চরণাশ্রিত ভক্তের যে কোনও প্রকার দুঃখে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠেন। তাহার পর তাঁহার ব্রজবাসি ভক্তগণের ত কথাই নাই, তাঁহাদের মত তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্ত, কুত্রাপি দেখা যায় না। তাঁহারা সকলেই সর্ব্বত্যাগ করিয়া একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণে চিত্তসমর্পণ করিয়া নিজ নিজ সম্বন্ধানুসারে নিরন্তর যথাযোগ্য সেবা করিয়া তাঁহার আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন। গোপরাজ নন্দের কথা আর কি বলিব। যাঁহার বাৎসল্য প্রেমে মুগ্ধ হইয়া জগৎপিতা হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে পিতা বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং বিবিধ শাস্ত্র ও বিজ্ঞসমাজে নন্দ-নন্দন বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার মত একান্ত ভক্ত তাঁহার আর কে আছে? গোপগণের আর্ত্তনাদে যখন গোপরাজনন্দন বুঝিলেন যে তাঁহার পিতা যমুনাগর্ভে অদৃশ্য হইয়াছেন, তখনই তিনি জানিতে পারিলেন যে—বরুণ-ভৃত্যগণই তাঁহাকে লইয়া গিয়াছে। তখন তিনি আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ বরুণলোকে গমন করিলেন।

জলাধিপতি বরুণ, অকস্মাৎ নিজ গৃহে শ্রীকৃষ্ণকে আগমন করিতে দেখিয়া একেবারে বিস্ময় ও সম্ভ্রমে অভিভূত হইয়া গেলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে—যিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অতীত এবং নিয়ন্তা, তিনি আজ আমার নয়নগোচর হইলেন, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? যাহা হউক, আমার কোন্ জন্মের কোন্ মহৎ পুণ্য ছিল তাহা বলিতে পারি না, আজ আমি আমার বাসস্থানে কত কোটি কোটি যোগীন্দ্র মুনিন্দ্র শেষ শিব সনক নারদ ব্রহ্মাদিরও তীব্র ধ্যানের অগোচর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছি। আমি মূঢ় দেবাধম, জানি না এই সর্ব্বেশ্বরকে এইরূপে নিজগৃহে পাইলে কি করিতে হয়? এই প্রকার নানা কথা চিন্তা করিয়া জলাধিপতি বরুণ, মস্তকে বহন করিয়া স্বর্ণ সিংহাসন আনয়ন পূর্ব্বক অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীকৃষ্ণকে বসিতে দিলেন, স্বহস্তে তাঁহার চরণ ধৌত করিয়া সেই চরণোদক পান ও মস্তকে ধারণ করিলেন, তাহার পর তাঁহার বুদ্ধি ও সামর্থ্য অনুসারে কোনও ত্রুটি না করিয়া সেই মহামহেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মহাপূজা সম্পাদন করিলেন এবং তাঁহার দর্শন দান, নিজভবনে পদার্পণ ও পূজাগ্রহণ প্রভৃতি অযাচিত মহাকৃপার কথা মনে করিয়া পরমানন্দে অধীর

শ্রীবরুণ উবাচ।

অদ্য মে নিভৃতো দেহোঽদ্যৈবার্থোঽধিগতঃ প্রভো। ত্বৎপাদভাজো ভগবন্নবাপুঃ পারমধ্বনঃ ॥৫
নমস্তুভ্যং ভগবতে ব্রহ্মণে পরমাত্মনে। ন যত্র শ্রূয়তে মায়া লোকসৃষ্টিবিকল্পনা ॥৬

হইয়া পড়িলেন। তদনন্তর জলাধিপতি বরুণ শ্রীকৃষ্ণের চরণাগ্রভূমিতে পুনঃ পুনঃ শিরোলুণ্ঠন করিয়া অসংখ্য প্রণতি করিলেন এবং পরিশেষে গললগ্নীকৃতবাসে, গদ্‌গদ ভাবে তাঁহার স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১—৪

অন্বয়ঃ।—প্রভো (হে সর্ব্বেশ্বর!) অদ্য (ভবতো দর্শনাদদ্যৈব) মে (মম) দেহঃ (দেহধারণং) নিভৃতঃ (সফলতাং প্রাপ্তঃ) অদ্য (অদ্যৈব) ময়া অর্থঃ (পরমপুরুষার্থঃ) অধিগতঃ (সম্যগুপলব্ধঃ), [যতঃ] ভগবন্ (হে সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালিন্) ত্বৎপাদভাজঃ (যে হি ভাগ্যবন্তস্তব চরণকমলং সেবন্তে ত এব) অধ্বনঃ (সংসারপদব্যাঃ) পারং (শেষং সীমানং) অবাপুঃ (প্রাপ্তবন্ত, অতিক্রান্তবন্ত ইত্যর্থঃ) ॥ ৫

মূলানুবাদ।—হে প্রভো! আপনার চরণ দর্শনে আজ আমার দেহ ধারণ সফল হইল এবং পরমপুরুষার্থ লাভ হইল, যেহেতু আপনার চরণ-সেবন-পরায়ণ ব্যক্তিগণই সংসারের পারে যাইতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥৫

শ্রীধরটীকা।—অদ্যোদানীং মে ময়া দেহো নিভৃতো ধৃতঃ, যদ্বা ত্বদ্দর্শনং জাতং তদৈব দেহসাফল্যং প্রাপ্তমিত্যর্থঃ। যদ্বা নিভৃতঃ পূর্ণমনোরথ ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ অদ্যৈবার্থোঽধিগতঃ সর্ব্বরত্নাকরপতিনাপি ইতঃপূর্ব্বং নৈবংবিধোঽর্থঃ প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ সংসারোঽপি নিবৃত্ত এবেত্যাশয়েনাহ ত্বৎপাদভাজ ইতি। অধ্বনঃ পারং মোক্ষম্ ॥ ৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—প্রভো হে জগদীশ্বর ইতি পরমদৌর্লভ্যাদিকমুক্তম্। অবাপুঃ অবহেলনেন লেভিরে। অন্যৈস্তৈঃ। তত্র পূর্ণমনোরথ ইতি পক্ষে। মে মতেতি পূর্ণো মনোরথো যত্রেতি চ ব্যাখ্যেয়ং। যদ্যপি পূর্ব্বস্য হেতুঃ বাক্যমুত্তরার্দ্ধং তথাপ্যস্যাপি লাভাদিত্যভিপ্রায়েণাহ কিঞ্চ। সংসারোঽপীতি। যদ্বা। নিতরাং ভৃতঃ মুহুর্দ্দেহফলমদ্যৈব সম্যগ্‌লব্ধমিত্যর্থঃ। কুতঃ অর্থঃ পরমবিচারেণার্থো নাম যঃ সোঽদ্যৈব ময়া প্রাপ্তঃ, ত্বৎপাদভাজস্ত্বচ্চরণকমলং প্রাপ্তবন্ত এবাধ্বনঃ প্রাপ্য পরম্পরায়া অন্তম্ অব সমন্তাদাপুরিতি। তদৈব স্বয়ং ভগবত্ত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—লোকসৃষ্টিবিকল্পনা (যতো দেবমনুষ্যাদিবিবিধশরীরসৃষ্টিবিকল্পনা ভবতি সা) মায়া (তব ত্রিগুণাত্মিকা বহিরঙ্গা শক্তিঃ) যত্র (মায়ানিয়ন্তরি ত্বয়ি) ন শ্রূয়তে (অবিদ্যমানেব তিষ্ঠতি, তস্মৈ) ব্রহ্মণে (পরিপূর্ণস্বরূপায়) পরমাত্মনে (সর্ব্বান্তর্য্যামিণে) ভগবতে (পূর্ণষড়্‌গুণৈশ্বর্য্যসমন্বিতসচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহায়) তুভ্যং নমঃ ॥ ৬

মূলানুবাদ।—যে-মায়ার প্রভাবে দেব মনুষ্যাদি বিবিধ দেহ এবং তাহার ভোগ্যবস্তু প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়া থাকে, সেই মহাপ্রভাবশালিনী মায়া আপনার চরণ সমীপে অন্তর্হিত রূপে অবস্থান করিয়া থাকেন। আপনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বনিয়ন্তা এবং সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ, আপনার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম ॥ ৬

শ্রীধরটীকা।—ভগবতে নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যায়। ব্রহ্মণে পূর্ণায়। পরমাত্মনে সর্ব্বজীবনিয়ন্ত্রে। তত্র হেতুঃ ন যত্রেতি। লোকসৃষ্টিং বিকল্পয়তি যা মায়া সা যত্র ন শ্রূয়তে অবিদ্যমানেব তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ৬

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—অতস্তন্মাহাত্ম্যং বর্ণয়ন্ ভক্ত্যা প্রণমতি নম ইতি। ভগবতে পূর্ণষড়্‌গুণৈশ্বর্য্যেণ স্বলোকাদৌ বিরাজমানায় পরমাত্মনে সর্ব্বান্তর্য্যামিরূপায় ব্রহ্মণে কচিদধিকারিণি অপ্রকাশিততত্তচ্ছক্তয়ে সত্যং জ্ঞানমনন্তমিত্যেবং কেবলং প্রকাশমানায়; নচ মায়য়া তত্তদ্রূপত্বমিত্যাহ ন যত্রেতি। তত্র হেতুমাহ লোকেতি। জীবানামেবং সৃষ্টিং বিবিধতয়া কল্পয়িতুং শক্নোতি, ন চেশ্বরে ত্বয়ি প্রভবতীত্যর্থঃ। এবঞ্চৈশ্বর্য্যরূপগুণাদিভেদবিকাত্মিকা স্বরূপশক্তিরস্তি ইতি দর্শিতম্। অতএব তাদৃশস্য তব নিজগৃহাভ্যন্তর এব সন্দর্শনেনাদ্য পরমকৃতার্থোঽস্মীতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ৬

অজানতা মামকেন মূঢ়েনাকার্য্যবেদিনা । আনীতোঽয়ং তব পিতা তৎ প্রভো ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ৭
[ মমাপ্যনুগ্রহং কৃষ্ণ কর্ত্তুমর্হস্যশেষদৃক্ । ] গোবিন্দ নীয়তামেষ পিতা তে পিতৃবৎসল ॥ ৮

শ্রীশুক উবাচ ।

এবং প্রসাদিতঃ কৃষ্ণো ভগবানখিলেশ্বরঃ । আদায়াগাৎ স্বপিতরং বন্ধূনাঞ্চাবহন্মুদম্ ॥ ৯

অন্বয়ঃ ।— প্রভো ( হে স্বেচ্ছয়া সর্ব্বনিয়ন্তঃ ! ) অকার্য্যবেদিনা ( বিবেকশূন্যেন ) মূঢ়েন ( ভাগবতধর্ম্মজ্ঞান-বিহীনেন ) অজানতা ( তব মহাপ্রভাবানভিজ্ঞেন ) মামকেন ( মদ্ভৃত্যেন ) অয়ং ( মৎসন্নিধাবুপস্থাপিতঃ ) তব (সর্ব্ব-কারণকারণস্যাপি তব ) পিতা ( জনকঃ ) আনীতঃ, তৎ ( তস্মাৎ ) [ তমেব মম মহাপরাধং ] ক্ষন্তুম্ অর্হসি ॥ ৭

মূলানুবাদ ।—আমার ভৃত্যগণ, মূঢ়, বিবেকহীন এবং আপনার প্রভাবজ্ঞানশূন্য বলিয়াই আপনার পিতাকে এখানে লইয়া আসিয়াছে । আপনি আমার এই মহাপরাধ ক্ষমা করুন ॥ ৭

শ্রীমন্তটীকা ।—অজানতা মদ্ভৃত্যেন ত্বৎপিত্রাহরণং যৎ কৃতং তদিতি ॥ ৭

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ।—অতো মহাপরাধোঽপি মে ত্বয়া ক্ষন্তং যুজ্যত এবেত্যাহ অজানতেতি । যতো মূঢ়েন মূর্খেণ । নন্থ কথং তর্হি রাত্রিস্নানদোষং জ্ঞাত্বা মৎপিতানীতস্তত্রাহ অকার্য্যং কর্ত্তুমযোগ্যমেব বেদত্তিং শীল-মস্যেতি তথা তেন । যদ্বা ত্বৎপিতেত্যজানতা । কিঞ্চ । মূঢ়েন ভগবদ্ধর্ম্মজ্ঞানহীনেন চেত্যর্থঃ । ন কেবলং মূঢ়েন পরম-দুর্ব্বুদ্ধিনা চেত্যাহ অকার্য্যেতি অকার্য্যং অসৎকার্য্যম্ । অয়মিতি স্বগৃহে রক্ষিতমঙ্গুলিপ্রসারণয়া নিকটমেব তং নির্দ্দিশতি । স্বগৃহে এব রক্ষিতত্বে হেতুঃ তব পিতেতি । যদুক্তং দ্বিতীয়ে । নন্দঞ্চ মোক্ষ্যতি ভয়াৎ বরুণস্য পাশাদিতি । অত্র চ পাশাদবন্ধং তস্মাদ্বিমোক্ষ্যতি নতু পাশাদিতি পাশসম্বন্ধো নিরস্তঃ । তদানয়নাগঃ নন্থ মহাপরাধোঽয়ং ক্ষন্তব্যো ন স্যাত্তত্রাহ প্রভো হে পরমসমর্থ । ত্বয়া সোঽপি ক্ষন্তং শক্যত ইতি ভাবঃ । যদ্বা । হে অস্মৎস্বামিন্ অতো দাসানাম-স্মাকম্ অপরাধঃ সর্ব্ব এব ত্বয়া ক্ষন্তং যুজ্যত এবেতি ভাবঃ । তত্তবান্ ক্ষন্তমর্হতীতি ক্বচিৎ পাঠঃ ॥ ৭

অন্বয়ঃ ।—কৃষ্ণ ( হে সর্ব্বপাপকর্ষণ ! ) অশেষদৃক্ ( হে সর্ব্বান্তর্য্যামিন্ ! ) মম ( ত্বদ্ভৃত্যস্য মমাপি সম্বন্ধে ) অনুগ্রহং ( মদপরাধনিষ্কৃতিরূপং ) কর্ত্তুম্ অর্হসি । পিতৃবৎসল ( হে বাৎসল্যপ্রেমাধীন ! ) গোবিন্দ ( হে গোপালন-লীল ! ) এষঃ তে ( তব ) পিতা নীয়তাং ( ব্রজং প্রাপ্যতাম্ ) ॥ ৮

মূলানুবাদ ।—হে কৃষ্ণ ! হে সর্ব্বান্তর্য্যামিন্ ! আপনি আমার সর্ব্ববিধ অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাকে অনুগ্রহ করুন । হে পিতৃবৎসল । হে গোবিন্দ । আপনি আপনার পিতাকে ব্রজে লইয়া যান ॥ ৮

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ।—ততশ্চ তদৈব গৃহমানীয় তং দর্শয়ন্নাহ গোবিন্দেত্যর্দ্ধকেন । তত্র গোবিন্দেতি মহাপরাধিনাপীন্দ্রেণ কৃতস্য গোবিন্দতদাভিষেকস্য স্বীকারেণ পরমকারুণ্যাদিকং সূচিতম্ । হে পিতৃবৎসলেতি পিতা-পুত্রৌ তোষয়তি । তথা বয়মেতজ্জানীম এব, স্বগৃহে পরমীদৃশভাগধেয়াকাঙ্ক্ষয়ৈব তাবন্তং ক্ষণং রক্ষিত আসীদিতি চ ব্যঞ্জয়তি । ৮

অন্বয়ঃ ।—এবং ( বরুণস্য ব্যবহারেণ স্তুত্যা ব্যবসায়েন চ ) প্রসাদিতঃ (প্রসন্নীভূতঃ) অখিলেশ্বরঃ ( অখিল-ব্রহ্মাণ্ডপতিঃ ) ভগবান্ ( সর্ব্বৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যনিকেতনঃ ) কৃষ্ণঃ ( নন্দনন্দনঃ ) স্বপিতরং ( নন্দং ) আদায় ( স্বসঙ্গে গৃহীত্বা ) বন্ধূনাং ( ব্রজবাসিগোপানাং ) মুদং ( হর্ষং ) আবহন্ ( জনয়ন্ সন্ ) অগাৎ ( সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বমেব ব্রজ-ভূমিমাগতবান্ ) ॥ ৯

মূলানুবাদ ।—শ্রীশুকদেব বলিলেন—অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, বরুণের স্তুতি নতিতে প্রসন্ন হইলেন এবং নিজ পিতাকে সঙ্গে লইয়া ব্রজে আগমন করিয়া ব্রজবাসিগণের আনন্দবর্দ্ধন-করিলেন ॥ ৯

শ্রীধরটীকা।—নন্দং বিমুচ্য সমর্পয়তি গোবিন্দেতি॥ ৮॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—এবমুক্তপ্রকারেণ ব্যবহারেণ বচনেন ব্যবসায়েন চ। নম্বেতাবন্মহাপরাধে তাবন্মাত্রেণৈব কথং প্রসন্নোঽভূত্তত্রাহ ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞঃ তত্তত্তদ্দোষো নাস্তি ইতি ভাবঃ। ভগবত্ত্বে হেতুঃ অখিলানামীশ্বরঃ প্রবর্ত্তকঃ। ঈশ্বরেশ্বর ইতি পাঠঃ কচিৎ॥ ৯

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী—জলাধিপতি বরুণ, তাঁহার নিজ বাসস্থানে অপ্রত্যাশিতভাবে অখিলব্রহ্মাণ্ড-পতি শ্রীকৃষ্ণের আগমনে বিস্ময় ও পরমানন্দে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া প্রথমতঃ কিয়ৎকাল স্তব্ধভাবে অবস্থান করিয়া, পরিশেষে আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, মধুপর্কাদি সমর্পণ ও মহারাজোপচারে তাঁহার পূজা সম্পাদন করিলেন। কিন্তু বরুণ ইহাতেও তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করা হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে যিনি সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বকারণ-কারণ স্বয়ং ভগবান্, যাঁহার চরণধূলিকণিকা লাভ করিবার জন্য অজ-ভব-শেষ-সনক-নারদাদি পর্য্যন্ত সর্ব্বদা লালায়িত, যাঁহার কটাক্ষপাত মাত্রেই আমাদের মত কত কোটি কোটি লোকপালের উদ্ভব ও বিনাশ হইতে পারে, তাঁহার উপযুক্ত পূজা বিধান করা কি আমাদের মত ক্ষুদ্র জীবের সাধ্যায়ত্ত? বরুণ এই সমস্ত মনে করিয়া একেবারে ভয়ে ও সম্ভ্রমে জড়ীভূত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার চরণে শরণাগতিই জীবের একমাত্র গতি মনে করিয়া তাঁহার চরণাগ্র ভূমিতে পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠিত হইয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

স্বয়ং ভগবান্ ব্রজরাজনন্দনের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বরুণ বলিলেন—হে প্রভো! আপনি অচিন্ত্য অনন্ত মহাপ্রভাবশালী। সেইজন্য আমার মত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবের গৃহে পদার্পণ করিতেও আপনি কোনপ্রকার ইতস্ততঃ করেন নাই। জগতে যদি কোনও ব্যক্তি কোন প্রকারে সামান্য একটুও ধন বিদ্যা কিংবা কুল প্রভৃতির মর্য্যাদা লাভ করে, তাহা হইলে সে কখনও তদপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন ব্যক্তির গৃহে এইরূপ অযাচিত ভাবে উপস্থিত হইতে পারে না। কিন্তু আপনার কৃপার কি মহাপ্রভাব যে—আপনি আমার মত ক্ষুদ্র দেবাধমকে কৃতার্থ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। আপনার কৃপার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা আমার মত ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে কোন প্রকারেই সম্ভবপর নহে, কিন্তু আপনার অযাচিত কৃপায় আমি যে কৃতার্থ হইয়াছি তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। আপনার অযাচিত কৃপাভাজন হইয়া আজ আমার মনে হইতেছে যে—আমার অনাদি কর্ম্মফলে অনাদিকাল হইতে পুনঃ পুনঃ দেহধারণ করা সফল হইল। আমার অনাদি জন্ম-পরম্পরার মধ্যে কোনও জন্মে কোনও সৌভাগ্যবশতঃ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া যদি আমার বিদেহ মুক্তি লাভ হইয়া যাইত, তাই হইলে আজ আমি আপনার এই অযাচিত কৃপা লাভ করিতে পারিতাম না। আজ আমার মনে হইতেছে, পাপে বা পুণ্যে, দুঃখে বা সুখে যে কোনও ভাবে জীবন যাপন করিয়া জীব যদি তাহার দেহ রক্ষা করিতে পারে, তাহা হইলে সে কোনও না কোনও দিন আমার মত আপনার অযাচিত কৃপালাভে কৃতার্থ হইতে পারে। তাই বলিতেছি যে "অদ্য মে নিভৃতো দেহঃ" আজ আমার দেহধারণ করা সফল হইল এবং আমার সর্ব্ববিধ মনোরথ পরিপূর্ণ হইল। আমি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হইলেও আজ ধন্য! আমি মহাপরাধী হইলেও আজ কৃতার্থ!

আপনার এই অযাচিত কৃপালাভে আজ আমার পরমপুরুষার্থ লাভ হইল। আমি সর্ব্বরত্নাকরপতি হইয়াও আপনার কৃপাকণিকা প্রাপ্তির অভাবে এতদিন দীনাতিদীন ছিলাম, কিন্তু আজ আপনার কৃপালাভ করিয়া মনে হইতেছে যে জগতে আমা অপেক্ষা ধনী আর কেহ নাই। হে ভগবন্! বিচিত্র কর্ম্মফলে নানা যোনিতে ভ্রাম্যমান জীবগণ, যখন কোনও অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যবশতঃ আপনার চরণাশ্রয় করিতে পারে, তখনই তাহাদের অনাদিকাল হইতে ভ্রাম্যমান কর্ম্মচক্র স্থগিত হইয়া যায় এবং তাহারা কর্ম্মগতির সুদীর্ঘ পথের প্রান্ত সীমায় আসিয়া

উপস্থিত হইতে পারে। তাই বলিতেছি—আজ আপনার চরণ দর্শনে এবং যথাসাধ্য আপনার চরণে শরণাগতি লাভে আমার জীবন ধন্য হইল।

জলাধিপতি বরুণ. এইভাবে শ্রীভগবানের অযাচিত কৃপাসিন্ধুর মহাপ্রভাব এবং তাহাতে নিজ কৃতার্থতার কথা উল্লেখ করিয়া পরিশেষে বলিলেন, হে ভগবন্! আমি ভ্রান্ত জীব, আমার ভ্রান্ত বুদ্ধিতে এবং ভ্রান্ত বচনে আপনার কৃপাবৈভবের অণুমাত্রও প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং আমি আর কি বলিব, আপনার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। আপনার চরণে এই আমার বিনীত প্রার্থনা যে—যেন চিরদিন আমার এই সমুন্নত মস্তক আপনার চরণপ্রান্তে বিলুণ্ঠিত হইতে পারে। আপনি আপনার স্বাভাবিক অনন্ত ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া গোলোক বৈকুণ্ঠাদি অনন্তধামে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান্ রূপে অবস্থিত হইয়া আপনার চরণাশ্রিত পার্ষদ ও সাধনসিদ্ধ ভক্তগণকে কৃতার্থ করিতেছেন, আবার আপনি সর্ব্বজীব-হৃদয়ে পরমাত্মারূপে অবস্থিত হইয়া সর্ব্বজীবের ইন্দ্রিয়শক্তি প্রেরণা করিতেছেন। আপনি সর্ব্বত্র চিৎসত্তাস্বরূপ ব্রহ্মরূপে অবস্থিত হইয়া সর্ব্ববিধ অসৎ বস্তুকে সৎরূপে সংস্থিত করিতেছেন। আপনি সর্ব্বাত্মক সর্ব্বান্তর্য্যামী এবং সর্ব্বকারণকারণ। আপনার স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য, মাহাত্ম্য প্রভৃতি কিছুই কাহারও বুদ্ধিগোচর নহে, আপনি সর্ব্ববিধ জ্ঞানাতীত, স্বপ্রকাশ পরমানন্দ। আপনার চরণে প্রণতি ও শরণাগতিই সর্ব্বজীবের একমাত্র গতি। আমি আপনার স্বরূপাদি সম্বন্ধে কি বিচার বা বর্ণনা করিব। আপনার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম—"নমস্তুভ্যং ভগবতে ব্রহ্মণে পরমাত্মনে"।

জগতের বিবিধ বৈচিত্রী এবং বিবিধ সৃষ্টি-বিকল্পনা আপনারই মায়াশক্তির অপরূপ খেলা। আপনার মায়ায় অন্ধীভূত অজ্ঞ জীবগণ আপনাকে মায়াধীশ বলিয়া ধারণা করিতে না পারিয়া আপনার ধাম পার্ষদ লীলা এবং শ্রীবিগ্রহাদিকেও মায়িক বলিয়া ধারণা করে। কিন্তু অগ্নির দাহিকাশক্তিতে কাষ্ঠদাহ হইলেও তাহাতে যেমন অগ্নিদাহ হয় না, সেইরূপ আপনার মায়াশক্তিতে জীবজগতের বিবিধ বিকার প্রকাশ হইলেও সে বিকার কখনও আপনাকে স্পর্শ করিতে পারে না। জীবগণ যতদিন পর্য্যন্ত আপনার চরণে শরণাগতি লাভ করিতে না পারে, ততদিনই তাহাদের উপর মায়ার কর্তৃত্ব থাকে, কিন্তু আপনার চরণাশ্রয় মাত্রেই এই মহামোহকারিণী বিবিধবৈচিত্রী-প্রসবিনী মায়ার নিবৃত্তি হইয়া যায়। হে মায়াধীশ! আমরা অনাদিকাল হইতে আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া মায়িক বৈচিত্রীতে প্রলুব্ধ হইয়া মায়িক জগতে গতাগতি করিতেছি, আপনি কৃপাপূর্ব্বক আপনার চরণে চির শরণাগতি প্রদান করিয়া আমাদের মায়ামোহ হইতে মুক্তিপ্রদান করুন।

বরুণ এই প্রকারে ব্রজরাজনন্দনের স্তুতি, পুনঃ পুনঃ প্রণতি এবং চরণে শরণাগতি প্রার্থনা করিয়াও যখন কোনও কৃপাদেশ পাইলেন না, তখন তিনি মনে করিলেন যে—আমার ভৃত্যগণ, গোপরাজ নন্দকে যমুনা হইতে আমার গৃহে আনয়ন করিয়াছে বলিয়া আমার মহাপরাধ হইয়াছে এবং সেই জন্যই বোধ হয় পরমকরুণাময় শ্রীভগবান্ আমাকে নিজ চরণে শরণাগত করিয়া লইতেছেন না। যদিও আমি স্বয়ং গোপরাজ নন্দকে লইয়া আসি নাই, তথাপি ভৃত্যকৃত অপরাধে প্রভুই অপরাধি হন বলিয়া আমার ভৃত্যকৃত অপরাধে আমিই অপরাধী হইয়াছি এবং সেজন্য পরমকরুণাময় ব্রজরাজনন্দনের অযাচিত কৃপা পাইয়াও তাহা হইতে বঞ্চিত হইতেছি।

রাজ্ঞি চামাত্যজা দোষাঃ পত্নীপাপং স্বভর্ত্তরি। এবং শিষ্যকৃতং পাপং গুরাবেবোপগচ্ছতি॥

(সারসংগ্রহবচনং)

অমাত্য ভৃত্যাদিকৃত অপরাধ রাজায়, পত্নীকৃত পাপ পতিতে এবং শিষ্যকৃত পাপ গুরুতে সঞ্চারিত হয়—এই শাস্ত্র বচনে জানা যায় যে—কাহারও ভৃত্য যদি কোনও অপরাধ করে, তাহা হইলে তাহার প্রভু সেই অপরাধে লিপ্ত হইয়া যায়। অতএব আমার ভৃত্যগণ যখন গোপরাজ নন্দকে অন্যায় পূর্ব্বক আমার গৃহে লইয়া আসিয়াছে, তখন

নন্দস্ত্বতীন্দ্রিয়ং দৃষ্ট্বা লোকপালমহোদয়ম্।
কৃষ্ণে চ সন্নতিং তেষাং জ্ঞাতিভ্যো বিস্মিতোঽব্রবীৎ॥ ১০

আমি নিশ্চয়ই কৃষ্ণচরণে মহাপরাধ করিয়াছি। এই কথা মনে করিয়া বরুণ অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং কৃষ্ণচরণে নিপতিত হইয়া বলিলেন- হে প্রভো। আমার অসুরভৃত্যগণ, জানে না যে—দ্বাদশীর পারণ রক্ষা করিবার জন্য আসুরকালে জলাবগাহন করিলে কোনও দোষ হয় না। তাহারা পরম মূঢ এবং মহামোহাচ্ছন্ন। তাহারা আপনার ভক্তজনোচিত আচার ও বিধিব্যবহার প্রভৃতির কোন তত্ত্বই অবগত নহে, তাই তাহারা অজ্ঞানবশতঃ আপনার পিতাকে আমার নিকটে লইয়া আসিয়াছে। আমি আপনার পিতাকে আমার গৃহে পাইয়া তাঁহাকে আমি পরম-সমাদরে সিংহাসনে বসাইয়া রাখিয়াছি এবং তাঁহার আগমনেই আজ আমি আপনার চরণ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। আপনাকে আমি আর কি বলিব, আপনি অজ্ঞ জীবের এই অজ্ঞানকৃত মহাপরাধ ক্ষমা করুন। আপনি যদি আমাদের মত ক্ষুদ্র জীবের অপরাধ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমাদের আর কোনই গতি নাই। অধিক আর কি বলিব, আপনার পিতাকে এখানে লইয়া আসার জন্য আমি মহাপরাধী হইলেও আমি পরম ধন্য! কেননা এই অপরাধের ফলেই আমি আজ নিজগৃহে আপনার চরণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। আমি অপরাধী বলিয়া আপনি যদি আমাকে কোনপ্রকার দণ্ডপ্রদান করেন, আমার তাহাতেও কোন আপত্তি নাই; কেননা আপনার চরণ দর্শনে আমার জীবন ধন্য হইয়া গিয়াছে এবং আমার আর কোনও অভাব কিংবা অপূর্ণতা নাই।

এই কথা বলিয়া বরুণ, তাডাতাডি গোপরাজ নন্দের নিকট গিয়া তাঁহাকে সিংহাসনসহ মস্তকে বহন করিয়া আনিয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে স্থাপন করিলেন এবং বলিলেন, হে পিতৃবৎসল। হে গোবিন্দ। এই আপনার পিতাকে আমি আপনার নিকট প্রদান করিলাম, আপনি গ্রহণ করুন; আর এই দেবাধমের উপর অনুগ্রহ কিংবা নিগ্রহ যাহা করিতে ইচ্ছা হয় তাহাই করুন।

গোপরাজ নন্দকে কৃষ্ণসম্মুখে স্থাপন করিয়া বরুণ একপার্শ্বে করযোডে দণ্ডায়মান হইলেন এবং ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ একবার তাঁহার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিসঞ্চার করিয়া গোপরাজ নন্দকে সঙ্গে লইয়া নন্দের অনিষ্টাশঙ্কায় ব্যাকুল ব্রজবাসিগণকে আশ্বস্ত করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ ব্রজভূমিতে আগমন করিলেন। বরুণও শ্রীকৃষ্ণের চরণদর্শন, স্তুতি নতি এবং পরিশেষে তাঁহার প্রসন্ন দৃষ্টিপ্রাপ্তিই জীবনের পরম লাভ মনে করিয়া এবং এই দিনের এই অভাবনীয় ঘটনাই তাঁহার জীবনের চিরস্মরণীয় মনে করিয়া আশ্বস্তচিত্তে নিজলোকে অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ৫—৯

অন্বয়ঃ।—নন্দ. (গোপরাজঃ) তু অতীন্দ্রিয়ং (অদৃষ্টপূর্ব্বং) লোকপালমহোদয়ং (লোকপালস্য বরুণস্য মহাসমৃদ্ধিং) তেষাং (বরুণস্য বরুণলোকবাসিনাঞ্চ) কৃষ্ণে চ (নিজপুত্রে শ্রীকৃষ্ণে চ) সন্নতিং (নম্রতাং ভৃত্যবদ্ব্যবহার-মিতি যাবৎ,) দৃষ্ট্বা (প্রত্যক্ষতঃ সমালোক্য) বিস্মিতঃ (পরমাশ্চর্য্যান্বিতঃ সন্) জ্ঞাতিভ্যঃ (উপনন্দপ্রভৃতিভ্যো ব্রজবাসিভ্যো গোপেভ্যঃ) অব্রবীৎ (যথাদৃষ্টবৃত্তান্তং কথয়ামাস)॥ ১০

**মূলানুবাদ।**—(শ্রীশুকদেব বলিলেন) গোপরাজ নন্দ, বরুণলোকের অদৃষ্টপূর্ব্ব মহাসমৃদ্ধি এবং বরুণ ও বরুণলোকবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত নম্র ব্যবহার দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং উপনন্দ প্রভৃতি গোপগণের নিকট তাহা বর্ণনা করিলেন॥ ১০

**শ্রীধরটীকা।**—অতীন্দ্রিয়ম্ অদৃষ্টপূর্ব্বং। লোকপালস্য মহোদয়মৈশ্বর্য্যম্॥ ১০

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—এবং যদ্গোবিন্দত্বং দর্শিতং তস্যৈব মহিমদর্শনায় তদা তস্য মহিমানং দর্শয়তি নন্দস্ত্বিত্যাদিনা। তুশব্দো ভিন্নক্রমে। তেষাং বরুণস্য তল্লোকবাসিনাঞ্চ। বিস্মিত ইতি কেবল মধুনরলীলা-

তে ত্বৌৎসুক্যধিয়ো রাজন্ মত্বা গোপাস্তমীশ্বরম্।
অপি নঃ স্বগতিং সূক্ষ্মামুপাধাস্যদধীশ্বরঃ ॥ ১১
ইতি স্বানাং স ভগবান্ বিজ্ঞায়াখিলদৃক্ স্বয়ম্।
সঙ্কল্পসিদ্ধয়ে তেষাং কৃপয়ৈতদচিন্তয়ৎ ॥ ১২

বেশাদিতি সিদ্ধান্তিতমেব। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম্নৈব হি সর্ব্বোৎকর্ষহেতুঃ ন সম্পদাদয় ইতি। তদপেক্ষা চেত্তেঽপি হি দর্শয়িষ্যন্ত ইতি ভাবঃ ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—রাজন্ (হে মহারাজ!) তে (শ্রীকৃষ্ণস্য নিত্যপার্ষদা অপি তে) গোপাঃ (প্রেমবিশেষেণ শ্রীকৃষ্ণস্য বান্ধবত্বাভিমানিনো গোপাঃ) তং (শ্রীকৃষ্ণং) ঈশ্বরং (লোকপালাদীনামপি পূজ্যং পরমেশ্বরং) মত্বা (নন্দবাক্যাত্তো নির্ণীয়) ঔৎসুক্যধিয় (উৎকণ্ঠিতচিত্তাঃ সন্তঃ) অধীশ্বরঃ (অয়ন্তু পরমেশ্বর কৃষ্ণঃ) সূক্ষ্মাং (মায়াতীতাং) স্বগতিং (স্বোপাসকানাং প্রাপ্যং স্থানং) নঃ (অস্মান্) উপাধাস্যৎ (প্রাপয়িষ্যতি) অপি (কিমিতি সঙ্কল্পয়ামাসুঃ) ॥ ১১

মূলানুবাদ।—হে রাজন্! নন্দের কথা শুনিয়া গোপগণ শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর বলিয়া ধারণা করিলেন এবং উৎকণ্ঠিতচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন যে—কৃষ্ণ কি আমাদের তাঁহার ভক্তগণের প্রাপ্য মায়াতীত স্থানে লইয়া যাইবেন? ॥ ১১

শ্রীধরটীকা।—ঔৎসুক্যযুক্তা ধীর্যেষাং তে। অপি কিং স্বগতিং স্বস্থানং সূক্ষ্মাং ব্রহ্মাখ্যাঞ্চ উপাধ্যাস্যৎ উপধাস্যতি নোঽস্মান্ প্রাপয়িষ্যতীতি সঙ্কল্পিতবন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১১

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—তে তাদৃশতন্নিত্যপরিকরা অপি প্রেমবিশেষেণ গোপাঃ কেবলতদ্বান্ধবগোপত্বাভিমানিনঃ অত ঔৎসুক্যধিয়ঃ লোকপালমাত্রস্য তাদৃশং লোকাদিবৈভবম্ অস্য বাস্মদীয়রূপস্যাধীশ্বরস্য কীদৃশং স্যাৎ ইত্যুৎকণ্ঠিতধিয়ঃ। অতঃ স্বগতিশব্দেনাত্র স্বস্থানমিত্যেব লভ্যতে নতু ব্রহ্মাখ্যা। সূক্ষ্মামিত্যনেন চ ন সা প্রোচ্যতে, স্বগতিমিত্যস্যৈব বিশেষণত্বেন প্রতীতেঃ। শব্দবুদ্ধিকর্ম্মণাং বিরম্য ব্যাপারভাব ইতি ন্যায়বিরোধাদস্যৈব পুনরাবৃত্তিশ্চ ন স্যাদিতি সূক্ষ্মাং দুর্জ্ঞেয়াম্। তদেবমেষাং তাদৃশস্বগতিদিদৃক্ষা চ তৎপ্রেম্নৈব। অধীশ্বরতাজ্ঞানেঽপি স্বাভাবিকপুত্রতাদিবিজ্ঞানানুপমর্দ্দাৎ ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—অখিলদৃক্ (সর্ব্বদ্রষ্টা) সঃ (ব্রজজনানাং সর্ব্ববিধমনোরথপূরণে সততব্যগ্রঃ) ভগবান্ (স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বানাং (ব্রজবাসিগোপানাং) ইতি (এবম্ভূতং সঙ্কল্পং) স্বয়ং (তেষাং বিজ্ঞাপনং বিনৈব সর্ব্বজ্ঞতাশক্ত্যা স্বয়মেব) বিজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) তেষাং (প্রকটলীলায়ামবতীর্ণানাং নিত্যপার্ষদানাং তেষাং প্রেমমুগ্ধানাং ব্রজবাসিনাং) সঙ্কল্পসিদ্ধয়ে (মনোরথপূরণার্থং) কৃপয়া (স্বজনসৌহার্দ্দেন) এতৎ (বক্ষ্যমাণং) অচিন্তয়ৎ ॥ ১২

মূলানুবাদ।—সর্ব্বশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ, গোপগণের এই প্রকার মনোভাব জানিয়া কৃপাপূর্ব্বক তাহাদের মনোরথ পূরণ করিবার জন্য মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১২

শ্রীধরটীকা।—ইত্যেবম্ভূতং স্বানাং তেষাং সঙ্কল্পম্ অখিলদৃক্ সর্ব্বজ্ঞঃ স্বয়মেব বিজ্ঞায় তেষাং সঙ্কল্পসিদ্ধয়ে কৃপয়া এতদ্বক্ষ্যমাণমচিন্তয়ৎ ॥ ১২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।—স্বানাং জ্ঞাতীনাম্। স্বমজ্ঞাতিনাখ্যায়ামিতি শব্দস্মৃতেঃ। ইতি শ্রীকৃষ্ণস্য তথৈব তৎপ্রেমময়াভিমানং দর্শয়তি স ব্রজজনাখিলমনোরথপরিপূরণে ব্যগ্রঃ। স্বয়মিতি তৈর্লজ্জাদিনা সাক্ষাদবিজ্ঞাপিতমপি স্বয়মেব বিজ্ঞায় ॥ ১২

জনো বৈ লোক এতস্মিন্নবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ। উচ্চাবচাসু গতিষু ন বেদ স্বাং গতিং ভ্রমন্॥ ১৩
ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো বিভুঃ। দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃপরম্॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—এতস্মিন্ লোকে (মর্ত্ত্যলোকে) [বর্ত্তমানঃ] জনঃ (জীবঃ) অবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ (অবিদ্যা দেহাদ্যহং-বুদ্ধিঃ, ততঃ কামঃ বিবিধভোগবাসনাঃ, ততঃ কর্ম্ম কায়বাঙ্মনসীয়া বিবিধচেষ্টা চ, তৈঃ) উচ্চাবচাসু (দেবতির্য্যগাদিষু) গতিষু ভ্রমন্ (পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তমানঃ সন্) স্বাং গতিং (আত্মতত্ত্বং) ন বেদ (নৈব জানাতি)॥ ১৩

**মূলানুবাদ।** মর্ত্ত্যলোকে বর্ত্তমান জীবগণ, দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ বিবিধ বাসনা ও তদনুরূপ কর্ম্মবশতঃ দেবতির্য্যগাদি নানা যোনি ভ্রমণ করে, কিন্তু তাহারা কেহই আত্মতত্ত্ব জানিতে পারে না॥ ১৩

**শ্রীধরটীকা।**—অবিদ্যা দেহাদ্যহংবুদ্ধিস্ততঃ কামস্ততঃ কর্ম্ম তৈরুচ্চাবচাসু দেবতির্য্যগাদিষু ভ্রমন্ স্বীয়াং গতিং ন বেদ॥

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—জন ইতি। অত্র স্বাং স্বীয়াং গতিং স্বরূপমিত্যুচ্যতে চেৎ, পূর্ব্বোক্তস্বগতিমিত্যস্যানুবাদো ন স্যাৎ; স্বস্বরূপং জ্ঞানমিতি পক্ষে চ স্বশব্দেনাত্র নাত্মোচ্যতে, তত্র তস্য নপুংসকত্বাৎ, গতিশব্দেন জ্ঞানং নোচ্যতে বেদেত্যনেন পৌনরুক্ত্যাৎ। তদ্বাচকত্বে হি স্বং ন বেদেত্যেবাচক্ষ্যতে, সঙ্কল্পসিদ্ধয়ে তেষামিত্যুক্তাচ্চ ন তদর্থতা ঘটতে। নন্দস্ত্বতীন্দ্রিয়ং দৃষ্ট্বা ইত্যত্র হি তেষাং লোকপালস্য লোকাদিমহোদয়স্য তথাপি কৃষ্ণে সন্নতেশ্চ শ্রবণেন তল্লোকাদিমহোদয়দর্শনস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। স্বগতিং সূক্ষ্মাম্ ইত্যত্র চ দ্বয়োঃ সামানাধিকরণ্যমেবাবগম্যতে। সূক্ষ্মাং দুর্জ্ঞেয়াম্ তস্মাজ্জনশব্দেনাপি ন প্রাকৃতজন উচ্যতে তেষাং সংসার এব গতির্ন গোলোকাদিরিতি। যদি চ স এবোচ্যতে তর্হি সর্ব্বস্যাপি তস্য তথা কৃপাপ্রাপ্তিপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ। কিন্তু তচ্ছব্দেন তদীয়স্বজন এব উচ্যতে। তর্হি সর্ব্বস্যাপি তস্য তথা কৃপাপ্রাপ্তিপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ, সালোক্যসার্ষ্ট্যাদি পদ্যে জনা ইতিবৎ। অত্র তু প্রস্তাব লাৎ ব্রজবাদিজন এবোচ্যতে, অস্য হি তদীয়পরমস্বজনত্বং স্বয়মেব শ্রীভগবতা বিভাবিতম্। তস্মান্মচ্ছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎপরিগ্রহং। গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সোঽয়ং মে ব্রত আহিত ইতি। উক্তে চ তদীয়স্বজনে তস্য অবিদ্যাদিময়োচ্চাবচগতেঃ সিদ্ধান্তাসিদ্ধত্বাৎ প্রস্তুতত্বয়মেবার্থঃ। জনো ব্রজবাসিলক্ষণো মদীয়স্বজনসমূহোঽয়মবিদ্যাদিভির্হেতুভির্যা উচ্চাবচা গতয়ো দেবতির্য্যগাদয়স্তাস্বভিব্যক্তত্বেন স্বাং গতিং ভ্রমন্ তন্নির্ব্বিশেষতয়া জানন্ তামেব স্বাং গতিং ন বেদ ন জানাত্যহো কষ্টমিতি। মন্মাধুর্য্যাবেশেন জ্ঞানাংশাবরণাদিতি ভাবঃ। যদ্বা। জনো ব্রজবাসী মদীয়স্বজনোঽয়ম্ এতস্মিন্ সম্প্রতি স্বাবতারাঙ্গীকৃতে লোকে প্রাপঞ্চিকে অবিদ্যামল্লীলাবেশাদন্যানমুসন্ধানম্। কামঃ মদ্বিষয়বিচিত্রমনোরথঃ। কর্ম্ম মদীয়ানুকূল্যময়ক্রীয়া "নাবিন্দন্ ভববেদনাং যদ্ধামার্থসুহৃদিত্যাদি" দর্শনাৎ। তৈরুচ্চাবচাসু নানাবিধাসু গতিষু প্রেমজবেষু স্বাং গতিম্ অনাদিসিদ্ধাং পরমগোলোকাদিবৈভবরূপাং ভ্রমন্ বিস্মরন্ তামেব স্বাং গতিং ন বেদ ন জানাতীত্যর্থঃ। অবিদ্যাদিশব্দেনোপাদানাঞ্চ কারুণ্যকৃতানুলাপেনাধিক্ষেপাদেব॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—মহাকারুণিকঃ (পরমকরুণাময়ঃ) বিভুঃ (সর্ব্বেষামেব বহিরন্তর্ব্যাপকঃ) ভগবান্ (স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ) ইতি (পূর্ব্বোক্তাং জীবগতিং) সঞ্চিন্ত্য (মনসি বিচার্য্য) তমসঃ পরং (মায়াতীতং) গোপানাং (নিজ পার্ষদানাং ব্রজবাসিনাং) স্বং (নিজং) লোকং (গোলোকাখ্যবাসস্থানং) দর্শয়ামাস॥ ১৪

**মূলানুবাদ।**—পরমকরুণাময়, সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীভগবান্ এই প্রকার চিন্তা করিয়া গোপগণকে তাঁহাদের নিত্য বাসস্থান, মায়াতীত গোলোকধাম দর্শন করাইলেন॥ ১৪

**শ্রীধরটীকা।**—স্বং ব্রহ্মস্বরূপং লোকং বৈকুণ্ঠাখ্যঞ্চ তমসঃ প্রকৃতেঃ পরম্॥ ১৪

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।**—গোপানাং সম্বন্ধি স্বং লোকং শ্রীগোলোকমিত্যর্থঃ। তস্য প্রকৃতিবিকারেহ্ভি-

ব্যক্তস্তদপি নিবেধতি তমস: পরমিতি। ক্বাহং তম ইত্যাদৌ তম:শব্দেন প্রকৃতিনির্দ্দেশাৎ। বিভুরিতি তস্য তাদৃশবৈভবস্ত নাট্য সর্ব্বত্র সিদ্ধত্ব মিত্যর্থ: ॥ ৪

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।**—গোপরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, যখন নন্দকে লইয়া ব্রজে আসিলেন, তখন সেখানে পরমানন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। ব্রজবাসিগণ সকলেই শশব্যস্তে নন্দের নিকটে আসিয়া কেহ বা আলিঙ্গন, কেহ বা কুশল প্রশ্ন, কেহ বা প্রণাম প্রভৃতি করিয়া আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহার পর গোপরাজ নন্দ, যথাসময়ে তাঁহার দ্বাদশী কৃত্যাদি সমাপন করিয়া গোপসভায় উপবিষ্ট হইলেন এবং উপনন্দাদি গোপগণের নিকট বরুণলোকের অদৃষ্টপূর্ব্ব মহাবৈভবের কথা এবং বরুণ ও বরুণলোকবাসীগণ কি ভাবে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিলেন এবং পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণচরণে প্রণাম করিয়া নিজকৃত অপরাধের ক্ষমা ও শরণাগতি প্রার্থনা করিলেন, সেই সমস্ত পরমাশ্চর্য্যময় ঘটনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। উপনন্দ প্রভৃতি গোপগণ, গোপরাজ নন্দের নিকট বরুণলোকের মহাবৈভবকথা এবং বরুণ প্রভৃতি সকলেরই কৃষ্ণের চরণে স্তুতি প্রণতির কথা শুনিয়া পরমাশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং সকলেই মনে করিতে লাগিলেন যে—আমাদের কৃষ্ণ সামান্য গোপবালক নহে, নিশ্চয়ই অখিলব্রহ্মাণ্ড-পালক শ্রীনারায়ণই গোপবালকরূপে আমাদের বংশে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের ধারণার অগোচর কোন প্রকার অনির্ব্বচনীয় লীলারসাস্বাদন করিতেছেন। আমরা সামান্য নর, তাহাতে আবার গোপবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; আমাদের বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞান কিংবা জপ যোগ ধ্যান জ্ঞানাদি কোনপ্রকার সাধনানুষ্ঠান নাই, আমরা কেমন করিয়া এই গোপবালকরূপধারী অখিলব্রহ্মাণ্ডপালকের লীলার মহিমা অবগত হইতে পারিব? আমরা আমাদেরই আত্মীয় বুদ্ধিতে কৃষ্ণের সহিত যে সমস্ত প্রীতিব্যবহার করিয়া থাকি, তাহাতে আমরা কৃষ্ণের কোন তত্ত্বই ধারণা করিতে পারি না। কিন্তু তাই বলিয়া কি কৃষ্ণ আমাদের বঞ্চনা করিবেন? আমরা মূঢ় গোপ বলিয়া কি তিনি আমাদের নিকট তাঁহার বৈভব গোপন করিয়া রাখিবেন? আমরা কি কোনদিনই তাঁহার স্বলোক কিংবা অসাধারণ মাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারিব না? যোগী, জ্ঞানী ভক্ত প্রভৃতি গোষ্দ-সাধকগণ তাঁহাদের তীব্র সাধনায় সিদ্ধিদশায় মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধ ছাড়িয়া যে-মায়াতীত ধামে গমন করেন, আমরা কি কোনদিনই তাহার উদ্দেশ পাইব না? লোকপাল বরুণ পর্য্যন্ত আমাদের কৃষ্ণের চরণে স্তুতি ও প্রণতি করেন এবং শরণাগতি প্রার্থনা করেন, সুতরাং আমাদের কৃষ্ণ যে সর্ব্বেশ্বর তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। আমরা কোন প্রকার সাধনানুষ্ঠান করিতে না পারিলেও সর্ব্বেশ্বর কৃষ্ণ কি আমাদিগকে তাঁহার পরম পদ প্রদর্শন করিবেন না?

গোপরাজ নন্দের নিকট বরুণলোকের মহাবৈভব এবং তাদৃশ বৈভবশালী বরুণের কৃষ্ণচরণে স্তুতি নতি প্রভৃতির কথা শুনিয়া ব্রজবাসি গোপগণ শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বেশ্বর মনে করিয়া এই প্রকার নানা কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই তাঁহাদের মনোগত ভাব শ্রীকৃষ্ণের নিকট ব্যক্ত করিলেন না।

ব্রজবাসি গোপগণের এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের স্বস্থান দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠা হওবার কারণানুসন্ধান করিলে মনে হয় যে—ব্রজবাসি গোপগণের তত্ত্বানুসন্ধান করিলে জানা যায় যে—তাঁহারা কেহই মায়াবদ্ধ জীব নহেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপার্ষদ এবং শ্রীকৃষ্ণেরই রূপান্তর মাত্র।

এতে হি যাদবাঃ সর্ব্বে মদ্গণা এব ভাবিনি। সর্ব্বথা মৎপ্রিয়া দেবি মত্তুল্যগুণশালিনঃ॥ (বরাহপুরাণং)

এই বরাহপুরাণ বচনে জানা যায় যে—শ্রীবরাহদেব—পৃথিবীকে বলিয়াছেন—যাদবগণ (ব্রজবাসি গোপগণও যদুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া যাদব নামে বিখ্যাত) সকলেই আমার নিত্যপার্ষদ, তাঁহারা আমার পরমপ্রিয় এবং সকলেই আমার মত গুণশালী।

পিতা মাতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর। এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধ-সত্ত্বের বিকার॥ (চৈতন্যচরিতামৃতম্)

এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বচনেও জানা যায় যে—শ্রীভগবান্ যাঁহাদের পিতা মাতা প্রভৃতিরূপে অঙ্গীকার করেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহারই শুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ স্বপ্রকাশিকা শক্তির ঘনীভূত মূর্ত্তি। বিশেষতঃ যাঁহারা নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রেম সম্বন্ধে আবদ্ধ এবং যাঁহারা নিরন্তর নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন ও যাঁহাদের দেহ, মনঃ, প্রাণ, পুত্র, বিত্ত, গৃহ প্রভৃতি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত, তাঁহাদের সহিত কিছুতেই মায়াসম্বন্ধ থাকা সম্ভবপর নহে। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" প্রভৃতি গীতাবাক্যে জানা যায় যে—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণাগত, তাঁহারা শরণাগতির বলেই অনায়াসে মায়াসমুদ্র অতিক্রম করিতে পারেন,—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয় এবং শ্রীকৃষ্ণচরণে একান্ত শরণাগত ব্রজবাসীগণ যে নিত্য মায়া-মুক্ত, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। ব্রজবাসি গোপগণ স্বভাবতঃ মায়ামুক্ত হইলেও শ্রীকৃষ্ণ যখন মায়িক জগতে তাঁহার লীলাবিগ্রহ প্রকট করেন, তখন তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লীলা সম্পাদন করিবার জন্য তাঁহার লীলাতেই আবিষ্টরূপে মায়িক জগতে অবতীর্ণ হন। শ্রীকৃষ্ণও যেমন প্রপঞ্চাতীত হইয়াও প্রপঞ্চের অনুকরণ করিয়া তাঁহার অপ্রাপঞ্চিক লীলা প্রকাশ করেন, তাঁহার পার্ষদ ব্রজবাসিগণও সেইরূপ প্রপঞ্চের অতীত হইয়াও প্রপঞ্চের অনুকরণেই শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকেন। সেইজন্য তাঁহাদের ব্যবহার দেখিলে আপাততঃ মায়িক ব্যবহার বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা সকলেই মায়াতীত। ব্রজবাসি গোপগণ যে স্থান দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন, তাহা তাঁহাদেরই নিত্যবাসস্থান এবং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সেই স্থান হইতেই পৃথিবীতে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রকট নরলীলার সহায়তা করিতেছেন। তাঁহারা প্রেমাবেশে এতই বিহ্বল যে—তাঁহারা অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদেরই স্নেহ যত্নে লালিত পালিত গোপশিশু ব্যতীত আর কিছুই ধারণা করিতে পারেন না এবং তাঁহারা নিজেরাও কেহ শ্রীকৃষ্ণের পিতা, কেহ পিতৃব্য ও কেহ বা আত্মীয়াদি ব্যতীত নিজের তত্ত্ব কিছু ধারণা করিতে পারেন না। প্রপঞ্চাতীত গোলোক ধাম হইতে শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত পার্ষদগণ যখন ভূলোকে আসেন, তখন তাঁহারা প্রেমবশতঃ একেবারে গোলোকের কথা ভুলিয়া গিয়া ভূলোকেই নিজের বাসস্থান বলিয়া ধারণা করেন। এই জন্যই বরুণলোকের বৈভবের কথা শুনিয়া ব্রজবাসি গোপগণের মনে হইল যে জলাধিপতি বরুণও, যে শ্রীকৃষ্ণের চরণে স্তুতি নতি করেন, তিনি নিশ্চয়ই অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি এবং না জানি তাঁহার নিজ ধাম কি অপূর্ব্ব মহাবৈভবসম্পন্ন। তাই তাঁহাদের কৌতূহল হইল যে—শ্রীকৃষ্ণ কি আমাদের নিজ ধাম দেখাইবেন? বস্তুতঃ ব্রজবাসি গোপগণের শ্রীকৃষ্ণলোক দর্শনের কৌতূহল কোন প্রকার অজ্ঞানের বিকার নহে, ইহা তাঁহাদের প্রেমান্ধতারই পরিচায়ক। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদ এবং নিত্য শ্রীকৃষ্ণলোকবাসী হইয়াও প্রাকৃত জীবের ন্যায় মায়াতীত বৈভব দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন।

উপনন্দ প্রভৃতি গোপগণ, বরুণলোকের বৈভব এবং বরুণের শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাগতির কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বেশ্বর বলিয়া ধারণা করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের ধাম দর্শনের জন্য মনে মনে উৎকণ্ঠিত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাঁহাদের মনের কথা ব্যক্ত করিলেন না। শ্রীকৃষ্ণের কোনও অলৌকিক লীলা দেখিয়া সময়ে সময়ে ব্রজবাসিগণ তাঁহাকে সর্ব্বেশ্বর বলিয়া ধারণা করেন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের কৃষ্ণের সহিত প্রেমসম্বন্ধ বিলুপ্ত হয় না। তাঁহাদের যখন শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বেশ্বর বলিয়া মনে হয়, তখনও তাঁহাদের "আমার পুত্র কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বর" "আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বর" প্রভৃতিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রেমসম্বন্ধ থাকে। কাজেই উপনন্দাদি গোপগণের মনে শ্রীকৃষ্ণের বৈভব এবং ধাম দর্শনের বাসনা হইলেও তাঁহারা তাঁহাদের বাৎসল্য প্রেমে লালিত পালিত কৃষ্ণের নিকট মনের কথা ব্যক্ত করিতে পারিলেন না।

উপনন্দ প্রভৃতি গোপগণ, লজ্জাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাঁহাদের মনের কথা ব্যক্ত না করিলেও সর্ব্বান্তর্যামী

শ্রীকৃষ্ণের তাহা বুঝিতে বাকি থাকিল না। তিনি উপনন্দ প্রভৃতি গোপগণের মনের ভাব বুঝিয়া তাঁহাদের মনোবাসনা পরিপূর্ণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন এবং মনে মনে তাঁহাদের কথা ভাবনা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীভগবান্ সকলেরই মনের কথা জানেন, কিন্তু তিনি তাঁহার ভক্তের কোনপ্রকার মনোবাসনা জানিতে পারিলেই তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়েন। তাঁহার চরণ-সেবন-বিমুখ বহির্মুখগণের মনোবাসনাও তাঁহার অজ্ঞাত না হইলেও তিনি তাঁহাদের বহির্মুখবাসনা পূরণের জন্য কোন প্রকার ইচ্ছা করেন না। কিন্তু তিনি তাঁহার প্রেমবান্ ভক্তের প্রেমময় বাসনা পূরণের জন্য একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠেন। তাই তিনি আজ ব্রজবাসি গোপগণের গোলোক দর্শনের বাসনা পূরণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া কেমন করিয়া তাঁহাদের প্রেমের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া এই মহাবৈভব দেখাইবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার নিত্যপার্ষদ, ব্রজবাসি গোপগণকে গোলোক-বৈভব দেখাইতে ইচ্ছুক হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে—জগতের জীবগণ দেহে আত্মবুদ্ধি এবং স্ত্রীপুত্রাদি দৈহিক বস্তুতে মমতাবুদ্ধি স্থাপন করিয়া নানাবিধ ভোগবাসনায় উন্মত্ত হইয়া যায় এবং সেই বাসনা পূরণের জন্য বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান করে ও তাহার ফলে দেবতা মনুষ্য পশু পক্ষি প্রভৃতি নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু কেহই তাহার আত্মস্বরূপ কিংবা আত্মগতি সম্বন্ধে কিছুই ধারণা করিতে পারে না ' "জনো বৈ লোক এতস্মিন্" প্রভৃতি শ্লোকটি সমালোচনা করিলে আপাততঃ এইপ্রকার অর্থই মনে হয়, কিন্তু একটু বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে—"শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ জীবের জন্য কোনপ্রকার চিন্তা করিতেছেন" ইহা এ স্থলের প্রতিপাদ্য বা প্রকরণার্থ নহে ' উপনন্দ প্রভৃতি গোপগণ, গোপরাজ নন্দের নিকট বরুণলোকের বৈভব এবং বরুণের শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাগতির কথা শুনিয়া মনে করিলেন যে—বরুণলোকের বৈভব যদি এই প্রকার অনির্ব্বচনীয় হয়, তাহা হইলে না জানি বরুণ যাঁহার চরণে শরণাগতি লাভের জন্য লালায়িত, সেই শ্রীকৃষ্ণের নিজ ধামের বৈভব কিরূপ? ব্রজবাসি গোপগণের এইরূপ মনোভাব জানিয়া ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য যাহা চিন্তা করিলেন, তাহাতে অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্মাধীন জীবের কথা তাঁহার মনে হওয়া সম্ভবপরই নহে। সুতরাং অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে—"জনো বৈ লোক এতস্মিন্" প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসি গোপগণের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচরণে একান্ত শরণাগত এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলাপার্ষদ ব্রজবাসি গোপগণ যে সাধারণ জীবের ন্যায় অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মাদির অধীন নহেন, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। সুতরাং "জনো বৈ লোক এতস্মিন্" প্রভৃতি শ্লোকের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরমপ্রিয় ব্রজবাসিগণের মনোগত ভাব জানিয়া তাহা পূরণ করিবার অভিপ্রায়ে মনে মনে তাঁহাদের সম্বন্ধে বিচার করিলেন যে—এই সমস্ত ব্রজবাসি জন আমার সহিত অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চ লোকে আগমন করিয়াছে এবং অবিদ্যাবশতঃ অর্থাৎ আমার লীলাভিনিবেশ এবং নিরন্তর বাৎসল্যাদি প্রেমে আমার সেবাভিনিবেশ বশতঃ আমি এবং আমার সেবা ছাড়া সর্ব্ববিধ জ্ঞানশূন্য হইয়া নানাবিধ কামে অর্থাৎ আমার সেবার জন্য বিবিধ মনোবাসনায় পরিপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে ইহারা নিরন্তর বিবিধ কর্ম্ম অর্থাৎ আমার সুখহেতু বিবিধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেছে। ব্রজবাসি জনগণ নিরন্তর আমার সেবাভিনিবেশে পরিচালিত হইয়া কোন্ সময়ে কোন্ অবস্থায় অবস্থিত হয় তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। তাহারা আমার প্রেমাবেশে এমনই অন্ধ যে—তাহারা তাহাদের নিজ স্বরূপ ও তাহাদের নিত্য বাসস্থানের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে, তাই তাহারা আমার ধাম দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু তাহারা জানে না যে—তাহারা আমারই পার্ষদ এবং আমার ধামই তাহাদের নিত্যবাসস্থান। যাহা হউক, আমি তাহাদের মনোবাসনা পরিপূর্ণ করিতেছি। এই কথা মনে করিয়া ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবান্, তাঁহার নিত্যপার্ষদ গোপগণকে, মায়াতীত ধাম দেখাইলেন। শ্রীভগবান্ গোপগণকে যাহা দেখাইলেন সে সম্বন্ধে শ্রীধরস্বামিপাদ টীকায় আলোচনা করিয়াছেন যে—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্‌ব্রহ্ম জ্যোতিঃ সনাতনম্।
যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ॥ ১৫
তে তু ব্রহ্মহ্রদং নীতা মগ্নাঃ কৃষ্ণেন চোদ্ধৃতাঃ।
দদৃশুর্ব্রহ্মণো লোকং যত্রাক্রুরোঽধ্যগাৎ পুরা॥ ১৬

"স্বং ব্রহ্মস্বরূপং বৈকুণ্ঠাখ্যঞ্চ তমসঃ প্রকৃতেঃ পরং"। ইহাতে জানা যায় যে—শ্রীভগবান্ গোপগণকে মায়াতীত ব্রহ্মস্বরূপ এবং বৈকুণ্ঠলোক দেখাইয়াছিলেন। (শ্রীভগবান্ গোপগণকে যাহা দেখাইয়াছেন তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকের তোষণী টীকায় বিস্তৃতভাবে আলোচিত আছে, সুতরাং তাহা সেই শ্লোকের আলোচনা স্থলে জানিতে পারা যাইবে।)

প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবান্ যেমন মায়াসম্বন্ধশূন্য সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ হইয়াও মায়িক জগতে অবতীর্ণ হইয়া মায়িক জীবগণকে কৃতার্থ করিবার জন্য বিবিধ লীলা করেন এবং মায়িক জগতে আগমন করিলেও তিনি সর্ব্বদা মায়াসম্বন্ধশূন্য, কিন্তু মায়িক জগতের কর্য্যাবলীর অনুকরণ করিয়াই তাঁহার মায়াতীত লীলা করিয়া থাকেন, সেইরূপ তাঁহার নিত্যপার্ষদগণও মায়াতীত সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ হইয়াও শ্রীভগবানের লীলা পোষণ করিবার জন্যই শ্রীভগবানের সঙ্গে মায়িক জগতে অবতীর্ণ হন এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবাভিনিবেশে আত্মহারা হইয়া মায়িক জগতের জীবগণ যেমন তাহাদের পুত্র সখা প্রভৃতির সঙ্গে বাৎসল্য সখ্যাদির ব্যবহার করিয়া থাকে, তাঁহারাও সেইরূপ অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীভগবানের সহিত বাৎসল্য সখ্যাদির ব্যবহার করিয়া থাকেন। মায়িক জীবগণ যেমন মায়ামুগ্ধ হইয়া আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া যায়, শ্রীভগবানের প্রেমবান্ পার্ষদগণও সেইরূপ প্রেমমুগ্ধ হইয়া আত্মস্বরূপ ভুলিয়া যান। ব্রজবাসি গোপগণ যে শ্রীকৃষ্ণের ধাম দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহাও তাঁহাদের প্রেমাবেশে আত্মস্বরূপ ভুলিয়া যাওয়ারই ফল। যাহা হউক, শ্রীভগবান্ তাঁহাদের এই বাসনা অপূর্ণ রাখেন নাই, তিনি তাঁহাদের মায়াতীত ধাম দেখাইয়া উৎকণ্ঠা নিবৃত্তি করিয়াছিলেন॥ ১০—১৪

অন্বয়ঃ।—যৎ (শ্রীকৃষ্ণপ্রদর্শিতং তমসঃপরং) সত্যং (নির্ব্বিকারং) জ্ঞানং (চিৎস্বরূপং) অনন্তং (অপরিচ্ছিন্নং) জ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশং) সনাতনং (অনাদ্যনন্তং) ব্রহ্ম (সর্ব্বব্যাপকং) যৎ হি (যদেব স্থানং) সমাহিতাঃ (সমাধিনিষ্ঠাঃ) মুনয়ঃ (তত্ত্বাভ্যাসপরা যোগিনঃ) গুণাপায়ে (ত্রিগুণাতীতাবস্থায়াং) পশ্যন্তি (অনুভবন্তি, তদেব তমসঃপরং স্বং লোকং শ্রীকৃষ্ণঃ গোপান্ দর্শয়ামাসেতি শেষঃ)॥ ১৫

**মূলানুবাদ**।—শ্রীকৃষ্ণ গোপগণকে যে মায়াতীত ধাম দেখাইলেন, তাহা নির্ব্বিকার, চিৎস্বরূপ, অপরিচ্ছিন্ন, স্বপ্রকাশ, আদ্যন্তরহিত এবং সর্ব্বব্যাপী। সমাধিনিষ্ঠ মুনিগণ ত্রিগুণাতীতাবস্থায় এই ধামের দর্শন লাভ করিয়া থাকেন॥ ১৫

**শ্রীধরটীকা**।—দেহাদিপিহিতানাং দর্শনমশক্যমিতি প্রথমং দেহাদিব্যতিরিক্তং ব্রহ্মস্বরূপং দর্শয়ামাস। তদাহ সত্যমিতি। সত্যমবাধ্যং জ্ঞানমজড়ম্ অনন্তমপরিচ্ছিন্নং জ্যোতিঃ স্বপ্রকাশং সনাতনং শশ্বৎসিদ্ধং ব্রহ্ম গুণাপায়ে জ্ঞানিনো যৎ পশ্যন্তি তৎ কৃপয়ৈব দর্শয়ামাস॥ ১৫

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—নম্বু তমসঃ পরং কিং নাম বস্তিত্যপেক্ষায়াং তত্তাবৎ সামান্যতো নিরূপয়তি সত্যমিতি॥ ১৫

অন্বয়ঃ।— তে (ব্রজবাসিনো গোপাঃ) তু ব্রহ্মহ্রদং (ব্রহ্মৈব হ্রদবৎ হ্রদঃ) তং নীতাঃ (শ্রীকৃষ্ণেন প্রাপিতাঃ) মগ্নাঃ (তস্মিন্নিমগ্নাশ্চাসন্) [ততঃ] উদ্ধৃতাঃ (সমাধেরিবোত্থিতাঃ) ব্রহ্মণঃ (পরব্রহ্মণঃ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব) লোকং (বৈকুণ্ঠনামানং) দদৃশুঃ (দৃষ্টবন্তঃ।) যত্র (যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে নিমিত্তে) অক্রূরঃ (তন্নামকঃ কশ্চিৎ কৃষ্ণভক্তো যাদবঃ) পুরা (শুক-

নন্দাদয়স্তু তং দৃষ্ট্বা পরমানন্দনির্বৃতাঃ ।
কৃষ্ণঞ্চ তত্র চ্ছন্দোভিঃ স্তূয়মানং সুবিস্মিতাঃ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে নন্দমোক্ষণং নামাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮

পরীক্ষিৎ সংবাদপ্রবৃত্তেঃ পূর্ব্বকালে) অধ্যগাৎ ( যং লোকং দৃষ্টবান্ । অথবা যত্র যমুনৈকদেশে ব্রহ্মহ্রদনামকস্থানে অক্রূরতীর্থেতি প্রসিদ্ধে অক্রূরঃ পুরা ব্রহ্মণো লোকং দদর্শ, শ্রীকৃষ্ণেন ব্রজবাসিনস্তত্র নীতাঃ ব্রহ্মণো লোকঞ্চ দৃষ্টবন্ত ইত্যর্থঃ ) ॥ ১৬

**মূলানুবাদ ঃ**—শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজবাসিগণকে ব্রহ্মহ্রদে লইয়া গেলেন, ব্রজবাসিগণ সেখানে নিমগ্ন হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিয়া বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করাইলেন । অক্রূরও এই স্থানেই বৈকুণ্ঠ দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ১৬

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ঃ**—অথ বিশেষতোঽপি তন্নিরূপয়ংস্তাদৃশং তদ্দর্শনমাহ তে ত্বিতি । ব্রহ্ম পূর্ব্বোক্ত-প্রকৃত্যানভিব্যক্তং প্রকাশং যৎ তদেব দুরবগাহত্বাদিনা হ্রদ ইব হ্রদস্তং নীতাঃ স্বশক্ত্যা তদনুসন্ধানং গমিতাস্তত এব তে মগ্নাঃ তত্রাত্রানুভবাবস্থামপি প্রাপ্তাঃ পুনস্তস্মাদপি তেনোদ্ধৃতাঃ প্রথমজাং সামান্যাকারতৎস্ফূর্ত্তিমতিক্রম্য স্বরূপশক্ত্যাভিব্যক্তবিশেষাকারতৎস্ফূর্ত্ত্যাপ্যুৎকর্ষিতাঃ সন্তো ব্রহ্মণো নরাকৃতিপরব্রহ্মণস্তস্যৈব লোকং দদৃশুঃ, চক্ষুষাপি সাক্ষাৎকৃতবন্তঃ । ন চাশ্রুতচরমেতদিত্যাহ যত্র প্রকাশেঽক্রূরোঽপি অধ্যগাৎ বৈকুণ্ঠলোকং দৃষ্টবান্ তং স্তুতবান্ বা । দ্বিতীয়ে চ "তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎ পরং । ব্যপেতসংক্লেশবিমোহসাধ্বসং স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ পুরুষৈরভিষ্টুতং ॥ প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং নচ কালবিক্রমঃ । ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরিত্যাদি"। তয়োর্মিশ্রং রজস্তমঃ সহচরং প্রাকৃতসত্ত্বমিত্যর্থঃ । ইতিহাসসমুচ্চয়ে মুদ্গলোপাখ্যানে "ব্রহ্মণঃ সদনাদূর্দ্ধং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং । শুদ্ধং সনাতনং জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্মেতি তদ্বিদুরিতি"। তস্মাদূর্দ্ধম্ আবৃত্তিরহিতে দেশ ইত্যর্থঃ । শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে । জিতন্তে স্তোত্রে । "লোকং বৈকুণ্ঠনামানং দিব্যং ষড়্গুণসংযুতং । অবৈষ্ণবানামপ্রাপ্যং গুণত্রয়বিবর্জ্জিত-মিতি"। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে । "তমনন্তগুণাবাসং মহত্তেজো দুরাসদং । অপ্রত্যক্ষং নিরূপমং পরানন্দমতীন্দ্রিয়মিতি"। শ্রুতয়শ্চ—পরেণ নাকং নিহিতং গুহায়াং বিভ্রাজতে যদযতয়ো বিশন্তীত্যাদ্যাঃ । অথবা ব্রহ্মহ্রদমক্রূরতীর্থং নীতাস্তত্তীর্থ-মহিমজ্ঞাপনায় কৌতুকায় বা প্রাপিতাঃ । ততস্তৎপ্রেরণয়া মগ্না পুনস্তেনৈব তস্মাদুদ্ধৃতা উত্থাপিতা দদৃশুঃ শ্রীবৃন্দাবন-মেব বিলক্ষণত্বেতাপ্যশ্চর্য্যমিত্যাদি । যত্র তীর্থে । তদেবং সর্ব্বপ্রমাণমচূড়ামণিনা শ্রীমদ্ভাগবতেন প্রোক্তেনাত্র প্রসিদ্ধ্য-নাদরমপেক্ষ্যম্ । ক্রমব্যাখ্যানাচ্চ ন পরত্র ব্যবহিতযোজনা চাপততীতি গম্যম্ ॥ ১৬

**অন্বয়ঃ ঃ**—নন্দাদয়, ( নন্দোপনন্দাদয়ো ব্রজবাসিনঃ ) তু তং ( ব্রহ্মণো লোকং ) দৃষ্ট্বা পরমানন্দনির্বৃতাঃ ( অপ্রাকৃত পরমানন্দেন পরিপূর্ণা আসন্ । ) তত্র ( তস্মিন্ ব্রহ্মণো লোকে ) ছন্দোভিঃ ( মূর্ত্তিমদ্ভির্বেদৈঃ ) স্তূয়মানং ( স্তুতিনত্যাদিভিরুপাস্যমানং ) কৃষ্ণং চ ( দৃষ্ট্বা ) সুবিস্মিতাঃ ( পরমবিস্ময়াপন্নাঃ ) [ আসন্ ] ॥ ১৭

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-কৃতে
শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে দশমস্কন্ধস্য অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮

**মূলানুবাদ ঃ**—নন্দাদি গোপগণ, বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করিয়া পরমানন্দে পরিপূর্ণ হইলেন এবং সেখানে বেদাধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতেছেন দেখিয়া পরম বিস্মিত হইলেন ॥ ১৭

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতে
শ্রীমদ্ভাগবতানুবাদে দশমস্কন্ধস্য অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮

**শ্রীধরটীকা**।—এবং ব্রহ্মহ্রদং ব্রহ্মৈব হ্রদবদ্ধ্রদঃ তত্র নিমগ্নস্য বিশেষবিজ্ঞানাভাবাৎ তং ব্রহ্মহ্রদং তে তু নীতাঃ প্রাপিতাস্তস্মিন্ নগ্নাশ্চ। তুশব্দোক্তং বিশেষমাহ। পুনঃ কৃষ্ণেনোদ্ধৃতাঃ সমাধেরিবোত্থাপিতাঃ সন্তো ব্রহ্মণস্তস্যৈব লোকং বৈকুণ্ঠাখ্যং দদৃশুরিতি। নন্বু ব্রহ্মনিমগ্নানাং পুনর্লোকদর্শনমঘটিতমেব ইত্যাশঙ্ক্যাহ যত্রেতি। যত্র যস্মিন্ কৃষ্ণে নিমিত্তে সতি পূর্ব্বমক্রূরোঽধ্যগাৎ দৃষ্টবান্। শুকপরীক্ষিৎসংবাদাৎ প্রাক্তনত্বাভূতনির্দ্দেশঃ। নহ্যতর্ক্যৈশ্বর্য্যে ভগবতি কিঞ্চিদপ্যসম্ভাবিতমিতি ভাবঃ। অথবা অক্রূরো যত্র দৃষ্টবাংস্তস্য যমুনাহ্রদস্য ব্রহ্মহ্রদ ইতি নাম। তং হ্রদং নীতাঃ সন্তো ব্রহ্মণো লোকং দদৃশুঃ, পুনশ্চ কৃষ্ণেনোদ্ধৃতাঃ পূর্ব্ববৎ তং দৃষ্ট্বা বিস্মিতা বভূবুরিতি ব্যবহিতান্বয়ঃ অপ্রসিদ্ধকল্পনা চ সোঢব্যেতি॥ ১৬।১৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধেঽষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৮

**শ্রীবৈষ্ণবতোষণী**।—তথাপ্যক্রূরবৎ শ্রীমন্নন্দাদীনাং দর্শনবৈশিষ্ট্যবদানন্দবৈশিষ্ট্যমপি জাতমিত্যাহ নন্দেতি। তং তেষামেব সম্বন্ধিনং শ্রীকৃষ্ণলোকম্ অতঃ স্বভাবত এব পরমানন্দনির্বৃতা বভূবুঃ। কৃষ্ণঞ্চেতি তথাপ্যব্যভিচারিপুত্রভাবতো বিস্মিতাশ্চ বভূবুরিতি। ছন্দোভিঃ কর্ত্তৃভূতৈঃ করণভূতৈর্ব্বা উভয়ভূতৈরেব বা শ্রীগোপালতাপন্যাদিভিঃ। অত্র স্বগতিমিতি তৈঃ স্বশব্দস্য শ্রীকৃষ্ণৈক্যাভিপ্রায়েণৈবোক্তিঃ, গতিশব্দস্য চ বরুণলোকদর্শনেন তল্লোকদর্শনাভিপ্রায়েণোক্তিঃ। তথাচ শ্রীকৃষ্ণেন চ স্বাং গতিমিতি শ্রীগোপসম্বন্ধিতানির্দ্দেশঃ শ্রীমুনীন্দ্রেণ চ গোপানামিতি ষষ্ঠ্যা সাক্ষাদেব তৎসম্বন্ধনির্দ্দেশঃ। কৃষ্ণঞ্চেতি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণনির্দ্দেশো বৈকুণ্ঠান্তরং ব্যবচ্ছিদ্য পরমগোলোকমেব স্থাপয়তি। অতএব অহ্ন্যাপৃতং নিশি শয়ানমতিশ্রমেণ লোকং বিকুণ্ঠমুপনেষ্যতি গোকুলং স্মেতি শ্রীব্রহ্মবাক্যেঽপি ব্রহ্মহ্রদস্যাক্রূরতীর্থত্বপক্ষে যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয় ইতি ন্যায়েন দিবসে তদেকার্থব্যাপারযুক্তং তৎপরিশ্রমেণ রাত্রৌ চ তদেকসমাধিরূপনিদ্রাপন্নম্। ব্রহ্মানুভবপক্ষে শ্রীব্রজেশ্বরান্বেষণার্থং তস্মিন্নহ্নি নানাব্যাপারযুক্তং তৎপরিশ্রমেণ রাত্রৌ শয়ানং সৎ গোকুলং তদ্বাসিজনং বিকুণ্ঠং গোলোকাখ্যম্ উপ সমীপে তত্রৈব দর্শয়িষ্যতীত্যর্থঃ। স যথা ব্রহ্মসংহিতায়াম্—ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণং॥ সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদং। তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবমিত্যাদি। তথাগ্রে ব্রহ্মস্তবে—চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষলতাবৃতেষু সুরভীরপি পালয়ন্তং। লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য দেবীমহেশহরিধামসু তেষু তেষু। তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামীতি। গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূত ইত্যাদি চ। অন্তে চ। শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতং। কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ॥ স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ সরতি সুরভিভ্যশ্চ সুমহান্নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি নহি যত্রাপি সময়ঃ। ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে ইতি। এবং স্কান্দে মোক্ষধর্মস্য নারায়ণীয়োপাখ্যানে চ। এবং বহুবিধৈ রূপৈশ্চরামীহ বসুন্ধরাং। ব্রহ্মলোকঞ্চ কৌন্তেয় গোলোকঞ্চ সনাতনমিতি। তথা চ হরিবংশে যথাহ শক্রঃ—স্বর্গাদূর্দ্ধ্বং ব্রহ্মলোকো ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতঃ। তত্র সোমগতিশ্চৈব জ্যোতিষাঞ্চ মহাত্মনাম্। তস্যোপরি গবাং লোকঃ সাধ্যাস্তং পালয়ন্তি হি। স হি সর্ব্বগতঃ কৃষ্ণো মহাকাশগতো মহান্। উপর্য্যুপরি তত্রাপি গতিস্তব তপোময়ী। যাং ন বিদ্মো বয়ং সর্ব্বে পৃচ্ছন্তোঽপি পিতামহম্। গতিঃ শমদমাঢ্যানাং স্বর্গঃ সুকৃতকর্ম্মণাম্। ব্রাহ্ম্যে তপসি যুক্তানাং ব্রহ্মলোকঃ পরা গতিঃ। গবামেব তু গোলোকো দুরারোহা হি সা গতিঃ। স তু লোকস্ত্বয়া কৃষ্ণ সীদমানঃ কৃতাত্মনা। ধৃতো ধৃতিমতা বীর নিঘ্নতোপদ্রবান্ গবামিতি। অস্যার্থঃ। স্বর্গশব্দেন স্বর্লোকমারভ্য সত্যলোকপর্য্যন্তং লোকপঞ্চকমুচ্যতে। ভূর্লোকঃ কল্পিতঃ পদ্ভ্যাং ভুবর্লোকোঽস্য নাভিতঃ। স্বর্লোকঃ কল্পিতো

মূর্দ্ধ্না ইতি বা লোকবন্দনা। ইতি দ্বিতীয়াৎ। তস্মাদূর্দ্ধমুপরি ব্রহ্মলোকঃ পরব্রহ্মণো ভগবতো লোকাঃ। যদৃস্ত-
ব্রহ্মণো লোকমিত্যুক্তত্বাৎ। এবং দ্বিতীয়ে—মূর্দ্ধভিঃ সত্যলোকস্তু ব্রহ্মলোকঃ সনাতন ইতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ তৈঃ।
ব্রহ্মলোকো বৈকুণ্ঠাখ্যো সনাতনো নিত্যঃ, নতু সৃজ্যপ্রপঞ্চান্তর্বর্ত্তীত্যর্থঃ। ব্রহ্মাণি মূর্ত্তিমন্তো বেদাঃ, ঋষয়শ্চ শ্রীনারদা-
দয়ঃ। গণাশ্চ শ্রীগরুড়বিষকসেনাদয়ঃ তৈর্নিষেবিতঃ। এবং নিত্যাশ্রিতানুক্ত্বা তদ্গমনাধিকারিণ আহ তত্র ব্রহ্ম-
লোকে উমযা সহ বর্ত্তত ইতি। সোমঃ শ্রীশিবস্তস্য গতিঃ জ্যোতিশ্চরণাভিধানাদিতি ন্যায়েন জ্যোতির্ব্রহ্ম তদৈকাত্ম্য-
ভাবানাং জ্ঞানিজীবন্মুক্তানামিত্যর্থঃ। অত্র সমাসপ্রবিষ্টস্যাপি গতিশব্দস্যাকর্ষ আর্ষঃ। সোমেতি ছান্দস এব বা
ষষ্ঠ্যা লুক্। নতু তাদৃশানামপি সর্ব্বেষাম্ এবেত্যাহ মহাত্মনাং মহাশয়ানাং মোক্ষনিরাদরতয়া ভজতাং শ্রীসনকাদি-
তুল্যানামিত্যর্থঃ। মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষপি মহামুনে। ইত্যাদৌ
তেষাং মহাত্ম্যপর্য্যাবসানাৎ। তস্য চ ব্রহ্মলোকস্যোপরি সর্ব্বোর্দ্ধপ্রদেশে গবাং লোক ইত্যর্থঃ। তং শ্রীগোলোকং
সাধ্যা অস্মাকং প্রাপঞ্চিকদেবানাং প্রাপ্তব্য-সাযুজ্যমূলরূপা নিত্যতদীয়দেবগণাঃ পালয়ন্তি, তত্র দিক্পালত্বেনাবরণরূপা
বর্ত্তন্তে। তেহ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্ব্বে যে চ সাধ্যাঃ সন্তি বিশ্বেদেবা ইতি শ্রুতেঃ। তত্র পূর্ব্বে যে চ
সাধ্যা বিশ্বেদেবাঃ সনাতনাঃ। তেহ নাকং মহিমানঃ সচন্ত শুভদর্শনা ইতি বৈকুণ্ঠবর্ণনে পাদ্মোত্তরখণ্ডাচ্চ। হি
প্রসিদ্ধৌ, স শ্রীগোলোকঃ সর্ব্বগতঃ শ্রীকৃষ্ণবৎ সর্ব্বপ্রাপঞ্চিকাপ্রাপঞ্চিকবস্তুব্যাপকঃ, অতএব মহান্ ভগবদ্রূপ এব।
মহান্তমাত্মানং বিভুমিতি শ্রুতেঃ। তত্র হেতুর্মহাকাশঃ পরব্যোমাখ্যং ব্রহ্মবিশেষণলাভাৎ আকাশস্তল্লিঙ্গাদিতি
ন্যায়প্রসিদ্ধেশ্চ। তৎকুতঃ ব্রহ্মাকারোদয়ানন্তরং তৎপ্রাপ্তেঃ। যদ্বা। মহাকাশঃ পরব্যোমাখ্যো মহাবৈকুণ্ঠাখ্যঃ তদ্গতস্ত-
দূর্দ্ধভাগস্থিতঃ। গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য দেবীমহেশহরিধামস্বিতি ব্রহ্মসংহিতায়াং তদ্বর্ণনে ব্যুৎক্রমোক্তেঃ।
এবমুপর্য্যুপরি সর্ব্বোপর্য্যপি বিরাজমানে তত্র শ্রীগোলোকেঽপি তব গতিঃ। নানারূপেণ বৈকুণ্ঠাদৌ ক্রীড়তস্তব তত্রাপি
শ্রীগোবিন্দরূপেণ ক্রীড়া বিদ্যত ইত্যর্থঃ। সা কীদৃশী তপোময়ী অনবচ্ছিন্নৈশ্বর্য্যময়ী। পরং যো মহস্তপ ইতিবৎ।
অতএব ব্রহ্মাদি দুর্ব্বিতর্ক্যত্বমপ্যাহ যামিতি। অধুনা তস্য গোলোক ইত্যাখ্যা বীজমভিব্যঞ্জয়তি। গতিরিতি ব্রাহ্মে
ব্রহ্মলোকপ্রাপকে তপসি বিষ্ণুবিষয়কমনঃপ্রণিধানে যুক্তানাং রতচিত্তানাং প্রেমভক্তানামিত্যর্থঃ। ব্রহ্মলোকো বৈকুণ্ঠ-
লোকঃ পরা প্রকৃত্যতীতা। গবামিতি মোচযন্ ব্রজগবা দিনতাপমিত্যুক্তন্যায়সাবেণ গোকুলবাসিমাত্রাণাং স্বতন্ত্রভা-
বানাঞ্চ সাধনবশেনেত্যর্থঃ। অতএব তদ্ভাবস্যাসুলভত্বাৎ দুরারোহা। ধৃতো রক্ষিতঃ শ্রীগোবর্দ্ধনোদ্ধরণেনেতি।
অত্রার্থান্তরে সপ্তলোকতা চেত্তর্হি স্বর্গাদেবোর্দ্ধং সত্যলোকো ন ভবতি মহর্লোকাদিব্যবধানাৎ, তথা সোমগতিরিত্যা-
দিকং ন সম্ভবতি ধ্রুবলোকাধস্তাদেব তদ্গতেঃ। অবরসাধ্যগণানাং তুচ্ছত্বাৎ সত্যলোকপালনেঽপ্যনর্হাৎ তথা
প্রাকৃতগোলোকস্য সর্ব্বগতত্বং চাসম্ভাব্যম্। অতএব তত্রাপি তব গতিরিত্যপিশব্দো বিস্ময়ে প্রযুক্তঃ, যাং ন বিদ্ম
ইত্যাদিকঞ্চ। তস্মাৎ প্রকৃতাদন্য এবাসৌ গোলোকঃ। য এব পূতনামোক্ষাদৌ নিরূপিতঃ য এব চ প্রাপঞ্চিক-
জীবকৃপয়া বৃন্দাবনাদিরূপেণ প্রপঞ্চেঽভিব্যক্তং সদা বিরাজতে। সতু লোকস্তয়া বীরনিরতোপদ্রবান্ গবাম্। ধৃত
ইত্যভেদেনোক্তত্বাৎ ভগবদচিন্ত্যশক্তিময়ত্বেন তস্যৈকস্যাপ্যেকত্রাপ্যনন্তধাপ্রকাশসমর্থ্যাচ্চ। যোগমায়াবিভূতিবর্ণনে
যুগপৎপ্রাতরাদি নানাসময়াদির্ণনময়ত্বেন তথৈব দ্বারকায়া অপি দর্শিতমিতি। গোলোকস্যোর্দ্ধলোকোপরিতনত্বঞ্চ
মহিমদৃষ্ট্যপেক্ষয়াবির্ভাবাৎ। বস্তুতস্তু স হি সর্ব্বগত ইত্যেবোক্তম্। অতো বারাহেঽপ্যস্যামেব বৃন্দাটব্যাং প্রাপঞ্চি-
কেন্দ্রিয়গাত্রৈস্তত্তদ্বস্তুগাত্রৈশ্চাস্পৃষ্টা নিত্যসিদ্ধাঃ পৃথিব্যাপ্যজাতাঃ কদম্বাদয়ো বর্ণ্যন্তে। যথা—তত্রাপি মহদাশ্চর্য্যং
পশ্যন্তি পণ্ডিতা নরাঃ কালিয়হ্রদপূর্ব্বেণ কদম্বো মহিতো দ্রুমঃ। শতশাখং বিশালাক্ষি পুণ্যং সুরভিগন্ধি চ।
স চ দ্বাদশ মাসানি মনোজ্ঞঃ শুভশীতলঃ। পুষ্পায়তি বিশালাক্ষি প্রভাসন্তো দিশো দশ ইতি। শতশাখামিতি
বিস্তুঃ। তদ্যত্র বর্ত্তত ইত্যর্থঃ, প্রভাসন্তঃ প্রভাসয়ন্নিত্যর্থঃ॥

তত্রৈব ব্রহ্মকুণ্ডমাহাত্ম্যে—তত্রাশ্চর্য্যং প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ত্বং বসুন্ধরে। লভন্তে মনুজাঃ সিদ্ধিং মম কর্ম্মপরায়ণাঃ। তস্য তত্রোত্তরে পার্শ্বেঽশোকবৃক্ষঃ সিতপ্রভঃ। বৈশাখস্য তু মাসস্য শুক্লপক্ষস্য দ্বাদশী। স পুষ্পতি চ মধ্যাহ্নে মম ভক্তসুখাবহঃ। ন কশ্চিদপি জানাতি বিনা ভাগবতং শুচিমিত্যাদি। আদি বারাহে চ—কৃষ্ণক্রীড়া সেতুবন্ধং মহাপাতকনাশনম্। বলভীং তত্র ক্রীড়ার্থং কৃত্বা দেবো গদাধরঃ। গোপকৈঃ সহিতস্তত্র ক্ষণমেকং দিনে দিনে। তত্রৈব রমণার্থং হি নিত্যকালং স গচ্ছতীতি। তত্রৈব—গোলোক এব নিবসত্য-খিলাত্মভূত ইতি নিয়মঃ শ্রূয়তে। স্কান্দে মথুরামাহাত্ম্যে—ততো বৃন্দাবনং পুণ্যং বৃন্দাদেবীসমাশ্রিতম্। হরিণা-ধিষ্ঠিতং তচ্চ ব্রহ্মরুদ্রাদিসেবিতমিতি চ শ্রূয়তে। বৃহদ্গৌতমীয়ে চ—শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্। ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈব কেবলম্। অত্র যে পশবঃ পক্ষি-মৃগাঃ কীট্যা নরামরাঃ। যে বসন্তি মমাধিষ্ঠে মৃতা যান্তি মমালয়ম্। তত্র যা গোপকন্যাশ্চ নিবসন্তি মমালয়ে। যোগিন্যস্তা ময়া নিত্যং মম সেবাপরায়ণাঃ॥ পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহ-রূপকম্। কালিন্দীয়ং সুষুম্নাখ্যা পরমামৃতবাহিনী॥ অত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্ত্তন্তে সূক্ষ্মরূপতঃ। সর্ব্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং ক্বচিৎ॥ আবির্ভাবস্তিরোভাবো ভবেন্মেঽত্র যুগে যুগে। তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষেতি। তস্মাৎ সদা প্রকৃতাবনভিব্যক্তে শ্রীবৃন্দাবনস্য প্রকাশবিশেষে গোলোকাখ্যে যো নিত্যং তৈরেব নিত্যপরিকরৈঃ সহ বিহরতি স এব শ্রীকৃষ্ণঃ প্রাপঞ্চিকনিজভক্তকৃপয়া প্রাকৃতাভিব্যক্তেঽস্মিংস্তৎপ্রকাশে তৈরেব সহ কদাচিদ্ব্যক্তীভবতি, তত্তৎপরিকরত্বনিয়মশ্চ তৎপরিকরত্বেনৈবোপাসনাশাস্ত্রাদিদর্শনাৎ। এবং ষোড়শসহস্রবিবাহে শ্রীবসুদেবাদিবদ্ যদা তে প্রপঞ্চাভিব্যক্তপ্রকাশেঽপি প্রকাশান্তরেণ ব্যক্তীভবন্তি, তদা লীলারসপোষায় লীলাশক্তিরেব প্রেমবৈবশ্যাদিদ্বারা তত্র তত্র প্রকাশে পৃথগভিমানং পরস্পরমনুসন্ধানঞ্চ সম্পাদয়তি। যতো নিত্যসিদ্ধমপি তং নিজবৈভবাদিকং তদা তে নানুসন্দধিরে। তদেবমত্রৈব স্থিতমস্যৈব শ্রীবৃন্দাবনস্য প্রকাশবিশেষং শ্রীগোলোকং দর্শয়ামাস। প্রকাশভেদে-প্যভেদেন তান্ বিনা নান্যাংশ্চান্তরঙ্গপরিকরান্ দর্শয়ামাস, ছন্দসান্তু বহিরঙ্গত্বমেব বন্দিজনসাধর্ম্ম্যাৎ। ছন্দোভিঃ স্তবৈর্দর্শনঞ্চেদং প্রামাণ্যার্থমেবেতি সর্ব্বং শান্তম্॥ ১৭

ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাং দশমটিপ্পণ্যামষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৮

**শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী**।—ব্রজবাসি গোপগণের মনোভাব জানিয়া ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীব্রজরাজনন্দন তাঁহাদিগকে যে-প্রপঞ্চাতীত ধাম দেখাইলেন, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনং" প্রভৃতি শ্লোকে তাহাই স্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই শ্লোকের ব্যাখ্যা-ভূমিকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

"দেহাদিপিহিতানাং দর্শনমশক্যমিতি প্রথমং দেহাদিব্যতিরিক্তং ব্রহ্মস্বরূপং দর্শয়ামাস তদাহ সত্যমিতি"।

দেহাদিতে অভিনিবেশবশতঃ যাহাদের আত্মজ্ঞান সমাচ্ছন্ন, তাহাদের পক্ষে মায়াতীত ধাম দর্শন অসম্ভব বলিয়া শ্রীভগবান্ গোপগণকে প্রথমতঃ দেহাদিসম্বন্ধশূন্য ব্রহ্মস্বরূপ দেখাইলেন। "সত্যং জ্ঞানং" প্রভৃতি শ্লোকে তাহাই স্পষ্টরূপে বিবৃত আছে।

শ্রীধরস্বামিপাদের এই ব্যাখ্যা-ভূমিকা সমালোচনা করিলে আপাততঃ মনে হয় যে- শ্রীকৃষ্ণ-পার্ষদ গোপগণের সাধারণ জীবের ন্যায় দেহসম্বন্ধ আছে এবং তাহাতে মায়াতীত ধাম দর্শন করা সম্ভবপর নহে বলিয়া শ্রীভগবান্ প্রথমতঃ তাঁহাদের দেহসম্বন্ধমুক্ত করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন করাইলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণপার্ষদ গোপগণের সাধারণ জীবের মত দেহসম্বন্ধ কিংবা সেজন্য আত্মস্বরূপ বিস্মৃতি সম্ভবপর হয় না। "যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়াঃ প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে" প্রভৃতি শ্লোকে দেখা যায়—ব্রহ্মা যখন শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ-পার্ষদ গোপগণের স্বরূপ বর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে—হে ভগবন্। ব্রজবাসি গোপগণের গৃহ, বিত্ত, আত্মীয়, বান্ধব, দেহ, পুত্র, প্রাণ ও

সর্ব্ববিধ মনোবৃত্তি কেবলমাত্র আপনার সেবাতেই নিয়োজিত। ইহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে—সাধারণ জীবগণ যেমন কেবলমাত্র আত্মসুখার্থ গৃহবিত্তাদির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া থাকে, ব্রজবাসি গোপগণ সেরূপ আত্মসুখার্থ গৃহবিত্তাদির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে না—তাহাদের গৃহ-বিত্তাদি সমস্তই একমাত্র কৃষ্ণ-সেবারই উপকরণ। অতএব সাধারণ জীবের গৃহ দেহাদির সহিত কৃষ্ণপার্ষদ ব্রজবাসিগণের গৃহ দেহাদির যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তমস্কন্ধ প্রথমাধ্যায়ে দেখা যায় যে—মহারাজ যুধিষ্ঠির দেবর্ষি নারদের নিকট বৈকুণ্ঠ-পার্ষদ জয়-বিজয়ের শাপবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

"দেহেন্দ্রিয়াসুহীনানাং বৈকুণ্ঠপুরবাসিনাম্। দেহসম্বন্ধসম্বদ্ধমেতদাখ্যাতুমর্হসি ॥" (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

বৈকুণ্ঠপুরবাসি শ্রীনারায়ণ-পার্ষদগণের প্রাকৃত দেহ, ইন্দ্রিয়, কিংবা প্রাণ নাই। অতএব তাঁহাদের অসুরত্ব প্রাপ্তি কেমন করিয়া সম্ভবপর হয়? যাহাদের দেহসম্বন্ধ নাই, তাহাদের পতন কিংবা কোনপ্রকার বিকারের সম্ভাবনাও করা যাইতে পারে না।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন "জন্মহেতুভূতৈঃ প্রাকৃতদেহেন্দ্রিয়াসুভির্হীনানাং শুদ্ধ-সত্ত্বময়দেহানামিত্যর্থঃ।" বৈকুণ্ঠপার্ষদ জয় ও বিজয় সনক সনৎকুমারাদির শাপে অসুর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের জন্মগ্রহণের হেতু প্রাকৃত দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ প্রভৃতি ছিল না। তাঁহারা সকলেই শুদ্ধসত্ত্বময় দেহধারী। অতএব দেখা যাইতেছে যে—শ্রীধরস্বামিপাদও শ্রীভগবৎপার্ষদগণের সাধারণ জীবের ন্যায় প্রাকৃত দেহ স্বীকার করেন না এবং তাঁহাদের শুদ্ধসত্ত্বময় দেহ স্বীকার করেন।

শ্রীধরস্বামিপাদের মতে শ্রীকৃষ্ণপার্ষদ গোপগণের দেহও সাধারণ জীবের ন্যায় প্রাকৃত নহে এবং তাহা যে শুদ্ধসত্ত্বময় ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। অতএব "সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ" প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীধরস্বামিপাদ যে ব্যাখ্যা-ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহা দেখিয়া ব্রজবাসি গোপগণের দেহ সাধারণ জীবের মত প্রাকৃতদেহ মনে করা উচিত নহে। তবে শ্রীধরস্বামিপাদ যে বলিয়াছেন—"দেহাদিপিহিতানাং দর্শনমশক্যং" অর্থাৎ দেহাদিতে অভিনিবেশ বশতঃ যাহাদের আত্মস্বরূপ সমাচ্ছন্ন, তাহাদের পক্ষে মায়াতীত স্বরূপ দর্শন যে অসম্ভব, এ সিদ্ধান্তে কোনই আপত্তি নাই। কেননা—শ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যানুসারেই জানা যায় যে—প্রাকৃত এবং শুদ্ধসত্ত্বময় ভেদে দেহ দ্বিবিধ। তাহার মধ্যে যাহাদের দেহ প্রাকৃত, তাহারা আত্মসুখানুসন্ধানে জাগতিক কর্ম্মে লিপ্ত থাকে বলিয়া আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া যায় এবং যাঁহারা শুদ্ধসত্ত্বময় দেহধারী, তাঁহারাও নিরন্তর কৃষ্ণসুখানুসন্ধানে নানাবিধ কৃষ্ণসেবায় রত থাকেন বলিয়া, তাঁহাদেরও আত্মস্বরূপবিস্মৃতি ঘটিয়া যায়। কাজেই প্রাকৃত দেহধারী সাধারণ জীব এবং শুদ্ধসত্ত্বময় দেহধারী শ্রীভগবৎপার্ষদ—এই উভয় পক্ষেরই নির্ব্বিশেষ-সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মদর্শন অসম্ভব। প্রাকৃত দেহাভিনিবেশ এবং শুদ্ধসত্ত্বময় দেহাভিনিবেশ এই দুই অবস্থায় আত্মসেবা ও কৃষ্ণসেবায় মত্ত হইয়া প্রাকৃত জীব এবং শ্রীকৃষ্ণপার্ষদ আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া যান। এই উভয়ের পার্থক্য এই যে—প্রাকৃত দেহাভিনিবেশে বিবিধ সংসার দুঃখে নিপীড়িত হইতে হয় এবং শুদ্ধসত্ত্বময় দেহাভিনিবেশে কৃষ্ণ-সেবানন্দে পরিপূর্ণ থাকা যায়। ব্রজের গোপগণ শুদ্ধসত্ত্বময় দেহাভিনিবেশ বশতঃ আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া নিরন্তর কৃষ্ণসেবানন্দে পরিপূর্ণ থাকেন; তাঁহারা একমাত্র কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আর কোন বস্তুরই অনুসন্ধান রাখেন না এবং কৃষ্ণকেও তাঁহারা তাঁহাদের পরমবান্ধব ব্যতীত আর কিছুই ধারণা করিতে পারেন না। কিন্তু গোপরাজ নন্দের নিকট যখন তাঁহারা বরুণলোকের বৈভব এবং বরুণের কৃষ্ণচরণে স্তুতি নতির কথা শুনিলেন, তখন তাঁহাদের কৃষ্ণলোকের বৈভব দর্শনের বাসনা হইল। কিন্তু তাঁহারা যে সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপার্ষদ এবং তাঁহারা যাহা দেখিতে চাহিতেছেন, সেই কৃষ্ণলোকই যে তাঁহাদের নিত্যবাসস্থান ও তাঁহারা যে সেই লোক হইতেই কৃষ্ণের সহিত ভূলোকে আসিয়াছেন, এ সমস্ত তত্ত্ব তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসেবাভিনিবেশে

বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহাদের প্রপঞ্চাতীত ধাম দেখাইতে ইচ্ছা করিলেন, তখন তাঁহাদের প্রপঞ্চে প্রকাশিত শুদ্ধসত্ত্বময় দেহাভিনিবেশ ভুলাইয়া দিলেন এবং তাহাতে তাঁহাদের প্রপঞ্চাতীত ব্রহ্মস্বরূপানুভূতি হইল।

"দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরং" প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তি শ্লোকে আলোচিত হইয়াছে যে—শ্রীকৃষ্ণ, গোপগণকে "তমসঃ পরং" অর্থাৎ মায়াতীত স্বলোক দেখাইলেন। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন "স্বং ব্রহ্মস্বরূপং লোকং বৈকুণ্ঠাখ্যং"—শ্রীভগবান্ গোপগণকে ব্রহ্মস্বরূপ বৈকুণ্ঠলোক দেখাইযাছিলেন। ইহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে—শ্রীধরস্বামিপাদের মতেও গোপগণের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মদর্শন হয় নাই, তাঁহাদের ব্রহ্মস্বরূপ বৈকুণ্ঠ-লোক দর্শন হইয়াছিল। শ্রীভগবান্ গোপগণকে যে-লোক দেখাইয়াছিলেন, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" প্রভৃতি শ্লোকে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় যে—সে লোক "সত্যং" অর্থাৎ প্রাকৃত জগতের ন্যায় বিনাশশীল নহে; তাহা "জ্ঞানং" অর্থাৎ প্রাকৃত জগতের ন্যায় জড়বস্তু নহে এবং তাহা "অনন্তং" অর্থাৎ প্রাকৃত জগতের ন্যায় পরিচ্ছিন্ন নহে। তাহা "জ্যোতিঃ" অর্থাৎ স্বপ্রকাশ, "সনাতনং" অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ এবং "ব্রহ্ম" অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী। শ্রীকৃষ্ণ গোপগণকে যাহা দেখাইলেন তাহা দর্শন করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাঁহারা তীব্র সাধনানুষ্ঠানে গুণাতীতাবস্থা প্রাপ্ত হন, সেই সমস্ত তত্ত্বধ্যাননিষ্ঠ মুনিগণই ইহা দেখিতে পান। ব্রজবাসি গোপগণ তীব্র সাধনানুষ্ঠানরত কিংবা তত্ত্বধ্যানপরায়ণ নহেন, তাঁহারা সকল তত্ত্ব ভুলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পুত্রভাবে পালন করাই জীবনের সার-সর্ব্বস্বরূপে অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারাও যে এই গুণাতীত মুনিগণের দর্শনযোগ্য বস্তু দেখিলেন, তাহাতে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে—তাঁহারা স্বভাবতঃই গুণাতীত, কিংবা সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণাগত ব্যক্তি-গণ গুণাতীত না হইলেও শ্রীকৃষ্ণকৃপায় ইহা দর্শন করিতে পারেন। "মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে" এই গীতাবাক্যে জানা যায় যে—শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—যাহারা একান্ত ভক্তিবশতঃ আমার সেবা করে, তাহারা গুণমুক্ত হয় এবং ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। অতএব ব্রজবাসি গোপগণ নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়াও যে গুণবদ্ধ ছিলেন ইহা কল্পনা করা ধৃষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাহা হউক, ব্রজবাসি গোপগণ যখন শ্রীকৃষ্ণলোক দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাদের শুদ্ধসত্ত্বময় দেহে বাৎসল্য-ভাবে কৃষ্ণসেবাভিনিবেশ ভুলাইয়া মায়াতীত ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন করাইলেন ও তাহার পরে তাঁহার ধাম দর্শন করাইলেন।

ব্রজবাসিগণকে স্বলোক দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ তাঁহাদের ব্রহ্মহ্রদে লইয়া গেলেন এবং তাঁহারা তথায় নিমগ্ন হইলেন, তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সেখান হইতে উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মলোক দেখাইলেন। "তে তু ব্রহ্মহ্রদং নীতা মগ্নাঃ কৃষ্ণেন চোদ্ধৃতাঃ" প্রভৃতি শ্লোকে ব্রজবাসিগণের ব্রহ্মহ্রদে মজ্জন, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক উদ্ধার এবং ব্রহ্ম-তত্ত্ব বর্ণিত আছে। এই শ্লোকের "ব্রহ্মহ্রদ" এবং "ব্রহ্মলোক" সম্বন্ধে শ্রীধরস্বামিপাদ এবং বৈষ্ণবতোষণীকার যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে "ব্রহ্মহ্রদ" শব্দের অর্থ—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ এবং "ব্রহ্মলোক" শব্দের অর্থ—শ্রীকৃষ্ণধাম। এই শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—"ব্রহ্মৈব হ্রদবৎহ্রদঃ তত্র নিমগ্নস্য বিশেষবিজ্ঞানা-ভাবাৎ তং ব্রহ্মহ্রদং তে তু নীতাঃ প্রাপিতাস্তস্মিন্নিমগ্নাশ্চ।" হ্রদ যেমন অতলস্পর্শ এবং দুরবগাহ, ব্রহ্মবস্তুও সেইরূপ বলিয়া এখানে হ্রদের উপমায় ব্রহ্মবস্তুর স্বরূপ প্রদর্শন করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ ব্রজবাসিগণকে প্রাকৃত জগৎ হইতে অপ্রাকৃত ব্রহ্মস্বরূপে উপস্থাপিত করিলেন। হ্রদে পতিত ব্যক্তি যেমন তাহাতে নিমগ্ন হইয়া যায় এবং তাহার তৎকালে হ্রদ ব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ের জ্ঞান থাকে না, সেইরূপ ব্রজবাসিগণকেও শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মস্বরূপে উপস্থিত করিলেন, তখন তাঁহারা তাহাতে নিমগ্ন হইয়া গেলেন। তাহার পর কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সেখান হইতে উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মলোক দর্শন করাইলেন। শ্লোকস্থ "ব্রহ্মণো লোকং" এই অংশের ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—"ব্রহ্মণস্তস্যৈব লোকং বৈকুণ্ঠাখ্যং দদৃশুরিতি।" ব্রজবাসি গোপগণ ব্রহ্ম অর্থাৎ কৃষ্ণের বৈকুণ্ঠ নামক লোক অর্থাৎ ধাম দর্শন

করিলেন। ইহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিগণকে প্রথমতঃ ব্রহ্মস্বরূপে নিমগ্ন করিলেন, তাহাতে তাঁহাদের সর্ব্ববিধ প্রাকৃত ধারণা বিলুপ্ত হইয়া গেল, তাহার পর তিনি তাঁহাদিগকে বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করাইলেন।

বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদজীবগোস্বামী এই শ্লোকের লঘুতোষণী টীকায় বলিয়াছেন—"ব্রহ্ম পূর্ব্বোক্তপ্রকৃত্যনভিব্যক্তকাশং যৎ তদেব দুরবগাহত্বাদিনা হ্রদঃ, তং নীতাঃ স্বশক্ত্যা তদনুসন্ধানং গমিতাস্তত এব তে মগ্নাঃ, তন্মাত্রানুভবাবস্থামপি প্রাপ্তাঃ পুনস্তস্মাদপি তেনোদ্ধৃতা প্রথমজাং সামান্যকারতৎস্ফূর্ত্তিমতিক্রম্য স্বরূপশক্ত্যাভিব্যক্তবিশেষাকারতৎস্ফূর্ত্ত্যাপ্যুৎকর্ষিতাঃ সন্তো ব্রহ্মণো নরাকৃতিপরব্রহ্মণঃ তস্যৈব লোকং দদৃশুঃ, চক্ষুষাপি সাক্ষাৎকৃতবন্তঃ।"

ব্রহ্মবস্তু সর্ব্বব্যাপী হইলেও মায়িক জগতে তাহার শুদ্ধ স্বরূপের অভিব্যক্তি হয় না। মায়িক জগতের অতীত শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ বস্তু অগাধ জলপূর্ণ হ্রদের ন্যায় দুরবগাহ বলিয়া তাহাকে ব্রহ্মহ্রদ বলা হইয়াছে। শ্রীভগবান্ ব্রজবাসি গোপগণকে সেই ব্রহ্মহ্রদে লইয়া গেলেন অর্থাৎ অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে তাঁহাদিকে শুদ্ধসচ্চিদানন্দস্বরূপের অনুভূতি প্রদান করিলেন। তাহার পর ব্রজবাসিগণ তাহাতে নিমগ্ন হইয়া গেলেন অর্থাৎ তাঁহাদের তখন আর শুদ্ধসচ্চিদানন্দ বস্তু ব্যতীত অন্য কিছুই অনুভবগোচর হইল না। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাদিগকে সেখান হইতে উদ্ধার করিলেন, অর্থাৎ প্রথমতঃ তাঁহাদের যে-মায়াতীত সচ্চিদানন্দসত্তামাত্রের অনুভূতি হইয়াছিল, তাহা অতিক্রম করিয়া গোপগণ স্বরূপশক্তি সমন্বিত সচ্চিদানন্দবস্তুর অনুভূতি লাভ করিলেন ও নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের লোক দর্শন করিলেন। গোপগণের প্রথম ব্রহ্মদর্শন অনুভূতিমাত্র ও শেষোক্ত শ্রীকৃষ্ণলোক দর্শন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ।

"তে তু ব্রহ্মহ্রদং নীতাঃ" প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীধরস্বামিপাদ এবং শ্রীজীব গোস্বামিপাদ প্রথমতঃ এই ভাবেই সমালোচনা করিয়াছেন। ইহাতে সিদ্ধান্ত পাওয়া গেল যে—গোপগণের প্রথমতঃ মায়িকদৃষ্টি এবং মায়িক ধারণা ছিল, তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তাঁহাদের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুভূতি ও তৎপরে বৈকুণ্ঠ দর্শন হইল। যদিও "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" এই শ্রুতিবাক্যে জানা যায় যে-যাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, তাঁহারা ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান, সুতরাং তাঁহাদের আর অন্যবিধ ধারণা হওয়া সম্ভবপর নহে, তথাপি শ্রীকৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মানুভব-প্রাপ্ত গোপগণ, শ্রীকৃষ্ণেচ্ছাতেই আবার ব্রহ্মলোক দর্শনের যোগ্যতা লাভ করিয়াছিলেন। এই শ্লোক সমালোচনায় জানা যায় যে ব্রহ্মানুভূতিই চরম প্রাপ্তি নহে, কেননা গোপগণের তাহার পরেও ব্রহ্মলোক দর্শন হইয়াছিল। "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥" এই গীতাবাক্যেও জানা যায় যে যাঁহাদের চিত্ত প্রসন্ন ও যাঁহারা সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি সম্পন্ন এবং নষ্ট দ্রব্যের জন্য শোক ও অলভ্য বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা-বিহীন, তাদৃশ ব্রহ্মভূত ব্যক্তিগণও আবার শ্রীভগবানে ভক্তি লাভ করেন। সুতরাং ব্রহ্মলাভের পরও যে কোনও প্রাপ্য আছে, তাহা এই গীতাবাক্যেও সমর্থিত হয়।

যাহা হউক, গোপগণের বৈকুণ্ঠ দর্শনের ক্রম সম্বন্ধে "তে তু ব্রহ্মহ্রদং নীতাঃ" প্রভৃতি শ্লোকে যে তাৎপর্য্য পাওয়া গেল, তাহাতে প্রথমতঃ প্রাকৃত জগতের বিবিধ বৈচিত্র্যতে আসক্তচিত্ত গোপগণ "তমসঃ পরং" অর্থাৎ লোকাতীত ব্রহ্মস্বরূপে নিমগ্ন হইলেন। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে তাঁহারা সেখান হইতে উদ্ধৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের ধাম দর্শন করিলেন ইহাই মনে হয়। এই ক্রমানুসারে শ্রীকৃষ্ণলোকের সংস্থান নির্ণয় করিলে জানা যায় যে—শুদ্ধ সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম আমাদের পরিদৃশ্যমান মায়িক জগতের অতীত এবং শ্রীকৃষ্ণলোক তাহারও অতীত।

"সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি। সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ॥" (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণং)

এই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বচনে জানা যায় যে "তমসঃ পারে" অর্থাৎ মায়িক জগতের অতীত সিদ্ধলোক নামক একটি স্থান আছে, ব্রহ্মসুখে মগ্ন সিদ্ধগণ এবং শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক নিহত দৈত্যগণ সেই স্থানে অবস্থান করেন।

বৈকুণ্ঠবাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল। কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা পরম উজ্জ্বল॥

সিদ্ধলোক নাম তার প্রকৃতির পার। চিৎস্বরূপ তাঁহা নাহি চিচ্ছক্তিবিকার॥

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জোতির্ম্ময়। সাযুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় লয়॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং)

এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বাক্যে মায়িক জগতের অতীত শুদ্ধ সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুর উদ্দেশ পাওয়া যায়। "তে তু ব্রহ্মহ্রদং নীতা." প্রভৃতি শ্লোকে এই সিদ্ধলোকই ব্রহ্মহ্রদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় এই সিদ্ধলোকেরও অতীত শ্রীকৃষ্ণলোক দর্শন করিয়াছেন। গোপগণের এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণলোকদর্শন এবং শ্রীকৃষ্ণলোকের পূর্ব্ববর্ণিত সংস্থান নির্ণয়ে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত-বৈষম্য না হইলেও শ্রীকৃষ্ণপার্ষদ গোপগণের মায়িক জীবের মত ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি এবং তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণলোক দর্শনের সামঞ্জস্য করা বডই কঠিন। কেননা গোপ-গণ, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপার্ষদ, সুতরাং তাঁহারা যে নিত্যমায়ামুক্ত তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে এবং একথা পূর্ব্বেও বিস্তৃতভাবে সমালোচনা করা হইয়াছে। নিত্যমায়ামুক্ত গোপগণের মায়িক জগতে অবস্থিতি এবং মায়িক জগৎ হইতে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাদের যে ধাম দর্শন করাইয়াছিলেন তাঁহারা সেই ধামেরই মায়িক জগতে অভিব্যক্তি প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণের সেবাভিনিবেশ মত্ত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, সুতরাং মায়িক জীবের যেমন মায়াভিনিবেশের পরবর্ত্তী অবস্থায় ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়, তাঁহাদের সেইরূপ হওয়া সম্ভবপর নহে, কেননা তাঁহারা মায়িক জগতের অতীত ব্রহ্মভাবেরও উপরিতন অবস্থায় নিত্য-প্রতিষ্ঠিত। মায়ামুক্ত হইয়া ব্রহ্মানুভূতি লাভ মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে শ্রেষ্ঠ হইলেও শ্রীকৃষ্ণসেবারত ভক্তগণের পক্ষে তাহা শ্রেষ্ঠ নহে। কেননা শ্রীকৃষ্ণলোকে অবস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার লাভের নিম্নস্তরেই ব্রহ্মানুভূতির স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণপার্ষদ গোপগণের শ্রীকৃষ্ণসেবাভিনিবেশ হইতে নিম্নস্তরে আসিয়া ব্রহ্মানুভূতি লাভ ও তৎপরে আবার শ্রীকৃষ্ণলোক দর্শনের সামঞ্জস্য রক্ষা করা বডই কঠিন। এইজন্য "তে তু ব্রহ্মহ্রদং নীতা:" প্রভৃতি শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শ্রীধরস্বামিপাদ এবং শ্রীজীবগোস্বামিপাদ প্রভৃতি বৈষ্ণবদার্শনিকগণ দুই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার প্রথম ব্যাখ্যায় পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মভাবের কথা বর্ণিত আছে বটে, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় তাহার কোন চিহ্নই নাই।

"তে তু ব্রহ্মহ্রদং নীতা." প্রভৃতি শ্লোকের দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

"অথবা অক্রুরো যত্র দৃষ্টবান্ তস্য যমুনাহ্রদস্য ব্রহ্মহ্রদ ইতি নাম, তং হ্রদং নীতাঃ সন্তো ব্রহ্মণো লোকং দদৃশুঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণপার্ষদ ব্রজবাসি গোপগণ স্বভাবতঃই মায়ামুক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপূর্ণহৃদয়। সুতরাং মায়ামুগ্ধ জীবগণ যেমন তীব্র সাধনানুষ্ঠানে মায়ামুক্ত হইয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপানুভূতি লাভ করে, তাঁহাদের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। কেননা মায়াবদ্ধ জীবগণ যখন মায়ার পীড়নে অধীর হইয়া পড়ে, তখনই তাঁহারা মায়ামুক্তির জন্য তীব্র সাধনানুষ্ঠান করে ও সেই সাধনার সিদ্ধিদশায় মায়ামুক্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপানুভূতি লাভ করে। কিন্তু যাঁহারা নিরন্তর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সেবানন্দে পরিপূর্ণ এবং সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গসুখানুভব করিতেছেন, তাঁহাদের কখনও প্রাকৃত জীবের ন্যায় মায়ামুক্ত হইয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপানুভূতির লালসা কিংবা প্রয়োজন হইতে পারে না। অতএব "তে তু ব্রহ্মহ্রদং নীতা:" প্রভৃতি শ্লোকস্থ ব্রহ্মহ্রদ শব্দের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া নিত্যসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবান্ ব্রজবাসি গোপগণকে সেখানে নিমগ্ন করিলে প্রকৃত সিদ্ধান্তের অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। এই জন্য শ্রীধরস্বামিপাদ "অথবা" বলিয়া এই শ্লোকের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তোষণী টীকায় প্রথমতঃ শ্রীধর স্বামিপাদের মতানুসারে ব্রহ্মহ্রদ শব্দের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া পরিশেষে—"অথবা" বলিয়া দ্বিতীয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাই বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত সম্মত এবং ইতিহাস প্রসিদ্ধ বলিয়া মনে হয়।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন—"তে তু ব্রহ্মহ্রদং নীতা:" প্রভৃতি শ্লোকস্থ ব্রহ্মহ্রদ যমুনারই কোনও গভীর জলপূর্ণ স্থানবিশেষ। কংস-প্রেরিত অক্রূর যখন বৃন্দাবন হইতে শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবকে লইয়া মথুরায় গমন

করেন, তখন তিনি এই স্থানে আসিয়া স্নান করেন এবং বৈকুণ্ঠ দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করেন। সেজন্য এই স্থান 'অক্রূর-তীর্থ" নামেও প্রসিদ্ধ আছে—

একদিন অক্রূর ঘাটের উপরে। বসি মহাপ্রভু কিছু করেন বিচারে॥

এই ঘাটে অক্রূর বৈকুণ্ঠ দেখিল। ব্রজবাসি লোক গোলোক দর্শন করিল॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্)

ব্রজবাসি গোপগণ, শ্রীকৃষ্ণের ধাম দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে লইয়া এই ব্রহ্মহ্রদ অথবা অক্রূরতীর্থ নামক স্থানে আসিলেন এবং তাঁহাদিগকে সেইস্থানে যমুনাবগাহন করিতে বলিলেন। ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের আদেশ মত সেই ব্রহ্মতীর্থে অবগাহন করিয়া উঠিলেন এবং পরমানির্ব্বচনীয় গোলোক ধাম দর্শন করিলেন।

বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীব গোস্বামী এসম্বন্ধে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে বলিয়াছেন—

ব্রহ্মহ্রদম্ অক্রূরতীর্থং শ্রীকৃষ্ণেন নীতাঃ পুনশ্চ তদাজ্ঞয়ৈব মগ্নাঃ পুনশ্চ তস্মাত্তীর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেনৈবোত্থিতাঃ সন্তো নরাকৃতিপরব্রহ্মণঃ শ্রীকৃষ্ণস্য লোকং গোলোকাখ্যং দদৃশুঃ যদ্যপি সর্ব্বত্রৈব শ্রীবৃন্দাবনে তৎপ্রকাশবিশেষোঽসৌ গোলোকো দর্শয়িতুং শক্যঃ স্যাৎ, তথাপি তত্তীর্থমাহাত্ম্যজ্ঞাপনার্থমেব বা বিনোদার্থমেব বা তস্মিন্ মজ্জনমিতি জ্ঞেয়ম্।" (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ।)

ব্রহ্মহ্রদ, অক্রূরতীর্থেরই নামান্তর। শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার পরমপ্রিয় ব্রজবাসিগণকে নিজ লোক দেখাইবার জন্য সেই স্থানে লইয়া আসিলেন। তাহার পর ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের আদেশে সেই স্থানে অবগাহন করিয়া উঠিয়া শ্রীকৃষ্ণের গোলোক নামক ধাম দর্শন করিলেন। যদিও গোলোকধাম শ্রীবৃন্দাবনেরই প্রকাশবিশেষ এবং শ্রীবৃন্দাবনের যে কোনও স্থান হইতে শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজবাসি গোপগণকে তাহা দেখাইতে পারিতেন, তথাপি অক্রূরতীর্থের মাহাত্ম্য খ্যাপনের জন্য অথবা লীলাকৌতুকাস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজবাসি গোপগণকে সেখানে লইয়া গিয়া গোলোক দর্শন করাইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজবাসি-গোপগণকে এইরূপে গোলোক দর্শন করাইলেন, তখন তাঁহারা পরমানন্দে পরিপূর্ণ হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে—তাঁহাদেরই কৃষ্ণ সেই মহাবৈভবময় গোলোক ধামে অবস্থান করিতেছেন এবং মূর্ত্তিমান বেদাধিষ্ঠাতৃ দেবগণ তাঁহার স্তুতি করিতেছেন। ইহাতে প্রেমবান্ নন্দগোপ প্রভৃতি ব্রজবাসিগণ তাঁহাদের কৃষ্ণের বৈভব দেখিয়া, কোনও সম্রাটের পিতা যেমন তাঁহার পুত্রের বৈভব দেখিয়া আনন্দ লাভ করেন, সেইরূপ পরমানন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম গোলোক সর্ব্বব্যাপী; তাহার প্রপঞ্চগত প্রকাশ শ্রীবৃন্দাবন এবং অপ্রপঞ্চগত প্রকাশ গোলোক। তাহার মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন প্রেমসেবাময় এবং গোলোক পরমবৈভবময়। ব্রজবাসি গোপগণ প্রেমসেবা প্রকাশ হইতে পরমবৈভব প্রকাশ দেখিতে উৎকণ্ঠিত হইলে শ্রীভগবান্ এইভাবে তাঁহাদের সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন॥ ১৫—১৭

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতায়াং
শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীসমাখ্যায়াং বঙ্গব্যাখ্যায়াং দশমস্কন্ধস্যাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৮